কবিতা সমগ্র

কাজী নজরুল ইসলাম

produced by
Md Shirazul Islam

সূচীপত্র

অগ্নিবীণা	4
দোলন-চাঁপা	51
বিষের বাঁশি	91
ভাঙার গান	145
চিত্তনামা	169
ছায়ানট	178
পুবের হাওয়া	227
সাম্যবাদী	249
ঝিঙে ফুল	262
সর্বহারা	280
ফণি মনসা	308
সিন্ধু-হিন্দোল	341
জিঞ্জির	376
চক্রবাক	419
সন্ধ্যা	457
প্রলয়শিখা	482
নির্ঝর	503
নতুন চাঁদ	532
মরু-ভাস্কর	571
ঝড়	676

অগ্নিবীণা

উৎসর্গ

বাঙলার অগ্নি-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু

অগ্নি-ঋষি! অগ্নিবীণা তোমায় শুধু সাজে।
তাই তো তোমার বহ্নিরাগেও বেদনবেহাগ বাজে।

দহনবনের গহনচারী —
হায় ঋষি — কোন্ বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি
অগ্নিমরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন্ বাঁশি সে বুঝতে পারি না যে।

দুর্বাসা হে! রুদ্র তড়িৎ হানছিলে বৈশাখে,
হঠাৎ সে কার শুনলে বেণু কদম্বের ওই শাখে।
বজ্রে তোমার বাজল বাঁশি,
বহ্নি হল কান্নাহাসি,
সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী —
মন সরে না কাজে।
তোমার নয়নঝুরা অগ্নিসুরেও রক্তশিখা রাজে।

তোমার অগ্নি-পূজারি
স্নেহ-মহিমান্বিত শিষ্য — কাজী নজরুল ইসলাম
প্রলয়োল্লাস
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর!

ওঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড় !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,

সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !

মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে

মহাকালের চণ্ড-রূপে—

ধূম্র-ধূপে

বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর !
ওরে ওঐ
হাসছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর!

ঝামর তাহার কেশের দোলার ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,

সর্ব্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় !

বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে

রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে

দোদুল দোলে !

অট্টরোলের হট্টোগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ওঐ
স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !

দ্বাদশ-রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,

দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গ তার ত্রস্ত জটায় !

বিন্দু তাহার নয়ন-জলে

সপ্ত মহা-সিন্ধু দোলে

কপোল-তলে !

বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর ‘পর—
হাঁকে ওঐ
“জয় প্রলয়ঙ্কর !”
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে

জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ওই বিনাশে !

এবার মহানিশার শেষে

আসবে ঊষা অরুণ হেসে

করুণ বেশে !

দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু-চাঁদের কর—
আলো তার
ভরবে এবার ঘর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !!

ওই যে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত চাবুক হানে,

রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্রগানে ঝড়-তুফানে !

ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে |

গগন-তলের নীল খিলানে !

অন্ধ কারার অন্ধ কূপে

দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে

পাষাণ-স্তূপে !

এই ত রে তার আসার সময় ওই রথঘর্ঘর—
শোনা যায়
ওই রথঘর্ঘর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !!

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ? — প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন |

আসছে নবীন — জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন |

তাই সে এমন কেশে বেশে

প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—

মধুর হেসে !
ভেঙে আবার
গড়তে জানে সে চিরসুন্দর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !!

ওই
ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর ?

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !—

বধূরা প্রদীপ তুলে ধর !

কাল-ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !—
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব
জয়ধ্বনি কর !!
বিদ্রোহী
বল
বীর -
বল
উন্নত মম শির!
শির
নেহারি আমার নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল
বীর -
বল
মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি,

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি,

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া

খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া,

উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম
ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল
বীর -
আমি
চির-উন্নত শির!

আমি
চিরদূর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-
প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি
মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি
দুর্বার,

আমি
ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি
অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি
দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি
মানি নাকো কোন আইন,
আমি
ভরা তরি করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি
ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
আমি
বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!
বল
বীর -
চির
উন্নত মম শির!

আমি
ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি
পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি’।
আমি
নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি
আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি
হাম্বার, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি
চল-চঞ্চল, ঠমকি ছমকি

পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি’

ফিং দিয়া দিই তিন দোল;
আমি
চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি
তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
আমি

শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি
উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি
মহামারী আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;
আমি
শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর!
বল
বীর -
চির
উন্নত মম শির!
আমি
চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি
দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।
আমি
হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি
যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি
সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি
অবসান, নিশাবসান।
আমি
ইন্দ্রাণী-সুত হাতে-চাঁদ ভালে-সূর্য
মম
এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর রণ-তূর্য;
আমি
কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধীর।
আমি
ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বলো
বীর -
চির
উন্নত মম শির!

আমি
সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি
যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।

আমি
বেদুইন, আমি চেঙ্গিস,
আমি
আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি
বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি
ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি
পিণাকপাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দন্ড,
আমি
চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণবনাদ প্রচন্ড!
আমি
ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি
দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
আমি
প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস, – আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি
মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি
কভু প্রশান্ত, – কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি
অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি
প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি
উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি
উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল!

আমি
বন্ধন-হারা কুমারীর বেণু, তন্বী-নয়নে বহ্নি
আমি
ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি!
আমি
উন্মন মন উদাসীর,
আমি
বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি

বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি
অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ – জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের
আমি
অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত
চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থরথরথর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি
গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে দেখা অনুখন,
আমি
চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কনকন!
আমি
চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি
যৌবন-ভিতু পল্লিবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি
উত্তরী-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পুরবি হাওয়া
আমি
পথিক কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি
আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি
আমি
মরু-নির্ঝর ঝরঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়াছবি!
আমি
তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি
সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!
আমি
উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি
বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি
ঝড়ের মতন করতালি দিয়া স্বর্গ মর্ত্য করতলে,
তাজি
বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি
বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি
পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি

তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া দিয়া লম্ফ,
আমি
ত্রাস-সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি ভূমিকম্প।
ধরি
বাসুকির ফণা জাপটি, -
ধরি
স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি!
আমি
দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি
ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল!
আমি
অর্ফিয়াসের বাঁশরি,
মহা-
সিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম
ঘুম
চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম

মম
বাঁশরীর তানে পাশরি।
আমি
শ্যামের হাতের বাঁশরি।
আমি
রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে
সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি
বিদ্রোহবাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!
আমি
শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা,
কভু
ধরণিরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা।
আমি
ছিনিয়া আনিব বিষ্ণুবক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি
অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি
ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি
ছিন্নমস্তা চন্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,

আমি
জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি
মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি
অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি
মানব দানব দেবতার ভয়,

বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,

জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি
তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য!
আমি
উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি
চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!
আমি
উত্তাল, আমি তুঙ্গ ভয়াল মহাকাল,
আমি
বিবসন আজ ধরাতল নভ ছেয়েছে আমারই জটাজাল!
আমি
ধন্য! আমি ধন্য!
আমি
মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীর বিদ্রোহী সৈন্য,
আমি
ধন্য! আমি ধন্য!!
আমি
পরশুরামের কঠোর কুঠার

নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি
হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি
উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা-
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি

সেই দিন হব শান্ত,
যবে
উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না -

অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না -

বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি
সেই দিন হব শান্ত।
আমি
বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি
স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি
বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি
খেয়ালী-বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি
চির-বিদ্রোহী বীর -
আমি
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!
রক্তাম্বরধারিণী-মা
রক্তাম্বর পরো মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন
দেখি ওই করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন ঝন।
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলো মা গো,
জ্বালো সেথা জ্বালো কাল-চিতা
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।
এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কালবৈশাখী ভীম তুফান,
চরণ-আঘাতে উদ্গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্ত-বান।
নিশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম
উড়ে যাক মা গো এই ভুবন,
অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু-
চক্র মা তোর হেম-কাঁকন।
টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গলহার হোক নীল ফাঁসি,

নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্‌ভাসি।
হাসো খলখল দাও করতালি
বলো হরহর শঙ্কর!
আজ হতে মা গো অসহায়সম
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বরো।
মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক করো মা
সে চাবুক করো নভ-তড়িৎ,
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
নিদ্রিত শিবে লাথি মারো আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।
দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ;
দেখাও মা ওই কল্যাণ-করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত শতদলবাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।
আগমনি
এ কী
রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন –
ঝন
রনরনরন ঝনঝন!
সে কী
দমকি দমকি ধমকি ধমকি

দামা দ্রিমি দ্রিমি গমকি গমকি

ওঠে চোটে, চোটে,

ছোটে লোটে ফোটে!

বহ্নি ফিনিক চমকি চমকি

ঢাল-তলোয়ারে খনখন!
সদা

গদা ঘোরে বোঁও বনবন
শোঁও
শনশন!

হই
হই রব
ওই
ভৈরব
হাঁকে
লাখে লাখে
ঝাঁকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
লাল
গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে
ওই
পালে পালে,
ধরা
কাঁপে কাঁপে।
জাঁকে
মহাকাল কাঁপে থরথর!
রণে
কড়কড়কাড়া খাঁড়া-ঘাত,
শির
পিষে হাঁকে রথ-ঘর্ঘরধ্বনি ঘরঘর!
‘গর
গরগর’ বোলে ভেরি তূরী।
‘হর
হরহর’
করি
চিৎকার ছোটে সুরাসুর-সেনা হনহন!
ওঠে
ঝঞ্ঝা ঝাপটি দাপটি সাপটি

হুহু হুহু হুহু শনশন!
ছোটে
সুরাসুর সেনা হনহন।
বোঁও
বনবন
শোঁও
শনশন

সূচীপত্র

হো-হো
ঝনন ননন রনঝনঝন রনননরন ঝনরন!
তাতা
থইথই খল খল খল
নাচে
রণরঙ্গিণী সঙ্গিনী সাথে,

ধকধক জ্বলে জ্বলজ্বল!
বুকে
মুখে চোখে রোষ-হুতাশন!
রোস
কথা শোন!
ওই
ডম্বরু-ঢোলে ডিমিডিমি বোলে,

ব্যোম মরুৎ স-অম্বর দোলে,

যম বরুণ কী কলকল্লোলে চলে উতরোলে

ধ্বংসে মাতিয়া তাথিয়া তাথিয়া

নাচিয়া রঙ্গে, চরণ ভঙ্গে

সৃষ্টি সে টলে টলমল!
ও কী
বিজয়ধ্বনি সিন্ধু গরজে কলকল কল কলকল!
ওঠে
কোলাহল
কূট
হলাহল
ছোটে
মন্থনে পুন রক্ত-উদধি

ফেনাবিষ ক্ষরে গলগল!
টলে
নির্বিকার সে বিধাতৃরও গো

সিংহ-আসন টলমল!
কার
আকাশ-জোড়া ও আনত নয়ানে

করুণা-অশ্রু ছলছল!

বাজে
মৃত-সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝমঝম,
নাচে
ধূর্জটি সাথে প্রমথ ববম বমবম!
লাল
লালে লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের,
ওঠে
ওংকার, রণ-ডঙ্কার,
নাদে
ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের।
ছোটে
রক্ত ফোয়ারা বহ্নির বান রে!
কোটি
বীরপ্রাণ
ক্ষণে
নির্বাণ
তবু
শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ

গমকে শিরায় গমগম।
ভয়ে
রক্ত-পাগল প্রেত-পিশাচেরও

শিরদাঁড়া করে চনচন !
যত
ডাকিনী-যোগিনী বিস্ময়াহতা,

নিশীথিনী ভয়ে থমথম।
বাজে
মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝমঝম!

ওই
অট্টহাসিছে রণচামুণ্ডা হাহা হাহা হিহি হিহি,
মাঝে
মাঝে হুংকারে বৃংহিত নাদ

হ্রেষারব চিঁহি চিঁহিচিঁহি।

বজ্রের মার

করকা-পাত!

কর্‌ আঘাত

কর্‌ নিপাত,

বহ্নিঘাত

মারের ওপরে মার হানো,

বাঃ সাবাস্‌!

হাসো! – কাঁপে দেখো ভয়ে? যেন শীতে

হিহি ইহি ইহি! কটকটকট পটপটপট

গিরা ছিঁড়ে হাহা নড়ে ছটফট!

হুর্‌র্‌! হুর্‌র্‌!! হুর্‌র্‌!!!

হো হো কাটা পাঁঠা যেন ধড়ফড়
করে
দূর্‌র্‌! দূর্‌র্‌!! দূর্‌র্‌!!!
ওই
ওঠে দানবেরা ঘন চিৎকারি

ধিক্কারি পুন হানে টিটকারি রে!
যেন
কোটি নাগ-বিষ-ফুৎকারে
ওঠে
মৃত্যুআহত নিশাসে নিশাসে ঘুৎকার।
নর-
মুণ্ডমালিনী চণ্ডী হাসিছে হাহা হাহা হাহা হিহিহিহি
হোহো
হাহা হাহা হাহা হিহিহিহি।
ওই
অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য সেনা যত

হত
আহত করে রে দেবতা সত্য!

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল মাতাল রক্ত-সুরায়;

ত্রস্ত বিধাতা, মস্ত পাগল

পিনাকপাণি স-ত্রিশূল প্রলয় হস্ত ঘুরায়!

ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত-সুরায়॥

চিতার উপরে চিতা সারি সারি

চারিপাশে তারই

ডাকে কুক্‌কুর গৃধিনি শৃগাল!

প্রলয় দোলায় দুলিছে ত্রিকাল

প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!!

আজ
রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ

দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ প্রহরণ!

পদতলে লুটে মহিষাসুর,

মহামাতা ওই সিংহবাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে –

শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!

নাই দানব

নাই অসুর–

চাইনে সুর

চাই মানব!–

বরাভয়-বাণী ওই রে কার

শুনি, নহে হইরই এবার!

ওঠ রে ওঠ

ছোট রে ছোট!

শান্ত মন,

ক্ষান্ত রণ!

খোল তোরণ,

চল বরণ

করব মায়;

ডরব কায়?

ধর্‌ব পায় কার সে আর

বিশ্ব-মা-ই পার্শ্বে যার?

আজ

আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারই চাওয়া,

ওই

শেফালিকা-তলে কে বালিকা চলে?

কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া।

এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী কমলা ওই,

সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা

এল বীণাপাণি অমলা ওই।

এসেছে গণেশ,

এসেছে মহেশ,

বাস্ রে বাস্!

জোর উছাস্!!

এল সুন্দর সুর সেনাপতি,

সব মুখ এ যে চেনা-চেনা অতি

বাস্ রে বাস্   জোর উছাস্!!

হিমালয়! জাগো! ওঠো আজি,

তব সীমা লয় হোক

ভুলে যাও শোক – চোখে জল রোক

শান্তির – আজি শান্তি-নিলয় এ আলয় হোক্!

ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক

মা-র আবাহন-গীত চলুক!

    দীপ জ্বলুক!

    গীত চলুক!!

আজ
কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম নিখিল ব্যোম!

    স্বা-গতম্

    স্বা-গতম্!!

    মা-তরম্!

    মা-তরম্!!

ওই ওই ওই বিশ্বকণ্ঠে

বন্দনা-বাণী লুণ্ঠে – ‘বন্দে

মা-তরম্!!
ধূমকেতু
আমি
যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই
স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

সাত
সাত শো নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে,
মম
ধূম-কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে!
আমি
অশিব তিক্ত অভিশাপ,
আমি
স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি-পাপের অনুতাপ-তাপ-হাহাকার—
আর
মর্ত্তে সাহারা-গোবী ছাপ,
আমি
অশিব তিক্ত অভিশাপ!
আমি
সর্ব্বনাশের ঝাণ্ডা উড়ায়ে বোঁও বোঁও ঘুরি শূণ্যে,
আমি
বিষ-ধূম-বাণ হানি একা ঘিরে ভগবান-অভিমুন্যে |
শোঁও
শন-নন-নন শন-নন-নন শাঁই শাঁই,
ঘুর্
পাক্ খাই, ধাই পাঁই পাঁই,
মম
পুচ্ছে জড়ায়ে সৃষ্টি;
করি
উল্কা-অশনি-বৃষ্টি, —
আমি
একটা বিশ্ব গ্রাসিয়াছি, পারি গ্রাসিতে এখনো ত্রিশটি|
আমি
অপঘাত দুর্দ্দৈব রে আমি সৃষ্টির অনাসৃষ্টি!
আমি
আপনার বিষ-জ্বালা মদ-পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া

জোর
বুঁদ হ'য়ে আমি চ'লেছি ধাইয়া ভাইয়া!
শুনি
মম বিষাক্ত, "রিরিরিরি"-নাদ

শোনায় দ্বিরেফ-গুঞ্জন সম বিশ্ব ঘোরার প্রণব নিনাদ!
মম
ধূর্জ্জটী-শিখ করাল পুচ্ছে

দশ অবতারে বেঁধে ঝ্যাটা ক'রে ঘোরাই উচ্চে, ঘুরাই—
আমি
অগ্নি কেতন উড়াই! —

আমি
যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই
স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

ঐ
বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়ায়েছিল রে হাত
মম
অগ্নি-দাহনে জ্ব'লে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!
আমি
জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই
বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি |
আমি
জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা' হয়নি হবে তা'ও!
তাই
বিপ্লব হানি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তা'ও!
তোর
নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিবাই, মৃত্যুর মুখে থুতু দি'!
আর
যে যত রাগে রে তারে তত কাল্-আগুনের কাতুকুতু দি'!
মম
তুরীয় লোকের তির্যক-গতি তূর্য্য-গাজন বাজায়!
মম
বিষ-নিঃশ্বাসে মারীভয় হানে অরাজক যত রাজায়!
কচি
শিশু-রসনায় ধানী-লঙ্কার পোড়া ঝাল

আর
বদ্ধ কারায় গন্ধক ঘোঁয়া, এসিড, পটাস, মোনছাল,
আর
কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি দাহ করি
আর
স্রষ্টারে আমি চুষে খাই!
পেলে
বাহান্ন-শও জাহান্নামেও আধা চুমুকে সে শুষে যাই!

আমি
যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই
স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
আমি
শি শি শি প্রলয়-শিশ্ দিয়ে ঘুরি কৃতিঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি,
আমি
ত্রিভুবন তার পোড়ায়ে মারিয়া আমিই করিব মুখাগ্নি!

তাই আমি ঘোর তিক্ত সুখে রে, একপাক ঘু'রে বোঁও করে

ফের দু'পাক নি'!

কৃতিঘ্নী আমি কৃতিঘ্নী ঐ বিশ্বমাতার শোকাগ্নি!

পঞ্জর মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর—

শোন্ রো মর, শোন্ অমর! —

সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা!

এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জান কি তা?

কি বলো ? কি বলো ? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা!
হো হো
ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালিয়েছি বুকে চিতা!
ছোট
শন শন শন ঘর ঘর ঘর সাঁই সাঁই!
ছোট
পাঁই পাঁই|
তুই

অভিশাপ তুই শয়তান তোর অনন্তকাল পরমাই!
ওরে
ভয় নাই তোর মার নাই !!
তুই
প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু!
তুই
উগ্র ক্ষিপ্ত তেজ-মরীচিকা, নোস অমরার ঘুম –সেতু
তুই
ভৈরব-ভয় ধূমকেতু!

আমি
যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই
স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!
ঐ
ঈশ্বর-শির উল্লঙ্ঘিতে আমি আগুনের সিড়ি,
আমি
বসিব বলিয়া পেতেছি ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি!
খ্যাপা
মহেশের বিক্ষিপ্ত পিনাক, দেবরাজ-দম্ভোলি
লোকে
বলে মোরে, শুনে হাসি আমি আর নাচি বব-বম্ বলি!
এই
শিখায় আমার নিযুত ত্রিশূল বাশুলি বজ্র-ছড়ি
ওরে
ছড়ানো র'য়েছে, কত যায় গড়াগড়ি!
মহা
সিংহাসনে সে কাঁপিছে বিশ্ব-সম্রাট নিরবধি,
তার
ললাটে তপ্ত অভিশাপ ছাপ এঁকে দিই আমি যদি!
তাই
টিটকিরি দিয়ে হাহা হেসে উঠি,

সে হাসি গুমরি লুটায়ে পরে রে তুফান ঝঞ্ঝা সাইক্লোনে টুটি' !
আমি
বাজাই আকাশে তালি দিয়া "তাতা-উর্ তাক্"|
আর
সোঁও সোঁও করে প্যাঁচ দিয়ে খাই চিলে-ঘুড়ি সম ঘুরপাক!
মম
নিঃশ্বাস আভাসে অগ্নি-গিরির বুক ফেটে উঠে ঘুৎকারপ

আর
পুচ্ছে আমার কোটি নাগ-শিশু উদ্গারে বিষ-ফুৎকার!

বাঘিনী যেমন ধরিয়া শিকার

তখনি রক্ত শোষে না রে তার,

দৃষ্টি-সীমায় রাখিয়া তাহারে উগ্রচণ্ড সুখে

পুচ্ছ সাপটি' খেলা করে আর শিকার মরে সে ধুঁকে!

তেমনি করিয়া ভগবানে আমি

দৃষ্টি-সীমায় রাখি দিবাযামী

ঘিরিয়া ঘিরিয়া খেলিতেছি খেলা, হাসি' পিশাচের হাসি
ওরে
অগ্নি-বাঘিনী আমি সে সর্ব্বনাশী!

আজ
রক্ত মাতাল উল্লাসে মাতি রে—
মম
পুচ্ছে ঠিকরে দশগুণ ভাতি,

রক্ত-রুদ্র উল্লাসে মাতি রে!

ভগবান্? সে ত হাতের শিকার!— মুখে ফেনা উঠে মরে!
আর
কাঁপিছে, কখন পড়ি গিয়া তার আহত বুকের প'রে!

অথবা যেন রে অসহায় এক শিশুরে ঘিরিয়া

চায়, আর ঘোরে শন্ শন্ শন্,

ভয় বিহ্বল শিশু তার মাঝে কাঁপে রে যেমন—

তেমনি করিয়া ভগবানে ঘিরে
আমি
ধূমকেতু-কালনাগ অভিশাপ ছুটে চলেছি রে ;

আর সাপে-ঘেরা অসহায় শিশু সম

বিধাতা তোদের কাঁপিছে রুদ্র ঘুর্ণীর মাঝে মম!

আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁদে ত্রাসে,

স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্ট পাছে বা বড় হ’য়ে তারে গ্রাসে!

কামাল পাশা

[তখন শরৎ-সন্ধ্যা। আশমানের আঙিনা তখন কারবালা ময়দানের মতো খুনখারাবির রঙে রঙিন। সে-দিনকারমহা-আহবেগ্রিক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যইরণস্থলে হত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাকি সব প্রাণপণে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকরিতেছে। তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল পাশামহাহর্ষে রণস্থল হইতে তাম্বুতে ফিরিতেছেন। বিজয়োন্মত্ত সৈন্য-দল মহাকল্লোলেঅম্বর ধরণি কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের বুকে পিঠে দুইজন করিয়ানিহত সৈনিক বাঁধা। যাহারা ফিরিতেছে তাহাদেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোলাগুলিরআঘাতে, বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন, পা হইতেমাথা পর্যন্ত রক্ত-রঞ্জিত। তাহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। উদ্দামবিজয়োন্মাদনার নেশায় মৃত্যু-কাতর রণক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তাহারা যেন খেপিয়াউঠিয়াছে। ভাঙা সঙিনের আগায় রক্ত-ফেজ উড়াইয়া, ভাঙা খাটিয়া আদি দ্বারানির্মিত এক অভিনব চৌদোলে কামালকে বসাইয়া বিষম হল্লা করিতে করিতে তাহারামার্চ করিতেছে। ভূমিকম্পের সময় সাগর-কল্লোলের মতো তাহাদের বিপুল বিজয়ধ্বনিআকাশে-বাতাসে যেন কেমন একটা ভীতি-কম্পনের সৃজন করিতেছে। বহু দূর হইতে সেরণতাণ্ডব নৃত্যের ও প্রবল ভেরিতূরীর ঘন রোল শোনা যাইতেছে। অত্যধিক আনন্দেঅনে-কেরই ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছিল। অনেকেরই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।]

সৈন্যবাহিনী দাঁড়াইয়া। হাবিলদার-মেজর তাহাদের মার্চ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণ গাহিতেছিল,–

ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই,
কামাল!তু নেকামালকিয়াভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর মার্চের হুকুম করিল : কুইক মার্চ!
লেফট! রাইট! লেফট!!
লেফট! রাইট! লেফট!!
সৈন্যগণ গাহিতে গাহিতে মার্চ করিতে লাগিল]

ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই,
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
[হাবিলদার-মেজর : লেফট! রাইট!]

সাব্বাস ভাই! সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোরশম্‌শেরে।
পাঠিয়ে দিলি দুশমনে সব যম-ঘর একদম-সে রে!
বল দেখি ভাই, বল হাঁ রে,
দুনিয়ায় কে ডর্‌ করে না তুর্কির তেজ তলোয়ারে?

[লেফট! রাইট! লেফট!]

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
বুজদিলওই দুশমন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া!
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
হুররো হো!
হুররো হো!

দস্যুগুলোয় সামলাতে যে এম্‌নি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর : সাবাস সিপাই! লেফট! রাইট! লেফট!]

শির হতে এই পাঁও-তক্‌ ভাই লাল-লালে-লাল খুন মেখে
রণ-ভীতুদের শান্তি-বাণী শুনবে কে?
পিণ্ডারিদের খুন-রঙিন
নখ-ভাঙা এই নীল সঙিন
তৈয়ার হ্যায় হর্দম ভাই ফাড়্‌তেজিগরশত্রুদের।
হিংসুক-দল! জোর তুলেছি শোধ তোদের!
সাবাস জোয়ান! সাবাস!
ক্ষীণজীবী ওই জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্‌ –
এম্‌নি করে রে–
এম্‌নি জোরে রে–
ক্ষীণজীবী ওই জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্‌!
সাবাস জোয়ান! সাবাস!

[লেফট! রাইট! লেফট!]

হিংসুটে ওই জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজনেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হই নিজের!
পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত!

তাইতাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!

কি বল ভাইস্যাঙাত ?
হুররো হো!
হুররো হো!
দনুজ-দলে দলতে দাদা এমনি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
[হাবিলদার-মেজর : রাইট হুইল! লেফট! রাইট! লেফট!
সৈন্যগণ ডানদিকে মোড় ফিরিল!]

আজাদমানুষ বন্দি করে, অধীন করে স্বাধীন দেশ,
কুলমুলুকেরকুষ্ঠি করে জোর দেখালে ক-দিন বেশ,
মোদের হাতে তুর্কি নাচন নাচলে তাধিন তাধিন শেষ!
হুররো হো!
হুররো হো!
বদ-নসিবেরবরাত খারাব বরাদ্দ তাই করলে কিনা আল্লায়,
পিশাচগুলো পড়ল এসে পেল্লায় ওই পাগলাদেরই পাল্লায়!
এই পাগলাদেরই পাল্লায়
হুররো হো!
হুররো হো!
ওদেরকল্লাদেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা,
ওদের হল্লা শুধু হল্লা,
এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধরতে আসেন তুর্কিতাজি,
মর্দ গাজি মোল্লা!–
হাঃ! হাঃ হাঃ!
হেসে নাড়িই ছেঁড়ে বা!
হা হা হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[হাবিলদার-মেজর : সাবাস সিপাই! লেফট! রাইট! লেফট!
সাবাস সিপাই। ফের বল ভাই!]

ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর : লেফট হুইল! য়্যাজ য়ু ওয়্যার! – রাইট হুইল! –
লেফট! রাইট! লেফট!
সৈন্যদের আঁখির সামনে অস্ত-রবির আশ্চর্য রঙের খেলা ভাসিয়া উঠিল।]

দেখচ কী দোস্ত অমন করে? হউ হউ হউ!

সত্যি তো ভাই! সন্ধেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বউ!
শহিদ সেনার টুকটুকে বউলাল-পিরাহন -পরা,
স্বামীর খুনের ছোপ-দেওয়া, তায় ডগডগে আনকোরা! –
না না না, – কলজে যেন টুকরো-করে কাটা
হাজার তরুণ শহিদ বীরের, – শিউরে ওঠে গা-টা!
আশমানের ওই সিংদরজায় টাঙিয়েছে কোন্ কসাই
দেখতে পেলে একখুনি গ্যে এই ছোরাটা কলজেতে তার বসাই!
মুণ্ডুটা তার খসাই!
গোস্বাতেআর পাই নে ভেবে কী যে করি দশাই!
[হাবিলদার-মেজর : সাবাস সিপাই! লেফট! রাইট! লেফট!
ঢালু পার্বত্য পথ, সৈন্যগণ বুকের পিঠের নিহত সৈন্যদের ধরিয়া সন্তর্পণে নামিল।]

আহা কচি ভাইরা আমার রে!
এমন কাঁচা জানগুলো খান খান করেছে কোন সে চামার রে?
আহা কচি ভাইরা আমার রে!!

[সামনে উপত্যকা। হাবিলদার-মেজর : লেফট ফর্ম।
সৈন্যবাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল! হাবিলদার-মেজর :ফরওয়ার্ড!
লেফট! রাইট! লেফট!]

আশমানের ওইআংরাখা
খুন-খারাবির রং-মাখা,
কীখুবসুরৎবাঃ রে বা!
জোর বাজা ভাই কাহার্‌বা!
হোক না ভাই এ কারবালা ময়দান –
আমরা যে গাই সাচ্চারই জয়গান!
হোক না এ তোর কারবালা ময়দান!!
হুররো হো
হুররো হো!!
[সামনে পার্বত্য পথ – হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল।
হুকুম দিয়া গেল : 'মার্ক টাইম!' সৈন্যগণ এক স্থানেই দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল, –
দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!
লেফট! রাইট! লেফট!
দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম!]

আশমানে ওই ভাসমান যে মস্ত দুটো রং-এর তাল,
একটা নিবিড়নীল-সীয়াআর একটা খুবই গভীর লাল,–
বুঝলে ভাই! ওই নীল-সিয়াটা শত্রুদের
দেখতে নারে কারুর ভালো,
তাইতে কালো রক্ত-ধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের!

হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!
গৃধ্ন ওরা, লুব্ধ ওদের লক্ষ অসুর বল –
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল।
জালিমওরা অত্যাচারী!
সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই!
জালিমওরা অত্যাচারী!

সৈনিকের ওই গৈরিকে ভাই –
জোর অপমান করলে ওরাই,
তাই তো ওদের মুখ কালো আজ, খুন যেন নীল-জল!–
ওরা হিংস্র পশুর দল!
ওরা হিংস্র পশুর দল!
[হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল : ফরওয়ার্ড! লেফট হুইল –
সৈন্যগণ আবার চলিতে লাগিল – লেফট! রাইট! লেফট!]

সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহিদ হল মরে।
তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে করে –
ওরা শহিদ হল মরে।
পিটনি খেয়ে পিঠ যে তোদের ঢিট হয়েছে! কেমন!
পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা, বীর সে তোরা এমন!
আওরতসব যুদ্ধে আসিস! যা যা!
খুন দেখেছিস বীরের? হাঁ, দেখ টকটকে লাল কেমন গরম তাজা!
আওরত সব যা যা!
এরাই বলেন হবেন রাজা!
আরে যা যা! উচিত সাজা
তাই দিয়েছে শক্ত ছেলে কামাল ভাই!

[হাবিলদার-মেজর : সাবাস সিপাই!]

এই তো চাই! এই তো চাই!
থাকলে স্বাধীন সবাই আছি, নেই তো নাই, নেই তো নাই!
এই তো চাই!!

[কতকগুলি লোক অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহাদের
দেখিয়া সৈন্যগণ আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল!]

মার দিয়া ভাই মার দিয়া
দুশমন সব হার গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
পরওয়া নেহি, যানে দো ভাই যো গিয়া

কিল্লা ফতে হো গিয়া!
হুররো হো!
হুররো হো!

[হাবিলদার-মেজর : সাবাস জোয়ান! লেফট! রাইট!]

জোর সে চলো পা মিলিয়ে,
গা হেলিয়ে,
এমনি করে হাত দুলিয়ে!
দাদরা তালে ‘এক দুই তিন’ পা মিলিয়ে
ঢেউ-এর মতন যাই!
আজ স্বাধীন এ দেশ! আজাদ মোরা বেহেশ্‌তও না চাই!
আর বেহেশ্‌তও না চাই!

[হাবিলদার-মেজর : সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[সৈন্যদল এক নগরের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। নগরবাসিনীরা ঝরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া এই মহান দৃশ্য দেখিতেছিল; তাহাদের চোখ-মুখ আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত। আজ বধূদের মুখের বোরখা খসিয়া পড়িয়াছে। ফুল ছড়াইয়া হাত দুলাইয়া তাহারা বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। সৈন্যগণ চিৎকার করিয়া উঠিল!]

ওই শুনেছিস্‌? ঝরকাতে সব বলছে ডেকে বউ-দলে –
‘কে বীর তুমি! কে চলেছ চৌদোলে?’
চিনিস নে কি? এমন বোকা বোনগুলি সব? – কামাল এ যে কামাল!
পাগলি মায়ের দামাল ছেলে! ভাই যে তোদের!
তা না হলে কার হবে আর রৌশন এমন জামাল ?
কামাল এ যে কামাল!
উড়িয়ে দেব পুড়িয়ে দেব ঘর-বাড়ি সব সামাল।
ঘর-বাড়ি সব সামাল!!
আজ আমাদের খুন ছুটেছে, হোশ টুটেছে,
ডগমগিয়ে জোশ উঠেছে!
সামনে থেকে পালাও।
শোহরত দাও, নওরাতি আজ! হর ঘরে দীপ জ্বালাও!
সামনে থেকে পালাও!
যাও ঘরে দীপ জ্বালাও!!

[হাবিলদার-মেজর : লেফট ফর্ম! লেফট! রাইট! লেফট! ফরোয়ার্ড!]

[বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। পার্শ্বেই পরিখার সারি। পরিখাভর্তি নিহত সৈন্যের দল পচিতেছে।]

ইস! দেখেছিস! ওই কারা ভাই সামলে চলেন পা,
ফসকে মরা আধ-মরাদের মাড়িয়ে ফেলেন বা!

ও তাই শিউরে ওঠে গা!
হাঃহাঃহাঃহাঃ!
মরল যে সে মরেই গেছে!
বাঁচল যারা রইল বেঁচে
এই তো জানি সোজা হিসাব! দুঃখ কি তার? আঁ:?
মরায় দেখে ডরায় এরা! ভয় কি মরায়! বাঃ
হাঃহাঃহাঃহাঃ!
[সম্মুখে সংকীর্ণ ভগ্ন সেতু! হাবিলদার-মেজর অর্ডার দিল : ‘ফর্ম ইনটু সিঙ্গল লাইন।’ এক একজন করিয়া বুকের পিঠের নিহত ভাইদের চাপিয়াধরিয়া অতি সন্তর্পণে ‘স্লো মার্চ’ করিয়া পার হইতে লাগিল।]
সত্যি কিন্তু ভাই!
যখন মোদের বক্ষে বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই –
কেমন সে এক ব্যথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে!
কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধরে কলজেখানা পেষে!
নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে তখন ডুকরে কেন কেঁদেও ফেলি শেষে!
কে যেন ভাই কলজেখানা পেষে!!
ঘুমোও পিঠে, ঘুমোও বুকে, ভাইটি আমার, আহা!
বুক যে ভরে হাহাকারে যতই তোরে সাব্বাস দিই,
যতই বলি বাহা!
লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা!!
ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পারের ভাইটি আমার, আহা!!
অস্ত-পারের দেশ পারায়ে বহুৎ সে দূর তোদের ঘরের রাহা,
ঘুমোও এখন ঘুমোও ঘুমোও ভাইটি ছোটো আহা!
মরণ-বধূর লাল রাঙা বর! ঘুমো!
আহা, এমন চাঁদমুখে তোর কেউ দিল না চুমো!
হতভাগা রে!
মরেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে
না জানি কোন্ ফুটতে-চাওয়া মানুষ-কুঁড়ির হিয়ায়!
তরুণ জীবন এমনি গেল, একটি রাতও পেলিনে রে বুকে কোনো প্রিয়ায়!
অরুণ খুনের তরুণ শহিদ! হতভাগা রে!
মরেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে!
তাই যত আজ লিখনেওয়ালা তোদের মরণ স্ফূর্তি-সে জোর লেখে
এক লাইনে দশ হাজারে মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে,

মরলে কুকুর ওদের, ওরা শহিদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর মরেছে দশটা হাজার সৈনিকে!'
আঁখির পাতা ভিজল কিনা কোনো কালো চোখের
জানল না হায় এ জীবনে ওই সে তরুণ দশটি হাজার লোকের!
পচে মরিস পরিখাতে, মা-বোনেরাও শুনে বলে 'বাহা'!
সৈনিকেরই সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী কেউ কি রে নেই? আহা! –
আয় ভাই তোর বউ এল ওই সন্ধ্যা মেয়ে রক্তচেলি পরে,
আঁধার-শাড়ি পরবে এখন পশবে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে! –
ভাবতে নারি, গোরেরমাটি করবে মাটি এ মুখ কেমন করে –
সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে!
বিদায়-বেলায় আরেকটি বার দিয়ে যা ভাই চুমো!
অনাদরের ভাইটি আমার! মাটির মায়ের কোলে এবার ঘুমো!
[সেতু পার হইয়া আবার জোরে মার্চ করিতে করিতে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।]

ঠিক বলেছ দোস্ত তুমি!
চোস্ত কথা! আয় দেখি তোর হস্ত চুমি!
মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না কিসের?
আব্-জম্-জমআনলে এরা, আপনি পিয়ে কলশি বিষের!
কে মরেছে? কান্না কিসের?
বেশ করেছে!
দেশ বাঁচাতে আপনারই জান শেষ করেছে!
বেশ করেছে!!
শহিদ ওরাই শহিদ!
বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে, খুন ওদেরই লোহিত!
শহিদ ওরাই শহিদ!!

[এইবার তাহাদের তাম্বু দেখা গেল। মহাবীর আনোয়ার পাশা বহুসৈন্য-সামন্ত ও সৈনিকের আত্মীয়স্বজন লইয়া বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতেআসিতেছেন দেখিয়া সৈন্যগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া ডবল মার্চ করিতে লাগিল।]

হুররো হো!
হুররো হো!
ভাই-বেরাদরপালাও এখন দূর রহো! দূর রহো!
হুররো হো! হুররো হো!

[কামাল পাশাকে কোলে লইয়া নাচিতে লাগিল।]

হউ হো হো! কামাল জিতারও !
কামাল জিতা রও!

ও কে আসে! আনোয়ার ভাই? –
আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ!
জোর নাচো ভাই! হর্দম দাও লাফ
আজ জানোয়ার সব সাফ
হুররো হো! হুররো হো!!
সব-কুছআব্দুর রহো! – হুররো হো!! হুররো হো!
রণ জিতে জোর মন মেতেছে! – সালাম সবায় সালাম! –

নাচনা থামা রে!
জখমি-ঘায়েলভাইকে আগে আস্তে নামা রে!
নাচনা থামা রে!
কে ভাই? হাঁ, হাঁ, সালাম।
– ওই শোন শোনসিপাহ-সালারকামাল ভাই-এরকালাম !

[সেনাপতির অর্ডার আসিল,
'সাবাস! থামো! হো! হো!
সাবাস! হল্ট! এক! দো!!']

এক নিমেষে সমস্ত কলরোল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখনও কিন্তুতারায় তারায় যেন ওই বিজয়গীতির হারা-সুর বাজিয়া বাজিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতেক্ষীণতর হইয়া মিশিয়া গেল।

ওই খেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
আনোয়ার
স্থান – প্রহরী-বেষ্টিত অন্ধকার কারাগৃহ, কনস্ট্যান্টিনোপল।
কাল – অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি।

চারিদিক নিস্তব্ধ নির্বাক। সেই মৌনা নিশীথিনীকে ব্যথাদিতেছিল শুধু কাফ্রি-সান্ত্রির পায়চারির বিশ্রী খটখট শব্দ। ওই জিন্দানখানায়মহাবাহু আনোয়ারের জাতীয় সৈন্যদলের সহকারী এক তরুণ সেনানী বন্দি। তাহারকুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, ডাগর চোখ, সুন্দর গঠন – সমস্ত কিছুতে যেন একটাব্যথিত-বিদ্রোহের তিক্ত ক্রন্দন ছল-ছল করিতেছিল। তরুণ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলেচিন্তার রেখাপাতে তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেকটা বেশি বয়স্ক বোধ হইতেছিল।
সেইদিনই ধামা-ধরা সরকারের কোর্ট-মার্শালের বিচারেনির্ধারিত হইয়া গিয়াছে যে পরদিন নিশিভোরে তরুণ সেনানীকে তোপের মুখে উড়াইয়াদেওয়া হইবে।
আজ হতভাগ্যের সেই মুক্তি-নিশীথ জীবনের সেই শেষরাত্রি।তাহার হাতে, পায়ে, কটিদেশে, গর্দানে মস্ত মস্ত লৌহ-শৃঙ্খল। শৃঙ্খল-ভারাতুরতরুণ সেনানী স্বপ্নে তাহার মাকে দেখিতেছিল। সহসা 'মা' বলিয়া চিৎকার করিয়াজাগিয়া উঠিল। তাহার পর চারিদিকে কাতর নয়নে একবার চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহনাই। শুধু হিমানী-সিক্ত বায়ু হা হা স্বরে কাঁদিয়া গেল, 'হায় মাতৃহারা!'

স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তরুণ সেনানীব্যর্থ-রোষে নিজের বামবাহু নিজে দংশন করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল।কারাগৃহের লৌহ-শলাকায় তাহার শৃঙ্খলিত দেহভার বারে বারে নিপতিত হইয়া কারাগৃহকাঁপাইয়া তুলিতেছিল।
এখন তাহার অস্ত্র-গুরু আনোয়ারকে মনে পড়িল। তরুণ বন্দি চিৎকার করিয়া উঠিল – 'আনোয়ার!'

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ারতুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদকরো, মারো যত জানোয়ার!
আনোয়ার! আপশোশ!
বখতেরইসাফ দোষ,
রক্তেরই নাই ভাই আর সে যে তাপজোশ ,
ভেঙে গেছেশমশের – পড়ে আছে খাপ কোশ!
আনোয়ার! আপশোশ!

আনোয়ার! আনোয়ার!
সব যদি সুনসান, তুমি কেন কাঁদ আর?
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার!
আনোয়ার! আর না! –
দিল কাঁপে কার না?
তলওয়ারে তেজ নাই! তুচ্ছস্মার্না,
ওই কাঁপে থর থর মদিনার দ্বার না?
আনোয়ার! আর না!

আনোয়ার! আনোয়ার!
বুক ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর
খুন করো – খুন করো ভীরু যত জানোয়ার!
আনোয়ার!জিঞ্জির –
পরা মোরখিঞ্জির ?
শৃঙ্খলে বাজে শোনোরোনারিন-ঝিনকির, –
নিবু-নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিনকির!
গর্দানে জিঞ্জির!
আনোয়ার! আনোয়ার!
দুর্বল এগিদ্ধরেকেন তড়পানো আর?
জোরওয়ারশেরকই? – জেরবারজানোয়ার।
আনোয়ার! মুশকিল
জাগাকঞ্জুস-দিল
ঘিরে আসে দাবানল তবু নাই হুঁশ তিল!
ভাই আজ শয়তান ভাই-এ মারে ঘুষ কিল!
আনোয়ার! মুশকিল!

আনোয়ার! আনোয়ার!
বেইমান মোরা, নাই জান আধ-খানও আর!
কোথা খোঁজ মুসলিম! – শুধু বুনো জানোয়ার!
আনোয়ার! সব শেষ!–
দেহে খুন অবশেষ! –
ঝুটা তেরি তলওয়ার ছিন লিয়া যব দেশ
আওরত সম ছি ছি ক্রন্দন-রব পেশ!!
আনোয়ার! সব শেষ!

আনোয়ার! আনোয়ার!
জনহীন এবিয়াবানেমিছে পস্তানো আর।
আজও যারা বেঁচে আছে তারা খ্যাপা জানোয়ার।
আনোয়ার! – কেউ নাই।
হাথিয়ার ? – সেও নাই!
দরিয়াও থমথম নাই তাতে ঢেউ, ছাই!
জিঞ্জির গলে আজ বেদুইন-দেও ভাই!
আনোয়ার! কেউ নাই!

আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুসলিম – জিভ ধরে টানো তার!
বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার!
আনোয়ার! ধিক্কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার –
তলওয়ারে শুধু যার স্বাধীনতা শিক্ষার!
যারা ছিল দুর্দম আজ তারাদিকদার !
আনোয়ার! ধিক্কার!
আনোয়ার! আনোয়ার!
দুনিয়াটা খুনিয়ার, তবে কেন মান আর
রুধিরের লোহু আঁখি! – শয়তানি জান সার!
আনোয়ার! পঞ্জায়
বৃথা লোকে সমঝায়,
ব্যথাহত বিদ্রোহী-দিল নাচে ঝঞ্ঝায়,
খুন-খেকো তলওয়ার আজ শুধু রণ চায়,
আনোয়ার! পঞ্জায়!

আনোয়ার! আনোয়ার!
পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম জানোয়ার,
ঘরে যত দুশমন, পরে কেন হান মার?
আনোয়ার! এসো ভাই!
আজ সবশেষও যাই –

ইসলামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই! –
তেগত্যজি বরিয়াছি ভিখারির বেশও তাই!
আনোয়ার! এসো ভাই!

সহসা কাফ্রি সান্ত্রির ভীম চ্যালেঞ্জপ্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনির মতো হুংকার দিয়া উঠিল – ‘এ্যয় নৌজওয়ান, হুঁ-শিয়ার!’অধীর ক্ষোভে তিক্তরোষে তরুণের দেহের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাহারকটিদেশের, গর্দানের, পায়ের শৃঙ্খল খান খান হইয়া টুটিয়া গেল, শুধু হাতেরশৃঙ্খল টুটিল না! সে সিংহ-শাবকের মতো গর্জন করিয়া উঠিল –

এ্যয় খোদা! এ্যয় আলি! লাও মেরি তলওয়ার!

সহসা তাহার ক্লান্ত আঁখির চাওয়ায় তুরস্কের বন্দিনীমাতৃ-মূর্তি ভাসিয়া উঠিল। সেই মাতৃ-মূর্তির পার্শ্বেই তাহার মায়েরওশৃঙ্খলিতা ভিখারিনি বেশ। তাঁহাদের দুইজনেরই চোখের কোণে দুই বিন্দু করিয়াকরুণ অশ্রু। অভিমানী পুত্র অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল –

ও কে? ও কে ছল আর?
না, – মা, মরা জানকে এ মিছেতরসানোআর!
আনোয়ার! আনোয়ার!

কাপুরষ প্রহরীর ভীম প্রহরণ বিনিদ্র বন্দি তরুণ সেনানীরপৃষ্ঠের উপর পড়িল। অন্ধ কারাগারে বন্ধ রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহারই আর্তপ্রতিধ্বনি গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল–’আঃ–আঃ–আঃ–!’
আজ নিখিল বন্দি-গৃহে ওই মাতৃ-মুক্তিকামী তরুণেরই অতৃপ্তকাঁদন ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে। যেদিন এ ক্রন্দন থামিবে, সেদিন সে কোন্ অচিনদেশে থাকিয়া গভীর তৃপ্তির হাসি হাসিবে জানি না। তখন হয়তো হারা-মা আমার আমায় ‘তারার পানে চেয়ে চেয়ে’ ডাকিবেন। আমিও হয়তো আবার আসিব।মা কি আমায় তখননূতন নামে ডাকিবেন? আমার প্রিয়জন কি আমায় নূতন বাহুর ডোরে বাঁধিবে? আমার-চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, আর কেন যেন মনে হইতেছে, – ‘আসিবে সেদিন আসিবে।’
রণভেরি
[গ্রিসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক-গভর্নমেন্ট যে যুদ্ধচালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশহাজার স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত।]
ওরে
আয়!
ওই
মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণভেরি শোনা যায় –
ওরে
আয়!
ওই
ইসলাম ডুবে যায়!
যত
শয়তান
সারা

ময়দান
জুড়ি
খুন তার পিয়ে হুংকার দিয়ে জয়গান শোনা যায়!
আজ
শখ করে জুতি টক্করে
তোড়ে
শহিদের খুলি দুশমন পায় পায় –
ওরে
আয়!
তোর
জান যায় যাক পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়!
ধরে
ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম পঞ্জায়!
তোর
মন যায় প্রাণ যায় –
তবে
বাজাও বিষাণ ওড়াও নিশান! বৃথা ভীরু সমঝায়!
রণ
দুর্মদ রণ চায়।
ওরে
আয়!
ওই
মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণভেরি শোনা যায়!
তোর
ভাই ম্লান চোখে চায়,
মরি
লজ্জায়,
ওরে
সব যায়,
তবু
কবজায় তোরশমশেরনাহি কাঁপে আপশোশে হায়?
রণ
দুন্দুভি শুনিখুন-খুবি
নাহি
নাচে কি রে তোর মরদের ওরেদিলিরেরগোর্দায় ?
ওরে
আয়!
মোরা
দিলাবারখাঁড়া তলোয়ার হাতে আমাদেরই শোভা পায়!
তারা

খিঞ্জির , যারাজিঞ্জির -গলে ভূমি চুমি মুরছায়।
আরে
দূর দূর! যত কুক্কুর
আসি
শের-বব্বরেলাথি মারে ছি ছি ছাতি চড়ে! হাতি

ঘাল হবেফেরু -ঘায়?
ওরে
আয়!
বোলে
দ্রিম দ্রিম তানা দ্রিম দ্রিম ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায়!
ওই
শের-নরহাঁকড়ায় –
ওরে
আয়!
ছাড়
মন-দুখ
ওই
বন্দুক তোপ, সন্দুক তোর পড়ে থাক, স্পন্দুকবুক ঘায়!
নাচ
তাতা থই থই তাতা থই –
থই
তাণ্ডব, আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই।
ওরে
আয়।
কর
কোরবানআজ তোর জান দিল আল্লার নামে ভাই!
ওই
দীন দীন-রব আহব বিপুল বসুমতী ব্যোম ছায়!
শেল
গর্জন
করি
তর্জন
হাঁকে-,
‘বর্জন নয় অর্জন’ আজ শির তোর চায় মা-য়!
সব
গৌরব যায় যায়;
ওরে
আয়!
বোলে

দ্রিম দ্রিম তানা দ্রিম দ্রিম ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায়!
ওরে
আয়!
ওই
কড় কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়!

ওরে
আয়!
মুখ
ঢাকিবি কি লজ্জায়?
হুর
হুররে!
কত
দূর রে
সেই
পুর রে
যথা
খুন-খোশরোজখেলেহররোজদুশমন খুনে ভাই!

সেই
বীর-দেশে চল বীর বেশে,
আজ
মুক্ত দেশেরে মুক্তি দিতে রে বন্দিরা ওই যায়!
ওরে
আয়!
বল্
'জয় সত্যম্ পুরুষোত্তম', ভীরু যারা মার খায়!
নারী
আমাদেরই শুনি রণ-ভেরি হাসে খলখল, হাত-তালি দিয়ে রণে ধায়!
মোরা
রণ চাই রণ চাই,
তবে
বাজহ দামামা, বাঁধহআমামা , হাথিয়ার পাঞ্জায়,
মোরা
সত্য-ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গায়।
ওরে
আয়!
ওই
কড় কড় বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়!
ওরে

আয়!
অব-
রুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁকনকিবফুকারি যায়!
তোপ
দ্রুম দ্রুম গান গায়!
ওরে
আয়!
ওই
ঝনন রনন খঞ্জর-ঘাত পঞ্জরে মুরছায়!
হাঁকো
হাইদর
নাই
নাই ডর,
ওই
ভাই তোর ঘুর-চরখির সম খুন খেয়ে ঘুর খায়।
ঝুটা
দৈত্যেরে
নাশি,
সত্যেরে
দিবি
জয়-টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়!
ওরে
আয়!
মোরা
খুন-জোশিবীর, কঞ্জুসিলেখা আমাদের খুনে নাই।
দিয়ে
সত্য ও ন্যায়ের বাদশাহি, মোরা জালিমের খুন খাই।
মোরা
দুর্মদ, ভরপুর মদ
খাই
ইশ্‌কের , ঘাত শমশের ফের নিই বুক নাঙ্গায়!

লাল পলটন মোরা সাচ্চা
মোরা
সৈনিক, মোরা শহিদান বীর বাচ্চা!

মরিজালিমেরদাঙ্গায়!
মোরা
অসি বুকে বরি হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই।
ওরে

আয়!
ওই
মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণভেরি শোনা যায়!!
শাত্-ইল-আরব
শাতিল-আরব ! শাতিল আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহিদেরলোহু , দিলিরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানিমিসরিআরবিকেনানি ;–
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুইনদের চাঙ্গা-শির!
নাঙ্গা-শির –
শমশের হাতে, আঁশু-আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর!
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
‘কূত-আমারার রক্তে ভরিয়া
দজলাএনেছে লোহুর দরিয়া;
উগারি সে খুন তোমাতে দজলা নাচে ভৈরব ‘মস্তানি’র।
ত্রস্তা-নীর
গর্জে রক্ত-গঙ্গাফোরাত , – ‘শাস্তি দিয়েছিগোস্তাখীর !’
দজলা-ফরাত-বাহিনী শাতিল! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক-আজমেকরেছ ধন্যা –
বীরপ্রসূ দেশ হল বরেণ্যা মরিয়া মরণমর্দমির !
মর্দ বীর
সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির।
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
দুশমন-লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল-মিল
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুনপিণ্ডারির !
জিন্দা বীর
‘জুলফিকারআর ‘হায়দরি’ হাঁক হেথা আজও হজরত আলীর –
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।

ললাটে তোমার ভাস্বর টিকা
বস্‌রা -গুলের বহ্নিতে লিখা;
এ যে বসোরার খুন-খারাবি গো রক্ত-গোলাব-মঞ্জরীর
খঞ্জরির!
খঞ্জরে ঝরে খর্জুর-সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

ইরাক-বাহিনী! এ যে গো কাহিনি,

কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে 'জননী আমার'! বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর
রক্ত-ক্ষীর –
পরাধীনা ! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু-ফোঁটা ভক্ত-বীর!
শহিদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।
খেয়া-পারের তরণী
যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তুর্য্যে এ গর্জ্জেছে কে আবার ?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে!

তমসাবৃতা ঘোরা'কিয়ামত'রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী
দমকি দমকি দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থর থর যামিনী!

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভিক চিত্তে—
অবহেলি ' জলধির ভৈরব গর্জ্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জ্জন!

পুণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে সু-রক্ষিত দিল্-সাফ!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতে ও
কাণ্ডারীআহমদতরী ভরা পাথেয়!

আবুবকরউসমানউমরআলী হায়দর
দাঁড়ী যে তরুণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান — লা শরীকআল্লাহ্!

"শাফায়ত্"-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
"জান্নত"হ'তে ফেলেহুরীরাশ্ রাশ্ ফুল!
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ও-পারের যাত্রী!

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ’লো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার |
কোরবানী
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন !

দুর্বল! ভীরু ! চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন !

ধ্বনি উঠে রণি’ দূর বাণীর, -

আজিকার এ খুন কোরবানীর !

দুম্বা-শির রুম্-বাসীর

শহীদের শির সেরা আজি !-রহমানকি রুদ্র নন ?

ব্যাস ! চুপখামোশরোদন !
আজ
শোর ওঠে জোর “খুন দে, জান দে , শির দে বৎস” শোন !
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন !

ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন !

খনজর মারো গদ্দানেই,

পনজরে আজি দরদ নেই,

মর্দানী’ই পর্দা নেই,

ডরতা নেই আজ খুন্-খারাবীতে রক্ত-লুব্ধ-মন !

খুনে খেলবো খুন-মাতন !
দুনো
উনমাদনাতে সত্য মুক্তি আনতে যুঝবো রণ ।
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন

ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন !

চ’ড়েছে খুন আজ খুনিয়ারার

মুসলিমে সারা দুনিয়াটার !

‘জুলফেকার’ খুলবে তার

দু’ধারী ধারশেরে-খোদার ,   রক্তে-পূত-বদন !

খুনে আজকে রুধবো মন
ওরে
শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন্ ।
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন

ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন !

আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,

‘আজাদী মেলে না পস্তানো’য় !

দস্তা নয়   সে সস্তা নয় !

হত্যা নয় কি মৃত্যুও ? তবে রক্তে লুব্ধ কোন্

কাঁদে-শক্তি-দুস্থ শোন_
“এয়্
ইবরাহীম্ আজ কোরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধন !”
ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন

ওরে
হত্যা নয় আজ ‘সত্যাগ্রহ’ শক্তির উদবোধন !

এ তো নহে লহু তরবারের

ঘাতক জালিমজোরবারের

কোরবানেরজোরজানের

খুন এ যে, এতে গোদ্‌দ ঢের রে, এ ত্যাগে 'বুদ্ধ' মন !

এতে মা রাখে পুত্র পণ !
তাই
জননীহাজেরাবেটারে পরা'লো বলির পূত বসন !
ওরে
হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন
মোহর্‌রম
নীল সিয়া আশমান, লালে লাল দুনিয়া –
'আম্মা ! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।'
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁশু আনেসিমারেরওছোরাতে!
রুদ্রমাতম্‌ওঠে দুনিয়া-দামেশ্‌কে –
'জয়নালেপরাল এ খুনিয়ারা বেশ কে?'
'হায় হায় হোসেনা', ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়,
তলওয়ার কেঁপে ওঠেএজিদেরও পঞ্জায়!
উন্মাদদুলদুলছুটে ফেরে মদিনায়,
আলি-জাদা হোসেনের দেখা হেথা যদি পায়!
মা ফাতেমা আশমানে কাঁদে খুলি কেশপাশ,
বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেতবাস!
রণে যায়কাসিমওই দু-ঘড়ির নওশা ;
মেহেদির রংটুকু মুছে গেল সহসা!
'হায় হায়' কাঁদে বায় পুরবি ও দখিনা
'কঙ্কণ পঁইচি খুলে ফেলো সকিনা!'
কাঁদে কে রে কোলে করে কাসিমের কাটা-শির?
খান খান খুন হয়ে ক্ষরে বুক-ফাটা নীর!
কেঁদে গেছে থামি হেথা মৃত্যু ও রুদ্র,
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা এ ক্ষুদ্র!
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়েফাতিমা,
'আম্মা গো, পানি দাও, ফেটে গেল ছাতি, মা!'
নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার!
দুই হাত কাটা তব শের-নর আব্বাস,
পানি আনে মুখে, হাঁকে দুশমনও 'সাব্বাস'।
দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর, 'শির দেগা, নেহি দেগা আমামা'।
কলিজা কাবাব-সম ভুনে মরু-রোদ্দুর,

খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জুর।
মা-র স্তনে দুধ নাই, বাচ্চারা তড়পায়!
জিভ চুষে কচি জান থাকে কিরে ধড়টায়?
দাউ দাউ জ্বলে শিরে কারবালা-ভাস্কর,
কাঁদেবানু –‘পানি দাও, মরে জাদুআসগর !
পেল না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন,
ডাকে মাতা, – ‘পানি দেব ফিরে আয় বাছা শুন্!’

পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে
ছিঁড়ে আনে মর্মের বত্রিশ বাঁধনে!
তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,
‘দাদা! তেরি ঘর কিয়া বরবাদপয়মাল।’
হাইদরি হাঁক হাঁকিদুলদুল-আসওয়ার
শমশের চমকায় দুশমনে ত্রাসবার !
খসে পড়ে হাত হতে শত্রুর তরবার,
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার।
নিঃশেষ দুশমন; ও কে রণ-শ্রান্ত
ফোরাতে নীরে নেমে মোছে আঁখি-প্রান্ত?
কোথা বাবা আসগর! শোকে বুক ঝাঁঝরা,
পানি দেখে হোসেনের ফেটে যায় পাঁজরা!
ধুঁকে মল আহা, তবু পানি এককাৎরা
দেয়নি রে বাছাদের মুখেকমজাতরা !
অঞ্জলি হতে পানি পড়ে গেল ঝরঝর,
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জর!
হলকুমেহানেতেগও কে বসে ছাতিতে? –
আফতাবছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।
আশমান ভরে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরেকুফরেরউপরে!
বেটাদের লোহু-রাঙা পিরাহাণ-হাতে, আহ্
আরশের পায়া ধরে কাঁদে মাতা ফাতেমা,
‘এ্যয় খোদা, বদলাতে বেটাদের রক্তের
মার্জনা করগোনাপাপীকম্‌বখতের !’
কত মোহর্‌রম এল, গেল চলে বহু কাল –
ভুলিনি গো আজও সেই শহিদের লোহু লাল!
মুসলিম! তোরা আজ ‘জয়নাল আবেদিন’,
‘ওয়া হোসেনা – ওয়া হোসেনা’ কেঁদে তাই যাবে দিন!
ফিরে এল আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা –
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া -ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবির,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির; –

তবে শোনো ওই শোনো বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা!
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকিবের তূর্য,
‘হুঁশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরি হাঁক,
শহিদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক!
নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তিন,
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস দিন!’
হাসানের মতো পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মতো নিব বুকে ছুরিকহরের ;
আসগর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমেরদাদনেব, দেব আজ গোর জান!
সকিনারশ্বেতবাস দেব মাতা-কন্যায়,
কাসিমের মতো দেব জান্ রুধি অন্যায়!
মোহর্‌রম! কারবালা! কাঁদো ‘হায় হোসেনা!’
দেখো মরু-সূর্যে এ খুন যেন শোষে না!
দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম!
লোহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম!

দোলন-চাঁপা

দুটি কথা

সে আজ বন্দি। তার সত্য-মুক্ত প্রাণ যেভৈরব-রুদ্র-ছায়ানটের হিল্লোলে নৃত্য-পাগল ছন্দে এক অভিনব সৃষ্টি-রচনা করেগেল, – সে আজ মুক্ত। কোনো রাজ-শক্তির ভ্রুকুটি সে মানে না, কোনো লৌহ-নিগ-ড়কোনোদিন তারে বাঁধতে পারে না – সে আপনার তালে নেচে চলে, আর পায়ের তলায়গুঁড়িয়ে যায় কত রক্ত-নয়ন, কত শাসন-বচন, কত শাস্তি-রচন। সে যেপ্রলয়ানন্দে-ভরা রুদ্রনটের নৃত্য, ছন্দ যে তার কাল-বৈশাখীর নর্তনের মতোএলোমেলো, সুর যে তার সৃষ্টির ব্যথা-গৌরব ভরা। সুর আজ স্বেচ্ছাচারী, সুর-রাজবন্দি।

সে আজ বন্দি। তবু সে একদিন যুগযুগান্ত-সঞ্চিতরুদ্ধহিমানীর বুকে অগ্নিকণা এনে দিয়েছিল, তার রু-দ্র-বীণে কোন্ সর্বভুকদেবতা তার চিরমন্দির গড়ে নিল, আর সেই অগ্নি-বীণে তার দিবস-নিশার দহন-আলোয়আপন অন্তরে তার চিরবাসরের চিতা রচনা করে নিল, – সবার আড়ালে, সবার গোপনে, সবার উপরে – মানবের হাসি-কান্না, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বহু বহু দূরে; – সেখানেবসে সে তার অন্তর-অলকায় যে গাথা গেয়ে চলেছে তাতে বন্ধনের কৃষ্ণ রেখা নেই, দুর্বল কম্পিত হিয়ার ক্ষীণ রাগিণী নেই – সেখানে সে আর তার অন্তর-দেবতা, নিখিল নরনারী বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ দুয়ার দেখে ফিরে আসে শুধু।

সে আজ বন্দি। রাজার দেওয়া লৌহ-নিগড়ে তার অন্তরেরবিদ্রোহী-বীর কোন দেবতার আশিস-নির্মাল্য দেখতে পেল, তাই সাদরে বরণ করে নিলতাকে আপনার গলে। তারপর একদিন যখন বাংলার যুবক আবার জলদমন্দ্রেবাধা-বন্ধহারা হয়ে স্বাধীনচিত্ত ভরে বাংলার চিরশ্যামল চির-অমলিন মাতৃমূর্তিউন্মাদ আনন্দে বক্ষে টেনে নেবে, সেই শুভ আরতিলগ্নে ইমনকল্যাণ সুরে যেনহবতের রাগিণী বেজে উঠবে, তাতে হে কবি, তোমার প্রেম-বৈভব-গাথা – তোমারঅন্তর-বহ্নি-ব্যথা সন্ধ্যা-রাগ-রক্তে আপনি বেজে উঠবে; জননীর শ্যামবক্ষেতোমার স্মৃতি ব্যথা-ভারাতুর হয়ে সকল পূজার মাঝে বারে বারে তোমাকেই

স্মরণকরিয়ে দেবে, – হে কবি, সে আজ নয়। ইতি
শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
আজ
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে–
মোর
মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে

বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার – ভাঙা কল্লোলে।

আসল হাসি, আসল কাঁদন

মুক্তি এলো, আসল বাঁধন,

মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ওই
রিক্ত বুকের দুখ আসে -
আজ
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

আসল উদাস, শ্বসল হুতাশ

সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,

ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুটলো বাতাস,

গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে!

ওই ধূমকেতু আর উল্কাতে

চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ
তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন,

মদন মারে খুন-মাখা তূণ

পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল

ফাগ লাগে ঐ দিক-বাসে

গো দিগ বালিকার পীতবাসে;
আজ
রঙন এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!

আজ কপট কোপের তূণ ধরি,

ওই আসল যত সুন্দরী,

কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,

কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে।

তাদের প্রাণের বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না

বাণীর বীণা মোর পাশে,
ওই
তাদের কথা শোনাই তাদের

আমার চোখে জল আসে
আজ
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

আজ আসল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর,

আসল নিকট, আসল সুদূর

আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন

পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!
ওই
আসল আশিন শিউলি শিথিল

হাসল শিশির দুবঘাসে
আজ
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে–

আজ জাগল সাগর, হাসল মরু

কাঁপল ভূধর, কানন তরু

বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান

ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর
ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে!
মন
ছুটছে গো আজ বল্‌গাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে!
আজ
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!
আজ
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে!

দোদুল দুল
(আরবি ‘মোতাকারিব্’ ছন্দ)

দোদুল দুল
দোদুল দুল্।
বেণির বাঁধ
আলগ্-ছাঁদ,
আলগ্-ছাঁদ
খোঁপার ফুল,
কানের দুল
খোঁপার ফুল
দোদুল দুল
দোদুল দুল!

অলক-ছায়
কপোল ছায়,
পরশ চায়
অলস চুল
বিনুন্-বিন্
কেশের উল
দোদুল দুল!
দোদুল দুল!

অসম্বৃত্
কাঁখের ভিত্
অসম্বৃত্
পিঠের চুল,
লোহিত পীত
নোলক দুল
দোদুল দুল!
দোদুল দুল!

সোহাগ-ঘায়
দোলন-গায়
কাঁপন খায়
আপন পায়,
পায়ের নখ
মাথার চুল
দোদুল দুল!
দোদুল দুল!

পরাগ-ফাগ
ছড়ায় আজ
শিরাজ-বাগ
ইরান-গুল,
দোলন-দোল
দে বুল্‌বুল্,
দোদুল দুল
দোদুল দুল!

কাঁকন চায়
নাচন ফিন
রিমিক ঝিম

ঝিমিক ঝিম।
আঁচল-বীণ
চাবির রিং
বুলায় নিঁদ
ঢুলায় ঢুল
দোদুল দুল
দোদুল দুল!

নিশাস-রেশ
কাঁপায় বেশ
মোতিয়া হার
হিয়ার দেশ,
কাঁপায় শেষ
প্রাণের কূল
দোদুল দুল
দোদুল দুল!

বুকের কোল
আদর ঘায়
দোলায় দোল,
দোলায় দোল
শরম-লোল
মরম-মূল
দোদুল দুল
দোদুল দুল!

কলস-কাঁখ
পুকুর যায়,
আঁচল চায়
চুমায় ধুল
দখিন হাত
ঝুলন ঝুল
দোদুল দুল

কাঁকাল ক্ষীণ
মরাল গ্রীব
ভুলায় জড়্ –
ভুলায় জীব,
গমন-দোল্
অতুল তুল

দোদুল দুল
দোদুল দুল!

হাসির ভাস,
ব্যথার শ্বাস,
চপল চোখ,
আঁখির লাস,
নয়ন-নীর
অধর-ফুল
রাতুল তুল
দোদুল দুল
দোদুল দুল!

মৃণাল-হাত,
নয়ন-পাত,
গালের টোল
চিবুক দোল
সকল কাজ
করায় ভুল,
প্রিয়ার মোর
কোথায় তুল?
কোথায় তুল
কোথায় তুল?
স্বরূপ তার
অতুল তুল,
রাতুল তুল
কোথায় তুল
দোদুল দুল
দোদুল দুল

বেলাশেষে
ধরণি দিয়াছে তার
গাঢ় বেদনার
রাঙা মাটি-রাঙা ম্লান ধূসর আঁচলখানি
দিগন্তের কোলে কোলে টানি।
পাখি উড়ে যায় যেন কোন্ মেঘ-লোক হতে
সন্ধ্যাদীপজ্বালা গৃহপানে ঘরডাকা পথে।
আকাশের অস্ত-বাতায়নে
অনন্ত দিনের কোন্ বিরহিণী কনে
জ্বালাইয়া কনক-প্রদীপখানি

উদয়-পথের পানে যায় তার অশ্রু-চোখ হানি?
'আসি'-বলে-চলে-যাওয়া বুঝি তার প্রিয়তম আশে,
অস্ত-দেশ হয়ে ওঠে মেঘবাষ্পভারাতুর তারই দীর্ঘশ্বাসে।
আদিম কালের ওই বিষাদিনী বালিকার পথ-চাওয়া চোখে –
পথপানে-চাওয়া-ছলে দ্বারে-আনা সন্ধ্যাদীপালোকে
মাতা বসুধার মমতার ছায়া পড়ে।
করুণার কাঁদন ঘনায় নত-আঁখি স্তব্ধ দিগন্তরে!
কাঙালিনি ধরা-মা-র অনাদি কালের কত অনন্ত বেদনা
হেমন্তের এমনই সন্ধ্যায় যুগযুগ ধরি বুঝি হারায় চেতনা।

উপুড় হইয়া সেই স্তূপীকৃত বেদনার ভার
মুখ গুঁজে পড়ে থাকে; ব্যথা-গন্ধ তার
গুমরিয়া গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে যায়
এমনই নীরবে শান্ত এমনই সন্ধ্যায়। ...
ক্রমে নিশীথিনী আসে ছড়াইয়া ধুলায়-মলিন এলোচুল,
সন্ধ্যাতারা নিবে যায়, হারা হয় দিবসের কূল। ...

তারই মাঝে কেন যেন অকারণে হায়
আমার দু-চোখ পুরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।
বুকে বাজে হাহাকার-করতালি,
কে বিরহী কেঁদে যায়, 'খালি, সব খালি।
ওই নভ, এই ধরা, এই সন্ধ্যালোক,
নিখিলের করুণা যা-কিছু তোর তরে তাহাদের অশ্রুহীন চোখ।'
মনে পড়ে – তাই শুনে মনে পড়ে মম
কত না মন্দিরে গিয়া পথের সে লাথি-খাওয়া ভিখারির সম
প্রসাদ মাগিনু আমি –
'দ্বার খোলো, পূজারি দুয়ারে তব আগত যে স্বামী!'
খুলিল দুয়ার, দেউলের বুকে দেখিনু দেবতা,
পূজা দিনু রক্ত-অশ্রু, দেবতার মুখে নাই কথা।

হায় হায় এ যে সেই অশ্রুহীন-চোখ,
কেঁদে ফিরি, ওগো এ কী প্রেমহীন অনাদর-হানা দেবলোক!
ওরে মূঢ়! দেবতা কোথায়?
পাষাণ-প্রতিমা এরা, অশ্রু দেখে নিষ্পলক অকরুণ মায়াহীন
              চোখে শুধু চায়।
এরাই দেবতা, যাচি প্রেম ইহাদেরই কাছে,
অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূ-র কাছে হায় জল-ধারা যাচে।

আমারই সে চারি পাশে ঘরে ঘরে করে পূজা কত আয়োজন,
তাই দেখে কাঁদে আর ফিরে ফিরে চায় মোর ভালবাসা-ক্ষুধাতুর মন,

অপমানে পুন ফিরে আসে,
ভয় হয়, ব্যাকুলতা দেখি মোর কি জানি কখন কে হাসে।

দেবতার হাসি আছে, অশ্রু নাই;
ওরে মোর যুগ-যুগ অনাদৃত হিয়া, আয় ফিরে যাই ।...
এই সাঁঝে মনে হয়, শূন্য চেয়ে আরও এক মহাশূন্য রাজে
দেবতার-পায়ে-ঠেলে এই শূন্য মম হিয়া-মাঝে।
আমার এ ক্লিষ্ট ভালোবাসা,
তাই বুঝি হেন সর্বনাশা।
প্রেয়সীর কণ্ঠে কভু এই ভুজ এই বাহু জড়াবে না আর,
উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাসা মালা নয়, খর তরবার।

পউষ
পউষ এলো গো!
পউষ এলো অশ্র”-পাথার হিম পারাবার পারায়ে
ওই যে এলো গো-
কুজঝটিকার ঘোম্‌টা-পরা দিগন-রে দাঁড়ায়ে॥
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ-হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে॥

পউষ এলো গো-
এক বছরের শ্রানি- পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো! পউষ এলো-
শুক্‌নো নিশাস্‌, কাঁদন-ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ-হা) ভাঙা গলার সুর-
‘ ওঠে পথিক! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের কর”ণ চাওয়া ছাড়ায়ে॥’

পথহারা
বেলা শেষে উদাস পথিক ভাবে,
সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে -
উদাস পথিক ভাবে।

‘ঘরে এস’ সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
‘নয় তোরে নয়’ বলে একা তাকে;
পথের পথিক পথেই বসে থাকে,
জানে না সে কে তাহারে চাবে।

উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাথায় দিগবধূদের কেশে,
ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে -
উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনি রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,
একলা থাকার গানখানি সে গাবে -
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন বাঁধায় আঁধার-বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়
আর কি পূবের পথের দেখা পাবে
উদাস পথিক ভাবে।

ব্যথা-গরব
তোমার কাছে নাই অজানা কোথায় আমার ব্যথা বাজে।
ওগো প্রিয়! তবু এত ছল করা কি তোমার সাজে?
কেন তোমার অনাদরে বক্ষ আমার ডুকরে ওঠে,
চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে, কলজে ছিঁড়ে রক্ত ছোটে,
এ অভিমান ব্যথাটি মোর
জানি, জান, হে মনচোর,
তবু কেন এমন কঠোর
বুঝতে পারি না যে!
অবহেলা না পুলক-লাজে।

যখন ভাবি আমার আদর কতই তোমায় হানে বেদন,
বুকের ভিতর আছড়ে পড়ে অসহায়ের হুতাশ রোদন
যতই আমায় সইতে নার
আঁকড়ে ততই ধরি আরও;
মারো প্রিয় আরও মারো
তোমার আঘাত-চিহ্ন রাজে
যেন আমার বুকের মাঝে।

মনে পড়ে সেদিন তুমি ঘুমিয়েছিলে অঘোর ঘুমে

এ দীন কাঙাল এসেছিল তোমার পায়ের আঙুল চুমে।
আমার অশ্রু-আঘাত লেগে
চমকে তুমি উঠলে জেগে
চরণ আঘাত করলে রেগে
সেই পরশের সান্ত্বনা যে
আজও আমার মর্মে রাজে।

এমনি তোমার পদ্মপায়ের আঘাত-সোহাগ দিয়ো দিয়ো
এই ব্যথিত বুকে আমার, ওগো নিঠুর পরান-প্রিয়!
সেই পদ-চিন বক্ষে রেখে
ভগবানে কইব ডেকে
'ছাই ভৃগুপদ, যাও হে দেখে
কী কৌস্তুভ এ হিয়ায় বাজে!'
মরবে হরি হিংসা-লাজে।

বিষ্ণুজয়ী ভালোবাসার গর্বে এ বুক উঠবে দুলে,
সর্বহারার হাহাকার আর কাঁদবে নাকো চিত্ত-কূলে।
এই যে তোমার অবহেলা
তাই নিয়ে মোর কাটবে বেলা,
হেলাফেলার বসবে মেলা,
একলা আমার বুকের মাঝে,
সুখে দুখে সকল কাজে।

উপেক্ষিত
কান্না-হাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাটল বেলা,
কখন তুমি ডাক দেবে মা, কখন আমি ভাঙব খেলা?
অজানাকে আনতে জিনে,
জগৎটাকে ফেলনু চিনে,
চাই যারে মা তায় দেখি নে
ফিরে এনু তাই একেলা
পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বক্ষে বিঁধে অবহেলা।

আজকে বড়ো শ্রান্ত আমি আশায় আশায় মিথ্যা ঘুরে,
ও মা এখন বুকে ধরো, মরণ আসে ওই অদূরে!
সৃষ্টিটাকে পায়ের তলে
এসেছি মা হেলায় দলে,
হৃদয় শুধু জিনতে বলে
খেয়ে এনু পায়ের ঠেলা।
আর সহে না মাগো এখন আমায় নিয়ে হেলাফেলা।

বিশ্বজয়ের গর্ব আমার জয় করেছে ওই পরাজয়,
ছিন্ন-আশা নেতিয়ে পড়ে, ও মা এসে দাও বরাভয়!
চারদিকে মা প্রবঞ্চনা
ভালোবাসার গিলটিসোনা,
আজ মণি কাল ধূলিকণা,
জুয়ার হাট এই প্রেমের মেলা!
খুইয়েছি সব সাধের খেলায়, বুক ভেঙেছে হেলার ঢেলা।
এখন তুমি নাও মা কোলে, নয় অকূলে ভাসাই ভেলা।

সমর্পণ
প্রিয়!
এবার আমায় সঁপে দিলাম, তোমার চরণ-তলে
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে।
তোমার আঁখি কাজল-কালো
অকারণে লাগল ভালো
লাগল ভালো,
পথিক আমার পথ ভুলাল
সেই নয়নের জলে।
আজকে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে।
তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে।

আজদিগ্‌বালিকার আঁখি-পাতা অনেক দূরের কানন-ছায়ে
কাঁপচে অভিমানে,
একলা আমার পথ দেখাত ওই বালিকাই চপল পায়ে
দিক হতে দিক-পানে।
মুঠার মানিক ঠেলে পায়ে
এলেম তোমার কুটির ছায়ে
চরণ-ছায়ে,
শ্রান্তি আমার দাও মুছায়ে
দীপ-ঢাকা অঞ্চলে
আপন মালা পরাও বালা পরাও আমার গলে।
এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণতলে।

পুবের চাতক
সকাল-সাঁঝে চেয়ে থাকি পুব-গগনের পানে
কেন যে তা তার আঁখি আর আমার আঁখিই জানে।
নদীপারের দেশে থাকি এমনি তারও আঁখি-পাখি
দিগ্‌বালিকার পুব-কপোলে চাওয়ার পাখা হানে।
চাওয়ায় চাওয়ায় চুমোচুমি রোজ মোদের ওইখানে।

মোদের চোখের চুমুর মিলন ভোরের তারার পুবে,
সেই মিলনের ভরাট পুলক অস্তঘাটে ডুবে।
হারা সে চোখ নতুন করে ভোরের আলোয় উঠে ভরে
নিশি-জাগা আঁখির লালি লাগে ঊষার প্রাণে।
দূরের দেখা দুইটি চাওয়ায় করুণ রেখা টানে।

উদয়ঘাটে হাসে যখন পোড়ারমুখি শশী
শশীর মুখে চেয়ে ভাবি শশী তো নয় দোষী।
তার চোখে ওই কাজল-রাগই রুচির চাঁদে করলে দাগি
কলঙ্কী চাঁদ কাজল-আঁখির সজল চাওয়ার বাণে।
দোষী শশীর কলঙ্ক তার আঁখির স্মৃতি আনে।

পুবের দেশের চাতক আমি চাই নাকো আন্ পানে,
তাই তো সে-ও তার চাহনি পুব গগনেই হানে।
সে থাকে মোর উদয়-দেশে তাই সে দেশে ভালোবেসে
তাকাই না গো পিছন পানের অস্তমরূদ্যানে,
পাছে তাহার বাজে ব্যথা কোমল অভিমানে।

যেদিন আমি বিদায় নেব শেষের খেয়া বেয়ে
জানি না তার আঁখি সেদিন থাকবে কোথায় চেয়ে।
তাই তো এমন মিটিয়ে ক্ষুধা চোখ ভরে পিই চোখের সুধা
দূরের বেদন ভুলায় মোর ওই চাউনি-তরঙ্গ গানে।
এবার এ চোখ হারিয়ে গেলাম পুবের পরিস্থানে।

অবেলার ডাক
অনেক করে বাসতে ভালো পারিনি মা তখন যারে,
আজ অবেলায় তারেই মনে পড়ছে কেন বারেবারে॥

আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে,
চুমুর পরে চুম দিয়ে ফের হান্‌তে আঘাত ভোরের ঘুমে।
ভাব্‌তুম তখন এ কোন্ বালাই!
করত এ প্রাণ পালাই পালাই।
আজ সে কথা মনে হয়ে ভাসি অঝোর নয়ন-ঝরে।
অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার ভারে॥

তরুণ তাহার ভরাট বুকের উপ্‌চে-পড়া আদর সোহাগ
হেলায় দু-পায় দলেছি মা, আজ কেন হায় তার অনুরাগ?
এই চরণ সে বক্ষে চেপে
চুমেছে, আর দু-চোখ ছেপে
জল ঝরেছে, তখনো মা কইনি কথা অহঙ্কারে,।

এমনি দারুণ হতাদরে করেছি মা, বিদায় তারে।

দেখেওছিলাম বুক-ভরা তার অনাদরের আঘাত-কাঁটা,
দ্বার হতে সে গেছে দ্বারে খেয়ে সবার লাথি-ঝাটা।
ভেবেছিলাম আমার কাছে
তার দরদের শান্তি আছে,
আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিনতে নেরে দেবতারে।
ভিক্ষুবেশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে॥

পথ ভুলে সে এসেছিল সে মোর সাধের রাজ-ভিখারী,
মাগো আমি ভিখারিনী, আমি কি তাঁয় চিনতে পারি?
তাই মাগো তাঁর পূজার ডালা
নিইনি, নিইনি মণির মালা,
দেবতা-আমার নিজে আমায় পূজল ষোড়শ-উপচারে।
পূজারিকে চিনলাম না মা পূজা-ধূমের অন্ধকারে।

আমায় চাওয়াই শেষ চাওয়া তার মাগো আমি তা কি জানি?
ধরায় শুধু রইল ধরা রাজ-অতিথির বিদায়-বাণী।
ওরে আমার ভালোবাসা!
কোথায় বেঁধেছিলি বাসা
যখন আমার রাজা এসে দাঁড়িয়েছিল এই দুয়ারে?
নিশ্বসিয়া উঠছে ধরা, ‘নেই রে সে নেই, খুঁজিস কারে!’

সে যে পথের চিরপথিক, তার কি সহে ঘরের মায়া?
দূর হতে মা দূরান্তের ডাকে তাকে পথের ছায়া।
মাঠের পারে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুর বাজে,
ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে?

মাগো আমায় শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধ’রে রাখার?
তার তরে নয় ভালোবাসা সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ডাকার।
তাই মা আমার বুকের কবাট
খুলতে নারল তার করাঘাত,
এ মন তখন কেমন যেন বাসত ভালো আর কাহারে,
আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে॥

সোহাগে সে ধরতে যেত নিবিড় করে বক্ষে চেপে,
হতভাগী পারিয়ে যেতাম ভয়ে এ-বুক উঠত কেঁপে।
রাজ ভিখারীর আঁখির কালো,

দূরে থেকেই লাগ্‌ত ভালো,
আসলে কাছে ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়া অশ্রু-ভারে।
ব্যথায় কেমন মুষড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তরে।

আজ কেন মা তারই মতন আমারো এই বুকের ক্ষুধা
চায় শুধু সেই হেলায় হারা আদর-সোহাগ পরশ-সুধা,
আজ মনে হয় তাঁর সে বুকে
এ মুখ চেপে নিবিড় সুখে
গভীর দুখের কাঁদন কেঁদে শেষ করে দিই এ আমারে!
যায় না কি মা আমার কাঁদন তাঁহার দেশের কানন পারে?

আজ বুঝেছি এ-জনমের আমার নিখিল শান্তি-আরাম
চুরি করে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম।
হে বসনে-র রাজা আমার!
নাও এসে মোর হার-মানা-হারা!
আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আর্তনাদের হাহাকারে,
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন ক'রে কাঁদতে পারে!

তোমার কথাই সত্য হল পাষাণ ফেটেও রক্ত বহে,
দাবানলের দারুণ দাহ তুষার-গিরি আজকে দহে।
জাগল বুকে ভীষণ জোয়ার,
ভাঙল আগল ভাঙল দুয়ার
মূকের বুকে দেব্‌তা এলেন মুখর মুখে ভীম পাথারে।
বুক ফেটেছে মুখ ফুটেছে-মাগো মানা করছ কারে?

স্বর্গ আমার গেছে পুড়ে তারই চলে যাওয়ার সাথে,
এখন আমার একার বাসার দোসরহীন এই দুঃখরাতে।
ঘুম ভাঙাতে আস্‌বে না সে
ভোর না হতেই শিয়র পাশে,
আসবে না আর গভীর রাতে চুম চুরির অভিসারে,
কাঁদাবে ফিরে তাঁহার সাথী ঝড়ের রাতি বনের পারে।

আজ পেলে তাঁয় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌তুম মাগো যুগল পদে,
বুকে ধরে পদ-কোকনদ স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে।
বসতে দিতাম আধেক আঁচল,
সজল চোখের চোখ-ভরা জল
ভেজা কাজল মুছতাম তার চোখে মুখে অধর-ধারে,
আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে।

দেখতে মাগো তখন তোমার রাক্ষুসী এই সর্বনাশী,

মুখ থুয়ে তাঁর উদার বুকে বলত,‘আমি ভালোবাসি!’
বলতে গিয়ে সুখ-শরমে
লাল হয়ে গাল উঠত ঘেমে,
বুক হতে মুখ আসত নেমে লুটিয়ে যখন কোল-কিনারে,
দেখতুম মাগো তখন কেমন মান করে সে থাকতে পারে!

এমনি এখন কতই আমা ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে
তাঁর ওপর মা অভিমানে, ব্যাথায়, রাগে, অনুরাগে।
চোখের জলের ঋণী করে,
সে গেছে কোন দ্বীপান্তরে?
সে বুঝি মা সাত সমুদ্দুর তের নদীর সুদূর পারে?
ঝড়ের হাওয়া সেও বুঝি মা সে দূর-দেশে যেতে নারে?

তারে আমি ভালোবাসি সে যদি তা পায় মা খবর,
চৌচির হয়ে পড়বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর।
চীৎকারে তার উঠবে কেঁপে
ধরার সাগর অশ্রু ছেপে,
উঠবে ক্ষেপে অগ্নি-গিরি সেই পাগলের হুহুঙ্কারে,
ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘুর্ণি নেচে ঘিরবে তারে।

ছি, মা! তুমি ডুকরে কেন উঠছ কেঁদে অমন করে?
তার চেয়ে মা তারই কোনো শোনা-কথা শুনাও মোরে!
শুনতে শুনতে তোমার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ি। – ও কে খোলে
দুয়ার ও মা? ঝড় বুঝি মা তারই মতো ধাক্কা মারে?
ঝোড়ো হওয়া! ঝোড়ো হাওয়া! বন্ধু তোমার সাগর-পারে!

সে কি হেথায় আসতে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে,
যে দেশে নেই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে!
তবু কেন থাকি থাকি,
ইচ্ছা করে তারেই ডাকি!
যে কথা মোর রইল বাকী হায় যে কথা শুনাই কারে?
মাগো আমার প্রাণের কাঁদন আছড়ে মরে বুকের দ্বারে!

যাই তবে মা! দেকা হলে আমার কথা বলো তারে-
রাজার পূজা-সে কি কভু ভিখারিনী ঠেলতে পারে?
মাগো আমি জানি জানি,
আসবে আবার অভিমানী
খুঁজতে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটীর-দ্বারে,
বলো তখন খুঁজতে তারেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে!

চপল সাথি
প্রিয়!
সামলে ফেলে চলো এবার চপল তোমার চরণ!
তোমার
ওই চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ।

কোথায় দূরে নূপুর বাজে তোমার পায়ে,

হেথায় রোদন আমার ওঠে উথলায়ে,

তোমার উদাসীন ওই বিষম চলার ঘায়ে

আজ কাঁপে আমার সকল শরম-ভরম।
এখন
ওই দ্বিধাহীন চরণ করো মোর বুকে সম্বরণ।
তোমার
ওই চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন-মরণ।

তুমি
চলার ঝোঁকে দেখছ না হায় পড়ছে চরণ কোথায়,

ওগো চপল পরান-প্রিয়!
হেরো
এবার তোমার পা পড়েছে আমার বুকের ব্যথায়

এখন ধীরে চরণ নিয়ো।

তোমার ওই যে দোলন দোদুল-দোলা-চলায়,

আজ পথ-পাগলের পথের নেশা ভোলায়,

এবার থামাও সে দোল আমার বুকের তলায়,

আর সরিয়ো না মোর ব্যথায়-বাজা চরণ।

আমার ব্যথায় রেঙে হোক ও-চরণ নিখিল-মনোহরণ।

ওই

অধীর চরণ চলার নেশায় হলে বিপথগামী

আমি বাঁচব কি আর প্রিয়?
তোমার
বিপথ সে যে আমার তরে মৃত্যু-আঘাত, স্বামী!

এখন ধীরে চরণ নিয়ো!

ওগো জানি শুধু চলার সুখে

তুমি পা ফেলেছ আমার ব্যথার বুকে,

ওই চলাই তোমার আমার গভীর দুখে,

শেষে প্রেম হয়ে সে করল অবতরণ।
আজ
একা তোমার নয় ও-চরণ আমার নিখিল শরণ!
তোমার
ওই চলাতে জড়িয়ে গেছে আমার জীবন মরণ!
প্রিয়
সামলে ফেলে চলো এবার চপল তোমার চরণ।

পূজারিনি
এত দিনে অবেলায়-
প্রিয়তম!
ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণি সম
দিবাযামী
যবে আমি
নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণ-খেলায়-
এত দিনে অ-বেলায়
জানিলাম, আমি তোমা জন্মে জন্মে চিনি।
পূজারিণী!
ওই কণ্ঠ, ও-কপোত- কাঁদানো রাগিণী,
ওই আঁখি, ঐ মুখ,
ওই ভুরু, ললাট, চিবুক,
ওই তব অপরূপ রূপ,
ওই তব দোলো-দোলো গতি-নৃত্য দুষ্ট দুল রাজহংসী জিনি-
চিনি সব চিনি।

তাই আমি এতদিনে
জীবনের আশাহত ক্লান্ত শুষ্ক বিদগ্ধ পুলিনে
মূর্ছাতুর সারা প্রাণ ভরে
ডাকি শুকু ডাকি তোমা,
প্রিয়তমা!
ইষ্ট মম জপ-মালা ঐ তব সব চেয়ে মিষ্ট নাম ধরে!
তারি সাথে কাঁদি আমি-
ছিন্ন-কণ্ঠে কাঁদি আমি, চিনি তোমা, চিনি চিনি চিনি,
বিজয়িনী নহ তুমি-নহ ভিখারিনী,
তুমি দেবী চির-শুদ্ধ তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী!
যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহ করি, মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি!
চিনি তোমা বারে বারে জীবনের অস–ঘাটে, মরণ-বেলায়।
তারপর চেনা-শেষে
তুমি-হারা পরদেশে
ফেলে যাও একা শুন্য বিদায়-ভেলায়!.....
*   *   *   *   *

আজ দিনান্তের প্রান্তে বসি আঁখিনীরে তিতি
আপনার মনে আনি তারি দূর-দূরানে-র স্মৃতি-
মনে পড়ে-বসনে-র শেষ-আশা-ম্লান মৌন মোর আগমনী সেই নিশি,
যেদিন আমার আঁখি ধন্য হ'ল তব আখি-চাওয়া সনে মিশি।
তখনও সরল সুখী আমি- ফোটেনি যৌবন মম,
উন্মুখ বেদনা-মুখী আসি আমি ঊষা-সম
আধ-ঘুমে আধ-জেগে তখনো কৈশোর,
জীবনের ফোটো-ফোটো রাঙা নিশি-ভোর,
বাধাবন্ধহারা
অহেতুক নেচে-চলা ঘূর্ণিবায়ু-পারা
দুরন্ত গানের বেগ অফুরন্ত হাসি
নিয়ে এনু পথভোলা আমি অতিদূর পরবাসী।
সাথে তারি
এনেছিনু গৃহ-হারা বেদনার আঁখিভরা বারি।
এসে রাতে-ভোরে জেগে গেয়েছিনু জাগরণী সুর-
ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলে তুমি কাছে এসেছিলে,-
হাসি হেরে কেঁদেছিনু-'তুমি কার পোষাপাখী কান্তার-বিধুর?'
চোখে তব সে কী চাওয়া! মনে হল যেন
তুমি মোর ঐ কণ্ঠ ঐ সুর-
বিরহের কান্না-ভারাতুর

বনানী-দুলানো,
দখিনা সমীরে ডাকা কুসুম-ফোটানো বন-হরিণী-ভুলানো
আদি জন্মদিন হতে চেন তুমি চেন!
তারপর-অনাদরে বিদায়ের অভিমান-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা-ভাঙা
ব্যথা-গীত গেয়েছিনু সেই আধ-রাতে,
বুঝি নাই আমি সেই গান-গাওয়া ছলে
কারে পেতে চেয়েছিনু চিরশূন্য মম হিয়া-তলে,
শুধু জানি, কাঁচা-ঘুমে জাগা তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া
লেগেছিল মম আঁখি-পাতে।
আরো দেখেছিনু, ঐ আঁখির পলকে
বিস্ময়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে
ঝলেছিল, গলেছিল গাঢ় ঘন বেদানার মায়া,-
করুণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিণী অন্ধকার নিশীথিনী-কায়া!

তৃষাতুর চোখে মোর বড় যেন লেগেছিল ভালো
পূজারিণী! আঁখি-দীপ-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ সকরুণ আলো। -
তারপর-গান গাওয়া শেষে
নাম ধরে কাছে বুঝি ডেকেছিনু হেসে।
অমনি কী গর্জে-ওঠা রুদ্ধ অভিমানে
(কেন কে সে জানে)
দুলি উঠেছিল তব ভুরু-বাঁধা স্থির আঁখি-তরি,
ফুলে উঠেছিল জল, ব্যথা-উৎস-মুখে তাহা ঝরঝর পড়েছিল ঝরি!
একটু আদরে এত অভিমানে ফুলে-ওঠা, এত আঁখি-জল,
কোথা পেলি ওরে কার অনাদৃতা ওরে মোর ভিখারিনি,
বল মোরে বল।
এই ভাঙা বুকে
ওই কান্না-রাঙা মুখ থুয়ে লাজ-সুখে
বল মোরে বল-
মোরে হেরি কেন এত অভিমান?
মোর ডাকে কেন এত উথলায় চোখে তব জল?
অ-চেনা অ-জানা আমি পথের পথিক
মোরে হেরে জলে পুরে ওঠে কেন এত ঐ বালিকার আঁখি অনিমিখ?
মোর পানে চেয়ে সবে হাসে,
বাঁধা-নীড় পুড়ে যায় অভিশপ্ত তপ্ত মোর শ্বাসে;
মণি ভেবে কত জনে তুলে পরে গলে,
মণি যবে ফণী হয়ে বিষদগ্ধ মুখে
দংশে তার বুকে,
অমনি সে দলে পদতলে!
বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,

ভিখরিণী! তারে নিয়ে এ কি তব অকরুণ খেলা?
তারে নিয়ে এ কি গূঢ় অভিমান? কোন অধিকারে
নাম ধরে ডাকটুকু তাও হানে বেদনা তোমারে?
কেউ ভালোবাসে নাই? কেই তোমা করেনি আদর?
জন্ম-ভিখারিনী তুমি? তাই এত চোখে জল, অভিমানী করুণা-কাতর!
নহে তাও নহে-
বুকে থেকে রিক্ত-কণ্ঠে কোন্ রিক্ত অভিমানী কহে-
'নহে তাও নহে!'
দেখিয়াছি শতজন আসে এই ঘরে,
কতজন না চাহিতে এসে বুকে করে,
তবু তব চোখে-মুখে এ অতৃপ্তি এ কী স্নেহ-ক্ষুধা
মোরে হেলে উছলায় কেন তব বুক-ছাপা এত প্রীতি-সুধা?
সে রহস্য রাণী!
কেহ নাহি জানে-
তুমি নাহি জান-
  আমি নাহি জানি।
চেনে তা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ-
কোথা হতে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান! ....
নাহি বুঝিয়াও আমি সেদিন বুঝিনু তাই, হে অপরিচিতা!
চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধরে অনাদৃতা সীতা!
কানন-কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্তকুমারী সতী, তব দেবপূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলা-ছলে; চিন-মৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেববালা!
নীরবে সয়েছ সবই-
সহজিয়া! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি।

*   *   *   *   *

তারপর-নিশি শেষে পাশে বসে শুনেছিনু তব গীত-সুর
লাজে-আধ-বাধ-বাধ শঙ্কিত বিধুর;
সুর শুনে হল মনে- ক্ষণে ক্ষণে
মনে-পড়ে-পড়ে-না এ হারা-কণ্ঠ যেন
কেঁদে কেঁদে সাধে, 'ওগো চেন মোরে জন্মে জন্মে চেন।'
মথুরায় গিয়ে শ্যাম, রাধিকার ভুলেছিল যবে,
মনে লাগে- এই সুর গীত-রবে কেঁদেছিল রাধা,
অবহেলা-বেঁধা-বুক নিয়ে এ যেন রে অতি-অন-রালে ললিতার কাঁদা
বন-মাঝে একাকিনী দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে ঝুরে,
ফেলে-যাওয়া নাথে তার ডেকেছিল ক্লান-কণ্ঠে এই গীত-সুরে।

কান্তে- পড়ে মনে
বনলতা সনে
বিষাদিনী শকুন্তলা কেঁদেছিল এই সুরে বনে সঙ্গোপনে।
হেম-গিরি-শিরে
হারা-সতী উমা হয়ে ফিরে
ডেকেছিল ভোলানাথে এমনি সে চেনা কণ্ঠে হায়,
কেঁদেছিল চির-সতী পতি প্রিয়া প্রিয়ে তার পেতে পুনরায়!...
চিনিলাম বুঝিলাম সবই-
যৌবন সে জাগিল না, লাগিল না মর্মে তাই গাঢ় হয়ে তব মুখছবি।
তবু তব চেনা-কণ্ঠ মম কণ্ঠসুর
রেখে আমি চলে গেনু কবে কোন পল্লিপথে দূরে!....
দুদিন না যেতে যেতে একী সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথাগন্ধ নাভিপদ্মমূলে!
খুঁজে ফিরি কোথা হতে এই ব্যাথাভারাতুর মদগন্ধ আসে-
আকাশ বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে।
কেঁদে ওঠে লতা-পাতা
ফুল পাখি নদীজল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা!
পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই,
চিৎকারিয়া ফেরে তাই -'কোথা যাই,
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই?
হু-হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস,
মনে হয়-এ নিখিল যৌবন-আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হুতাশ!
চোখ পুরে লাল নীল কত রাঙা, আবছায়া ভাসে, আসে-আসে-
আসে - আসে -
কার বক্ষ টুটে
মম প্রাণপুটে
কোথা হ'তে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে; দিগন-র দুলি ওঠে মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার-ত্রাসে!
কস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেলে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!

আপনারই ভালোবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!
অনন্ত অগস্ত্য-তৃষাকুল বিশ্ব-মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু-সম, মাগে সিন্ধু আর!
ভগবান! ভগবান! এ কি তৃষ্ণা অনন অপার!
কোথা তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথা মোর তৃষ্ণা-হরা প্রেম-সিন্ধু অনাদি পাথার!
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত- দুর্বার!

কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি এত বড় বিশ্বে মোর নাই শান্তি নাই।

ভাবি আর চলি শুধু, শুধু পথ চলি
পথে কত পথবালা যায়,
তারই পাছে হায় অন্ধ বেগে ধায়
ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন
পিছু ফিরে কেহ যদি চায় - অভিমানে জলে ভেসে যায় দুনয়ন!
দেখে তারা হাসে
না চাহিয়া কেহ চলে যায়, 'ভিক্ষা লহ' ব'লে কেহ আসে দ্বার-পাশে।
প্রাণ আরো কেঁদে ওঠে তাতে
গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে!
প্রলয়-পয়োধি-নীরে গর্জে-ওঠা হুহুঙ্কার-সম
বেদনা ও অভিমানে ফুলে ফুলে দুলে ওঠে ধূ-ধূ
ক্ষোভ-ক্ষিপ্ত প্রাণ-শিখা মম!
পথ-বালা আসে ভিক্ষা-হাতে,
লাথি মেরে চূর্ণ করি গর্ব তার ভিক্ষা-পাত্র সাথে।
কেঁদে তারা ফিরে যায়, ভয়ে কেহ নাহি আসে কাছে;
অনাথপিন্ডদ-সম
মহাভিক্ষু প্রাণ মম
প্রেম-বুদ্ধ লাগি' হায় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা যাচে,
"ভিক্ষা দাও, পুরবাসি!
বুদ্ধ লাগি ভিক্ষা মাগি, দ্বার হতে প্রভু ফিরে যায় উপবাসী!'

কত এল কত গেল ফিরে,
কেহ ভয়ে কেহ-বা বিস্ময়ে!
ভাঙা-বুকে কেহ,
কেহ অশ্রু-নীরে-
কত এল কত গেল ফিরে!
আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ,
বুঝিতে পারে না তাহা গৃহ-সুখী পুরনারীগণ।
তারা আসে হেসে,
শেষে হাসি-শেষে
কেঁদে তারা ফিরে যায়
আপনার গৃহ স্নেহচ্ছায়ে -
বলে তারা, 'হে পথিক! বল বল তব প্রাণ কোন ধন মাগে?
সুরে তব এত কান্না, বুকে তব কার লাগি এত ক্ষুধা জাগে?'
কী যে চাই বুঝে নাকো কেহ,
কেহ আনে প্রাণমন কেহবা যৌবনধন,
কেহ রূপ দেহ।

গর্বিতা ধনিকা আসে মদমত্তা আপনার ধনে
আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে। ...
সর্ব ব্যর্থ, ফিরে চলে নিরাশায় প্রাণ
পথে পথে গেয়ে গেয়ে গান-
"কোথা মোর ভিখারিনি পূজারিনি কই?
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই?
যে বলিবে-'ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি
ওগো মোর স্বামী!
রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনি, বিজয়িনী নই।"
মরু মাঝে ছুটে ফিরি বৃথা
হুহু করে জ্বলে ওঠে তৃষা -
তারি মাঝে তৃষ্ণা-দগ্ধ প্রাণ
ক্ষণেকের তরে কবে হারাইল দিশা।
দূরে কার দেখা গেল হাতছানি যেন-
ডেকে ডেকে সে-ও কাঁদে-
'আমি নাথ তব ভিখারিনি,
আমি তোমা' চিনি,
তুমি মোরে চেন।'

বুঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে,
এ যে মিথ্যা মায়া,
জল নহে, এ যে খল, এ যে ছল মরীচিকা-ছায়া!-
'ভিক্ষা দাও' ব'লে আমি এনু তার দ্বারে,
কোথা ভিখারিনী? ওগো এ যে মিথ্যা মায়াবিনী,
ঘরে ডেকে মারে।
এ যে ক্রূর নিষাদের ফাঁদ,
এ যে ছলে জিনে নিতে চাহে
ভিখারীর ঝুলির প্রসাদ।
হল না সে জয়ী,
আপনার জালে পড়ে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী।

*   *   *   *   *

কাঁটা-বেঁধা রক্ত মাথা প্রাণ নিয়ে এনু তব পুরে,
জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়
তখনও তোমার প্রাণ পুড়ে।
তবু কেন কতবার মনে যেন হত,
তব স্নিগ্ধ মদিন পরশ মুছে নিতে পারে মোর
সব জ্বালা সব দগ্ধ ক্ষত।
মনে হত প্রাণে তব প্রাণে যেন কাঁদে অহরহ-

'হে পথিক! ঐ কাঁটা মোরে দাও, কোথা তব ব্যথা বাজে
কহো মোরে কহো!
নীরব গোপন তুমি মৌন তাপসিনী,
তাই তব চির-মৌন ভাষা
শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই ঐ ক্ষুদ্র চাপা-বুকে
কাঁদে কত ভালোবাসা আশা!

*   *   *   *   *

এরি মাঝে কোথা হতে ভেসে এল মুক্তধারা মা আমার
সে ঝড়ের রাতে,
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পাতে।
কোথা গেল পথ-
কোথা গেল রথ-
ডুবে গেল সব শোক-জ্বালা,
জননীর ভালোবাসা এ ভাঙা দেউলে যেন দুলাইল দেয়ালির আলা!

গত-কথা গত-জন্ম হেন
হারা-মায়ে পেয়ে আমি ভুলে গেনু যেন।
গৃহহারা গৃহ পেনু, অতি শান্ত- সুখে
কত জন্ম পরে আমি প্রাণ ভরে ঘুমাইনু মুখ থুয়ে জননীর বুকে।
শেষ হল পথ-গান গাওয়া,
ডেকে ডেকে ফিরে গেল হা-হা স্বরে পথসাথী তুফানের হাওয়া।

*   *   *   *   *

আবার আবার বুঝি ভুলিলাম পথ-
বুঝি কোন্ বিজয়িনী-দ্বার প্রানে- আসি' বাধা পেল পার্থ-পথ-রথ।
ভুলে গেনু কারে মোর পথে পথ খোঁজা,-
ভুলে গেনু প্রাণ মোর নিত্যকাল ধরে অভিসারী
মাগে কোন পূজা,
ভুলে গেনু যত ব্যথা শোক,-
নব সুখ-অশ্রুধারে গলে গেল হিয়া, ভিজে গেল অশ্রুহীন চোখ।
যেন কোন্ রূপ-কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি,
সুরভিতে মেতে উঠে বুক,
উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র উগ্র ব্যথা-সুখ।
বাঁচিয়া নূতন করে মরিল আবার
সীধু-লোভী বাণ-বেঁধা পাখী। ....
... ভেসে গেল রক্তে মোর মন্দিরের বেদী-

জাগিল না পাষাণ-প্রতিমা,
অপমানে দাবানল-সম তেজে
রুখিয়া উঠিল এইবার যত মোর ব্যথা-অরুণিমা।
হুঙ্কারিয়া ছুটিলাম বিদ্রোহের রক্ত-অশ্বে চড়ি
বেদনার আদি-হেতু স্রষ্টা পানে মেঘ অভ্রভেদী,
ধূমধ্বজ প্রলয়ের ধূমকেতু-ধুমে
হিংসা হোমশিখা জ্বালি' সৃজিলাম বিভীষিকা
স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।

... এ কী মায়া! তার মাঝে মাঝে
মনে হত কতদূরে হতে, প্রিয় মোর নাম ধরে যেন
তব বীণা বাজে!
সে সুদূর গোপন পথের পানে চেয়ে
হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্রুরাঙা বেদনার রসে যেত ছেয়ে।
সেই সুর সেই ডাক স্মরি স্মরি
ভুলিলাম অতীতের জ্বালা,
বুঝিলাম তুমি সত্য-তুমি আছে,
অনাদৃতা তুমি মোর, তুমি মোরে মনে প্রাণে যাচ,
একা তুমি বনবালা
মোর তরে গাঁথিতেছ মালা
আপনার মনে
লাজে সঙ্গোপনে।
জন্ম জন্ম ধরে চাওয়া তুমি মোর সেই ভিখারিনী। -
অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হয়ে হেসে উঠে কহে- 'চিনি, চিনি।
বেঁচে ওঠ মরা প্রাণ! ডাকে তোরে দূর হতে সেই-
যার তরে এত বড় বিশ্বে তোর সুখ-শান্তি- নেই!'
তারি মাঝে
কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজে?
কে যেন রে পিছু ডেকে চীৎকারিয়া কয়-
'বন্ধু এ যে অবেলায়! হতভাগ্য, এ যে অসময়!'
প্রাণে শুধু ভেসে আসে জন্মান্তর হতে যেন বিরহিণী ললিতার কাঁদা!
ছুটে এনু তব পাশে
ঊর্ধ্বশ্বাসে;
মৃত্যু-পথ অগ্নি-রথ কোথা পড়ে কাঁদে, রক্ত-কেতু গেল উড়ে পুড়ে,
তোমার গোপান পূজা বিশ্বের আরাম নিয়া এলো বুক জুড়ে।

*   *   *   *   *

তারপর যা বলিব হারায়েছি আজ তার ভাষা;
আজ মোর প্রাণ নাই, অশ্রু নাই, নাই শক্তি আশা।

যা বলিব আজ ইহা গান নহে, ইহা শুধু রক্ত-ঝরা প্রাণ-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা ভাষা।

ভাবিতেছ, লজ্জাহীন ভিখারীর প্রাণ-
সেও চাহে দেওয়ার সম্মান!
সত্য প্রিয়া, সত্য ইহা, আমিও তা স্মরি
আজ শুধু হেসে হেসে মরি!
তবু শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রিয়তমা, দ্বার হতে দ্বারান্তরে
ব্যর্থ হয়ে ফিরে
এসেছিনু তব পাশে, জীবনের শেষ চাওয়া চেয়েছিনু তোমা।
প্রাণের সকল আশা সব প্রেম ভালোবাসা দিয়া
তোমারে পূজিয়াছিনু, ওগো মোর বে-দরদি পূজারিণি-প্রিয়া!
ভেবেছিনু, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে,
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন
অবহেলে শুধু ভালোবাসে।
ভেবেছিনু, দুর্বিনীত দুর্জয়ীরে জয়ের গরবে
তব প্রাণে উদ্ভাসিবে অপরূপ জ্যোতি, তারপর একদিন
তুমিই মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া
বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে।
ছিল আশা, ছিল শক্তি, বিশ্বটারে টেনে
ছিঁড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেব এনে!
কিন্তু হায়! কোথা সেই তুমি? কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সেই নাড়ী-ছেঁড়া প্রাণে প্রাণে টান?

এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ;
আজ হেরি-তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,-
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?
মোর বুকে জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান,
তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, এ দৃষ্টি যাহারে দেখে,
তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে তার প্রাণ।
লোভে আজ তব পূজা কলুষিত, প্রিয়া,
আজ তারে ভুলাইতে চাহ,
যারে তুমি পূজেছিলে পূর্ণ মন-প্রাণ সমর্পিয়া।

তাই আজি ভাবি, কার দোষে-
অকলঙ্ক তব হৃদি-পুরে
জ্বলিল এ মরণের আলো কবে পশে?
তবু ভাবি, এ কি সত্য? তুমিও ছলনাময়ী?

যদি তাই হয়, তবে মায়াবিনী অয়ি!
ওরে দুষ্ট, তাই সত্য হোক।
জ্বালো তবে ভালো করে জ্বালো মিথ্যালোক।
আমি তুমি সুর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
সব মিথ্যা হোক;
জ্বালো ওরে মিথ্যাময়ী, জ্বালোতবে ভালো করে
জ্বালো মিথ্যালোক।

*   *   *   *   *

তব মুখপানে চেয়ে আজ
বাজসম বাজে মর্মে লাজ;
তব অনাদর অবহেলা স্মরি স্মরি
তারি সাথে স্মরি মোর নির্লজ্জতা
আমি আজ প্রাণে প্রাণে মরি।
মনে হয়-ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, 'মা বসুধা দ্বিধা হও!
ঘৃণাহত মাটিমাখা ছেলেরে তোমার
এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হতে অন্ধকারে টেনে লও!
তবু বারে বারে আসি আশা-পথ বাহি
কিন্তু হায়, যখনই ও-মুখপানে চাহি-
মনে হয়,-হায়,হায়, কোথা সেই পূজারিণী,
কোথা সেই রিক্ত সন্ন্যাসিনী?
এ যে সেই চির-পরিচিত অবহেলা,
এ যে সেই চির-ভাবহীন মুখ!
পূর্ণা নয়, এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি-
অপমানে ফেটে যায় বুক!
প্রাণ নিয়া এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়!
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দলে
অলক্তক পরে এরা পায়!
এর দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!

ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি।
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরও।
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন।.....
যে পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে,
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে!

*   *   *   *   *

বুঝিয়াছি, শেষবার ঘিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁখি,
রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া উঠে তাই,
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি?
জ্বলে ওঠ এইবার মহাকাল ভৈরবের নেত্রজ্বালাসম ধকধক,
হাহাকার-করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক।
তারি সাথে স্মরি মোর নির্লজ্জতা
আন তোর বহ্নি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশী তূরী!
হান তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী।
রক্ত-সুধা-বিষ আন্ মরণের ধর টিপে টুঁটি!
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক কুটি-কুটি!

*   *   *   *   *

কণ্ঠে আজ এত বিষ, এত জ্বালা,
তবু, বালা!
থেকে থেকে মনে পড়ে-
যতদিন বাসিনি তোমারে ভালো,
যতদিন দেখিনি তোমার
বুক-ঢাকা রাগ-রাঙা আলো,
তুমি ততদিনই
যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিনী।
ততদিনই এতটুকু অনাদরে বিদ্রোহের তিক্ত অভিমানে
তব চোখে উছলাতো জল, ব্যথা দিত তব কাঁচা প্রাণে;
একটু আদর-কণা একটুকু সোহাগের লাগি
কত নিশি-দিন তুমি মনে কর, মোর পাশে রহিয়াছ জাগি
আমি চেয়ে দেখি নাই; তারই প্রতিশোধ
নিলে বুঝি এতদিনে! মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে
অপমান ফাঁকি দিয়ে করিতেছ মোর শ্বাস-রোধ!

আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি-
অকরুণা! প্রাণ নিয়ে এ কি মিথ্যা অকরুণ খেলা!
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার, নারী!
এ আঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।
ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান,

একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি দিয়া মন-প্রাণ
লভে অবসান।
ভুল, তাহা ভুল
বায়ু শুধু ফোটায় কলিকা,
অলি এসে হরে নেয় ফুল!
বায়ু বলী, তার তরে প্রেম নহে প্রিয়া!
অলি শুধু জানে ভালো
কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া!

*   *   *   *   *

পথিক-দখিনা-বায়ু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে
মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি-জানা দেশে!
বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি
কত সুখী আমি আজ সেই কথা স্মরি!
আমি না বাসিতে ভালো তুমি আগে বেসেছিলে ভালো,
কুমারী-বুকের তব সব স্নিগ্ধ রাগ-রাঙা আলো
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুকে মুখে-
ভুখারীর ভাঙা বুকে পুলকের রাঙা বান ডেকে যায় আজ সেই সুখে!
সেই প্রীতি, সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি
মনে হয় এ জীবন এ জনম ধন্য হল- আমি আজ তৃপ্ত হয়ে মরি।
না-চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি-শুধু তুমি,
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার করে তব প্রিয় নাম চুমি।

*   *   *   *   *

মোরে মনে পড়ে
একদা নিশীথে যদি প্রিয়
ঘুমায়ে কাহারও বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে,
মনে করো, মরিয়াছে, গিয়াছে আপদ;
আর কভু আসিবে না
উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও-পদ-কোকনদ।
মরিয়াছে-অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী,
অমর হইয়া আছে-রবে চিরদিন
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!

অভিশাপ
যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে,

অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি,
সাগর আকাশ বাতাস চিরি
যেদিন আমায় খুঁজবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে
কাহার যেন চেনা-ছোঁওয়ায় উঠবে ও-বুকে ছমকে,-
জাগবে হঠাৎ চমকে!
ভাববে বুঝি আমিই এসে
বসনু বুকের কোলটি ঘেঁষে,
ধরতে গিয়ে দেখবে যখন-
শূন্য শয্যা! মিথ্যা স্বপন!
বেদ্‌নাতে চোখ বুঁজবে-
বুঝবে সেদিন বুজবে।

গাইতে বসে কণ্ঠ ছিঁড়ে আস্‌বে যখন কান্না,
বলবে সবাই-‘সেই যে পথিক তার শেখানো গান না?’
আসবে ভেঙে কান্না।
পড়্‌বে মনে আমার সোহাগ,
কণ্ঠে তোমার কাঁদবে বেহাগ।
পড়্‌বে মনে অনেক ফাঁকি
অশ্রু-হারা কঠিন আঁখি
ঘন ঘন মুছবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আবার যেদিন শিউলি ফুটে ভরবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কণ,
কাঁদবে কুটীর-অঙ্গন!
শিউলি-ঢাকা মোর সমাধি
পড়্‌বে মনে, উঠবে কাঁদি।

বুকের মালা করবে জ্বালা,
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

আসবে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির-ছেঁচা রাত্রি,
থাকবে সবাই – থাকবে না এই মরণ-পথের যাত্রীই!
আসবে শিশির-রাত্রি।
থাকবে পাশে বন্ধু স্বজন,
থাকবে রাতে বাহুর বাঁধন,
বঁধুর বুকের পরশনে
আমার পরশ আনবে মনে-
বিষিয়ে ও-বুক উঠবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আসবে আবার শীতের রাতি, আসবে নাকো আর সে-
তোমার সুখে পড়ত বাধা থাকলে যে-জন পার্শ্বে,
আসবে নাকো আর সে!
পড়বে মনে, মোর বাহুতে
মাথা থুয়ে যে-দিন শুতে,
মুখ ফিরিয়ে থাকতে ঘৃণায়!
সেই স্মৃতি নিত্ ওই-বিছানায়
কাঁটা হয়ে ফুটবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আবার গাঙে আসবে জোয়ার, দুলবে তরী রঙ্গে,
সেই তরীতে হয়ত কেহ থাকবে তোমার সঙ্গে-
দুলবে তরী রঙ্গে,
পড়বে মনে সে কোন্ রাতে
এক তরীতে ছিলে সাথে,
এমনি গাঙ ছিল জোয়ার,
নদীর দুধার এমনি আঁধার
তেম্‌নি তরী ছুটবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

তোমার সখার আসবে যেদিন এমনি কারা-বন্ধ,
আমার মতন কেঁদে কেঁদে হয়তো হবে অন্ধ-
সখার কারা-বন্ধ!

বন্ধু তোমার হানবে হেলা
ভাঙবে তোমার সুখের মেলা;
দীর্ঘ বেলা কাটবে না আর,
বইতে প্রাণের শান্ত এ-ভার
মরণ-সনে যুঝবে-

বুঝবে সেদিন বুঝবে!

ফুটবে আবার দোলন চাঁপা চৈতী-রাতের চাঁদনী,
আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজবে আমার কাঁদনী-
চৈতী-রাতের চাঁদনী।
ঋতুর পরে ফিরবে ঋতু,
সেদিন-হে মোর সোহাগ-ভীতু!
চাইবে কেঁদে নীল নভো গা-য়,
আমার মতন চোখ ভ'রে চায়
যে-তারা তায় খুঁজবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আসবে ঝড়ি, নাচবে তুফান, টুটবে সকল বন্ধন,
কাঁপবে কুটীর সেদিন ত্রাসে, জাগবে বুকে ক্রন্দন-
টুটবে যবে বন্ধন!
পড়বে মনে, নেই সে সাথে
বাঁধবে বুকে দুঃখ-রাতে-
আপনি গালে যাচবে চুমা,
চাইবে আদর, মাগবে ছোঁয়া,
আপনি যেচে চুমবে-
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হানত,
সেই আঘাতই যাচবে আবার হয়ত হয়ে শ্রান্ত–
আসবে তখন পান্থ।
হয়ত তখন আমার কোলে
সোহাগ-লোভে পড়বে ঢলে,
আপনি সেদিন সেধে কেঁদে

আশান্বিতা
আবার কখন আসবে ফিরে সেই আশাতে জাগবে রাত,
হয়তো সে কোন নিশুত রাতে ডাকবে এসে অকস্মাৎ
সেই আশাতে জাগব রাত।
যতই কেন বেড়াও ঘুরে
বরণ-বনের গহন জুড়ে
দূর সুদূরে,
কাঁদলে আমি আসবে ছুটে, রইতে তুমি নারবে নাথ,
সেই আশাতে জাগব রাত।

কপট! তোমার শপথ-পাহাড় বিন্ধ্যসম হোক না সে,

ঝড়ের মুখে খড়ের মতন উড়বে তা মোর নিশ্বাসে।
একটি ছোট্ট নিশ্বাসে।
রাত্রি জেগে কাঁদছি আমি
শুনবে যখন, হে মোর স্বামী,
সুদূরগামী!
আগল ভেঙে আসবে পাগল, চুমবে সজল নয়ন-পাত,
সেই আশাতে জাগব রাত।

জানি সখা, আমার চোখের একটি বিন্দু অশ্রুজল,
নিববে তাতেই তোমার বুকের অগ্নি-সিন্ধু নীল গরল,
আমার চোখের অশ্রুজল।
তোমার আদর-সোহাগিনি
তাই তো কাঁদায় নিশিদিনই
এ অধীনী,
ভুলবে জানি তোমার রানি গরবিনির সব আঘাত।
সেই আশাতে জাগব রাত।

আসবে আবার পদ্মানদী, দুলবে তরি ঢেউ-দোলায়,
তেমনি করে দুলব আমি তোমার বুকের পরকোলায়।
দুলবে তরি ঢেউ-দোলায়।
পাগলি নদী উঠবে ক্ষেপে,
তোমায় তখন ধরব চেপে,
বক্ষ ব্যেপে,
মরণ-ভয়কে ভয় কি তখন, জড়িয়ে কণ্ঠ থাকবে হাত।
সেই আশাতে জাগব রাত।

পোড়া চোখের জল ফুরায় না, কেমন করে আসবে ঘুম?
মনে পড়ে শুধু তোমার পাতাল-গভীর মাতাল চুম,
কেমন করে আসবে ঘুম?
আজ যে আমার নিশীথ জুড়ে
একলা থাকার কান্না ঝুরে
হুতাশ সুরে,
পোবের হাওয়ায় কাঁদবে সে সুর, আসবে পছিম হাওয়ার সাথ!
সেই আশাতে জাগব রাত।

বিজলি-শিখার প্রদীপ জ্বেলে ভাদর রাতের বাদল মেঘ,
দিগ্‌বিদিকে খুঁজছে তোমায় ডাকছে কেঁদে বজ্র-বেগ –
দিগ্‌বিদিকে খুঁজছে মেঘ।
তোমার আশায় ওই আশা-দীপ
জ্বালিয়েছে আজ দিক ভরে নীপ,

হে রাজ-পথিক
আজ না আসো, এসো যেদিন দীপ নিবাবে ঝঞ্ঝাবাত।
সেই আশাতে জাগব রাত।

পিছু-ডাক
সখি!
নতুন ঘরে গিয়ে আমায় পড়বে কি আর মনে?

সেথা তোমার নতুন পূজা নতুন আযোজনে!

প্রথম দেখা তোমায় আমায়

যে গৃহ-ছায় যে আঙিনায়,

যেথায় প্রতি ধূলি-কণায়,

লতাপাতার সনে -

নিত্য চেনার বিত্ত রাজে চিত্ত-আরাধনে,

শূন্য সে ঘর শূন্য এখন কাঁদছে নিরজনে।

সেথা
তুমি যখন ভুলতে আমায়, আসত অনেক কেহ,
তখন
আমার হয়ে অভিমানে কাঁদত যে ঐ গেহ।

যেদিক পানে চাইতে সেথা

বাজতে আমার স্মৃতির ব্যথা,

নতুন আলাপনে।

আমিই শুধু হারিয়ে গেলেম হারিয়ে-যাওয়ার বনে॥

আমার
এত দিনের দূর ছিল না সত্যিকারের দুর,
ওগো
আমার সুদুর করতে নিকট ঐ পুরাতন পুর।

এখন তোমার নতুন বাঁধন

নতুন হাসি, নতুন কাঁদন,

নতুন সাধন, গানের মাতন

নতুন আবাহনে।

আমারই সুর হারিয়ে গেল সুদুর পুরাতন।

সখি!
আমার আশাই দুরাশা আজ, তোমার বিধির বর,
আজ
মোর সমাধির বুকে তোমার উঠবে বাসর-ঘর!

শূণ্য ভরে শুনতে পেনু

ধেনু-চরা বনের বেণু-

হারিয়ে গেনু হারিয়ে গেনু

অস্ত–দিগঙ্গনে।

বিদায় সখি, খেলা-শেষ এই বেলা-শেষের খনে!

এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহকোণে।

মুখরা
আমার
কাঁচা মনে রং ধরেচে আজ,

ক্ষমা করো মা গো আমার আর কি সাজে লাজ?
আমার
কাঁচা মনে রং ধরেচে আজ,

আমার ভুবন উঠচে রেঙে

তাঁর পরশের সোহাগ লেগে,

ঘুমিয়ে ছিনু দেখনু জেগে মা,
আমায়
জড়িয়ে বুকে দাঁড়িয়ে আছেন নিখিল হৃদয়-রাজ।

ক্ষমা করো মা গো আমার আর কি সাজে লাজ?

আমায়
দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী!

মা গো, আমি আর কি মিথ্যা লজ্জা করে পারি?
আমায়
দিনের আলোয় নিলেন বুকে আপনি লজ্জাহারী।

জগৎ যারে পায় না সেধে

সেই সে যখন সাধছে কেঁদে

আমার চরণ বক্ষে বেঁধে মা,
আমি
বাঁধব না চুল, এই ভালো মোর ভিখারিনির সাজ।

ক্ষমা করো মা গো আমার আর কি সাজে লাজ?

আমার
কীসের সজ্জা, কীসের লজ্জা, কীসের পরানপণ?
মা গো
বক্ষে আমার বিশ্বলোকের চির-চাওয়া ধন,
আমার
কীসের সজ্জা, কীসের লজ্জা, কীসের পরানপণ?

বিশ্ব-ভুবন যার পদছায়

সেই এসে হায় মোর পদ চায়,
আমার
সুখ-আবেগে বুক ফেটে যায় মা,
আজ
লাজ ভুলেছি, সাজ ভুলেছি, ভুলেছি সব কাজ।

ক্ষমা করো মা গো আমার আর কি সাজে লাজ?

সাধের ভিখারিনি
তুমি
মলিন বাসে থাক যখন, সবার চেয়ে মানায়!
তুমি
আমার তরে ভিখারিনি, সেই কথা সে জানায়!

জানি প্রিয়ে জানি জানি,

তুমি হতে রাজার রানি,

খাটত দাসী, বাজত বাঁশি

তোমার বালাখানায়
তুমি
সাধ করে আজ ভিখারিনি, সেই কথা সে জানায়।

দেবী!
তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু
ভিখারিকে ভালোবেসে সাজলে ভিখারিনি

সব ত্যজি মোর হলে সাথি,

আমার আশায় জাগছ রাতি,

তোমার পূজা বাজে আমার

হিয়ার কানায় কানায়!
তুমি
সাধ করে আজ ভিখারিনি, সেই কথা সে জানায়।

কবি-রাণী
তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ-সে যে তোমায় ভালোবাসার ছবি॥
আপন জেনে হাত বাড়ালো-
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা-তারা
পুবের অরুণ রবি,-
তুমি ভালোবাস ব'লে ভালোবাসে সবি?

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এল তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি,
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণি! তোমার সবই।

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ-সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।

আশা
আমি
শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে টলে,
আমার
লুটিয়ে-পড়া দেহ তখন ধরবে কি ওই কোলে?

বাড়িয়ে বাহু আসবে ছুটে?

ধরবে চেপে পরানপুটে?

বুকে রেখে চুমবে কি মুখ

নয়নজলে গলে?
আমি
শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে টলে!

তুমি
এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহলা,
তা
ভুলবে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা?

বলো বলো জীবন-স্বামী

সেদিনও কি ফিরব আমি

অন্তকালেও ঠাঁই পাব না

ওই চরণের তলে?

আমি
শ্রান্ত হয়ে আসব যখন পড়ব দোরে টলে!

শেষ প্রার্থনা
আজ
চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে

এমনি কাটে আসছে-জনম তোমায় ভালোবেসে।

এমনি আদর, এমনি হেলা

মান-অভিমান এমনি খেলা,

এমনি ব্যথার বিদায়-বেলা

এমনি চুমু হেসে,
যেন
খণ্ডমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে!
এবার
ব্যর্থ আমার আশা যেন সকল প্রেমে মেশে!
আজ
চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে!

যেন
আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামী!
এবার
এক হয়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি!

আপন সুখকে বড়ো করে

যে দুখ পেলাম জীবন ভরে,

এবার তোমার চরণ ভরে,

নয়নজলে ভেসে
যেন
পূর্ণ করে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে,
মোর
মরণ-জয়ের বরণমালা পরাই তোমার কেশে।
আজ

চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে।

সে যে
চাতকই জানে তার মেঘ এত কী,
যাচে
ঘন ঘন বরিষন কেন কেতকী,
চাঁদে
চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী,
জানে
প্রাণ কেন প্রিয়ে প্রিয়তম চুমু দি!

বিষের বাঁশি

উৎসর্গ
বাংলার অগ্নি-নাগিনি মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব
আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা
মিসেস এম. রহমান সাহেবার
পবিত্র চরণারবিন্দে –

এমনই প্লাবন-দুন্দুভি-বাজা ব্যাকুল শ্রাবণ মাস –
সর্বনাশের ঝান্ডা দুলায়ে বিদ্রোহ-রাঙা-বাস
ছুটিতে আছিনু মাভৈঃ-মন্ত্র ঘোষি অভয়কর,
রণ-বিপ্লব-রক্ত-অশ্ব কশাঘাত-জর্জর!
সহসা থমকি দাঁড়ানু আমার সর্পিল-পথ-বাঁকে,
ওগো নাগমাতা, বিষ-জর্জর তব গরজন-ডাকে!
কোথা সে অন্ধ অতল পাতাল-বন্ধ গুহার তলে,
নির্জিত তব ফণা-নিঙড়ানো গরলের ধারা গলে;
পাতাল-প্রাচীর চিরিয়া তোমার জ্বালা-ক্রন্দন-চূর
আলোর জগতে এসে বাজে যেন বিষ-মদ-চিক্কুর!
আঁধার-পীড়িত রোষ-দোদুল সে তব ফণা-ছায়া-দোল
হানিছে গৃহীরে অশুভ শঙ্কা, কাঁপে ভয়ে সুখ-কোল।
ধূমকেতু-ধ্বজ বিপ্লব-রথ সম্ভ্রমে অচপল,
নোয়াইল শির শ্রদ্ধা-প্রণত রথের অশ্বদল!
ধূমকেতু-ধূম-গহ্বরে যত সাগ্নিক শিশু-ফণী
উল্লাসে 'জয় জয় নাগমাতা' হাঁকিল জয়-ধ্বনি!
বন্দিল, উর নাগ-নন্দিনী ভেদিয়া পাতাল-তল!
দুলিল গগনে অশুভ-অগ্নি পতাকা জ্বালা-উজল!
তারপর মা গো কোথা গেলে তুমি, আমি কোথা হনু হারা,

জাগিয়া দেখিনু, আমারে গ্রাসিয়া রাহু রাক্ষস-কারা!
শৃঙ্খলিতা সে জননীর ব্যথা বাজিয়া এ ক্ষীণ বুকে
অগ্নি হয়ে মা জ্বলেছিল খুন, বিষ উঠেছিল মুখে,
শৃঙ্খল-হানা অত্যাচারীর বুকে বাজপাখি সম
পড়িয়া তাহারে ছিঁড়িতে চেয়েছি হিংসা-নখরে মম, –
সে আক্রমণ ব্যর্থ কখন করেছে কারার ফাঁদ,
বন্দিনী দেশ-জননীর সাথে বেঁধেছে আমারে বাঁধ।
হাতে পায়ে কটি-গর্দানে মোর বাজে শত শৃঙ্খল,
অনাহারে তনু ক্ষুধা-বিশীর্ণ, তৃষায় মেলে না জল,
কত যুগ যেন এক অঞ্জলি পাইনিকো আলো বায়ু,
তারই মাঝে আসি রক্ষী-দানব বিদ্যুতে বেঁধে স্নায়ু –
এত যন্ত্রণা তবু সব যেন বুকে ক্ষীর হয়ে ওঠে,
শত্রুর হানা কণ্টক-ক্ষত প্রাণে ফুল হয়ে ফোটে!–
এরই মাঝে তুমি এলে নাগমাতা পাতাল-বন্ধ টুটি
অচেতন মম ক্ষত তনু পড়ে তব ফণা-তলে লুটি!
তোমার মমতা-মানিক-আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা,
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্বজননী! তোমার আঁচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে; বিষ শুধু তোমা দহে
ফণা তব মা গো পীড়িত নিখিল ধরণির ভার বহে ! –
আমারে যে তুমি বাসিয়াছ ভালো ধরেছ অভয়-ক্রোড়ে,
সপ্ত রাজার রাজৈশ্বর্য মানিক দিয়াছ মোরে,
নহে তার তরে, – সব সন্তানে তুমি যে বেসেছ ভালো,
তোমার মানিক সকলের মুখে দেয় যে সমান আলো,
শুধু মাতা নহ, জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি, –
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি!

তোমার নাগ-শিশু
নজরুল ইসলাম
হুগলি
১৬ শ্রাবণ, ১৩৩১

কৈফিয়ত

‘অগ্নিবীণা’ দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যেসব কবিতা ও গানদেব বলে এতকাল ধরে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি-লাম, সেইসব কবিতা ও গান দিয়ে এই ‘বিষেরবাঁশি’ প্রকাশ করলাম। নানা কারণে ‘অগ্নিবীণা’ দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদলে ‘বিষেরবাঁশি’ নামকরণ করলাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্যহলাম। কারণ ‘আইন’-রূপ ‘আয়ান ঘোষ’ যতক্ষণ তার বাঁশ উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণবাঁশিতে তথাক-থিত ‘বিদ্রোহ’-রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ওই ঘোষেরপো-র বাঁশ বাঁশির চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশিতে বাঁশাবাঁশি লাগলেবাঁশিরই ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা, বাঁশি হচ্ছে সুরের, আর বাঁশহচ্ছে অসুরের।

এই বাঁশি তৈরির জন্য আমার অনেক বন্ধু নিঃস্বার্থভাবেঅনেক সাহায্য করেছেন। তাঁরা সাহায্য না করলে এ বাঁশির গান আমার মনেরবেণুবনেই গুমরে মরত। এঁরা সকলেই নিঃস্বার্থ নিষ্কলুষ প্রাণ-সুন্দরআন-

ন্দ-পুরুষ। আমার নিখরচা কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ পাওয়ার লোভে এঁরা সাহায্যকরেননি। এঁরা সকলেই জানেন, ওসব বিষয়ে আমি একেবারে অমানুষ বা পাষাণ। এঁরা যাকরেছেন তা স্রেফ আনন্দের প্রেরণায় ও আমায় ভালোবেসে। সুতরাং আমিভিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকের মতো তাঁদের কাছে চিরচলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেতাঁদের আনন্দকে খর্ব ও ভালোবাসাকে অস্বীকার করব না। এঁরা যদি সাহায্যহিসাবে আমায় সাহায্য করতে আসতেন তাহলে আমি এঁদের কারুর সাহায্য নিতাম না।যাঁরা সাহায্য করে মনে মনে প্রতিদানের দাবি পোষণ করে আমায় দায়ী করে রাখেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে আমি নিজেকে অবমানিত করতে নারাজ। এতটুকু শ্রদ্ধা আমারনিজের উপর আছে। স্রেফ তাঁদের নাম ও কে কোন মালমশলা জুগিয়েছেন তাই জানাচ্ছি –নিজেকে হালকা করার আত্মপ্রসাদের লোভে।
এ ‘বিষের বাঁশি’র বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা, আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।
বাঁশ জুগিয়েছেন সুলেখক ঔপন্যাসিক বন্ধু সনৎকুমার সেন।এ-বাঁশকে বাঁশি করে তুলেছেন – ‘বাণী’ যন্ত্র দিয়ে ওই যন্ত্রাধিকারী বিখ্যাতস্বদেশ-সেবক আমার অগ্রজ-প্রতিম পরম শ্রদ্ধাস্পদ ললিতদা ও পাঁচুদা। তাঁদেরযন্ত্রের সাহায্য না পেলে এ-বাঁশি শুধু বাঁশই রয়ে যেত। এই বাঁশি গায়েরঅদ্ভুত বিচিত্র নকশাটি কেটে দিয়েছেন প্রথিত-যশা কবি-শিল্পী – আমার ঝড়েররাতের বন্ধু – ‘কল্লোল’-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। এই সবের তত্ত্বাবধানের ভারনিয়েছিলেন দেশের-কাজে-উৎসর্গ-প্রাণ আমার পরম শ্রদ্ধার বন্ধু মৌলবিমঈনউদ্দিন হোসেন সাহেব বি. এ. (নূর লাইব্রেরি)। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ডি.এম. লাইব্রেরির গোপালদা এই গান শোনাবার জন্য ঢোল শোহরৎ দেওয়ার ভার নিয়েছেন।
এত বন্ধুর এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক দোষত্রুটি রয়ে গেলআমার অবকাশ-হীনতা ও অভিমন্যুর মতো সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত ক্ষতবিক্ষত অবস্থারজন্য। যাঁরা আমায় জানেন, তাঁরা জানেন, আমার বিনা কাজের হট্টমন্দিরে অবকাশেরকীরকম অভাব এবং জীবনের কতখানি শক্তি ব্যয় করতে হয় দশ দিকের দশ আক্রমণব্যর্থ করবার জন্য। যদি অবকাশ ও শান্তি পাই, তাহলে দ্বিতীয় সংস্করণে এরদোষত্রুটি নিরাক-রণের চেষ্টা করব। ইতি –
নজরুল ইসলাম
হুগলি
১৬ শ্রাবণ, ১৩৩১
[আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!]
আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!
গাইবি আবার কণ্ঠছেঁড়া বিষ-অভিশাপ-সিক্ত গান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

আয় রে আমার বাঁধন-ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কালকেউটে গোখরো নাগের
পীত চাবুক!
হাতের সুখে জ্বালিয়ে দে তোর সুখের বাসা ফুল-বাগান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

বুঝিসনি কি কাঁদায় তোরে তোরই প্রাণের সন্ন্যাসী!
তোর অভিমান হল শেষে তোরই গলার নীল ফাঁসি!
(তোর) হাসির বাঁশি আনলে বুকে যক্ষ্মা-রুগির রক্ত-বান,
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফানুস-ফাঁপা মানুষ দেখে, হায় অবোধ
ছুটে এলি ছায়ার আশায়,
মাথায় তেমনি জ্বলছে রোদ।
ফাঁকির ফানুস ছাই হল তোর,
খুঁজিস এখন রোদ-শ্মশান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তুই যে আগুন, জল-ধারা চাস কার কাছে?
বাষ্প হয়ে যায় উড়ে জল সাগর-শোষা তোর আঁচে।
ফুলের মালার হুলের জ্বালায় জ্বলবি কত অগ্নি-স্নান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

অগ্নি-ফণী! বিষ-রসানো জিহ্বা দিয়ে দিস চুমা,
পাহাড়-ভাঙা জাপটানি তোর – ভাবিস সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া!
মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু টান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!
সুখের লালস শেষ করে দে, স্বার্থপর!
কাল-শ্মশানের প্রেত-আলেয়া! তুই কোথা বল
বাঁধবি ঘর?
ঘর-পোড়ানো ত্রাস-হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশান!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

তোর তরে নয় শীতল ছায়া,
পান্থ-তরুর প্রেম-আসার,
তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু,
রুদ্র শিবের চণ্ড মার।
প্রেম-স্নেহ তোর হারাম যে রে
কসাই-কঠিন তুই পাষাণ!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

সাপ ধরে তুই চাপবি বুকে
সইবে না তোর ফুলের ঘা,
মারতে তোকে বাজ পাবে লাজ
চুমুর সোহাগ সইবে না!
ডাক-নামে ডাক তোর তরে নয়,
আহ্বান তোর ভীম কামান।
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!

ফণীমনসার কাঁটার পুরে

আয় ফিরে তুই কালফণী,
বিষের বাঁশি বাজিয়ে ডাকে নাগমাতা –
‘আয় নীলমণি!’
ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রামি ছাড়,
ধর খ্যাপা তোর অগ্নি-বাণ!
আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ!
ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্
[আবির্ভাব]
১

নাই তা জ

তাই লা জ?
ওরে
মুসলিম, খর্জুর-শিষে তোরা সাজ!
করে
তসলিমহর কুর্নিশেশোরআওয়াজ
শোন
কোনমুজ্দাসে উচ্চারেহেরাআজ

ধরা-মাঝ!

উরজ-য়্যামেন নজ্দ হেজাজতাহামাইরাকশাম

মেশেরওমানতিহারান স্মরি কাহার বিরাট নাম।
পড়ে
‘সাল্লাল্লাহু আলায়হিসাল্লাম।

চলে আঞ্জাম

দোলে তাঞ্জাম
খোলে
হুর-পরিমরিফিরদৌসেরহাম্মাম !
টলে
কাঁখের কলসেকওসরভর , হাতে আব-জমজমজাম।
শোন
দামামকামানতামামসামাননির্ঘোষি কার নাম
পড়ে
‘সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লানম।’

২

মস্ তান !

ব্যস থাম্!

দেখ

মশ্‌গুল আজি শিস্তান-বোস্তান ,

তেগ

গর্দানে ধরি দারোয়ানরোস্তাম।

বাজে

কাহারবা বাজা, গুলজারগুলশান

গুলফাম !

দক্ষিণে দোলে আরবিদরিয়াখুশিতে সে বাগে-বাগ ,

পশ্চিমেনীলা‘লোহিতে’রখুন-জোশিতেরে লাগে আগ,

মরু

সাহারা গোবিতেসব্‌জারজাগে দাগ!

নূরে কুর্শির

পুরে ‘তূর’ -শির,

দূরে

ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হুরি ফুর্তির,

ঝুরে

সুর্খিরঘন লালি উষ্ণীষেইরানিদূরানিতুর্কির!

আজ

বেদুইন তার ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া ছুড়ে ফেলে বল্লম

পড়ে

‘সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাললাম।’

৩

‘সাবে ঈন’

তাবে ঈন

হয়ে

চিল্লায় জোর 'ওই ওই নাবেদীন !
ভয়ে
ভূমি চুমে'লাত্ মানাত' -এরওয়ারেশিন।
রোয়ে
ওয়্যা-হোবলইবলিসখারেজিন , –

কাঁপে জীন্ !

জেদ্দারপূবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্বত,

তারই মাঝে'কাবা'আল্লার ঘর দুলে আজ হরওক্ত্ ,
ঘন
উথলে অদূরে 'জম-জম' শরবৎ!

পানি কওসর,

মণি জওহর
আনি
'জিবরাইল'আজ হরদম দানেগওহর ,
টানি
মালিক-উল-মৌতজিঞ্জির – বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর।
হানি
বরষা সহসা'মিকাইল'করে ঊষর আরবেভিঙা ,
বাজে
নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন'ইসরাফিল' -এর শিঙা!

৪

জন্ জাল

কঙ্ কাল
ভেদি,
ঘন জাল মেকি গণ্ডির পঞ্জার
ছেদি,
মরুভূতে একী শক্তির সঞ্চার!
বেদি
পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার

ওংকার!

শঙ্কারে করি লঙ্কার পার কার ধনু-টংকার

হুংকারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝংকার?
ভূমা-
নন্দে রে সব টুটেছে অহংকার!

মর- মর্মরে

নর- ধর্ম রে
বড়ো
কর্মরে দিলইমানেরজোর বর্ম রে,
ভর্
দিল্ জান্ – পেয়ে শান্তি নিখিল ফিরদৌসের হর্ম্য রে!
রণে
তাই তো বিশ্ব-বয়তুল্লাতেমন্ত্র ও জয়নাদ –
‘ওয়ে
মার্হাবাওয়েমার্হাবাএয়্ সর্ওয়ারেকায়েনাত !’

৫

শর- ওয়ান

দর্- ওয়ান
আজি
বান্দাযে ফেরউন শাদ্দাদ নমরুদমারোয়ান ;
তাজি
বোর্রাক্হাঁকে আশমানে পর্ওয়ান, –
ও যে
বিশ্বের চির সাচ্চারইবোর্হান –

‘কোর-আন’!

‘কোন্ জাদুমণি এলি ওরে’ – বলিরোয়েমাতাআমিনায়

খোদারহবিবেবুকে চাপি, আহা, বেঁচে আজ স্বামী নাই!
দূরে
আব্দুল্লাররুহ্কাঁদে, “ওরে আমিনারে গমিনাই –

দেখো
সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ, সব ভর-পুর‘কমি’ নাই।’

‘এয়্ ফর্ জন্দ’ –

হায় হর্দম্
ধায়
দাদা মোত্‌লেব কাঁদি, – গায়ে ধুলা কর্দম!
‘ভাই।
কোথা তুই?’ বলি বাচ্চারে কোলে কাঁদিছেহাম্‌জাদুর্দম!
ওই
দিক্‌হারা দিক্‌পার হতে জোর-শোর আসে, ভাসে‘কালাম’ –
‘এয়
‘শাম্‌সোজ্জোহা বদরোদ্দোজাকামারোজ্জমাঁ’সালাম!’

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্
[তিরোভাব]

এ কী বিস্ময়!আজরাইলেরওজলে ভর-ভর চোখ!
বে-দরদদিল্ কাঁপে থর-থর যেন জ্বর-জ্বর শোক।
জান-মরা তার পাষাণ-পাঞ্জা বিলকুল ঢিলা আজ,
কব্‌জা নিসাড়, কলিজাসুরাখ , খাকচুমে নীলাতাজ।
জিব্‌রাইলেরআতশিপাখা সে ভেঙে যেন খান খান,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আন্-চান!
মিকাইলঅবিরল
লোনা দরিয়ার সবই জল
ঢালে কুলমুল্লুকে , ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল।
এ কি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই? সেই রবিয়লআউওল ?

২

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইস্‌রাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাতরায় শুধু! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজ!
রসুলেরদ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রেআজাজিলশয়তান?
তারও বুক বেয়ে আঁশু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান!
জমিন্-আশমান জোড়া শির পাঁও তুলি তাজিবোর্‌রাক্ ,
চিখ্ মেরে কাঁদে‘আরশে’র পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক!
হুরপরি শোকে হায়
জল- ছলছল চোখে চায়।
আজ জাহান্নমের বহ্নি-সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি জল,

যত ফিরদৌসেরনার্গিস-লালাফেলে আঁশু-পরিমল।

৩

মৃত্তিকা-মাতা কেঁদে মাটি হল বুকে চেপে মরা লাশ,
বেটারজানাজাকাঁদে যেন – তাই বহে ঘন নাভি-শ্বাস!
পাতাল-গহ্বরে কাঁদে জিন, পুন মলো কি রেসোলেমান ?
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান!
ফুল পাতা যত খসে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,
ধরণির আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা স্নায়ু!
মক্কা ও মদিনায়
আজ শোকের অবধি নাই!
যেন রোজ-হাশরেরময়দান, সব উন্মাদসম ছুটে।
কাঁপে ঘন ঘনকাবা , গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে।
৪

নকিবের তূরী ফুৎকারি আজ বারোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খান খান করে চোট মারে দূরে চাঁদে?
আবুবকরেরদর দর আঁশু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাতাআয়েষারকাঁদনে মুরছে আশমানে তারা ডরে!
শোকে উন্মাদ ঘুরায়উমরঘূর্ণির বেগে ছোরা,
বলে ‘আল্লার আজ ছাল তুলে নেব মেরেতেগ্ , দেগেকোঁড়া।’
হাঁকে ঘন ঘন বীর –
‘হবে, জুদাতারতনশির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত – যে নেবে রে তাঁরে গোরে।’
আজ দারাজদস্তেতেজ হাতিয়ার বোঁও বোঁও করে ঘোরে!

৫

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে মস্‌জিদে?
মুয়াজ্জিনেরহোশ্ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে!
বেলালেরওআজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ি-ছেঁড়া এ কী জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে!
উস্‌মানের আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলিহাইদরঘায়েল আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে!
আজ ভোঁতা সে দুধারি ধার
ওই আলিরজুলফিকার !
আহা রসুল-দুলালি আদরিণী মেয়ে মাফাতেমাওই কাঁদে,
‘কোথা বাবাজান।’ বলি মাথা কুটে কুটে এলোকেশ নাহি বাঁধে!

৬

হাসান-হুসেন তড়পায় যেন জবে-করা কবুতর,
'নানাজান কই!' বলি খুঁজে ফেরে কভু বার কভু ঘর।
নিবে গেছে আজ দিনের দীপালি, খসেছে চন্দ্র-তারা,
আঁধিয়ারা হয়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ঝারা!
সাগর-সলিল ফোঁপায়ে উঠে সে আকাশ ডুবাতে চায়,
শুধু লোনা জল তার আঁশু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায়।
খোদ খোদা সে নির্বিকার,
আজ টুটেছে আসনও তাঁর!
আজ সখামহবুবেবুকে পেতে দুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,
তারে ছিনিবে কেমনে যার তরে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে
৭

বেহেশ্‌ত সবআরাস্তাআজ, সেথা মহা ধুম-ধাম,
গাহে হুরপরি যত, 'সাল্লালাহু আলায়হি সাল্‌লাম।'
কাতারে কাতারে করজোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়, –
ধরিতে না পেরে ধরা-মা-র চোখে দর দর ধারা বয়।
এসেছেআমিনাআবদুল্লাকি, এসেছেখদিজাসতী?
আজ জননীর মুখে হারামণি-পাওয়া-হাসা হাসে জগপতি!
'খোদা, একী তব অবিচার!'
বলে কাঁদে সুত ধরা-মা-র।
আজ অমরার আলো আরও ঝলমল, সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এল অমা-রাশি

* * * * *

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে একী ঘন রোল – 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম।'
সেবক
সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্যসাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়, –
বজ্র-হাতেজিন্দানেরওই ভিত্তিটাকে নাড়ায়?
নাজাত -পথেরআজাদমানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা?
ঝুটার পায়ে শির লুটাবে, এতই ভীরু সাঁচা? –

ফন্দি-কারায় কাঁদছিল হায় বন্দি যত ছেলে,
এমন দিনে ব্যথায় করুণ অরুণ আঁখি মেলে,

পাবক-শিখা হস্তে ধরি কে তুমি ভাই এলে?
‘সেবক আমি’ – হাঁকল তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে।

দিন-দুনিয়ায় আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা,
করছে অসুর হক-কে না-হক, হক-তায়ালায় হেলা!
রক্ষ-সেনার লক্ষ আঘাত বক্ষে বড়োই বেঁধে,
রক্ষা করো, রক্ষা করো, উঠতেছে দেশ কেঁদে।
নেই কি রে কেউ মুক্তি-সেবক শহিদ হবে মরে,
চরণ-তলে দলবে মরণ ভয়কে হরণ করে,
ওরে জয়কে বরণ করে –
নেই কি এমন সত্য-পুরুষ মাতৃ-সেবক ওরে?
কাঁপল সে স্বর মৃত্যু-কাতর আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে,
বাজ পড়েছে, বাজ পড়েছে ভারতমাতার নীড়ে!

দানব দলে শাস্তি আনে নাই কি এমন ছেলে?
একী দেখি গান গেয়ে ওই অরুণ আঁখি মেলে
পাবক-শিখা হস্তে ধরে কে বাছা মোর এলে?
‘মা গো আমি সেবক তোমার! জয় হোক মা-র।’
হাঁকল তরুণ কারার-দুয়ার ঠেলে!

বিশ্বগ্রাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো
ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও।
– কে আজ বীর এসো।
‘বন্দি থাকা হীন অপমান!’ হাঁকবে যে বীর তরুণ, –
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।
হঠাৎ দেখি আসছে বিশাল মশাল হাতে ও কে?
‘জয় সত্যম্’ মন্ত্র-শিখা জ্বলছে উজল চোখে।
রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে?
‘সেবক তোদের, ভাইরা আমার! – জয় হোক মা-র!’
হাঁকল তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে!
জাগৃহি
[তোটক ছন্দ]

‘হর
হর হর শংকর হর হর ব্যোম’ –
একী

সূচীপত্র

ঘন রণ-রোল ছায়া চরাচর ব্যোম!
হানে
ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক,
ঘন
প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব-হাঁক
ধু ধু
দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ-যাগ,
হানে
কাল-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ!
আজ
ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,
ওই
ভাঙল আগল ওরে ভাঙল আগল!
বোলে
অম্বুদ-ডম্বুর কম্বু বিষাণ,
নাচে
থই-তাতা থই-তাতা পাগলা ঈশান!
দোলে
হিন্দোলে ভীম-তালে সৃষ্টি ধাতার,
বুকে
বিশ্বপাতার বহে রক্ত-পাথার!
ঘোর
নির্ঘোষে 'মার মার' দৈত্য, অসুর,
প্রেত,
রক্ত-পিশাচ, রণ-দুর্মদ সুর।
করে
ক্রন্দসী-ক্রন্দন অম্বর রোধ –
ত্রাহি
ত্রাহি মহেশ হে সম্বরো ক্রোধ!
সুত
মৃত্যু-কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে
চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।
কাল-
বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি –
রণ-
উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি!
উর-
হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,
করে

খড়্গা ভয়াল, আঁখে বহ্নি-জ্বালা!
নিয়া
রক্তপানের কী অগস্ত্য-তৃষা
নাচে
ছিন্ন সে মস্তা মা, নাইকো দিশা!
‘দে রে
রক্ত দে রক্ত দে’ রণে ক্রন্দন,
বুঝি
থেমে যায় সৃষ্টির হৃৎ-স্পন্দন!
জ্বলে
বৈশ্বানরের ধু ধু লক্ষ শিখা,
আজ
বিষ্ণু-ভালে লাল রক্ত-টিকা!
শুধু
অগ্নি-শিখা ধু ধু অগ্নি-শিখা,
শোভে
করুণার ভালে লাল রক্ত-টিকা!
রণ-
শ্রান্ত অসুর-সুর-যোদ্ধৃ-সেনা,
শুধু
রক্ত-পাথার, শুধু রক্ত-ফেনা!
একী
বিশ্ব-বিধ্বংস নৃশংস খেলা,
কিছু
নাই কিছু নাই প্রেত-পিশাচে মেলা।
আজ
ঘরে ঘরে জ্বলে ধু ধু শ্মশান মশান –
হোক
রোষ অবসান, ত্রাহি ত্রাহি ভগবান!

আজি
বন্ধ সবার পূতি-গন্ধে নিশাস,
বিষে
বিশ্ব-নিসাড়, বহে জোর নাভিশ্বাস!
দেহো
ক্ষান্ত রণে, ফেলো রঙ্গিণী বেশ,
খোলো
রক্তাম্বর মাতা সম্বরো কেশ!
এ তো
নয় মাতা রক্তোন্মত্তা ভীমা!

আজ
জাগৃহি মা, আজ জাগৃহি মা।
তব
চরণাবলুণ্ঠিত মহিষ-অসুর,
হল
ধ্বংস অসুর, লীন শক্তি পশুর।
তবে
সম্বরো রণ, হোক ক্ষান্ত রোদন–
হোক
সত্য-বোধন আজ মুক্তি-বোধন!
এসো
শুদ্ধা মাতা এই কাল-শ্মশানে
আজ
প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে!
জাগো
জাগো মানব-মাতা দেবী নারী!
আনো
হৈম ঝারি, আনো শান্তি-বারি!
এসো
কৈলাস হতে মা গো মানস-সরে,
নীল
উৎপল-দলে রাঙা আঁচল-ভরে।
এসো
কন্যা উমা, এসো গৌরী রূপে,–
বাজো
শঙ্খ শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে!
আজ
মুক্ত-বেণি মেয়ে একাকী চলে,
ওই
শেফালি-তলে হেরো শেফালি-তলে।
ওড়ে
এলোমেলো অঞ্চল আশ্বিন-বায়,
হানে
চঞ্চল নীল চাওয়া আকাশের গায়!
ঘোষে
হিমালয় তার মহা হর্ষ-বাণী, –
এল
হৈমবতী, এল গৌরী রানি।
বাজো
মঙ্গল শাঁখ, হোক শুভ-আরতি,

এল
লক্ষ্মী-কমলা, এল বাণী-ভারতী।
এল
সুন্দর সৈনিক সুর কার্তিক,
এল
সিদ্ধি-দাতা, হেরো হাসে চারিদিক!
ভরা
ফুল-খুকি ফুল-হাসি শিউলির তল,
আজ
চোখে আসে জল, শুধু চোখে আসে জল!
নিয়া
মাতৃ-হিয়া নিয়া কল্যাণী-রূপ
এল
শক্তি স্বাহা, বাজো শাঁখ, জ্বালো ধূপ!
ভাঁজো
মোহিনী সানাই, বাজো আগমনি-সুর,
বড়ো
কেঁদে ওঠে আজ হিয়া মাতৃ-বিধুর।
ওঠে
কণ্ঠ ছাপি বাণী সত্য পরম –
বন্-
দে মাতরম্। বন্দে মাতরম্!
তূর্য-নিনাদ
[গান]

কোরাস :
(আজ) ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার,

আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকিব, – কে করে মুশকিল আসান তার?

মন্দির আজি বন্দির ঘানি,

নির্জিত ভীত সত্য, বদ্ধ রুদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী,

সন্ধি-মহলে ফন্দির ফাঁদ, গভীর আন্ধি-অন্ধকার!

হাঁকিছে নকিব – হে মহারুদ্র চূর্ণ করো এ ভণ্ডাগার॥

রক্তে-মদের বিষ পান করি

আর্ত মানব; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তাঁর নির্বাণ স্মরি!

ক্রন্দন-ঘন বিশ্বে স্বনিছে প্রলয়-ঘটার হুহুংকার, –

হাঁকিছে নকিব – অভয়-দেবতা, এ মহাপাথার করহ পার॥

কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল-রাশি

কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে দেবতা সে আসি?

উরিবে কখন ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড়?

হাঁকিছে নকিব – আনো ব্যথা-ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত-ধার॥

কণ্ঠ ক্লিষ্ট ক্রন্দন-ঘাতে,

অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুময় ঘন মনোবেদনাতে।

দশভুজে গলে শৃঙ্খল-ভার দশপ্রহরণধারিণী মার –

হাঁকিছে নকিব – 'আবিরাবির্ম এধি' হে নব যুগাবতার!

মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,

কে শোনাবে তাঁরে চেতন-মন্ত্র? কে গাহিবে জয় জীবনের জয়?

নয়নের নীরে কে ডুবাবে বলো বলদর্পীর অহংকার? –

হাঁকিছে নকিব – সে দিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ-দ্বার॥

বোধন

[গান]

১

দুঃখ কী ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
কেঁদো না, দমো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর তখতে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ওই তো সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে॥

২

হোয়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু, – বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য!
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমার পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! ওই যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
দুঃখ কী ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

৩

দুদিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, রবে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ!
পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে;
কণ্টক-ভয়ে ফিরবে বা তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে।
দুঃখ কী ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

৪

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারি ভাই, তুফানে আমরা পরোয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সংকুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধো বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।
দুঃখ কী ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কী ভয় বন্দি, নিঃস্ব যদিও, অমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত!
দুঃখ কী ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥

উদ্‌বোধন
[গান]

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও

ভীম বজ্র-বিষাণে
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

অগ্নি-তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব –
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তাড়িত-বহ্নি আগে
ভেরির রন্ধ্রে মেঘমন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি,
বিনাশো জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ দাও মুক্তি-গরব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে;
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুন দাও গৌরব –
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রেরো হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন আনো আঘাত প্রচণ্ড আহব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

নির্বীর্য এ তেজঃ-সূর্যে
দীপ্ত করো হে বহ্নি-বীর্যে,
শৌর্য ধৈর্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব!
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

অভয়-মন্ত্র

[গান]

বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়!

বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!

কোরাস :

বল, হউক গান্ধি বন্দি, মোদের সত্য বন্দি নয়।

বল,   মাভৈঃ মাভৈঃ পুরুষোত্তম জয়।

তুই   নির্ভর কর আপনার পর,

আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর!

ওরে
যে যায় যাক সে, তুই শুধু বল, ‘আমার হয়নি লয়’!

বল,   ‘আমি আছি’, আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জয়।

বল,   নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল,   মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

তুই   চেয়ে দেখ ভাই আপনার মাঝে,

সেথা জাগ্রত ভগবান রাজে,

নিজ
বিধাতারে মান, আকাশ গলিয়া ক্ষরিবে রে বরাভয়!

তোর
বিধাতার ধাতা বিধাতা, বিধাতা কারারুদ্ধ কি হয়?

বল,   নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল,   মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

আজ   বক্ষের তোর ক্ষীরোদ-সাগরে

অচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে

শুধু
লক্ষ্মীর ভোগ লক্ষ্য তাঁহার, নয় কিছুতেই নয়!

তোর
অচেতন চিতে জাগারে চেতনা নারায়ণ চিন্ময়।

বল,   নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল,   মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

ওই নির্যাতকের বন্দি-কারায়

সত্য কি কভু শক্তি হারায়?
ক্ষীণ
দুর্বলবলে খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে
অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয়!

বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

ওরে সত্য যে চির-স্বয়ম্ প্রকাশ,

রোধিবে কি তারে কারাগার-ফাঁস?
ওই
অত্যাচারীর সত্য পীড়ন? আছে তার আছে ক্ষয়!
সেই
সত্য মোদের ভাগ্য-বিধাতা, যাঁর হাতে শুধু রয়।

বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি

তাদের পাত্র দিয়া গেল ভরি!
ওই
বন্ধু মৃত্যু পারেনিকো তাঁরে পারেনি করিতে লয়!
তাই
আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে সে আজ শান্তিময়!

বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

ওরে রুদ্র তখনই ক্ষুদ্রেরে গ্রাসে

আগেই যবে সে মরে থাকে ত্রাসে,
ওরে
আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভয়!
ওই
শূদ্র-কারায় কভু কি ভয়াল ভৈরব বাঁধা রয়?

বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

ওই টুটে-ফেটে-পড়া লোহার শিকল,

ভগবানে বেঁধে করিবে বিকল?
ওই
কারা ওই বেড়ি কভু কি বিপুল বিধাতার ভার সয়?
ওরে
যে হয় বন্দি হতে দে, শক্তি আত্মার আছে জয়।

বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়। ...

ওরে আত্ম-অবিশ্বাসী, ভয়-ভীত!

কেন হেন ঘন অবসাদচিত?
বল
পর-বিশ্বাসে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয়?
তুই
আত্মাকে চিন, বল 'আমি আছি', 'সত্য আমার জয়'!

বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়,

বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়।

বল, হউক গান্ধি বন্দি, মোদের সত্য বন্দি নয়!

আত্মশক্তি

[গান]

এসো বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি বুদ্ধ বীর!
আনো উলঙ্গ সত্যকৃপাণ, বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির।

তূরীয়ানন্দে ঘোষো সে আজ
'আমি আছি'– বাণী বিশ্ব-মাঝ,
পুরুষ-রাজ!
সেই স্বরাজ!

জাগ্রত করো নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর;
আত্ম-ভীতু এ অচেতন-চিতে জাগো 'আমি-স্বামী নাঙ্গা-শির'...

এসো প্রবুদ্ধ, এসো মহান
শিশু-ভগবান জ্যোতিষ্মান।
আত্মজ্ঞান-
দৃপ্ত-প্রাণ!

জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে রাজিছে রুদ্র তেজ রবির !!
উদয়-তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন 'আমি-আছি'-র

করহ শক্তি-সুপ্ত-মন
রুদ্র বেদনে উদ্‌বোধন,
হীন রোদন –
খিন্ন-জন

দেখুক আত্মা-সবিতার তেজ বক্ষে বিপুলা ক্রন্দসীর!
বলো, নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি শুদ্ধ ধীর!

কে করে কাহারে নির্যাতন
আত্ম-চেতন স্থির যখন?
ঈর্ষা-রণ
ভীম-মাতন
পদাঘাত হানে পঞ্জরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর-পদানত আনত শির।

জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান।
কে ভগবান? –
আত্ম-জ্ঞান!

গাহে উদ্‌গাতা ঋত্বিক গান অগ্নি-মন্ত্র শক্তি-শ্রীর।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, মানি না আদেশ কারও বাণীর !

এসো বিদ্রোহী তরুণ তাপস আত্মশক্তিবুদ্ধ বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির॥
মরণ-বরণ
[গান]

এসো এসো এসো ওগো মরণ!
এই
মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় করো তো হরণ॥

না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে

বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,

তাতা থইথই তাতা থইথই তাদের বুকের পরে
ভীম
রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ॥

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশি,

মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি।

কাঁধে পিঠে কাঁদে যেথা শিকল জুতোর-ছাপ,

নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচা-ও মহাপাপ।
সে
দেশের বুকে শ্মশান-মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা
জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নামকরণ॥

হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে

এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে,

মেষগুলোকে শেষ করে দেশ-চিতার বুকে নাচো!

শব করে আজ শয়ন, হে শিব জানাও তুমি আছ।

মরায়-ভরা ধরায়, মরণ! তুমিই শুধু বাঁচো –
এই
শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ॥

জ্ঞান-বুড়ো ওই বলছে জীবন মায়া,

নাশ করো ওই ভীরুর কায়া ছায়া!

মুক্তিদাতা মরণ! এসো কালবোশেখির বেশে;

মরার আগেই মরল যারা, নাও তাদেরে এসে।

জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা-মরার দেশে,
তাই
শিকল-বিকল মাগছে তোমার মরণ-হরণ শরণ॥

বন্দি-বন্দনা
[গান]

আজি
রক্ত-নিশি-ভোরে

একী এ শুনি ওরে,

মুক্তি-কোলাহল বন্দি-শৃঙ্খলে,
ওই
কাহারা কারাবাসে

মুক্তি-হাসি হাসে,

টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে॥

ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,

বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন,

নয়নে ভাস্বর সত্য-জ্যোতি-শিখা,

স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,

সে ধ্বনি ওঠে রণি ত্রিংশ কোটি ওই

মানব-কল্লোলে॥

ওরা
দু-পায়ে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে,

সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝংকারে,

বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কারে,

বিজয়-সংগীত বন্দি গেয়ে চলে,

বন্দিশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে

উতল কলরোলে॥

আজি
কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন,

ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,

নিখিল গেহ যথা বন্দি-কারা, সেথা

কেন রে কারা-ত্রাসে মরিবে বীর-দলে।

‘জয় হে বন্ধন’ গাহিল তাই তারা

মুক্ত নভ-তলে॥

আজি
ধ্বনিছে দিগ্‌বধূ শঙ্খ দিকে দিকে,

আজি
গগনে কারা যেন চাহিয়া অনিমিখে,

ধু ধু ধু হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,

ললাটে জয়টিকা, প্রসূন-হার-গলে

চলে রে বীর চলে;

সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব-

রুদ্র-শিখা জ্বলে॥

কোরাস :

জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর! মুক্তিকামী জয়।

স্বাধীন-চিত জয়। জয় হে

জয় হে! জয় হে! জয় হে!

বন্দনা-গান

[গান]

কোরাস :

শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,

আমরা তাদেরই ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারই॥

তাদেরই উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,

তাদেরই সত্য-জয়-ঢাক আজি মোদেরই কণ্ঠে ঘন বাজে।

সম্মান নহে তাহাদের তরে ক্রন্দন-রোল দীর্ঘশ্বাস,

তাহাদেরই পথে চলিয়া মোরাও বরিব ভাই ওই বন্দি-বাস॥

শিকলে যাদের ...

মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই।

ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা, বরিব তাই।

জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরই এই বক্ষ-মাঝ,

আল্লার গলে কে দেবে শিকল, দেখে নেব মোরা তাহাই আজ॥

শিকলে যাদের ...

কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সংঘ হে,

ওই শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে।

মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ

হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরই বিজয়-গান

শিকলে যাদের ...

মুক্তি-সেবকের গান
[গান]

ও ভাই
মুক্তিসেবক দল!
তোদের
কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ান ছল-ছল?
ওই
কারা-ঘর তো নয় হারা-ঘর,

হোথাই মেলে মা-র-দেওয়া বর রে!
ওরে
হোথাই মেলে বন্দিনী মা-র বুক-জড়ানো কোল!
তবে
কীসের রোদনরোল?
তোরা
মোছ রে আঁখির জল।
ও ভাই
মুক্তিসেবক দল!।

আজ
কারায় যারা, তাদের তরে।

গৌরবে বুক উঠুক ভরে রে!
মোরা
ওদের মতোই বেদনা ব্যথা মৃত্যু আঘাত হেসে

বরণ যেন করতে পারি মাকে ভালোবেসে।
ওরে

স্বাধীনকে কে বাঁধতে পারে বল?
ও ভাই
মুক্তিসেবক দল!

ও ভাই
প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর

মরবে নিজেই মিথ্যা, ভীরু চোর।
মোরা
কাঁদব না আজ যতই ব্যথায় পিষুক কলজে-তল।

মুক্তকে কি রুখতে পারে অসুর পশুর দল?
মোরা
কাঁদব যেদিন আসবে তারা আবার ফিরে রে,

কাঙালিনি মায়ের আমার এই আঙিনা-তল।
ও ভাই
মুক্তিসেবক দল॥

শিকল-পরার গান
এই
শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই
শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

তোদের
বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দি হতে নয়,
ওরে
ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই
বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়,
এই
শিকলবাঁধা পা নয় এ শিকলভাঙা কল॥
তোমার
বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস,
আর
ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস।
সেই
ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার

আনব মাভৈঃ-বিজয়মন্ত্র বলহীনের বল॥

তোমরা
ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়;
সেই
ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
মোরা
আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা
ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥

ওরে
ক্রন্দন নয়, বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
এ যে
মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই
লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের
অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

মুক্ত-বন্দি
[গান]

বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডিমুক্ত বন্দিবীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়দানবের ছয় বছরের জয়প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দিবীর
জয় জয়স্তু বন্দিবীর!!
অগ্রে তোমার নিনাদে শঙ্খ, পশ্চাতে কাঁদে ছয়-বছর,
অম্বরে শোনো ডম্বরু বাজে–'অগ্রসর হও, অগ্রসর!'
কারাগার ভেদি নিশ্বাস ওঠে বন্দিনী কোন্ ক্রন্দসীর,
ডান-আঁখে আজ ঝলকে অগ্নি, বাম-আঁখে ঝরে অশ্রু-নীর।
বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডি-মুক্ত বন্দি-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দিবীর
জয় জয়স্তু বন্দিবীর!!

পথতরুছায় ডাকে 'আয় আয়' তব জননীর আর্ত স্বর,
এ আগুন-ঘরে কাঁপিল সহসা 'সপ্তদশ সে বৈশ্বানর'।
আগমনি তব রণদুন্দুভি বাজিছে বিজয়-ভৈরবীর,
জয় অবিনাশী উল্কা-পথিক চিরসৈনিক উচ্চশির।

বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডিমুক্ত বন্দিবীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দিবীর
জয় জয়স্তু বন্দিবীর!!

রুদ্ধ-প্রতাপ হে যুদ্ধবীর, আজি প্রবুদ্ধ নব বলে।
ভুলো না বন্ধু, দলেছ দানব যুগে যুগে তব পদতলে!
এ নহে বিদায়, পুন হবে দেখা অমর-সমর-সিন্ধুতীর,
এসো বীর এসো, ললাটে এঁকে দি অশ্রুতপ্ত লাল রুধির।
বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডিমুক্ত বন্দি-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়প্রাচীর।
বন্দি তোমায় বন্দিবীর
জয় জয়স্তু বন্দিবীর!!
যুগান্তরের গান
[গান]

বলো ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ওই এল ওই
এল ওই রক্ত-যুগান্তর রে।
বলো জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব-বরাভয়
শোনো অভয় ওই রথ-ঘর্ঘর রে॥
রে বধির! শোন পেতে কান
ওঠে ওই কোন্ মহা-গান
হাঁকছে বিষাণ ডাকছে ভগবান রে।
জগতে জাগল সাড়া
জেগে ওঠ উঠে দাঁড়া
ভাঙ পাহারা মায়ার কারা-ঘর রে।
যা আছে যাক না চুলায়
নেমে পড় পথের ধুলায়
নিশান দুলায় ওই প্রলয়ের ঝড় রে।
সে ঝড়ের ঝাপটা লেগে
ভীম আবেগে উঠনু জেগে
পাষাণ ভেঙে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে।
ভুলেছি পর ও আপন
ছিঁড়েছি ঘরের বাঁধন
স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।
যারা ভাই বদ্ধ কুয়ায়
খেয়ে মার জীবন গোঁয়ায়
তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে।

ঝড়ের ঝাঁটার ঝাণ্ডার নেড়ে
মাভৈঃ-বাণীর ডঙ্কা মেরে
শঙ্কা ছেড়ে হাঁক প্রলয়ংকর রে।
তোদের ওই চরণ-চাপে
যেন ভাই মরণ কাঁপে,
মিথ্যা পাপের কণ্ঠ চেপে ধর রে।
শোনা তোর বুক-ভরা গান,
জাগা ফের দেশ-জোড়া প্রাণ,
  যে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে॥
মোরা ভাই বাউল চারণ,
মানি না শাসন বারণ
  জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ওই ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
  অ-বিনাশী নাইকো মোদের ডর রে!
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা-প্রাণ উটকে দেখাই
  ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ংকর রে॥

খুঁড়ব কবর তুড়ব শ্মশান
মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ
  আনব বিধান নিদান কালের বর রে।
শুধু এই ভরসা রাখিস
মরিসনি ভিরমি গেছিস
  ওই শুনেছিস ভারত-বিধির স্বর রে।
ধর হাত ওঠ রে আবার
দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
  ওই হাসে মা-র মূর্তি মনোহর রে॥
চরকার গান

  ঘোর –

  ঘোর রে ঘোর ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর
ওই
  স্বরাজ-রথের আগমনি শুনি চাকার শব্দে তোর॥

১

তোর ঘোরার শব্দে ভাই

সদাই শুনতে যেন পাই
ওই
খুলল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘুরে
আসল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাটল দুখের রাত্রি ঘোর॥

২

ঘর ঘর তুই ঘোর রে জোরে

ঘর্ঘরঘর ঘূর্ণিতে তোর

ঘুচুক ঘুমের ঘোর

তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
তোর
ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুটুক জোর॥

৩

তুই ভারত-বিধির দান,

এই কাঙাল দেশের প্রাণ,
আবার
ঘরের লক্ষ্মী আসবে ঘরে শুনে তোর ওই গান।
আর
লুটতে নারবে সিন্ধু-ডাকাত বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোড়॥

৪

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর,

তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে

রচলি চক্রে তোর,

তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
আবার
তোর মহিমায় বুঝল দু-ভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়॥

৫

ভারত বস্ত্রহীন যখন

কেঁদে ডাকল – নারায়ণ!
তুমি
লজ্জা-হারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ,
তাই
দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হরতে পারল না দুঃশাসন-চোর॥

৬

এই সুদর্শন-চক্রে তোর

অত্যাচারীর টুটল জোর রে ছুটল সব গুমোর

তুই ঘোর ঘোর ঘোর।
তুই
জোর জুলুমের দশম গ্রহ, বিষ্ণু-চক্র ভীম কঠোর॥

৭

হয়ে অন্নবস্ত্রহীন

আর ধর্মে কর্মে ক্ষীণ
দেশ
ডুবছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন
আনলে অন্ন পুণ্য-সুধা, খুললে স্বর্গ মুক্তি-দোর॥

৮

শাসতে জুলুম নাশতে জোর

খদ্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্যডোর,

তুই ঘোর ঘোর ঘোর।

মোরা

ঘুমিয়ে ছিলাম, জেগে দেখি চলছে চরকা, রাত্রি ভোর॥

৯

তুই সাত রাজারই ধন,

দেশ- মা-র পরশ-রতন,

তোর

স্পর্শে মেলে স্বর্গ অর্থ কাম মোক্ষ ধন।

তুই

মায়ের আশিস, মাথার মানিক, চোখ ছেপে বয় অশ্রু-লোর॥

জাতের বজ্জাতি

[গান]

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া

ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া॥

হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,

তাই তো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশো-খান!

এখন দেখিস ভারত-জোড়া

পচে আছিস বাসি মড়া,

মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥

জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল,

তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।

যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত,

আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো,

যাক না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া॥

দিন-কানা সব দেখতে পাসনে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে

কেমন করে পিষছে তোদের পিশাচ জাতের জাঁতাকলে।

(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,

সূর্য ত্যজি নিলি বাতি,

তোদের
জাত-ভগীরথ এনেছে জল জাত-বিজাতের জুতো-ধোয়া॥

মনু ঋষি অণুসমান বিপুল বিশ্বে যে বিধির,

বুঝলি না সেই বিধির বিধি, মনুর পায়েই নোয়াস শির।

ওরে মূর্খ ওরে জড়,

শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়ো,

(তোরা)
চিনলিনে তা চিনির বলদ, সার হল তাই শাস্ত্র বওয়া॥

সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এই বিশ্ব মায়ের বিশ্ব-ঘর,

মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম-পর।

(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা করে

স্রষ্টায় পূজিস জীবন ভরে

ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে বাছুর মেরে গাভি দোওয়া॥

বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন সে জাত?

কোন ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ?

নারায়ণের জাত যদি নাই,

তোদের কেন জাতের বালাই?
(তোরা)
ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া॥

ভগবানের ফৌজদারি-কোর্ট নাই সেখানে জাতবিচার,
(তোর)
পইতে টিকি টুপি টোপর সব সেথা ভাই একাক্কার।

জাত সে শিকেয় তোলা রবে,

কর্ম নিয়ে বিচার হবে,
(তা-পর)
বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিংবা স্বর্গে থোয়া॥
(এই)
আচার-বিচার বড়ো করে প্রাণ দেবতায় ক্ষুদ্র ভাবা,
(বাবা)
এই পাপেই আজ উঠতে বসতে সিঙ্গি-মামার খাচ্ছ থাবা।

তাই নাইকো অন্ন নাইকো বস্ত্র,

নাইকো সম্মান, নাইকো অস্ত্র,
(এই)
জাত-জুয়াড়ির ভাগ্যে আছে আরও অশেষ দুঃখ-সওয়া॥
সত্য-মন্ত্র
[গান]

পুথির বিধান যাক পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!
(এই)
খোদার উপর খোদকারি তোর
মানবে না আর সর্বলোক!
মানবে না আর সর্বলোক!!

(তোর)
ঘরের প্রদীপ নিবেই যদি,

নিবুক না রে, কীসের ভয়?
আঁধারকে তোর কীসের ভয়?
(ওই)
ভুবন জুড়ে জ্বলছে আলো,
ভবনটাই সে সত্য নয়।
ঘরটাই তোর সত্য নয়।
(ওই)
বাইরে জ্বলছে চন্দ্র সূর্য
নিত্যকালের তাঁর আলোক।
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

লোক-সমাজের শাসক রাজা,

(আর) রাজার শাসক মালিক যেই,
বিরাট যাঁহার সৃষ্টি এই,

তাঁর শাসনকে অগ্রে মান
তার বড়ো আর শাস্ত্র নেই,
তার বড়ো আর সত্য নেই!

সেই খোদা খোদ সহায় তোর,
ভয় কী? নিখিল মন্দ ক'ক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

বিধির বিধি মানতে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল
বিশ্ব যদি কয় পাগল,

আছেন সত্য মাথার পর, –
বেপরোয়া তুই সত্য বল।
বুক ঠুকে তুই সত্য বল!
(তখন)
তোর পথেরই মশাল হয়ে
জ্বলবে বিধির রুদ্র-চোখ!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

মনুর শাস্ত্র রাজার অস্ত্র
        আজ আছে কাল নাইকো আশ,
        কাল তারে কাল করবে গ্রাস।

হাতের খেলা সৃষ্টি যাঁর
        তাঁর শুধু ভাই নাই বিনাশ,
        স্রষ্টার সেই নাই বিনাশ!

সেই বিধাতায় মাথায় করে
        বিপুল গর্বে বক্ষ ঠোক!
        বিধির বিধান সত্য হোক!
        বিধির বিধান সত্য হোক!

সত্যতে নাই ধানাই পানাই
        সত্য যাহা সহজ তাই,
        সত্য যাহা সহজ তাই;

আপনি তাতে বিশ্বাস আসে,
        আপনি তাতে শক্তি পায়
        সত্যের জোর-জুলুম নাই

সেই সে মহান সত্যকে মান –
        রইবে না আর দুঃখ-শোক।
        বিধির বিধান সত্য হোক!
        বিধির বিধান সত্য হোক!!

নানান মুনির নানান মত যে,
        মানবি বল সে কার শাসন?
        কয় জনার বা রাখবি মন?

এক সমাজকে মানলে করবে
        আরেক সমাজ নির্বাসন,
        চারিদিকে শৃঙ্খল বাঁধন!

সকল পথের লক্ষ্য যিনি
        চোখ পুরে নে তাঁর আলোক!
        বিধির বিধান সত্য হোক!

বিধির বিধান সত্য হোক!!
সত্য যদি হয় ধ্রুব তোর,
কর্মে যদি না রয় ছল,
ধর্ম-দুগ্ধে না রয় জল,

সত্যের জয় হবেই হবে,
আজ নয় কাল মিলবে ফল,
আজ নয় কাল মিলবে ফল।
(আর)
প্রাণের ভিতর পাপ যদি রয়
চুষবে রক্ত মিথ্যা-জোঁক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান,
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।

বিশ্বপিতার সিংহ-আসন
প্রাণবেদিতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাইতো প্রাণ।

জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই
জগন্নাথের সাম্য-লোক
জগন্নাথের তীর্থ-লোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

চিনেছিলেন খ্রিস্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহম্মদ ও রাম –
মানুষ কী আর কী তার দাম।
(তাই)
মানুষ যাদের করত ঘৃণা,
তাদের বুকে দিলেন স্থান
গান্ধি আবার গান সে গান।
(তোরা)
মানব-শত্রু তোদেরই হায়
ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ।

বিধির বিধান সত্য হোক!
বিধির বিধান সত্য হোক!!

বিজয়-গান
[গান]

ওই
অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা
উড়্ল আকাশ-পথে।

মা গো, তোমার রথ-আনা ওই
রক্ত-সেনার রথে॥

ললাট-ভরা জয়ের টিকা,

অঙ্গে নাচে অগ্নিশিখা,

রক্তে জ্বলে বহ্নিলিখা – মা!
ওই বাজে তোর বিজয়-ভেরি,
নাই দেরি আর নাই মা দেরি,
মুক্ত তোমার হতে॥
আনো তোমার বরণডালা, আনো তোমার শঙ্খ, নারী!
ওই দ্বারে মা-র মুক্তি সেনা, বিজয়-বাজা উঠছে তারই।

ওরে ভীরু! ওরে মরা!

মরার ভয়ে যাসনি তোরা;

তোদেরও আজ ডাকছি মোরা ভাই!
ওই খোলে রে মুক্তি-তোরণ,
আজ একাকার জীবন-মরণ
মুক্ত এ ভারতে॥

পাগল পথিক
[গান]

এ কোন্
পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মা-র আঙিনায়।

ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়॥
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন

কে এল রে করতে ছেদন?

শিকল-দেবীর বেদির বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়॥

মরা মায়ের লাশ কাঁধে ওই অভিমানী ভায়ে ভায়ে

বুক-ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আনল মরণ-পারের মায়ে।
পণ করেছে এবার সবাই,
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই!

মুক্তি সে তো নিজের প্রাণে, নাই ভিখারির প্রার্থনায়॥

শাশ্বত যে সত্য তারই ভুবন ভরে বাজল ভেরি,

অসত্য আজ নিজের বিষেই মরল ও তার নাইকো দেরি।
হিংসুকে নয়, মানুষ হয়ে
আয় রে, সময় যায় যে বয়ে!

মরার মতন মরতে, ওরে মরণভীতু! ক-জন পায়!

ইসরাফিলের শিঙা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,

প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।
পথের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দলে আয় পায় দলে আয়!
রোদন কীসের ? – আজ যে বোধন!
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয়॥

ভূত-ভাগানোর গান
[বাউল গান]

১
ওই
তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে
আজ
নাচ বুড়ি নাচায় বাবা উঠতে বসতে শুতে!
ও ভূত
যেই দেখেছে মন্দির তোর

নাই দেবতা নাচছে ইতর,
আর

মন্ত্র শুধু দন্ত-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে,
তোর
ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি-চক্রে জুতে॥

২
ও ভূত
যেই জেনেছে তোদের ওঝা

আজ নকলের বইছে বোঝা,
ওরে
অমনি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে,
আজ
ভূত-ভাগানোর মজা দেখায় বোম-ভোলা বম্বুতে!

৩
ও ভূত
সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো

দেখে শুনে হল ঝুনো,
তাই
তুলো-ধুনো করছে ততই যতই মরিস কুঁথে,
ও ভূত
নাচছে রে তোর নাকের ডগায় পারিসনে তুই ছুঁতে!

৪

আগে বোঝেনিকো তোদের ওঝা

তোরা গোঁজামিলের মন্ত্র-ভজা।

(শিখলি শুধু চক্ষু-বোঁজা)

শিখলি শুধু কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে থুতে,
তাই
আপনাকে তুই হেলা করে ডাকিস স্বর্গদূতে॥

৫
ওরে
জীবন-হারা, ভূতে-খাওয়া!

ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া

সে কি সোজা? – ভূত কি ভাগে ফুসমন্তর ফুঁতে?
তোরা
ফাঁকির ‘কিন্তু’ এড়িয়ে – পড়বি কূলহারা ‘কিন্তু’তে!

৬
ওরে
ভূত তো ভূত – ওই মারের চোটে

ভূতের বাবাও উধাও ছোটে!

ভূতের বাপ ওই ভয়টাকে মার, ভূত যাবে তোর ছুটে।
তখন
ভূতে-পাওয়া এই দেশই ফের ভরবে দেবতা দূতে॥
বিদ্রোহীর বাণী
১

দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল্!
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক আর গুড় গুড়, ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্য বল॥
পেটে এক আর মুখে আর এক – এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম-দামি।
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হলি আপন ফাঁকির আপশোশে,
বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোশে।
তাই হলি সব সেরেফ আজ
কাপুরুষ আর ফেরেব-বাজ,
সত্য কথা বলতে ডরাস, তোরা আবার করবি কাজ!
ফোঁপরা ঢেঁকির নেইকো লাজ!
ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস সব রামছাগল!
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল!
এবার তোরা সত্য বল॥

২

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্চে দরাজ তাই!
‘ভারত হবে ভারতবাসীর’ – এই কথাটাও বলতে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস নেতা – তাদের কথায় চলতে হয়!

বল রে তোরা বল নবীন –
চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ!
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন,
চায় না এরা – হই স্বাধীন!
কর্তা হবার শখ সবারই, স্বরাজ-ফরাজ ছল কেবল!
ফাঁকা প্রেমের ফুসমন্তর, মুখ সরল আর মন গরল!
এবার তোরা সত্য বল॥

৩

মহান-চেতা নেতার দলে তোল রে তরুণ তোদের নায়,
ওঁরা মোদের দেবতা, সবাই করব প্রণাম ওঁদের পায়।
জানিস তো ভাই শেষ বয়সে স্বতই সবার মরতে ভয়,
ঝড়-তুফানে তাঁদের দিয়ে নয় তরি পার করতে নয়।

জোয়ানরা হাল ধরবে তার
করবে তরি তুফান পার!
জয় মা বলে মাল্লা তরুণ ওই তুফানে লাখ হাজার
প্রাণ দিয়ে ত্রাণ করবে মার!
সেদিন করিস এই নেতাদের ধ্বংস-শেষের সৃষ্টি কল।
ভয়-ভীরুতা থাকতে দেশের প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল!
এবার তোরা সত্য বল॥
৪

ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব!
‘ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়ো, পড়বে এসো বেদান্ত!’
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত!
থাকতে বাঘের দন্ত-নখ
বিফল ভাই ওই প্রেম-সেবক!
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্মগুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল।
সেও ভি আচ্ছা, মরব পিয়ে মৃত্যু-শোণিত-অ্যালকোহল!
এবার তোরা সত্য বল॥

৫

প্রেমিক ঠাকুর মন্দিরে যান, গাড়ুন সেথায় আস্তানা!
শবে শিবায় শিব কেশবের – তৌবা – তাঁদের রাস্তা না!

মৃতের সামিল এখন ওঁরা, পূজা ওঁদের জোরসে হোক,
ধর্মগুরু গোর-সমাধি পূজে যেমন নিত্য লোক!

তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম!
মুক্তি-সেনা চায় হুকুম!
চাই না ‘নেতা’, চাই ‘জেনারেল’, প্রাণ-মাতনের ছুটুক ধূম!
মানব-মেধের যজ্ঞধূম।
প্রাণ-আঙুরের নিঙরানো রস – সেই আমাদের শান্তি-জল।
সোনা-মানিক ভাইরা আমার ! আয় যাবি কে তরতে চল।
এবার তোরা সত্য বল॥

৬

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ!
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ রহো!
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি – মরব শেষ!
নরম গরম পচে গেছে, আমরা নবীন চরম দল!
ডুবেছি না ডুবতে আছি, স্বর্গ কিংবা পাতাল-তল!
অভিশাপ
আমি
বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান!
মম
চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান।

আদি ও অন্তহীন

আজ   মনে পড়ে সেই দিন –

প্রথম যেদিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি,
আর
চিৎকার করি কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎ-স্বামী।
ভয়ে
কালো হয়ে গেল আলো-মুখ তার।

ফরিয়াদ করি গুমরি উঠিল মহা-হাহাকার –

ছিন্ন-কণ্ঠে আর্ত কণ্ঠে তোমাদের ওই ভীরু বিধাতার –

আর্তনাদের মহা-হাহাকার –
যে,
‘বাঁচাও আমারে বাঁচাও হে মোর মহান, বিপুল আমি!

হে মোর সৃষ্টি! অভিশাপ মোর!

আজি হতে প্রভু তুমি হও মম স্বামী!’ –
শুনি
খলখলখল অট্ট হাসিনু, আজিও সে হাসি বাজে
ওই
অগ্ন্যুদ্‌গার-উল্লাসে আর নিদাঘ-দগ্ধ

বিনা-মেঘের ওই শুষ্ক বজ্র-মাঝে!

স্রষ্টার বুকে আমি সেই দিন প্রথম জাগানু ভীতি, –

সেই দিন হতে বাজিছে নিখিলে ব্যথা-ক্রন্দন গীতি!

জাপটি ধরিয়া বিধাতারে আজও পিষে মারি পলে পলে,
এই
কালসাপ আমি, লোকে ভুল করে মোরে অভিশাপ বলে।
মুক্ত-পিঞ্জর
ভেদি দৈত্য-কারা
উদিলাম পুন আমি কারা-ত্রাস চির-মুক্ত বাধাবন্ধ-হারা
উদ্দামের জ্যোতি-মুখরিত মহা-গগন-অঙ্গনে –
হেরিনু, অনন্তলোক দাঁড়াল প্রণতি করি মুক্ত-বন্ধ আমার চরণে।
থেমে গেল ক্ষণেকের তরে বিশ্ব-প্রণব-ওংকার,
শুনিল কোথায় বাজে ছিন্ন শৃঙ্খলে কার আহত ঝংকার!

কালের করাতে কার ক্ষয় হল অক্ষয় শিকল,
শুনি আজি তারই আর্ত জয়ধ্বনি ঘোষিল গগন পবন জল স্থল।
কোথা কার আঁখি হতে সরিল পাষাণ-যবনিকা,
তারই আঁখি-দীপ্তি-শিখা রক্ত-রবি-রূপে হেরি ভরিল উদয়-ললাটিকা।

পড়িল গগন-ঢাকে কাঠি,
জ্যোতির্লোক হতে ঝরা করুণা-ধারায় – ডুবে গেল ধরা-মা-র স্নেহ-শুষ্ক মাটি,
পাষাণ-পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল –

বাহিরিল কোন্ বার্তা নিয়া পুন মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল!
দৈত্যাগার দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ রোষে হাঁকিল প্রহরী!

কাঁদিল পাষাণে পড়ি
সদ্য-ছিন্ন চরণ-শৃঙ্খল!

মুক্তি মার খেয়ে কাঁদে পাষাণ-প্রাসাদ-দ্বারে আহত অর্গল!
শুনিলাম – মম পিছে পিছে যেন তরঙ্গিছে
নিখিল বন্দির ব্যথা-শ্বাস –
মুক্তি-মাগা ক্রন্দন-আভাস।

ছুটে এসে লুটায়ে লুটায়ে যেন পড়ে মম পায়ে;
বলে – 'ওগো ঘরে-ফেরা মুক্তি-দূত!
একটুকু ঠাঁই কিগো হবে না ও ঘরে-নেওয়া নায়ে?'
নয়ন নিঙাড়ি এল জল,
মুখে বলিলাম তবু – 'বন্ধু! আর দেরি নাই, যাবে রসাতল
পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা ওই দৈত্যাগার,
আসে কাল রক্ত-অশ্বে চড়ি, হেরো দুরন্ত দুর্বার!' –
বাহিরিনু মুক্ত-পিঞ্জর বুনো পাখি
ক্লান্ত কণ্ঠে জয় চির-মুক্তি ধ্বনি হাঁকি –
উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,
অবসাদ-ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে।
মা আমার! মা আমার! এ কী হল হায়!
কে আমারে টানে মা গো উচ্চ হতে ধরার ধূলায়?
মরেছে মা বন্ধহারা বহ্নিগর্ভ তোমার চঞ্চল,
চরণ-শিকল কেটে পরেছে সে নয়ন-শিকল।
মা! তোমার হরিণ-শিশুরে
বিষাক্ত সাপিনি কোন টানিছে নয়ন-টানে কোথা কোন্ দূরে!
আজ তব নীলকণ্ঠ পাখি গীতহারা
হাসি তার ব্যথা-ম্লান, গতি তার ছন্দহীন, বদ্ধ তার ঝরনাপ্রাণধারা!
বুঝি নাই রক্ষীঘেরা রাক্ষস-দেউলে
এল কবে মরু-মায়াবিনী
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্ম্যমূলে!
চরণ-শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল –
কোন্ চপলার কেশ-জাল
কখন জড়াতেছিল গতিমত্ত আমার চরণে,
লৌহবেড়ি যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কণবন্ধনে!
আজ যবে পলে পলে দিন-গণা পথ-চাওয়া পথ
বলে – 'বন্ধু, এই মোর বুক পাতা, আনো তব রক্ত-পথ-রথ –'
শুনে শুধু চোখে আসে জল,
কেমনে বলিব, 'বন্ধু! আজও মোর ছিঁড়েনি শিকল!
হারায়ে এসেছি সখা শত্রুর শিবিরে
প্রাণ-স্পর্শমণি মোর,

রিক্ত-কর আসিয়াছি ফিরে!’...
যখন আছিনু বদ্ধ রুদ্ধ দুয়ার কারাবাসে
কত না আহ্বান-বাণী শুনিতাম লতা-পুষ্প-ঘাসে!
জ্যোতির্লোক মহাসভা গগন-অঙ্গন
জানাত কিরণ-সুরে নিত্য নব নব নিমন্ত্রণ!
নাম-নাহি-জানা কত পাখি
বাহিরের আনন্দ-সভায় – সুরে সুরে যেত মোরে ডাকি।
শুনি তাহা চোখ ফেটে উছলাত জল –
ভাবিতাম, কবে মোর টুটিবে শৃঙ্খল,
কবে আমি ওই পাখি-সনে
গাব গান, শুনিব ফুলের ভাষা
অলি হয়ে চাঁপা-ফুলবনে।
পথে যেত অচেনা পথিক,
রুদ্ধ গবাক্ষ হতে রহিতাম মেলি আমি তৃষ্ণাতুর আঁখি নির্নিমিখ!
তাহাদের ওই পথ-চলা
আমার পরানে যেন ঢালিত কী অভিনব সুর-সুধাগলা!
পথ-চলা পথিকের পায়ে পায়ে লুটাত এ মন,
মনে হত, চিৎকারিয়া কেঁদে কই –
‘হে পথিক, মোরে দাও ওই তব বাধামুক্ত অলস চরণ!
দাও তব পথচলা পা-র মুক্তি-ছোঁয়া,
গলে যাক এ পাষাণ, টুটে যাক ও-পরশে এ কঠিন লোহা!’
সন্ধ্যাবেলা দূরে বাতায়নে,
জ্বলিত অচেনা দীপখানি,
ছায়া তার পড়িত এ বন্ধন-কাতর দু-নয়নে!

ডাকিতাম, ‘কে তুমি অচেনা বধূ কার গৃহ-আলো?
কারে ডাক দীপ-ইশারায়?
কার আশে নিতি নিতি এত দীপ জ্বাল?
ওগো, তব ওই দীপ সনে
ভেসে আসে দুটি আঁখি-দীপ কার এ রুদ্ধ প্রাঙ্গণে!’ –
এমনই সে কত মধু-কথা
ভরিত আমার বদ্ধ বিজন ঘরের নীরবতা।

ওগো, বাহিরিয়া আমি হায় এ কী হেরি –
ভাঙা-কারা বাহু মেলি আছে মোর সারা বিশ্ব ঘেরি!
পরাধীনা অনাথিনি জননী আমার –
খুলিল না দ্বার তাঁর,
বুকে তাঁর তেমনই পাষাণ,
পথতরুছায় কেহ ‘আয় আয় জাদু’ বলি জুড়াল না প্রাণ!

ভেবেছিনু ভাঙিলাম রাক্ষস-দেউল
আজ দেখি সে দেউল জুড়ে আছে সারা মর্মমূল!
ওগো, আমি চির-বন্দি আজ,
মুক্তি নাই, মুক্তি নাই,
মম মুক্তি নতশির আজ নতলাজ!
আজ আমি অশ্রুহারা পাষাণ-প্রাণের কূলে কাঁদি –
কখন জাগাবে এসে সাথি মোর ঘূর্ণি-হাওয়া রক্ত-অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল আঁধি!
বন্ধু! আজ সকলের কাছে ক্ষমা চাই –
শত্রুপুরীমুক্ত আমি আপন পাষাণপুরে আজি বন্দি ভাই!
ঝড়
[পশ্চিম তরঙ্গ]

ঝড় – ঝড় – ঝড় আমি – আমি ঝড় –
শন – শন – শনশন শন –ক্কড়ক্কড় ক্কড় –
কাঁদে মোর আগমনি আকাশ বাতাস বনানীতে।
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি-শিরে,
যাত্রা মোর জন্মি আচম্বিতে
প্রাচী-র অলক্ষ্য পথ-পানে
মায়াবী দৈত্যশিশু আমি
ছুটে চলি অনির্দেশ অনর্থ-সন্ধানে!
জন্মিয়াই হেরিনু, মোরে ঘিরি ক্ষতির অক্ষৌহিণী সেনা
প্রণমি বন্দিল – ‘প্রভু! তব সাথে আমাদের যুগে যুগে চেনা,
মোরা তব আজ্ঞাবহ দাস –
প্রলয় তুফান বন্যা, মড়ক দুর্ভিক্ষ মহামারি সর্বনাশ!’

বাজিল আকাশ-ঘণ্টা, বসুধা-কাঁসর;
মার্তণ্ডের ধূপদানি – মেঘ-বাষ্প-ধূমে-ধূমে ভরাল অম্বর!
উল্কার হাউই ছোটে, গ্রহ উপগ্রহ হতে ঘোষিল মঙ্গল;
মহাসিন্ধু-শঙ্খে বাজে অভিশাপ-আগমনি কলকল কল কলকল কল কলকল কল!
‘জয় হে ভয়ংকর, জয় প্রলংকর’ নির্ঘোষি ভয়াল
বন্দিল ত্রিকাল-ঋষি।
ধ্যান-ভগ্ন রক্ত-আঁখি আশিস দানিল মহাকাল।
উল্লম্ফিয়া উঠিলাম আকাশের পানে তুলি বাহু,
আমি নব রাহু!
হেরিলাম সেবারতা মহীয়সী মহালক্ষ্মী প্রকৃতির রূপ,
সহসা সে ভুলিয়াছে সেবা, আগমন-ভয়ে মোর
প্রস্তর-শিখার সম নিশ্চল নিশ্চুপ!
অনুমানি যেন কোনো সর্বনাশা অমঙ্গল ভয়
জাগি আছে শিশুর শিয়র-পাশে ধ্যানমগ্না মাতা, শ্বাস নাহি বয়।
মনে হল ওই বুঝি হারা-মাতা মোর! মৌনা ওই জননীর

শুভ্র শান্ত কোলে
– প্রহ্লাদকুলের আমি কাল-দৈত্য-শিশু –
ঝাঁপাইয়া পড়িলাম ‘মা আমার’ বলে।
নাহি জানি কোন্ ফণিমনসার হলাহল-লোকে –
কোন্ বিষ-দীপ-জ্বালা সবুজ আলোকে –
নাগমাতা কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্রফণা নাগ
ভীষণ তক্ষকশিশু! কোথা হয় নাগনাশী জন্মেজয়-যাগ –
উচ্চারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন্ গুণী –
জন্মান্তর-পার হতে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু-ডাক শুনি!
মন্ত্র-তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ,
আমার তুরীয় গতি – সে যে ওই অনাদি উদয় হতে
হিংসাসর্প-যজ্ঞমন্ত্র-টান!
ছুটে চলি অনন্ত তক্ষক ঝড় –
শন – শন – শনশন শন
সহসা কে তুমি এলে হে মর্ত্য-ইন্দ্রাণী মাতা,
তব ওই ধূলি-আস্তরণ
বিছায়ে আমার তরে জাতকের জন্মান্তর হতে?
লুকানু ও-অঞ্চল-আড়ালে, দাঁড়ালে আড়াল হয়ে মোর মৃত্যু-পথে!
ব্যর্থ হল অঞ্চল-আড়াল; বহ্নি-আকর্ষণ
মন্ত্র-তেজে ব্যাকুল ভীষণ
রক্তে রক্তে বাজে মোর – শনশন শন –
শন – শন – ওই শুন দূর –
দূরান্তর হতে মাগো, ডাকে মোরে অগ্নি-ঋষি বিষহরি সুর!

জননী গো চলিলাম অনন্ত চঞ্চল,
বিষে তব নীল হল দেহ, বৃথা মা গো দাব-দাহে পুড়ালে অঞ্চল!
ছুটে চলি মহা-নাগ, রক্তে মোর শুনি আকর্ষণী,
মমতা-জননী
দাহে মোর পড়িল মুরছি;
আমি চলি প্রলয়-পথিক – দিকে দিকে মারী-মরু রচি।

ঝড় – ঝড় – ঝড় আমি – আমি ঝড় –
শন – শন – শনশন শন –ক্কড়ক্কড় ক্কড় –
কোলাহল-কল্লোলের হিল্লোল-হিন্দোল –
দুরন্ত দোলায় চড়ি – ‘দে দোল দে দোল’
উল্লাসে হাঁকিয়া বলি, তালি দিয়া মেঘে
উন্মদ উন্মাদ ঘোর তুফানিয়া বেগে!
ছুটে চলি ঝড় – গৃহ-হারা শান্তি-হারা বন্ধ-হারা ঝড় –
স্বেচ্ছাচার-ছন্দে নাচি !   ক্কড়ক্কড় ক্কড়
কণ্ঠে মোর লুণ্ঠে ঘোর বজ্র-গিটকিরি,

মেঘ-বৃন্দাবনে মুহু   ছুটে মোর বিজুরির জ্বালা-পিচকিরি!
উড়ে সুখ-নীড়, পড়ে ছায়া-তরু,   নড়ে ভিত্তি রাজ-প্রাসাদের,
তুফান-তুরগ মোর উরগেন্দ্র-বেগে ধায়।
 আমি ছুটি অশান্ত-লোকের
প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি।
লোকে লোকে পড়ে যায় প্রলয়ের ত্রস্ত কানাকানি!

ঝড় – ঝড় – উড়ে চলি ঝড় মহাবায়-পক্ষিরাজে চড়ি,
পড়-পড় আকাশের ঝোলা শামিয়ানা
 মম ধূলিধ্বজা সনে করে জড়াজড়ি!
প্রমত্ত সাগর-বারি – অশ্ব মম তুফানির খর ক্ষুর-বেগে
আন্দোলি আন্দোলি ওঠে। ফেনা ওঠে জেগে
  ঝটিকার কশা খেয়ে অনন্ত তরঙ্গ-মুখে তার !
আমি যেন সাপুড়িয়া   মারি মন্ত্র-মার–
ঢেউ-এর মোচড়ে তাই   মহাসিন্ধু-মুখে
জল-নাগ-নাগিনিরা আছাড়ি পিছাড়ি মরে ধুঁকে!
প্রিয়া মোর ঘূর্ণিবায়ু   বেদুইন-বালা
  চূর্ণি চলে ঝঞ্ঝা-চুর মম আগে আগে।
ঝরনা-ঝোরা তটিনীর নটিনি-নাচন-সুখ লাগে
শুষ্ক খড়কুটো ধূলি শীত-শীর্ণ বিদায়-পাতায়
ফাল্গুনী-পরশে তার। – আমার ধমকে নুয়ে যায়
বনস্পতির মহা মহিরুহ, শাল্মলি, পুন্নাগ, দেওদার,
     ধরি যবে তার
জাপটি পল্লব-ঝুঁটি, শাখা-শির ধরে দিই নাড়া;
গুমরি কাঁদিয়া ওঠে প্রণতা বনানী,
  চচ্চড় করে ওঠে পাহাড়ের খাড়া শির-দাঁড়া!

প্রিয়া মোর এলোমেলো গেয়ে গান আগে আগে চলে;
পাগলিনি কেশে ধূলিচোখে তার মায়া-মণি ঝলে।
ঘাগরির ঘূর্ণা তার ঘূর্ণি-ধাঁধা লাগায় নয়নালোকে মোর।
ঘূর্ণিবালা হাসির হররা হানি বলে – ‘মনোচোর।
 ধরো তো আমারে দেখি’ –
ত্রস্ত-বাস হাওয়া-পরি, বেণি তার দুলে ওঠে সুকঠিন মম ভালে ঠেকি।
  পাগলিনি মুঠি মুঠি ছুঁড়ে মারে রাঙা পথধূলি,
হানে গায় ঝরনা-কুলুকুচু, পদ্ম-বনে আলুথালু খোঁপা পড়ে খুলি!
  আমি ধাই পিছে তার দুরন্ত উল্লাসে;
লুকায় আলোর বিশ্ব চন্দ্র সূর্য তারা পদভর-ত্রাসে!
  দীর্ঘ রাজপথ-অজগর সংকুচিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
ধরণি-কূর্মপৃষ্ঠ দীর্ণ জীর্ণ হয়ে ওঠে মত্ত মোর প্রমত্ত ঘর্ষণে।
  পশ্চাতে ছুটিয়া আসে মেঘ ঐরাবত-সেনাদল

গজগতি-দোলা-ছন্দে; স্বরগে বাজে বাদল-মাদল!
সপ্ত সাগর শোষি শুণ্ডে শুণ্ডে তারা–
উপুড় ধরণি-পৃষ্ঠে উগারে নিযুত লক্ষ বারি-তীর-ধারা।
বয়ে যায় ধরা-ক্ষত-রসে
সহস্র পঙ্কিল স্রোত-ধার।
চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত-ধারা-ফুলে
বরষার বুকে ঝলে জল-মালা-হার।
আমি ঝড়, হুল্লোড়ের সেনাপতি; খেলি মৃত্যু-খেলা
ঘূর্ণনীয়া প্রিয়া-সাথে। দুর্যোগের হুলাহুলি মেলা
ধায় মম অশ্রান্ত পশ্চাতে!
মম প্রাণরঙ্গে মাতি নিখিলের শিখী-প্রাণ মুহু-মুহু মাতে!
শ্যাম স্বর্ণ পত্রে পুষ্পে কাঁপে তার অনন্ত কলাপ। –
দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব-জ্বলন্ত-প্রলাপ
ভূমিকম্প-জরজর থরথর ধরিত্রীর মুখে!
বাসুকি-মন্দার সম মন্থনে মম সিন্ধুতট ভরে ফেনা-থুকে।
জেগে ওঠে মম সেই সৃষ্টি-সিন্ধু-মন্থন-ব্যথায়
রবি শশী তারকার অনন্ত বুদবুদ! – উঠে ভেঙে যায়
কত সৃষ্টি কত বিশ্ব আমার আনন্দ-গতিপথে।
শিবের সুন্দর ধ্রুব-আঁখি
যমের আরক্ত ঘোর মশাল-নয়ন-দীপ মম রথে।
জয়ধ্বনি বাজে মোর স্বর্গদূত'মিকাইলের'আতশি-পাখায়।
অনন্ত-বন্ধন-নাগ-শিরস্ত্রাণ শোভে শিরে! শিখী-চূড়ায় তায়
শনির অশনি ওই ধূমকেতু-শিখা,
পশ্চাতে দুলিছে মোর অনন্ত আঁধার চিররাত্রি-যবনিকা!
জটা মোর নীহারিকাপুঞ্জ-ধূম পাটল পিঙ্গাস,
বহে তাহে রক্ত-গঙ্গা নিপীড়িত নিখিলের লোহিত নিষ্কাশ।

ঝড় – ঝড় – ঝড় আমি – আমি ঝড় –
কড়্কড় কড় –
বজ্র-বায়ু দন্তে-দন্তে ঘর্ষি চলি ক্রোধে!
ধূলি-রক্ত বাহু মম বিন্ধ্যাচল সম রবিরশ্মি-পথ রোধে।
ঝঞ্ঝনা-ঝাপটে মম
ভীত কূর্ম সম
সহসা সৃষ্টির খোলে নিয়তি লুকায়।
আমি ঝড়, জুলুমেরজিঞ্জির-মঞ্জীরবাজে ত্রস্ত মম পায়!
ধাক্কার ধমকে মম খান খান নিষিদ্ধের নিরুদ্ধ দুয়ার,
সাগরে বাড়ব লাগে, মড়ক দুয়ার্কি ধরে আমার ধুয়ার!
কৈলাসে উল্লাস ঘোষে ডম্বরু ডিণ্ডিম
দ্রিম দ্রিম দ্রিম!
অম্বর-ডঙ্কার ডামাডোল

সৃজনের বুকে আনে অশ্রু-বন্যা ব্যথা-উতরোল।
ভাণ্ডারে সঞ্চিত মম দুর্বাসার হিংসা ক্রোধ শাপ।
ভীমা উগ্রচণ্ডা ফেলে উল্কারূপী অগ্নি-অশ্রু, সহিতে না পারি মম তাপ!
আমি ঝড়, পদতলে 'আতঙ্ক'-কুঞ্জর, হস্তে মোর 'মাভৈঃ'-অঙ্কুশ।
আমি বলি, ছুটে চলো প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা হাতে, –
হে নবীন পরুষ পুরুষ!
স্কন্ধে তোলো উদ্ধত বিদ্রোহ-ধ্বজা; কণ্টক-অশঙ্ক রে নির্ভীক!
পুরুষ ক্রন্দন-জয়ী, – দুঃখ দেখে দুঃখ পায় – ধিক তারে ধিক
আমি বলি, বিশ্ব-গোলা নিয়ে খেলো লুফোলুফি খেলা!
বীর নিক বিপ্লবের লাল-ঘোড়া,
ভীরু নিক পারে-ধাওয়া পলায়ন-ভেলা!
আমি বলি, প্রাণানন্দে পিয়ে নে রে বীর,
জীবন-রসনা দিয়া প্রাণ ভরে মৃত্যু-ঘন ক্ষীর!
আমি বলি, নরকের'নার'মেখে নেয়ে আয় জ্বালা-কুণ্ড সূর্যের হাম্মামে।
রৌদ্রের-চন্দন-শুচি, উঠে বসো গগনের বিপুল তাঞ্জামে!
আমি ঝড় মহাশত্রু স্বস্তি-শান্তি-শ্রীর,
আমি বলি, শ্মশান-সুষুপ্তি শান্তি –
জয়নাদ আমি অশান্তির।

পশ্চিম হইতে পূর্বে ঝঞ্ঝনা-ঝাঁঝর
ঝঞ্ঝা-জগঝম্প ঘোর – বাজায়ে চলেছি ঝড় –
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন
ঝমরঝমরঝন ঝননঝননশন
শনশনশন
হুহু হুহু হুহু –
সহসা কম্পিত-কণ্ঠ-ক্রন্দন শুনি কার – 'উহু! উহু উহু উহু!'
সজল কাজল-পক্ষ্ম কে সিক্তবসনা একা ভিজে –
বিরহিণী কপোতিনী, এলোকেশ কালোমেঘে পিঁজে।
নয়ন-গগনে তার নেমেছে বাদল, ভিজিয়াছে চোখের কাজল,
মলিন করেছে তার কালো আঁখি-তারা
বায়ে-ওড়া কেতকীর পীত পরিমল!
এ কোন্ শ্যামলী পরি পুবের পরিস্থানে কেঁদে কেঁদে যায় –
নবোদ্ভিন্ন কুঁড়ি-কদম্বের ঘন যৌবন-ব্যথায়!
জেগেছে বালার বুকে এক বুক ব্যথা আর কথা,
কথা শুধু প্রাণে কাঁদে,
ব্যথা শুধু বুকে বেঁধে, মুখে ফোটে শুধু আকুলতা!
কদম্ব তমাল তাল পিয়াল-তলায়
দূর্বাদল-মখমলে শ্যামলী-আলতা তার মুছে মুছে যায়!
বাঁধে বেণি কেয়া-কাঁটা বনে।
বিদেশিনি দেয়াশিনি একমনে দেয়া-ডাক শোনে!

দাদুরির আদুরি কাজরি
শোনে আর আঁখি-মেঘ-কাজল গড়ায়ে
দুখ-বারি পড়ে ঝরঝরি।
ঝিমঝিম রিমঝিম – রিমিরিমি রিম ঝিম
বাজে পাঁইজোর –
কে তুমি পুরবি বালা? আর যেন নাহি পাই জোর
চলা-পায়ে মোর, ও-বাজা আমারও বুকে বাজে।
ঝিল্লির ঝিমানি-ঝিনিঝিনি
শুনি যেন মোর প্রতি রক্ত-বিন্দু-মাঝে!

আমি ঝড়? ঝড় আমি? – না, না, আমি বাদলের বায়!
বন্ধু! ঝড় নাই কোথায়?
ঝড় কোথা? কই? –
বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ওই ডাকে ওই –
ওই শোনো, শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর,
ওই তার ক্ষুর-হানা মেঘে! –
না, না, আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে,
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর! তুমি থেকো জেগে!
তুমি রক্ষী এ রক্ত-অশ্বের,
হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা! – শুনো শুনো মায়াবিনী ওই ডাকে ফের –
পুবের হাওয়ায় –
যায় – যায় – সব ভেসে যায়
পুবের হাওয়ায় –
হায়! –

ভাঙার গান

ভাঙার গান
[গান]

১

কারার ওই
লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল
কর রে লোপাট

রক্তজমাট

শিকল-পুজোর পাষাণবেদি!

ওরে ও
তরুণ ঈশান!
বাজা তোর
প্রলয়-বিষাণ!

ধ্বংসনিশান

উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি।

২

গাজনের
বাজনা বাজা
কে মালিক?
কে সে রাজা?

কে দেয় সাজা

মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা
পায় যে হাসি
ভগবান
পরবে ফাঁসি?

সর্বনাশী

শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

৩

ওরে ও
পাগলা ভোলা!
দে রে দে
প্রলয়-দোলা

গারদগুলা

জোরসে ধরে হ্যাঁচকা টানে!
মার হাঁক
হইদরিহাঁক

কাঁধে নে
দুন্দুভি ঢাক

ডাক ওরে ডাক

মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে!

৪

নাচে ওই
কালবোশেখি,
কাটাবি
কাল বসে কি?

দে রে দেখি

ভীম কারার ওই ভিত্তি নাড়ি
লাথি মার
ভাঙ রে তালা!
যত সব
বন্দিশালায়

আগুন জ্বালা,

আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।

জাগরণী
কোরাস :

ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!

ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,

সন্তান দ্বারে উপবাসী,

দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!

জাগো গো, জাগো গো,

তন্দ্রা-অলস জাগো গো,

জাগো রে!   জাগো রে!

১

মুক্ত করিতে বন্দিনী মা-য়

কোটি বীরসূত ওই হেরো ধায়

মৃত্যুতোরণ-দ্বার-পানে –

কার টানে?

দ্বার খোলো   দ্বার খোলো!

একবার ভুলে ফিরিয়া চাও!
কোরাস : ভিক্ষা দাও .....

২

জননী আমার ফিরিয়া চাও!

ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও!

চাই মানবতা, তাই দ্বারে

কর হানি মা গো বারে বারে –

দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।

পুরুষসিংহ জাগো রে!

সত্যমানব জাগো রে!

বাধাবন্ধন-ভয়হারা হও

সত্যমুক্তিমন্ত্র গাও!

কোরাস : ভিক্ষা দাও .....

৩

লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার,

নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত

জেনেছে সত্য-হত্যা সার!

অত্যাচার! অত্যাচার!!

ত্রিশ কোটি নর-আত্মার যারা অপমান হেলা

করেছে রে

শৃঙ্খল গলে দিয়েছে মা-র –

সেই আজ ভগবান তোমার!

অত্যাচার! অত্যাচার!!

ছি ছি ছি ছি ছি ছি নাই কি লাজ –

নাই কি আত্মসম্মান ওরে, নাই জাগ্রত

ভগবান কি রে

আমাদেরও এই বক্ষোমাঝ?

অপমান বড়ো অপমান ভাই

মিথ্যার যদি মহিমা গাও!

কোরাস : ভিক্ষা দাও ...

৪

আল্লায় ওরে হকতালায়
পায়ে ঠেলে যারা অবহেলায়,

আজাদ-মুক্ত আত্মারে যারা শিখায়ে ভীরুতা
করিছে দাস –
সেই আজ ভগবান তোমার!
সর্বনাশ! সর্বনাশ!
ছি-ছি নির্জীব পুরবাসী আর খুলো না দ্বার!
জননী গো! জননী গো!
কার তরে জ্বালো উৎসব-দীপ?
দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!!
মঙ্গল-ঘট ভেঙে ফেলো,
সব গেল মা গো সব গেল!
অন্ধকার! অন্ধকার!
ঢাকুক এ মুখ অন্ধকার!
দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!
কোরাস : ভিক্ষা দাও ...

৫

ছি ছি ছি ছি
এ কী দেখি
গাহিস তাদেরই বন্দনা-গান,
দাস সম নিস হাত পেতে দান!
ছি ছি ছিছি ছি ছি
ওরে তরুণ ওরে অরুণ!
নরসুত তুমি দাসত্বের এ ঘৃণ্য চিহ্ন
মুছিয়া দাও!
ভাঙিয়া দাও,
এ কারা এ বেড়ি ভাঙিয়া দাও!
কোরাস : ভিক্ষা দাও ...

৬

পরাধীন বলে নাই তোমাদের
সত্য-তেজের নিষ্ঠা কি?
অপমান সয়ে মুখ পেতে নেবে বিষ্ঠা ছি!
মরি লাজে, লাজে মরি
এক হাতে তোরে'পয়জার'মারে
আর হাতে ক্ষীর সর ধরি।
অপমান সে যে অপমান।
জাগো জাগো ওরে হতমান।
কেটে ফেলো লোভী লুব্ধ রসনা,

আঁধারে এ হীন মুখ লুকাও।
কোরাস : ভিক্ষা দাও ...

৭

ঘরের বাহির হোয়ো না আর,
ঝেড়ে ফেলো হীন বোঝার ভার,
কাপুরুষ হীন মানবের মুখ
ঢাকুক লজ্জা অন্ধকার।
পরিহাস ভাই পরিহাস সে যে
পরাজিতে দিতে মনোব্যথা – যদি
জয়ী আসে রাজ-রাজ সেজে।
পরিহাস, এ যে নির্দয় পরিহাস!
ওরে কোথা যাস্
বল কোথা যাস ছি ছি
পরিয়া ভীরুর দীন বাস?
অপমান এত সহিবার আগে
হে ক্লীব, হে জড়, মরিয়া যাও!
কোরাস : ভিক্ষা দাও ...

৮

পুরুষসিংহ জাগো রে!
নির্ভীক বীর জাগো রে!
দীপ জ্বালো কেন আপনারই হীন কালো অন্তর
কালামুখ হেন হেসে দেখাও।
নির্লজ্জ রে ফিরিয়া চাও!
আপনার পানে ফিরিয়া চাও!
অন্ধকার! অন্ধকার!
নিশ্বাস আজি বন্ধ মা-র
অপমানে নির্মম লাজে,
তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে –
দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!
আপনার পানে ফিরিয়া চাও!
কোরাস : ভিক্ষা দাও ...

মিলন-গান
[গান]

ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান।
(সেদিন)
দুয়ার ভেঙে আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান॥
(তোরা)
স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেমনি মুগুর পাস রে মান।
(তাই)
কলজে চুঁয়ে গলছে রক্ত দলছে পায়ে ডলছে কান॥
(যত)
মাদি তোরা বাঁদি-বাচ্চা দাস-মহলের খাস গোলাম।
(হায়)
মাকে খুঁজিস? চাকরানি সে, জেলখানাতে ভানছে ধান॥
(মা-র)
বন্ধ ঘরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল দুই নয়ান।
(তোরা)
শুনতে পেয়েও শুনলি নে তা মাতৃহন্তা কুসন্তান॥
(ওরে)
তোরা করিস লাঠালাঠি (আর) সিন্ধু-ডাকাত লুঠছে ধান!
(তাই)
গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় সেয়ান॥
(ছিলি)
সিংহ ব্যাঘ্র, হিংসা-যুদ্ধে আজকে এমনি খিন্নপ্রাণ।
(তোদের)
মুখের গ্রাস ওই গিলছে শিয়াল তোমরা শুয়ে নিচ্ছ ঘ্রাণ॥
(তোরা)
কলুর বলদ টানিস ঘানি গলদ কোথায় নাইকো জ্ঞান।
(শুধু)
পড়ছ কেতাব, নিচ্ছ খেতাব, নিমক-হারাম বে-ইমান॥
(তোরা)
বাঁদর ডেকে মানলি সালিশ, ভাইকে দিতে ফাটল প্রাণ।
(এখন)
সালিশ নিজেই ‘খা ডালা সব’ বোকা তোদের এই দেখান॥
(তোরা)
পথের কুকুর দু-কান-কাটা মান-অপমান নাইকো জ্ঞান।
(তাই)
যে জুতোতে মারছে গুঁতো করছ তাতেই তৈল দান॥
(তোরা)
নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান।
(তোদের)
কে যে ভালো কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান॥
(শুনি)

আপন ভিটেয় কুকুর রাজা, তার চেয়েও হীন তোদের প্রাণ।
(তাই)
তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দু স্থান॥
(তোদের)
হাড় খেয়েছে, মাস খেয়েছে, (এখন) চামড়াতে দেয় হেঁচকা টান
(আজ)
বিশ্ব ভুবন ডুকরে ওঠে দেখে তোদের অসম্মান॥
(আজ)
সাধে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ওই মুখ লুকান।
(তোরা)
বিশ্বে যে তাঁর রাখিস নে ঠাঁই, কানা গোরুর ভিন বাথান॥
(তোরা)
করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান।
(আজও)
বুঝলি না হায় নাড়ি-ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান॥
(ওই)
বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ।
(তোরা)
মেঘ-বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড়-তুফানের লাল নিশান॥

পূর্ণ-অভিনন্দন
[গান]

এসো অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র! এসো পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ!
ভেদ করি পুন বন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণফাঁদ!
এসো অনাগত নব-প্রলয়ের মহাসেনাপতি মহামহিম!
এসো অক্ষত মোহান্ধ-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ ভীম!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

ছয়বার জয় করি কারা-ব্যূহ রাজ-রাহুগ্রাসমুক্ত চাঁদ!
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বছরের মুক্ত বাঁধ।
নবগ্রহ ছিঁড়ি ফণি-মনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধপ্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী!
দনুজদমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলি!
স্বাগত সিংহবাহিনী-কুমার! স্বাগত হে দেবসেনাপতি!

অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি পার্থ মহারথী!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

নৃশংস রাজ-কংসবংশে হানিতে তোমার ধ্বংস-মার
এসো অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার!
এসো অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারি!
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিপ, এসো প্রতাপের হারা-তরবারি!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

ওগো অতীতের আজও-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ!
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ।
জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ,
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি মাটিতে কোল,
শ্যামল শস্যে হরিৎ ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম আঁচল।
তাঁহারই স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি উঠিছে ওই,
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা, ‘কই রে আমার দুলাল কই?’
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

মোছো আঁখি-জল, এসো বীর! আজ খুঁজে নিতে হবে আপন মা-য়,
হারানো মায়ের স্মৃতি-ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া, হায়!
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম-শেষ,
ইহাদেরই মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদের মা স্বদেশ।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

এসো বীর! এসো যুগ-সেনাপতি! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণি, উদ্‌গারে গিরি অগ্নিধূম।
পরাধীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দির আঁখি-জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারির।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

গলশৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পা-য়

রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়!
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রুখড়্গ-ছিন্নমুণ্ড দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাংলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

ঝোড়ো-গান
[কীর্তন]

(আমি)
চাইনে হতে ভ্যাবাগঙ্গারাম

ও দাদা শ্যাম!
তাই
গান গাই আর যাই নেচে যাই

ঝমঝমাঝম অবিশ্রাম॥
আমি
সাইক্লোন আর তুফান
আমি
দামোদরের বান

খোশখেয়ালে উড়াই ঢাকা, ডুবাই বর্ধমান।
আর
শিবঠাকুরকে কাঠি করে বাজাই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ড্রাম॥

মোহান্তের মোহ-অন্তের গান
[গান]

জাগো আজ দণ্ড-হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।

ডুবাল পাপ-চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী॥

তোরা
হত্যা দিতিস যাঁর থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে
ওরে
তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপনি আসি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

মোহের যার   নাইকো অন্ত

পূজারি   সেই মোহান্ত,

মা বোনে সর্বস্বান্ত করছে বেদি-মূলে।
তোদেরে
পূজার প্রসাদ বলে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গুলে।
তোরা
তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস পাপ-ব্যভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

পুণ্যের   ব্যাবসাদারি

চালায় সব   এই ব্যাপারি,

জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায়
ছাই মেখে যে ভিখারি-শিব বেড়ান ভিক্ষা করে –
ওরে
তাঁর পূজারি দিনে-দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

এইসব   ধর্ম-ঘাগি

দেবতায়   করছে দাগি,

মুখে কয়   সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে বসে।
সে যে
পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেবদেউলে পশে।
আর
ভক্ত তোরা পূজিস তারেই, জোগাস খোরাক সেবাদাসী!
জাগো বঙ্গবাসী॥

দিয়ে নিজ   রক্তবিন্দু

ভরালি   পাপের সিন্ধু –

ডুবলি তায়   ডুবলি হিন্দু ডুবালি দেবতারে।
দেখ
ভোগের বিষ্ঠা পুড়ছে তোদের বেদির ধূপাধারে।
পূজারির
কমণ্ডলুর গঙ্গাজলে মদের ফেনা উঠছে ভাসি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

দিতে যায়   পূজা-আরতি

সতীত্ব   হারায় সতী,

পুণ্য-খাতায় ক্ষতি লেখায় ভক্তি দিয়ে,
তার
ভোগ-মহলের জ্বলছে প্রদীপ তোদের পুণ্য-ঘিয়ে।
তোদের
ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামিতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

তোরা সব   শক্তিশালী

বুকে নয়,   মুখে খালি!

বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছের কাঁটা যে রে!
তোরা
পূজারিকে করিস পূজা পূজার ঠাকুর ছেড়ে।

মা-র অসুর শোধরা সে ভুল, আদেশ দেন মা সর্বনাশী।

‘জয় তারকেশ্বর’ বলে পরবি রে নয় গলায় ফাঁসি।
জাগো বঙ্গবাসী॥

আশু-প্রয়াণগীতি
কোরাস :
বাংলার ‘শের’, বাংলার শির,

বাংলার বাণী, বাংলার বীর

সহসা ও-পারে অস্তমান।

এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহাভারতের মহাপ্রয়াণ॥

বাংলার ঋষি বাংলার জ্ঞান বঙ্গবাণীর শ্বেতকমল,

শ্যাম বাংলার বিদ্যাগঙ্গা অবিদ্যানাশী তীর্থজল!

মহামহিমার বিরাট পুরুষ শক্তি-ইন্দ্র তেজ-তপন –

রক্ত-উদয় হেরিতে সহসা হেরিনু সে রবি মেঘমগন।

কোরাস :

বাংলার ‘শের’, বাংলার শির,

বাংলার বাণী, বাংলার বীর

সহসা ও-পারে অস্তমান।

এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহাভারতের মহাপ্রয়াণ॥

মদগর্বীর গর্বখর্ব বলদর্পীর দর্পনাশ

শ্বেতভীতুদের শ্যাম বরাভয় রক্তাসুরের কৃষ্ণ ত্রাস!!

নব ভারতের নব আশা-রবি প্রাচী-র উদার অভ্যুদয়

হেরিতে হেরিতে হেরিনু সহসা বিদায়গোধূলি গগনময়।

কোরাস :

বাংলার ‘শের’, বাংলার শির,

বাংলার বাণী, বাংলার বীর

সহসা ও-পারে অস্তমান।

এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহাভারতের মহাপ্রয়াণ॥

পড়িল ধসিয়া গৌরীশংকর হিমালয়-শির স্বর্গচূড়,

গিরি কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিল – বাংলার যবে দিনদুপুর।

শক্তিহাঙর শোষিছে রক্ত, মৃত্যু শোষিছে সাগরপ্রাণ, –

পরাধীন মা-র স্বাধীন সুতের মেদ-ধূমে কালো দেশ শ্মশান।

কোরাস :
বাংলার ‘শের’, বাংলার শির,

বাংলার বাণী, বাংলার বীর

সহসা ও-পারে অস্তমান।

এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহাভারতের মহাপ্রয়াণ॥

অরাজক মারি মড়াকান্নায় দেশজননীর বদ্ধ শ্বাস,

হে দেব-আত্মা! স্বর্গ হইতে দাও কল্যাণ, দাও আভাস,

কেমন করিয়া মৃত্যু মথিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয় মানব।

শব হয়ে গেছ, শিব হয়ে এসো দেবকী-কারার নীল কেশব।

কোরাস :
বাংলার ‘শের’, বাংলার শির,

বাংলার ‘শের’, বাংলার শির,

সহসা ও-পারে অস্তমান।

এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত মহাভারতের মহাপ্রয়াণ॥

দুঃশাসনের রক্ত-পান
বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির, রক্ত চাই,
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!!

অত্যাচারী সে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন,
হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
আয় ভীম আয় হিংস্র বীর,
কর আ-কণ্ঠ পান রুধির।
ওরে এ যে সেই দুঃশাসন
দিল শত বীরে নির্বাসন,
কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।
মা বোনেদের হরেছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।
বুক ফেটে চোখে জল আসে,
তারে ক্ষমা করা? ভীরুতা সে!
হিংসাশী মোরা মাংসাশী,
ভণ্ডামি ভালোবাসাবাসি!
শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই!
মারি লাথি তার মড়া মুখে,
তাতা-থই নাচি ভীম সুখে।
নহি মোরা ভীরু সংসারী,
বাঁধি না আমার ঘরবাড়ি।
দিয়াছি তোদের ঘরের সুখ,
আঘাতের তরে মোদের বুক।

যাহাদের তরে মোরা চাঁড়াল
তাহারাই আজি পাড়িছে গাল!
তাহাদের তরে সন্ধ্যা-দীপ,
আমাদের আন্দামান দ্বীপ
তাহাদের তরে প্রিয়ার বুক
আমাদের তরে ভীম চাবুক।
তাহাদের ভালোবাসাবাসি
আমাদের তরে নীল ফাঁসি।
বরিছে তাদেরে বাজিয়া শাঁখ,
মোদের মরণে নিনাদে ঢাক।
জীবনের ভোগ শুধু ওদের,
তরুণ বয়সে মরা মোদের।

কার তরে ওরে কার তরে

সৈনিক মোরা পচি মরে?
কার তরে পশু সেজেছি আজ,
অকাতরে বুক পেতে নিই বাজ।
ধর্মাধর্ম কেন যে নাই
আমাদের, তাহা কে বোঝে ভাই?
কেন বিদ্রোহী সব-কিছুর?
সব মায়া কেন করেছি দূর?
কারে কস মন সে ব্যথা তোর?
যার তরে চুরি সে বলে চোর।
যার তরে মাখি গায়ে কাদা,
সেই হয় এসে পথে বাধা।

ভয় নাই গৃহী! কোরো না ভয়,
সুখ আমাদের লক্ষ্য নয়।
বিরূপাক্ষ যে মোরা ধাতার,
আমাদের তরে ক্লেশ-পাথার।
কাড়ি না তোদের অন্ন-গ্রাস
তোমাদের ঘরে হানি না ত্রাস,
জালিমের মোরা ফেলাই লাশ,
রাজা-রাজড়ার সর্বনাশ!
ধর্মচিন্তা মোদের নয়,
আমাদের নাই মৃত্যুভয়!
মৃত্যুকে ভয় করে যারা,
ধর্মধ্বজ হোক তারা।

শুধু মানবের শুভ লাগি
সৈনিক যত দুখভাগী।
ধার্মিক! দোষ নিয়ো না তার,
কোরবানিরসে, নয়রোজার !
তোমাদের তরে মুক্ত দেশ
মোদের প্রাপ্য তোদের শ্লেষ।
জানি জানি ওই রণাঙ্গণ
হবে যবে মোরমৃৎ-কাফন
ফেলিবে কি ছোটো একটি শ্বাস?
তিক্ত হবে কি মুখের গ্রাস?
কিছুকাল পরে হাড়্ডি মোর
পিষে যাবে ভাই জুতিতে তোর!

এই যারা আজ ধর্মহীন
চিনে শুধু খুন আর সঙিন;

তাহাদেরে মনে পড়িবে কার
ঘরে পড়ে যারা খেয়েছে মার?
ঘরে বসে নিস স্বর্গ-লোক,
মেরে মরে তারে দিসদোজখ।
ভয়ে-ভীরু ওরে ধর্মবীর!
আমরা হিংস্র চাই রুধির!
শয়তান মোরা? আচ্ছা, তাই।
আমাদের পথে এসো না ভাই।

মোদের রক্ত-রুধির-রথ,
মোদের জাহান্নামের পথ,
ছেড়ে দাও ভাই জ্ঞান-প্রবীণ,
আমরা কাফের ধর্মহীন!
এর চেয়ে বেশি কী দেবে গাল?
আমরা পিশাচ খুন-মাতাল।
চালাও তোমার ধর্ম-রথ,
মোদের কাঁটার রক্ত-পথ,
আমরা বলিব সর্বদাই –
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!!

চাই না ধর্ম, চাই না কাম,
চাই না মোক্ষ, সব হারাম
আমাদের কাছে; শুধুহালাল
দুশমন-খুন লাল-সে-লাল॥

ল্যাবেন্ডিশবাহিনীর বিজাতীয় সংগীত
কোরাস :
কে বলে মোদেরে ল্যাডাগ্যাপচার? আমরা সিভিল গাড়,

অরাজক এই ভারত-মাঠে হে আমরা উদ্‌মো ষাঁড়॥
মোরা
লাঙল জোয়াল দড়াদড়ি-ছাড়া,

বড়ো সুখে তাই দিই শিং-নাড়া,

অসহ-যোগীও করিবে না তাড়া রে –
ওরে
ভয় নাই, ওরা বৈষ্ণব বাঘ, খাবে না মোদের হাড়!
চলো

ব্যাং-বীর বলো ঠ্যাং নেড়ে জোর, ছেড়েড়ে ডেডেং হার্‌র্‌!

কোরাস :
কে বলে ইত্যাদি –
মোরা
গলদঘর্ম যদিও গলিয়া,
বড়ো
বেজুত করেছে লেজুড় ডলিয়া,
তবু
গলদ কোরো না বলদ বলিয়া হে,
মোরা
বড়ো দরকারি সরকারি গোরু, তরকারি নহি তার!
তবে
গতিক দেখিয়া অধিক না গিয়া সটান পগার পার!

কোরাস :
কে বলে ইত্যাদি –
আজ
গোবরগণেশ গোবরমন্ত

ল্যাজে ও গোবরে খিঁচেন দন্ত,

তবু করুণার নাহিকো অন্ত হে,
যত
মামাদের কড়ি ধামা-ধরে দিয়া আমাদেরই ভাঙে ঘাড়!
আর
বাবাদেরে বেঁধে ঠ্যাঙাতে মোরাই কেটে দি বাঁশের ঝাড়।

কোরাস :
কে বলে ইত্যাদি –
হয়ে
ইভিলের গুরু ডেভিল পশুর –

সিভিল-বাহিনী, কী এত কসুর

করেছি মাইরি? বলো তো শ্বশুর হে!
ওই
রাঙামুখে বাবা অন্ন দিয়ে তুলি নিজে খাই জোলো মাড়,
তবু
সেলাম ঠুকিতে মলাম বাবা গো বক্র মাজা ও ঘাড়!

কোরাস :
কে বলে ইত্যাদি –
বহে
কালাতে ধলাতে গঙ্গা-যমুনা

আমরা তাহারই দিব্যি নমুনা,

এ-রীতি পিরিতি বুঝিবে কভু না হে,
তাই
কালামুখ প্রেমে আলা করি হাঁকি – 'তাড় রে, নেটিভ তাড়'!
তবে
কোপন-স্বভাব দেখিলে অমনি গোপন খাম্বা-আড়!

কোরাস :
কে বলে ইত্যাদি –
এবে
কাঁপিবে মেদিনী শত উৎপাতে

চিৎপটাং সে কত 'ফুটপাথে'
হবে
আমাদেরই ভীম-কোঁৎকাতে হে!
তবে
পরোয়া কী দাদা? ক্যাঁকড়ার সম নিসপিস নাড়ো দাঁড়,
যদি
নিশ্চল হাতে পিস্তল কাঁপে তবু গোঁফে দাও চাড়।

কোরাস :
কে বলে ইত্যাদি –
বাবা!
যদিও এ-দেহ ঝুনো ঠনঠন

তবু লোকে ভাবে ঠুঁটো পলটন!
আরে
ঘোড়া নাই! বাস, পায়ে হন্টন হে!
বাজে
করতাল – আজ হরতাল। ডাকে আত্মা যে খাঁচা ছাড়!
ওরে
'ওয়ান পেস স্টেপ ফরওয়ার্ড মার্চ, থুড়ি থুড়ি ব্যাকওয়ার্ড।'

(জেলের) সুপারবন্দনা
[ব্যঙ্গ-অনুকৃতি]

তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারই ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥
রেখেছ সান্ত্রি পাহারা দোরে
আঁধার-কক্ষে জামাই-আদরে
বেঁধেছ শিকল-প্রণয়-ডোরে
  তুমি ধন্য ধন্য হে॥
আ-কাঁড়া চালের অন্ন-লবণ
করেছ আমার রসনা-লোভন,
বুড়ো ডাঁটা-ঘাঁটা লাপসি শোভন,
  তুমি ধন্য ধন্য হে॥
ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি,
খেয়ে গয়া পাবে সোজা স-গুষ্টি,
ওল-ছোলা দেহ ধবল-কুষ্টি
  তুমি ধন্য ধন্য হে॥

শহিদি-ইদ
(১)

শহিদের ইদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন-লোহিততাজ,
 আল্লার রাহে চাহে সে ভিখ;
জিয়ারারচেয়ে পিয়ারা যে
আল্লার রাহে তাহারে দে,
 চাহি না ফাঁকির মণিমানিক।

(২)

চাহি নাকো গাভি দুম্বা উট
কতটুকু দান? ও দান ঝুট।
 চাই কোরবানি, চাই না দান।
রাখিতে ইজ্জত ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের,
 দেবে কি? কে আছ মুসলমান?

(৩)

ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ,

আপনারে আর দিসনে লাজ, –
গোরু ঘুষ দিয়ে চাসসওয়াব ?
যদিই রে তুই গোরুর সাথ
পার হয়ে যাসপুলসেরাত ,
কী দিবি মোহাম্মদে(দঃ)জওয়াব!

(৪)

শুধাবেন যবে – ওরে কাফের,
কী করেছ তুমি ইসলামের?
ইসলামে দিয়েজাহান্নম
আপনি এসেছবেহেশ্‌তপর –
পুণ্য-পিশাচ! স্বার্থপর!
দেখাসনে মুখ, লাগে শরম।

(৫)

গোরুরে করিলেসেরাতপার,
সন্তানে দিলেনরক-নার !
মায়া-দোষে ছেলে গেলদোজখ।
কোরবানি দিলি গোরু-ছাগল,
তাদেরই জীবন হল সফল
পেয়েছে তাহারা বেহেশ্‌ত-লোক!

(৬)

শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে, ভণ্ড সে!
ইসলাম বলে – বাঁচো সবাই!
দাও কোরবানি জান ও মাল,
বেহেশ্‌ত তোমার করোহালাল।
স্বার্থপরের বেহেশ্‌ত নাই।

(৭)

ইসলামে তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে করফখর !
মোনাফেকতুমি সেরা বে-দীন!
ইসলামে যারা করেজবেহ্ ,
তুমি তাহাদেরই হও তাঁবে।

তুমি জুতো-বওয়া তারই অধীন।

(৮)

নামাজ-রোজার শুধু ভড়ং,
ইয়া উয়া পরে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম!
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করো জড়ো,
ত্যাগের বেলাতে জড়সড়ো!
তোর নামাজের কী আছে দাম?

(৯)

খেয়ে খেয়েগোশ্‌তরুটি তো খুব
হয়েছ খোদার খাসি বেকুব,
নিজেদের দাও কোরবানি।
বেঁচে যাবে তুমি, বাঁচিবেদ্বীন ,
দাস ইসলাম হবে স্বাধীন,
গাহিছে কামাল এই গানই!

(১০)

বাঁচায়ে আপনা ছেলে-মেয়ে
জান্নাতপানে আছ চেয়ে
ভাবিছ সেরাত হবেই পার।
কেন না, দিয়েছ সাত জনের
তরে এক গোরু! আর কী ঢের!
সাতটি টাকায়গোনাহ্কাবার!
(১১)

জান না কি তুমি, রে বে-ইমান
আল্লা সর্বশক্তিমান
দেখিছেন তোর সব কিছু?
জাব্বা-জোব্বা দিয়ে ধোঁকা
দিবি আল্লারে, ওরে বোকা!
কেয়ামতেহবে মাথা নিচু!

(১২)

ডুবে ইসলাম, আসে আঁধার!

ইব্রাহিমেরমতো আবার
  কোরবানি দাও প্রিয় বিভব!
‘জবীহুল্লাহ্’ছেলেরা হোক,
যাক সব কিছু – সত্য রোক!
  মাহাজেরাহোক মায়েরা সব।

(১৩)

খাবেদেখেছিলেন ইব্রাহিম –
‘দাও কোরবানি মহামহিম!’
  তোরা যে দেখিস দিবালোকে
কী যে দুর্গতি ইসলামের!
পরীক্ষা নেন খোদা তোদের
  হবিবেরসাথে বাজি রেখে!

(১৪)

যত দিন তোরা নিজেরা মেষ,
ভীরু দুর্বল, অধীন দেশ, –
  আল্লার রাহে ততটা দিন
দিয়ো নাকো পশু কোরবানি,
বিফল হবে রে সবখানি!
  (তুই) পশু চেয়ে যে রে অধম হীন!

(১৫)

মনের পশুরে কর জবাই,
পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।
  কশাই-এর আবার কোরবানি! –
আমাদের নয়, তাদের ইদ,
বীর-সুত যারা হল শহিদ,
  অমর যাদের বীরবাণী।

(১৬)

পশু কোরবানি দিস তখন
আজাদ মুক্ত হবি যখন
  জুলুম-মুক্ত হবে রে দীন। –
কোরবানির আজ এই যে খুন
শিখা হয়ে যেন জ্বালে আগুন,

জালিমের যেন রাখে না চিন॥

আমিন রাব্বিলআলমিন !!
আমিন রাব্বিল আ-লমিন!

চিত্তনামা

উৎসর্গ
মাতা বাসন্তী দেবীর
শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে
অর্ঘ্য
হায় চির-ভোলা! হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু-গরল পিয়া!
কেন এত ভালো বেসেছিলে তুমি
এই ধরণির ধূলি?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি!

হুগলি
৩রা আষাঢ়, ১৩৩২
অকাল-সন্ধ্যা
[জয়জয়ন্তী কীর্তন]

খোলো মা
দুয়ার খোলো
প্রভাতেই
সন্ধ্যা হল
দুপুরেই
ডুবল দিবাকর গো।
সমরে
শয়ান ওই
সুত তোর
বিশ্বজয়ী
কাঁদনের
উঠছে তুফান ঝড় গো॥
সবারে
বিলিয়ে সুধা,
সে নিল

মৃত্যু-ক্ষুধা,
কুসুম ফেলে
নিল খঞ্জর গো।
তাহারই
অস্থি চিরে
দেবতা
বজ্র গড়ে
নাশে ওই
অসুর অসুন্দর গো।
ওই মা
যায় সে হেসে।
দেবতার
উপরে সে,
ধরা নয়,
স্বর্গ তাহার ঘর গো॥
যাও বীর
যাও গো চলে
চরণে
মরণ দলে
করুক প্রণাম
বিশ্ব-চরাচর গো।
তোমার ওই
চিত্ত জ্বেলে
ভাঙ্গালে
ঘুম ভাঙ্গালে
নিজে হায়
নিবলে চিতার পর গো।
বেদনার
শ্মশান-দহে
পুড়ালে
আপন দেহে,
হেথা কি
নাচবে না শংকর গো॥

আরিয়াদহ
৬ আষাঢ়, ১৩৩২

সান্ত্বনা
চিত্ত-কুঁড়ি-হাসনাহেনা মৃত্যু-সাঁঝে ফুটল গো!
জীবন-বেড়ার আড়াল ছাপি বুকের সুবাস টুটল গো!

এই তো কারার প্রাকার টুটে
বন্দি এল বাইরে ছুটে,
তাই তো নিখিল আকুল-হৃদয় শ্মশান-মাঝে জুটল গো!
ভবন-ভাঙা আলোর শিখায় ভুবন রেঙে উঠল গো।

২

স্ব-রাজ দলের চিত্তকমল লুটল বিশ্বরাজের পায়,
দলের চিত্ত উঠল ফুটে শতদলের শ্বেত আভায়।
রূপের কুমার আজকে দোলে
অপরূপের শিশ-মহলে,
মৃত্যু-বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ওই গো যায়,
অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায়!

৩

আজকে রাতে যে ঘুমুল, কালকে প্রাতে জাগবে সে।
এই বিদায়ের অস্ত-আঁধার উদয়-উষায় রাঙবে রে!
শোকের নিশির শিশির ঝরে,
ফলবে ফসল ঘরে-ঘরে,
আবার শীতের রিক্ত শাখায় লাগবে ফুলেল রাগ এসে।
যে মা সাঁঝে ঘুম পাড়াল, চুম দিয়ে ঘুম ভাঙবে সে।

৪

না ঝরলে তাঁর প্রাণ-সাগরে মৃত্যু-রাতের হিম-কণা
জীবন-শুক্তি ব্যর্থ হত, মুক্তি-মুক্তা ফলত না।
নিখিল-আঁখির ঝিনুক-মাঝে
অশ্রু-মানিক ঝলত না যে!
রোদের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গলত না।
গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলত না।

৫

মরা বাঁশে বাজবে বাঁশি, কাটুক না আজ কুঠার তায়,
এই বেণুতেই ব্রজের বাঁশি হয়তো বাজবে এই হেথায়।
হয়তো এবার মিলন-রাসে
বংশীধারী আসবে পাশে
চিত্ত-চিতার ছাই মেখে শিব সৃষ্টি-বিষাণ ওই বাজায়।
জন্ম নেবে মেহেদি-ঈশা ধরার বিপুল এই ব্যথায়।

৬

কর্মে যদি বিরাম না রয়, শান্তি তবে আসত না!
ফলবে ফসল – নইলে নিখিল নয়ন-নীরে ভাসত না।
নেইকো দেহের খোসার মায়া,
বীজ আনে তাই তরুর ছায়া,
আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাসত না।
আসবে আবার – নইলে ধরায় এমন ভালো বাসত না!

হুগলি
১৬ই আষাঢ় ১৩৩২

ইন্দ্র-পতন

তখনও অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরুগুরুগুরু গুরু।
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনি?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত-ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলংকর সাজে!

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি ঈশান-দিগঙ্গনে,
স্তব্ধ-বেদনা দিগ্‌বালিকারা কী যেন কাঁদনি শোনে!
কাঁদিছে ধরার তরুলতাপাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখি,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি।
বাজে আনন্দ-মৃদঙ গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র কাছে!
সপ্ত-আকাশ-সপ্তস্বরা হানে ঘন করতালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারই প্রতিধ্বনি – খালি, সব খালি!

হায় অসহায় সর্বংসহা মৌনা ধরণি মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?
জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি,
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারই?
হয়তো তাহাই, হয়তো নহে তা, – এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন, যারে ভালোবাসে মাটি।

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী কমলার রক্ত-চরণ-তল,

সম্ভ্রমে-নত পূজারি মৃত্যু ছিঁড়িল সে-শতদলে –
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ অর্পিবে বলি নারায়ণ-পদতলে!
জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা যাঁর হাতে শোভে –
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া রবে।
কত সান্ত্বনা-আশা-মরীচিকা, কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি, মেটে না প্রাণের তৃষা!
দুলিছে বাসুকি মণিহারা ফণী, দুলে সাথে বসুমতী,
তাহার ফণার দিনমণি আজ কোন্ গ্রহে দেবে জ্যোতি!

জাগিয়া প্রভাতে হেরিনু আজিকে জগতে সুপ্রভাত,
শয়তানও আজ দেবতার নামে করিছে নান্দীপাঠ!
হে মহাপুরুষ, মহাবিদ্রোহী, হে ঋষি, সোহম্-স্বামী!
তব ইঙ্গিতে দেখেছি সহসা সৃষ্টি গিয়াছে থামি,
থমকি গিয়াছে গতির বিশ্ব চন্দ্র-সূর্য-তারা,
নিয়ম ভুলেছে কঠোর নিয়তি, দৈব দিয়াছে সাড়া!

যখনই স্রষ্টা করিয়াছে ভুল, করেছ সংস্কার,
তোমারই অগ্রে স্রষ্টা তোমারে করেছে নমস্কার।
ভৃগুর মতন যখনই দেখেছ অচেতন নারায়ণ,
পদাঘাতে তাঁর এনেছ চেতনা, কেঁপেছে জগজ্জন!
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বক্ষে তব পদ-চিন ধরি
হাঁকিছেন, 'আমি এমনি করিয়া সত্য স্বীকার করি।
জাগাতে সত্য এত ব্যাকুলতা এত অধিকার যার,
তাহার চেতন-সত্যে আমার নিযুত নমস্কার।'
আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনি মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে!
কখন তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে!
লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি।
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশি,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।
চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি,
প্রতাপ-শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি।
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখাল ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি –
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী!
হিমালয় হতে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হতে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণসম ভেসে গেল তব প্রাণ-স্রোতে

ছন্দ-গানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা, আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই!
বিভূতি-তিলক! কৈলাস হতে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্ম-বিভূতি নিয়া!
নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি,
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি!
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিকো অবসর
আমারেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর!

আজিকে নিখিল-বেদনার কাছে মোর ব্যথা কতটুক্,
ভাবিয়া ভাবিয়া সান্ত্বনা খুঁজি, তবু হা হা করে বুক!
আজ ভারতের ইন্দ্র-পতন, বিশ্বের দুর্দিন,
পাষাণ বাংলা পড়ে এককোণে স্তব্ধ অশ্রুহীন।
তারই মাঝে হিয়া থাকিয়া থাকিয়া গুমরি গুমরি ওঠে,
বক্ষের বাণী চক্ষের জলে ধুয়ে যায়, নাহি ফোটে!
দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি,
চেয়ে দেখো আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণ চুমি।
গগনে তেমনই ঘনায়েছে মেঘ, তেমনই ঝরিছে বারি,
বাদলে ভিজিয়া শত স্মৃতি তব হয়ে আসে ঘন ভারী।
পয়গম্বর ও অবতার-যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,
দেখিনিকো মোরা তাঁদেরে, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ।
কিন্তু যখনই বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ-তলে,
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু নয়ন ভরেছে জলে।
সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হয়ে ও-পায়ে পড়েছে লুটি,
সকল গর্ব উঠেছে মধুর প্রণাম হইয়া ফুটি।
বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান, দেখিনিকো চোখে তাহে,
নাহি আপশোশ, দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহানশাহে,
নিমাই লইল সন্ন্যাস প্রেমে, দিইনিকো তাঁরে ভেট,
দেখিয়াছি মোরা 'রাজা-সন্ন্যাসী' প্রেমের জগত-শেঠ।
শুনি, পরার্থে প্রাণ দিয়া দিল অস্থি বনের ঋষি;
হিমালয় জানে, দেখেছি দধীচি গৃহে বসে দিবানিশি!
হে নবযুগের হরিশচন্দ্র! সাড়া দাও, সাড়া দাও!
কাঁদিছে শ্মশানে সুত-কোলে সতী, রাজর্ষি ফিরে চাও!
রাজকুলমান পুত্র-পত্নী সকল বিসর্জিয়া,
চণ্ডাল বেশে ভারত-শ্মশান ছিলে একা আগুলিয়া,
এসো সন্ন্যাসী, এসো সম্রাট, আজি সে শ্মশান-মাঝে,
ওই শোনো তব পুণ্যে জীবন-শিশুর কাঁদন বাজে!

দাতাকর্ণের সম নিজ সুতে কারাগার-যূপে ফেলে

ত্যাগের করাতে কাটিয়াছ বীর বারেবারে অবহেলে।
ইব্রাহিমের মতো বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া
কোরবানি দিলে সত্যের নামে, হে মানব নবি-হিয়া।
ফেরেশতা সব করিছে সালাম, দেবতা নোয়ায় মাথা,
ভগবান-বুকে মানবের তরে শ্রেষ্ঠ আসন পাতা!

প্রজা-রঞ্জন রাম-রাজা দিল সীতারে বিসর্জন,
তাঁরও হয়েছিল যজ্ঞে স্বর্ণ-জানকীর প্রয়োজন;
তব ভাণ্ডার-লক্ষ্মীরে রাজা নিজ-হাতে দিল তুলি
ক্ষুধা-তৃষাতুর মানবের মুখে, নিজে নিলে পথ-ধূলি।
হেম-লক্ষ্মীর তোমারও জীবনযাগে ছিল প্রয়োজন,
পুড়িলে যজ্ঞে, তবু নিলে নাকো দিলে যা বিসর্জন!
তপোবলে তুমি অর্জিলে তেজ বিশ্বামিত্র-সম,
সারা বিশ্বের ব্রাহ্মণ তাই বন্দিছে নমো নমো!

হে যুগ-ভীষ্ম। নিন্দার শরশয্যায় তুমি শুয়ে
বিশ্বের তরে অমৃতমন্ত্র বীর-বাণী গেলে থুয়ে।
তোমার জীবনে বলে গেলে – ওগো কল্কি আসার আগে
অকল্যাণের কুরুক্ষেত্রে আজও মাঝে মাঝে জাগে
চিরসত্যের পাঞ্চজন্য, কৃষ্ণের মহাগীতা,
যুগে যুগে কুরু-মেদ-ধূমে জ্বলে অত্যাচারের চিতা।
তুমি নবব্যাস, গেলে নবযুগ-জীবন-ভারত রচি,
তুমিই দেখালে – ইন্দ্রেরই তরে পারিজাত-মালা, শচী!

আসিলে সহসা অত্যাচারীর প্রাসাদ-স্তম্ভ টুটি
নব-নৃসিংহ-অবতার তুমি, পড়িল বক্ষে লুটি
আর্ত-মানব-হৃদি-প্রহ্লাদ, পাগল মুক্তি-প্রেমে!
তুমি এসেছিলে জীবন-গঙ্গা তৃষাতুর তরে নেমে।
দেবতারা তাই স্তম্ভিত হেরো দাঁড়ায়ে গগন-তলে,
নিমাই তোমারে ধরিয়াছে বুকে, বুদ্ধ নিয়াছে কোলে।

তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিকো সন্দেহ
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি।
হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব!
নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরানে তুমিই বাঁধিলে সেতু!
জানি না আজিকে কী অর্ঘ্য দেবে হিন্দু-মুসলমান,

ঈর্ষাপঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ।

হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে করেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যু-শ্মশান আজিকে মিত্রময়!
তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক-হুল,
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!
কে যে ছিলে তুমি, জানি নাকো কেহ, দেবতা কি আওলিয়া,
শুধু এই জানি, হেরে আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

আজ দিকে দিকে বিপ্লব-অহিদল খুঁজে ফেরে ডেরা,
তুমি ছিলে এই নাগ-শিশুদের ফণি-মনসার বেড়া।
তুমিই রাজার ঐরাবতের পদতল হতে তুলে
বিষ্ণু-শ্রীকর-অরবিন্দরে আবার শ্রীকরে থুলে!
তুমি দেখেছিলে ফাঁসির গোপীতে বাঁশির গোপীমোহন
তোমার ভগ্ন চাকায় জড়ায়ে চালায়েছে এরা রথ,
আপন মাথার মানিক জ্বালায়ে দেখায়েছে রাতে পথ।
আজ পথ-হারা আশ্রয়হীন তাহারা যে মরে ঘুরে,
গুহা-মুখে বসি ডাকিছে সাপুড়ে মারণমন্ত্র সুরে!

যেদিকে তাকাই কূল নাহি পাই, অকূল হতাশ্বাস,
কোন শাপে ধরা স্বরাজরথের চক্র করিল গ্রাস?
যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে রণে পড়িল সব্যসাচী,
ওই হেরো, দূরে কৌরবসেনা উল্লাসে ওঠে নাচি।
হিমালয় চিরে আগ্নেয়-যান চিৎকার করি ছুটে,
শত ক্রন্দন-গঙ্গা যেন গো পড়িছে পিছনে টুটে!
স্তব্ধ-বেদনা গিরিরাজ ভয়ে জলদে লুকায় কায় –
নিখিল অশ্রু-সাগর বুঝিবা তাহারে ডুবাতে চায়!
টুটিয়াছে আজ গর্ব তাহার, লাজে নত উঁচু শির,
ছাপি হিমাদ্রি উঠিছে প্রণাম সমগ্র পৃথিবীর!
ধূর্জটি-জটাবাহিনী গঙ্গা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে,
তারই নীচে চিতা – যেন গো শিবের ললাটে অগ্নি জ্বলে!

মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি তোমার প্রাণ,
কালো মুখ তার হল আলোময়, শ্মশানে উঠিছে গান!
অগুরু-পুষ্প-চন্দন পুড়ে হল সুগন্ধতর,
হল শুচিতর অগ্নি আজিকে, শব হল সুন্দর।
ধন্য হইল ভাগীরথীধারা তব চিতা-ছাই মাখি,
সমিধ হইল পবিত্র আজি কোলে তব দেহ রাখি।

অসুরনাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্‌বোধনে

আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজদলনী জাগে কিনা – আছে চাহিয়া ভারতভূমি।

হুগলি
১১ই আষাঢ় ১৩৩২
রাজ-ভিখারি

কোন্ ঘর-ছাড়া বিবাগির বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি

ওগো চির-বৈরাগী!

দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি –

ওগো চির-বৈরাগী!

ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,

জানিতে না কে সে পথের কাঙাল

ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি,
তুমি
সুধার দেবতা 'ক্ষুধা' 'ক্ষুধা' বলে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি –

ওগো চির-বৈরাগী।

আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক-রঙে রেঙে,

মোহ-ঘুমপুরী উঠিল শিহরি চমকিয়া ঘুম ভেঙে,

জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী

রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,

সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী!

কে গো নারায়ণ, নররূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী –

ওগো চির-বৈরাগী!

‘দেহি ভবতি ভিক্ষাম’ বলি দাঁড়ালে রাজ-ভিখারি,

খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী।

বলিলে, ‘দেবে না? লহো তবে দান

ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ!’ –

দিল না ভিক্ষা, নিল নাকো দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী!

যে-জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি॥

হুগলি
১৭ই আষাঢ় ১৩৩২

ছায়ানট

উৎসর্গ
আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু
মুজফ্‌ফর আহমদ
ও
কুতুবউদ্দীন আহমদ
করকমলে –

বিজয়িনী

হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার
বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।

আমার
সমর-জয়ী অমর তরবারী

দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
এখন
এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,
এই

হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥

ওগো জীবন-দেবী!

আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল,
আজ
বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল!

আজ
বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে,

বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত
তৃণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে,
আমি
বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে॥

কুমিল্লা
অগ্রায়ণ ১৩২৮

কমল-কাঁটা
আজকে দেখি হিংসামদের মত্ত-বারণ-রণে
জাগ্‌ছে শুধু মৃণালকাঁটা আমার কমলবনে।

উঠল কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্তকমল
কে ছিঁড়িল-বাঁধ-ভরা জল
শুধায় ক্ষণে ক্ষণে।
ঢেউয়ের দোলায় মরাল-তরী নাচ্‌বে না আনমনে॥
কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি!

আস্‌বে কি আর পথিক-বালা?
পরবে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্বলবে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধবে কে কঙ্কণে?
কলিকাতা
আশ্বিন ১৩৩১

চৈতি হাওয়া

১

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে-পাইনি খুঁজে আর
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার!
আজকে তোমার জন্মদিন -
স্মরণবেলায় নিদ্রাহীন
হাত্‌ড়ে ফিরি হারিয়ে-যাওয়ার অকূল অন্ধকার!
এই-সে হেথাই হারিয়ে গেছে কুড়িয়ে-পাওয়া হার!

২

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল?
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ,
নিটোল ঢেউ-এর ভাঙলে বুক,-
কোন্ পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন দেবতার কোন্ সে পাষাণ-তল?

৩

অস্ত-খেয়ার হারামাণিক-বোঝাই-করা না’
আস্‌ছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ।
ঘাটে আমি রই বসে
আমার মাণিক কই গো সে?
পারাবারের ঢেউ-দোলানী হান্‌ছে বুকে ঘা!
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা!

৪

বইছে আবার চৈতী হাওয়া গুমরে ওঠে মন,
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন।
তেমনি আবার মহুয়া-মউ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা-বউ
পান করে ওই ঢুল্‌ছে নেশায়, দুল্‌ছে মহুল-বন,
ফুল-শৌখিন্ দখিন হাওয়ায় কানন উচাটন!

৫

পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি জুঁই,
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপনি যেত নুই।
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাব হয়ে ফুটত গাল!
থলকমলী আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই!
বকুলশাখা ব্যকুল হত, টলমলাত ভুঁই!

৬
চৈতী রাতের গাইত গজল বুলবুলিয়ার রব,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর!
ভুঁই- তারকা সুন্দরী
সজনে ফুলের দল ঝরি
থোপা থোপা লাজ ছড়াত দোলন-খোঁপার পর,
ঝাঁঝাল হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙার স্বর!

৭
পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ!
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ।
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই,
বলতে, ‘আমি অমনি চাই!’
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, ঠোঁটে দিতাম মউ।
হিজল শাখায় ডাকত পাখি ‘বউ গো কথা কউ।’

৮
ডাকত ডাহুক জল- পায়রা নাচত ভরা বিল,
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আসমানে গাঙ-চিল।
হঠাৎ জলে রাখতে পা,
কাজলা দীঘির শিউরে গা-
কাঁটা দিয়ে উঠত মৃণাল ফুটত কমল-ঝিল!
ডাগর চোখে লাগত তোমার সাগর দীঘির নীল।

৯
উদাস দুপুর কখন গেছে এখন বিকেল যায়,
ঘুম জড়ানো ঘুমতী নদীর ঘুমুর পরা পায়।
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউ-এর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে হায়!
মাঠের বাঁশী বন-উদাসী ভীমপলাশী গায়।

১০
বাউল আজি বাউল হল আমরা তফাতে!
আম-মুকুলের গুঁজি-কাঠি দাও কি খোঁপাতে?
ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজো কি আর প্রিয়ে?
প্রজাপতির ডাক-ঝরা সোনার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে?

১১
বউল ঝরে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের পীড়ায় টসটসে বুক ঝুরছে গোলাপবজাম!
কামরাঙারা রাঙল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের,
স্মরণ করে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম-
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায় কে দেবে দাম।

১২
করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হতে তোর,
ভেবেছিলুম গাঁথ্‌ব মালা পাইনে খুঁজে ডোর!
সেই চাহনি নীল-কমল
ভরল আমার মানস-জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম্মমূলে মোর।
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাতনরী-হার লোর।

১৩
তরী আমার কোন্ কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কমলা নেবুর ফুল।
পাহাড়তলীর শালবনায়
বিষের মত নীল ঘনায়!
সাঁঝ পরেছে ওই দ্বিতীয়ার-চাঁদ-ইহুদী-দুল।
হায় গো, আমার ভিন্ গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল।

১৪
কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চৈত-তোমার দেখা নেই।
কণ্ঠে কাঁদে একটি স্বর-
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর?
তেমনি করে জাগছে কি রাত আমার আশাতেই?
কুড়িয়ে পাওয়া বেলায় খুঁজি হারিয়ে-যাওয়া খেই!

১৫
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'
এই তরীতে হয়ত তোমার পড়বে রাঙা পা।
আবার তোমার সুখ-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'॥

হুগলি
চৈত্র ১৩৩১

বেদনা-অভিমান

ওরে আমার বুকের বেদনা!
ঝঞ্ঝা-কাতর নিশীথ রাতের কপোত সম রে
আকুল এমন কাঁদন কেঁদো না।

কখন সে কার ভুবনভরা ভালোবাসা হেলায় হারালি,
তাইতো রে আজ এড়িয়ে চলে সকল স্নেহে পথে দাঁড়ালি!
ভিজে ওঠে চোখের পাতা তোর,
একটি কথায় – অভিমানী মোর!
ডুকরে কাঁদিস বাঁধনহারা, ‘ওগো, আমায় বাঁধন বেঁধো না’।

বাঁধন গৃহের সইল না তোর,
তাই বলে কিমায়াও ঘরের ডাক দেবে না তোকে?
অভিমানী গৃহহারা রে!

চললে একা মরুর পথেও
সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাকবে নত চোখে,
ডাকবে বধূ সন্ধ্যাতারা যে!

জানি ওরে, এড়িয়ে যারে চলিস তারেই পেতে চলিস পথে।
জোর করে কেউ বাঁধে না তাই বুক ফুলিয়ে চলিস বিজয়রথে।
ওরে কঠিন! শিরীষকোমল তুই!
মর্মর তোর মর্মে ছাপা বেল কামিনী জুঁই!
বুকপোরা তোর ভালবাসা, মুখে মিছে বলিস ‘সেধো না’।
আমার বুকের বেদনা।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

নিশীথ-প্রীতম

হে মোর প্রিয়,
হে মোর
নিশীথ-রাতের গোপন সাথি!
মোদের
দুইজনারেই জনম ভরে কাঁদতে হবে গো –

শুধু
এমনি করে সুদূর থেকে, একলা জেগে রাতি।
যখন
ভুবন-ছাওয়া আঁচল পেতে নিশীথ যাবে ঘুম,

আকাশ বাতাস থমথমাবে সব হবে নিঝঝুম,
তখন
দেব দুঁহু দোঁহার চিঠির নাম-সহিতে চুম!
আর
কাঁপবে শুধু গো,
মোদের
তরুণ বুকের করুণ কথা আর শিয়রে বাতি।

মোরা
কে যে কত ভালোবাসি কোনোদিনই হবে না তা বলা,
কভু
সাহস করে চিঠির বুকেও আঁকব না সে কথা;
শুধু
কইতে-নারার প্রাণপোড়ানি রইবে দোঁহার ভরে বুকের তলা।

শুধু   চোখে চোখে চেয়ে থাকার –

বুকের তলায় জড়িয়ে রাখার

ব্যাকুল কাঁপন নীরব কেঁদে কইবে কি তার ব্যথা!

কভু
কী কথা সে কইতে গিয়ে হঠাৎ যাব থেমে,

অভিমানে চারটি চোখেই আসবে বাদল নেমে।
কত
চুমুর তৃষায় কাঁপবে অধর, উঠবে কপোল ঘেমে।
হেথা
পুরবে নাকো ভালোবাসার আশা অভাগিনি,
তাই
দলবে বলে কলজেখানা রইনু পথে পাতি।

কুমিল্লা
অগ্রহায়ণ ১৩২৮

অ-বেলায়

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাটল যামিনী।

অবেলাতেই পড়ল ঝরে কোলের কামিনী –

ও সে শিথিল কামিনী।

খেলার জীবন কাটিয়ে হেলায়

দিন না যেতেই সন্ধেবেলায়

মলিন হেসে চড়ল ভেলায়

মরণ-গামিনী।

আহা

একটু আগে তোমার দ্বারে কেন নামিনি।

আমার অভিমানিনী।

ঝরার আগে যে কুসুমে দেখেও দেখি নাই

ও যে

বৃথাই হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল, ছোট্ট বুকের একটু সুরভি

আজ তারই সেই শুকনো কাঁটা বিঁধচে বুকে ভাই –

আহা

সেই সুরভি আকাশ কাঁদায় ব্যথায় যেন সাঁঝের পুরবি।

জানলে না সে ব্যথাহতা

পাষাণ-হিয়ার গোপন কথা,

বাজের বুকেও কত ব্যথা

কত দামিনী!

আমার

বুকের তলায় রইল জমা গো –

না-কওয়া সে অনেক দিনের অনেক কাহিনি।
আহা
ডাক দিলি তুই যখন, তখন কেন থামিনি!

আমার অভিমানিনী।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

হার-মানা-হার
তোরা
কোথা হতে কেমনে এসে

মণি-মালার মতো আমার কণ্ঠে জড়ালি।
আমার
পথিক-জীবন এমন করে

ঘরের মায়ায় মুগ্ধ করে বাঁধন পরালি।

আমায়
বাঁধতে যারা এসেছিল গরব করে হেসে
তারা
হার মেনে হায় বিদায় নিল কেঁদে,
তোরা
কেমন করে ছোট্ট বুকের একটু ভালোবেসে
ওই
কচি বাহুর রেশমি ডোরে ফেললি আমায় বেঁধে!
তোরা
চলতে গেলে পায়ে জড়াস,

'না' 'না' বলে ঘাড়টি নড়াস,
কেন
ঘর-ছাড়াকে এমন করে

ঘরের ক্ষুধা স্নেহের সুধা মনে পড়ালি।

ওরে
চোখে তোদের জল আসে না–

চমকে ওঠে আকাশ তোদের

চোখের মুখের চপল হাসিতে।
ওই
হাসিই তো মোর ফাঁসি হল,
ওকে
ছিঁড়তে গেলে বুকে লাগে,

কাতর কাঁদন ছাপা যে ও হাসির রাশিতে!
আমি
চাইলে বিদায় বলিস, ‘উঁহু,

ছাড়ব নাকো মোরা’
ওই
একটু মুখের ছোট্ট মানাই এড়িয়ে যেতে নারি,
কত
দেশ-বিদেশের কান্নাহাসির

বাঁধনছেঁড়ার দাগ যে বুকে পোরা,
তোরা
বসলি রে সেই বুক জুড়ে আজ,

চিরজয়ীর রথটি নিলি কাড়ি।
ওরে
দরদিরা! তোদের দরদ

শীতের বুকে আনলে শরৎ,
তোরা
ঈষৎ-ছোঁয়ায় পাথরকে আজ

কাতর করে অশ্রুভরা ব্যথায় ভরালি।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

লক্ষীছাড়া
আমি
নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন।
শেষে
সে-ই আমারে কাঁদায়, যারে করি আপনারই জন।

দূর হতে মোর বাঁশির সুরে

পথিক-বালার নয়ন ঝুরে
তার
ব্যথায়-ভরাট ভালোবাসায় হৃদয় পুরে গো!
তারে
যেমনি টানি পরান-পুটে

অমনি সে হায় বিষিয়ে উঠে!
তখন
হারিয়ে তারে কেঁদে ফিরি সঙ্গীহারা পথটি আবার নিজন।

মুগ্ধা ওদের নেই কোনো দোষ, আমিও ওগো ধরা দিয়ে মরি,

প্রেম-পিয়াসি প্রণয়ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তিহারা,

ঘরবাসীদের প্রাণ যে কাঁদে পরবাসীদের পথের ব্যথা স্মরি

তাইতো তারা এই উপোসির ওষ্ঠে ধরে ক্ষীরের থালা,

শান্তিবারিধারা।

ঘরকে পথের বহ্নিঘাতে

দগ্ধ করি আমার সাথে,

লক্ষ্মী ঘরের পলায় উড়ে এই সে শনির দৃষ্টিপাতে গো!

জানি আমি লক্ষ্মীছাড়া

বারণ আমার উঠান মাড়া,
আমি
তবু কেন সজল চোখে ঘরের পানে চাই?

নিজেই কি তা জানি আমি ভাই?
হায়
পরকে কেন আপন করে বেদন পাওয়া, পথেই যাহার

কাটবে জীবন বিজন?
আর
কেউ হবে না আপন যখন, সব হারিয়ে চলতে হবে

পথটি আমার নিজন।
আমি
নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন।

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২৮

শেষের গান
আমার
বিদায়-রথের চাকার ধ্বনি ওই গো এবার কানে আসে।

পুবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউয়ের বনে দিঘল শ্বাসে।

ব্যথায় বিবশ গুলঞ্চ ফুল

মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,

মাটির মায়ের কোলের মায়া ওগো আমার প্রাণ উদাসে।

অঙ্গ আসে অলস হয়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে,

স্বপনপারের বিদেশিনীর হিম-ছোঁয়া যায় নয়ন চুমে।

হাতছানি দেয় অনাগতা,

আকাশ-ডোবা বিদায়-ব্যথা

লুটায় আমার ভুবন ভরি বাঁধন ছেঁড়ার কাঁদন-ত্রাসে।

মোর বেদনার কর্পূরবাস ভরপুর আজ দিগ্‌বলয়ে,

বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারার ভয়ে।

হারিয়ে পাওয়া মানসী হায়

নয়নজলে শয়ন তিতায়,

ওগো, এ কোন্ জাদুর মায়ায় দু-চোখ আমার জলে ভাসে।

আজ
আকাশ-সীমায় শব্দ শুনি অচিন পায়ের আসা-যাওয়ার,

তাই মনে হয় এই যেন শেষ আমার অনেক দাবি-দাওয়ার।

আজ কেহ নাই পথের সাথি,

সামনে শুধু নিবিড় রাতি,
আমায়
দূরের বাঁশি ডাক দিয়েছে, রাখবে কে আর বাঁধন-পাশে।
কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

নিরুদ্দেশের যাত্রী
নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হল শুরু।
নিবিড় সে-কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ বুক কাঁপল দুরু-দুরু।

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অমনি মুহুর্মুহু
ঘরছাড়া ডাক করলে শুরু অথির বিদায়-কুহু
উহু উহু উহু!
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অমনি বাঁধে ধরল ভাঙন –
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন –
খুঁজে বেড়াই কোন আগুনে কাঁকন বাজে গো!
বেরিয়ে দেখি ছুটছে কেঁদে বাদলি হাওয়া হু হু!
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন, দেয়ার গুরু গুরু।

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, ‘আর বাঁচিনে! কোথায় প্রিয়,
কোথায় নিরুদ্দেশ?’
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপটা মারে নিশীথ-মেঘের
আকুল চাঁচর কেশ।

‘তাল-বনা’তে ঝঞ্ঝা তাথই হাততালি দেয় বজ্রে বাজে তূরী,
মেখলা ছিঁড়ি পাগলি মেয়ে বিজলি-বালা নাচায় হিরের চুড়ি

ঘুরি ঘুরি ঘুরি
ও সে সকল আকাশ জুড়ি!

থামল বাদল রাতের কাঁদা,
হাসল, আমার টুটল ধাঁধা,
হঠাৎ ও কার নূপুর শুনি গো?
থামল নূপুর, ভোরের তারা বিদায় নিল ঝুরি।
আমি
এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথে গো!
আজ
অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু-ঝুরু।

কলিকাতা
চৈত্র ১৩২৭

চিরন্তনী প্রিয়া
এসো এসো এসো আমার চির-পুরানো!
বুক জুড়ে আজ বসবে এসো হৃদয়-জুড়ানো!
আমার চির-পুরানো!

পথ বিপথে কতই আমার নিত্য নূতন বাঁধন এসে যাচে,
কাছে এসেই অমনি তারা পুড়ে মরে আমার আগুন আঁচে।
তারা এসে ভালোবাসার আশায়
একটুকুতেই কেঁদে ভাসায়,
ভীরু তাদের ভালোবাসা কেঁদেই ফুরানো।
বিজয়িনী চিরন্তনী মোর!
একা তুমিই হাস বিজয়-হাসি দীপ দেখিয়ে পথে ঘুরানো।

তুমি যেদিন মুক্তি দিলে হেসে বাঁধন কাটলে আপন হাতে,
প্রেম-গরবি আপন প্রেমের জোরে,
জানতে আমায় সইবে না কেউ বইবে না ভার
হার মেনে সে আসতে হবে আবার তোমার দোরে।

গরবিনি! গর্ব করে এই কপালে লিখলে জয়ের টিকা
‘চঞ্চল এই বাঁধন-হারায় বাঁধতে পারে এক এ সাহসিকা!’
প্রিয়! তাই কি আমার ভালোবাসা
সবাই বলে সর্বনাশা,
এই ধূমকেতু মোর আগুন-ছোঁয়া বিশ্ব-পোড়ানো?
সর্বনাশী চপল প্রিয়া মোর!
তবে অভিশাপের বুকে তুমিই হাসবে এসো

নয়ন ঝুরানো॥
কলিকাতা
ভাদ্র১৩২৮

বেদনা-মণি

একটি শুধু বেদনা মানিক আমার মনের মণিকোঠায়

সেই তো আমার বিজন ঘরে দুঃখ রাতের আঁধার টুটায়।

সেই মানিকের রক্ত-আলো

ভুলাল মোর মন ভুলাল গো।

সেই মানিকের করুণ কিরণ আমার বুকে মুখে লুটায়।

আজ
রিক্ত আমি কান্না হাসির দাবি দাওয়ার বাঁধন ছিঁড়ে
ওই
বেদনা-মণির শিখার মায়াই রইল একা জীবন ঘিরে।

এ কালফণী অনেক খুঁজি

পেয়েছে ওই একটি পুঁজি গো!
আমার
চোখের জলে ওই মণিদীপ আগুন হাসির ফিনিক ফোটায়।

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩২৮

পরশ পূজা
আমি
এদেশ হতে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম,
আর
কাঁদবে এ বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম,

তখন মুকুর পাশে একলা গেহে

আমারই এই সকল দেহে

চুমব আমি চুমব নিজেই অসীম স্নেহে গো,
আহা
পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম।

তখন তুমি নাইবা প্রিয় নাই বা রলে কাছে।

জানব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো
তোমার
বাহুর বুকের শরম-ছোঁয়ার কাঁপন লেগে আছে।
তখন
নাই বা আমার রইল মনে

কোনখানে মোর দেহের বনে

জড়িয়ে ছিলে লতার মতন আলিঙ্গনে গো,
আমি
চুমোয় চুমোয় ডুবাব এই সকল দেহ মম,

এদেশ হতে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম।

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৮।

অনাদৃতা

ওরে অভিমানিনী!

এমন করে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।

পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দু-দিন এসেছিলি,

সকল সহা! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি।

হেলায় বিদায় দিনু যারে

ভেবেছিনু ভুলব তারে হায়!

ভোলা কি তা যায়?
ওরে
হারা-মণি! এখন কাঁদি দিবস-যামিনী।

অভাগি রে! হাসতে এসে কাঁদিয়ে গেলি,

নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,

ব্যথা দেওয়ার ছলে নিজেই সইলি ব্যথা রে,
বুকে
সেই কথাটাই কাঁটার মতন বেঁধে!

যাবার দিনে গোপন ব্যথা বিদায়-বাঁশির সুরে

কইতে গিয়ে উঠল দু-চোখ নয়নজলে পুরে!

না কওয়া তোর সেই সে বাণী,

সেই হাসিগান সেই মু-খানি, হায়!
আজও
খুঁজি সকল ঠাঁই।
তোরে
যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনিনি?

ওরে অভিমানিনী।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

শায়ক-বেঁধা পাখী

রে নীড়-হারা, কচি বুকে শায়ক-বেঁধা পাখী!
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি কিছুই দেখি না যে?
ওরে মাণিক! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে-
তোর
জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি’।

ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী,

কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

বক্ষে বিঁধে বিষ মাখানো শর,
পথ-ভোলা রে! লুটিয়ে পলি এ কার বুকের পর!
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর?
তোর
ব্যথার শানি- লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি?

ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখি!

কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

হায়, এ কোথায় শান্তি- খুঁজিস্ তোর?
ডাক্‌ছে দেয়া, হাঁকছে হাওয়া, কাঁপছে কুটির মোর!
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর,
দুলে
দুঃখ রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি থাকি।

ওরে আমার কোমল বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখি!

এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে,
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে!
মাণিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে,
ওরে
তাই তো ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি!

ওরে আমার হারামণি! ওরে আমার পাখি!

কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

হারিয়ে পাওয়া ওরে আমার মাণিক!
দেখেই তোরে চিনেছি, আয় বক্ষে ধরি খানিক!

বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,
ওরে
হারার ভয়ে ফেলতে পারে চিরকালের মা কি?

ওরে আমার কোমল বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখী!

কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি।

এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই তো আমার নোস রে অতিথ অতীত কালের কেহ,

বারে বারে নাম হারায়ে এসেছিস এই গেহ!
এই
মায়ের বুকে থাক যাদু তোর যদিন আছে বাকি!

প্রাণের আড়াল করতে পারে সৃজন দিনের মা কি?

হারিয়ে যাওয়া? ওরে পাগল, সে তো চোখের ফাঁকি!

কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

হারামণি
এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালি!
কে রে ও তুই কে রে?
আহা ব্যথার সুরে রে,
এমন চেনা স্বরে রে,
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারই বুকের পরে রে।
এ কোন পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি?

কোন্ জননির দুলাল রে তুই, কোন্ অভাগির হারামণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে
আহা ছলছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া
সারাখনই উছলে যেন পিছল ননি রে!
মুখভরা তোর ঝরনাহাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
আমার মলিন ঘরের বুকে মুখে লুটায় আসি রে!
বুক-জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ দ্বারে দ্বারে কর হেনে যে যায়
কেউ কি তারে ডাক দিল না? ডাকল যারা তাদের কেন
দলে এলি পায়?

কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন
থমকে দাঁড়ালি?

এমন চমকে আমায় চমক লাগালি?
এই কি রে তোর চেনা গৃহ, এই কিরে তোর চাওয়া স্নেহ হায়!
তাই কি আমার দুখের কুটির হাসির গানের রঙে রাঙালি?
হে মোর স্নেহের কাঙালি।
এ সুর যেন বড়োই চেনা, এ স্বর যেন আমার বাছার,
কখন সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু হয় না মনে রে!
না চিনেই আজ তোকে চিনি, আমারই সেই বুকের মানিক,
পথ ভুলে তুই পালিয়ে ছিলি সে কোন ক্ষণে সে কোন বনে রে!

দুষ্টু ওরে, চপল ওরে, অভিমানী শিশু!

মনে কি তোর পড়ে না তার কিছু?

সেই অবধি জাদুমণি কত শত জনম ধরে
দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে রে,
আমি
মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের
মা হয়ে বাপ খুঁজেছি তোরে!
দেখা দিলি আজকে ভোরে রে!

উঠছে বুকে হাহা ধ্বনি

আয় বুকে মোর হারামণি,
আমি
কত জনম দেখিনি যে ওই মু-খানি রে!

পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন করে বিশ্ব-মায়ের
ফাঁদ পেতেছি যে!
আচমকা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা-স্নেহে হঠাৎ জাগালি।
গৃহহারা বাছা আমার রে!

চিনলি কি তুই হারা-মায়ে চিনলি কি তুই আজ?

আজকে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান
তাই কি টাঙালি?

মোর স্নেহের কাঙালি।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

নীল পরি
ওই
সর্ষে ফুলে লুটাল কার

হলুদ-রাঙা উত্তরি।

উত্তরি-বায় গো –
ওই
আকাশ-গাঙে পাল তুলে যায়

নীল সে পরির দূর তরি॥

তার
অবুঝ বীণার সবুজ সুরে

মাঠের নাটে পুলক পুরে,
ওই
গহন বনের পথটি ঘুরে

আসছে দূরে কচিপাতা দূত ওরই॥

মাঠঘাট তার উদাস চাওয়ায়

হুতাশ কাঁদে গগন মগন

বেণুর বনে কাঁপচে গো তার

দীঘল শ্বাসের রেশটি সঘন।
তার
বেতস-লতায় লুটায় তনু,

দিগ্‌বলয়ে ভুরুর ধনু,
সে
পাকা ধানের হীরক-রেণু

নীল নলিনীর নীলিম-অণু

মেখেছে মুখ বুক ভরি॥
ট্রেনে কুমিল্লার পথে
চৈত্র ১৩২৭

স্নেহ-ভীতু
ওরে
এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী নামল আমার সাহারায়?

বক্ষে কাঁদার বান ডেকেছে, আজ হিয়া কূল না হারায়!

কণ্ঠে চেপে শুষ্ক তৃষা

মরুর সে পথ তপ্ত সিসা,

চলতে একা পাইনি দিশা ভাই;

বন্ধ নিশাস – একটু বাতাস!

এক ফোঁটা জল জহর-মিশা! –

মিথ্যা আশা, নাই সে নিশানাই!

হঠাৎ ও কার ছায়ার মায়া রে? –
যেন
ডাক-নামে আজ গাল-ভরা ডাক ডাকছে কে ওই মা-হারায়!

লক্ষ যুগের বক্ষ-ছাপা তুহিন হয়ে যে ব্যথা আর কথা ছিল ঘুমা,

কে সে ব্যথায় বুলায় পরশ রে? –
ওরে
গলায় তুহিন কাহার কিরণতপ্ত সোহাগ-চুমা?

ওরে ও ভূত, লক্ষ্মীছাড়া,

হতভাগা, বাঁধনহারা।

কোথায় ছুটিস! একটু দাঁড়া, হায়!

ওই তো তোরে ডাকচে স্নেহ,

হাতছানি দেয় ওই তো গেহ,

কাঁদিস কেন পাগল-পারা তায়?
এত
ডুকরে কিসের তিক্ত কাঁদন তোর?

অভিমানি! মুখ ফেরা দেখ যা পেয়েচিস তাও হারায়!
হায়,
বুঝবে কে যে স্নেহের ছোঁয়ায় আমার বাণী রা হারায়।
দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

পলাতকা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা?

ওরে আমার পলাতকা!
তোর
পড়্‌লো মনে কোন্ হারা-ঘর,

স্বপন-পারের কোন অলকা?

ওরে আমার পলাতকা!

তোর জল ভরেচে চপল চোখে,

বল   কোন হারা-মা ডাকলো তোকে রে?

ওই   গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়

হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়-

উতল পাগল! চিনিস কি তুই চিনিস ওকে রে?
যেন
বুক-ভরা ও গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, ‘আয়,

ওরে আয় আয় আয়,

কেবল আয় যে আমার দুষ্টু খোকা!

ওরে আমার পলাতকা!’

দখিন হাওয়ায় বনের কাঁপনে—

দুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর

ডাক দিয়েছে আজ?

এত দিনে চিনলি কি রে পর ও আপনে!

নিশিভোরেই তাই কি আমার নামলো ঘরে সাঁঝ!

ধানের শীষে, শ্যামার শিসে—

জাদুমণি! বল সে কিসে রে,

তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন!

চোখ-ভরা তোর উছলে কাঁদন রে!

তোরে কে পিয়ালো সবুজ স্নেহের কাঁচা বিষে রে!

যেন আচম্‌কা কোন শশক-শিশু চমকে ডাকে হায়,

‘ওরে আয় আয় আয়—

আয় রে খোকন আয়,

বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা!

ওরে চপল পলাতকা।’

কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

চিরশিশু

নাম-হারা তুই পথিক-শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন্ নামের আজ পরলি কাঁকনম বাঁধনহারায় কোন কারা এ।
  আবার মনের মতন করে
  কোন নামে বল ডাকব তোরে!
  পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
   ছিলি ওরে এলি ওরে
   বারে বারে নাম হারায়ে।

ওরে যাদু ওরে মাণিক, আঁধার ঘরের রতণমণি!
ক্ষুধিত ঘর ভরলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননি।
  আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
  কান্না-সায়র উথলে বুকে,
  নতুন নামে ডাকতে তোকে
      ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে
      উঠছে কেন মন ভারায়ে!
অস্ত হতে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে।

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩২৭

মানস-বধূ
যেমন
ছাঁচি পানের কচি পাতা প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায়,

ঠোঁট দুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অমনি নোয়ায়।

        জল-ছলছল উড়ু-উড়ু চঞ্চল তার আঁখির তারা,

        কখন বুঝি দেবে ফাঁকি সুদূর পথিক-পাখির পারা,

                নিবিড় নয়ন-পাতার কোলে,

                গভীর ব্যথার ছায়া দোলে,

মলিন চাওয়া (ছাওয়া) যেন দূরের সে কোন্ সবুজ ধোঁয়ায়।

সিঁথির বীথির খসে-পড়া কপোল-ছাওয়া চপল অলক

পলক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক।
পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,
মুখ মুছে যায় সন্ধে এসে,
বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোয়ায়।

দিঘল শ্বাসের বাউল বাজে নাসার সে তার জোড়-বাঁশিতে,
পান্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোঁট-চাপা তার চোর হাসি সে।
ম্লান তার লাল গালের লালিম,
রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম,
গাগরি ব্যথার ডুবায় কে তার টোল খাওয়া গাল-চিবুক-কুয়ায়।

চায় যেন সে শরম-শাড়ির ঘোমটা চিরি পাতা ফুঁড়ি,
আধফোঁটা বউ মউল-বউল, বোলতা-ব্যাকুল বকুল কুঁড়ি
বোল-ভোলা তার কাঁকন চুড়ি
ক্ষীরের ভিতর হিরের ছুরি,
দু-চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায়।

বুকের কাঁপন হুতাশ-ভরা, বাহুর বাঁধন কাঁদন-মাখা,
নিচোল বুকের কাঁচল আঁচল স্বপন-পারের পরির পাখা।
খেয়াপারের ভেসে-আসা
গীতির মতো পায়ের ভাষা,
চরণ-চুমায় শিউরে পুলক হিমভেজা দুধ-ঘাসের রোঁয়ায়।

সে যেন কোন্ দূরের মেয়ে আমার কবিমানস-বধূ;

বুকপোরা আর মুখভার তার পিছলে পড়ে ব্যথার মধু।

নিশীথ-রাতের স্বপন হেন,

পেয়েও তারে পাইনে যেন,

মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদনভরা চুমায় চুমায়।

নামহারা সেই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোঁয়ায়।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

দহনমালা
হায় অভাগি! আমায় দেবে তোমার মোহন মালা?
বদল দিয়ে মালা, নেবে আমার দহন-জ্বালা?
কোন ঘরে আজ প্রদীপ জ্বেলে
ঘরছাড়াকে সাধতে এলে
গগনঘন শান্তি মেলে, হায়!
দু-হাত পুরে আনলে ও কি সোহাগ-ক্ষীরের থালা
আহাদুখের বরণ ডালা?
পথহারা এই লক্ষ্মীছাড়ার
পথের ব্যথা পারবে নিতে? করবে বহন, বালা?

লক্ষ্মীমণি! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি,
দু-চোখ আমার নয়ন জলে পুরে,
বুক ফেটে যায় তবু এ-হার ছিঁড়তে নাহি পারি,
ব্যথাও দিতে নারি, – নারী! তাই যেতে চাই দূরে।

ডাকতে তোমায় প্রিয়তমা
দু-হাত জুড়ে চাইছি ক্ষমা,
চাইছি ক্ষমা চাইছি ক্ষমা গো!
নয়ন-বাঁশির চাওয়ার সুরে
বনের হরিণ বাঁধবে বৃথা লক্ষ্মী গহনবালা।
কল্যাণী! হায় কেমনে তোমায় দেব
যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন-গালা।

কলিকাতা
চৈত্র১৩২৭

বিদায়-বেলায়
তুমি
অমন করে গো বারে বারে জল-ছল-ছল চোখে চেয়ো না,
জল ছলছল চোখে চেয়ো না।
ওই
কাতর-কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,
শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না।

হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,
আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।

ওই ব্যথাতুর আঁখি কাঁদো-কাঁদো মুখ

দেখি আর শুধু হুহু করে বুক!
চলার তোমার বাকি পথটুকু-
পথিক! ওগো সুদূর পথের পথিক-
হায়,
অমন করে ও অকরুণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ো না,
ওগো আঁখির সলিলে ছেয়ো না।

দূরের পথিক! তুমি ভাব বুঝি
তব ব্যথা কেউ বোঝে না,
তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকি,

পথে ফেরে যারা পথ-হারা,
কোন
গৃহবাসী তারে খোঁজে না,
বুকে
ক্ষত হয়ে জাগে আজো সেই ব্যথা-লেখা কি?

দূর
বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধূধূ মাঠে পথিকে?
এ যে
মিছে অভিমান পরবাসী! দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতি কে!

তবে জান কি তোমার বিদায়- কথায়
কত বুকভাঙা গোপন ব্যথায়

আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায়-
পথিক! ওগো অভিমানী দূর পথিক!
কেহ
ভালোবাসিল না ভেবে যেন আজও
  মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না,
ওগো
যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না॥

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

অকরুণ পিয়া
আমার
পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ওই বাজে গো বিদায়বাঁশি,

পথ-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি।

    পথিক বলে পথের গেহ

    বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,

তাই দেখে তার ঈর্ষাভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি।

তখন মোদের কিশোর বয়স যেদিন হঠাৎ টুটল বাঁধন,

সেই হতে কার বিদায়-বেণুর জগৎ জুড়ে শুনছি কাঁদন।

    সেই কিশোরীর হারা মায়া

    ভুবন ভরে নিল কায়া,

দুলে আজও তারই ছায়া আমার সকল পথে আসি।
কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

ব্যথা-নিশীথ
এই
নীরব নিশীথ রাতে

শুধু
জল আসে আঁখি-পাতে।

কেন
কি কথা স্মরণে রাজে?
বুকে
কার হতাদর বাজে?
কোন
ক্রন্দন হিয়া-মাঝে
ওঠে
গুমরি ব্যর্থতাতে
আর
জল ভরে আঁখি-পাতে।

মম
ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই
নিশীথে লুকাতে নারি,
তাই
গোপনে একাকী শয়নে
শুধু
নয়নে উথলে বারি।

ছিল
সেদিনও এমনই নিশা,
বুকে
জেগেছিল শত তৃষা
তারি
ব্যর্থ নিশাস মিশা
ওই
শিথিল শেফালিকাতে
আর
পূরবীর বেদনাতে।
কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩২৭

সন্ধ্যাতারা
ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা?
তোমার চোখে দৃষ্টি জাগে হারানো কোন মুখের পারা।
  সাঁঝের প্রদীপ আঁচল ঝেঁপে

বঁধুর পথে চাইতে বেঁকে
চাউনিটি কার উঠছে কেঁপে
রোজ সাঁঝে ভাই এমনি ধারা।

কারা হারানো বধূ তুমি অস্তপথে মৌন মুখে
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে।
এই যে নিতুই আসা-যাওয়া,
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধু
তুমিও কি আজ প্রিয়-হারা।
কলিকাতা
কার্তিক ১৩২৭

দূরের বন্ধু

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের বিজন পুরে

ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?
আমার
অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,

ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে।

তোমার বাঁশীর উদাস কাঁদন

শিথিল করে সকল বাঁধন

কাজ হল তাই পথিক-সাধন—

খুঁজে ফেরা পথ-বঁধূরে,

ঘুরে ঘুরে দূরে দূরে।

হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে একটুকুতেই হিংসা জাগে,

তাই তো পথে হয় না থামা — তোমার ব্যথা বক্ষে লাগে!

বাঁধতে বাসা পথের পাশে

তোমার চোখে কান্না আসে,

উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে

শ্বাস ওঠে আর নয়ন ঝুরে,

বন্ধু তোমার সুরে সুরে।

বরিশাল
আশ্বিন ১৩২৭

আশা

হয়ত তোমার পাব দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা।
ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,
আলের পথে বিজন ঘাটে ;
হয়ত এসে মুচকি হেসে
ধরবে আমার হাতটি একা।

ওই নীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা তোমার চাওয়া,
আনলে খবর গোপন-দূতী দিক-পারের ঐ দখিনা হাওয়া।
বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি
আস্তে যাবে নয়না চুমি,
সেই সে কথা লিখচে হোথা
দিগ্‌বলয়ের অরুণ-লেখা।

বরিশাল
আশ্বিন ১৩২৭

মরমি

কোন মরমির মরম ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে,
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে।

বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মতো
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে
কে কয়ে যায় হিয়ার কানে।

উদাস বায়ু ধানের খেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অমনি নামে কাজল-ছায়া!

দুইটি হিয়াই কেমন কেমন
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজল শুধু সাঁঝের গানে,
পুবের বায়ুর হুতাশ তানে।

বরিশাল
আশ্বিন ১৩২৭

মুক্তি-বার
লক্ষ্মী আমার! তোমার পথে আজকে অভিসার।
অনেক দিনের পর পেয়েছি মুক্তি-রবিবার।
দিনের পরে দিন গিয়েছে, হয়নি আমার ছুটি,
বুকের ভিতর মৌন-কাঁদন পড়ত বৃথাই লুটি।
আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া,
লাগল চোখে তোমার চাওয়া,
তাই তো প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার।

তোমার তরে বুকের তলায়
অনেক দিনের অনেক কথা জমা,
কানের কাছে মুখটি থুয়ে
গোপন সে সব কইব প্রিয়তমা।

এবার শুধু কথায়-গানে রাত্রি হবে ভোর,
শুকতারাতে কাঁপবে তোমার নয়ন-পাতার লোর।
তোমায় সেধে ডাকবে বাঁশি,
মলিন মুখে ফুটবে হাসি,
হিম-মুকুরে উঠবে ভাসি করুণ ছবি তার।
দেওঘর
পৌষ১৩২৭

আপন-পিয়াসী
আমার
আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনার,
আমি

শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়।

আমারই মনের তৃষিত আকাশে

কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,

কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায়।
আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘশ্যাম,
অশনি-আলোকে হেরি তারে থিরবিজুলি-উজল অভিরাম।

আমারই রচিত কাননে বসিয়া

পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া,

সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া,
আপনারি গলে দোলে হায়।

কলিকাতা
আষাঢ় ১৩৩১

বিবাগিনী
করেছ পথের ভিখারিনি মোরে কে গো সুন্দর সন্ন্যাসী?
কোন বিবাগির মায়া-বনমাঝে বাজে ঘরছাড়া তব বাঁশি?
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।
তব
প্রেমরাঙা ভাঙা জোছনা
হেরো
শিশির-অশ্রু-লোচনা,
ওই
চলিয়াছে কাঁদি বরষার নদী গৈরিকরাঙা-বসনা।
ওগো
প্রেম-মহাযোগী, তব প্রেম লাগি নিখিল বিবাগি পরবাসী!
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।

মম
একা ঘরে নাথ দেখেছিনু তোমা ক্ষীণ দীপালোকে হীন করি,
হেরি

বাহির আলোকে অনন্তলোকে এ কী রূপ তব মরি মরি!

দিয়া বেদনার পরে বেদনা

নাথ একী এ বিপুল চেতনা
তুমি
জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্ব-দ্যোতনা।
ওগো
নিষ্ঠুর মোর! অশুভ ও-রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি।
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।

হুগলি
আষাঢ় ১৩৩১

প্রতিবেশিনী
আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলত নিতুই সকাল-সাঁঝে।
আর এ পথে চলবে না সে সেই ব্যথা হায় বক্ষে বাজে।

আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুটত লালী গালের টোলে,
টলত চরণ, চাউনি বিবশ কাঁপত নয়ন-পাতার কোলে –
কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলো গো!
কেউ কখনও কইনি কথা,
কেবল নিবিড় নীরবতা
সুর বাজাত অনাহতা
গোপন মরম-বীণার মাঝে।
মূক পথের আজ বুক ফেটে যায় স্মরি তারই পায়ের পরশ
বুক-খসা তার আঁচর-চুমু,
রঙিন ধুলো পাংশু হল, ঘাস শুকাল যেচে বাচাল
জোড়-পায়েলার রুমঝুমু!

আজও আমার কাটবে গো দিন রোজই যেমন কাটত বেলা,
একলা বসে শূন্য ঘরে – তেমনি ঘাটে ভাসবে ভেলা –
অবহেলা হেলাফেলায় গো!
শুধু সে আর তেমন করে
মন রবে না নেশায় ভরে
আসার আশায় সে কার তরে
সজাগ হয়ে সকল কাজে।

ডুকরে কাঁদে মন-কপোতী –
'কোথায় সাথির কূজন বাজে?

সে পা-র ভাষা কোথায় রাজে?’

দেওঘর
মাঘ ১৩২৭

দুপুর-অভিসার
যাস কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে?

সাঁঝ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দু-কূল নাচায়ে
পুকুরপানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাসনে একা হাবা ছুঁড়ি,
অফুট জবা চাঁপা-কুঁড়ি তুই!
দ্যাখ্
রং দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ্‌বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি,
পিক-বধূ সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি –
ওলো
বউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ওই শাখে॥

দুপুর বেলায় পুকুর গিয়ে একূল ওকূল গেল দুকূল তোর,

ওই চেয়ে দ্যাখ পিয়াল-বনের দিয়াল ডিঙে এল মুকুল-চোর।
সারং রাগে বাজায় বাঁশি নাম ধরে তোর ওই,
রোদের বুকে লাগল কাঁপন সুর শুনে ওর সই।
পলাশ অশোক শিমূল-ডালে
বুলাস কি লো হিঙুল গালে তোর?
আ –
আ মলো যা! তাইতে হা দ্যাখ,

শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে

পাগলি মেয়ে! রাগলি নাকি? ছি ছি দুপুর-কালে
বল
কেমনে দিবি সরস অধর-পরশ সই তাকে?

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩২৭

ছলকুমারী

কত
ছল করে সে বারে বারে দেখতে আসে আমায়।
কত
বিনা-কাজের কাজের ছলে চরণ দুটি

আমার দোরেই থামায়।

জানলা-আড়ে চিকের পাশে

দাঁড়ায় এসে কীসের আশে,

আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে

অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল গাল দুটিকে ঘামায়।

সবাই যখন ঘুমে মগন দুরুদুরু বুকে তখন

আমায় চুপে চুপে

দেখতে এসেই মল বাজিয়ে দৌড়ে পলায়,

রং খেলিয়ে চিবুক গালের কূপে!

দোর দিয়ে মোর জলকে চলে

কাঁকন হানে কলস-গলে!

অমনি চোখাচোখি হলে

চমকে ভুঁয়ে নখটি ফোটায়, চোখ দুটিকে নামায়।

সইরা হাসে দেখে তাহার দোর দিয়ে মোর

নিতুই নিতুই কাজ-অকাজে হাঁটা,

করবে কী ও? রোজ যে হারায় আমার দোরেই

শিথিল বেণির দুষ্টু মাথার কাঁটা!

একে ওকে ডাকার ভানে

আনমনা মোর মনটি টানে,

কী যে কথা সেই তা জানে

ছল-কুমারী নানান ছলে আমারে সে জানায়।

পিঠ ফিরিয়ে আমার পানে দাঁড়ায় দূরে

উদাস নয়ান যখন এলোকেশে,

জানি, তখন মনে মনে আমার কথাই ভাবতেছে সে,

মরেছে সে আমায় ভালোবেসে!

বই-হাতে সে ঘরের কোণে

জানি আমার বাঁশিই শোনে,

ডাকলে রোষে আমার পানে,

নয়না হেনেই রক্তকমল-কুঁড়ির সম চিবুকটি তার নামায়।

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

পাপড়ি-খোলা
রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরমকথা
পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ওই শরম-নতা।

কাঁখচুমা তার কলসি-ঠোঁটে
উল্লাসে জল উলসি ওঠে,
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে
বায় যেন হায় নরম লতা।

অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পরদেশী কে
হানলে দিঠি পিয়াস-জাগা পথবালা এই উর্বশীকে!

শূন্য তাহার কন্যা-হিয়া
ভরল বধূর বেদন নিয়া,
জাগিয়ে গেল পরদেশিয়া
বিধুর বধূর মধুর ব্যথা।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
বৈশাখ ১৩২৮

বিধুরা পথিকপ্রিয়া
আজ
নলিন-নয়ান মলিন কেন বলো সখী বলো বলো।

পড়ল মনে কোন্ পথিকের বিদায় চাওয়া ছলছল?

বলো সখী বলো বলো

মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে,

ওই সুদূরের পথ বেয়ে কি দূরের পথিক গেছে চলে –

আবার ফিরে আসবে বলে গো?

স্বর শুনে কার চমকে ওঠ? আ-হা!

ও লো ও যে বিহগ-বেহাগ নির্ঝরিণীর কল-কল।

ও নয় লো তার পায়ের ভাষা, আ-হা,

শীতের শেষের ঝরা-পাতার বিদায় ধ্বনি ও,

কোন কালোরে কোন ভালোরে বাসলে ভালো, আ-হা!

খুঁজছ মেঘে পরদেশি কোন পলাতকার নয়ন-অমিয়?
চুমছ
কারে? ও নয় তোমার চির-চেনার চপল হাসির আলো-ছায়া,

ও যে
গুবাক-তরুর চিকন পাতায় বাদল-চাঁদের মেঘলা মায়া।

ওঠো পথিক-পূজারিনি উদাসিনী বালা!
সে যে
সবুজ-দেশের অবুঝ পাখি কখন এসে যাচবে বাঁধন,

কে জানে ভাই, ঘরকে চলো।

ও কী? চোখে নামল আবার বাদল-ছায়া ঢলঢল?

চলো সখি ঘরকে চলো।

দৌলতপুর, কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮

মনের মানুষ

ফিরনু যেদিন দ্বারে দ্বারে কেউ কি এসেছিল?

মুখের পানে চেয়ে এমন কেউ কি হেসেছিল?

অনেক তো সে ছিল বাঁশি,

অনেক হাসি, অনেক ফাঁসি,
কই
কেউ কি ডেকেছিল আমায়, কেউ কি যেচেছিল?
ওগো
এমন করে নয়ন-জলে কেউ কি ভেসেছিল?

তোমরা যখন সবাই গেলে হেলায় ঠেলে পায়ে,

আমার সকল সুধাটুকুন পিয়ে,

সেই তো এসে বুকে করে তুলল আপন নায়ে

আচমকা কোন্ না-চাওয়া পথ দিয়ে।

আমার যত কলঙ্কে সে

হেসে বরণ করলে এসে
আহা
বুক-জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল?
ওগো
জানত কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল।

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৮

প্রিয়ার রূপ
অধর নিসপিস
নধর কিসমিস
রাতুল তুলতুল কপোল;
ঝরল ফুল-কুল,
করল গুল ভুল
বাতুল বুলবুল চপল।

নাসায় তিলফুল
হাসায় বিলকুল,
নয়ান ছলছল উদাস,
দৃষ্টি চোর-চোর
মিষ্টি ঘোর-ঘোর,
বয়ান ঢলঢল হুতাশ।
অলক দুলদুল
পলক ঢুল ঢুল,
নোলক চুম খায় মুখেই,
সিঁদুর মুখটুক
হিঙুল টুকটুক,
দোলক ঘুম যায় বুকেই।

ললাট ঝলমল
মলাট মলমল
টিপটি টলটল সিঁথির,
ভুরুর কায় ক্ষীণ
শুরুর নাই চিন,
দীপটি জ্বলজ্বল দিঠির।

চিবুক টোল খায়,
কী সুখ-দোল তায়
  হাসির ফাঁস দেয় – সাবাস।
মুখটি গোলগাল,
চুপটি বোলচাল
  বাঁশির শ্বাস দেয় আভাস।

আনার লাল লাল
দানার তার গাল,
  তিলের দাগ তায় ভোমর;
কপোল-কোল ছায়
চপল টোল, তায়
  নীলের রাগ ভায় চুমোর॥
কুমিল্লা
ফাল্গুন ১৩২৮

বাদল-দিনে
১
আদর-গর-গর
বাদর দর-দর
এ-তনু ডর-ডর
  কাঁপিছে থর-থর।
নয়ন ঢল-ঢল
সজল ছল-ছল,
কাজল কালো জল
  ঝরে লো ঝরঝর।

২
ব্যাকুল বন-রাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনি! মন আজি গুমরে মনে মনে।
  বিদরে হিয়া মম
  বিদেশে প্রিয়তম,
  এ জনু পাখি সম
   বরিষা-জরজর।

৩
কাহার ও মেঘোপরি গমন গম-গম?
সখী রে মরি মরি, ভয়ে গা ছম-ছম।
  গগনে ঘন ঘন

সঘনে শোনো-শোনো
ঝনন রণরণ –
সজনি ধরো ধরো।

৪
জলদ-দামা বাজে জলদে তালে তালে,
কাজরি-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে।
শ্যামল মুখ স্মরি
সখিয়া বুক মোরি
উঠিছে ব্যথা ভরি
আঁখিয়া ভরভর।

৫
বিজুরি হানে ছুরি চমকি রহি রহি
বিধুরা একা ঝুরি বেদনা কারে কহি।
সুরভি কেয়া-ফুলে
এ হৃদি বেয়াকুলে,
কাঁদিছে দুলে দুলে
বনানী মর-মর।

৬
নদীর কলকল, ঝাউয়ের ঝল-মল,
দামিনী জ্বলজ্বল, কামিনী টল-মল।
আজি লো বনে বনে
শুধানু জনে জনে,
কাঁদিল বায়ুসনে
তটিনী তরতর।

৭
আদুরি দাদুরি লো কহো লো কহো দেখি,
এমন বাদরি লো ডুবিয়া মরিব কি?
একাকী এলোকেশে,
কাঁদিব ভালোবেসে,
মরিব লেখা-শেষে,
সজনি সরো সরো।
কলিকাতা
শ্রাবণ ১৩২৮

কার বাঁশি বাজিল?
কার বাঁশি বাজিল

নদীপারে আজি লো?
নীপে নীপে শিহরণ কম্পন রাজিল –
কার বাঁশি বাজিল?
বনে বনে দূরে দূরে
ছল করে সুরে সুরে
এত করে ঝুরে ঝুরে
কে আমায় যাচিল?
পুলকে এ-তনুমন ঘন ঘন নাচিল।
ক্ষণে ক্ষণে আজি লো কার বাঁশি বাজিল?

কার হেন বুক ফাটে মুখ নাহি ফোটে লো!
না-কওয়া কী কথা যেন সুরে বেজে ওঠে লো!
মম নারী-হিয়া মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে?
কেন ফিরে এনু লাজে
নাহি দিয়ে যা ছিল?
যাচা-প্রাণ নিয়ে আমি কেমনে সে বাঁচি লো?
কেঁদে কেঁদে আজি লো কার বাঁশি বাজিল?
কলিকাতা
চৈত্র ১৩২৮

অ-কেজোর গান
ওই
ঘাসের ফুলে মটরশুটির ক্ষেতে

আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে।

ওই
রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে

অথির প্রজাপতির সাথে

বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে

পুষ্পল মৌ খেতে।
আমি
আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে।

আজ
কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,

ও তার
হলদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে!
ওই
বাবলা ফুলের নাকছবি তার,

গায় শাড়ি নীল অপরাজিতার,

চলেছি সেই অজানিতার

উদাস পরশ পেতে।
আমায়
ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে।

ওই
ঘাসের ফুলে মটরশুটির ক্ষেতে

আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে।

দেওঘর
পৌষ ১৩২৭

স্তব্ধ বাদল
ওই
নীল-গগনের নয়ন-পাতায়

নামল কাজল-কালো মায়া।

বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়

তারই সজল আলোছায়া।

ওই
তমাল তালের বুকের কাছে

ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে

দাঁড়িয়ে আছে।

ভেজা পাতায় ওই কাঁপে তার

আদুল ঢলঢল কায়া।
যার
শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়

কদমকলি শিউরে ওঠে,

জুইকুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে

কেয়াবধূর ঘোমটা টুটে।

আহা!
আজ কেন তার চোখের ভাষা

বাদল-ছাওয়া ভাসা-ভাসা –

জলে-ভাসা?

দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই

নিতল আঁখির নীল আবছায়া।

ও কার
ছায়া দোলে অতল কালো

শালপিয়ালের শ্যামলিমায়?

আমলকি-বন থামল ব্যথায়

থামল কাঁদন গগন-সীমায়।

আজ
তার বেদনাই ভরেছে দিক,

ঘরছাড়া হায় এ কোন পথিক,

এ কোন পথিক?
এ কী
স্তব্ধতারই আকাশ-জোড়া

অসীম রোদন-বেদন-ছায়া।

কুমিল্লা
আষাঢ় ১৩২৯

চাঁদমুকুর
চাঁদ হেরিতেছে চাঁদমুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনাভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে।
হেরিছে রজনি রজনি জাগিয়া
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাঁহা পিউ কাঁহা ডাকিছে পাপিয়া
কুমুদীরে কাঁদাইতে।

না জানি সজনি কত সে রজনি কেঁদেছে চকোরী পাপিয়া,
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে ভীরু ছায়াতরু কাঁপিয়া।
কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরনি
চির-বিরহিণী রোহিণী ভরণী,
অবশ আকাশ বিবশা ধরণি
কাঁদানিয়া চাঁদনীতে।

হুগলি
ফাল্গুন১৩৩১

চির-চেনা

নামহারা ওই গাঙের পারে বনের কিনারে

বেতস-বেণুর বনে কে ওই বাজায় বীণা রে।

লতায়-পাতায় সুনীল রাগে

সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে,

সে সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়নলীনা রে।

আমি কাঁদি, এ সুর আমার চিরচেনা রে।

ফাগুন-মাঠে শিস দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,

শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।

সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,

কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে
চায় ইশারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে।

আমি কাঁদি, এই তো আমার চিরচেনা রে।

কুমিল্লা
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

পাহাড়ি গান
মোরা
ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল।
মোরা
বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল।
মোরা
আকাশের মতো বাধাহীন,
মোরা
মরু-সঞ্চর বেদুইন,
মোরা
জানি নাকো রাজা রাজ-আইন,
মোরা
পরি না শাসন-উদুখল!
মোরা
বন্ধনহীন জন্মস্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।
মোরা
সিন্ধু-জোয়ার কলকল
মোরা
পাগল-ঝোরার ঝরা-জল
কল-কলকল ছল-ছলছল কল-কলকল ছল-ছলছল।
মোরা
দিল-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা
শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা
মুক্ত-পক্ষ নভ-চর,
মোরা
হাসি-গানসম উচ্ছল।
মোরা

বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল,
মোরা
প্রাণ দরিয়ার কল-কল,
মোরা
মুক্ত-ধারার ঝরা-জল
চল-চঞ্চল কল-কলকল ছল-ছলছল ছল-ছলছল।

হুগলি
আষাঢ় ১৩৩১

অমর-কানন*
অমর কানন

মোদের অমর-কানন!
বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন,
আমাদের তপোবন।

এর
দক্ষিণে 'শালী' নদী কুলুকুলু বয়,
তার
কূলে কূলে শালবীথি ফুলে ফুলময়,
হেথা
ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,
হেথা
মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন।

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধহাসি হাসে হেথা কচি দুব-ঘাস,

উপরে মায়ের মতো চাহিয়া আকাশ,

বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ

মোরা
নিজ হাতে মাটি কাটি, নিজে ধরি হাল,
সদা
খুশিভরা বুক হেথা হাসিভরা গাল,
মোরা
বাতাস করি গো ভেঙে হরিতকি-ডাল,
হেথা

শাখায় শাখায় শাখী, গানের মাতন।

প্রহরী মোদের ভাই ‘পুরবি’ পাহাড়,

‘শুশুনিয়া’ আগুলিয়া পশ্চিমি দ্বার,
ওড়ে
উত্তরে উত্তরি কাননবিথার,
দূরে
ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালী-বন।

হেথা
খেত-ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রান,
হেথা
প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ও রে
রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা
        নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখন।

মোরা
বটের ছায়ায় বসি করি গীতাপাঠ,

আমাদের পাঠশালা চাষি-ভরা মাঠ,

গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,

ঘরে ঘরে ভাইবোন বন্ধুস্বজন।

গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া
আষাঢ় ১৩৩২

পুবের হাওয়া*
(ঝড় : পূর্ব-তরঙ্গ)

আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয়-পথিক –
অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ
দারুণ দাবাগ্নি-সমনৃত্য-ছায়ানটে
মাতিয়া ছুটিতেছিনু, চলার দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি। অগ্রে সহচরী
ঘূর্ণা-হাতছানি দিয়া চলে ঘূর্ণি-পরি

গ্রীষ্মের গজল গেয়ে পিলু-বারোয়াঁয়
উশীরের তার-বাঁধা প্রান্তর-বীণায়।
করতালি-ঠেকা দেয় মত্ত তালিবন
কাহারবা-দ্রুততালে। – আমি উচাটন
মন্মথ-উম্মদ আঁখি রাগরক্ত ঘোর
ঘূর্ণিয়া পশ্চাতে ছুটি, প্রমত্ত চকোর
প্রথম-কামনা-ভিতু চকোরিণী পানে
ধায় যেন দুরন্ত বাসনা-বেগ-টানে।
সহসা শুনিনু কার বিদায়-মন্থর
শ্রান্ত শ্লথ গতি-ব্যথা, পাতা-থরথর
পথিক-পদাঙ্ক-আঁকা পুব-পথশেষে।
দিগন্তের পর্দা ঠেলি হিমমরুদেশে
মাগিছে বিদায় মোর প্রিয়া ঘূর্ণি-পরি,
দিগন্ত ঝাপসা তার অশ্রুহিমে ভরি।
গোলে-বকৌলির দেশে মেরু-পরিস্থানে
মিশে গেল হাওয়া-পরি।
        অযথা সন্ধানে
দিকচক্ররেখা ধরি কেঁদে কেঁদে চলি
শ্রান্ত অশ্বশ্বসা-গতি। চম্পা-একাবলী
ছিন্ন ম্লান ছেয়ে আছে দিগন্ত ব্যাপিয়া, -
সেই চম্পা চোখে চাপি ডাকি, ‘পিয়া পিয়া’!
বিদায়-দিগন্ত ছানি নীল হলাহল
আকণ্ঠ লইনু পিয়া, তরল গরল –
সাগরে ডুবিল মোর আলোক-কমলা,
আঁখিমোর ঢুলে আসে – শেষ হল চলা!
জাগিলাম জন্মান্তর-জাগরণ-পারে
যেন কোন্ দাহ-অন্ত ছায়া-পারাবারে
বিচ্ছেদ-বিশীর্ণ তনু, শীতল-শিহর!
প্রতি রোমকূপে মোর কাঁপে থরথর।

কাজল-সুস্নিগ্ধ কার অঙ্গুলি-পরশ
বুলায় নয়ন মোর, দুলায়ে অবশ
ভার-শ্লথ তনু মোর ডাকে – ‘জাগো পিয়া।
জাগো রে সুন্দর মোরি রাজা শাঁবলিয়া।’

জল-নীলা ইন্দ্রনীলকান্তমণি-শ্যামা
এ কোন মোহিনী তন্বী জাদুকরী বামা
জাগাল উদয়-দেশে নব মন্ত্র দিয়া
ভয়াল-আমারে ডাকি – ‘হে সুন্দর পিয়া!’
– আমি ঝড় বিশ্ব-ত্রাস মহামৃত্যুক্ষুধা,

ত্র্যম্বকের ছিন্নজটা – ওগো এত সুধা,
কোথা ছিল অগ্নিকুণ্ড মোর দাবদাহে?
এত প্রেমতৃষা সাধ গরল প্রবাহে? –

আবার ডাকিল শ্যামা, ‘জাগো মোরি পিয়া!’
এতক্ষণ আপনার পানে নিরখিয়া
হেরিলাম আমি ঝড় অনন্ত সুন্দর
পুরুষ-কেশরী বীর! প্রলয়কেশর
স্কন্ধে মোর পৌরুষের প্রকাশে মহিমা!
চোখে মোর ভাস্বরের দীপ্তি-অরুণিমা
ঠিকরে প্রদীপ্ত তেজে! মুক্ত ঝোড়ো কেশে
বিশ্বলক্ষ্মী মালা তার বেঁধে দেন হেসে!

এ কথা হয়নি মনে আগে, – আমি বীর
পরুষ পুরুষ-সিংহ, জয়লক্ষ্মী-শ্রীর
স্নেহের দুলাল আমি; আমারেও নারী
ভালোবাসে, ভালোবাসে রক্ত-তরবারি
ফুল-মালা চেয়ে! চাহে তারা নর
অটল-পৌরুষ বীর্যবন্ত শক্তিধর!
জানিনু যেদিন আমি এ সত্য মহান –
হাসিল সেদিন মোর মুখে ভগবান
মদনমোহন-রূপে! সেই সে প্রথম
হেরিনু, সুন্দর আমি সৃষ্টি-অনুপম!

যাহা কিছু ছিল মোর মাঝে অসুন্দর
অশিব ভয়াল মিথ্যা অকল্যাণকর
আত্ম-অভিমান হিংসা দ্বেষ-তিক্ত ক্ষোভ –
নিমেষে লুকাল কোথা, স্নিগ্ধশ্যাম ছোপ
সুন্দরের নয়নের মণি লাগি মোর প্রাণে!
পুবের পরিরে নিয়া অস্তদেশ পানে
এইবার দিনু পাড়ি। নটনটী-রূপে
গ্রীষ্মদগ্ধ তাপশুষ্ক মারী-ধ্বংস-স্তূপে
নেচে নেচে গাই নবমন্ত্র সামগান
শ্যামল জীবনগাথা জাগরণতান!

এইবার গাহি নেচে নেচে,
রে জীবন-হারা, ওঠ বেঁচে!
রুদ্র কালের বহ্নি-রোষ
নিদাঘের দাহ গ্রীষ্ম-শোষ
নিবাতে এনেছি শান্তি-সোম,

ওম্ শান্তি, শান্তি ওম!

জেগে ওঠ ওরে মূর্ছাতুর!
হোক অশিব মৃত্যু দূর!
গাহে উদ্‌গাতা সজল ব্যোম,
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম!
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম!
ওম্ শান্তি, শান্তি ওম॥

এসো মোর শ্যাম-সরসা
ঘনিমার হিঙুল-শোষা
বরষা প্রেম-হরষা
প্রিয়া মোর নিকষ-নীলা
শ্রাবণের কাজল গুলি
ওলো আয় রাঙিয়ে তুলি
সবুজের জীবন-তুলি,
মৃতে কর প্রাণ-রঙিলা॥
আমি ভাই পুবের হাওয়া
বাঁচনের নাচন-পাওয়া,
কারফায় কাজরি গাওয়া,
নটিনীর পা-ঝিনঝিন!
নাচি আর নাচনা শেখাই
পুরবের বাইজিকে ভাই,
ঘুমুরের তাল দিয়ে যাই –
এক দুই এক দুই তিন॥

বিল ঝিল তড়াগ পুকুর
পিয়ে নীর নীল কম্বুর
থইথই টইটম্বুর!
ধরা আজ পুষ্পবতী!
শুশুনির নিদ্রা শুষি
রূপসি ঘুম-উপোসি!
কদমের উদমো খুশি
দেখায় আজ শ্যাম যুবতি॥
হুরিরা দূর আকাশে
বরুণের গোলাব-পাশে
ধারা-জল ছিটিয়ে হাসে
বিজুলির ঝিলিমিলিতে!
অরুণ আর বরুণ রণে
মাতিল ঘোর স্বননে

আলো-ছায়   গগন-বনে
‘শার্দূল বিক্রীড়িতে।’

(শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে)

উত্রাস ভীম
মেঘে কুচকাওয়াজ
চলিছে আজ,
সোন্মাদ সাগর
খায় রে দোল!
ইন্দ্রের রথ
বজ্রের কামান
টানে উজান
মেঘ-ঐরাবত
মদ-বিভোল।

যুদ্ধের রোল
বরুণের জাঁতায়
নিনাদে ঘোর,
বারীশ আর বাসব
বন্ধু আজ।

সূর্যের তেজ
দহে মেঘ-গরুড়
ধূম্র-চূড়,
রশ্মির ফলক
বিঁধিছে বাজ।

বিশ্রাম-হীন
যুঝে তেজ-তপন
দিক-বারণ
শির-মদ-ধারায়
ধরা মগন!

অম্বর-মাঝ
চলে আলো-ছায়ায়
নীরব রণ
শার্দূল শিকার
খেলে যেমন।

রৌদ্রের শর
    খরতর প্রখর
        ক্লান্ত শেষ,
    দিবা দ্বিপ্রহর
        নিশি-কাজল!
সোল্লাস ঘোর
    ঘোষে বিজয়-বাজ
        গরজি আজ
    দোলে সিং-বি-
        ক্রীড়ে দোল।

(সিংহ-বিক্রীড় ছন্দে)

নাচায় প্রাণ
রণোন্মাদ-
বিজয়-গান,
গগনময়
মহোৎসব।
রবির পথ
অরুণ-যান
কিরণ-পথ
ডুবায় মেঘ-
মহার্ণব।

মেঘের ছায়
শীতল কায়
ঘুমায় থির
দিঘির জল
অথই থই।
তৃষায় ক্ষীণ
'ফটিক জল'
'ফটিক জল'
কাঁদায় দিল
চাতক ওই।

মাঠের পর
সোহাগ-ঢল
জলদ-দ্রব
ছলাৎছল
ছলাৎছল

পাহাড়-গায়
ঘুমায় ঘোর
অসিত মেঘ-
শিশুর দল
অচঞ্চল।

বিলোল-চোখ
হরিণ চায়
মেঘের গায়,
চমক খায়
গগন-কোল,
নদীর-পার
চখির ডাক
‘কোয়াককো’
বনের বায়
খাওয়ায় টোল।

স্বয়ম্ভূর
সতীর শোক-
ধ্যানোম্মাদ-
নিদাঘ-দাব
তপের কাল
নিশেষ আজ!
মহেশ্বর
উমার গাল
চুমার ঘায়
রাঙায় লাল।

(অনঙ্গশেখর ছন্দে)

এবার আমার
বিলাস শুরু
অনঙ্গশেখরে।
পরশ-সুখে
শ্যামার বুকে
কদম্ব শিহরে।
কুসুমেষুর
পরশ-কাতর
নিতম্ব-মন্থরা
সিনান-শুচি

স-যৌবনা
রোমাঞ্চিত ধরা।
ঘন শ্রোণির,
গুরু উরুর,
দাড়িম-ফাটার ক্ষুধা
যাচে গো আজ
পরুষ-পীড়ন
পুরুষ-পরশ-সুধা।
শিথিল-নীবি
বিধুর বালা
শয়ন-ঘরে কাঁপে,
মদন-শেখর
কুসুম-স্তবক
উপাধানে চাপে।

আমার বুকের
কামনা আজ
কাঁদে নিখিল জুড়ি,
বনের হিয়ায়
তিয়াস জিয়ায়
প্রথম কদম-কুঁড়ি।
শাখীরা আজ
শাখায় শাখা
পাখায় পাখায় বাঁধা,
কুলায় রচে,
মনে শোনে
শাবক শিশুর কাঁদা।

তাপস-কঠিন
উমার গালে
চুমার পিয়াস জাগে,
বধূর বুকে
মধুর আশা
কোলে কুমার মাগে!
তরুণ চাহে
করুণ চোখে
উদাসী তার আঁখি,
শোনে, কোথায়
কাঁদে ডাহুক
ডাহুকের ডাকি!

এবার আমার
পথের শুরু
তেপান্তরের পথে,
দেখি হঠাৎ
চরণ রাঙা
মৃণাল-কাঁটার ক্ষতে।
ওগো আমার
এখনও যে
সকল পথই বাকি,
মৃণাল হেরি
মনে পড়ে
কাহার কমল-আঁখি!

আলতা-স্মৃতি
ওই
রাঙা পায়ে রাঙা আলতা প্রথম যেদিন পরেছিলে,

সেদিন তুমি আমায় কি গো ভুলেও মনে করেছিলে –

আলতা যেদিন পরেছিলে?

জানি, তোমার নারীর মনে নিত্য-নূতন পাওয়ার পিয়াস

হঠাৎ কেন জাগল সেদিন, কণ্ঠ ফেটে কাঁদল তিয়াস!

মোর আসনে সেদিন রানি

নূতন রাজায় বরলে আনি,

আমার রক্তে চরণ রেখে তাহার বুকে মরেছিলে –

আলতা যেদিন পরেছিলে।

মর্মমূলে হানলে আমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ম ছুরি,

সে-খুন সখায় অর্ঘ্য দিলে যুগল চরণ-পদ্মে পুরি।

আমার প্রাণের রক্তকমল

নিঙড়ে হল লাল পদতল,

সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় বরেছিলে –

আলতা যেদিন পরেছিলে।

আমায় হেলায় হত্যা করে দাঁড়িয়ে আমার রক্ত-বুকে

অধর-আঙুর নিঙড়েছিলে সখার তৃষা-শুষ্ক মুখে।

আলতা সে নয়, সে যে খালি

আমার যত চুমোর লালি!

খেলতে হোরি তাইতে, গোরি, চরণতরি ভরেছিলে –

আলতা যেদিন পরেছিলে।

জানি রানি, এমনি করে আমার বুকের রক্তধারায়

আমারই প্রেম জন্মে জন্মে তোমার পায়ে আলতা পরায়!

এবারও সেই আলতা-চরণ

দেখতে প্রথম পায়নি নয়ন!

মরণ-শোষা রক্ত আমার চরণ-ধারে ধরেছিলে –

আলতা যেদিন পরেছিলে।

কাহার পুলক-অলক্তকের রক্তধারায় ডুবিয়ে চরণ

উদাসিনী! যেচেছিলে মনের মনে আমার মরণ?

আমার সকল দাবি দলে

লিখলে ‘বিদায়’ চরণতলে!

আমার মরণ দিয়ে তোমার সখার হৃদয় হরেছিলে –

আলতা যেদিন পরেছিলে।

বহরমপুর জেল
অগ্রহায়ণ ১৩৩১ [১৩৩০]

রৌদ্রদগ্ধের গান

এবার আমার জ্যোতির্গেহে তিমির প্রদীপ জ্বালো।
আনো
অগ্নিবিহীন দীপ্তিশিখার তৃপ্তি অতল কালো।

তিমির প্রদীপ জ্বালো।

নয়ন আমার তামস-তন্দ্রালসে

ঢুলে পড়ুক ঘুমের সবুজ রসে,

রৌদ্র-কুহুর দীপক-পাখা পড়ুক টুটুক খসে,
আমার
নিদাঘদাহে অমামেঘের নীল অমিয়া ঢালো।

তিমির প্রদীপ জ্বালো।

মেঘে ডুবাও সহস্রদল রবি-কমলদীপ,
ফুটাও
আঁধার-কদম-ঘুমশাখে মোর স্বপন মণিনীপ।

নিখিলগহন-তিমির তমাল গাছে

কালো কালার উজল নয়ন নাচে,

আলো-রাধা যে কালোতে নিত্য মরণ-যাচে –
ওগো

আনো আমার সেই যমুনার জলবিজুলির আলো।

তিমির প্রদীপ জ্বালো।

দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির লাগি
সেথায়
আঁধার-বাসরঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি।

ম্লান করে দেয় আলোর দহন-জ্বালা

তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,

শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন-ডালা।
ওগো
অসিত আমার নিশীথ-নিতল শীতল কালোই ভালো।

তিমির প্রদীপ জ্বালো।

সমস্তিপুরের ট্রেন-পথে
ফাল্গুন ১৩৩০
[কার্তিক ১৩২৯]
পুবের হাওয়া

স্মরণে
আজ
নতুন করে পড়ল মনে মনের মতনে
এই
শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে।

কার কথা আজ তড়িৎ-শিখায়

জাগিয়ে গেল আগুন লিখায়,

ভোলা যে মোর দায় হল হায়

বুকের রতনে।
এই
শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে।
আজ

উতল ঝড়ের কাতরানিতে গুমরে ওঠে বুক

নিবিড় ব্যথায় মূক হয়ে যায় মুখর আমারমুখ।

জলো হাওয়ার ঝাপটা লেগে

অনেক কথা উঠল জেগে

পরান আমার বেড়ায় মেগে

একটু যতনে।

এই
শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে।

অবসর
লক্ষ্মী আমার! তোমার পথে আজকে অভিসার,
অনেক দিনের পর পেয়েছি মুক্তি-রবিবার।
দিনের পর দিন গিয়েছে হয়নি আমার ছুটি,
বুকের ভিতর ব্যর্থ কাঁদন পড়ত বৃথাই লুটি
বসে ঢুলত আঁখি দুটি!
আহা আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া
লাগল চোখে তোমার চাওয়া
তাইতো প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার।

তোমার তরে বুকের তলায় অনেক দিনের অনেক কথা জমা,
কানের কাছে মুখটি থুয়ে গোপন সে-সব কইব প্রিয়তমা!
এবার শুধু কথায় গানে রাত্রি হবে ভোর
শুকতারাতে কাঁপবে তোমার নয়ন-পাতার লোর
অভি-মানিনীরে মোর!

যখন
তোমায় সেধে ডাকবে বাঁশি

মলিন মুখে ফুটবে হাসি,

হিম-মুকুরে উঠবে ভাসি
অরুণ ছবি তার।
নিকটে
বাদলা-কালো স্নিগ্ধা আমার কান্ত এল রিমঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজল নুপূর পায়জোরেরেই শিঞ্জিনী যে।

ফুটল উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়;
জমল আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকি লাও ভর-পিয়ালায়।
ভিজল কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে
হমদম! হরদম দাও মদ, মস্ত্‌ করো গজল গেয়ে!
ফেরদৌসেরঝরকাবেয়েগুল-বাগিচায়চলচে হাওয়া,
এই তো রে ভাইওক্তখুশির, দ্রাক্ষারসে দিলকে নাওয়া।
কুঞ্জেজরীনফারসি ফরাস বিছিয়েচে আজ ফুলবালারা,
আজ চাই-ই চাই লাল-শিরাজি স্বচ্ছ-সরসখোর্মা-পারা!
মুক্তকেশী ঘোর-নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকি,
চুম্বন এবং মিষ্টি হাতের মদ পেতে তাই ভরসা রাখি!
কান্তা সাথে বাঁচতে জনম চাও যদিকওসর-অমিয়,
সুর বেঁধে বীণ সারেঙ্গিতে খুবসেশিরীনশরাব পিয়ো!
খুঁজবে যেদিন সিকান্দারের বাঞ্ছিতআব্‌-হায়াতকুঁয়ায়,
সন্ধান তার মিলবেআশেকদিল-পিয়ারার ওষ্ঠ চুমায়!
খামখা তুমি মরছ কাজী শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদখোরের এইআল-কিমিয়ারপাত্র চেটে!
মানিনী
মূক করে ওই মুখর মুখে লুকিয়ে রেখো না,
ওগোকুঁড়ি, ফোটার আগেই শুকিয়ে থেকো না!
নলিন নয়ান ফুলের বয়ান মলিন এদিনে
রাখতে পারে কোন সে কাফের আশেকবেদীনে?
রুচির চারু পারুল বনে কাঁদচ একা জুঁই,
বনের মনের এ বেদনা কোথায় বলো থুই?
হাসির রাশির একটি ফোঁটা অশ্রু অকরুণ,
হাজার তারা মাঝে যেন একটি কেঁদে খুন!
বেহেশতে কে আনলে এমন আবছা বেথার রেশ,
হিমের শিশির ছুঁয়ে গেছে হুরপরিদের দেশ!
বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ,
মিলবে না কি শিথিল তোমার বাহুর পরশন?
শরম টুটে ফুটুক কলি শিশির-পরশে
ঘোমটা ঠেলে কুণ্ঠা ফেলে সলাজ হরষে।
আশা
মহান তুমি প্রিয়
এই কথাটির গৌরবে মোর চিত্ত ভরে দিয়ো।
অনেক আশায় বসে আছি যাত্রা-শেষের পর
তোমায় নিয়েই পথের পারে বাঁধব আমার ঘর –
হে চির-সুন্দর!
পথ শেষ সেই তোমায় যেন করতে পারি ক্ষমা,
হে মোর কলঙ্কিনী প্রিয়তমা!
সেদিন যেন বলতে পারি, ‘এসো এসো প্রিয়,

বক্ষে এসো এসো আমার পূত কমনীয়!’
  হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! পথ ভুলেছ বলে
  চির-সাথি যাবে তোমার মুখ ফিরিয়ে চলে?
  জান ওঠে হায় মোচড় খেয়ে চলতে পড়ি টলে –
  অনেক জ্বালায় জ্বলে প্রিয় অনেক ব্যথায় গলে!
বারে বারে নানান রূপে ছলতে আমায় শেষে,
কলঙ্কিনী! হাতছানি দাও সকল পথে এসে
কুটিল হাসি হেসে?
  ব্যথায় আরো ব্যথা হানাই যে সে!
তুমি কি চাও তোমার মতোই কলঙ্কী হই আমি?
তখন তুমি সুদূর হতে আসবে ঘরে নামি –
  হে মোর প্রিয়, হে মোর বিপথগামী!
পথের আজও অনেক বাকি,
  তাই যদি হয় প্রিয় –
পথের শেষে তোমায় পাওয়ার যোগ্য করেই নিয়ো॥

নিরুদ্দেশের যাত্রী

নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হল শুরু
নিবিড় সে কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ বুক কাঁপল দুরু দুরু।
মিটল না ভাই চেনার দেনা, অমনি মুহুর্মুহু
ঘর-ছাড়া ডাক করলে শুরু অথির বিদায়-কুহু –
উহু উহু উহু!
  হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
  অমনি বাঁধে ধরল ভাঙন,
  ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন –
আমি খুঁজি কোন্ আঙনে কাঁকন বাজে গো!
বেরিয়ে দেখি, ছুটছে কেঁদে বাদলি হাওয়া হু হু,
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,
দেয়ার গুরু গুরু।
পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, ‘আর বাঁচিনে!
  কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ?’
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপটা মারে
  নিশীথ-মেঘের আকুল চাঁচর কেশ!
‘তালবনা’তে ঝঞ্ঝা তাথই হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখলা ছিঁড়ি পাগলি মেয়ে বিজলি-বালা নাচায় হিরের চুড়ি
            ঘুরি ঘুরি ঘুরি
  (ও সে) সকল আকাশ জুড়ি!
থামল বাদল রাতের কাঁদা,
ভোরের তারা কনক-গাঁদা,
ফুটল, ও মোর টুটল ধাঁধা –
হঠাৎ ও কার নূপুর শুনি গো?

থামল নূপুর, ভোরের তারাও বিদায় নিল ঝুরি!
এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথে গো!
আজ
অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু ঝুরু॥

পথিক শিশু
নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন নামের আজ পরলি কাঁকন? বাঁধনহারার কোন্ কারা এ?
আবার মনের মতন করে
কোন নামে বল ডাকব তোরে?
পথভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে, এলি ওরে বারে বারে নাম হারায়ে।
ওরে জাদু, ওরে মানিক, আঁধার ঘরের রতন-মণি!
ক্ষুধিত ঘর ভরলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী।
আজ কেন রে নিবিড় মুখে
কান্না-সায়র উথলে বুকে?
নতুন নামে ডাকতে তোকে
ওরে কে কণ্ঠ রুখে? পাঁচ-ফাগুনের জুঁই-চারা এ!
আজ মন-পাখি ধায় মধুরতম নাম আশিসের শেষ ছাড়ায়ে।
হোলি
আয় লো সই খেলব খেলা
ফাগের ফাজিল পিচকিরিতে।
আজ শ্যামে জোর করব ঘায়েল
হোরির সুরের গিটকিরিতে।
বসন ভূষণ ফেল লো খুলে,
দে দোল দে দোদুল দুলে,
কর লালে লাল কালার কালো
আবির হাসির টিটকিরিতে॥
বে-শরম
আরে আরে সখী বারবার ছি ছি
ঠারত চঞ্চল আঁখিয়া সাঁবলিয়া।
দুরু দুরু গুরু গুরু কাঁপত হিয়া উরু
হাথসে গির যায় কুঙ্কুম-থালিয়া।
আর না হোরি খেলব গোরি
আবির ফাগ দে পানি মে ডারি
হা প্যারি –
শ্যাম কী ফাগুয়া
লাল কী লুগুয়া
ছি ছি মোরি শরম ধরম সব হারি
মারে ছাতিয়া মে কুঙ্কুম বে-শরম বানিয়া।

সোহাগ
গুলশনকো চুম চুম কহতে বুলবুল,
রুখসারাসে বে-দরদি বোরকা খুল!
হাঁসতি হ্যায়বোস্তাঁ,
মস্ত হো যা দোস্তাঁ,
শিরিশিরাজি সে যা বেহোশ জাঁ।
সব কুছ আজ রঙিন হ্যায় সব কুছ মশগুল,
হাঁস্‌তি হ্যায়গুলহো করদোজখবিলকুল
হা রেআশেক
মাশুককিচমনোঁমে ফুলতা নেই দোবারা ফুল
ফুল ফুল ফুল॥
শরাবন তহুরা
নার্গিস-বাগমেবাহারকী আগমে ভরা দিল দাগমে –
কাঁহা মেরি পিয়ারা, আও আও পিয়ারা।
দুরু দুরু ছাতিয়া ক্যায়সে এ রাতিয়াকাটুঁ বিনু সাথিয়া
ঘাবরায়েজিয়ারা, তড়পত জিয়ারা।
দরদে দিল জোর, রঙিলাকওসর
শরাবনতহুরালাও সাকি লাও ভর,
পিয়ালা তু ধর দে, মস্তানা কর দে, সব দিল ভর দে
দরদ মে ইয়ারা – সঙ্গ দিল ইয়ারা।
জিগরকা খুন নেহি, ডরো মত সাকিয়া,
আঙ্গুরী-লোহুয়ো, - ক্যাঁওভিঙ্গাআঁখিয়া?
গিয়া পিয়া আতা নেহি মত কহো সহেলি,
ছোড়ো হাত – পিয়ালা য়ো ভর দে তু পহেলি!
মত মাচাগওগা, বসন্তমে বাহবা ম্যায় সে ক্যাতৌবা?
আহাগোলনিয়ারাসখি গোলনিয়ারা –
শরাব কানূরসেরৌশনকর দে দুনিয়া আঁধিয়ারা
দুনিয়া আঁধিয়ারা দুনিয়া আঁধিয়ারা।
পথিক বঁধু
আজ
নলিন-নয়ান মলিন কেন বলো সখী বলো বলো!

পড়্‌ল মনে কোন্‌ পথিকের বিদায়-চাওয়া ছলছল?
বলো সখী বলো বলো!!

মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে,

ওই সুদূরের পথ বেয়ে কি চেনা-পথিক গেছে চলে
ফিরে আবার আসব বলে গো?
স্বর শুনে কার চমকে ওঠ (আহা),

ওগো ওযে বিহগ-বেহাগ, নির্ঝরিণীর কলকল।
ও নয় গো তার পায়ের ভাষা (আহা)

শীতের শেষের শুকনো পাতার ঝরে পড়ার বিদায়-ধ্বনি ও;
কোন্ কালোরে কোন্ ভালোরে
বাসলে ভালো (আহা)

পরদেশি কোন্ শ্যামল বঁধুর শুনচ বাঁশি সারাক্ষণই গো?

চুমচো কারে? ও নয় তোমার পথিক-বধুঁর চপল হাসি হা-হা,

তরুণ ঝাউয়ের কচি পাতায় করুণ অরুণ কিরণ ও যে (আ-হা)!
দূরের পথিক ফিরে নাকো আর (আহা আ-হা)
ও সে সবুজ দেশের অবুঝ পাখি

কখন এসে যাচবে বাঁধন, চলো সখী ঘরকে চলো!

ও কী? চোখে নামল কেন মেঘের ছায়া ঢল ঢল॥

স্নেহ-পরশ
আমি
এদেশ হতে বিদায় যেদিন নেব প্রিয়তম,

কাঁদবে এ বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম –

তখন মুকুরপাশে একলা গেহে
আমারই এই সকল দেহে

চুমব আমি চুমব নিজেই অসীম স্নেহে গো!
আহা
পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম,
কম সরস-হরষ সম।

তখন তুমি নাইবা – প্রিয় – নাইবা রলে কাছে,

জানব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো
তোমার বাহুর বুকের শরম-ছোঁয়ার আকুল কাঁপন আছে –
মদির অধীর পুলক নাচে!

তখন নাইবা আমার রইল মনে
কোনখানে মোর দেহের বনে

জড়িয়েছিলে লতার মতন আলিঙ্গনে গো!
আমি
চুমোয় চুমোয় ডুবাব এই সকল দেহ মম –
ওগো শ্রাবণ-প্লাবন সম।
বিরহ-বিধুরা
কার তরে? ছাই এ পোড়ামুখ আয়নাতে আর দেখব না;
সুর্মা-রেখার কাজল-হরফ নয়নাতে আর লেখব না!
লাল-রঙিলা করব না কর মেহেদি-হেনার ছাপ ঘষে;
গুলফচুমি কাঁদবে গো কেশ চিরুণ-চুমার আপশোশে!

কপোল-শয়ান অলক-শিশুর উদাস ঘুম আর ভাঙবে না;
চুমহারা ঠোঁট পানের পিকের হিঙুল রঙে রাঙবে না!
কার তরে ফুলশয্যা বাসর, সজ্জা নিজেই লজ্জা পায়;
পীতম আমার দূর প্রবাসে, দেখবে কে সাজ-সজ্জা হায়!

চাঁচর চুলে ধূম্র ওড়ে, অঙ্গ রাঙায় আগুন-রাগ,
যেমনি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাগুন-স্মৃতির দাগ।
সবাই বলে, চিনির চেয়েওশিরিনজীবন, – হায় কপাল!
পীতম-হারা নিম-তেতো প্রাণ কেঁদেই কাটায় সাঁঝ সকাল।

যেথায় থাকো খোশহালে রও, বন্ধু আমার – শোকের বল!
তুমি তোমার সুখ নিয়ে রও, – থাকুক আমার চোখের জল!
প্রণয় নিবেদন
লো কিশোরী কুমারী!

পিয়াসি মন তোমার ঠোঁটের একটি গোপন চুমারই॥
অফুট তোমার অধর ফুলে
কাঁপন যখন নাচন তুলে
একটু চাওয়ায় একটু ছুঁলে গো!
তখন
এ-মন যেমন কেমন-কেমন কোন্ তিয়াসে কোঙারি? –
ওই
শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধীর মদির ছোঁয়ারই।

বুকের আঁচল মুখের আঁচল বসন-শাসন টুটে ওই

শঙ্কা-আকুল কী কী আশা ভালোবাসা ফুটে সই?
নয়ন-পাতার শয়ন-ঘেঁসা
ফুটচে যে ওই রঙিন নেশা
ভাসা-ভাসা বেদনমেশা গো!
ওই
বেদন-বুকে যে সুখ চোঁয়ায় ভাগ দিয়ো তার কোঙারই!
আমার
কুমার হিয়া মুক্তি মাগে অধর ছোঁয়ায় তোমারই॥

ফুল-কুঁড়ি
আর পারিনে সাধতে লো সই এক ফোঁটা এই ছুঁড়িকে।
ফুটবে না যে ফোটাবে কে বলল সে ফুল-কুঁড়িকে।

ঘোমটা-চাঁপা পারুল-কলি,
বৃথাই তারে সাধল অলি
পাশ দিয়ে হায় শ্বাস ফেলে যায় হুতাশ বাতাস ঢলি।
আ মলো ছিঃ! ওর হল কী?
সুতোর গুঁতো শ্রান্ত-শিথিল টানতে ও মন-ঘুড়িকে।
আর শুনেছিস সই?
ও লো হিমের চুমু হার মেনেছে এইটুকু আইবুড়িকে!!

সন্ধে সকাল ছুঁয়ে কপাল রবির যাওয়া-আসাই সার,
ব্যর্থ হল পথিক-কবির গভীর ভালোবাসার হার।
জল ঢেলে যায় জংলা বধু,
মৌমাছি দেয় কমলা মধু,
শরম-চাদর খুলবে না সে আদর শুধু শুধু।
কে জানে বোন পথভোলা কোন্
তরুণ-চোখের করুণ-চাওয়ায় চোখ ঠেরেছে ছুঁড়িকে –
বসে আছে লো
এই
লজ্জাবতীর বধির বুকের সিংহ-আসন জুড়ি কে?

প্রণয়-ছল
কত
ছল করে সে বারেবারে দেখতে আসে আমায়।
কত
বিনা-কাজের কাজের ছলে চরণ দুটি আমার দোরেই থামায়॥
জানলা আড়ে চিকের পাশে
দাঁড়ায় এসে কিসের আশে,
আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে,

গাল দুটিকে ঘামায়।

অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল
দুরু দুরু বুকে

সবাই যখন ঘুমে মগন তখন আমায় চুপে চুপে

দেখতে এসেই মল বাজিয়ে দৌড়ে পলায়
রঙ খেলিয়ে চিবুক গালের কূপে।
দোর দিয়ে মোর জলকে চলে
কাঁকন মারে কলস-গলে
অমনি চোখোচোখি হলে

চমকে ভুঁয়ে নখটি ফোটায়, চোখ দুটিকে নামায়।

সইরা হাসে দেখে ছুঁড়ির দোর দিয়ে মোর
নিতুই নিতুই কাজ-অকাজে হাঁটা।

করবে কী ও? রোজ যে হারায় আমার পথেই
শিথিল বেণির দুষ্টু মাথার কাঁটা!
একে ওকে ডাকার ভানে
আনমনা মোর মনটি টানে,
চলতে চাদর পরশ হানে

আমারও কী নিতুই পথে তারই বুকের জামায়॥

পিঠ ফিরিয়ে আমার পানে দাঁড়ায় দূরে
 উদাসনয়ান যখন এলোকেশে,

জানি, তখন মনে মনে আমার কথাই

 ভাবতেছে সে, মরেছে সে আমায় ভালোবেসে।
বই হাতে সে ঘরের কোণে
জানি আমার বাঁশিই শোনে,
ডাকলে রোষে আমার পানে

নয়না হেনেই রক্তকমল-কুঁড়ির সম চিবুকটি তার নামায়॥

বরষায়
আদর গর-গর

বাদর দর-দর
এ-তনু ডর-ডর
কাঁপিছে থর-থর॥
নয়ন ঢল-ঢল
[সজল ছল-ছল]
কাজল-কালো-জল
ঝরে লো ঝর ঝর॥

ব্যাকুল বনরাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে
সজনী! মন আজি গুমরে মনে মনে।
বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম
এ-জনু পাখিসম
বরিষা জর-জর॥

[বিজুরি হানে ছুরি চমকি রহি রহি
বিধুরা একা ঝুরি বেদনা কারে কহি।]
সুরভি কেয়া-ফুলে
এ হৃদি বেয়াকুলে
কাঁদিছে দুলে দুলে
বনানী মর মর॥

নদীর কলকল ঝাউ-এর ঝলমল
দামিনী জ্বল জ্বল কামিনী টলমল।
আজি লো বনে বনে
শুধানু জনে জনে
কাঁদিল বায়ুসনে
তটিনী তরতর॥

আদুরি দাদুরি লো কহো লো কহো দেখি
এমনবাদরি লো ডুবিয়া মরিব কি?
একাকী এলোকেশে
কাঁদিব ভালোবেসে?
মরিব লেখা-শেষে
সজনি সরো সরো।

শেষের ডাক

মরণ-রথের চাকার ধ্বনি ওই রে আমার কানে আসে।
পুবের হাওয়া তাই নেমেছে পারুল বনে দীঘল শ্বাসে।
ব্যথার কুসুম গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,

গোরস্থানের মাটির বাসে তাই আমার আজ প্রাণ উদাসে।
অঙ্গ আসে অবশ হয়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে
সাগর-পারের বিদেশিনীর হিম-ছোঁওয়া যার নয়ন চুমে।
হৃদয়-কাঁদা নিদয় কথা
আকাশ-ভেজা বিদায়-ব্যথা
লুটায় গো মোর ভুবন ভরি বাঁধন ছেঁড়ার কাঁদন ত্রাসে।
মোর কাফনের কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগবলয়ে,
বনের শাখা লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারার ভয়ে।
ফিরে-পাওয়া লক্ষ্মী বৃথাই
নয়ন-জলে বক্ষ তিতায়
ওগো
এ কোন্ জাদুর মায়ায় আমার দু-চোখ শুধু জলে ভাসে।
আজ
আকাশ-সীমায় শব্দ শুনি অচিন কাদের আসা যাওয়ার,
তাইমনে হয় এই যেন শেষ আমার সকল দাবি দাওয়ার।
আজ কেহ নাই পথের সাথি,
সামনে শুধু নিবিড় রাতি
আমায় দূরের মানুষ ডাক দিয়েছে রাখবে কে আর বাঁধন পাশে।
বিজয়িনী

হে মোর রানি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে
আমার
বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণতলে এসে।

আমার সমর-জয়ী অমর তরবারি

ক্লান্তি আনে, দিনে দিনে হয়ে ওঠে ভারী,
এখন
এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি

এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে।
ওগো দেবী!
আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল,
আজ বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টল-মল!
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।

সাম্যবাদী

সাম্যবাদী
গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুস্‌লিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
কে তুমি? – পারসি? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বলো আরও!
বন্ধু, যা-খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক –
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও, যত শখ –
কিন্তু, কেন এ পন্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর কষাকষি? – পথে ফুটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার।
কেন খুঁজে ফের’ দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি -কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসেঈশামুসাপেল সত্যের পরিচয়।

এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি’ গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।

ঈশ্বর
কে তুমি খুঁজিছ জগদীশ ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে’
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,

বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো – আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোলো, দেশ দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠো না, শাস্ত্রবিদেরে কোরো নাকো বীর ভয়-
তাহারা খোদার খোদ্ ‘ প্রাইভেট সেক্রেটারি’ তো নয়!
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি!
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কুলে –
রত্নাকরের খবর তা বলে পুছো না ওদের ভুলে।
উহারা রত্ন-বেনে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে।
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে।

মানুষ

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্ ।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। –
‘পূজারি দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হল!’
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কন্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, ‘দ্বার খোলো বাবা, খাইনিকো সাত দিন।’
সহসা বন্ধ হল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারি ফুকারি কয়,
‘ঐ মন্দির পূজারির, হায় দেবতা, তোমার নয়!’
মসজিদে কালশিরনীআছিল,-অঢেল গোস্ত–রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি,
এমন সময় এলমুসাফিরগায়েআজারিরচিন,
বলে,‘ বাবা, আমি ভূখা-ফাকা আমি আজ নিয়ে সাত দিন!’
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা –‘ভ্যালা হ’ল দেখি ল্যাঠা,
ভূখা আছ মরো গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস ব্যাটা?’
ভূখারি কহিল, ‘না বাবা!’ মোল্লা হাঁকিল –‘তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ!’ গোস–রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা!
ভুখারী ফিরিয়া চলে,

চলিতে চলিতে বলে –
‘আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা বলে বন্ধ করনি প্রভু!
তব মস্‌জিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী।
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!’
কোথাচেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায়কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয়!
মানুষেরে ঘৃণা করি’
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!
ও’ মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে,
পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল! মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; –গ্রন্থ’ আনেনি মানুষ কোনো!
আদমদাউদঈশামুসাইব্রাহিমমোহাম্মদ

কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবির,-বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরই এঁরা পিতা-পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরই রক্ত কম-বেশি করে প্রতি ধমনিতে রাজে!
আমরা তাঁদেরই সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরই মতন দেহ,
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।
হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি-কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।
হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ইশা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়ত উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি!
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ওই একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!
হয়ত ইহারি ঔরসে ভাই ইহারই কুটির-বাসে
জন্মিছে কেহ- জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে!
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখেনি,– হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে!

ও কে? চন্ডাল? চম্‌কাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!

ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চন্ডাল, কাল হতে পারে মহাযোগী-সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দী-পাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে কর হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে!
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
        চাষা বলে কর ঘৃণা!
দেখো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না!
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী – যা আছে রবে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী,
তারই মাঝে কবে এল ভোলানাথ-গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।
        সে মার রহিল জমা –
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা!
বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ, দুচোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোন্‌খানে!
        তোমারি কামনা-রাণী
যুগে যুগে পশু, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি।

পাপ

        সাম্যের গান গাই!–
যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
এ পাপ-মুলুকে পাপ করেনিকো কে আছে পুরুষ-নারী?
আমরা ত ছার; – পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারি!
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল,
দেবতার পাপ-পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর দল!
আদম হইতে শুরু করে এই নজরুল তক সবে
কম-বেশি করে পাপের ছুরিতে পুণ্যে করেছে জবেহ্‌।
        বিশ্ব পাপস্থান
অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান্‌!
        ধর্মান্ধরা শোনো,
অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো!
পাপের পঙ্কে পুণ্য-পদ্ম, ফুলে ফুলে হেথা পাপ!
সুন্দর এই ধরা-ভরা শুধু বঞ্চনা অভিশাপ।
এদের এড়াতে না পারিয়া যত অবতার আদি কেহ

পুণ্যে দিলেন আত্মা ও প্রাণ, পাপেরে দিলেন দেহ।
বন্ধু, কহিনি মিছে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হতে ধরে ক্রমে নেমে এসো নীচে,–
মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত ধ্যানী মুনি ঋষি যোগী
আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী!
এ-দুনিয়া পাপশালা,
ধর্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূণ্য-ছালা!
হেথা সবে সম পাপী,
আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি!
জবাবদিহির কেন এত ঘটা যদি দেবতাই হও,
টুপি পরে টিকি রেখে সদা বলো যেন তুমি পাপী নও।
পাপী নও যদি কেন এ ভড়ং, ট্রেডমার্কার ধুম?
পুলিশী পোশাক পরিয়া হয়েছ পাপের আসামী গুম!

বন্ধু, একটা মজার গল্প শোনো,
একদা অপাপফেরেশ্‌তাসব স্বর্গ-সভায় কোনো
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়মে দুষি –
দিন রাত নাই এত পূজা করি, এত করে তাঁরে তুষি,
তবু তিনি যেন খুশি নন – তাঁর যত স্নেহ দয়া ঝরে
পাপ-আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ-জাতিরই পরে!
শুনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে কন,-
মলিন ধুলার সন্তান ওরা বড় দুর্বল মন,
ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা-নয়নে , অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোনিতে চন্দ্রহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার!
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ।
দেবদূত সব বলে, ‘প্রভু, মোরা দেখিব কেমন ধরা,
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু-জরা!’
কহিলেন বিভু-‘তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন
যাক্ পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণির প্রলোভন!’
‘হারুত’‘মারুত’ফেরেশতাদের গৌরব রবি-শশী
ধরার ধুলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি।
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল-দিঘিতে সাতশো হয়েছে এই আকাশের চাঁদ!
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী,
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট-ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী!
দুদিনেআতশিফেরেশতা প্রাণ- ভিজিল মাটির রসে,
শফরী-চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।

ঘাঘরী ঝলকি গাগরী ছলকি নাগরী‘জোহরা’যায় –
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে, বিকাইল রাঙা পায়!
অধর-আনার-রসে ডুবে গেলদোজখেরনার-ভীতি
মাটিরসোরাহিমস্তানাহলআঙ্গুরি-খুনেতিতি!
কোথা ভেসে গেল সংযম-বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভরে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ-পুষ্প-পুটে।
বেহেশ্‌তে সব ফেরেশ্‌তাদের বিধাতা কহেন হাসি –
‘হারুত মারুতে কি করেছে দেখো ধরণি সর্বনাশী!’
নয়না এখানে যাদু জানে সখা এক আঁখি-ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়।
        সুন্দর বসুমতী
চিরযৌবনা, দেবতা ইহার শিব নয় – কাম রতি!

চোর-ডাকাত

কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরই রাজ্য চলে!
চোর-ডাকাতের করিছে বিচার কোন সে ধর্ম্মরাজ?
জিজ্ঞাসা করো, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ?
        বিচারক! তব ধর্ম্মদণ্ড ধরো,
ছোটোদের সব চুরি করে আজ বড়োরা হয়েছ বড়ো!
যারা যত বড়ো ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড়ো সম্মানী গুণী জাতি-সংঘেতে আজ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট-রক্ত-ইঁটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছ খল কলওলা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভূখারি মানব-দল!
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়ি় কলওয়ালা
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পুরিছে স্বর্ণ-জালা!
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফুলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে জুড়ি!
পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নীচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকি, গাহে যক্ষের জয়!
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।
        পালাবার পথ নাই,
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছেজিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত –
চোরে-চোরে এরা মাসতুতো ভাই, ঠগে ও ঠগে স্যাঙাত।
কে বলে তোমায় ডাকাত, বন্ধু কে বলে করিছ চুরি?
চুরি করিয়াছ টাকা ঘটি, বাটি, হৃদয়ে হানোনি ছুরি!

ইহাদের মতো অমানুষ নহ, হতে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর!

বারাঙ্গনা
কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।
না-ই হলে সতী, তবু তো তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি;
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মতো, তারা আমাদের জ্ঞাতি;
আমাদেরই মতো খ্যাতি যশ মান তারাও লভিতে পারে,
তাহাদের সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে! –
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন.
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুন সেই গঙ্গায় –
তাঁদেরই পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যাঁয়!
মুনি হল শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা-শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার – মহাপ্রেমিক সে জিশু!-
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল কামনা-কালিয়-দহে!
        শোনো মানুষের বাণী,
জনমের পর মানব জাতির থাকে নাকো কোনো গ্লানি!
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুন্ন দেবত্ব দেবতার।
অহল্যা যদি মুক্তি লভে, মা, মেরি হতে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন্ গোঁড়া পাড়ে গালি,
তাহাদের আমি এই দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি –
        দেবতা গো জিজ্ঞাসি –
দেড়শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী –
কয়জন পিতামাতা ইহাদের হয়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎ-সতী?
কজন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে?
কার পাপে কোটি দুধের বা”চা আঁতুড়ে জন্মে মরে?
সেরেফ্ পশুর ক্ষুধা নিয়া হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামানার সন্তান মোরা! তবুও গর্ব কত!
        শুনো ধর্মের চাঁই –
জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!

মিথ্যাবাদী

মিথ্যা বলেছ বলিয়া তোমায় কে দিল মনস্তাপ?
সত্যের তরে মিথ্যা যেবলে স্পর্শে না তারে পাপ।
গোটা সত্যটা শুধু তো সত্যকথা বলাতেই নাই,
মিথ্যা কয়েও সত্যনিষ্ঠ হতে পারি আমরাই!
সত্যবাক সে বড়ো কিছু নয়, কজন সত্যবান?
সত্যবাদীরা কজন দিয়াছে সত্যের তরে প্রাণ?
অন্তরে যারা যত বেশি ভীরু যত বেশি দুর্বল,
নীতিবিদ তারা তত বেশি করে সত্য-কথন ছল।
সত্যকামেরও নমস্য যারা সত্যনিষ্ঠ বীর –
সত্যের তরে হাসিতে হাসিতে যারা দিল নিজ শির!
হয়তো তাহারা অনেক মিথ্যা বলেছে জীবন ভরে,
তবু তারা বীর – তারা দিল প্রাণ সত্য-রক্ষা তরে।
সত্য লইয়া করিছে ওজন কে উনি মুদির মতো?
মনে মনে ভাবে কী কাজই করিনু আমি সে বিজ্ঞ কত!
বলি ওহে বাপু সত্য-ব্যাপারী, সত্য কি চাল ডাল?
কোথা কয় রতি সত্য কমিল, তাই নিয়ে দেবে গাল!
        সত্য মুদির তথ্য –
অমুক বীরের জীবনে কমেছে হুঁহুঁ এতটুকু সত্য!
ও কে আসে বাবা? সত্যেরে তবু এরা মাপে, ও যে গণে।
দশটি কথায় বাঁধিল সত্য, হেসে মরি মনে মনে!
বাটখারা আর রশি নিয়ে এল সত্যের পিসি-মাসি,
মাপিয়া মাপিয়া ভরিল বস্তা, গুণে গুণে বাঁধে খাসি।
বন্ধু, শুনো না কূট-তর্কের যত হাতি ঘোড়া উট,
সত্যনিষ্ঠা থাকে যদি প্রাণে, বেপরোয়া বলো ঝুট!

নারী

        সাম্যের গান গাই –
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুন্ড বলিয়া কে তোমা' করে নারী হেয়-জ্ঞান?
তারে বলো, আদি পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।
অথবা পাপ যে-শয়তান যে-নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।

তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
পুরুষ এনেছে যামিনী-শান্তি-, সমীরণ, বারিবাহ!
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে, নারী যোগায়েছে মধু।
শস্যক্ষেত্র উর্বর হল, পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।

স্বর্ণ-রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হয়েছে অলঙ্কার।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে’
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে!
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপড়ি’ কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রাণী,
রাণির দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।

পুরুষ হৃদয়হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাঁদের যশ ধরে নাকো অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।
লব-কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা!
নারী সে শিখাল শিশু-পুরুষেরে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরাল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পুরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে করে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ!

তিনি নর-অবতার –
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি কুঠার।
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর –
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর।
সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো নারীরা আছিল দাসী!

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর-যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম এই –
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।
শোনো মর্ত্যের জীব!
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব!

স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী
করিল তোমায় বন্দিনী, বল, কোন্ সে অত্যাচারী?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায় মল,
মাথার ঘোম্‌টা ছিঁড়ে ফেলো নারী, ভেঙে ফেলো ও শিকল!
যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ!

ধরার দুলালী মেয়ে!
ফির না তো আর গিরি-দরি-বনে পাখী-সনে গান গেয়ে।
কখন আসিল‘প্লুটো’যমরাজা নিশীথ-পাখায় উড়ে,
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে!
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হতে আছ মরি
মরণের পুরে; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী।
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মতো আয় মা পাতাল ফুঁড়ি’!
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি!
পুরুষ-যমেরক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও-পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে!
এতদনি শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে,
যে-হাতে পিয়ালে অমৃত, সে-হাতে কূট বিষ দিতে হবে।
সেদিন সূদূর নয়-
যেদিন ধরণি পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

রাজা-প্রজা

সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সম-বেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।
এ প্রশ্ন অতি সোজা,
এক ধরণির সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?
অদ্ভুত দর্শন –
এই সোজা কথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা সিডিশন!
প্রজা হয় শুধু রাজ-বিদ্রোহী, কিন্তু কাহারে কহি,
অন্যায় করে কেন হয় নাকো রাজাও প্রজাদ্রোহী!
প্রজারা সৃজন করেছে রাজায়, রাজা তো সৃজেনি প্রজা,
কৃতজ্ঞ রাজা তাই কি প্রজায় ধরে করে দিল খোজা?
বন্ধু হাসিছ চুটে,
আপনার ঘরে হয়ে আছি সব গোলাম নফর মুটে!
আপনার পুরুষত্ব অন্যে সঁপিয়া কী পেনু দাম?
আগলাতে রাজা-রাজ্য-হারেম হয়েছি খোজা গোলাম!
এ ব্যথা কাহারে কই,
যার ঘর তার ঘর নয় আর নেপো মারে এসে দই!
যাদের লইয়া রাজ্য, রাজ্যে নাই তাহাদেরই দাবি,
রাজা-দেবতার অনন্ত ভোগ, আমরা খেতেছি খাবি!
এ নিয়ে নালিশ কার কাছে করি, জয় রাজাজি কী জয়!
আমাদের হয় সুবিচার, নাই রাজারই বিচারালয়!
গুরু গুরু বাজে যুদ্ধ-ডঙ্কা, দলে দলে ছুটে ছেলে,
হেসে বুক চিরে কলসি কলসি তাজা খুন দিল ঢেলে।
কলিজা-ছিদ্রে দীর্ঘশ্বাস ফুঁ দিয়া বাজায় শাঁখ,
ঘরে ঘরে উঠে ক্রন্দন-উলু, চালে চালে ওড়ে কাক;
প্রস্তুত হল পথ –
বাজা শাঁখ বাজা, ওই দেখা জয়-লক্ষ্মীর রথ!
মাগো কাঁদ তোরা, আদুরি বোনেরা ধূলায় লুটায়ে পড়,
সিঁথায় সিঁদুর নাই দিলি বধূ, চল থেমে গেছে ঝড়।

ফেরেনি ছেলেরা ফেরেনি ভাইরা? ফেরোনিকো পতি? ওরে,
দুঃখ কী? ওরা স্থান পেয়েছে যে জয়-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে!
আজিকে রাজ্যময়
শোকের তুফান ছাপাইয়া উঠে – জয় রাজাজি কী জয়!
বাজা রে ডঙ্কা বাজা –
এতদিন পরে কেল্লা ছাড়িয়া বাহির হয়েছে রাজা।
নিহত আহত বীরেরে মাড়ায়ে ছুটেছে রাজার রথ,
যুদ্ধ-ফেরত খঞ্জ পঙ্গু পালা পালা ছাড় পথ!
বন্ধু এমনই হয় –
জনগণ হল যুদ্ধে বিজয়ী, রাজার গাহিল জয়।

প্রজারা জোগায় খোরাক-পোশাক, কী বিচার বলিহারি,
প্রজার কর্মচারী নন, তাঁরা রাজার কর্মচারী!
মোদেরই বেতন-ভোগী চাকরেরে সালাম করিব মোরা,
ওরে ‘পাবলিক সারভেন্ট’দেরে আয় দেখে যাবি তোরা!
কালের চরকা ঘোর,
দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে – চড়ে দেড়শত চোর।
এ আশা মোদের দুরাশাও নয়, সেদিন সুদূরও নয় –
সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয়!

সাম্য
গাহি সাম্যের গান –
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে, মুখে মুখে তাজা-প্রাণ!
বন্ধু, এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র-ধনী,
হেথা পায় নাকো কেহ খুদ-ঘাঁটা, কেহ দুধ-সর-ননী।
অশ্ব-চরণে মোটর-চাকায় প্রণমে না হেথা কেহ,
ঘৃণা জাগে নাকো সাদাদের মনে দেখে হেথা কালা-দেহ।
সাম্যবাদী-স্থান
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান।
নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গির্জা-ঘর,
নাইকো পাইক-বরকন্দাজ নাই পুলিশের ডর।
এই সে স্বর্গ, এই সে বেহেশ্‌ত, এখানে বিভেদ নাই,
যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছে ভাই ভাই!
নেইকো এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,
পাদরি-পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।
হেথা স্রষ্টার ভজনা-আলয় এই দেহ এই মন,
হেথা মানুষের বেদনায় তাঁর দুখের সিংহাসন!
সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে-নামে যে-কেহ ডাকে,
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে-নামে ডাকে সে মাকে!
পায়জামা প্যান্ট ধুতি নিয়া হেথা হয় নাকো ঘুঁষোঘুঁষি,
ধুলায় মলিন দুখের পোশাকে এখানে সকলে খুশি।

কুলি-মজুর
দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ? – চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল?

রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল তো এ-সব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা? – ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি হঁটে আছে লিখা।
তুমি জান নাকো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ওই পথ, ওই জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান,
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে
এই ধরণীর তরণির হাল রবে তাহাদেরই বশে!
তারই পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি!
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি খুন,
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!
আজ হৃদয়ের জমা-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,
রং-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও!
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি করে ঢুকুক্ এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র-সূর্য তারারা পড়-ক ঝরে!
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশি।
একজনে দিলে ব্যথা-
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা – সকলের অপমান!

মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান!

ঝিঙে ফুল

উৎসর্গ
“বীর বাদলকে”
[ঝিঙে ফুল]
ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল।
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল –
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢলঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল –
ঝিঙে ফুল॥

পাতার দেশের পাখি বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।

পউষের বেলাশেষ
পরি জাফরানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
করে তোলো মশগুল –
ঝিঙে ফুল॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে,
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে।
প্রজাপতি ডেকে যায় –
‘বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়!’
আশমানে তারা চায় –
‘চলে আয় এ অকূল!’
ঝিঙে ফুল॥

তুমি বলো – ‘আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়,
চাই না ও অলকায় –
ভালো এই পথ-ভুল!’
ঝিঙে ফুল॥
খুকি ও কাঠবেড়ালি
কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি-নেবু? লাউ?
বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও-

ডাইনি তুমি হোঁৎকা পেটুক,

খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-নেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!

কাঠবেড়ালি! বাঁদরীমুখী! মারবো ছুঁড়ে কিল?
দেখবি তবে? রাঙাদাকে ডাকবো? দেবে ঢিল!

পেয়ারা দেবে? যা তুই ওঁচা!
তাই তো তোর নাকটি বোঁচা!
হুতমো-চোখী! গাপুস গুপুস
একলাই খাও হাপুস হুপুস!
পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
হেই ভগবান! একটা পোকা যাস পেটে ওর ঢুকে!
ইস! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!

কাঠবেড়ালি! তুমি আমার ছোড়দি' হবে? বৌদি হবে? হুঁ!
রাঙা দিদি? তবে একটা পেয়ারা দাও না! উঃ!
এ রাম! তুমি ন্যাংটা পুঁটো?
ফ্রকটা নেবে? জামা দুটো?
আর খেয়ো না পেয়ার তবে,
বাতাবি-নেবুও ছাড়তে হবে!
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ ছুট? অ'মা দেখে যাও!-
কাঠবেড়ালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!!
খোকার খুশি
কী যে ছাই ধানাই-পানাই –
সারাদিন বাজছে সানাই,
এদিকে কারুর গা নাই
  আজই না মামার বিয়ে!
বিবাহ! বাস, কী মজা!
সারাদিন মণ্ডা গজা
গপাগপ খাও না সোজা
  দেয়ালে ঠেসান দিয়ে।
তবু বর হচ্ছিনে ভাই,
বরের কী মুশকিলটাই –
সারাদিন উপোস মশাই
  শুধু খাও হরিমটর!
শোনো ভাই, মোদের যবে

বিবাহ করতে হবে –
‘বিয়ে দাও’ বলব, ‘তবে
   কিছুতেই হচ্ছিনে বর!’
সত্যি, কও না মামা,
আমাদের অমনি জামা
অমনি মাথায় ধামা
   দেবে না বিয়ে দিয়ে?
মামিমা আসলে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর?
বাস, কী মজার খবর!
   আমি রোজ করব বিয়ে॥

খাঁদু-দাদু

অ মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?

খ্যাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা – নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

ওঁর

নাকটাকে কে করল খ্যাঁদা র‍্যাঁদা বুলিয়ে?

চামচিকে-ছা বসে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে!

বুড়ো গোরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!

অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

ওঁর

খ্যাঁদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকি কে দেয় ‘টু’!

ছোড়দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াক! থুঃ!

কাছিম যেন উপুড় হয়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং!

অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

দাদুবুঝি চিনাম্যান মা, নাম বুঝি চাং চু,

তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপটা সুধাংশু!

জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন!

অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,

ঘুম দিলে ওই চ্যাপটা নাকেই বাজত সাতটা শাঁখ।

দিদিমা তাই থ্যাবড়া মেরে ধ্যাবড়া করেছেন!

অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চলতে বেজির ছা

দাড়ির জালে পড়ে জাদুর আটকে গেছে গা,

বিল্লি-বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন!

অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ডেং!

দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙতে 'আলমানাক'

গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ?

মুচি এসে দাদুর আমার নাক করেছে 'ট্যান'!

অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং!

বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,

সেথায় নিয়ে চলো দাদু দেখন-হাসিকে।

সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,

খাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙাডেং ড্যাং।

দিদির বে-তে খোকা
'সাত ভাই চম্পা জাগো' –
পারুলদি ডাকল, না গো?
একী ভাই, কাঁদচ? – মা গো
কী যে কয় – আরে দুত্তুর!

পারায়ে সপ্ত-সাগর
এসেছে সেই চেনা-বর?
কাহিনির দেশেতে ঘর
তোর সেই রাজপুত্তুর?

মনে হয়, মণ্ডা মেঠাই
খেয়ে জোর আয়েশ মিটাই! –
ভালো ছাই লগাছে না ভাই,
যাবি তুই একেলাটি!

দিদি, তুই সেথায় গিয়ে
যদি ভাই যাস ঘুমিয়ে,
জাগাব পরশ দিয়ে
রেখে যাস সোনার কাঠি।
মা
যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।

হেরিলে মায়ের মুখ
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।
কত করি উৎপাত
আবদার দিন রাত,
সব সন হাসি মুখে, ওরে সে যে মা!
আমাদের মুখ চেয়ে
নিজে রন নাহি খেয়ে,
শত দোষে দোষী তবু মা তো ত্যজে না।

ছিনু খোকা এতটুকু,
একটুতে ছোটো বুক
যখন ভাঙিয়া যেত, মা-ই সে তখন
বুকে করে নিশিদিন
আরাম-বিরামহীন
দোলা দিয়ে শুধাতেন, ‘কী হল খোকন?’

আহা সে কতই রাতি
শিয়রে জ্বালায়ে বাতি
একটু অসুখ হলে জাগেন মাতা,
সবকিছু ভুলে গিয়ে
কেবল আমারে নিয়ে
কত আকুলতা যেন জগন্মাতা।

যখন জনম নিনু
কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোনো কিছু,
ওঠা বসা দূরে যাক –
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা-র পিছু পিছু!

তখন সে মা আমার
চুমু খেয়ে বারবার
চাপিতেন বুকে, শুধু একটি চাওয়ায়
বুঝিয়া নিতেন যত
আমার কী ব্যথা হত,
বলো কে এমন স্নেহে বুকটি ছাওয়ায়!
তারপর কত দুখে
আমারে ধরিয়া বুকে
করিয়া তুলেছে মাতা দেখো কত বড়ো,
কত না সুন্দর
এ দেহ এ অন্তর
সব মোরা ভাই বোন হেথা যত পড়।

পাঠশালা হতে যবে
ঘরে ফিরি যাব সবে,
কত না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে
শুধাবেন কত সুখে

'কত আজ লেখা হল, পড়া কত পাতা?'

পড়ে লেখা ভালো হলে
দেখেছ সে কত ছলে
ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে!
বলে, 'মোর খোকামণি।
হিরা-মানিকের খনি,
এমনটি নাই কারও!' শুনে বুক ভরে!

গা-টি গরম হলে
মা সে চোখের জলে
ভেসে বলে, 'ওরে জাদু কী হয়েচে বল!'
কত দেবতার 'থানে'
পিরে মা মানত মানে –
মাতা ছাড়া নাই কারও চোকে এত জল।

যখন ঘুমায় থাকি
জাগে রে কাহার আঁখি
আমার শিয়রে, আহা কীসে হবে ঘুম!
তাই কত ছড়া গানে
ঘুম-পাড়ানিরে আনে,
বলে, 'ঘুম! দিয়ে যা রে খুকু-চোখে চুম!'

দিবানিশি ভাবনা
কীসে ক্লেশ পাব না,
কীসে সে মানুষ হব, বড়ো হব কীসে;
বুক ভরে ওঠে মার
ছেলেরই গরবে তাঁর,
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

আয় তবে ভাই বোন,
আয় সবে আয় শোন
গাই গান, পদধূলি শিরে লয়ে মা-র;
মার বড়ো কেউ নাই –
কেউ নাই কেউ নাই!
নত করি বল সবে 'মা আমার! মা আমার!'
খোকার বুদ্ধি
চুন করে মুখ প্রাচীর পরে বসে শ্রীযুত খোকা,
কেননা তার মা বলেছেন সে এক নিরেট বোকা।
ডানপিটে সে খোকা এখন মস্ত একটা বীর,

হুংকারে তাঁর হাঁস মুরগির ছানার চক্ষুস্থির!
সাত লাঠিতে ফড়িং মারেন এমনই পালোয়ান!
দাঁত দিয়ে সে ছিঁড়লে সেদিন আস্ত আলোয়ান!
ন্যাংটা-পুঁটো দিগম্বরের দলে তিনিই রাজা,
তাঁরে কিনা বোকা বলা? কী এর উচিত সাজা?
ভাবতে ভাবতে খোকার হঠাৎ চিন্তা গেল থেমে,
দে দৌড় চোঁ-চাঁ আঁধমহলে পাঁচিল হতে নেমে!
বুকের ভেতর ছপাই নপাই ধুকপুকুনির চোটে,
বাইরে কিন্তু চতুর খোকা ঘাবড়ালেন না মোটে।
হাঁপিয়ে এসে মায়ের কাছে বললে, "ওগো মা!
আমি নাকি বোক-চন্দর? বুদ্ধি দেখে যা!
ওই না একটা মটকু বানর দিব্যি মাচায় বসে
লাউ খাচ্ছে? কেউ দেখেনি, দেখি আমিই তো সে।
দিদিদেরও চোখ ছিল তো, কেউ কি দেখেছেন?
তবে আমায় বোকা কও যে! এ্যাঁ-এ্যাঁ, হাস ক্যান্?
কী কও? 'একী বুদ্ধি হল?' দেখবে তবে? হাঁ,
বুদ্ধি আমার ... ভোলা! তু-উ-উ! লৌ-হা হা-হা-হা!"
খোকার গপ্প বলা
মা ডেকে কন, 'খোকন-মণি! গপ্প তুমি জানো?
    কও তো দেখি বাপ!'
কাঁথার বাহির হয়ে তখন জোর দিয়ে এক লাফ
বললে খোকন, 'গপপ জানি, জানি আমি গানও!'
বলেই খুদে তানসেন সে তান জুড়ে জোর দিল –
'একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল!'
    মা সে হেসে তখন
বলেন, 'উহুঁ, গান না, তুমি গপ্প বলো খোকন!'
ন্যাংটা শ্রীযুত খোকা তখন জোর গম্ভীর চালে
সটান কেদারাতে শুয়ে বলেন, "সত্যিকালে
এক যে ছিল রাজা আর মা এক যে ছিল রানি,
    হাঁ মা আমি জানি,
    মায়ে পোয়ে থাকত তারা,
ঠিক যেন ওই গোঁদলপাড়ার জুজুবুড়ির পারা!
    একদিন না রাজা –
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড়ভাজা!
    রানি গেলেন তুলতে কলমি শাক
    বাজিয়ে বগল টাক ডুমাডুম টাক!
    রাজা শেষে ফিরে এলেন ঘরে
হাতির মতন একটা বেড়াল-বাচ্চা শিকার করে।
    এসে রাজা দেখেন কিনা বাপ!
রাজবাড়িতে আগড় দেওয়া, রানি কোথায় গাপ!

দুটোয় গিয়ে এলেন রাজা সতরোটার সে সময়!
বলো তো মা-মণি তুমি, খিদে কি তায় কম হয়?
টাটি-দেওয়া রাজবাড়িতে ওগো,
পান্তাভাত কে বেড়ে দেবে?
খিদের জ্বালায় ভোগো!
ভুলুর মতন দাঁত খিঁচিয়ে বলেন তখন রাজা,
নাদনা দিয়ে জরুর রানির ভাঙা চাই-ই মাজা।
এমন সময় দেখেন রাজা আসচে রানি দৌড়ে
সারকুঁড় হতে ক্যাঁকড়া ধরে রাম-ছাগলে চড়ে!
দেখেই রাজা দাদার মতন খিচমিচিয়ে উঠে –"
'হাঁরে পুঁটে!'
বলেই খোকার শ্রীযুত দাদা সটান
দুইটি কানে ধরে খোকার চড় কসালেন পটাম্।
বলেন, 'হাঁদা! ক্যাবলাকান্ত! চাষাড়ে।
গপ্প করতে ঠাঁই পাওনি চণ্ডুখুড়ি আষাঢ়ে?
দেব নাকি ঠ্যাংটা ধরে আছাড়ে?
কাঁদেন আবার! মারব এমন থাপড়,
যে কেঁদে তোমার পেটটি হবে কামার শালার হাপর!'
চড় চাপড় আর কিলে,
ভ্যাবাচ্যাকা খোকামণির চমকে গেল পিলে!
সেদিনকারের গপ্প বলার হয়ে গেল রফা,
খানিক কিন্তু ভেড়ার ভ্যাঁ ডাক শুনেছিলুম তোফা!

চিঠি

[ছন্দ :- "এই পথটা কা-টবো
পাথর ফেলে মা-রবো"]

ছোট্ট বোনটি লক্ষ্মী
ভো 'জটায়ু পক্ষী'!
য়্যাব্বড়ো তিন ছত্র
পেয়েছি তোর পত্র।
দিইনি চিঠি আগে,
তাইতে কি বোন রাগে?
হচ্ছে যে তোর কষ্ট
বুঝতেছি খুব পষ্ট।
তাইতে সদ্য সদ্য
লিখতেছি এই পদ্য।
দেখলি কী তোর ভাগ্যি!
থামবে এবার রাগ কি?
এবার হতে দিব্যি
এমনি করে লিখবি!

বুঝলি কী রে দুষ্টু
কী যে হলুম তুষ্টু
পেয়ে তোর ওই পত্র –
যদিও তিন ছত্র!
যদিও তোর অক্ষর
হাত পা যেন যক্ষর,
পেটটা কারুর চিপসে,
পিঠটে কারুর ঢিপসে,
ঠ্যাংটা কারুর লম্বা,
কেউ বা দেখতে রম্ভা!
কেউ যেন ঠিক থাম্বা,
কেউ বা ডাকেন হাম্বা!
থুতনো কারুর উচ্চে,
কেউ বা ঝুলেন পুচ্ছে!
এক একটা যা বানান
হাঁ করে কী জানান!
কারুর গা ঠিক উচ্ছের,
লিখলি এমনি গুচ্ছের!
না বোন, লক্ষ্মী, বুঝছ?
করব না আর কুচ্ছো!
নইলে দিয়ে লম্ফ
আনবি ভূমিকম্প!
কে বলে যে তুচ্ছ!
ওই যে আঙুর গুচ্ছ!
শিখিয়ে দিল কোন্ ঝি
নামটি যে তোর জন্টি?
লিখবে এবার লক্ষ্মী
নাম 'জটায়ু পক্ষী!'
শিগগির আমি যাচ্ছি,
তুই বুলি আর আচ্ছি
রাখবি শিখে সব গান
নয় ঠেঙিয়ে – অজ্ঞান!
এখনও কি আচ্ছু
খাচ্ছে জ্বরে খাপচু?
ভাঙেনি বউদির ঠ্যাংটা।
রাখালু কি ন্যাংটা?
বলিস তাকে, রাখালী!
সুখে রাখুন মা কালী!
বৌদিরে কোস দোত্তি
ধরবে এবার সত্যি।

গপাস করে গিলবে
য়্যাব্বড়ো দাঁত হিলবে!
মা মাসিমায় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম!
স্নেহাশিস এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস তা!
সাঙ্গ পদ্য সবিটা?
ইতি। তোদের কবি-দা।
প্রভাতি
ভোর হলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
ফুল-খুকি ছোটরে!
খুকুমণি ওঠো রে!
রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ওই,
দারোয়ান
গায় গান
শোন ঐ, রামা হৈ!’
ত্যাজি নীড়
করে ভিড়
ওড়ে পাখি আকাশে,
এন্তার
গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে।

চুলবুল
বুলবুল
শিস্ দেয় পুষ্পে,
এইবার
এইবার
খুকুমণি উঠবে!
খুলি হাল
তুলি পাল
ঐ তরী চললো,
এইবার
এইবার

খুকু চোখ খুললো।
আলসে
নয় সে
ওঠে রোজ সকালে
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।
উঠলো
ছুটলো
ওই খোকা খুকি সব,
"উঠেছে
আগে কে"
ঐ শোনো কলরব।
নাই রাত
মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয়গানে
ভগবানে
তুষি বর মাগো রে।
লিচু চোর
বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস করলে তাড়া,
বলি থাম একটু দাড়া।
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না
হোথা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গো যেই চড়েছি
ছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা মড়াত করে
পড়েছি সরাত জোরে।
পড়্‌বি পড় মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই।
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুষি
একদম জোরসে ঠুসি।
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাপিয়ে কাপড়

লাফিয়ে ডিঙনু দেয়াল,
দেখি এক ভিটরে শেয়াল!
আরে ধ্যাত শেয়াল কোথা?
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা!
দেখে যেই আঁতকে ওঠা
কুকুরও জুড়লে ছোটা!
আমি কই কম্ব কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড়!
'বাবা গো মা গো' বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গলে
ঢুকি গ্যে বোসদের ঘরে,
যেন প্রাণ আসল ধড়ে!
যাব ফের? কান মলি ভাই,
চুরিতে আর যদি যাই!
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা-
মালির ঐ পিটুনিগুলা!
কি বলিস ফের হপ্তা!
তৌবা-নাক খপ্তা।

হোঁদলকুতকুতের বিজ্ঞাপন
মিচকে-মারা কয় না কথা মনটি বড়ো খুঁতখুঁতে।
'ছিঁচকাঁদুনে' ভ্যাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে।
ড্যাবরা ছেলে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলান,
সন্দেশ এবং মিষ্টি খেতে – বাসরে বাস – এক জাম্বুবান!
নিম্নমুখো-যষ্টি ছেলে দশটি ছেলে লুকিয়ে খান,
বদমায়েশির মাসি পিসি, আধখানা চোখ উঁচিয়ে চান!
হাঁদারা হয় হদ্দ বোকার, সব কথাতেই হাঁ করে!
ডেঁপো চতুর আধ-ইশারায় সব বুঝে নেয় ঝাঁ করে!
ভোঁদা খোকার নামটি ভুঁদো বুদ্ধি বেজায় তার ভোঁতা।
সব চেয়ে ভাই ইবলিশ হয় যে ছেলেদের ঘাড় কোঁতা।
পুঁয়ে-লাগা সুঁটকো ছেলে মুখটা সদাই মুচকে রয়!
পেটফুলো তার মস্ত পিলে, হাত-পাগুলোও কুঁচকে রয়!
প্যাঁটরা ছেলের য়্যাব্বড়ো পেট, হাত নুলো আর পা সরু!
চলেন যেন ব্যাংটি হো হো উ-র্‌ গজ-ঢাক গাল পুরু!
গাবদা ছেলের মনটি সাদা একটুকুতেই হন খুশি,
আদর করে মা তারে তাইনাম দিয়েছেন মনটুসি।
ষাঁড়ের নাদ সে নাদুস নুদুস গোবর-গণেশ যে শ্রীমান,
নাঁদার মতন য়্যাভ ভুঁড়ি তাঁর চলতে গিয়ে হুমড়ি খান!

ছ্যাঁচড় ছেলে বেদড় ভারি ধুমসুনি খায় সব কথায়।
উদমো ছেলে ছটফটে খুব একটুকুতেই উতপুতায়!
ফটকে ছেলে ছটকে বেড়ায় আঁটি তারা বজ্জাতের,
দুষ্টু এবং চুলবুলেরা সবখানে পায় লজ্জা ঢের।
বোঁচা-নাকা খাঁদা যে হয় নাম রেখো তার চামচিকে,
এসব ছেলে তেঁদড় ভারী ডরায় না দাঁত-খামচিকে!
টুনিখুকির মুখটি ছোটো টুনটুনি তার মন সরল,
ময়না-মানিক নাম যার ভাই মনটি তারও খুব তরল!
গাল টেবো যাঁর নাম টেবি তাঁর একটুকুতেই যান রেগে।
কান-খড়কে মায়ের লেঠা, রয় ঘুমুলেও কান জেগে।
খুদে খুকির নামটি টেপু মা-দুলালি আবদেরে।
ডর-পুকুনে আঁতকে ওঠে নাপতে দেখে আঁক করে!
পুঁটুরানি বাপ-সোহাগি, নন্দদুলাল মানিক মা-র,
দাদু বুড়োর ন্যাওটা যে ভাই মটরু ছাগল নামটি তার!
ভুতো ছেলে ঠগ বড়ো হয়, ভয় করে না কাউকে সে,
নাই পরোয়া যতই কেন কিল আর থাপড় দাও ঠেসে।
দস্যি ছেলে ভয় করে না চোখ-রাঙানি ভূত-পেরেত,
সতর-চোখি জুজুর খোঁজে বেড়িয়ে বেড়ায় রাত বিরেত!
ডানপিটেরা ঝুলঝাপপুর গুলি-ডাণ্ডায় মদ্দ খুব!
বাঁদরা-মুখোর ভ্যাংচিয়ে মুখ দাঁত খিঁচে বে-হদ্দ হুব!
বীর বাদল সে – দেশের তরে প্রাণ দিতে ভাই যে শিখে,
আনবে যে সাত-সাগর-পারের বন্দিনী দেশ-লক্ষ্মীকে!
কেউ যদি ভাই হয় তোমজদের এমনিতরো মর্দ ফেরো,
হো হো! তাকে পাঠিয়ে দেব বাচ্চা হোঁদল কুতকুতের!
ঠ্যাং-ফুলি
হো-হো-হো উররো হো-হো!
হো-হো-হো উররো হো-হো
    উররো হো-হো
    বাস কী মজা!
কে শুয়ে চুপ সে ভুঁয়ে,
নারছে হাতে পাশ কী সোজা!

হো-বাবা! ঠ্যাং ফুলো যে!
হাসে জোর ব্যাংগুলো সে
    ড্যাং তুলো তার
    ঠ্যাংটি দেখে!
ন্যাং ন্যাং য়্যাগগোদা ঠ্যাং
আঁতকে ওঠায় ডানপিটেকে!
এক ঠ্যাং তালপাতা তার
যেন বাঁট হালকা ছাতার!

আর পাটা তার
ভিটরে ডাগর!
যেন বাপ! গোবদা গো-সাপ
পেট-ফুলো হুস এক অজাগর!

মোদোটার পিসশাশুড়ি
গোদ-ঠ্যাং চিপসে বুড়ি
বিশ্ব জুড়ি
খিসসা যাহার!
ঠে-ঠে ঠ্যাং নাক ডেঙা ডেং
এই মেয়ে কি শিষ্যা তাহার?
হাদে দেখ আসছে তেড়ে
গোদা-ঠ্যাং ছাঁতসে নেড়ে,
হাসছে বেড়ে
বউদি দেখে!
অ ফুলি! তুই যে শুলি
দ্যাখ না গিয়ে চৌদিকে কে!
বটু তুই জোর দে ভোঁ দৌড়,
রাখালে! ভাঙবে গোঁ তোর
নাদনা গুঁতোর
ভিটিম ভাটিম!
ধুমাধুম তাল ধুমাধুম
পৃষ্ঠে, - মাথায় চাটিম চাটিম!

‘ইতু’ মুখ ভ্যাংচে বলে –
গোদা ঠ্যাং ন্যাংচে চলে
ব্যাং ছা যেন
ইড়িং বিড়িং!
রাগে ওর ঠ্যাং নড়ে জোর
য়্যাদ্দেখেছিস – তিড়িং তিড়িং!

মলিনা! অ খুকুনি!
মা গো! কী ধুকপুকুনি
হাড়-শুগুনি
ভয়-তরাসে!
দেখে ইস ভয়েই মরিস
ন্যাংনুলোটার পাঁইতারাকে।
গোদা-ঠ্যাং পুঁচকে মেয়ে
আসে জোর উঁচকে ধেয়ে
কুঁচকে কপাল,

ইস কী রগড়!
লেলিয়ে দে ঢেলিয়ে!
ফোঁস করে ফের! বিষ কী জবর!
ইন্দু! দৌড়ে যা না!
হাসি, তুই বগ দেখা না!
দগ্‌ধে না!
তোল তাতিয়ে!
রেণু! বাস, রেগেই ঠ্যাঙাস,
বউদি আসুন বোলতা নিয়ে!

আর না খাপচি খেলো!
ওলো এ আচ্ছি যে লো,
নাচছি তো খুব
ঠ্যাং নিয়ে ওর!
ব্যাচারির হ্যাঁস-ফ্যাসানির
শেষ নেই, মুখ ভ্যাংচিয়ে জোর!

ধ্যাত! পা পিছলে যে সে
পড়ে তার বিষ লেগেছে
ইস! পেকেছে
বিষ-ফোঁড়া এক!
সে ব্যথায় ঠ্যাং ফুলে তাই
ঢাক হল পা-র পিঠ জোড়া দেখ!

আচ্ছু! সত্যি সে শোন
কারুর এক রত্তি সে বোন,
দোষ নেই এতে
দোষ নিয়ো না!
আগে তোর ঠ্যাং ফুলে জোর,
তারপরে না দস্যিপনা!

আয় ভাই আর না আড়ি,
ভাব কর কান্না ছাড়ি,
ঘাড় না নাড়ি,
কসনে ‘উহুঁ’!
লক্ষ্মী! ধ্যাত, শোক কী?
ছিঁচ-কাঁদুনে হসনে হুঁ হুঁ!
উষাদের ঘর যাবিনে?
লাগে তোর লজ্জা দিনে?
বজ্জাতি নে

রাখ তুলে লো!
কেন? ঠ্যাং তেড়েং বেড়েং?
হাসবে লোকে? বয়েই গেল!
পিলে-পটকা
উটমুখো সে সুঁটকো হাশিম,
পেট যেন ঠিক ভুঁটকো কাছিম!
চুলগুলো সব বাবুই দড়ি –
ঘুসকো জ্বরের কাবুয় পড়ি!
তিন-কোনা ইয়া মস্ত মাথা,
ফ্যাচকা-চোখো; হস্ত? হাঁ তা
ঠিক গরিলা, লোবনে ঢ্যাঙা!
নিটপিটে ঠ্যাং সজনে ঠ্যাঙা!
গাইতি-দেঁতো, উঁচকে কপাল
আঁতকে ওঠেন পুঁচকে গোপাল!
নাক খাঁদা ঠিক চামচিকেটি!
আর হাসি? দাঁত খামচি সেটি!
পাঁচের মতন থুতনো ব্যাঁকা!
রগচিলে, হুঁ ভূতনো ন্যাকা!
কান দুটো টান – ঠিক সে কুলো!
তোবড়ানো গাল, টিকটা ছুলো!
বগলা প্রমাণ ঘাড়টি সরু,
চেঁচান যেন ষাঁড় কী গোরু!
চলেন গিজাং উরর কোলা ব্যাং,
তালপাতা তাঁর ক্ষুর-ওলা ঠ্যাং!
বদরাগি তায় এক-খেয়ালি
বাস রে! খেঁকি খ্যাঁক-শেয়ালি!
ফ্যাঁচকা-মাতু, ছিঁচকাঁদুনে,
কয় লোকে তাই মিচকা টুনে!
জগন্নাথী ঠুঁটো নুলো,
লোম গায়ে ঠিক খুঁটোগুলো!
ল্যাবেন্ডিসি নড়বড়ে চাল,
তুবড়ি মুখে চড়বড়ে গাল!
গুজুর-ঘুণে, দেড়-পাঁজুরে,
ল্যাডাগ্যাপচার, ন্যাড়-নেজুড়ে!
বসেন সে হাড়-ভাঙা ‘দ’,
চেহারা দেখেই সব মামা ‘থ’!
গিরগিটে তার ক্যাঁকলেসে ঢং
দেখলে কবে, ‘ধেত, এ যে সং!’
খ্যাঙরা-কাটি আঙলাগুলো,
কুঁদিলে শ্রীমুখ বাংলা চুলো!

পেটফুলো ইয়া মস্ত পিলে,
দৈবাতে তায় হস্ত দিলে
জোর চটিতং, বিটকেলে চাঁই!
ইঁট খাবে নাকো সিঁটকেলে ভাই!
নাক বেয়ে তার ঝরচে সিয়ান,
ময়রা যেমন করছে ভিয়ান!
স্বপন দেখেন হালকা নিঁদে –
কুইনাইন আর কালকাসিঁদে!
বদন সদাই তোলো হাঁড়ি,
গুড়ামুড়ি খান ষোলো আড়ি!
ঠোকরে সবাই ন্যাড়া মাথায় –
শিলাবিষ্টি ছেঁড়া ছাতায়!
রাক্ষুসে ভাত গিলতে পারে
বাপ রে, বিড়াল ডিঙতে নারে!
হন না ভুলেও ঘরের বাহির,
কাঁথার ভিতর জ্বরের জাহির!
পড়বে কি আর, দূর ভূত ছাই,
ওষুধ খেতেই ফুরসত নাই!
বুঝলে? যত মোটকা মিলে
বাগাও দেখি পটকা পিলে!
বাজবে পেটে তাল ভটাভট
নাক ধিনাধিন গাল ফটাফট!
ঢাকডুবাডুব ইড়িং-বিড়িং
নাচবে ফড়িং তিড়িং তিড়িং!
চুপসো গালে গাব গুবাগুব
গুপি-যন্তর বাজবে বাঃ খুব!
দিব্যি বসে মারবে মাছি,
কাশবে এবং হাঁচবে হাঁচি!
কিলবিলিয়ে দুটো ঠ্যাং
নড়বে যেমন ঠুঁটো ব্যাং!!

সর্বহারা

মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র
শ্রীচরণারবিন্দে
সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার।
তুমি কোনদিন কারো করনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির
কূলে ব’সে কাঁদ’ মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী! যেন কোন্ পথ-ভুলে-আসা

ভিন্-গাঁ'র ভীর" মেয়ে! কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছে আপনারে, ' এ আমি কোথায়?'
দূর হ'তে তারাকারা ডাকে, আয় আয়!
তুমি যেন তাহাদের পলাতকা মেয়ে
ভুলিয়া এসেছ হেথা ছায়া-পথ বেয়ে!
বিধি ও অবিধি মিলে মেরেছে তোমায়
মা আমার-কত যেন! চোখে-মুখে, হায়
তবু যেন শুধু এক ব্যথিত জিজ্ঞাসা-
' কেন মানে? এরা কা'রা! কোথা হ'তে আসে
এই দুঃখ ব্যথা শোক?' এরা তো তোমার
নহে পরিচিত মাগো, কন্যা অলকার!
তাই সব স'য়ে যাও নির্বাক নিশ্চুপ,
ধূপেরে পোড়ায় অগ্নি-জানে না তা ধূপ!

দূর-দূরান-র হ'তে আসে ছেলে-মেয়ে,
ভুলে যায় খেলা তা'রা তব মুখ চেয়ে!
বলে, 'তুমি মা হবে আমার?' ভেবে কী যে!
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর কর"ণায়! মনে হয় যেন
সকলের চেনা তুমি, সকলেরে চেন!

তোমারি দেশের যেন ওরা ঘরছাড়া
বেড়াতে এসেছে এই ধরণীর পাড়া
প্রবাসী শিশুর দল। যাবে ওরা চ'লে
গলা ধ'রে দুটি কথা 'মা আমার' ব'লে!
হয়তো ভুলেছ মাগো, কোনো একদিন,
এমনই চলিতে পথে মরু-বেদুইন-
শিশু এক এসেছিল। শ্রান্ত কণ্ঠে তার
বলেছিল গলা ধরে — 'মা হবে আমার?'...
হয়ত আসিয়াছিল, যদি পড়ে মনে,
অথবা সে আসে নাই-না এলে স্মরণে!
যে-দুরন- গেছে চ'লে আসিবে না আর,
হয়ত তোমার বুকে গোরস্থান তার
জাগিতেছে আজো মৌন, অথবা সে নাই!
এমন ত কত পাই-কত সে হারাই..

সর্বসহা কন্যা মোর! সর্বহারা মাতা!
শূন্য নাহি রহে কভু মাতা ও বিধাতা।
হারা-বুকে আজ তব ফিরিয়াছে যারা-
হয়ত তাদেরি স্মৃতি এই 'সর্বহারা'!

৩৭ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা,
১৬ ভাদ্র ১৩৩৩

সর্বহারা

১

ব্যথার সাতার-পানি-ঘেরা
 চোরাবালির চর,
ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস
 সেই চরে তোর ঘর?
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্বহারা,
মেঘ-জননীর অশ্র”ধারা
 ঝ’রছে মাথার’ পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি
 দুলিয়ে তর”-কর॥

২

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
 কাঁদছে উতরোল,
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
 সাগর-মায়ের কোল।
নায়ের মাঝি! নায়ের মাঝি!
পাল তু’লে তুই দে রে আজি
তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী
 তরঙ্গে খায় দোল।
নায়ের মাঝি! আর কেন ভাই?
 মায়ার নোঙর তোল্।

৩

ভাঙন-ভরা ভাঙনে তোর
 যায় রে বেলা যায়।
মাঝি রে! দেখ্ কুরঙ্গী তোর
 কূলের পানে চায়।
যায় চ’লে ঐ সাথের সাথী
ঘনায় গহন শাঙন-রাতি
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি’
 ঘুমুস্ নে আর, হায়!
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া

এতই কি রে দায়?

৪
হীরা-মানিক চাসনিকো তুই,
চাস্‌নি ত সাত ক্রোর,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-
ভরা অভাব তোর,
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
একটি প্রদীপ-আলো-করা
একটু-কুটীর-দোর।
আস্‌ল মৃত্যু আস্‌ল জরা,
আস্‌ল সিঁদেল-চোর।

৫
মাঝি রে তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল্‌!
শক্তমাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চ'ল্‌বি ফিরি
দ'লবি পাহাড়-কানন-গিরি!
হাঁকছে বাদল, ঘিরি' ঘিরি'
নাচছে সিন্ধুজল।
চল্‌ রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল্‌ ॥

লাঙল অফিস — কলিকাতা
২৪ চৈত্র, ১৩৩২

কৃষাণের গান

ওঠ রে চাষি জগদ্‌বাসী ধর কষে লাঙল।
আমরা
মরতে আছি – ভালো করেই মরব এবার চল॥

মোদের
উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ওই
বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই

লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ
মা-র কাঁদনে লোনা হল সাত সাগরের জল॥

ও ভাই
আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন
গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ
কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?
ও ভাই
মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।

আজ
চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই
জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর
বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইকো আমার হাত।
আর
সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল॥

ও ভাই
আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দূর্বাদল-শ্যাম,
আর
মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন রাবণ-অরি রাম,
ওই
হালের ফলায় শস্য ওঠে, সীতা তাঁরই নাম,
আজ
হরছে রাবণ সেই সীতারে – সেই মাঠের ফসল॥

ও ভাই
আমরা শহিদ, মাঠের মক্কায় কোরবানি দিই জান।
আর
সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হরছে তা শয়তান।
আমরা
যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান!
আজ
চারিদিক হতে ঘিরে মারে এজিদরাজার দল॥

আজ
জাগ রে কৃষাণ, সব তো গেছে, কীসের বা আর ভয়,
এই
ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ওই
বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়,
ওরে
দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল॥

হুগলি
অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

শ্রমিকের গান
ওরে
ধ্বংস-পথের যাত্রীদল!

ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

আমরা
হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙব চল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই
আমাদেরই শক্তিবলে

পাহাড় টলে তুষার গলে

মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে!
মোরা
সিন্ধু মথে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই
আমরা কলির কলের কুলি,

কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি

হিরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলি রে!

আজ
মানবকুলের কালি মেখে
 আমরা কালো কুলির দল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।

আমরা
পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে খনি

আমি ফণীর মাথার মণি,

তাই পেয়ে সব শনি হল ধনী রে!
এবার
ফণীমনসার নাগ-নাগিনি
 আয় রে গর্জে মার ছোবল!
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

যত
শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা

রাজা-উজির মারছে মজা,

আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে।
এবার
জুজুর দল ওই হুজুর দলে
 দলবি রে আয় মজুর দল!
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই
মোদের বলে হতেছে পার,

হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার,

সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে!
তবু
মোরাই জনম চলছি ঠেলে
 ক্লেশ-পাথারের সাঁতার-জল!
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

আজ
ছ-মাসের পথ ছ-দিনে যায়

কামান-গোলা, রাজার সিপাই

মোদের শ্রমে মোদেরই সে কৃপায় রে!
ও ভাই
মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে
 ওই জুঁড়োদের উড়োকল!
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই
দালান-বাড়ি আমরা গড়ে

রইনু জনম ধুলায় পড়ে,

বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে!
আমরা
চিনির বলদ চিনিনে স্বাদ
 চিনি বওয়াই সার কেবল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই
আমরা মায়ের ময়লা ছেলে

কয়লা-খনির বয়লা ঠেলে

যে অগ্নি দিই দিগ্‌বিদিকে জ্বেলে রে!
এবার
জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাটা
 ময়লা কুলির সেই অনল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই
আমাদের কাজ হলে বাসি

আমরা মুটে কল-খালাসি!

ডুবলে তরি মোরাই তুলতে আসি রে!
আমরা
বলির মতন দান করে সব
 পেলাম শেষে পাতাল-তল

ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

মোদের
যা ছিল সবই দিইছি ফুঁকে,

এইবারে শেষ কপাল ঠুকে

পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার
নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল!
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ওই
শয়তানি চোখ কলের বাতি

নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথি!

ধর হাথিয়ার, সামনে প্রলয়-রাতি রে!
আয়
আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার-নায়ে চড়বি চল!
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল॥
কৃষ্ণনগর
২০ মাঘ, ১৩৩২

ধীবরদের গান
আমরা
নীচে পড়ে রইব না আর

শোন রে ও ভাই জেলে,

এবার উঠব রে সব ঠেলে!
ওই
বিশ্ব-সভায় উঠল সবাই রে,

ওই মুটে মজুর হেলে।
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

আজ
সবার গায়ে লাগছে ব্যথা

সবাই আজই কইছে কথা রে,
আমরা
এমনি মরা, কই নে কিছু

মড়ার লাথি খেলে।
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা
মেঘের ডাকে জেগে উঠে

পানসিতে পাল তুলি।
আমরা
ঝড়-তুফানে সাগর-দোলার

নাগরদোলায় দুলি।
ও ভাই
আকাশ মোদের ছত্র ধরে

বাতাস মোদের বাতাস করে রে।
আমরা
সলিল অনিল নীল গগনে

বেড়াই পরান মেলে।
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

হায়
ভাই রে, মোদের ঠাঁই দিল না

আপন মাটির মায়ে
তাই
জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়

ঝড়ের মুখে নায়ে।
ও ভাই
নিত্য-নূতন হুকুম জারি

করছে তাই সব অত্যাচারী রে,
তারা
বাজের মতন ছোঁ মেরে খায়

আমরা মৎস্য পেলে।
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা
তল করেছি কতই সে ভাই

অথই নদীর জল,
ও ভাই
হাজার করেও ওই হুজুরদের

পাইনে মনের তল।
আমরা
অতল জলের তলা থেকে

রোহিত-মৃগেল আনি ছেঁকে রে,
এবার
দৈত্য-দানব ধরব রে ভাই

ডাঙাতে জাল ফেলে।
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা
পাথর-জলে ডুব-সাঁতার দিই

মরেও নাহি মরি,
আমরা
হাঙর-কুমির-তিমির সাথে

নিত্য বসত করি।
ও ভাই
জলের কুমির জয় করে কি

কুমির হল ঘরের ঢেঁকি রে,

ও ভাই
মানুষ হতে কুমির ভালো

খায় না কাছে পেলে।
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই
আমরা জলে জাল ফেলে রই,

হোথা ডাঙার পরে
আজ
জাল ফেলেছে জালিম যত

জমাদারের চরে।
ও ভাই
ডাঙার বাঘ ওই মানুষ-দেশে

ছেলে-মেয়ে ফেলে এসে রে,
আমরা
বুকের আগুন নিবাই রে ভাই,

নয়ন-সলিল ঢেলে।
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই
সপ্ত লক্ষ শির মোদের ভাই

চৌদ্দ লক্ষ বাহু,
ওরে
গ্রাস করেছে তাদের ভাই আজ

চৌদ্দজনা রাহু।
যে
চৌদ্দ লক্ষ হাত দিয়ে ভাই

সাগর মথে দাঁড় টেনে যাই রে,
সেই
দাঁড় নিয়ে আজ দাঁড়া দেখি

মায়ের সাত লাখ ছেলে।
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই
আমরা জলের জল-দেবতা,

বরুণ মোদের মিতা,
মোদের
মৎস্যগন্ধার ছেলে ব্যাসদেব

গাইল ভারত-গীতা।
আমরা
দাঁড়ের ঘায়ে পায়ের তলে

জলতরঙ্গ বাজাই জলে রে,
আমরা
জলের মতন জল কেটে যাই,

কাটব দানব পেলে
এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥

অ আমরা
খেপলা জাল আর ফেলব না ভাই,

একলা নদীর তীরে,
আয়
এক সাথে ভাই সাত লাখ জেলে

ধর বেড়াজাল ঘিরে।
ওই
চৌদ্দ লক্ষ দাঁড় কাঁধে ভাই

মল্লভূমির মল্ল-বীর আয়রে,
ওই
আঁশ-বটিতে মাছ কাটি ভাই,

কাটব অসুর এলে!

এবার
উঠব রে সব ঠেলে॥
কৃষ্ণনগর
২৪ ফাল্গুন, ১৩৩২

ছাত্রদলের গান

আমরা শক্তি আমরা বল

আমরা ছাত্রদল।
মোদের
পায়ের তলায় মুর্সে তুফান

উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।

আমরা ছাত্রদল॥

মোদের
আঁধার রাতে বাধার পথে

যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা
শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই

বিষম চলার ঘায়!

যুগে-যুগে সিক্ত হল

রক্ত মোদের পৃথ্বীতল!

আমরা ছাত্রদল॥

মোদের
কক্ষচ্যুত ধুমকেতু-প্রায়

লক্ষহারা প্রাণ,
আমরা
ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর

নিত্য বলিদান।

যখন
লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন,

আমরা পশি নীল অতল,

        আমরা ছাত্রদল॥

আমরা
ধরি মৃত্যু-রাজার

        যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,
মোদের
মৃত্যু লেখে মোদের

        জীবন-ইতিহাস!
হাসির
দেশে আমরা আনি

        সর্বনাশী চোখের জল।

        আমরা ছাত্রদল॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়,

        আমরা করি ভুল।

সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব,

        আমরা ভাঙি কূল।

দারুণ-রাতে আমরা তরুণ

        রক্তে করি পথ পিছল!

        আমরা ছাত্রদল॥

মোদের
চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল

বক্ষে ভরা বাক্,

কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠ বিহীন

নিত্য কালের ডাক।

আমরা

তাজা খুনে লাল করেছি

সরস্বতীর শ্বেত কমল।

আমরা ছাত্রদল॥

ওই

দারুণ উপপ্লাবের দিনে

আমরা দানি শির,

মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে

বিংশ শতাব্দীর!

মোরা

গৌরবেরই কান্না দিয়ে

ভরেছি মার শ্যাম আঁচল।

আমরা ছাত্রদল॥

আমরা রচি ভালোবাসার

আশার ভবিষ্যৎ

মোদের

স্বর্গ-পথের আভাস দেখায়

আকাশ-ছায়াপথ!

মোদের চোখে বিশ্ববাসীর

স্বপ্ন দেখা হোক সফল।

আমরা ছাত্রদল॥
কৃষ্ণনগর
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

কাণ্ডারী হুশিয়ার!
কোরাস :
১
দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার!!

২
তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে, নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার!!

৩
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানেনা সন্তরণ,
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

৪
গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ
কান্ডারী! তুমি ভূলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
'করে হানাহানি, তবু চল টানি', নিয়াছ যে মহাভার!

৫
কান্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে যারা গেয়ে গেল জীবনের জয়গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রান?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কান্ডারী হুঁশিয়ার!

কৃষ্ণনগর
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

ফরিয়াদ

১
এই ধরণীর ধূলি-মাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও, আদি-পিতা ভগবান!-
    আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া
    বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া,
যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি, ভ'রে ওঠে সারা প্রাণ!
এত ভালো তুমি? এত ভালোবাসা? এত তুমি মহীয়ান্?
      ভগবান! ভগবান!

২
তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর, কত সে মহৎ, পিতা!
সৃষ্টি-শিয়রে ব'সে কাঁদ তবু জননীর মতো ভীতা!
    নাহি সোয়াস্তি নাহি যেন সুখ,
    ভেঙে গড়ো, গড়ে ভাঙো, উৎসুক!
আকাশ মুড়েছ মরকতে-পাছে আঁখি হয় রোদে ম্লান।
তোমার পবন করিছে বীজন জুড়াতে দগ্ধ প্রাণ!
      ভগবান! ভগবান!

৩
রবি শশী তারা প্রভাত-সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে-
'এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।
    এই ধরণীর যাহা সম্বল,-
    বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,-
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর ফরমান!'
      সকলের ভগবান!

৪
শ্বেত পীত কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ!
    তুমি বল নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে

জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,
সাদা র’বে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান!
ভগবান! ভগবান!

৫
তব কনিষ্ঠ মেয়ে ধরণীরে দিলে দান ধুলা-মাটি,
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি!
ময়ূরের মতো কলাপ মেলিয়া
তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া-
সন্তান তার সুখী নয়, তারা লোভী, তারা শয়তান!
ঈর্ষায় মাতি’ করে কাটাকাটি, রচে নিতি ব্যবধান!
ভগবান! ভগবান!

৬
তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবী!
মাটির ঢিবিতে দু’দিন বসিয়া
রাজা সেজে করে পেষণ কষিয়া!
সে পেষণে তারি আসন ধসিয়া রচিছে গোরস্থান!
ভাই-এর মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান!
ভগবান! ভগবান!

৭

জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন-
যে যত ভন্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।
ভগবান! ভগবান!

৮

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি,
সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি!
তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ
বেনের রৌপ্য-চাকায়, কি লাজ!
এত অনাচার স’য়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান্ ।

পীড়িত মানব পারে না ক’ আর, সবে না এ অপমান-
  ভগবান! ভগবান!

৯

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা শঙ্কা নাহি ক’ আর!
‘ মরিয়া’র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে ‘মার মার!’
রক্ত যা ছিল ক’রেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ!
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান-
‘ জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!
  জয় জয় ভগবান!’

১০

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে কবির ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ী সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।
তাজা ফুল ফলে অঞ্জলি পুরে
বেড়ায় ধরণী প্রতি ঘরে ঘুরে,
কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান?
আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ-
  এতদিনে ভগবান!

১১

যে-আকাশে হ’তে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টি-ধারা,
সে-আকাশ হ’তে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কা’রা?
উদার আকাশ বাতাস কাহারা
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা?
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কা’র কামান?
হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত? হবে না প্রতিবিধান?
  ভগবান! ভগবান!

১২

তোমার দত্ত হসে-রে বাঁধে কোন্ নিপীড়ন-চেড়ী?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী?
ক্ষুধা তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ,
আমিও মানুষ, আমিও মহান্ !
আমার অধীনে এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দান!

মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান-
  এতদিনে ভগবান!

১৩

চির-অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উ’চ শির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি’ ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো-
আকাশ বাতাস বাহিরেতে আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান-
  জয় নিপীড়িত প্রাণ
  জয় নব অভিযান!
  জয় নব উত্থান!
হুগলি,
৭ আশ্বিন ১৩৩২

আমার কৈফিয়ৎ
১
বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই ‘নবী’,
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!
কেহ বলে, ‘তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে-বাণী কই কবি?’
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী!

২
কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা প’ড়ে শ্বাস ফেলে!
বলে, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে’।
পড়ে না ক’ বই, ব’য়ে গেছে ওটা।
কেহ বলে, বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা।
কেহ বলে, মাটি হ’ল হয়ে মোটা জেলে ব’সে শুধু তাস খেলে!
কেহ বলে, তুই জেলে ছিলি ভালো ফের যেন তুই যাস জেলে!

৩
গুরু ক’ন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা!
প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, ‘তুমি হাঁড়িচাঁচা!’
আমি বলি, ‘প্রিয়ে, হাটে ভাঙি হাঁড়ি!’
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি।
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা ক’ন, আড়ি চাচা!’

যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা!

৪
মৌ-লোভী যত মৌলবী আর ‘ মোল্-লা’রা ক’ন হাত নেড়ে’,
‘দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!
ফতোয়া দিলাম- কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!
‘আমপারা’-পড়া হাম-বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে!
হিন্দুরা ভাবে,‘ পার্শী-শব্দে কবিতা লেখে, ও পা’ত-নেড়ে!’

৫
আনকোরা যত নন্‌ভায়োলেন্ট নন্-কো’র দলও নন্ খুশী।
‘ভায়োরেন্সের ভায়োলিন্’ নাকি আমি, বিপ্লবী-মন তুষি!
‘এটা অহিংস’, বিপ্লবী ভাবে,
‘নয় চর্‌কার গান কেন গা’বে?’
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কন্‌ফুসি!
স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজীরা ভাবে তাহাদের আঙ্কুশি!

৬
নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী!
‘বিলেত ফেরনি?’ প্রবাসী-বন্ধু ক’ন, ‘ এই তব বিদ্যে, ছি!’
ভক্তরা বলে, ‘নবযুগ-রবি!’-
যুগের না হই, হজুগের কবি
বটি ত রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর ক’ষে কষি হৃদ্-পেশী,
দু’কানে চশ্‌মা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হ’তেছে নিদ্ বেশী!

৭
কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু?
হাত উঁচু আর হ’ল না ত ভাই, তাই লিখি ক’রে ঘাড় নীচু!
বন্ধু! তোমরা দিলে না ক’ দাম,
রাজ-সরকার রেখেছেন মান!
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব’লে অ-মূল্যে নেন! আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?

৮
বন্ধু! তুমি ত দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে,
হাড় কালি হ’ল শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে!
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তা’রে করিনু বিকল,
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল! মানিল না ররি-গান্ধীরে।

হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে’!

৯
আমি বলি, ওরে কথা শোন্ ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছিস্ খোশ্-হালে!
প্রায় ‘হাফ’-নেতা হ’য়ে উঠেছিস্, এবার এ দাঁও ফস্কালে
‘ফুল’-নেতা আর হবিনে যে হায়!
বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায়
গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা! সেই তালে
নিস্ তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।

১০
বোঝে না ক’ যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,
গান শুন সবে ভাবে, ভাবনা কি! দিন যাবে এবে পান খেয়ে!
রবে না ক’ ম্যালেরিয়া মহামারী,
স্বরাজ আসিছে চ’ড়ে জুড়ি-গাড়ী,
চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ্ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ্ চেয়ে!

১১
ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন,
বেলা ব’য়ে যায়, খায়নি ক’ বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছে কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না ক’ তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

১২
আমরা ত জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ।
মা’র বুক হ’তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ, খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ!

১৩
বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক’ মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!

অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

১৪
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথায় উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!
কলিকাতা
১ আশ্বিন ১৩৩২

প্রার্থনা
[গান]

এসো যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।
এসো চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

এসো বীর অনাগত
বজ্র-সমুদ্যত।
এসো অপরাজেয় উদ্ধত নির্দয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

হে মৌনী জন-গণ-
বেদনা-বিমোচন-
যুগ-সেনানায়ক! জাগো জ্যোতির্ময়।
জয় জয়।
জয় জয়।

ওঠে ক্রন্দন ওই,
এসো বন্ধন-জয়ী।
জাগে শিশু, মাগে আলো, এসো অরুণোদয়।
জয় জয়।
জয় জয়।

কলিকাতা
১ আশ্বিন ১৩৩২

গোকুল নাগ

না ফুরাতে শরতের বিদায়-শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল-দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহবান!
অতন্দ্র নয়নে তব লেগেছিল চুম
ঝর-ঝর কামিনীর, এল চোখে ঘুম
রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল
হ'ল তব পথ-সাথী; হিমানী-সজল
ছায়াপথ-বিথী দিয়া শেফালি দলিয়া
এল তব মায়া বধূ ব্যথা-জাগানিয়া!
এল অশ্রু হেমনে-র,এল ফুল-খসা
শিশির-তিমির-রাত্রি; শ্রান- দীর্ঘশ্বাসা
ঝাউ-শাখে সিক্ত বায়ু ছায়া-কুহেলির
কয়ে গেল, দুলে দুলে কাঁদিল বনানী!
তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া কুহেলির
অশ্রু-ঘন মায়া-আঁখি, বিরহ-অথির
বুকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন!
যে-কান্না এল না চোখে, মর্মে হ'ল লীন,
বক্ষে তাহা নিল বাসা, হ'ল রক্তে রাঙা
আশাহীন ভালবাসা, ভাষা অশ্রু-ভাঙা!

বন্ধু, তব জীবনের কুমারী আশ্বিন
পরিল বিধবা বেশ করে কোন্ দিন,
কোন্ দিন সেঁউতির মালা হ'তে তার
ঝরে গেল বৃন-গুলি রাঙা কামনার-
জানি নাই; জানি নাই, তোমার জীবনে
আসিছে বিচ্ছেদ-রাত্রি, অজানা গহনে
এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথ-উদাসী!
কোন্ বনান-র হ'তে ঘর-ছাড়া বাঁশী
ডাক দিল, তুমি জান। মোরা শুধু জানি
তব পায়ে কেঁদেছিল সারা পথখানি!
সেধেছিল, এঁকেছিল ধূলি-তুলি দিয়া
তোমার পদাঙ্ক-স্মৃতি।
রহিয়া রহিয়া
কত কথা মনে পড়ে! আজ তুমি নাই,
মোরা তব পায়ে-চলা পথে শুধু তাই
এসেছি খুঁজিতে সেই তপ্ত পদ-রেখা,
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা।

জানি নাকো আজ তুমি কোন্ লোকে রহি

শুনিছ আমার গান হে কবি বিরহী!
কোথা কোন্ জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সুর্য, তারা,
পারায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে?
তব পথ-সাথী যারা-পিছু ডাকি’ কহে,
‘ওগো বন্ধু শেফালির, শিশিরের প্রিয়!
তব যাত্রা-পথে আজ নিও বন্ধু নিও
আমাদের অশ্রু-আর্দ্র এ স্মরণখানি!’
শুনিতে পাও কি তুমি, এ-পারের বাণী?
কানাকানি হয় কথা এ-পারে ও-পারে?
এ কাহার শব্দ শুনি মনের বেতারে?
কতদূরে আছ তুমি কোথা কোন্ বেশে?
লোকান্তরে না সে এই হৃদয়েরই দেশে
পারায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা?
হৃদয়ে বসিয়া শোন হৃদয়ের ভাষা?
হারায়নি এত সূর্য এত চন্দ্র তারা,
যেথা হোক আছ বন্ধু, হওনিকো হারা!

সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি,
সব আছে! নাই শুধু সেই নিতি নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে,
আরো প্রিয় ক’রে পাওয়া চির প্রিয়জনে-
আদি নাই, অন- নাই, ক্লানি- তৃপ্তি নাই-
যত পাই তত চাই-আরো আরো চাই,-
সেই নেশা, সেই মধু নাড়ী-ছেঁড়া টান
সেই কল্পলোকে নব নব অভিযান,-
সব নিয়ে গেছ বন্ধু! সে কল-কল্লোল,
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত-উতরোল!
আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাহি ভরে!
হে নবীন, অফুরন- তব প্রাণ-ধারা।
হয়ত এ মরু-পথে হয়নি ক’ হারা,
হয়ত আবার তুমি নব পরিচয়ে
দেবে ধরা; হবে ধন্য তব দান ল’য়ে
কথা-সরস্বতী! তাহা ল’য়ে ব্যথা নয়,
কত বাণী এল, গেল, কত হ’ল লয়,
আবার আসিবে কত। শুধু মনে হয়
তোমারে আমরা চাই, রক্তমাংসময়!

আপনারে ক্ষয় করি’ যে অক্ষয় বাণী

আনিলে আনন্দ-বীর, নিজে বীণাপাণি
পাতি’ কর লবে তাহা, তবু যেন হায়,
হৃদয়ের কোথা কোন্ ব্যথা থেকে যায়!
কোথা যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ক্রন্দন
গুমরি’ গুমরি’ ফেরে, হু-হু করে মন! ...

বাণী তব- তব দান- সে তা সকলের,
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু! যে ক্ষতি একের
সেথায় সান্ত্বনা কোথা? সেথা শানি- নাই,
মোরা হারায়েছি,- বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই! ...

কবির আনন্দ-লোকে নাই দুঃখ-শোক,
সে-লোকে বিরহে যারা তারা সুখী হোক!
তুমি শিল্পী তুমি কবি দেখিয়াছে তারা,
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা!

‘পথিকে’ দেখেছে তারা দেখেনি ‘গোকুলে’,
ডুবেনি ক’-সুখী তা রা-আজো তা’রা কূলে!
আজো মোরা প্রাণা”ছন্ন, আমরা জানি না
গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি-না!
আত্মীয়ে স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে
গোকুলে পড়েছে মনে-তাই অশ্রু ঝরে! ...

*   *   *

না ফুরাতে আশা ভাষা, না মিটিতে ক্ষুধা,
না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্র-সুধা,
না পূরিতে জীবনের সকল আস্বাদ-
মধ্যাহ্নে আসিল দূত! যত তৃষ্ণা সাধ
কাঁদিল আঁকড়ি’ ধরা, যেতে নাহি চায়!
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিঁড়ে যায়!
ধরার নাড়ীতে পড়ে টান! তরুলতা
জল বায়ু মাটি সব কয় যেন কথা!
যেয়ো নাকোযেয়ো নাকো যেন সব বলে-
তাই এত আকর্ষণ এই জলে স্থলে
অনুভব করেছিলে প্রকৃতি-দুলাল!
ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ, লালে লাল
হ’ল ছিন্ন প্রাণ! বন্ধু, সেই রক্ত ব্যথা
র’য়ে গেল আমাদের বুকে চেপে হেথা!

হে তরুণ, হে অরুণ, হে শিল্পী সুন্দর,
মধ্যাহ্ন আসিয়াছিলে সুমেরু-শিখর
কৈলাসের কাছাকাছি দারুণ তৃষ্ণায়,
পেলে দেখা সুন্দরের, স্বরগ-গঙ্গায়
হয়ত মিটেছে তৃষ্ণা, হয়ত আবার
ক্ষুধাতুর!-স্রোতে ভেসে এসেছে এ-পার
অথবা হয়ত আজ হে ব্যথা-সাধক,
অশ্রু-সরস্বতী কর্ণে তুমি কুরুবক!

হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার,
যেখানে যে লোকে থাক করিও স্বীকার
অশ্রু-রেবা-কূলে মোর স্মৃতি-তর্পণ,
তোমারে অঞ্জলি করি' করিনু অর্পণ!

*   *   *

সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দারিদ্র্যে দর্প তেজ নিয়া এল যারা,
যারা চির-সর্বহারা করি' আত্মদান,
যাহারা সৃজন করে, করে না নির্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ-সহজ আয়োজন এ-স্মরণ-দিন
স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার
করেছিলে তাহাদের জীবনে তোমার!

নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে,
এদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে, বিরহে,
ইহাদের বিত্ত নাই, পুঁজি চিত্তদল,
নাই বড় আয়োজন,নাই কোলাহল;
আছে অশ্রু, আছে প্রীতি, আছে বক্ষ-ক্ষত,
তাই নিয়ে সুখী হও, বন্ধু স্বর্গগত!
গড়ে যারা, যারা করেপ্রাসাদ নির্মাণ
শিরোপা তাদের তরে, তাদের সম্মান।

দুদিনে ওদের গড়া প'ড়ে ভেঙে যায়
কিন্তু স্রষ্টা সম যারা গোপনে কোথায়
সৃজন করিছে জাতি, সৃজিছে মানুষ
অচেনা রহিল তা'রা। কথার ফানুস
ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরী,
তারা তত পাবে মালা যমের কস'রী!

‘আজ’টাই সত্য নয়, ক’টা দিন তাহা?
ইতিহাস আছে, আছে অবিষ্যৎ, যাহা
অনন- কালের তরে রচে সিংহাসন,
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।

আজ তারা নয় বন্ধু, হবে সে তখন,-
পূজা নয়-আজ শুধু করিনু স্মরণ।

হুগলি
৩০ কার্তিক ১৩৩২

ফণি মনসা

সব্যসাচী
ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী,
গৌরীশেখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে ‘আমি আসিয়াছি।’
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী!

২
বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গান্ডিব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে!
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাজে রথাশ্ব, হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে,
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে!

৩
যুগে যুগে মরে বাঁচে পুন পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,
দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা!
লঙ্কাকান্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা!
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা?

৪
কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত।

আজি সম্রাট কালি সে বন্দী,
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী!
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারই বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত!

৫
আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কাল তারে বলে পিতা,
চির-বন্দিনী হতেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা।
দিকে দিকে ওই বাজিছে ডঙ্কা,
জাগে শংকর বিগত-শঙ্কা!
লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহারই আঁখির সুমুখে কাল রাবণের চিতা!

৬
যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হন শ্রীভগবান যে তাঁহারই রথ-সারথি!
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্‌গাতা
ন্যায়-পান্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি!

৭
নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনি,
জাগো রে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভূয়ো শান্তির বাণী শুনি-
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

৮
দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এসো নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি!
পূজা করে শুধু পেয়েছি কদলী,
এইবার তুমি এসো মহাবলী।
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি,
আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

৯
মশা মেরে ওই গরজে কামান—'বিপ্লব মারিয়াছি'।
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!

মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজও বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি!

হুগলি,
কার্তিক, ১৩৩২

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী?
মা-র কতদিন দ্বীপান্তর?
পুণ্য বেদির শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন—‘দেড় শত বছর।’...

সপ্ত সিন্ধু তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যেথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘায়,
মন্ত্রী যেখানে সান্ত্রি বসায়ে
বীনার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেখান হতে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী?
ধ্বংস হল কি রক্ষ-পুর?
যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ-কমল?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশমহল?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব?
তবে এ কীসের আর্ত আরতি,
কীসের তরে এ শঙ্খারাব?...

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হতে
আরতির তেল এনেছ কি?

হোমানলে দিতে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্বি ঘি?
হায় শৌখিন পূজারি, বৃথাই
বেদির শঙ্খে দিতেছ ফুঁ,
পুণ্য বেদির শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু!

পূজারি, কাহারে দাও অঞ্জলি?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,
বাণীর মুক্ত শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারি, সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী পূজা-উপচার বহি?

সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
বাণীর কমল খাটিবে জেল!
তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ,
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্মরাজ?
তবে তাই হোক। ঢালো অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ!
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক!
হুগলি,
মাঘ, ১৩৩১

প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়

যায় অতীত
রক্ত-পায়—
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

যায় প্রবীণ
       চৈতি-বায়
আয় নবীন-
       শক্তি আয়!
যায় অতীত
যায় পতিত,
‘আয় অতিথ,
       আয় রে আয় –’
বৈশাখী-ঝড় সুর হাঁকায় –
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

ওই রে দিক্-
       চক্রে কার
বক্রপথ
       ঘুর-চাকার!
ছুটছে রথ,
       চক্র-ঘায়
দিগ্‌বিদিক
       মূর্ছা যায়!

কোটি রবি শশী ঘুর-পাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!
ঘোরে গ্রহ তারা পথ-বিভোল, –
‘কাল’-কোলে ‘আজ’খায় রে দোল!

আজ প্রভাত
       আনছে কায়,
দূর পাহাড়-
       চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
       উড়ছে কার
কিংশুকের

ফুল-শাখায়।
ঘুরছে রথ,
রথ-চাকায়
রক্ত-লাল
পথ আঁকায়।
জয়-তোরণ
রচছে কার
ওই উষার
লাল আভায়,
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়।
গর্জে ঘোর
ঝড় তুফান
আয় কঠোর
বর্তমান।
আয় তরুণ
আয় অরুণ
আয় দারুণ,
দৈন্যতায়!
দৈন্যতায়!
ওই মা অভয়-হাত দেখায়
রামধনুর
লাল শাঁখায়!
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!
বর্ষ-সতী-স্কন্ধে ওই
নাচছে কাল
থই তা থই

কই সে কই
চক্রধর,
ওই মায়ায়
খণ্ড কর।
শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর
ওই মায়ায় —
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!
কৃষ্ণনগর,

৩০ চৈত্র, ১৩৩২

আশীর্বাদ
কল্যাণীয়া শামসুন নাহার খাতুন
জয়যুক্তাসু

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী বসে আছে জ্বালি বিপদ-বাতির সিন্ধু-দীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হতে আঁখি-দীপ ভরি
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা-আলো প্রভাতি তারার টিপ পরি।
আপনার তুমি জান পরিচয় – তুমি কল্যাণী তুমি নারী –
আনিয়াছ তাই ভরি হেম-ঝারি মরু-বুকে জমজম-বারি।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য-রূপ –
তুমি আছ, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধ-কূপ।
তুমি আলোকের – তুমি সত্যের – ধরার ধুলায় তাজমহল, –
রৌদ্র-তপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল!
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল-কুসুম।
বদ্ধ কারার প্রকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান –
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লহো স্নেহাশিস – তোমার ‘পুণ্যময়ী’র‘শাম্‌স’পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক! সুন্দর হোক! প্রতি ঘরে চির-দীপ্ত রোক।

হুগলি,
১৯ মাঘ, ১৩৩১
মুক্তিকাম
স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম!
সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম!
শোনাও সাগর-জাগর সিন্ধু-ভৈরবী গান ভয়-হরণ, –
এ যে রে তন্দ্রা, জেগে ওঠ তোরা, জেগে ঘুম দেওয়া নয় মরণ!
সপ্ত-কোটি কু-সন্তান তোরা রাখিতে নারিলি সপ্তগ্রাম?
খাসনি মায়ের বুকের রুধির? হালালখাইয়া হলিহারাম !
মৃত্যু-ভূতকে দেখিলি রে শুধু, দেখিলি না তোরা ভবিষ্যৎ,
অস্ত-আঁধার পার হয়ে আসে নিত্য প্রভাতে রবির রথ!
অহোরাত্রিকে দেখেছে যাহারা সন্ধ্যাকে তারা করে না ভয়,
তারা সোজা জানে রাত্রির পরে আবার প্রভাত হবে উদয়।
দিন-কানা তোরা আঁধারের প্যাঁচা, দেখেছিস শুধু মৃত্যু-রাত,
ওরে আঁখি খোল, দেখ তোরও দ্বারে এসেছে জীবন নব-প্রভাত!
মৃত্যুর ‘ভয়’ মেরেছে তোদেরে, মৃত্যু তোদেরে মারেনি, ভাই!
তোরা মরে তাই হয়েছিস ভূত, আলোকের দূত হলিনে তাই!

জীবন থাকিতে ‘মরে আছি’ বলে পড়িয়া আছিস মড়া-ঘাটে,
সিন্ধু-শকুন নেমেছে রে তাই তোদের প্রাণের রাজ-পাটে!
রক্ত মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকি,
ওই হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা ‘আজও বেঁচে আছি’ বল ডাকি!
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দূর,
ওই হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর!
এ মৃতের দেশে, অমৃত-পুত্র, আনিবে কি সেই অমৃত-ঢল –
যাতে প্রাণ পেয়ে মৃত সগরের দেশ এ বঙ্গ হবে সচল?
জ্যান্তে-মরা এ ভীরুর ভারতে চাই নাকো মৃত-সঞ্জীবন,
ক্লীবের জীবন-সুধা আনো, করো ভূতের ভবিষ্যৎ সৃজন!

হুগলি
২০ পৌষ, ১৩৩১

সাবধানী ঘণ্টা

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হতে ওই ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা!
বন্ধু গো, সখা, আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
বন্ধু তোমার ; দাও দাদা দাও তব রূপ-মসি ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি!
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্‌গারো সখা বন্ধুর শিরে ; তব বুক হোক খালি!
সুদূর বন্ধু, দূষিত দৃষ্টি দূর করো, চাহো ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে!
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদেরই বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি!
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি!
হে অস্ত্রগুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়কেতু, হলে কুক্কুর-কুরু-নেতা!
ভোগ-নরকের নারকীয় দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী,
হারামানন্দে হেরেমে ঢুকেছ হায় হে ব্রহ্মচারী!
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত, –
কোথা সে দিঘির উচ্ছল জল, কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা!
সেই কাদা মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর-নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং।
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এসো দাদা,
হেরো আরশিতে – বাঁদরের বেদে করেছে তোমায় খ্যাঁদা!

মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানি!
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো, করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ওই শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব, –
হানো বীর তব বিদ্রুপ-বাণ, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম ; যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি,
তুমি যত বল আমিই সে-রণে জিতিব অস্ত্র-কবি!
তুমি জান, তুমি সম্মুখ রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে,
রক্ত-অসির কৃষ্ণ মসির যে কোনো যুদ্ধে, ভাই,
তুমি নিজে জান তুমি অশক্ত, করিয়াছ শুরু তাই
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি
ন্যক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি।
হেরো সখা আজ চারিদিক হতে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ-ক্ষত!
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে!
কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে –
তাহার দাহ তা তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনির চোটে। তুমি পাও কোন সুখ?
দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একী এ গতি?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিছ বন্ধু, কেন এত তব হিয়া দগদগি জ্বালা? –
হোলির রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা?
তোমার গোপন দুর্বলতারে, ছি ছি করে মসিময়
প্রকাশিলে, সখা, এইখানে তব অতি বড়ো পরাজয়।
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।
ওঠো সখা, বীর, ঈর্ষা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ, নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুনো।
ওঠো সখা, ওঠো, লহো গো সালাম, বেঁধে দাও হাতে রাখি,
ওই হেরো শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখি!
অন্ধ হোয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহো –
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের নিদারুণ বারিবাহ।
দোতালায় বসি উতাল হোয়ো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কৌরব, এ কাঁদন উঠে নিখিল-মর্ম ছানি।
বিদ্রুপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেঁতো জ্বালা?
সুরের তোমরা কী করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড়ো অসোয়াস্তি-কর!

বন্ধু গো, এত ভয় কেন? আছে তোমার আকাশ-ঘর!
অর্গল এঁটে সেথা হতে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ মলো? সত্য কি? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি
বারীন*ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুমকানি,– ছি ছি, এত অসত্য ও মা,
কেমন করে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখী গো, আমায় ধরো ধরো! মাগো, কত জানে এরা ছল!
সই লো, আমার কাতুকুতু ভাব হয়েছে যে, ঢলে পড়ি
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না গো, হাত হতে পড়ে ছড়ি!
শ্রমিকের গাঁতি, বিপ্লব-বোমা, আ মলো তোমরা মরো!
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনি-বৃত্তি ধরো!
যারা করে বাজে সুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ওই বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব করে।
এই ইতরামি, বাঁদরামি-আর্ট আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেট পালো আর হাউ হাউ মরো কেঁদে?
এই নোংরামি করে দিনরাত বল আর্টের জয়!
আর্ট মানে শুধু বাঁদরামি আর মুখ ভ্যাংচানো কয়!
আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট, নাকি-সুর, কান রাঙা!
আর্ট ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারি দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহ অসন্তোষের রেখা নাই কোনোখানে!
সব ভুয়ো দাদা, ও-সবে দেশের কিছুই হইবে নাকো,
এমনই করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখো! –

জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরি হতেছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনি একদিনে গেছে ছড়ে!
বন্ধু গো! সখা! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ওই হেরো পথে গুর্খা-সেপাই উড়াইয়া যায় ধুলা!
ওই শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরির সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটশালা হবে ন্যাড়া!
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনই ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই!
আমি বলি সখা, জেনে রেখো মনে কোনো বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনিরই মতো হাতছানি দিয়ে ডাকে।
যত বিদ্রুপই করো সখা, তুমি জান এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মতো,
ধরা-মা-র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত!

আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস!
ততদিন সখা সকলের সাথে করে নাও পরিহাস!

কলিকাতা
কার্তিক, ১৩৩২
বিদায়-মাভৈঃ
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়,
বিশ্বাসী! বলো আসবেআবার প্রভাত-রবির জয়!
খণ্ড করে দেখছে যারা অসীম জীবনটাই,
দুঃখ তারাই করুক বসে, দুঃখ মোদের নাই।
আমরা জানি, অস্ত-খেয়ায় আসছে রে উদয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।

হারাই-হারাই ভয় করেই না হারিয়ে দিলি সব!
মরার দলই আগলে মড়া করছে কলরব।
ঘরবাড়িটাই সত্য শুধু নয় কিছুতেই নয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।

দৃষ্টি-অচিন দেশের পরেও আছে চিনা দেশ,
এক নিমেষের নিমেষ-শেষটা নয়কো অশেষ শেষ।
ঘরের প্রদীপ নিবলে বিধির আলোক-প্রদীপ রয়।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।

জয়ধ্বনি উঠবে প্রাচীন চিনের প্রাচীরে,
অস্ত-ঘাটে বসে আমি তাই তো নাচি রে।
বিদায়-পাতা আনবে ডেকে নবীন কিশলয়,
বিশ্বাসী! বল আসবে আবার প্রভাত-রবির জয় ।

কলিকাতা
চৈত্র, ১৩৩০
বাংলার মহাত্মা
(গান)
আজ
না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে
ওই
কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ
শব-শ্মশানে শিব নাচে ওই ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥

আজ

প্রেম-দ্বারকায় ডেকেছে বান

মরুভূমে জাগল তুফান,

দিগ্‌বিদিকে উপচে পড়ে প্রাণ রে!
তুমি
জীবন-দুলাল সব লালে-লাল করলে প্রাণের রং ঢেলে॥

ওই
শ্রাবস্তি-ঢল আসল নেমে

আজ ভারতের জেরুজালেমে

মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে!
ওরে
আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রক্ষ-অরি রাম খেলে॥

ওই
চরকা-চাকায় ঘর্ঘরঘর

শুনি কাহার আসার খবর,

ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে!
ওই
পথের ধুলা ডেকেছে আজ সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে।

আজ
জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি,

এক হল ভাই বামুন-মুচি,

প্রেম-গঙ্গায় সবাই হল শুচি রে!
আয়
এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম বলে–

ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে॥

হুগলি,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১
হেমপ্রভা

কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক-জননি।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম-প্রভ হল ধরণি॥

ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
'মেয়্ ভুখা হুঁ'-র ক্রন্দন-রবে
নাচায়ে তুলিলে ধমনি ॥

এসো বাংলার চাঁদ-সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো॥
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো॥

শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাংলার
কাটুক আঁধার রজনি॥

মাদারিপুর,
২৯ ফাল্গুন, ১৩৩২
অশ্বিনীকুমার
আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, 'চল আগে চল', –
'চল আগে চল' গাহে ঘুম-জাগা পাখি,
কুয়াশা-মশারি ঠেলে জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে,
এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিনু বীর প্রাতঃস্মরণীয় !
স্বর্গ হতে এ স্মরণ-প্রীতি অর্ঘ্য নিয়ো !
নিয়ো নিয়ো সপ্তকোটি বাঙালির তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব!

আজও তারা ক্রীতদাস, আজও বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে দেব ! আজও পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি-নিরস্ত্রের পুঁজি!
মন্দভাষ গাঢ় মসি দিব্য অস্ত্র তার!
'দুই-সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার'

সে শুধু কেতাবি কথা, আজও সে স্বপন!
সপ্তকোটি তিক্তজিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদ্‌গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হল ভূমি!
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহো তুমি!
কে করিবে নমস্কার! হায় যুক্তকর
মুক্ত নাহি হল আজও! বন্ধন-জর্জর
এ কর পারে না দেব ছুঁইতে ললাট!
কে করিবে নমস্কার?
কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান? রসনা অসাড়!
কথা আছে বাণী নাই ছন্দে নাচে হাড়!
ভাষা আছে আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এই জাতিরে নবমন্ত্র দান!
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের অকাল
করিয়াছে হেয় তারে! লেখনী ও কালি
যত না সৃজিছে কাব্য ততোধিক গালি!
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ পড়ে সে অবশ!
গর্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার! জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কেটে বসে আছে, হাড়ে খায় চিড়
আর্ত প্রতিধ্বনি তার! কোথা প্রতিকার!
যারা আছে—তারা কিছু না করে নাচার!

নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি,
তাও নাহি পারি, দেব! আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী। যাইবে কোথায়!
আমার চরণ নহে মম বশে, হায়।
এক ঘর ছাড়ি আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দজাতি হয়ে আছে পর্দা-ঘেরা নারী!
এ লাঞ্ছনা, এ পীড়ন, এ আত্মকলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ–
তব বরে দূর হোক! এ জাতির পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্বাদ ঝরে !
যে-আত্মচেতনা-বলে যে আত্মবিশ্বাসে
যে-আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে!

স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আছ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর, শক্তি তব! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি!
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না, দিলে বলিদান
আত্মারে জননি-পদে, হাঁকিলে, "মাভৈঃ!
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই!
ওরে জড়, ওঠ তোরা!"জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারী ঢেউ।

অগ্রে তুমি জেগেছিলে অগ্রজ শহিদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি-দিবা ধরি
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি
বেলাশেষে জাগিয়াছে! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার!
পশ্চাতে 'অতীত' টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের 'বর্তমান' অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ 'ভবিষ্যৎ',
যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ!

হে প্রেমিক, তব প্রেম বরিষায় দেশে
এল ঢল বীরভূমি বরিশাল ভেসে।
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে ঊষর বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর নিধনে কবে আসিবে আবার!

হুগলি,
মাঘ, ১৩৩২

ইন্দু-প্রয়াণ
(কবি শরদিন্দু রায়ের অকালমৃত্যু উপলক্ষ্যে)

বাঁশির দেবতা! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক!
অমৃত-পাথারে ডুব দিলে তুমি ক্ষীরোদ-শয়ন লভি,
অনৃতের শিশু মোরা কেঁদে বলি, মরিয়াছ তুমি কবি!
হাসির ঝঞ্ঝা লুটায়ে পড়েছে নিদাঘের হাহাকারে,

মোরা কেঁদে বলি, কবি খোয়া গেছে অস্ত-খেয়ার পারে!

আগুন-শিখায় মিশেছে তোমার ফাগুন-জাগানো হাসি,
চিতার আগুনে পুড়ে গেছ ভেবে মোরা আঁখি-জলে ভাসি।
অনৃত তোমার যাহা কিছু কবি তাই হয়ে গেছে ছাই,
অমৃত তোমার অবিনাশী যাহা আগুনে তা পুড়ে নাই।
চির-অতৃপ্ত তবু কাঁদি মোরা, ভরে না তাহাতে বুক,
আজ তব বাণী আন্‌-মুখে শুনি, তুমি নাই, তুমি মূক।

অতি-লোভী মোরা পাই না তৃপ্তি সুরভিতে শুধু ভাই,
সুরভির সাথে রূপ-ক্ষুধাতুর ফুলেরও পরশ চাই।
আমরা অনৃত তাই তো অমৃতে ভরে ওঠে নাকো প্রাণ,
চোখে জল আসে দেখিয়া ত্যাগীর আপনা-বিলানো দান।
তরুণের বুকে হে চির-অরুণ ছড়ায়েছ যত লালি,
সেই লালি আজ লালে লাল হয়ে কাঁদে, খালি সব খালি!
কাঁদায়ে গিয়াছ, নবরূপ ধরে হয়তো আসিবে ফিরে,
আসিয়া আবার আধ-গাওয়া গান গাবে গঙ্গারই তীরে,
হয়তো তোমায় চিনিব না, কবি, চিনিব তোমার বাঁশি,
চিনিব তোমার ওই সুর আর চল-চঞ্চল হাসি।
প্রাণের আলাপ আধ-চেনাচেনি দূরে থেকে শুধু সুরে,
এবার হে কবি, করিব পূর্ণ ওই চির-কবি-পুরে।...

ভালোই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় নাকো বলা, গৃহ নয় সে তোমার।
গিয়াছ যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিয়ো সেখানে আধেক আসনখানি।
বন্দী যেখানে শুনিবে তোমার মুক্তবদ্ধ সুর, –
গঙ্গার কূলে চাই আর ভাবি কোথা সেই খসুর-পুর!

গণ্ডির বেড়ি কাটিয়া নিয়াছ অনন্তরূপ টানি,
কারও বুকে আছ মূর্তি ধরিয়া, কারও বুকে আছ বাণী।
সে কি মরিবার? ভাঙি অনিত্যে নিত্য নিয়াছ বরি,
ক্ষমা করো কবি, তবু লোভী মোরা শোক করি, কেঁদে মরি।
না-দেখা ভেলায় চড়িয়া হয়তো আজিও সন্ধ্যাবেলা
গঙ্গার কুলে আসিয়া হাসিছ দেখে আমাদের খেলা!

হউক মিথ্যা মায়ার খেলা এ তবুও করিব শোক,
‘শান্তি হউক’ বলি যুগে যুগে ব্যথায় মুছিব চোখ!
আসিবে আবারও নিদাঘ-শেষের বিদায়ের হাহাকার,
শাওনের ধারা আনিবে স্মরণে ব্যাথা-অভিষেক তার।

হাসি নিষ্ঠুর যুগে যুগে মোরা স্নিগ্ধ অশ্রু দিয়া,
হাসির কবিরে ডাকিব গভীরে শোক-ক্রন্দন নিয়া।

বহরমপুর জেল,
শ্রাবণ, ১৩৩০

দিল-দরদি

(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘খাঁচার পাখি’ শীর্ষক করুণ কবিতাটি পড়িয়া)

কে ভাই তুমি সজল গলায়
  গাইলে গজল আপশোশের?
ফাগুন-বনের নিবল আগুন,
  লাগল সেথা ছাপ পোষের।

দরদ-ভেজা কান্না-কাতর
  ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরান মুলুকবিরানহল
  এমন বাহার-মরশুমে।

সিস্তানের ওই গুল-বাগিচা
  গুলিস্তানআরবোস্তানে
সোস্ত হয়ে দখিন হাওয়া
  কাঁদল সে আপশোশ-তানে।

এ কোনযিগর -পস্তানি সুর?
  মস্তানি সব ফুল-বালা
ঝুরল, তাদেরনাজুকবুকে
  বাজল ব্যথার শূল-জ্বালা।

আবছা মনে পড়ছে, যে দিন
  শিরাজ -বাগেরগুলভুলি
শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার
  শ্যাম হলে ভাই বুলবুলি, –
কালো মেয়ের কাজল চোখের
  পাগল চাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত্‌ হয়ে কাঁকন চুড়ির
  কিঙ্কিণি রিন ঝিন গীতে।

নাচলে দেদার দাদরা তালে,
  কারফাতে, সরফর্দাতে, –
হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা

‘খাঁচার পাখি’‘গর্বাতে’।

চৈতালিতে বৈকালি সুর
গাইলে, “নিজের নই মালিক,
আফ্‌সে মরি আপশোশে আহ্‌,
আপ-সে বন্দী বৈতালিক।

কাঁদায় সদাই ঘেরা-টোপের
আঁধার ধাঁধায়, তায় একা,
ব্যথার ডালি একলা সাজাই,
সাথির আমার নাই দেখা।

অসাড় জীবন, ঝাপসা দুচোখ
খাঁচার জীবন একটানা।”
অশ্রু আসে, আর কেন ভাই,
ব্যথার ঘায়ে ঘা হানা?

খুব জানি ভাই, ব্যর্থ জীবন
ডুবায় যারা সংগীতেই,
মরম-ব্যথা বুঝতে তাদের
দিল-দরদি সঙ্গী নেই।
জানতে কে চায় গানের পাখি
বিপুল ব্যথার বুক ভরাট,
সবার যখননওরাতি, হায়,
মোদের তখন দুঃখ-রাত!

ওদের সাথি, মোদের রাতি
শয়ন আনে নয়ন-জল;
গান গেয়ে ভাই ঘামলে কপাল
মুছতে সে ঘাম নাই অঞ্চল।

তাই ভাবি আজ কোন দরদে
পিষছে তোমার কলজে-তল?
কার অভাব আজ বাজছে বুকে,
কলজে চুঁয়ে গলছে জল!

কাতর হয়ে পাথর-বুকে
বয় যবে ক্ষীর-সুরধুনী,
হোক তা সুধা, খুব জানি ভাই,
সে সুধা ভরপুর-খুনই।

আজ যে তোমার আঁকা-আঁশু
  কণ্ঠ ছিঁড়ে উছলে যায় –
কতই ব্যথায়, ভাবতে যে তা
  জান ওঠে ভাই কচলে হায়!

বসন্ত তো কতই এল,
  গেল খাঁচার পাশ দিয়ে,
এল অনেক আশ নিয়ে, শেষ
  গেল দীঘল-শ্বাস নিয়ে।
অনেক শারাব খারাব হল,
  অনেক সাকির ভাঙল বুক!
আজ এল কোন দীপান্বিতা?
  কার শরমে রাঙল মুখ?

কোন দরদি ফিরল? পেলে
  কোন হারা-বুক আলিঙ্গন?
আজ যে তোমার হিয়ার রঙে
  উঠল রেঙেডালিম-বন!

যিগর-ছেঁড়া দিগর তোমার
  আজ কি এল ঘর ফিরে?
তাই কি এমন কাশ ফুটেছে
  তোমার ব্যথার চর ফিরে?

নীড়ের পাখি ম্লান চোখে চায়,
  শুনছে তোমার ছিন্ন সুর;
বেলা-শেষের তান ধরেছে
  যখন তোমার দিন দুপুর!

মুক্ত আমি পথিক-পাখি
  আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের
  বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের ;
বীণ ছাড়া মোর একলা পথের
  প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি,
  আঘাত আমার পথিক-ভাই।

বেদনা-ব্যথা নিত্য সাথি, –

তবু ভাই ওই সিক্ত সুর,
দুচোখ পুরে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত-পুর!

ঝাপসা তোমার দুচোখ শুনে
সুরাখহল কলজেতে,
নীল পাথারের সাঁতার পানি
লাখ চোখে ভাই গলছে যে!

বাদশা-কবি! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবই!

কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩২৮
সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ
আজ
আষাঢ়-মেঘের কালো কাফনের আড়ালে মু-খানি ঢাকি
আহা
কে তুমি জননি কার নাম ধরে বারে বারে যাও ডাকি?

মাগো কর হানি দ্বারে দ্বারে
তুমি
কোন হারামণি খুঁজিতে আসিলে ঘুম-সাগরের পারে?

'কই রে সত্য, সত্যেন কই' কাতর কান্না শুধু

গগন-মরুর প্রাঙ্গণে হানে সাহারার হাহা ধুধু!

সত্য অমর, কেঁদো না জননি, আসিবে আবার রবি,

গিয়াছে বাণীর কমল-বনে মা, কমল তুলিতে কবি!

ও কে
ক্রন্দসী হায় মুরছিয়া পড়ে অশ্রু-সিন্ধুতীরে
গেল
সহসা নিশীথে বাণীর হাতের বেয়ালার তার ছিঁড়ে।

আহা, কোন ভিখারিনি এরে

কাহারে হারায়ে নিখিলের দ্বারে ফরিয়াদ করে ফেরে?

সতীর কাঁদনে চোখ খুলে চায় ঊর্ধ্বে অরুন্ধতী,

নিবিড় বেদনা ম্লান করে আনে রবির কনক-জ্যোতি।

সত্য অমর, কাঁদিয়ো না সতী, আসিবে আবার রবি,

গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি!

আজ
সারথি হারায়ে বিষাদে অন্ধ ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো
পুরোহিত-হারা ভারতী-দেউলে বন্ধ পূজা-আরতি।

ওরে মৃত্যু-নিষাদ ক্রূর

বিষাদ-শায়ক বিঁধিয়া করেছে বাংলার বুক চুর!

নিভে গেল মঙ্গল-দীপশিখা, বঙ্গবাণীর আলো,

দুলে দশদিকে শুধু দিশেহারা অশ্রু অতল কালো!

‘সত্য’ অমর! কাঁদিয়া না কবি, আসিবে আবার রবি,

গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি।

শ্বেত
বৈজয়ন্তী উড়ে চলে যায় মৃত্যুরও আগে আগে,
ওরে
সে চির-অমর, মৃত্যু আপনি তারই পায়ে প্রাণ মাগে।

তাই ওই বাজে জয়-ভেরি

স্বর্গ-দুয়ারে, ওঠে জয়ধ্বনি, ‘জয় সুত অমৃতেরই!’

কাঁদিসনে মাগো, ওই তোর ছেলে মাতা সারদার কোলে

শিশু হয়ে পুনঃ দুধ-হাসি হেসে তোরে ডেকে ডেকে দোলে!

‘সত্য’ অমর, কাঁদিয়ো না কেহ, আসিবে আবার রবি,

মা বীণাপাণির সোহাগ আনিতে স্বর্গে গিয়াছে কবি।

কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩২৯
সত্য- কবি
অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চলে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দলে।
যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয়-তোরণ-দোরে
ঘোষিল বিজয়-কিরণশঙ্ক-আবার প্রথম ভোরে,
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টিকা,
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায়, দীপ্ত তাহারই শিখা!
মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকূল ধারা,
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিভে গেছে সব বাতি,
হাঁক দিয়ে ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি!

হেন দুর্দিনে বেদনা-শিখার বিজলি-প্রদীপ জ্বেলে
কা্হারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিবে যায়, জ্বালো তুমি বারে বারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপাতারে চাবুক মারে!
কী ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজশিখার কবির দীপান্বিতা?
কী নেবে গো আর? ওই নিয়ে যাও চিতার দু মুঠো ছাই!
ডাক দিয়ো নাকো, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই!
ডাক দিযো নাকো, মূর্ছিতা মাতা ধুলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি ঘুমায়েছে কান্তা কবির, জাগিয়া উঠিবে পাছে!
ডাক দিয়ো নাকো, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!
আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী?
সত্য কবির সত্য জননি ছন্দ-সরস্বতী?
ঝলসিয়া গেছে দুচোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি,
বিদায়ের দিনে কন্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি
সাত কোটি এই ভগ্ন কন্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী!
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল দুহাত তুলে?
কোল মিলেছে মা, শ্মশান-চিতায় ওই ভাগীরথী-কূলে!
ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,

কাল যে আছিল মধ্য-গগন, আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তরের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ততোরণপার সে দেখায় কিরণের ইশারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া?
হুতাশদিয়া ফেরে পুরবির বায়ু হরিৎ-হুরির দেশে
জর্দা-পরির কনক-কেশর কদম্ববন-শেষে!
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবে না আর ফিরে
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে!

‘তুলির লিখন’ লেখা যে এখনও অরুণ-রক্ত-রাগে,
ফুল্ল হাসিছে ‘ফুলের ফসল’ শ্যামার সবজি-বাগে,
আজিও ‘তীর্থরেণু ও সলিলে’ ‘মণি-মঞ্জুষা’ ভরা,
‘বেণু-বীণা’ আর ‘কুহু-কেকা’-রবে আজও শিহরায় ধরা,
জ্বলিয়া উঠিল ‘অভ্র-আবিরি’ ফাগুয়ায় ‘হোমশিখা’,-
বহ্নি-বাসরে টিটকিরি দিয়ে হাসিল ‘হসন্তিকা’-
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্যপ্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হল ছাই!
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলাল ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা!
উন্নতশির কালজয়ী মহাকাল হয়ে জোড়াপাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারই ফিরিবে আদেশ মানি!

আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালি বিধির ডাক এল তাই চলে গেল আন- কাজে।
ওগো যুগে-যুগে কবি, ও-মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।
ধরায় যে-বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকি
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি!
সব বুঝি ওগো, হারা-ভীতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়তো যা গেল চিরকাল-তরে হারানু তাহার দাবি।

তাই ভাবি,আজ যে-শ্যামার শিস খঞ্জন-নর্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুন কোন নন্দন-বন!
চোখে জল আসে, হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ-দেশে তোমারই মতন দরকার শত ছেলে।

আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি তুমি আসিলে হে নির্ভীক,

মরণ-শয়নে চমকি চাহিল বাঙালি নির্নিমিখ।
বাঁশিতে তোমার বিষাণ-মন্দ্র রনরনি ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড়ো নয়!
করনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্মা-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিকো কভু, তাই
বলদর্পীর দন্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই!
যশ-লোভী এই অন্ধ ভন্ড সঞ্জান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে!
মেকির বাজারে আমরণ তুমি রয়ে গেলে কবি খাঁটি,
মাটির এ দেহ মাটি হল তব সত্য হল না মাটি।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে-দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্যবাদক বালক।
কে দিবে আঘাত?কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্যপ্রাণ?
আপনারে হেলা করি, করি মোরা ভগবানে আপমান।
বাঁশি ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি।
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখনি খাতিরদারি!
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলনিকো দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করনিকো নিগড়ের পায়, ভয়েতে মাননি হার।
অটল অচল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়-গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন-মাধুরী পিয়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া!
তোমার প্রয়াণে উঠিল না কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল।
স্বর্গে বাদল মাদল বাজিল, বিজলি উঠিল মাতি,
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাতি।
কে নাই জাগি, অর্গল-দেওয়া সকল কুটির- দ্বারে
পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে!

নিশীথ-শ্মশানে অভাগিনি এক শ্বেতবাস-পরি্যিতা,
ভাবিছে তাহারই সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালাল ওই চিতা!
ভগবান! তুমি চাহিতে পার কি ওই দুটি নারী পানে?
জানি না, তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে!

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২৯

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসে ছিল পথ ভুলে,
ওগো
এই গঙ্গার কূলে।

দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো
এই গঙ্গার কূলে॥

চপল চারণ বেণু-বীণে তার

সুর বেঁধে শুধু দিল ঝংকার,

শেষ গান গাওয়া হল নাকো আর

উঠিল চিত্ত দুলে,
তারই
ডাক-নাম ধরে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো
এই গঙ্গার কূলে॥
ওরে
এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন সর্বনাশী

বিষাণ কবির গুমরি উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশি।

আঁখির সলিলে ঝলসানো আঁখি

কূলে কূলে ভরে ওঠে থাকি থাকি,

মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখি

মৃত্যু-আফিম-ফুলে
কোন
ঝড়-বাদলের এমনই নিশীথে পড়েছিল ঘুমে ঢুলে

এই গঙ্গার কূলে॥

তার
ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির-বন্ধনহারা,

তাই
ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননি মুক্তধারা!
ও সে
আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি,

অমৃত বিলাল বিষ-জ্বালা সহি,
শেষে
শান্তি মাগিল ব্যাথা-বিদ্রোহী

চিতার অগ্নি-শূলে!
পুনঃ
নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে।
ওগো
এই গঙ্গার কূলে॥

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২৯

সুর-কুমার
(দিলীপকুমারের ইউরোপ যাত্রা উপলক্ষ্যে)

বন্ধু, তোমায় স্বপ্ন-মাঝে ডাক দিল কি বন্দিনী
সপ্ত সাগর তেরো নদীর পার হতে সুর-নন্দিনী!

বীণ-বাদিনী বাজায় হঠাৎ যাত্রা-পথের দুন্দুভি,
অরুণ আঁখি কইল সাকি, 'আজকে শরাব মুলতুবি!'

সাগর তোমায় শঙ্খ বাজায়, হাতছানি দেয় সিন্ধু-পার,
গানের ভেলায় চললে ভেসে রূপকথারই রাজকুমার!

গানের ভেলায় চললে ভেসে রূপকথারই রাজকুমার!
লয়ে সুরের সোনার কাঠি দিগ্‌বিজয়ে যাও সেথায়।

বন্দী-দেশের আনন্দ-বীর! আনবে তুমি জয় করি
ইন্দ্রলোকের উর্বশী নয় – কণ্ঠলোকের কিন্নরী।

শ্বেতদ্বীপের সুর-সভায় আজকে তোমার আমন্ত্রণ,
অস্ত্রে যারা রণ জেতেনি বীণায় তারা জিনল মন।

কণ্ঠে আছে আনন্দ-গান, হস্ত-পদে থাক শিকল;

ফুল-বাগিচায় ফুলের মেলা, নাই-বা সেথা ফলল ফল।

বৃত্ত-ব্যাসে বন্দী তবু মোদের রবির অরুণ-রাগ
জয় করেছে যন্ত্রাসুরের মানব-মেধের লক্ষ যাগ।
ছুটছে যশের যজ্ঞ-ঘোড়া স্পর্ধা-অধীর বিশ্বময়,
তোমার মাঝে দেখব বন্ধু নূতন করে দিগ্‌বিজয়।

বীণার তারে বিমান-পারের বেতার-বার্তা শুনছি ওই
কণ্ঠে যদি গান থাকে গো পিঞ্জরে কেউ বন্ধ নই।

চলায় তোমার ক্লান্তি তো নাই নিত্য তুমি ভ্রাম্যমান,
তোমার পায়ে নিত্য নূতন দেশান্তরের বাজবে গান।

বধূর মতন বিধুর হয়ে সুদূর তোমায় দেয় গো ডাক,
তোমার মনের এপার থেকে উঠল কেঁদে চক্রবাক!

ধ্যান ভেঙে যায় নবীন যোগী, ওপার পানে চায় নয়ন,
মনের মানিক খুঁজে ফের বনের মাঝে সর্বক্ষণ।

দূর-বিরহী, পার হয়ে যাও সাত সাগরের অশ্রুজল,
আমরা বলি – যাত্রা তোমার সুন্দর হোক, হোক সফল!

কলিকাতা,
৪ ফাল্গুন, ১৩৩৩
রক্ত-পতাকার গান
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!....
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান!
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥
শীতের শ্বাসেরে বিদ্রুপ করি ফোটে কুসুম,
নব-বসন্ত-সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ওই দশ-সহস্র বছরের হানো মৃত্যু-বাণ
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥

চির বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ওই বদ্ধ মন,
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও ঊর্ধ্বে
   গাহোরে গান!

লাল নিশান! লাল নিশান!
কলিকাতা,
১ বৈশাখ, ১৩৩৪
অন্তর-ন্যাশন্যাল সংগীত
জাগো —

জাগো
অনশন-বন্দী, ওঠো রে যত

          জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত
অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে
নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব
জনম লভি অভিনব ধরণি

          ওরে ওই আগত॥

আদি
শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল
সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!

ভেদি দৈত্য-কারা

আয় সর্বহারা!
কেহ
রহিবে না আর পর-পদ-আনত॥

কোরাস :

          নব ভিত্তি পরে
নব
নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন
অত্যাচারী! শোন রে সঞ্চয়ী!

ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী॥

ওরে
সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ
নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই
“অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংহতি” রে
হবে
নিখিল মানব জাতি সমুদ্ধত॥

কলিকাতা,
১ বৈশাখ, ১৩৩৪

জাগর-তূর্য*

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী!
অলিখিত যত গল্প-কাহিনি তোরা যে নায়ক তারই॥

শক্তিময়ী সে এক জননির
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মার সন্তাপ-হারী॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মতো
ওঠ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত!
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী॥

ঘুমঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেল সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির বারি।
উহারা কজন? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী॥

কলিকাতা,
১ বৈশাখ, ১৩৩৪

যুগের আলো

নিদ্রা-দেবীর মিনার-চুড়েমুয়াজ্জিনেরশুনছিআরাব, –
পান করে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব!
উষায় যারা চমকে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো! তাদের বলো, প্রথম উদয় এমনি লাগে!
সাতরঙা ওই ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সীমন্তে লাল সিঁদুর পরে আসছে হেসে জয়ন্তিকা!

ঢাকা,
১৭ ফাল্গুন, ১৩৩৩

পথের দিশা

চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েসির আখ্‌ড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চ'লতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ ক'রে এই বক্র-পথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোকে-শিশু কোন্‌ অভিযান ক'রবি, শুনি?
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্য্যের এই হোরি-খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট-মেলায়
বাঙলা দেশও মাত্‌ল কি রে? তপস্যা তার ভুললো অরুণ?
তাড়িখানার চীৎকারে কি নাম্‌ল ধুলায় ইন্দ্র বরুণ?
ব্যগ্র-পরান অগ্রপথিক,কোন্‌ বাণী তোর শুনাতে সাধ?
মন্ত্র কি তোর শুন্‌তে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা-নিনাদ?

নর-নারী আজ কণ্ঠ ছেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস্‌ ধ'রে
ভাবছে তা'রা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি ক'রছে জোরে?
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সাওয়ারী
আসছে কেহ? টুট্‌ল তিমির, খুল্‌ল দুয়ার পুব-দয়ারী?
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে!
বাঁচাতে তায় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ?
ধুলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ?
মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম-ধ্বজা টিকির গিঁঠে দাড়ির ঝোপে!
নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,
থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী,
মাতালদের ঐ ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি!
জাতির পারণ-সিন্ধু মথি' স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের ক'রতেছে ভাগ-বাঁটোয়ারা,
বিষ যখন আজ উঠল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তাঁরা মেটান তৃষা!
শ্মাশন-শবের ছাইয়ের গাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে,
ভাঙন-দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুঁজে!
রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী,
আনিস্‌ খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্‌গপাণি!

কলিকাতা,
১৬ই চৈত্র, ১৩৩৩
যা শত্রু পরে পরে
রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনও, শুনিস হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবে না কভু মৃত্যু-ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ওই ঘনায়!
চেয়ে দেখ ওই ধূম্র-চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায়!
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রিক প্যারি – সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য! –দেখবি আয়!

২
অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ-রজ্জুপাশ,
অনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস –
তাদের সে লোভ-বহ্নি-শিখ
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্‌বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরই গৃহ, সাবাস!
যে আগুনে তারা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরই সর্বনাশ!
আপনার গলে আপন ফাঁস!

৩
এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধবে বল?
আপনার পোষা নাগিনি তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।
ওঝা ডেকে আর বল কী ফল?
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শকুন,
রে ভারতবাসী, চল রে চল!
এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই বসে কি রবি কেবল?
আসে ঘনঘটা ঝড়-বাদল!
৪
ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুসলেমিন!
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন!
ধর্ম-কলহ রাখ দুদিন!
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডূষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবে না ফিরে এই সুদিন!
বদনা-গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,

সিংহ যখন পঙ্ক-লীন।

৫
ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি করে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস
শত্রু যখন যায় পরে পরে – নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস!
ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব-রিষ।
কলহ করার পাইবি সময়,
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয়!
হাতে হাত রাখ, ফেল হাতিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা-বিষ!
নব-ভারতের এই আশিষ!

৬
নারদ নারদ! জুতো উলটে দে! ঝগড়েটে ফল খুঁজিয়া আন।
নখে নখ বাজা! এক চোখ দেখা! দুকাটি বাজিয়ে লাগাও গান!
শত্রুর ঘরেঢুকেছে বান!
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ টেনে আন আনরে তাজিয়া,
পূজা দেরে তোরা, দেরে কোরবান!
শত্রুর গোরে গলাগলি কর আবার হিন্দু-মুসলমান!
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান!

কৃষ্ণনগর,
আশ্বিন, ১৩৩৩
হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ
১
মাভৈঃ! মাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান!
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি’ ব্যথা-জাগ্রত,
‘খালেদ’ আবার ধরিয়াছে অসি, ‘অর্জুন’ ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!

২
মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ-মরণে নাহি লাজ।
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা-কাহার দস্ত হয়েছে কত দারাজ
কে মরিবে কাল সম্মুখে-রণে, মরিতে কা’রা নারাজ।

৩

মূর্চ্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,
উঠবে অমৃত, দেরি নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।
থামিসনে তোরা, চালা মন্থন!
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন;
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল।
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, ন'ড়েছে খোদার কল।

৪

আজি ওস্তাদে-শাগরেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু ভারতের নির্ভয়।
হেরিতেছে কাল,-কবজি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কি-না টুটি',
মারিতে মারিতে কে হ'ল যোগ্য, কে করিবে রণ-জয়!
এ 'মক্ ফাইটে' কোন্ সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয়!

৫

ক'ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ-কাঁথা!
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি, বকিছে প্রলাপ যা-তা!
হায়, এই সব দুর্বল-চেতা
হবে অনাগত বিপ্লব-নেতা!
ঝড় সাইক্লোনে কি করিবে এরা! ঘূর্ণিতে ঘোরে মাথা?
রক্ত-সিন্ধু সাঁতরিবে কা'রা-করে পরীক্ষা ধাতা।

৬

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির মসজিদ,
পরাধীনদের কলুষিত ক'রে উঠেছিল যার ভিত!
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয়!
স্বাধীন হাতের পূত মাটি দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া? ওরে ঐ সাথে টুটিছে তোদের নিঁদ!

৭

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার!
উদিবে অরুণ,ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বদ্ধ করিয়া দ্বার!
ভারত-ভাগ্য ক'রেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার!

৮

যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া!
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ-জেগেছে তো তবু-বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!

কৃষ্ণনগর,
৯ আশ্বিন, ১৩৩৩

সিন্ধু-হিন্দোল

আলোর মতো জ্বলে ওঠো। উষার মতো ফোটো
তিমির চিরে জ্যোতির মতো প্রকাশ হয়ে ওঠো!

(তামাকুমন্ডি)
চট্টগ্রাম, ৩০.৭.২৬

উৎসর্গ
– আমার এই লেখাগুলি
বাহার ও নাহারকে দিলাম–

কে তোমাদের ভালো?
'বাহার'আনোগুলশানেগুল, 'নাহার'আনো আলো।
'বাহার' এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
'নাহার' এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।

তোমার দুটি ফুলের দুলাল, আলোর দুলালি,
একটি বোঁটায় ফুটলি এসে,-নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের নাগাল পেল বাণী,
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

নজরুল ইসলাম

তামাকুমন্ডি
চট্টগ্রাম
৩১.৭.২৬

সিন্ধু
(প্রথম তরঙ্গ)

সূচীপত্র

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী,
  হে অতৃপ্ত! রহি’ রহি’
কোন্ বেদনায়
  উদ্‌বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়?
কি কথাশুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে উর্ধ্বে নীলা নিম্নেবেলা-ভুমি!
  কথা কও, হে দুরন্ত, বল,
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এতকলকল?
কিসের এ অশান্ত গর্জন?
  দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্তক্রন্দন
থামিল না, বন্ধু, তব!
কোথা তব ব্যথা বাজে! মোরে কও, কা’রে নাহিক’ব!
কারে তুমি হারালে কখন্?
  কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছস্বপন?
কে সে বালা? কোথা তার ঘর?
কবে দেখেছিলে তারে? কেন হ’লপর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো!
কেন সে আসিল, এসে কেন সেলুকালো?
অভিমান ক’রেছে সে?
মানিনী ঝেপেছে মুখনিশীথিনী-কেশে?
  ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে?
  চাঁদের চাঁদিনী বুঝিতাই এত টানে
  তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার?
  কী রহস্য আছে চাঁদেলুকানো তোমার?

বল, বন্ধু বল,
ও কি গান? ও কি কাঁদা? ঐ মত্তজল-ছলছল-
  ও কি হুহুংকার?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সীতোমার?
  টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকেচিরকাল?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ? ও কি অনুরাগ?
  জান না কি, তাই
তরঙ্গে আছাড়ি’ মরআক্রোশে বৃথাই?.

  মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
  আপনার স্বপ্নে ছিলেআপনি বেহুঁশ!
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে

এ-নিখিলে
  জানিতে নাআপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানী এসে দেয়নি ক’ নাড়া!
  বিপুলআরশি-সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
  তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর।–
তপস্বী! ধেয়ানী!
  তারপর চাঁদ এলো-কবে, নাহি জানি
তুমি যেনউঠিলে শিহরি’।
  হে মৌনী, কহিলে কথা-“মরি মরি,
সুন্দরসুন্দর!”
“সুন্দর সুন্দর” গাহি’ জাগিয়া উঠিল চরাচর!

সেই সে আদিমশব্দ, সেই আদি কথা,
  সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা,
সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
  একা সে সুন্দর হয়হইলে দু’জন!
  কোথা সে উঠিল চাঁদহৃদয়ে না নভে
সে-কথা জানে না কেউ, জানিবে না, চিরকাল নাহি-জানা র’বে।
  এতদিনেভার হ’ল আপনারে নিয়া একা থাকা,
কেন যেন মনে হয়-ফাঁকা, সব ফাঁকা
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই,
  যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই!

  জাগিল আনন্দ-ব্যথা, জাগিল জোয়ার,
  লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি!
  কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরাভূমি!
  বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হতাশ্বাস,
  জাগিল অন্তত শূন্যে নীলিমা-উছাস!
  বিস্ময়ে বাহিরি এল নব নব নক্ষত্রের দল,
  রোমাঞ্চিত হ’ল ধরা,
বুক চিরে এল তারতৃণ-ফুল-ফল।
  এল আলো, এল বায়ু, এল তেজ প্রাণ,
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠেসে কি অভিনব গান!
  এ কি মাতামাতি ওগো এ কি উতরোল!
  এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোন!
  শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা,
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেওযেন ছিল জানা
কত সে আপনা!
  জলে জলে ছলাছলি চলমান বেগে,

ফুলেহুলে চুমোচুমি-চরাচরে বেলা ওঠে জেগে!
আনন্দ-বিহ্বল
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল!

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিলেজাগি', ব্যথা ক'রে উঠিল ও-বুক।
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গ'লেযায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!
  নিয়া নেশা, নিয়াব্যথা-সুখ
  দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ!
  কোন্ প্রিয়-বিরহেরসুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া!
  সিন্ধু, ওগোবন্ধু মোর!
  গর্জিয়া উঠিল ঘোর
আর্ত হুহুঙ্কারে!
বারেবারে
বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানেমায়া, উর্ধ্ব প্রিয়া স্থির!
  ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদ, আমিকাঁদি, কাঁদি সাথে কাল!
  কাঁদে গ্রীষ্ম, কাঁদে বর্ষা, বসন্ত ওশীত,
  নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত,
নিখিল বিরহী কাঁদেসিন্ধু তব সাথে,
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে!
  সেইঅশ্রু-সেই লোনা জল
তব চক্ষে —হে বিরহী বন্ধু মোরা —করে টলমল!
  একজ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া।

চট্টগ্রাম,
২৯.৭.২৬

সিন্ধু
(দ্বিতীয় তরঙ্গ)

  হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী!
  রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায়!

হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন?
নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড়োআছাড়িয়া!
সর্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরেতিলে-তিলে!
হে অস্থির! স্থির নাহি হ'তে দিলে
পৃথিবীরে! ওগোনৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা!
হে চঞ্চল,
বারে বারে টানিতেছ দিগন্তিকা-বন্ধুর অঞ্চল!
কৌতুকী গো! তোমারএ-কৌতুকের অন্ত যেন নাই।-
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কারযেন পদরেখা!-কে নিশীথেএসেছিল ভুলে
তব তীরে, গর্বিতা সে নারী,
যতবারি আছে চোখে তব
সব দিলে পদে তার ঢালি',
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায়!
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরালো কঙ্কণের ঘায়!

–গেল চ'লেনারী!
সন্ধান করিয়া ফের, হে সন্ধানী, তারি
দিকে দিকে তরণীর দুরাশালইয়া,
গর্জনে গর্জনে কাঁদ–"পিয়া, মোর পিয়া!"

বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ, এত জ্বালা?
কে দিল না প্রতিদিন? কে ছিঁড়িলমালা?
কে সে গরবিনী বালা? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমারঅপমান!
হে মজনু, কোন্ সে লায়লীর
প্রণয়ে উন্মাদতুমি?-বিরহ-অথির
করিয়াছে বিদ্রোহ ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন্ রাজকুমারীরলাগি'? কারে আজ
পরাজিত করি' রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণকরি?-সারে সারে
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভেশুভ্র ফেনা!
ঝটিকা তোমার সেনাপতি
আদেশ হানিয়া চলে উর্ধ্বেঅগ্রগতি।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,

'মাইন্' তোমার চোরা পর্বতনিপুণ!
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে 'সাবমেরিন',
নৌ-সেনা চলিছে নীচেমীন!
সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি' চলিয়াছ বীর
উদ্দাম অস্থির!

কখন আনিবে জয় করি'-কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
মুক্তা-বুকে মালারচি' নীচে!
তোমার হেরেম্-বাঁদী শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে।
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার-
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর-তোমার প্রিয়ার!
বধূ তবদীপান্বীতা আসিবে কখন?
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারিপ্রমোদ-কানন।
বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা তব যেন পোষাকপোতী-কপোত।
নাচায়ে আদর করে পাখীরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমলদুর্বার!
উচ্ছ্বাসে তোমার জল উলসিয়া উঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চুপুটে?
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তটভূমি টেনে চলে তবআশা-তারকার গুণ!
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,
ও যেন স্বপন তব!-কী তুমি একাকী
ভাব কভু আনমনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারেকেন!

ফিরে চলো ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাওনিজেরে লুকালে!-
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,
ভেসে যেতেচায় প্রাণ দূরে-আরো দূরে।
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে,
মাঝি ভাসে, তুমিভাস, আমি ভাসি স্রোতে।

নিরুদ্দেশ! শুনে কোন্ আড়ালীরডাক
ভাটিয়ালী পথে চলো একাকী নির্বাক?
অন্তরের তলা হ'তে শোন কিআহবান?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি' যেন,
চাহে তবপ্রাণ!
বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরেরপানে

লজ্জায়-ব্যথায়-অপমানে!
তারপর, বিরাট পুরুষ! বোঝা নিজভুল
জোয়ারে উচ্ছ্বসি' ওঠো, ভেঙে চল কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়েবিষাণ
বলো, ' প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান্!'
বারণী সাকীরে কহ, ' আনো সখি সুরার পেয়ালা!'
আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুখের নেশায় বীর, ভোল সবজ্বালা!

অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হ'য়ে ওঠে মুখে বিষরমতন।
হে শিব, পাগল!
তব কণ্ঠে ধরি' রাখো সেই জ্বালা-সেই হলাহল!
হে বন্ধু, হে সখা,
এতদিনে দেখা হল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা।

কত কথা আছে-কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে-সিন্ধু, বন্ধু গোআমার!
এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসি,
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুঁহু পশি
ঢেউ নাই যেথা-শুধু নিতল সুনীল!-
তিমির কহিয়া দাও-সে যেন খোলে নাখিল
থাকে দ্বারে বসি',
সেইখানে ক'ব কথা। যেন রবি-শশী
নাহি পশেসেথা।
তুমি র'বে-আমি র'ব-আর র'বে ব্যথা!
সেথা শুধু ডুবে র'বে কথা নাহিকহি',-
যদি কই,-
নাই সেথা দু'টি কথা বই,
আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী!'

চট্টগ্রাম,
৩১.৭.২৬

সিন্ধু
(তৃতীয় তরঙ্গ)

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি!
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,

বুভুক্ষু! তবু কিতব ভরলি না প্রাণ?
দুরন্ত গো, মহাবাহু
ওগো রাহু,
তিন ভাগগ্রাসিয়াছ-এক ভাগ বাকী!
সুরা নাই-পাত্র-হাতে কাঁপিতেছে সাকী!

হে দুর্গম! খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরি-দরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষাতোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে-ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী!
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল!
পাশে নাশ্রবণে তব ধরণীতে শত দুঃখ-গীত;
দেখিতেছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ-
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ!
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গেরমতো
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সতত!

হে পবিত্র! আজিও সুন্দর ধরা, আজিও অম্লান
সদ্য-ফোটা পুষ্পসম, তোমাতে করিয়ানিতি স্নান!
জগতের যত পাপ গ্লানি
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তবস্নেহ-পাণি!
ধরা তব আদরিনী মেয়ে,
তাহারে দেখিতে তুমি আস’ মেঘ বেয়ে!
হেসে ওঠে তৃণে-শস্যে দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে ঝরে হিম-কণাআনন্দাশ্রু-ভরা!
জলধারা হ’য়ে নামো, দাও কত রঙিন যৌতুক,
ভাঙ’ গড়’ দোলাদাও,-
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক!

হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়,
নিত্য নবনব দানে ক্ষয়েরে ক’রেছ তুমি জয়!
হে সুন্দর! জলবাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছো আঁকড়িয়া
ইন্দ্রানীলকান্তমণিমেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব সাথে দোল’ অনুপম!

বন্ধু, তব অনন্তযৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন!

কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা’ যাচে,
কত জল-দেবীদের শুষ্ক মালা প’ড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন!
কার যেন স্বপ্নে তুমি মত্ত নিশিদিন!

মন্থর-মন্দার দিয়া দস্যুসুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া
তার সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত-সুধা-তোমার জীবন!
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছেস্মৃতি, ব্যথা-উতরোল
উর্ধ্বে শূন্য, নিম্নে শূন্য,-শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

হে মহান! হে চির-বিরহী!
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোরবিদ্রোহী,
সুন্দর আমার!
নমস্কার!
নমস্কার লহ!
তুমি কাঁদ,-আমিকাঁদি,-কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ।
হে দুস্তর, আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্তবিরহের নাহি পার–নাহি কূল–শুধু স্বপ্ন, ভুল।

মাগিব বিদায় যবে, নাহি র’বআর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার!
বৃথাই খুঁজিবে যবেপ্রিয়
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া!

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

চট্টগ্রাম
২.৮.২৬

গোপন-প্রিয়া

পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রাণি,
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছিকানাকানি!
আমি এ-পার, তুমি ও-পার,
মধ্যে কাঁদে বাধারপাথার

ও-পার হ'তে ছায়া-তরু দাও তুমি হাত্‌ছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমারছায়ার ছোঁওয়াখানি।

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়!
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয়!
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউ-এর দোলায় তোমার ক'রলো না কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছেআমার ধারে-তোমার ধারে নয়!

চেনার বন্ধু, পেলাম না ক' জানার অবসর।
গানের পাখী ব'সেছিলাম দু'দিনশাখার' পর।
গান ফুরালোযাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাকবো না ক'-থাকবে পাখীর ,
উড়ব আমি,-কাঁদবে তুমি ব্যথারবালুচর!

তোমার পারে বাজ্‌ল কখন আমার পারের ঢেউ,
অজানিতা! কেউজানে না, জানবে না ক' কেউ।
উড়তে গিয়ে পাখা হতে
একটি পালক পড়লে পথে,
ভুলে' প্রিয় তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও!
ভয় কি সখি? আপনি তুমিফেলবে খুলে এ-ও!

বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমিএক্‌লা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ্-রাতে
চুম্ দেবে কিকল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবেতুমি, আমার চাতকী!

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই একাঁদন-রোল!
কূল মেলে না,-তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল!
তোমায় পেলেথাম্‌ত বাঁশী,
আস্‌ত মরণ সর্বনাশী।
পাইনি ক' তাই ভ'রে আছে আমার বুকেরকোল।
বেণুর হিয়া শূন্য ব'লে উঠবে বাঁশীর বোল।

বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের-সাথী নও,
দূরে যত রও এ হিয়ার তত নিকটহও।

থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে!
যত গোপন ততমধুর-নাই বা কথা কও!
শয়ন-সাথে রও না তুমি নয়ন-পাতে রও!

ওগো আমারআড়াল-থাকা ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছ আমি আছি এই তো খুশি মোর।
কোথায় আছকেম্‌নে রাণি
কাজ কি খোঁজে, নাই বা জানি!
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনিআছি ভোর!
চাই না জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর!

রাত্রে যখন এক্‌লা শোব-চাইবে তোমার বুক,
নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ,
দুখেরসুরায় মস্ত্ হ'য়ে
থাকবে এ-প্রাণ তোমায় ল'য়ে,
কল্পনাতে আঁক্‌ব তোমারচাঁদ-চুয়ানো মুখ!
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে র'বে, সেই তো চরম সুখ!

গাইবআমি, দূরের থেকে শুনবে তুমি গান।
থাম্‌বে আমি-গান গাওয়াবে তোমারঅভিমান!
শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার আঁকা ছবি,
আমার লেখাকাব্য তুমি, আমার রচা গান।
চাইব না ক', পরান ভ'রে ক'রে যাব দান।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে?- তল কেবা পায় অতলজলধির।
গোপন তুমি আস্‌লে নেমে
কাব্যে আমার, আমারপ্রেমে,
এই-সে সুখে থাক্‌বে বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী-গানগেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড়!

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাই-বা পেলাম দান,
মনে আমায় ক'রবে না ক'-সেই তোমনে স্থান!
যে-দিন আমায় ভুলতে গিয়ে
কর্‌বে মনে, সে-দিনপ্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠবে বেঁচে, সেই তো আমার প্রাণ!
নাই বা পেলাম, চেয়েগেলাম, গেলে গেলাম গান!

চট্টগ্রাম
২৮.৭.২৬

অ-নামিকা
তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরী
লো আমার অনাগতপ্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!
তোমারে বন্দনাকরি ...
হে আমার মানস-রঙ্গিণী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তনবাসনা-সঙ্গিনী!
তোমারে বন্দনা করি ...
নাম-নাহি-জানা ওগোআজো-নাহি-আসা!
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালবাসা ...
গোপণ-চারিণী মোর, লোচির-প্রেয়সী!
সৃষ্টি-দিন হ'তে কাঁদ' বাসনার অন্তরালে বসি'-
ধরা নাহিদিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিলে না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়াগেহে।
অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা-পারে!
স্বপনে পাইয়া তোমা' স্বপনেহারাই বারে বারে
অরুপা লো! রহি হ'য়ে এলে মনে,
সতী হ'য়ে এলে না ক' ঘরে।
প্রিয় হ'য়ে এলে প্রেমে,
বধূ হয়ে এলে নাঅধরে!
দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপনে তুমি শিরীন্ শরাব,
পেয়ালায় নাহিএলে!-
'উতারো নেকাব'-
হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা!
সুদুরিকা!দূরে থাক'-ভালোবাসা-নিকটে আস না।
তুমি নহ নিভে যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি। –
জন্ম-জন্মান্তর ধরি' লোকে-লোকান্তরে তোমা' করেছি আরতি,
বারে বারেএকই জন্মে শতবার করি!
যেখানে দেখেছি রূপ,-করেছি বন্দনা প্রিয়া তোমারেইস্মরি'।
রূপে রূপে, অপরূপা, খুঁজেছি তোমায়,
পবনের যবনিকা যত তুলিতত বেড়ে যায়!
বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি'
বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনুসমা,

হাওয়া-পরী
প্রিয় মনোরমা!
ধরিতে গিয়েছি-তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্বলয়ে
ব্যথা-দেওয়া রাণী মোর, এলে না ক' কথা কওয়া হ'য়ে।

চির-দূরেথাকা ওগো চির-নাহি-আসা!
তোমারে দেহের তীরে পাবারদুরাশা
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ল'য়ে যায় মোরে!
বাসনার বিপুলআগ্রহে-
জন্ম লভি লোকে-লোকান্তরে!
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা
উদগ্র কামনা,
জন্ম তাই লভি বারেবারে,
না-পাওয়ার করি আরাধনা!...
যা-কিছু সুন্দর হেরি' করেছি চুম্বন,
যা-কিছু চুম্বন দিয়া ক'রেছি সুন্দর-
সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি!– ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলেতিলে!
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে
প্রকাশগোপন।

যে কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,
রাত্রি-জাগাতন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে,
সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা'
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা!
তরু, লতা, পশু, পাখী, সকলেরকামনারসাথে
আমার কামনা জাগে,-আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে!
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি-
সকলের মাঝে আমি-সকলের প্রেমে মোর গতি!
যে-দিনস্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমিআসিলাম।
আমি কাম, তুমি হলে রতি,
তরুণ-তরুণী বুকে নিত্য তাই আমাদেরঅপরূপ গতি!
কী যে তুমি, কী যে নহ, কত ভাবি-কত দিকে চাই!
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই?
বৃথাই বাসিনু ভালো? বৃথা সবে ভালোবাসেমোরে?
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সে-ই যায় স'রে।
কেন হেন হয়, হায়, কেন লয় মনে-

যারে ভালো বাসিলাম, তারো চেয়ে ভালো কেহ বাসিছে গোপনে।

সে বুঝি সুন্দরতর-আরো আরো মধু!
আমারি বধূর বুকে হাসো তুমি হ'য়েনববধূ।
বুকে যারে পাই, হায়,
তারি বুকে তাহারিশয্যায়
নাহি-পাওয়া হ'য়ে তুমি কাঁদ একাকিনী,
ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী।...
বারে বারে পাইলাম-বারে বারে মন যেন কহে-
নহে, এ সেনহে!
কুহেলিকা! কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে জন্মিয়াছ কিম্বাজন্ম লবে?
কথা কও, কও কথা প্রিয়া,
হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ারতৃষ্ণা-জাগানিয়া!
কহিবে না কথা তুমি! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সেবুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায়কল্পতরু নিজে।
দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,
ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা!

প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু-আগণন,
তাই-চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদেওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়!
যে-পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশাহয়!
চির-সহচরী!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি' জন্মে জন্মে করিনুরোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো-সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায়!
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম-
সে শরাবলোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গোলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!

চট্টগ্রাম
২৭.৭.২৬

উন্মনা
ওগো   আজ কেন মন উদাস এমন কাঁদছে পুবের হাওয়ার পারা।
  কে যেন মোর নেই গো কাছে কোন প্রিয়-মুখ আজকে হারা॥

  দিকে দিকে বিবাগি মন
  খুঁজে ফেরে কোন প্রিয়জন।
  কোথায় সে মোর মনের মতন
   বুকের রতন নয়নতারা॥

ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতল উদাস মাঠের মতো,
ঝরছে গাছে সবুজ পাতা আমার মনের – বনের যত।

  যেথাই থাক, জানি আমি, –
  হে মোর সুদূর জীবন-স্বামি!–
  সন্ধে হলে আসবে নামি
   মুছিয়ে দেবে নয়ন-ধারা॥

অতল পথের যাত্রী
  –দূর প্রান্তর গিরি
অজানার মাঝে জানারে খুঁজিয়া ফিরি
  হৃদয়ে হৃদয়ে বেদনার শতদল
  ঘিরিয়া রেখেছে অজানার পদতল।

পথের পথে ফিরি, সাথে ফেরে দিবা নিশা,
কোথা তাঁর পথ – খুঁজে নাহি মেলে দিশা।
  কাঁদিয়া বৃথাই আমার নয়নজল
  সাগর হইয়া – করিতেছে টলমল।
  সে সায়রে দুলে আমার অশ্রুমতী
  আমার গানের বেদনা-সরস্বতী।
  নিয়ত তাহারই মৌন কাঁদন ঝরে
  আমার প্রাণের হাসির পান্না পরে।

আমার অশ্রুমতীরে শুধাই মিছে,
বৃথাই ছুটিনু মোর অজানার পিছে।
  উঠিছে পড়িছে ভাঙিছে জানার ঢেউ,
  হেরিতেছে ঢেউ– সাগর হেরে না কেউ!

কূলে কূলে ফিরি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁদি আমি,
অতল গভীরে টেনে লও মোরে স্বামি!
দেখিবে না ঢেউ, দেখিব সিন্ধুতল
যথা নাই ঢেউ – শুধু সে অতল জল।

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কন্টক-মুকুট শোভা।-দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার!

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই-হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি' কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!

বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি' উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম!
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির সজল
টলটল ধরণীর মত করুণায়!
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হ'য়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি'

সুন্দরের, কল্যাণের। তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি' তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল?
জ্বালা নাই, নেশা নাই. নাই উন্মাদনা,-
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে,
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি' তুই গাঁথিবি মালিকা,

দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টিকা!...

গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ-নাগবালা!...

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের’ দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে রব-বধূ যথা-সেখানে কখন,
হে কঠোর-কণ্ঠ, গিয়া ডাক-‘মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ!-পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি!

চল-পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি’ বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু’নয়ন ভরি’ রুদ্র হানো অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,-
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দন্ড লিখা!

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চান নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ শরম বলি’ জান না ক’ কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!
নিত্য অভাবের কুন্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

লক্ষ্মীর কিরীটি ধরি, ফেলিতেছ টানি’
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি’
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী?
যত সুর আর্তনাদ হ’য়ে ওঠে শুনি!

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে! যেন আসে নাই
আজো কা’রা ঘরে ফিরে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া

ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে ‘সানাইয়া’!
বধূদের প্রাণ আজ সানা’য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে! সখী বলে, ‘বল্‌
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল?...

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
‘আয় আয়’ কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি’
বিধবার হাসি সম-স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি’!
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি’! ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি’ উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি
পু’রে আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে!
পুষ্পঞ্জলি ভরি’ দু’টি মাটি মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার!-
সহসা চমকি’ উঠি! হায় মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাওনি ক’ কিছু
কালি হতে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ’ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!-মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ’য়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি! কে বাজাবে বাঁশি?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব?-ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস!...

আজও শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু-নাই কিছু নাই!

২৪ আশ্বিন, ১৩৩৩

বাসন্তী
কুহেলির দোলায় চড়ে
এল ওই কে এল রে?
মকরের কেতন ওড়ে
    শিমুলের হিঙুল বনে।
পলাশের গেলাস-দোলা
কাননের রংমহলা,
ডালিমের ডাল উতলা
    লালিমার আলিঙ্গনে॥

না যেতে শীত-কুহেলি
ফাগুনের ফুল-সেহেলি
এল কি? রক্ত-চেলি
    করেছে বন উজালা।
ভুলালি মন ভুলালি,
ওলো ও শ্যাম-দুলালি,
তমালে ঢাললি লালি,
    নীলিমায় লাল দেয়ালা॥

ওলো এ ব্যস্ত-বাগীশ
মাধবের নকল-নবিশ
মধুরাত নাই হতে — ইস
    মাধবীর কুঞ্জে হাজির!
বলি ও মদনমোহন!
না যেতে শীতের কাঁপন
এলো যে, থালায় এখন
    ভরিনি কুঙ্কুম আবির॥

হা-রা-রা হোরির গীতে
মাতিনি আজও শীতে
অধরের পিচকিরিতে
    পুরিনি পানের হিঙুল।

গাহেনি কোয়েল সখী —
'মর লো গরল ভখি!'
এখনই শ্যাম এল কি
    আসেনি অশোক শিমুল॥

মোরা সই বকছি মিছে
ওলো দ্যাখ শ্যামের পিছে
এসেছে কে এসেছে
　　দুলে কার চেলির লালি।
তখনই বলেছি ভাই
আমাদের এ মান বৃথাই,
এলে শ্যাম আসবেনই রাই —
　　শ্রীমতী শ্যাম দুলালি॥

পউষের রিক্ত শাখায়
বঁধু যেই বংশী বাজায়,
নীলা বন লাল হয়ে যায়,
　　ফুলে হয় ফুলেল আকাশ।
এলে শ্যাম বংশীধারী
গোপনের গোপ-ঝিয়ারি
ফুল সব শ্যাম-পিয়ারি
　　ভুলে যায় ছার গেহ-বাস॥

সাতাশে মাঘ-বাতাসে
যদি ভাই ফাগুন আসে
আগুনে রঙন হাসে
　　আমাদের সেই তো হোরি!
শ্রীমতীর লাল কপোলে
দোলে লো পলাশ দোলে,
পায়ে তার পদ্ম ডলে
　　দে লো বন আলা করি॥

ফাল্গুনী
সখি
পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা,
সখি
দিসনে গোলাব-ছিটে খাস্ লো মাথা!

যার　　অন্তরে ক্রন্দন

　　　　করে হৃদি মন্থন

　　　　তারে হরি-চন্দন

　　　　　　কমলী মালা-

সখি
দিসনে লো দিসনে লো, বড় সে জ্বালা!

বল
কেমনে নিবাই সখি বুকের আগুন!
এল
খুন-মাখা তূণ নিয়ে খু’নেরা ফাগুন!

সে যে হানে হুল্-খুনসুড়ি,

ফেটে পড়ে ফুলকুঁড়ি

আইবুড়ো আইবুড়ো

বুকে ধরে ঘুণ!
যত
বিরহিণী নিম্-খুন-কাটা ঘায়ে নুন!

আজ
লাল-পানি পিয়ে দেখি সব-কিছুচুর!
সবে
আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর!

হল মাদার আশোক ঘাল,

রঙন তো নাজেহাল!

লালে লাল ডালে-ডাল

পলাশ শিমুল!
সখি
তাহাদের মধু ক্ষরে-মোরে বেঁধে হুল্!

নব
সহকার-মঞ্জরী সহ ভ্রমরী!
চুমে
ভোমরা নিপট, হিয়া মরে গুমরি’।

কত ঘাটে ঘাটে সই-সই

ঘট ভরে নিতি ওই,

চোখে মুখে ফোটে খই,-

আব-রাঙা গাল,

যত
আধ-ভাঙা ইঙ্গিত তত হয় লাল!

আর
সইতে পারিনে সই ফুল-ঝামেলা!
প্রাতে
মল্লী চাঁপা, সাঁজে বেলা চামেলা!

হেরো ফুটল মাধবী হুরি

ডগমগ তরুপুরী,

পথে পথে ফুলঝুরি

সজিনা ফুলে!

এত
ফুল দেখে কুলবালা কূল না ভুলে!

সাজি
বাটা-ভরা ছাঁচিপান ব্যজনী-হাতে
করে
স্বজনে বীজন কত সজনী ছাতে!

সেথা চোখে চোখে সঙ্কেত

কানে কথা-যাও ধেৎ,-

ঢলে-পড়া অঙ্কেতে

মন্মথ-ঘায়!

আজ
আমি ছাড়া আর সবে মন-মত পায়।
সখি
মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল এ কি বায়!
এ যে

বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায়!

এ যে শারাবের মতো নেশা

এ পোড়া মলয় মেশা,

ডাকে তাহে কুলনাশা

কালামুখো পিক।
যেন
কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক্!

এল
আলো-রাধা ফাগ ভরি' চাঁদের থালায়
ঝরে
জোছনা-আবীর সারা শ্যাম সুষমায়!

যত ডাল-পালা নিম-খুন,

ফুলে ফুলে কুঙ্কুম,

চুড়ি বালা রুম্‌ঝুম,

হোরির খেলা,
শুধু
নিরালায় কেঁদে মরি আমি একেলা!

আজ
সঙ্কেত-শঙ্কিত বন-বীথিকায়
কত
কুলবধূ ছিঁড়ে শাড়ি কুলের কাঁটায়!

সখী ভরা মোর এ দুকূল

কাঁটাহীন শুধু ফুল!

ফুলে এত বেঁধে হুল?

ভালো ছিল হায়,
সখি

ছিঁড়িত দু'কূল যদি কুলের কাঁটায়!

হুগলি,
ফাল্গুন, ১৩৩২

মঙ্গলাচরণ
রঙনের রঙে রাঙা হয়ে এল শীতের কুহেলি-রাতি,
আমের বউলে বাউল হইয়া কোয়েলা খুঁজিছে সাথি।

সাথে বসন্ত-সেনা
আগে অজানার ঘেরা-টোপে তব চিরজনমের চেনা ।
পলাশ ফুলের পেয়ালা ভরিয়া পুরিয়া উঠেছে মধু,
তব অন্তরে সঞ্চরে আজ সৃজন-দিনের বধূ –

উঠিছে লক্ষ্মী ওই
তোমার ক্ষুধার ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনে সুধাময়ী।
হারাবার ছলে চির-পুরাতনে নূতন করিয়া লভি,
প্রদোষে ডুবিয়া প্রভাতে উদিছে নিত্য একই রবি।

তাই সুন্দর সৃষ্টি
একই বরবধূ জনমে জনমে লভে নব শুভদৃষ্টি।
আদিম দিনের বধূ তব ওই আবার এসেছে ঘুরে
কত গিরিদরি নদী পার হয়ে তব অন্তর-পুরে।

কী দিব আশিস ভাই
তোমরা যে বাঁধা চির-জনমের – কোথাও বিরহ নাই।
না থাকিলে এই একটু বিরহ – এ জীবন হত কারা,
দুই তীরে তীরে বিচ্ছেদ তাই মাঝে বহে স্রোত-ধারা।
গত জনমের ছাড়াছাড়ি তাই এ মিলন এত মিঠে
সেই স্মৃতি লেখা শুভদৃষ্টির সুন্দর চাহনিতে।
ওগো আঙিনার সজিনা-সজনি,করো লাজ বরিষন
তব পুষ্পিত শাখা নেড়ে সখী, খইয়ে নাই প্রয়োজন।
আমের মুকুল আকুল হইয়া ঝরো গো দুকূলে লুটি,
বধূর আলতা চরণ-আঘাতে অশোক উঠো গো ফুটি।

বাজা শাঁক দে লো হুলু,
হারা সতী ফিরে এলে উমা হয়ে – উলু উলু উলু উলু!

বধূ-বরণ
এতদিন ছিলে ভুবনের তুমি

আজ ধরা দিলে ভবনে,
নেমে এলে আজ ধরার ধুলাতে
ছিলে এতদিন স্বপনে।
শুধু শোভাময়ী ছিলে এতদিন
কবির মানসে কলিকা নলিন,
আজ পরশিলে চিত্ত-পুলিন
বিদায়-গোধূলি লগনে।
উষার ললাট-সিন্দূর-টিপ
সিথিঁতে উড়াল পবনে।

প্রভাতের উষা কুমারী, সেজেছ
সন্ধ্যায় বধূ উষসী,
চন্দন টোপা-তারা-কলঙ্কে
ভরেছে বে-দাগ মু-শশী।
মুখর মুখ আর বাচাল নয়ন
লাজ-সুখে আজ যাচে গুণ্ঠন,
নোটন-কপোতী কণ্ঠে এখন
কূজন উঠিছে উছসি।
এতদিন ছিলে শুধু রূপ-কথা
আজ হলে বধূ রূপসি।

দোলা-চঞ্চল ছিল এই গেহ
তব লটপট বেণি ঘায়,
তারই সঞ্চিত আনন্দ ঝলে
ওই উর-হার-মণিকায়।
এ ঘরের হাসি নিয়ে যাও চোখে,
সেথা গৃহ-দীপ জ্বেলো এ আলোকে
চোখের সলিল থাকুক এ-লোকে –
আজি এ মিলন-মোহনায়
ও-ঘরের হাসি-বাঁশির বেহাগ
কাঁদুক এ ঘরে সাহানায়।

বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বলো নারী, ‘এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ!’
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী
বেঁধো না নয়নে আবরণ ;

অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ।

অভিযান
নতুন পথের যাত্রা পথিক
চালাও অভিযান!
উচ্চকণ্ঠে উচ্চারো আজ –
'মানুষ মহীয়ান!'
চারদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান॥

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণ-সজ্জা কবে,
সেই আশাতেই রইলি সবে!
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান।
আয় বেরিয়ে,সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান॥

আধাঁর ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা পথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল আগে চল!
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
ঊষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
'জয় নব উত্থান!'

নারাণগঞ্জ
২.৭.২৬

রাখিবন্ধন

সই পাতাল কি শরতে আজিকে স্নিগ্ধ আকাশ ধরণি?
নীলিমা বাহিয়া সওগাত নিয়া নামিছে মেঘের তরণি!
অলকার পানে বলাকা ছুটিছে মেঘ-দূত-মন মোহিয়া
চঞ্চুতে রাঙা কলমির কুঁড়ি – মরতের ভেট বহিয়া।
সখীর গাঁয়ের সেঁউতি-বোঁটার ফিরোজায় রেঙে পেশোয়াজ
আশমানি আর মৃন্ময়ী সখী মিশিয়াছে মেঠো পথ-মাঝ।
আকাশ এনেছে কুয়াশা-উড়ুনি, আশমানি-নীল কাঁচুলি,
তারকার টিপ, বিজুলির হার, দ্বিতীয়া-চাঁদের হাঁসুলি।
ঝরা-বৃষ্টির ঝর ঝর আর পাপিয়া শ্যামার কূজনে
বাজে নহবত আকাশ ভুবনে – সই পাতিয়েছে দুজনে!
আকাশের দাসী সমীরণ আনে শ্বেত পেঁজা মেঘ ফেনা ফুল,
হেথা জলে-থলে কুমুদে-কমলে আলুথালু ধরা বেয়াকুল।
আকাশ-গাঙে কি বান ডেকেছে গো, গান গেয়ে চলে বরষা,
বিজুরির গুন টেনে টেনে চলে মেঘ-কুমারীরা হরষা।
হেথা মেঘ-পানে কালো চোখ হানে মাটির কুমার মাঝিরা,
জল ছুঁড়ে মারে মেঘ-বালাদল, বলে, ‘চাহে দেখ পাজিরা!’
কহিছে আকাশ, “ওলো সই, তোর চকোরে পাঠাস নিশিতে,
চাঁদ ছেনে দেব জোছনা-অমৃত তোর ছেলে যত তৃষিতে।
আমারে পাঠাস সোঁদা-সোঁদা-বাস তোর ও-মাটির সুরভি
প্রভাত-ফুলের পরিমল মধু, সন্ধ্যাবেলার পুরবি।”
হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশনত হয়ে এলো পুলকে
লতা-পাতা-ফুলে বাঁধিয়া আকাশেধরা কয়, “সই, ভূলোকে
বাঁধা পলে আজ”, চেপে ধরে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,
চুমিল আকাশ নত হয়ে মুখে ধরণির বুকে ঝাঁপিয়া।

চাঁদনিরাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্‌বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয় চাঁদের ‘শাম্পানে’চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ দরিয়া উতলা হল গো পুতলায় বুকে নিয়া।
তৃতীয়া চাঁদের বাকি ‘তেরো কলা’আবছা কালোতে আঁকা,
নীলিম প্রিয়ার নীলা‘গুল রুখ’অবগুণ্ঠনে ঢাকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রানি,
সেহেলি ‘লায়লি’ দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি।
দিকচক্রের ছায়া-ঘন ওই সবুজ তরুর সারি,
নীহার নেটের কুয়াশা-মশারি – ও কি বর্ডার তারই?
সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
উহু উহু করি কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে নীলা হুরি,

লুকিয়ে দেখে তা ‘চোখ গেল’বলে চেঁচায় পাপিয়া ছুঁড়ি!
‘মঙ্গল’তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে – বুঝি বঁধুর নিশাস লাগে।
উল্কা-জ্বালার সন্ধানী-আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
‘কাল-পুরুষ’ সে জাগি বিনিদ্র করিতেছে পায়চারি।
সেহেলিরা রাতে পলায়ে এসেছে উপবনে কোন আশে,
হেথা হোথা ছোটে পিকের কণ্ঠে ফিক ফিক করে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে সখী,
নবমী চাঁদেরসসারেও কে গোচাঁদিনি-শিরাজিঢালি
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে –‘তহুরাপিয়ো লো আলি!’
কার কথা ভেবে তারা-মজলিশে দূরে একাকিনী সাকি
চাঁদের সসারে কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি!...
ফরহাদ-শিরীলায়লি-মজনুঁ মগজে করেছে ভিড়,
মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালার মিড়!

আনমনা সাকি! অমনি আমরাও হৃদয়-পেয়ালা-কোণে
কলঙ্ক-ফুল আনমনে সখী লিখো মুছো ক্ষণে ক্ষণে!

মাধবী-প্রলাপ
আজ
লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে
অপরাজিতায় ধনি স্মরিছে পতি।

তার নিধুবন-উন্মন

ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,

বুকে পীন যৌবন

উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে
কাম-কণ্ঠক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি!

করে
বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি,
পাশে
কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি!

ঝুরে আলু-থালু কামিনী

জেগে সারা যামিনী,

মল্লিকা ভামিনী

অভিমানে ভার,

কলি
না ছুঁতেই ফেটে পড়ে কাঁটালি চাঁপার!

ছি ছি
বেহায়া কী সাঁওতালি মহুয়া ছুঁড়ি,
লাজে
আঁখি নিচু করে থাকে সোঁদাল-কুঁড়ি!

পাশে লাজ-বাস বিসরি

জামরুলি কিশোরী

শাখা-দোলে কি করি

খায় হিন্দোল।

হল
ঘাম-ভাঙা লাজে কাম-রাঙার কপোল!

বাঁকা
পলাশ-মুকুলে কার আনত আঁখি?
ওগো
রাঙা-বউ বনবধূ রাগিল না কি?

তার আঁখে হানি কুঙ্কুম

ভাঙিল কি কাঁচা ঘুম?

চুমু খেয়ে বেমালুম

পালাল কি চোর?

রাগে
অনুরাগে রাঙা হল আঁখি বন-বউর!

ওগো
নার্গিসফুলি বনবালা-নয়নায়
ও কে
সুরমা মাখায় নীল ভোমরা পাখায়!

কালো কোয়েলার রূপে ওকি

উড়িয়া বেড়ায় সখী

কামিনী-কাজল আঁখি

কেঁদে বিষাদে?
কার
শীর্ণ কপোল কাঁদে অস্ত-চাঁদে!

সখী
মদনের বাণ-হানা শব্দ শুনিস
ওই
বিষ-মাখা মিশকালো দোয়েলের শিস!

দেখ দুই আঁখি ঝাঁপিয়া

কেঁদে ওঠে পাপিয়া—

‘চোখ গেল হা প্রিয়া’

চোখে খেয়ে শর।
কাঁদে
ঘুঘুর পাখায় বন বিরহ-কাতর!

ঝরে
ঝরঝর মরমর বিদায়-পাতা,
ওকি
বিরহিণী বনানীর ছিন্ন খাতা?

ওকি বসন্তে স্মরি স্মরি

সারাটি বছর ধরি

শত অনুযোগ করি

লিখিয়া কত

আজ
লজ্জায় ছিঁড়ে ফেলে লিপি সে যত!

আসে
ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা;
হল
অশোক শিমুলে বন-পুষ্প রজা।

তার পাংশু চীনাংশুক

হল রাঙা কিংশুক,

উৎসুক উন্মুখ

যৌবন তার

যাচে
লুণ্ঠন-নির্মম দস্যু তাতার!

ওড়ে
পিয়াল-কুসুম-ঝরা পরাগ কোমল
ওকি
বসন্ত বনভূমি-রতি-পরিমল?

ওকি কপোলে কপোল ঘষা

ওড়ে চন্দন খসা?

বনানী কি করে গোঁসা

ছোঁড়ে ফুল-ধুল?

ওকি
এলায়েছে এলো-খোঁপা সোঁদা-মাখা চুল?

নাচে
দুলে দুলে তরুতলে ছায়া-শবরী,
দোলে

নিতম্ব-তটে লটপট কবরী!

দেয়   করতালি তালীবন,

গাহে বায়ু শন শন,

বনবধূ উচাটন

মদন-পীড়ায়,

তার
কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশায়!

নভ
অলিন্দে বালেন্দু উদিল কি সই?
ও যে
পলাশ-মুকুল, নব শশিকলা কই?

ও যে   চির বালা ত্রয়োদশী

বিবস্ত্রা উর্বশী,

নখ-ক্ষত ওই শশী

নভ-উরসে।
ওকি
তারকা না চুমো-চিন আছে মুরছে?

দূরে
সাদা মেঘ ভেসে যায়— শ্বেত সারসী,
ওকি
পরিদের তরি অপ্সরি-আরশি?

ওকি   পাইয়া পীড়ন-জ্বালা

তপ্ত উরসে বালা

শ্বেতচন্দন লালা

করিছে লেপন?

ওকি
পবন খসায় কার নীবি-বন্ধন?

হেথা
পুষ্পধনু লেখে লিপি রতিরে
হল
লেখনি তাহার লিচু-মুকুল চিরে!

লেখে চম্পা কলির পাতে,

ভোমরা আখর তাতে,

দখিনা হাওয়ার হাতে

দিল সে লেখা।
হেথা
'ইউসোফ'কাঁদে, হোথা কাঁদে'জুলেখা'!

দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জির
দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জির,
খোলো দ্বার ওঠো ওঠো বীর!
নিদাঘের রৌদ্র খর কণ্ঠে শোনে প্রদীপ্ত আহ্বান—
জয় অভিনব যৌবন-অভিযান!...

শ্রান্ত গত বরষের বিশীর্ণ শর্বরী
স্খলিত মন্থর পদে দূরে যায় সরি
বিরাটের চক্রনেমিতলে।
চম্পমালা দোলাইয়া গলে
আলোক-তাঞ্জামে আসে অভিযান-রথী,
ঘুম-জাগা বিহগের কণ্ঠে কণ্ঠে আনন্দ-আরতি
ভেসে চলে খেয়া-সম দিকে দিকে আজি।
বজ্রাঘাতে ঘন ঘন আকাশ-কাঁসর ওঠে বাজি।

মরমর-মঞ্জীর-পায়ে মাতে ঘূর্ণি-নটী
বিশুষ্ক পল্লব-নৃত্যে, ডগমগ পড়িছে উছটি
অসহ আনন্দ-মদে!
সুন্দর আসিছে পিছে অবগাহি বেদনার জবা-রক্ত হ্রদে।
ওড়ে তার ধূলি-রাঙা গৈরিক পতাকা
বৈশাখের বাম করে! ক্ষত-চিহ্ন আঁকা

নিখিল পীড়িত মুখে মুখচ্ছবি তার।
একী রূপ হেরি তব বেদনার মুকুরে আমার
    অপরূপ! ওগো অভিনব!
কত অশ্রু জমাইয়া কত দিনে গড়েছ এ তরবারি তব?
    সাঁতরিয়া কত অশ্রুজল,
হে রক্ত-দেবতা মোর, পেলে আজি স্থল?
কোন সে বেদনা-পানি বাণী অশ্রুমতী
    করিতেছে তোমার আরতি?

মন্দির-বেদির শ্বেত প্রস্তরের আস্তরণ তলে
এলায়িত কুন্তলা কে স্খলিত অঞ্চলে
ছিন্নপর্ণা স্থলপদ্ম-প্রায়
প্রাণহীন দেবতার চরণে লুটায়?
জানি, তারই স-বেদন আবেদনখানি
খড়্গা হয়ে ঝলে তব করে, শস্ত্রপাণি!
মরণ-উৎসবে রণে ক্রন্দন-বাসরে
    নিখিল-ক্রন্দসী, বীর, তব স্তব করে!
    বধূ তব নিখিলের প্রাণ
বিদায়-গোধূলি-লগ্নে মৃত্যু-মঞ্চে করে মাল্য দান! ...

হে সুন্দর, মোরা তব দূর যাত্রাপথ
করিতেছি সহজ সরল, রচিতেছি তব ভবিষ্যৎ!
সতেজ তরুণ কণ্ঠে তব আগমনি
গাহিতেছি রাত্রিদিন, দৃপ্ত জয়ধ্বনি
ঘোষিতেছে আমাদের বাণী বজ্র-ঘোষ!
বুকে বুকে জ্বালিতেছি বহ্নি-অসন্তোষ।
আশার মশাল জ্বালি আলোকিয়া চলেছি আঁধার
    অগ্রদূত নিশান-বরদার!
অতন্দ্রিত নিশীথ-প্রহরী—হাঁকিতেছি প্রহরে প্রহরে,
যৌবনের অভিযান-সেনাদল, ওরে,
    ওঠ তোরা করি ত্বরা!
তিমিরাবরণ খোলো, ছুঁড়ে ফেলো স্বপন-পসরা!
    ওঠো ওঠো বীর,
দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জির!
বিপ্লব-দেবতা ওই শিয়রে তোমার
দাঁড়ায়েছ আসিয়া আবার!

বারে বারে এসেছে দেবতা

যুগান্তের এনেছে বারতা।
  বারে বারে করাঘাত করি
  দ্বারে দ্বারে হেঁকেছি প্রহরী
নিদ্রাহীন রাত্রিদিন,
  আঘাতে ছিঁড়েছে তন্ত্রী, ভাঙিয়াছে বীণ;
    জাগিসনি তোরা,
ফিরে গেছে দেবতা সুন্দর, এসেছে কুৎসিত মৃত্যু জরা।

এবার দুয়ার ভাঙি শিয়রে দেবতা যদি
আসিয়াছে পারাইয়া গিরি দরি সিন্ধু নদ নদী,
  ওরে চির-সুন্দরের পূজারির দল,
  এবার এ লগ্ন যেন না হয় বিফল!
বারে বারে করিয়াছি যারে অপমান,
মন্দির-প্রদীপ যারে বারে বারে করেছি নির্বাণ,
  বরণ করিতে হবে তারে।
পলে পলে বিলাইয়া মোরা আপনারে
যে আত্মদানের ডালা রেখেছি সাজায়ে
  তাই দান দিব রক্ত-দেবতার পায়ে!
এবার পরান খুলে এ দর্প করিতে যেন পারি,
    জিতি আর হারি,
ধরিয়াছি তোমার পতাকা—শুনিয়াছি তোমার আদেশ,
আত্মবলি দিয়া দিয়া আপনারে করেছি নিঃশেষ!
দাঁড়ায়েছি আসি তব পাশ
শিরে ধরি অনির্বাণ জ্যোতিষ্কের উলঙ্গ আকাশ!
  বাহিরের রাজপথ বাহি,
হে সারথি, চলিয়াছি তব রথ চাহি!
  আলোক-কিরণ
করিয়াছি পান মোরা পুরিয়া নয়ন! —
সুপ্তরাতে গুপ্তপথ বাহি,
আসিয়াছে অসুন্দর শত্রুর সিপাহি,
  অকস্মাৎ
পিছে হতে করেছে আঘাত।

মসিময় করিয়াছে তব রশ্মিপথ,
নিন্দার প্রস্তর হানি রচেছে পর্বত,
পথে পথে খুঁড়িয়াছে মিথ্যার পরিখা,
চোখে-মুখে লিখিয়াছের ভন্ডামির নীতিবাণী লিখা,
দলে দলে করিয়াছে রিরংসার উলঙ্গ চিৎকার,
ফুঁ দিয়া নিবাতে গেছে, হে ভাস্কর, প্রদীপ তোমার!

হে সুন্দর, মোরা শুধু তব অনুরাগে
কোনো দিকে দেখি নাই, চলিয়াছি আগে
  লঙ্ঘি বাধা, লঙ্ঘিয়া নিষেধ,
মানিনিকো কোরান পুরাণ শাস্ত্র, মানিনিকো বেদ!
নির্বেদ তোমার ডাকে শুধু চলিয়াছি,
যখনই ডেকেছ তুমি, হাঁকিয়াছি : 'আছি, মোরা আছি!'
ভরি তব শুভ্র শুচি ললাট-অঙ্গন
কলঙ্ক-তিলক-পঙ্ক করেছে লেপন,
বারে বারে মুছিয়াছিল, প্রিয় ওগো প্রিয়,
তোমার ললাট-পঙ্কে ম্লান হল আমাদের রক্ত-উত্তরীয়!

জাদুকর মিথ্যুকের সপ্তসিন্ধুনীর
কত দিনে হব পার, পাব শভ্র আনন্দের তীর?
হে বিপ্লব-সেনাধিপ, হে রক্ত-দেবতা,
  কহো, কহো কথা!
শ্মশানের শিবা-মাঝে হে শিব সুন্দর
এসো এসো, দাও তব চরম নির্ভর!
দাও বল, দাও আশা, দাও তব পরম আশ্বাস,
হিংসুকের বদ্ধদ্বার জতুগৃহে আনো অবকাশ!
অপগত হোক এ-সংশয়,
দশদিকে দিগঙ্গনা গেয়ে যাক যৌবনের জয়!

অসুন্দর মিথ্যুকের হোক পরাজয়,
এসো এসো আনন্দ-সুন্দর, জাগো জ্যোতির্ময়!

১৩ চৈত্র, ১৩৩৩

জিঞ্জির

বার্ষিক সওগাত
বন্ধু গো সাকি আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত –
দীর্ঘ দিনের বিরহের পরে প্রিয়-মিলনের রাত।
রঙিন রাখি, শিরীন শারাব, মুরলী, রবাব, বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখি, সোনালি রুপালি দিন।
লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল, নার্গিস-ফুলি আঁখ,
ইস্পাহানির হেনা-মাখা হাত, পাতলি কাঁখ!
নৈশাপুরের গুলবদনির চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরীন২ শিরীন বোল।
সুরমা-কাজল স্তাম্বুলি চোখ, বসোরা গুলের লালি,
নব বোগাদাদি আলিফ-লায়লা, শাজাদি জুলফ-ওয়ালি।

পাকা খর্জুর, ডাঁশা আঙ্গুর, টোকো-মিঠে কিসমিস,
মরু-মঞ্জীর আব-জমজম৩,যবের ফিরোজা শিস।
আশা-ভরা মুখ,তাজা তাজা বুক, নৌ-জোয়ানির গান,
দুঃসাহসীর মরণ-সাধনা, জেহাদের অভিযান।
আরবের প্রাণ, ফারেসের৪বাজু নৌ-তুর্কির,
দারাজ দিলীর আফগানি দিল, মূরের জখমি শির।
নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু, ইরাকের টুটা তখ্‌ত,
বন্দী শামের জিন্দান-খানা, হিন্দের বদবখ্‌ত৫! –
তাঞ্জাম-ভরা আঞ্জাম৬ এ যে কিছুই রাখনি বাকি,
পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখি।...
চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ৭
– যেন অশ্রুর গড়খাই৮-ঘেরা দিল্‌খোস ফেরদৌস –
ঢাকিয়ো বন্ধু তব সওগাতি-রেকাবি তাহাই দিয়ে,
দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই রাতের শিশির পিয়ে !
বেদনার বানে সয়লাব৯ সব, পাইনে সাথির হাত,
আনো গো বন্ধু নূহের কিশতি১০– 'বার্ষিকী সওগাত!'

[কৃষ্ণনগর
২৫ অগ্রহায়ণ,১৩৩৩]
অঘ্রাণের সওগাত
ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণির সওগাত?
নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হল মাত।
'গিন্নি-পাগল'চালের ফিরনি
তশতরি১ ভরে নবীনা গিন্নি
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত।
শিরনি রাঁধেন বড়ো বিবি, বাড়ি গন্ধে তেলেসমাত২!

মিয়াঁ ও বিবিতে বড়ো ভাব আজি খামারে ধরে না ধান।
বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!
'শাশবিবি' কন, "আহা, আসে নাই
কতদিন হল মেজলা জামাই।"
ছোট মেয়ে কয়, "আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান!"
দলিজের৩ পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো-বিবি লবেজান৪!

হল্লা করিয়া ফিরিছে পাড়ায় দস্যি ছেলের দল।
ময়নামতীর শাড়ি-পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল!
নতুন পৈঁচি-বাজুবন্দ৫ পরে
চাষা-বউ কথা কয় না গুমোরে,
জারিগান আর গাজির গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল!
বউ করে পিঠা 'পুর'-দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল!

মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান।
রাখাল ছেলের বিদায়-বাঁশিতে ঝুরিছে আমন ধান!
কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর
রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর!
ধান ভানে বউ, দুলে দুলে ওঠে রূপ-তরঙ্গে বান!
বধূর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ!

হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত!
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য – আলো-সরিৎ!
দিগন্তে যেন তুর্কি কুমারী
কুয়াশা-নেকাব৬ রেখেছে উতারি।
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ!
নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হল হরিত পাতারা পীত।

নবীনের লাল ঝান্ডা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,
রক্ত-নিশান নহে যে রে ওরা রিক্ত শাখার জয়!
‘মুজ্‌দা’১ এনেছে অগ্রহায়ণ –
আসে নওরোজ খোলো গো তোরণ!
গোলা ভরে রাখো সারা বছরের হাসি-ভরা সঞ্চয়।
বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয়!

কলিকাতা
১০ কার্তিক ১৩৩৩
মিসেস এম. রহমান
মোহর্‌রমের চাঁদ ওঠার তো আজিও অনেক দেরি,
কেন কারবালা-মাতম উঠিল এখনই আমায় ঘেরি?
ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে!
নিখিল-এতিম২ ভিড় করে কাঁদে আমার মানস-লোকে!
মর্সিয়া-খান৩! গাস নে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি,
সর্বহারার অশ্রু-প্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি!...

আজ যবে হায় আমি
কুফার৪ পথে গো চলিতে চলিতে কারবালা-মাঝে থামি,
হেরি চারিধারে ঘিরিয়াছে মোরে মৃত্যু-এজিদ-সেনা,
ভায়েরা আমার দুশমন-খুনে মাখিতেছে হাতে হেনা,
আমি শুধু হায় রোগ-শয্যায় বাজু কামড়ায়ে মরি!
দানা-পানি নাই পাতার খিমায়৫ নির্জীব আছি পড়ি!
এমন সময় এল ‘দুলদুল’পৃষ্ঠে শূন্য জিন,
শূন্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল – ‘জয়নাল আবেদিন!’
শীর্ণ-পাঞ্জা দীর্ণ-পাঁজর পর্ণকুটির ছাড়ি

উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিনু, রুধিল দুয়ার দ্বারী!
বন্দিনী মার ডাক শুনি শুধু জীবন-ফোরাত-পারে,
“এজিদের বেড়া পারায়ে এসেছি, জাদু তুই ফিরে যারে!”
কাফেলা১ যখন কাঁদিয়া উঠিল তখন দুপুর নিশা !–
এজিদে পাইব, কোথা পাই হায় আজরাইলের২ দিশা ! –
জীবন ঘিরিয়া ধু ধু করে আজ শুধু সাহারার বালি,
অগ্নি-সিন্ধু করিতেছি পান দোজখ করিয়া খালি !
আমি পুড়ি, সাথে বেদনাও পুড়ে, নয়নে শুকায় পানি,
কলিজা চাপিয়া তড়পায় শুধু বুক-ভাঙা কাতরানি !
মাতা ফাতেমার লাশের ওপর পড়িয়া কাতর স্বরে
হাসান হোসেন কেমন করিয়া কেঁদেছিল, মনে পড়ে !
অশ্রু-প্লাবনে হাবুডুবু খাই বেদনার উপকূলে,
নিজের ক্ষতিই বড়ো করি তাই সকলের ক্ষতি ভুলে !
ভুলে যাই – কত বিহগ-শিশুরা এই স্নেহ-বট-ছায়ে
আমরাই মতন আশ্রয় লভি ভুলেছে আপন মায়ে।
কত সে ক্লান্ত বেদনা-দগ্ধ মুসাফির এরই মূলে
বসিয়া পেয়েছে মার তসল্লি৩, সব গ্লানি গেছে ভুলে !
আজ তারা সবে করিছে মাতব আমার বাণীর মাঝে,
একের বেদনা নিখিলের হয়ে বুকে এত ভারী বাজে!
আমারে ঘিরিয়া জমিছে অথই শত নয়নের জল,
মধ্যে বেদনা-শতদল আমি করিতেছি টলমল!
নিখিল-দরদি দিলের আম্মা! নাহি মোর অধিকার
সকলের মাঝে সকলে ত্যজিয়া শুধু একা কাঁদিবার!
আসিয়াছি মাগো জিয়ারত৪ লাগি আজি অগ্রজ হয়ে
মা-হারা আমার ব্যথাতুর ছোটো ভাইবোনগুলি লয়ে ।
অশ্রুতে মোর অন্ধ দু-চোখ, তবু ওরা ভাবিয়াছে –
হয়তো তোমার পথের দিশা মা জানা আছে মোর কাছে!
জীবন-প্রভাতে দেউলিয়া হয়ে যারা ভাষাহীন গানে
ভিড় করে মাগো চলেছিল সব গোরস্থানের পানে,
পক্ষ মেলিয়া আবরিলে তুমি সকলে আকুল স্নেহে,
যত ঘর-ছাড়া কোলাকুলি করে তব কোলে তব গেহে!

‘কত বড়ো তুমি’বলিলে, বলিতে, “আকাশ শূন্য বলে
এত কোটি তারা চন্দ্র সূর্য গ্রহে ধরিয়াছে কোলে।
শূন্য সে বুক তবু ভরেনি রে, আজও সেথা আছে ঠাঁই,
শূন্য ভরিতে শূন্যতা ছাড়া দ্বিতীয় সে কিছু নাই!”
গোর-পলাতক মোরা বুঝি নাই মাগো তুমি আগে থেকে
গোরস্থানের দেনা শুধিয়াছ আপনারে বাঁধা রেখে!
ভুলাইয়া রাখি গৃহহারাদেরে দিয়া স্ব-গৃহের চাবি
গোপনে মিটালে আমাদের ঋণ – মৃত্যুর মহাদাবি!

সকলের তুমি সেবা করে গেলে, নিলেনা কারুর সেবা,
আলোক সবারে আলো দেয়, দেয় আলোকেরে আলো কেবা?

আমাদেরও চেয়ে গোপন গভীর কাঁদে বাণী ব্যথাতুর,
থেমে গেছে তার দুলালি মেয়ের জ্বালা-ক্রন্দন-সুর!
কমল-কাননে থেমে গেছে ঝড় ঘূর্ণির ডামাডোল,
কারার বক্ষে বাজে নাকো আর ভাঙন-ডঙ্কা-রোল!-
বসিবে কখন জ্ঞানের তখ্‌তে বাংলার মুসলিম!
বারে বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু 'মিম'১।

*　　　*　　　*

সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে,
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রাচীরের পানে চেয়ে!
সকলের সাথে সকলের মতো চাহিত সে আলো বায়ু,
বন্ধন-বাঁধ ডিঙাতে না পেরে ডিঙাইয়া গেল আয়ু!
সে বলিতে, "ওই হেরেম-মহল নারীদের তরে নহে,
নারী নহে যারা ভুলে বাঁদি-খানা ওই হেরেমের মোহে!
নারীদের এই বাঁদি করে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান রাজে!
আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য-কালের নারী
করিছে পুরুষ-জেলদারোগার কামনার তাঁবেদারি!
বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামি ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারোমাস!
হাদিস কোরান ফেকা২ লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারি,
মানে নাকো তারা কোরানের বাণী – সমান নর ও নারী!
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই করে
নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ্‌৩ যত চোরে!'"
দিনের আলোকে ধরেছিলে এই মুনাফেকদের৪ চুরি,
মসজিদে বসে স্বার্থের তরে ইসলামে হানা ছুরি!
আমি জানি মা গো আলোকের লাগি তব এই অভিযান
হেরেম-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ!
গোলাগুলি নাই, গালাগালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে,
বোঝে নাকো থুথু উপরে ছুঁড়িলে আপনারই মুখে পড়ে!
আমরা দেখেছি, যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,
ফুল হয়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে!

*　　　*　　　*

কাঁটার কুঞ্জে ছিলে নাগমাতা সদা উদ্যত-ফণা

আঘাত করিতে আসিয়া ‘আঘাত’করিয়াছে বন্দনা!
তোমার বিষের নীহারিকা-লোকে নিতি নব নব গ্রহ
জন্ম লভিয়া নিষেধ-জগতে জাগায়েছে বিদ্রোহ!
জহরের তেজ পান করে মাগো তব নাগ-শিশু যত
নিয়ন্ত্রিতের শিরে গাড়িয়াছে ধ্বজা বিজয়োদ্ধত!
মানেনি কো তারা শাসন-ত্রাসন বাধা-নিষেধের বেড়া –
মানুষ থাকে না খোঁয়াড়ে বন্ধ, থাকে বটে গোরু-ভেড়া!
এসমে-আজম১ তাবিজের মতো আজও তব রুহ্২ পাক৩
তাদেরে ঘেরিয়া আছে কি তেমনই বেদনায় নির্বাক?
অথবা ‘খাতুনে-জান্নাত’৪ মাতা ফাতেমার গুলবাগে
গোলাব-কাঁটায় রাঙা গুল হয়ে ফুটেছে রক্তরাগে?

*   *   *

তোমার বেদনা-সাগরে জোয়ার জাগিল যাদের টানে,
তারা কোথা আজ? সাগর শুকালে চাঁদ মরে কোনখানে?

যাহাদের তরে অকালে, আম্মা, জান দিলে কোরবান,
তাদের জাগায় সার্থক হোক তোমার আত্মদান!
মধ্যপথে মা তোমার প্রাণের নিবিল যে দীপ-শিখা,
জ্বলুক নিখিল-নারী-সীমান্তে হয়ে তাই জয়টিকা!

বন্দিনীদের বেদনার মাঝে বাঁচিয়া আছ মা তুমি,
চিরজীবী মেয়ে, তবু যাই ওই কবরের ধূলি চুমি!

মৃত্যুর পানে চলিতে আছিলে জীবনের পথ দিয়া,
জীবনের পানে চলিছ কি আজ মৃত্যুরে পারাইয়া?

কৃষ্ণনগর,
১৫ পৌষ, ১৩৩৩
নাকিব
নব-জীবনের নব-উত্থান-আজান ফুকারি এসো নকিব।
জাগাও জড়! জাগাও জীব!

জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ,
জাগিছে কৃষাণ ধুলায়-মলিন,
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন
জাগে মজলুম১ বদ-নসিব!
মিনারে মিনারে বাজে আহ্বান –
‘আজ জীবনের নব উত্থান!’

শঙ্কাহরণ জাগিছে জোয়ান
জাগে বলহীন জাগিছে ক্লীব,
নব জীবনের নব উত্থান –
আজান ফুকারি এসো নকিব!

হুগলি,
১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২
খালেদ
খালেদ২! খালেদ! শুনিতেছে নাকি সাহারার আহা-জারি?
কত ‘ওয়েসিস’৩ রচিল তাহার মরু-নয়নের বারি।
মরীচিকা তার সন্ধানী-আলো দিকে দিকে ফেরে খুঁজি
কোন নিরালায় ক্লান্ত সেনানী ডেরা গাড়িয়াছ বুঝি!
বালু-বোররাকে সওয়ার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে ‘লু’,
তব তরে হায়! পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশক-বু৪!
খর্জুর-বীথি আজিও ওড়ায় তোমার জয়ধ্বজা,
তোমার আশায় বেদুইন-বালা আজিও রাখিছে রোজা।
‘মোতাকারিব’৫-এর ছন্দে উটের সারি দুলে দুলে চলে,
দু-চোখ তাদের দিশাহারা পথে আলেয়ার মতো জ্বলে।
‘খালেদ! খালেদ!’পথ-মঞ্জিলে ক্লান্ত উটেরা কহে,
“বণিকের বোঝা বহা তো মোদের চিরকেলে পেশা নহে!”
‘সুতুর-বানের’১ বাঁশি শুনে উট উল্লাস-ভরে নাচে,
ভাবে, নকিবের বাঁশরির পিছে রণ-দামামাও আছে।
ন্যুব্জ এ পিঠ খাড়া হত তার সওয়ারের নাড়া পেয়ে,
তলওয়ার তির গোর্জ২ নেজায়৩ পিঠ যেত তার ছেয়ে।
খুন দেখিয়াছে, তূণ বহিয়াছে, নুন বহেনিকো কভু!

* * *

বালু ফেড়ে ওঠে রক্ত-সূর্য ফজরের৪ শেষে দেখি,
দুশমান-খুনে লাল হয়ে ওঠে খালেদি আমামা৫ এ কী!
খালেদ! খালেদ! ভাঙিবে নাকি ও হাজার বছরি ঘুম?
মাজার৬ ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!–
শহিদ হয়েছ? ওফাত৭ হয়েছে? ঝুটবাত! আলবত!
খালেদের জান কব্‌জ করিবে ওই মালেকুল-মৌত৮?
বছর গিয়াছে গেছে শতাব্দী যুগযুগান্ত কত,
জালিম৯ পারসি রোমক রাজার জুলুম সে শত শত
রাজ্য ও দেশ গেছে ছারেখারে! দুর্বল নরনারী
কোটি কোটি প্রাণ দিয়াছে নিত্য কত্‌ল-গাহেতে১০ তারই!
উৎপীড়িতের লোনা আঁসু-জলে গলে গেল কত কাবা,
কত উজ তাতে ডুবে মলো হায়, কত নূহ্‌ হল তাবা১২!

সেদিন তোমার মালেকুল-মৌত কোথায় আছিল বসি?
কেন সে তখন জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে পশি
বেছে বেছে ওই ‘সঙ্গ্-দিল’দের১৩ কব্জ করেনি জান?
মালেকুল-মৌত সেদিনও মেনেছে বাদশাহি ফরমান!–
মক্কার হাতে চাঁদ এল যবে তকদিরে আফতাব১৪
কুল-মখলুক১৫ দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামি খাব১৬,
শুকনো খবুজ১৭ খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল১৮
ভাবিছে কেমন খুলিবে আরব দিন-দুনিয়ার খিল, –
এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে১৯ হাথিয়ার,
খর্জুর-শিষে ঠেকিয়াছে গিয়া উঁচা উষ্ণীয় তার!
কব্জা তাহার সব্জা হয়েছে তলওয়ার-মুঠ ডলে,
দু-চোখ ঝালিয়া আশায় দজ্লা২০ ফোরাত২১ পড়িছে গলে!
বাজুতে তাহার বাঁধা কোর-আন, বুকের দুর্মদ বেগ,
আলবোরজের১ চূড়া গুঁড়া-করা দস্তে২ দারুণ তেগ৩।
নেজার৪ ফলক উল্কার সম উগ্রগতিতে ছোটে,
তির খেয়ে তার আশমান-মুখে তারা-রূপে ফেনা ওঠে।
দারাজ দস্ত যেদিকে বাড়ায় সেইদিক পড়ে ভেঙে,
ভাস্কর-সম যেদিকে তাকায় সেইদিক ওঠে রেঙে!
ওলিদের বেটা খালেদ৫ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে
পারস্য-রাজ নীল হয়ে উঠে ঢলে পড়ে সাকি-পাশে!
রোম-সম্রাট শারাবের জাম৬ -হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলি বাদশার যত নজ্জুম৭ আয়ু মাপে!
মজলুম যত মোনাজাত করে কেঁদে কয় “এয়্ খোদা,
খালেদের বাজু-শমশের৮ রেখো সহি-সালামতে৯ সদা।”
আজরাইলও সে পারেনি এগুতে যে আজাজিলের১০ আগে,
ঝুঁটি ধরে তার এনেছে খালেদ, ভেড়ি ধরে যেন বাঘে!
মালেকুল-মৌত করিবে কব্জ রুহ্১১ সেই খালেদের?–
হাজার হাজার চামড়া বিছায়ে মাজারে ঘুমায় শের!
খালেদ! খালেদ! ফজর হল যে, আজান দিতেছে কৌম,
ওই শোনো শোনো –”আস্সালাতু খায়র মিনান্নৌম১৩!”
যত সে জালিম রাজা-বাদশারে মাটিতে করেছে গুম
তাহাদেরই সেই খাকেতে১৪ খালেদ করিয়া তয়ম্মুখ১৫
বাহিরিয়া এসো, হে রণ-ইমাম, জামায়েত আজ ভারী!
আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি!
আব-জমজম উথলি উঠিছে তোমার ওজুর তরে,
সারা ইসলাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে!
খালেদ! খালেদ! ফজরে এলে না, জোহর১৬কাটানু কেঁদে,
আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহ্রিমা১৭ বেঁধে!
এবে কাফনের১৮ খেলকা১৯ পরিয়া চলিয়াছি বেলা-শেষে,
মগ্‌রেবের২০ আজ নামাজ পড়িব আসিয়া তোমার দেশে!

খালেদ! খালেদ! সত্য বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,
সফেদ দেও২১ আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু!
তোমার ঘোড়ার খুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদেরই বিভীষিকা!
হঠিতে হঠিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোরস্থানে,
মগ্‌রেব-বাদে এশার১ নামাজ পাব কিনা কে সে জানে!
খালেদ! খালেদ! বিবস্ত্র মোরা পরেছি কাফন শেষে,
হাথিয়ার-হারা, দাঁড়ায়েছি তাই তহ্‌রিমা বেঁধে এসে!

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজি মহাবীর,
দিন-দুনিয়ার শহিদ নোয়ায় তোমার কদমে শির!
চারিটি জিনিস চিনেছিলে মতুমি, জানিতে না হের-ফের,
আল্লা, রসুল, ইসলাম আর শের-মারা শমশের!
খিলাফত তুমি চাওনিকো কভু চাহিলে – আমরা জানি, –
তোমার হাতের বে-দেরেগ৩ তেগ অবহেলে দিত আনি!
উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইল ফরমান, –
“সিপাহ্‌-সালার খালেদ পাবে না পূর্বের সম্মান,
আমার আদেশ – খালেদ ওলিদ সেনাপতি থাকিবে না,
সাদের অধীনে করিবে যুদ্ধ হয়ে সাধারণ সেনা!”
ঝরা জলপাই-পাতার মতন কাঁপিতে কাঁপিতে সাদ,
দিল ফরমান, নফসি নফসি৬ জপে, গণে পরমাদ!
খালেদ! খালেদ! তাজিমের৭ সাথে ফরমান পড়ে চুমি
সিপাহ-সালারের সকল জেওর৮খুলিয়া ফেলিলে তুমি।
শিশুর মতন সরল হাসিতে বদন উজালা করি
একে একে সব রেখে দিলে তুমি সাদের চরণ পরি!
বলিলে, “আমি তো সেনাপতি হতে আসিনি, ইবনে সাদ,
সত্যের তরে হইব শহিদ, এই জীবনের সাধ!
উমরের নয়, এ যে খলিফার ফরমান, ছি ছি আমি
লঙ্ঘিয়া তাহা রোজ-কিয়ামতে৯ হব যশ-বদনামি?”
মার মুখো যত সেনাদলে ডেকে ইঙ্গিতে বুঝাইলে,
কুর্নিশ করি সাদেরে, মামুলি সেনাবাসে ডেরা১০ নিলে!
সেনাদের চোখে আঁসু ধরে না কো, হেসে কেঁদে তারা বলে, –
“খালেদ আছিল মাথায় মোদের, এবার আসিল কোলে!”
মক্কায় যবে আসিলে ফিরিয়া, উমর কাঁদিয়া ছুটে,
এ কী রে, খলিফা কাহার বক্ষে কাঁদিয়া পড়িল লুটে!
“খালেদ! খালেদ!” ডাকে আর কাঁদে উমর পাগল-প্রায়
বলে, “সত্যই মহাবীর তুই, বুসা১ দিই তোকে, আয়!
তখ্‌তের পর তখ্‌ত যখন তোমার তেগের আগে
ভাঙিতে লাগিল, হাতুড়ি যেমন বাদামের খোসা ভাঙে, –
ভাবিলাম বুঝি তোমারে এবার মুগ্ধ আরব-বাসী

সিজদা করিবে, বীরপূজা বুঝি আসিল সর্বনাশী!
পরীক্ষা আমি করেছি খালেদ, ক্ষমা চাই ভাই ফের,
আজ হতে তুমি সিপাহ-সালার ইসলাম জগতের!”
খালেদ! খালেদ! কীর্তি তোমার ভুলি নাই মোরা কিছু,
তুমি নাই তাই ইসলাম আজ হটিতেছে শুধু পিছু।
পুরানো দামামা পিটিয়া পিটিয়া ছিঁড়িয়ে গিয়াছে আজ,
আমামা৩ অস্ত্র ছিল নাকো তবু দামামা ঢাকিত লাজ!
দামামা তো আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে, লজ্জা কোথায় রাখি,
নামাজ রোজার আড়ালেতে তাই ভীরুতা মোদের ঢাকি!
খালেদ! খালেদ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি,
ত্যাগী ও শহিদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি!
রীশ-ই বুলন্দ্‌৫, শেরওয়ানি, চোগা, তসবি৫ ও টুপি ছাড়া
পড়ে নাকো কিছু, মুসলিম-গাছ ধরে যত দাও নাড়া!

*　　*　　*

খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানি,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি!
সকলে শেষে হামাগুড়ি দিই, –না, না, বসে বসে শুধু
মুনাজাত৬করি, চোখের সুমুখে নিরাশা-সাহারা ধুধু!
দাঁড়ায়ে নামাজ পড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি,
সিজদা করিতে ‘বাবা গো’বলিয়া ধূলিতলে পড়ি লুটি!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, “প্রভু মোর তুমি ছাড়া নাই।”
টক্কর খেতে খেতে শেষে এই আসিয়া পড়েছি হেথা,
খালেদ! খালেদ! রি রি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা!
বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনও বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা৭ ও হাদিস৮ চষে!
হানফী, ওহাবী, লা-মজহাবীর৯ তখনও মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল, ‘তল্পি তোল!’
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুনতিতে মোড়া বাড়িয়া চলেছি গোরু ছাগলের মতো!
খালেদ! খালেদ! এই পশুদের চামড়া দিয়ে কি তবে
তোমার পায়ের দুশমন-মারা দুটো পয়জারওহবে?
হায় হায় হায়, কাঁদে সাহারায় আজিও তেমনই ও কে?
দজলা-ফোরাত নতুন করিয়া মাতম করিছে শোকে!
খর্জুর পেকে খোর্মা হইয়া শুকায়ে পড়েছে ঝুরে
আঙুর বেদানা নতুন করিয়া বেদনার রসে পুরে।
এক রাশ শুখো আখরোট আর বাদাম ছাড়াতে লয়ে
আঙুল ছেঁচিয়া মুখ দিয়া চুষে মৌনা আরবি-বউয়ে!

জগতের সেরা আরবের তেজি যুদ্ধ-তাজির চালে
বেদুইন-কবি সংগীত রচি নাচিতেছে তালে তালে!
তেমনই করিয়া কাবার মিনারে চড়িয়া মুয়াজ্জিন১
আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে দ্বীন২!
খালেদ! খালেদ! দেখো দেখো ওই জমাতের পিছে কারা
দাঁড়ায়ে রয়েছে, নড়িতে পারে না, আহা রে সর্বহারা!
সকলের পিছে নহে বটে তবু জমাত-শামিল নয়,
উহাদের চোখে হিন্দের মতো নাই বটে নিদ্-ভয়!
পিরানের সব দামন৩ ছিন্ন, কিন্তু সে সম্মুখে
পেরেশান৪ ওরা তবু দেখিতেছি ভাঙিয়া পড়েনি দুখে!
তকদির বেয়ে খুন ঝরে ওই উহারা মেসেরি বুঝি।
টলে তবু চলে বারে বারে হারে বারে বারে ওরা যুঝি।
এক হাতে বাঁধা হেম-জিঞ্জির আর এক হাত খোলা
কী যেন হারামি নেশার আবেশে চক্ষু ওদের ঘোলা!
ও বুঝি ইরাকি? খালেদ! খালেদ! আরে মজা দেখো, ওঠো,
শ্বেত-শয়তান ধরিয়াছে আজ তোমার তেগের৫ মুঠো!
দুহাতে দুপায়ে আড়-বেড়ি দেওয়া ও কারা চলিতে নারে,
চলিতে চাহিলে আপনার ভায়ে পিছন হইতে মারে।
মরদের মতো চেহারা ওদের স্বাধীনের মতো বুলি,
অলস দু-বাজু দু-চোখ সিয়াহ৬ অবিশ্বাসের ঠুলি!
শামবাসী৭ ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ,
তলওয়ার নাই, বহিছে কটিতে কেবল শূন্যে খাপ!
খালেদ! খালেদ! মিসমার৮ হল তোমার ইরাক শাম,
জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম!
খালেদ! খালেদ! দুধারি তোমার কোথা সেই তলোয়ার?
তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে তো নহে ঘুমাবার!
জং ধরেনিকো কখনও তাহাতে জঙ্গের১ খুনে নেয়ে,
হাথেলিতে২ তব নাচিয়া ফিরেছে যেন বেদুইন মেয়ে!
খাপে বিরামের অবসর তার মেলেনি জীবনে কভু,
জুলফিকার৩ সে দুখান হয়েছে, ও তেগ টুটেনি তবু।
তুমি নাই তাই মরিয়া গিয়াছে তরবারিও কি তব?
হাত গেছে বলে হাত-যশও গেল? গল্প এ অভিনব!
খালেদ! খালেদ! জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা৪ বুড়ি,
কত হামজারে মারে জাদুকরি, দেশে দেশে ফেরে উড়ি!
ও কারা সহসা পর্বত ভেঙে তুহিন স্রোতের মতো,
শত্রুর শিরে উন্মদবেগে পড়িতেছে অবিরত!
আগুনের দাহে গলিছে তুহিন আবার জমিয়া উঠে,
শির উহাদের ছুটে গেল হায়! তবু নাহি পড়ে টুটে!
ওরা মরক্কো মরদের জাত মৃত্যু মুঠার পরে,
শত্রুর হাতে শির দিয়া ওরা শুধু হাতে পায়ে লড়ে!

খালেদ! খালেদ! সর্দার আর শির পায় যদি মূর
খাসা জুতো তারা করিবে তৈরি খাল দিয়া শত্রুর!

খালেদ! খালেদ! জাজিরাতুল৫ সে আরবের পাক৬ মাটি
পলিদ৭ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটি!
মওতের৮ দারু পিইলে ভাঙে না হাজার বছরি ঘুম?
খালেদ! খালেদ! মাজার আঁকড়ি কাঁদিতেছে মজলুম।

খোদার হাবিব৯ বলিয়া গেছেন আসিবেন ইসা ফের,
চাই না মেহেদি, তুমি এসো বীর হাতে নিয়ে শমশের।

কৃষ্ণনগর,
২১ অগ্রহায়ণ, ’৩৩
‘সুবহ্-উম্মেদ’
[পূর্বাশা]

সর্বনাশের পরে পৌষ মাস
  এল কি আবার ইসলামের?
মন্বন্তর-অন্তে কে দিল
  ধরণিরে ধন-ধান্য ঢের?
ভুখারির রোজা রমজান পরে
  এল কি ঈদের নওরোজা?
এল কি আরব-আহবে আবার
  মূর্ত মর্ত-মোর্তজা১?
হিজরত২ করে হজরত কি রে
  এল এ মেদিনী-মদিনা ফের?
নতুন করিয়া হিজরি গণনা
  হবে কি আবার মুসলিমের?

*   *   *

বরদ৩-বিজয়ী বদরুদ্দোজা৪
  ঘুচাল কি অমা রৌশনিতে?
সিজাদ করিল নিজ্‌দ৫ হেজাজ৬
  আবার ‘কাবা’র মসজিদে।
আরবে করিল ‘দারুল-হার’–
  ধসে পড়ে বুঝি ‘কাবা’র ছাদ!
‘দীন দীন’রবে শমশের-হাতে
  ছুটে শের-নর ‘ইবনে সাদ’!
মাজার ফাড়িয়া উঠিল হাজার

জিন্দান-ভাঙা জিন্দা বীর!
গারত হইল করদ হুসেন,
উঁচু হল পুন শির নবির!
আরব আবার হল আরাস্তা,
বান্দারা যত পড়ে দরুদ।
পড়ে শুকরানা১‘আরবা রেকাত’২
আরফাতে যত স্বর্গ-দূত।
ঘোষিল ওহদ, ‘আল্লা আহদ৩ !’
ফুকারে তূর্য তুর পাহাড়
মন্দ্রে বিশ্ব-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
মন্ত্র আল্লা-হু-আকবার!
জাগিয়া শুনিনু প্রভাতি আজান
দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন।
মনে হল এল ভক্ত বেলাল
রক্ত এ-দিনে জাগাতে দীন!
জেগেছে তখন তরুণ তুরাণ৪
গোর চিরে যেন আঙ্গোরায়৫।
গ্রিসের গরুরী৬ গারত করিয়া
বোঁও বোঁও তলোয়ার ঘোরায়।
রংরেজ৭ যেন শমশের যত
লালফেজ-শিরে তুর্কিদের।
লালে-লাল করে কৃষ্ণসাগর
রক্ত-প্রবাল চূর্ণি ফের।
মোতি হার সম হাথিয়ার দোলে
তরুণ তুরাণি বুকে পিঠে!
খাট্টা-মেজাজ গাঁট্টা মারিছে
দেশ-শত্রুর গিঁঠে গিঁঠে!
মুক্ত চন্দ্র-লাঞ্ছিত ধ্বজা
পতপত ওড়ে তুর্কিতে,
রঙিন আজি ম্লান আস্তানা
সুরখ৮ রঙের সুর্খিতে৯
বিরান১০ মুলুক ইরানও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যজিয়া নিদ!
মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক
কসম করিছে হবে শহিদ!
লায়লির প্রেমে মজনুন আজি
‘লা-এলা’র১১ তরে ধরেছে তেগ।
শিরীন শিরীরে ভুলে ফরহাদ১২
সারা ইসলাম পরে আশেক!
পেশতা-আপেল-আনার-আঙুর-

নারঙ্গি-শেব১-বোস্তানে২
মুলতুবি আজ সাকি ও শরাব
দীওয়ান-ই-হাফিজ জুজদানে৩!
নার্গিস লালা লালে-লাল আজি
তাজা খুন মেখে বীর প্রাণের,
ফিরদৌসীর৪ রণ-দুন্দুভি
শুনে পিঞ্জরে জেগেছে শের!
হিংসায়-সিয়া শিয়াদের তাজে
শিরাজী-শোণিমা লেগেছে আজ।
নৌ-রুস্তম উঠেছে রুখিয়া
সফেদ দানবে দিয়াছে লাজ?
মরা মরক্কো মরিয়া হইয়া
মাতিয়াছে করিমরণ-পণ,
স্তম্ভিত হয়ে হেরিছে বিশ্ব–
আজও মুসলিম ভোলেনি রণ!
জ্বালাবে আবার খেদিব-প্রদীপ
গাজি আবদুল করিম বীর,
দ্বিতীয় কামাল রীফ-সর্দার–
স্পেন ভয়ে পায়ে নোয়ায় শির!
রীফ৬ শরিফ সে কতটুকু ঠাঁই
আজ তারই কথা ভুবনময়!–
মৃত্যুর মাঝে মৃত্যুঞ্জয়ে
দেখেছে যাহারা, তাদেরই জয়!
মেষ-সম যারা ছিল এতদিন
শের হল আজ সেই মেসের!
এ-মেষের দেশ মেষ-ই রহিল
কাফ্রির অধম এরা কাফের!
নীল দরিয়ায় জেগেছে জোয়ার
'মুসা'র উষার টুটেছে ঘুম।
অভিশাপ-'আসা'৭ গর্জিয়া আসে
গ্রাসিবে যন্ত্রী-জাদু-জুলুম।
ফেরাউন১ আজও মরেনি ডুবিয়া?
দেরি নাই তার, ডুবিবে কাল!
জালিম-রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে
জ্বলেছে খোদার লাল মশাল!
কাবুল লইল নতুন দীক্ষা
কবুল করিল আপনা জান।
পাহাড়ি তরুর শুকনো শাখায়
গাহে বুলবুল খোশ এলহান!২
পামির ছাড়িয়া আমির আজিকে

পথের ধুলায় খোঁজে মণি!
মিলিয়াছে মরা মরু-সাগরে রে
আব-হায়াতের৩ প্রাণ-খনি!
খর-রোদ-পোড়া খর্জুর তরু–
তারও বুক ফেটে ক্ষরিছে ক্ষীর!
“সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা”
ভারতের বুকে নাই রুধির!
জাগিল আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।–
সর্বনাশের পরে পৌষমাস
এলো কি আবার ইসলামের?

*   *   *

কসাই-খানার সাত কোটি মেষ
ইহাদেরই শুধু নাই কি ত্রাণ
মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া
উঠিতে এদের নাই প্রাণ?
জেগেছে আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।
এয় খোদা! এই জাগরণ-রোলে
এ-মেষের দেশও জাগাও ফের!

হুগলি,
অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

খোশ আমদেদ

আসিলে
কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।
ও চরণ
ছুঁই কেমন হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিনের
হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতি
শবে-রাত
আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বলল দীপালি॥
তালিবান
ঝুমকি বাজায়, গায় মোবারক-বাদ৪ কোয়েলা।
উলসি
উপচে পলো পলাশ অশোক ডালের ওই ডালি॥
প্রাচীন ওই
বটের ঝুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু।

ভাঙা ওই
    দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥
এল কি
    অলখ-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল-রশীদ।
এল কি
    আল-বেরুনি হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালি৫॥
সানাইয়াঁ
    ভয়রোঁ বাজায়, নিদ-মহলায় জাগল শাহজাদি।
কারুণের
    রুপার পুরে নূপুর-পায়ে আসল রূপ-ওয়ালি।
খুশির এ
    বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরীঁ।
লাল এ
    লায়লি লোকে মজনুঁ হরদম চালায় পেয়ালি॥
বাসি ফুল
    কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি, রে ফুল-মালি!
নবীনের
    আসার পথে উজাড় করে দে ফুল ডালি॥

পদ্মা
২৭.২.২৭

নওরোজ

রূপেরে সওদা কে করিবি তোরা আয় রে আয়,
    নওরোজের   এই মেলায়!
    ডামাডোল আজি চাঁদের হাট
    লুট হল রূপ হল লোপাট!
    খুলে ফেলে লাজ শরম-টাট
    রূপসিরা সব রূপ বিলায়
    বিনি-কিম্মতে হাসি-ইঙ্গিতে হেলাফেলায়
    নওরোজের   এই মেলায়!

শা-জাদা উজির নওয়াব-জাদারা – রূপকুমার
    এই মেলার   খরিদ-দার!
    নও-জোয়ানীর জহুরি ঢের
    খুঁজিছে বিপণি জহরতের,
    জহরত নিতে – ঢেড়া আঁখের
    জহর কিনিছে নির্বিকার!
    বাহানা করিয়া ছোঁয় গো পিরান জাহানারার
    নওরোজের   রূপকুমার!

ফিরি করে ফেরে শা-জাদি বিবি ও বেগম সাব
চাঁদ-মুখের নাই নেকাব?
শূন্য দোকানে পসারিনি
কে জানে কী করে বিকি-কিনি!
চুড়ি-কঙ্কণে রিনিঠিনি
কাঁদিছে কোমল কড়ি রেখাব।
অধরে অধরে দর-কষাকষি–নাই হিসাব!
হেম-কপোল লাল গোলাব।
হেরেম-বাঁদিরা দেরেম১ ফেলিয়া মাগিছে দিল,
নওরোজের নও-মফিল!
সাহেব গোলাম, খুনি আশেক৩,
বিবি বাঁদি, –সব আজিকে এক!
চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক
দিলে দিলে মিল এক সামিল।
বে-পরওয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল-তবিল!
নওরোজের নও-মফিল!

ঠোঁটে ঠোঁটে আজ মিঠি শরবত ঢাল উপুড়,
রণ-ঝনায় পায় নূপুর।
কিসমিস-ছেঁচা আজ অধর,
আজিকে আলাপ 'মোখতসর'৪!
কার পায়ে পড়ে কার চাদর,
কাহারে জড়ায় কার কেয়ূর,
প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন-ময়ূর,
আজ দিলের নাই সবুর।

আঁখির নিক্তি করিছে ওজন প্রেম দেদার
ভার কাহারা অশ্রু-হার।
চোখে চোখে আজ চেনাচেনি,
বিনি মূলে আজ কেনাকেনি,
নিকাশ করিয়া লেনাদেনি
'ফাজিল১ কিছুতে কমে না আর!
পানের বদলে মুন্না২ মাগিছে পান্না-হার!
দিল সবার 'বে-কারার৩!
সাধ করে আজ বরবাদ করে দিল সবাই
নিমখুন কেউ কেউ জবাই!
লিকপিক করে ক্ষীণ কাঁকাল,
পেশোয়াজ কাঁপে টালমাটাল,
গুরু উরু-ভারে তনু নাকাল,
টলমল আঁখি জল-বোঝাই!

হাফিজ উমর শিরাজ পালায়ে লেখে ‘রুবাই’৫!
নিমখুন কেউ কেউ জবাই!

শিরী লায়লিরে খোঁজ ফরহাদ খোঁজে কায়েস৬
নওরোজের   এই সে দেশ!
ঢুড়েঁ ফেরে হেথা যুবা সেলিম
নূরজাহানের দূর সাকিম৭,
আরংজিব আজ হইয়া ঝিম
হিয়ায় হিয়ায় চাহে আয়েস!
তখ্‌ত-তাউস কোহিনূর কারও নাই খায়েশ৮,
নওরোজের   এই সে দেশ!
গুলে-বকৌলি ঊর্বশীর এ চাঁদনি-চক,
চাও হেথায়   রূপ নিছক।
শারাব সাকি ও রঙে রূপে
আতর লোবান১০ ধুনা ধূপে
সয়লাব সব যাক ডুবে,
আঁখি-তারা হোক নিষ্পলক।
চাঁদো মুখে আঁকো কালো কলঙ্ক তিল-তিলক।
চাও হেথায়   রূপ নিছক!

হাসিস-নেশায় ঝিম মেরে আছে আজ সকল
লাল পানির   রংমহল।
চাঁদ-বাজারে এ নওরোজের
দোকান বসেছে মোমতাজের
সওদা করিতে এসেছে ফের
শাজাহান হেথা রূপ-পাগল।
হেরিতেছে কবি সুদূরের ছবি
ভবিষ্যতের তাজমহল–
নওরোজের   স্বপ্ন-ফল!

কৃষ্ণনগর,
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪
অগ্র-পথিক
অগ্র-পথিক হে সেনাদল,
জোর কদম চল রে চল।

রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন ভাইরা মোর,
বসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর!
রাখ তৈয়ার হাথেলিতে হাথিয়ার জোয়ান,
হান রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ!

কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর কদম   চল রে চল॥
কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজ রে সাজ!
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচকাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্র-পথিক রে যুবাদল,
জোর কদম   চল রে চল॥

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্ম্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির!
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি-চপল।
অগ্র-পথিক রে পাঁওদল,
জোর কদম   চল রে চল॥
থবির শ্রান্ত প্রাচী-র প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষাদানের সে-গৌরব।
অবনত-শির গতিহীন তারা। মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।
রে নব পথিক যাত্রীদল,
জোর কদম   চল রে চল॥

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর কদম   চল রে চল॥

অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি-সংকটে জলে থলে।
লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমিষে,
জয় করি সব তসনস করি পায়ে পিষে,
অসীম সাহসে ভাঙি আগল!
না জানা পথের নকিব-দল,

জোর কদম চল রে চল॥
পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবিরে
বাঁধ বাঁধি চলি দুস্তর খর স্রোত-নীরে।
রসাতল চিরি হীরকের খনি করি খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,
পায়ে হেঁটে মাপি ধরণিতল!
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল,
জোর কদম চল রে চল॥

আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নবস্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ-গিরির১ চূড়া হাতে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া বার;
আহত বাঘের পদ-চিন ধরি হয়েছি বার ;
পাতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল।
অগ্রবাহিনী পথিক-দল,
জোর কদম চল রে চল॥

আয়র্ল্যান্ড, আরব, মিশর, কোরিয়া চীন,
নরওয়ে, স্পেন, রাশিয়া, – সবার ধারি গো ঋণ!
সবার রক্তে মোদের লোহুর আভাস পাই,
এক বেদনার 'কমরেড'ভাই মোরা সবাই।
সকল দেশের মোরা সকল ।
রে চির-যাত্রী পথিক-দল,
জোর কদম চল রে চল॥
বলগা্-বিহীন শৃঙ্খল-ছেঁড়া প্রিয় তরুণ!
তোদের দেখিয়া টগবগ করে বক্ষে খুন।
কাঁদি বেদনায়, তবু রে তোদের ভালোবাসায়
উল্লাসে নাচি আপনা-বিভোল,নব আশায়।
ভাগ্য-দেবীর লীলা-কমল,
অগ্রপথিক রে সেনাদল!
জোর কদম চল রে চল॥

তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল।
করুণার নয়–ভয়ংকরীর দুয়ার খোল।
নাগিনি-দশনা রণরঙ্গিণী শস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারই পতাকা তুলিয়া ধর।
রক্ত-পিয়াসি অচঞ্চল
নির্মম-ব্রত রে সেনাদল!
জোর কদম চল রে চল॥

অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা, শুন!
মোদের পিছনে চিৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিতে শব,
রক্ষণশীল বুড়োরা করছি তারই স্তব
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক-দল,
জোর কদম চল রে চল॥
আগে – আরও আগে সেনা-মুখ যথা করিছে রণ,
পলকে হতেছে পূর্ণ মৃতের শূন্যাসন,
আছে ঠাঁই আছে, কে থামে পিছনে? হ আগুয়ান!
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝ চলো জোয়ান!
জ্বাল রে মশাল জ্বাল অনল!
অগ্রযাত্রী রে সেনাদল,
জোর কদম চল রে চল॥

নতুন করিয়া ক্লান্ত ধরার মৃত শিরায়
স্পন্দন জাগে আমাদের তরে, নব আশায়।
আমাদেরই তারা – চলিছে যাহারা দৃঢ় চরণ
সম্মুখ পানে, একাকী অথবা শতেক জন।
মোরা সহস্র-বাহু-সবল।
রে চির-রাতের সন্ত্রিদল,
জোর কদম চল রে চল॥

জগতের এই বিচিত্রতম মিছিলে ভাই
কত রূপ কত দৃশ্যের লীলা চলে সদাই!–
শ্রমরত ওই কালি-মাখা কুলি, নৌ-সারং,
বলদের মাঝে হলধর চাষা দুখের সং,
প্রভু স-ভৃত্য পেষণ-কল, –
অগ্র-পথিক উদাসী-দল,
জোর কদম চল রে চল॥
নিখিল গোপন ব্যর্থ-প্রেমিক আর্ত-প্রাণ
সকল কারার সকল বন্দী আহত-মান,
ধরার সকল সুখী ও দুঃখী, সৎ, অসৎ,
মৃত, জীবন্ত, পথ-হারা, যারা ভোলেনি পথ, –
আমাদের সাথি এরা সকল।
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোরকদম চল রে চল॥

ছুঁড়িতেছে ভাঁটা জ্যোতির্চক্র ঘূর্ণমান
হেরো পুঞ্জিত গ্রহ-রবি-তারা দীপ্তপ্রাণ;

আলো-ঝলমল দিবস, নিশীথ স্বপ্নাতুর, –
বন্ধুর মতো চেয়ে আছে সবে নিকট-দূর।
এক ধ্রুব সবে পথ-উতল।
নব যাত্রিক পথিক দল,
জোর কদম   চল রে চল॥

আমাদের এরা, আছে এরা সবে মোদের সাথ,
এরা সখা – সহযাত্রী মোদের দিবস-রাত।
ভ্রূণ-পথে আসে মোদের পথের ভাবী পথিক,
এ মিছিলে মোরা অগ্র-যাত্রী সুনির্ভিক।
সুগম করিয়া পথ পিছল
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর কদম   চল রে চল॥
ওগো ও প্রাচী-র দুলালি দুহিতা তরুণীরা,
ওগো জায়া ওগো ভগিনীরা। ডাকে সঙ্গীরা।
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি
আমাদের পথে চল-চপল।
অগ্র-পথিক তরুণ-দল
জোর কদম   চল রে চল॥

ওগো অনাগত মরু-প্রান্তর বৈতালিক!
শুনিতেছি তব আগমনি-গীতি দিগ্‌বিদিক।
আমাদেরই মাঝে আসিতেছ তুমি দ্রুত পায়ে। –
ভিন-দেশী কবি! থামাও বাঁশরি বট-ছায়ে,
তোমার সাধনা আজি সফল।
অগ্র-পথিক চারণ-দল
জোর কদম   চল রে চল॥

আমরা চাহি না তরল স্বপন, হালকা সুখ,
আরাম-কুশন, মখমল-চটি, পানসে থুক
শান্তির বাণী, জ্ঞান-বানিয়ার বই-গুদাম,
ছেঁদো ছন্দের পলকা, উর্ণা, সস্তা নাম,
পচা দৌলত; – দুপায়ে দল!
কঠোর দুখের তাপসদল,
জোর কদম   চল রে চল॥
পান-আহার ভোজে মত্ত কি যত ঔদরিক?
দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া চিক
আরাম করিয়া ভুঁড়োরা ঘুমায়?–বন্ধু, শোন,
মোটা ডালরুটি, ছেঁড়া কম্বল,ভূমি-শয়ন,
আছে তো মোদের পাথেয়-বল!

ওরে বেদনার পূজারি দল,
মোছ রে অশ্রু, চল রে চল॥

নেমেছে কি রাতি? ফুরায় না পথ সুদুর্গম?
কে থামিস পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম?
বসে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কী ভাই,
থামিলে দুদিন ভোলে যদি লোকে – ভুলুক তাই!
মোদের লক্ষ্য চির-অটল!
অগ্র-পথিক ব্রতীর দল,
বাঁদরে বুক, চল রে চল॥

শুনিতেছি আমি, শোন ওই দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন উষার উদয়-সুসংবাদ!
ওরে ত্বরা কর! ছুটে চল আগে – আরও আগে!
গান গেয়ে চলে অগ্র-বাহিনী, ছুটে চল তারও পুরোভাগে!
তোর অধিকার কর দখল!
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল!
জোর কদম চল রে চল॥

ঈদ-মোবারক
শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গা,
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো,
বরষের পরে আসিলে ঈদ!
ভুখারির দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের১,
কণ্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল-বাগের,
সাকিরে ‘জামের’২ দিলে তাগিদ!

খুশির পাপিয়া পিউ পিউ গাহে দিগ্‌বিদিক,
বধূ জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্ণিমিখ!
কোথা ফুলদানি, কাঁদিছে ফুল!
সুদূর প্রবাসে ঘুম নাহি আসে কার সখার,
মনে পড়ে শুধু সোঁদা-সোঁদা বাস এলো খোঁপার,
আকুল কবরী উলঝলুল!!

ওগো কাল সাঁঝে দ্বিতীয় চাঁদের ইশারা কোন
মুজদা১ এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলি মন!
আশাবরি-সুরে ঝুরে সানাই।
আতর সুবাসে কাতর হল গো পাথর-দিল,
দিলে দিলে আজ বন্ধকি দেনা – নাই দলিল,
কবুলিয়তের নাই বালাই॥

আজিকে এজিদে হাসেন হোসেন গলাগলি,
দোজখে২ ভেশতেও৩ ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি,
    শিরী ফরহাদে জড়াজড়ি।
সাপিনির মতো বেঁধেছে লায়লি কায়েসে গো,
বাহুর বন্ধে চোখ বুঁজে বঁধু আয়েসে গো!
    গালে গালে চুমু গড়াগড়ি॥
দাউ দাউ জ্বলে আজি স্ফূর্তির জাহান্নাম,
শয়তান আজ ভেশতে বিলায় শারাব-জাম,
    দুশমন দোস্ত এক-জামাত৪!
আজি আরফাত-ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে,
কোলাকুলি করে বাদশা-ফকিরে ভায়ে ভায়ে,
    কাবা ধরে নাচে 'লাত-মানাত'৫॥

আজি ইসলামি-ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,
নাই বড়ো ছোটো – সকল মানুষ এক সমান,
    রাজা প্রজা নয় কারও কেহ।
কে আমির তুমি নওয়ার বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
    ইসলামে তুমি সন্দেহ॥

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
    নাই অধিকার সঞ্চয়ের!
কারও আঁখি-জলে কারও ঝাড়ে কি রে জ্বলিবে দীপ?
দুজনার হবে বুলন্দ-নসিব১, লাখে লাখে হবে বদনসিব?
    এ নহে বিধান ইসলামের॥
ঈদ-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্‌বৃত্ত যা করিবে দান,
    ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার!
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে,
    দিয়া ভোগ করো, বীর, দেদার॥

বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত,২
কোরো না হিসাবি, আজি হিসাবের অঙ্কপাত!
    একদিন করো ভুল হিসাব।
দিলে দিলে আজ খুনসুড়ি করে দিল্‌লগি,
আজিকে ছায়েলা-লায়েলা-চুমায় লাল যোগী!
    জামশেদ৩ বেঁচে চায় শারাব॥

পথে পথে আজ হাঁকিব বন্ধু, ঈদ-মোবারক! আসসালাম!
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরনি ফুল-কালাম!
    বিলিয়ে দেওয়ার আজিকে ঈদ!
আমার দানের অনুরাগে-রাঙা ঈদগা রে!
সকলের হাতে দিয়ে দিয়ে আজ আপনারে –
    দেহ নয়, দিল হবে শহিদ॥

কলিকাতা
১৯ চৈত্র, ১৩৩৩
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি, আয়
প্রাণের বুলন্দ১ দরওয়াজায়,
'তাজা-ব-তাজা'২-র গাহিয়া গান
    চির-তরুণের চির-মেলায়!
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

যুবা-যুবতির সে দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পির,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুরি-পরির
    শারাব সাকির গুলিস্তাঁয়৩।
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

সেথা হরদম খুশির মৌজ,
তির হানে কালো-আঁখির ফৌজ,
পায়ে পায়ে সেথা আর্জি পেশ,
দিল চাহে সদা দিল-আফরোজ৪,
    পিরানে পরান বাঁধা সেথায়।
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

করিল না যারা জীবনে ভুল,
দলিল না কাঁটা, ছেঁড়েনি ফুল,
দারোয়ান হয়ে সারা জীবন
আগুলিল বেড়া, ছুঁল না গুল, –
    যেতে নারে তারা এ-জলসায়।
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥
বুড়ো নীতিবিদ – নুড়ির প্রায়
পেল নাকো এক বিন্দু রস
চিরকাল জলে রহিয়া, হায়! –

কাঁটা বিঁধে যার ক্ষত আঙুল
    দোলে ফুলমালা তারই গলায়।
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

তিলে তিলে যারা পিষে মারে
অপরের সাথে আপনারে,
ধরণির ঈদ-উৎসবে
রোজা রেখে পড়ে থাকে দ্বারে,
    কাফের তাহারা এ-ঈদগায়!–
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

বুলবুল গেয়ে ফেরে বলি
যাহারা শাসায়ে ফুলবনে
ফুটিতে দিল না ফুলকলি;
ফুটিলে কুসুম পায়ে দলি
মারিয়াছে, পাছে বাস বিলায়!
    হারাম তারা এ-মুশায়েরায়!
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

হেথা কোলে নিয়ে দিলরুবা
শারাবি গজল গাহে যুবা।
প্রিয়ার বে-দাগ কপোলে গো
এঁকে দেয় তিল মনোলোভা,
    প্রেমের-পাপীর এ-মোজরায়১।
    আয় বেহেশতে কে যাবি আয়॥
আসিতে পারে না হেথা বে-দীন
মৃত প্রাণ-হীন জরা-মলিন
নৌ-জোয়ানীর এ-মহ্‌ফিল
খুন ও শারাব হেথা অ-ভিন,
    হেথা ধনু বাঁধা ফুলমালায়!
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

পেয়ালার হেথা শহিদি খুন
তলোয়ার-চোঁয়া তাজা তরুণ
আঙ্গুর-হৃদি চুয়ানো গো
গেলাসে শারাব রাঙা অরুণ।
    শহিদে প্রেমিকে ভিড় হেথায়।
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

প্রিয়া-মুখে হেথা দেখি গো চাঁদ,

চাঁদে হেরি প্রিয়-মুখের ছাঁদ।
সাধ করে হেথা করি গো পাপ,
সাধ করে বাঁধি বলির বাঁধ
    এ রস-সাগরে বালু-বেলায়!
    আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

কলিকাতা
১ পৌষ, ১৩৩৩

চিরঞ্জীব জগলুল
প্রাচী-র দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির-রাতে
মেসেরের শের, শির, শমশের – সব গেল এক সাথে।
সিন্ধুর গলা জড়ায়ে কাঁদিতে – দু-তীরে ললাট হানি
ছুটিয়া চলেছে মরু-বকৌলি১‘নীল’দরিয়ার পানি!
আঁচলের তার ঝিনুক মানিক কাদায় ছিটায়ে পড়ে,
সোঁতের শ্যাওলা এলোকুন্তল লুটাইছে বালুচরে!...
মরু-‘সাইমুম’২-তাঞ্জামে চড়ি কোন পরিবানু আসে?
‘লু’ হাওয়া ধরেছে বালুর পর্দা সম্ভ্রমে দুই পাশে!
সূর্য নিজেরে লুকায় টানিয়া বালুর আস্তরণ,
ব্যজনী দুলায় ছিন্ন পাইন-শাখার প্রভঞ্জন।
ঘূর্ণি-বাঁদিরা ‘নীল’দরিয়ায় আঁচল ভিজায়ে আনি
ছিটাইছে বারি, মেঘ হতে মাগি আনিছে বরফ-পানি।
ও বুঝি মিশর-বিজয়লক্ষ্মী মুরছিতা তাঞ্জামে,
ওঠে হাহাকার ভগ্ন-মিনার আঁধার দীওয়ান-ই-আমে!
কৃষাণের গোরু মাঠে মাঠে ফেরে, ধরে নাকো আজ হাল,
গম খেত ভেঙে পানি বয়ে যায় তবু নাহি বাঁধে আল।
মনের বাঁধেরে ভেঙেছে যাহারা চোখের সাঁতার পানি
মাঠের পানি ও আলেরে কেমনে বাঁধিবে সে, নাহি জানি!
হৃদয়ে যখন ঘনায় শাঙন, চোখে নামে বরসাত,
তখন সহসা হয় গো মাথায় এমনই বজ্রপাত!...
মাটিরে জড়ায়ে উপুড় হইয়া কাঁদিছে শ্রমিক কুলি,
বলে, – “মা গো, তোর উদরে মাটির মানুষই হয়েছে ধূলি,
রতন মানিক হয় না তো মাটি, হিরা সে হিরাই থাকে,
মোদের মাথায় কোহিনূর মণি – কী করিব বল তাকে?
দুর্দিনে মা গো যদি ও-মাটির দুয়ার খুলিয়া খুঁজি,
চুরি করিবি না তুই এ মানিক? ফিরে পাব হারা পুঁজি?
লৌহ পরশি করিনু শপথ, ফিরে নাহি পাই যদি
নতুন করিয়া তোর বুকে মোরা বহাব রক্ত-নদী!”

আভীর-বালারা দুধাল গাভিরে দোহায় না, কাঁদে শুয়ে,

দুম্বা-শিশুরা দূরে চেয়ে আছে দুধ ঘাস নাহি ছুঁয়ে।
মিষ্টি ধারালো মিছরির ছুরি মিশরি মেয়ের হাসি,
হাঁসা পাথরের কুচি-সম দাঁত, –সব যেন আজ বাসি!
আঙুর-লতার অলকগুচ্ছ – ডাঁশা আঙুরের থোপা,
যেন তরুণীর আঙুলের ডগা – হুরি বালিকার খোঁপা,
ঝুরে ঝুরে পড়ে হতাদরে আজ অশ্রুর বুঁদ সম!
কাঁদিতেছে পরি, চারিদিকে অরি, কোথায় অরিন্দম!
মরু-নটী তার সোনার ঘুঙুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি,
হলুদ খেজুর-কাঁদিতে বুঝি বা রয়েছে তাহারা বাঁধি।
নতুন করিয়া মরিল গো বুঝি আজি মিশরের মমি,
শ্রদ্ধায় আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি!

মিশরে খেদিব২ ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সব লোক,
জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান-হারার শোক।
জানি না কখন ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,
মিশরের তরে ‘রোজ-কিয়ামত’ইহার অধিক নয়।
রহিল মিশর, চলে গেল তার দুর্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভ কায় খসরু-সিংহাসন।
কী শাপে মিশর লভিল অকালে জরা যযাতির প্রায়,
জানি না তাহার কোন সুত দেবে যৌবন ফিরে তায়।
মিশরের চোখে বাহিল নতুন সুয়েজ খালের বান,
সুদান গিয়াছে – গেল আজ তার বিধাতার মহাদান!
‘ফেরাউন’ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল মুসা,
প্রাচী-র রাত্রি কাটিবে না কি গো, উদিবে না রাঙা উষা?

*   *   *

শুনিয়াছি, ছিল মমির মিশরে সম্রাট ফেরাউন৩,
জননির কোলে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নিত খুন!
শুনেছিল বাণী, তাহারই রাজ্যে তারই রাজপথ দিয়া
অনাগত শিশু, আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।
জীবন ভরিয়া করিল যে শিশু-জীবনের অপমান
পরেরমৃত্যু-আড়ালে দাঁড়ায়ে সে-ই ভাবে, পেল প্রাণ।
জনমিল মুসা১, রাজভয়ে মাতা শিশুরে ভাসায় জলে,
ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার শিশু গো রাজারই ঘাটেতে চলে।
ভেসে এলো শিশু রানিরই কোলে গো, বাড়ে শিশু দিনে দিনে,
শত্রু তাহারই বুকে চড়ে নাচে, ফেরাউন নাহি চিনে।
এল অনাগত তারই প্রাসাদের সদর দরজা দিয়া,
তখনও প্রহরী জাগে বিনিদ্র দশ দিক আগুলিয়া!
– রসিদ খোদার খেলা,

তারই বেদনায় প্রকাশে রুদ্র যারে করে অবহেলা।..

মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিশর-মুনি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনি।
ছোটে অনন্ত সেনা-সামন্ত অনাগত কার ভয়ে,
দিকে দিকে খাড়া কারা-শৃঙ্খল, জল্লাদ ফাঁসি লয়ে।
আইন-খাতায় পাতায় পাতায় মৃত্যুদণ্ড লেখা,
নিজের মৃত্যু এড়াতে কেবলই নিজেরে করিছে একা!
সদ্যপ্রসূত প্রতি শিশুটিরে পিয়ায় অহর্নিশ
শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা বলি তিলে-তিলে-মারা বিষ।
ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেলকি খেলায় হাড়ে,
মানুষ ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে!

মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে কবে
হে অতি-মানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী,
এরই মাঝে এলে দিনের আলোক নির্ভীক পথচারী।
রাজার প্রাচীর ছিল দাঁড়াইয়া তোদের আড়াল করি,
আপনি আসিয়া দাঁড়াইলে তার সকল শূন্য ভরি!
পয়গম্বর মুসার তবু তো ছিল 'আষা'অদ্ভুত,
খোদ সে খোদার প্রেরিত – ডাকিলে আসিত স্বর্গ-দূত।
পয়গম্বর ছিলে নাকো তুমি – পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে না শস্ত্র-পাণি,
আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ,
তোমারে দেখিয়া করেনি সালাম কোনো গিরি-পর্বত।
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা-গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান!
দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে – দেশজয় নাহি হয়।
ভয়ের সাগর পাড়ি দিল যেই শির করিল না নিচু,
পশুর নখর দন্ত দেখিয়া হটিল না কভু পিছু,
মিথ্যাচারীর ভ্রুকুটি-শাসন নিষেধ রক্ত-আঁখি
না মানি – জাতির দক্ষিণ করের বাঁধিল অভয় রাখি,
বন্ধন যারে বন্দিল হয়ে নন্দন-ফুলহার,
না-ই হল সে গো পয়গম্বর নবি দেব অবতার,
সর্ব কালের সর্ব দেশের সকল নর ও নারী
করে প্রতীক্ষা, গাহে বন্দনা, মাগিছে আশিষ তারই!

*   *   *

‘এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে’হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি!
গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ অজাযুদ্ধের মেলা,
এদের রুধিরে নিত্য রাঙিছে ভারত-সাগর-বেলা।
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙে খায় একটারে ধরে আসি
আরটা তখনও দিব্যি মোটায়ে হতেছে খোদার খাসি!
শুনে হাসি পায়, ইহাদেরও নাকি আছে গো ধর্ম জাতি,
রাম-ছাগল আর ব্রহ্ম-ছাগল আরেক ছাগল পাতি!
মৃত্যু যখন ঘনায় এদের কসায়ের কল্যাণে,
তখনও ইহারা লাঙুল উঁচায়ে এ উহারে গালি হানে।

ইহারে শিশু শৃগালে মারিলে এরা সভা করে কাঁদে,
অমৃতের বাণী শুনাতে এদের লজ্জায় নাহি বাধে!
নিজেদের নাই মনুষ্যত্ব, জানি না কেমনে তারা
নারীদের কাছে চাহে সতীত্ব, হায় রে শরম-হারা!
কবে আমাদের কোন সে পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ,
আমাদের হাতে তারই বাস পাই,আজও করি অবলেহ!
আশা ছিল, তবু তোমাদেরই মতো অতি-মানুষেরে দেখি
আমরা ভুলিব মোদের এ গ্লানি, খাঁটি হবে যত মেকি।
তাই মিশরের নহে এই শোক এই দুর্দিন আজি,
এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাভূমি বেদনা উঠেছে বাজি!
অধীন ভারত তোমার স্মরণ করিয়াছে শতবার,
তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত-প্রবেশ-দ্বার!
হে ‘বনি ইসরাইলে’র১ দেশের অগ্রনায়ক বীর,
অঞ্জলি দিনু ‘নীলে’র সলিলে অশ্রু ভাগীরথীর।
সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি
তব ‘ফাতেহা’য়২ কী দিবে এ জাতি বিনা দুটো বাঁধা বুলি?
মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে – আশিস করিও খালি –
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু-মুঠো বালি।

*   *   *

তোমার বিদায়ে দূর অতীতের কথা সেই মনে পড়ে,
মিশর হইতে বিদায় লইল মুসা যবে চিরতরে,
সম্ভ্রমে সরে পথ করে দিল ‘নীল’ দরিয়ার বারি,
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিশরের নরনারী,
শ্যেন-সম ছোটে ফেরাউন-সেনা ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মুসা হল পার, ফেরাউন ফিরিল না ‘নীল’ নদী হতে।

তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয়তো দেখিবে কাল
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া, ফেরাউন দজ্জাল!

কৃষ্ণনগর
১৬ ভাদ্র ১৩৩৪

আমানুল্লাহ্
খোশ আমদেদ১ আফগান-শের! – অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে আজ –
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ!
বান্দা যাহারা বন্দেগি ছাড়া কী দিবে তাহারা, শাহানশাহ!
নাই সে ভারত মানুষের দেশ! এ শুধু পশুর কতলগাহ৪!
দস্তে তোমার দস্ত৫ রাখিয়া নাই অধিকার মিলাতে হাত,
রুপার বদলে দু-পায়ে প্রভুর হাত বাঁধা রেখে খায় এ জাত!
পরের পায়ের পয়জার বয়ে হেঁট হল যার উচ্চ শির,
কী হবে তাদের দুটো টুটো বাণী দু-ফোঁটা অশ্রু নিয়ে, আমির!
ভুলিয়া য়ুরোপ-‘জোহরা’র রূপে আজিকে ‘হারুত-মারুত’১ প্রায়
কাঁদিছে হিন্দু-মুসলিম হেথা বন্দী হইয়া চির-কারায়;
মোদের পুণ্যে ‘জোহরা’র মতো সুরূপা য়ুরূপা দীপ্যমান
ঊর্ধ্ব গগনে। আমরা মর্ত্যে আপনার পাপে আপনি ম্লান!
পশু-পাখি আর তরুলতা যত প্রাণহীন সব হেথা সবাই।
মানুষে পশুতে কসাই-খানাতে এক সাথে হেথা হয় জবাই।
দেখে খুশি হবে – এখানে ঋক্ষ২ শার্দূলও ভুলি হিংসা-দ্বেষ
বনে গিয়া সব হইয়াছে ঋষি! সিংহ-শাবক হয়েছে মেষ!

কাবুল-লক্ষ্মী দেহে মনে এই পরাধীনদেরে দেখিয়া কি
রহিল লজ্জা-বেদনায় হায়, বোরকায় তাঁর মুখ ঢাকি?

তুমি এলে আজ অভিনব বেশে সেই পথ দিয়া, পার্শ্বে যার
স্তূপ হয়ে আছে অখ্যাতি-সহ লাশ আমাদের লাখ হাজার।
মামুদ, নাদির সাহ, আবদালি, তৈমুর এই পথ বাহি
আসিয়াছে। কেহ চাহিয়াছে খুন, কেহ চাহিয়াছে বাদশাহি।
কেহ চাহিয়াছে তখ্ত-ই-তাউস, কোহিনুর কেহ — এসেছে কেউ
খেলিতে সেরেফ খুশরোজ ৩হেথা, বন্যার সম এনেছে ঢেউ।
‘খঞ্জর’৪ এরা এনেছে সবাই, তুমি আনিয়াছ ‘হেলাল’৫ আজ,
তোমারে আড়াল করেনি তোমার তরবারি আর তখ্ত তাজ।

তুমি আসনিকো দেখাতে তোমায়, দেখিতে এসেছ সকলেরে!
চলেছ, পুণ্য সঞ্চয় লাগি বিপুল বিশ্ব কাবা হেরে।
হে মহাতীর্থ-যাত্রা-পথিক! চির-রহস্য-ধেয়ানি গো!
ওগো কবি! তুমি দেখছ সে কোন অজানা লোকের মায়া-মৃগ?

কখন কাহার সোনার নূপুর দেখিল স্বপনে, জাগিয়া তায়
ধরিতে চলেছ সপ্ত সাগর তেরো নদী আজ পারায়ে, হায়!
তখ্ত তোমর রহিল পড়িয়া, বাসি লাগে নও-বাদশাহি,
মুসাফির সেজে চলেছ শা-জাদা না-জানা অকূলে তরি বাহি।

সুলেমান-গিরি হিন্দুকুশের প্রাচীর লঙ্ঘি ভাঙি কারা,
আদি সন্ধানী যুবা আফগান, চলেছে ছুটিয়া দিশাহারা!
সুলেমান ১ সম উড়ন-তখ্‌তে২ চলিলে করিতে দিগ্‌বিজয়,
কাবুলের রাজা, ছড়ায়ে পড়িলে সারা বিশ্বের হৃদয়-ময়!
শমশের হতে কমজোর নয় শিরীন-জবান, জান তুমি,
হাসি দিয়ে তাই করিতেছ জয় অসির অজেয় রণ-ভূমি!

শুধু বাদশাহি দম্ভ লইয়া আসিতে যদি, এ বন্দী দেশ
ফুলমালা দিয়া না করি বরণকরিত মামুলি আর্জি পেশ।
খোশামোদ শুধু করিতে হইত, বলিত না তার 'খোশ-আমদেদ',
ভাবিত ভারত 'কাবুলি'তে আর কাবুলি-রাজায় নাহিকো ভেদ।
'আমানুল্লা'রে৪ করি বন্দনা, কাবুল রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ওই রাজার আসন মানব জাতির অসম্মান!
ওই বাদশাহি তখ্‌তের নীচে দীন-ই-ইসলাম শরমে, হায়,
এজিদ হইতে শুরু করে আজও কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়!
বুকের খুশির বাদশাহ তুমি, – শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই – তাই করি বরণ।
তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজও বেরাদর-ই-হিন্দ৫, নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙোনি, ভাঙোনি একখানি ইঁট মন্দিরের।
'কাবুলি'রে মোরা দেখিয়াছি শুধু, দেখিনি কাবুল পামির-চূড়,
দেখেছি কঠিন গিরি মরুভূমি – পিই নাই পানি সেই মরুভূর!

আজ দেখি সেথা শত গুলিস্তাঁ-বোস্তাঁ-চমক৬ কান্দাহার-
গজনি-হিরাট-পঘমান৭ কত জালালাবাদের ফুল-বাহার!
ওই খায়বার-পাশ দিয়া শুধু আসেনি নাদির আবদালি,
আসে ওই পথে নারঙ্গি সেব আপেল আনার ডালি ডালি।
আসে আঙ্গুর পেস্তা বাদামখোর্মা খেজুর মিঠি মেওয়া,
অঢেল শিরনি দিয়াছে কাবুল, জানে নাকো শুধু সুদ নেওয়া!
কাবুল নদীর তীরে তীরে ফেরে জাফরান-খেতে পিয়ে মধু
আমাদেরই মতো মউ-বিলাসী গো কত প্রজাপতি কত বঁধু।
সেথায় উছসে তরুণীর শ্বাসে মেশ্‌ক৮ -সুবাস, অধরে মদ।...
গাহে বুলবুলি নার্গিস লালা আনার-কলির পিয়ে শহদ৯।...
দেখিয়াছি শুধু কাবুলির দেনা, কাবুলি দাওয়াই, কাবুলি হিং, –
তুমি দিয়ে গেছ কাবুল-বাগের দিল-মহলের চাবির রিং!

উমর ফারুক
তিমির রাত্রি –‘এশা’র আজান শুনি দূর মসজিদে
প্রিয়া-হারা কান্নার মতো এ-বুকে আসিয়া বিঁধে!
আমির-উল-মুমেনিন৩,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি – জানে না মুয়াজ্জিন!
তকবির শুনি শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই – উঠিয়াছে কি রে গগনে মরুর শশী?
ও-আজানা ও কি পাপিয়ার ডাক, ও কি চকোরীর গান?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারই সে আহ্বান?
আবার লুটায়ে পড়ি!
‘সেদিন গিয়াছে’–শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি!
উমর! ফারুক! আখেরি নবির ওগো দক্ষিণ-বাহু!
আহ্বান নয় – রূপ ধরে এসো! – গ্রাসে অন্ধতা-রাহু
ইসলাম-রবি, জ্যোতি আজ তার দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া – জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!
শুধু অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি মুহম্মদের চরণে যে-শমশের,
ফিরদৌস ছাড়ি নেমে এসো তুমি সেই শমশের ধরি,
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে লাল হয়ে মরি!
নওশার৪ বেশে সাজাও বন্ধু মোদের পুনর্বার
খুনের সেহেরা পরাইয়া দাও হাতে বাঁধি হাতিয়ার!
দেখাইয়াদাও – মৃত্যু যথায় রাঙা দুলহিন৬ -সাজে
করে প্রতীক্ষা আমাদের তরে রাঙা রণ-ভূমি মাঝে!
মোদের ললাট-রক্তে রাঙিবে রিক্ত সিঁথি তাহার,
দুলাব তাহার গলায় মোদের লোহু-রাঙা তরবার!
সেনানী! চাই হুকুম!
সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে মৃত্যু-বধূর ঘুম
টুটিয়াছে ওই যক্ষ-কারায় সহে নাকো আর দেরি,
নকিব কণ্ঠে শুনবি কখন নব অভিযান ভেরি!...
নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জমানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইনসাফ১ !
মোরা ‘আসহাব-কাহাফের’২ মতো দিবানিশি দিই ঘুম,
‘এশা’র আজান কেঁদে যায় শুধু – নিঃঝুম নিঃঝুম!

কত কথা মনে জাগে,
চড়ি কল্পনা-বোররাকে যাই তেরশো বছর আগে
যেদিন তোমার প্রথম উদয় রাঙা মরু-ভাস্কর,
আরব যেদিন হল আরাস্তা৩, মরীচিকা সুন্দর।
গোষ্ঠে বসিয়া বালক রাখাল মহম্মদ সেদিন
বারে বারে কেন হয়েছে উতলা! কোথা বেহেশ্‌তি বীণ

বাজিতেছে যেন! কে যেন আসিয়া দাঁড়িয়েছে তাঁর পিছে,
বন্ধু বলিয়া গলা জড়াইয়া কে যেন সম্ভাষিছে!

মানসে ভাসিছে ছবি –
হয়তো সেদিন বাজাইয়া বেণু মোদের বালক নবি
অকারণ সুখে নাচিয়া ফিরেছে মেষ-চরণের মাঠে!
খেলায়েছে খেলা বাজাইয়া বাঁশি মক্কার মরু বাটে!
খাইয়াছে চুমু দুম্বা শিশুরে জড়াইয়া ধরি বুকে,
উড়ায়ে দিয়েছে কবুতরগুলি আকাশে অজানা সুখে!
সূর্য যেন গো দেখিয়াছে – তার পিছনে অমারাতি
রৌশন-রাঙা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি।
উঠেছিল রবি আমাদের নবি, সে মহা-সৌরলোকে,
উমর, একাকী তুমি পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে!
কে বুঝিবে লীলা-রসিকের খেলা! বুঝি ইঙ্গিতে তার
বেহেশ্‌ত-সাথি খেলিতে আসিলে ধারার পুনর্বার।
তোমার রাখাল-দোস্তের মেষ চরিত সুদূর গোঠে,
হেথা 'আজনান'৪ -ময়দানে তব পরাণ ব্যথিয়া ওঠে!
কেন কার তরে এ প্রাণ-পোড়ানি নিজেই জান না বুঝি,
তোমার মাঠের উটেরা হারায়, তুমি তা দেখ না খুঁজি!
ইহারাই মাঝে বা হয়তো কখন দুঁহুঁ দোঁহা দেখেছিলে,
খেজুর-মেতির গল-হার যেন বদল করিয়া নিল,
হইলে বন্ধু মেষ-চারণের ময়দানে নিরালয়,
চকিত দেখায় চিনিল হৃদয় চির-চেনা আপনায়!
খেলার প্রভাত কাটিল কখন, ক্রমে বেলা বেড়ে চলে,
প্রভাতের মালা শুকায়ে ঝরিল খর মরু বালুতলে।
দীপ্ত জীবন মধ্যাহ্নের রৌদ্র তপ্ত পথে
প্রভাতের সখা শত্রুর বেশে আসিল রক্ত-রথে।
আরবে সেদিন ডাকিয়াছে বান, সেদিন ভুবন জুড়ি,
'হেরা'-গুহা১ হতে ঠিকরিয়া ছুটি মহাজ্যোতি বিচ্ছুরি!
প্রতীক্ষমাণ তাপসী ধরণি সেদিন শুদ্ধস্নাতা
উদাত্ত স্বরে গাহিতেছিল গো কোরাণের সাম-গাথা!
পাষাণের তলে ছিল এত জল, মরুভূমে এত ঢল?
সপ্ত সাগর সাতশত হয়ে যেন করে টলমল!
খোদার হাবিব২ এসেছে আজিকে হইয়া মানব-মিতা,
পুণ্য-প্রভায় ঝলমল করে ধরা পাপ-শঙ্কিতা ।
সেদিন পাথারে উঠিল যে মৌজ তাহারে শাসন-হেতু
নির্ভীক যুবা দাঁড়াইলে আসি ধরি বিদ্রোহ-কেতু!
উদ্ধত রোষে তরবারি তব ঊর্ধ্বে আন্দোলিয়া
বলিলে, "রাঙাবে এ তেগ মুসলমানের রক্ত দিয়া !"
উন্মাদ বেগে চলিলে ছুটিয়া! – একী এ কী ওঠে গান?

এ কোন লোকের অমৃত মন্ত্র? কার মহা আহ্বান?
ফতেমা – তোমার সহোদরা – গাহে কোরান-অমিয়-গাথা,
এ কোন মন্ত্রে চোখে আসে জল, হায় তুমি জান না তা!
উন্মাদ-সম কেঁদে কও, “ওরে, শোনা পুন সেই বাণী!
কে শিখাল তোরে এ গান সে কোন বেহেশ্‌তে আনি
এ কী হল মোর? অভিনব এই গীতি শুনি হায় কেন
সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিছে আবেশে যেন!
কী যেন পুলক কী যেন আবেগ কেঁপে উঠি বারে বারে,
মানুষের দুঃখে এমন করিয়া কে কাঁদিছে কোন পারে?”

“আশহাদু আন-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু”৩ বলি
কহিল ফাতেমা–“এই যে কোরান, খোদার কালাম গলি
নেমেছে ভুবনে মহম্মদের অমর কণ্ঠে, ভাই!
এই ইসলাম, আমরা ইহারই বন্যায় ভেসে যাই!”...
উমর আনিল ইমান। – গরজি গরজি উঠিল স্বর
গগন পবন মন্থর করি –“আল্লাহু আকবর!”
সম্ভ্রমে-নত বিশ্ব সেদিন গাহিল তোমার স্তব –
“এসেছেন নবি, এত দিনে এল ধরায় মহামানব!”

পয়গম্বর রবি ও রুসল – এঁরা তো খোদার দান!
তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ, মানুষের সম্মান!
কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ – তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।
ইসলাম দিল কি দান বেদনা-পীড়িত এ ধরণিরে,
কোন নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠাল শেষ নবিরে, –
তোমারে হেরিয়া পেয়েছি জওয়াব সেসব জিজ্ঞাসার!
কী যে ইসলাম, হয়তো বুঝিনি, এইটুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম, আছে তার প্রয়োজন!
ওগো, মানুষের কল্যাণ লাগি তারই শুভ আগমন
প্রতীক্ষায় এ দুঃখিনী ধরা জাগিয়াছে নিশিদিন
জরা-জর্জর সন্তানে ধরি বক্ষে শান্তিহীন!
তপস্বিনীর মতো
তাহারই আশায় সেধেছে ধরণি অশেষ দুখের ব্রত।
ইসলাম – সে তো পরশ-মাণিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি!
পরশে তাহার সোনা হল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি – কেন কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর -
“মোর পরে যদি নবি হত কেউ, হত সে এক উমর!”

পাওনিকো ‘ওই’১, হওনিকো নবি, তাইতো পরান ভরি
বন্ধু ডাকিয়া আপনার বলি বক্ষে জড়ায়ে ধরি!

খোদারে আমরা করি গো সেজদা২, রসুলে করি সালাম,
ওঁরা ঊর্ধ্বের, পবিত্র হয়ে নিই তাঁহাদের নাম,
তোমারে স্মরিতে ঠেকাই না কর ললাটে ও চোখে-মুখে
প্রিয় হয়ে আছ তুমি হতমান মানুষ জাতির বুকে।
করেছ শাসন অপরাধীদের তুমি করনিকো ক্ষমা,
করেছ বিনাশ অসুন্দরের। বলনিকো মনোরমা।
মিথ্যাময়ীরে। বাঁধনিকো বাসা মাটির ঊর্ধ্বে উঠি।
তুমি খাইয়াছ দুঃখীর সাথে ভিক্ষার খুদ খুঁটি!
অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখ্‌তে বসি
খেঁজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুঠির, তুমি পড়নিকো নুয়ে,
ঊর্ধ্বের যারা – পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভুঁয়ে!
শত প্রলোভন বিলাস বাসন ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমিছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে!

হেরি পশ্চাতে চাহি –
তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি
জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি
বীর মুসলিম সেনা দল তব বহু দিন মাস ধরি।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা, বলেছে শত্রু শেষে –
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে।
হায় রে আধেক ধরার মালিক আমিরুল-মুমেনিন১
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারায়ে! ঝুলিতে দুখানা শুকনো ‘খবুজ’ রুটি,
একটি মশকে একটুকু পানি খোর্মা দু-তিন মুঠি!
প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি
চলিছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্টের রশি ধরি!
মরুর সূর্য ঊর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,
সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর পরে।
কিছুদূর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্যে, “ভাই
পেরেশান বড়ো হয়েছে চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বসো উটে ;
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে!”
...ভৃত্য দস্ত চুমি
কাঁদিয়া কহিল “উমর! কেমনে এ আদেশ করো তুমি?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি সে উটের রশি”
খলিফা হাসিয়া বলে,

"তুমি জিতে গিয়ে বড়ো হতে চাও, ভাই রে এমনই ছলে!
রোজ-কিয়ামতে১আল্লা যেদিন কহিবে "উমর! ওরে,
করেনি খলিফা মুসলিম-জাঁহা তোর সুখ তরে তোরে!"
কী দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই?
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের, – মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা!
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড়ো ক্ষুদ্র কেবা!
ভৃত্য চড়িল উটের পিঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গেতুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইল কিনা,
কী গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি বিশ্ববাণী!
জানি না, সেদিন ফেরেশতা তব করেছে কি না স্তব, –
অনাগত কাল গিয়েছিল শুধু, "জয় জয় হে মানব!"...

আসিলে প্যালেস্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,
ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধরে চল তুমি!
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি –
"যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সেই উমর নাকি?"
খুলিল রুদ্ধ দূর্গা-দুয়ার! শত্রুরা সম্ভ্রমে
কহিল –"খলিফা আসেনি, এসেছে মানুষ জেরুজালমে!"
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি শত্রু-গির্জা-ঘরে
বলিলে, "বাহিরে যাইতে হইবে এইবার নামাজ তরে!"
কহে পুরোহিত, "আমাদের এই আঙিনায় গির্জায়,
পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দরগায় ?"
হাসিয়া বলিলেন, "তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোক-সমাজ
ভাবিবে – খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মসজিদ করি!
ইসলামের এ নহেকো ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারও মন্দির গির্জারে করে মজিদ মুসলমান!"
কেঁদে কহে যত ইসাই ইহুদি অশ্রু সিক্ত আঁখি –
"এই যদি হয় ইসলাম – তবে কেহ রহিবেনা বাকি,
সকলে আসিবে ফিরে
গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে!"
তুমি নির্ভীক এ খোদা ছাড়া করনিকো কারে ভয়
সত্যব্রত তোমায় তাইতে সবে উদ্ধত কয়।
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষরই অপমান
তাই মহাবীর খালেদেরে১ তুমি পাঠাইলে ফরমান
সিপাহ-সালারে২ ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

ধরাধাম ছাড়ি শেষ নবী যবে করিল মহাপ্রয়াণ,
কে হবে খালিফা – হয়নি তখনও কলহের অবসান,
নব-নন্দনী বিবি ফাতেমার মহলে আসিয়া সবে
করিতে লাগিল জটলা – ইহার পরে কে খালিফা হবে!
বজ্রকণ্ঠে তুমিই সেদিন বলিতে বলিতে পারিয়াছিলে –
“নবিসূতা! তবে মহল জ্বালাব, এ সভা ভেঙে না দিলে!”
মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে যত মহত্ত্ব-কথা – সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সকরুণ সুরে
কাঁদিতেছে আর দুঃখিণী মাতা ছেলেরে ভুলাতে, হায়,
উনানে শূণ্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায়!
শুনিয়া সকল – কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বয়তুল-মাল৩ হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,
বলিলে, “এসব চাপাইয়া দাও আর পিঠের পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে।”
কত লোক আসি আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে, “বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা!
রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বলো আমার পাপের ভার?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজই তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি!” – চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙিনাতে –

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনিকো অপমান!
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোররা৪, মরেছে পুত্র তোমার চোখের পরে।
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি –
“অপরাধ করে তোরই মত স্বরে কাঁদিয়াছে অপরাধী!”
আবু শাহমার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম করে।
খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
‘কোথায় খলিফা’ কেবলই প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙিনা-তলে!
... হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই!
বন্ধু গো, প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া

ওঠে না ঊর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া!...

মাহিনা মোহররম –
হাসেন হোসেন হয়েছে শহিদ, জানে শুধু হায় কৌম,
শহিদি বাদশা! মোহর্‌রমে যে তুমিও গিয়াছ চলি
খুনের দরিয়া সাঁতারি – এজাতি গিয়াছে গো তাহা ভুলি!
মোরা ভুলিয়াছি, তুমি তো ভোলনি! আজও আজানের মাঝে
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু, তোমারই কাঁদন বাজে
বন্ধু গো জানি, আমাদের প্রেমের আজও ও গোরের বুকে
তেমনি করিয়া কাঁদিছ হয়তো কত না গভীর দুখে!
ফিরদৌস হতে ডাকিছে বৃথাই নবি পয়গম্বর,
মাটির দুলাল মানুষের সাথে ঘুমাও মাটির পর!
হে শহিদ! বীর! এই দোয়া কর আরশের পায়া ধরি –
তোমারই মতন মরি যান হেসে খুনের সেহেরা২ পরি।

মৃত্যুর হতে মরিতে চাহি না, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে!

কলকাতা
১৬ই পৌষ ১৩৩৪

ভীরু
১

আমি জানি তুমি কেন চাহ নাকো ফিরে।
গৃহকোণ ছাড়ি আসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে।
পুতুল লইয়া কাটিয়াছে বেলা
আপনারে লয়ে শুধু হেলা-ফেলা,
জানিতে না, আজ হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন-নীরে,
এত বড়ো দায় নয়নে নয়নে নিমেষের চাওয়া কি রে?
আমি জানি তুমি কেন চাহ নাকো ফিরে॥

২

আমি জানি তুমি কেন চাহ নাকো ফিরে।
জানিতে না আখিঁ আঁখিতে হারায় ডুবে যায় বাণী ধীরে।
তুমি ছাড়া আর ছিল নাকো কেহ
ছিল না বাহির ছিল শুধু গেহ,
কাজল ছিল গো জল ছিল না, ও উজল আঁখির তীরে।
সেদিনও চলিতে ছলনা বাজেনি ও-চরণ-মঞ্জীরে!

আমি জানি তুমি কেন চাহ নাকো ফিরে।।

৩

আমি জানি তুমি কেন চাহ নাকো ফিরে।
সেদিনও তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াত না লতা।
সেদিনও বেভুল তুলিয়াছ ফুল
ফুল বিঁধিতে গো, বিঁধেনি আঙুল,
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায়, জানিতে না সে বারতা।
জানিতে না, কাঁদে মুখর মুখের আড়ালে নিঃসঙ্গতা
আমি জানি তুমি কেন কহ নাকো কথা॥

৪

আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি!
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম দানার লালি!
জানিতে না ভীরু রমণীর মন
মধুকর-ভারে লতার মতন
কেঁপে মরে কথা কণ্ঠে জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি।
আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি!
আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি!

৫

আমি জানি, ভীরু! কীসের এ বিস্ময়।
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া নিজেরই করে যে ভয়।
পুরুষ পুরুষ–শুনেছিলে নাম,
দেখেছ পাথর করনি প্রণাম,
প্রণাম করেছ লুব্ধ দু-কর চেয়েছে চরণ ছোঁয়।
জানিতে না, হিয়া পাথর পরশি পরশ-পাথরও হয়!
আমি জানি, ভীরু, কীসের এ বিস্ময়॥

৬

কীসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি।
পরাণের ক্ষুধা দেহের দু-তীরে করিতেছে কানাকানি।
বিকচ বুকের বকুল-গন্ধ
পাপড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ,
যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি।
অপাঙ্গে আজ ভিড় করেছে গো লুকানো যতেক বাণী।
কীসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি॥

৭

আমি জানি, কেন বলিতে পার না খুলি।
গোপনে তোমায় আবেদন তার জানায়েছে বুলবুলি।
যে-কথা শুনিতে মনে ছিল সাধ
কেমনে সে পেল তারই সংবাদ?
সেই কথা বঁধু তেমনই করিয়া বলিল নয়ন তুলি।
কে জানিত এত জাদু-মাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি।
আমি জানি কেন বলিতে পার না খুলি॥

৮

আমি জানি কেন যে নিরাভরণা,
ব্যাথার পরশে হয়েছে তোমরা সকল অঙ্গ সোনা।
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ,
সোনার সোনায় কীবা প্রয়োজন?
দেহ-কূল ছাড়ি নেমেছে মনের অকূল নিরঞ্জনা।
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দনা।
আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা॥

৯

আমি জানি, ওরা বুঝিতে পারে না তোরে।
নিশীথে ঘুমালে কুমারী বালিকা, বধূ জাগিয়াছে ভোরে!
ওরা সাঁতরিয়া ফিরিতেছে ফেনা,
শুক্তি যে ডোব – বুঝিতে পারে না!
মুক্তা ফলেছে – আঁখির ঝিনুক ডুবেছে আঁখির লোরে।
বোঝা কত ভার হলে – হৃদয়ের ভরাডুবি হয়, ওরে,
অভাগিনি নারী, বুঝাবি কেমন করে॥

কৃষ্ণনগর
৩২ শ্রাবণ, ১৩৩৪

এ মোর অহংকার
নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন, এ মোর অহংকার!
এমনই চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই। আমার স্বপনে
তুমি নিখিল রূপের রানি মানস-আসনে! –

সবাই যখন তোমায় ঘিরে করবে কলরব,
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে রচব তোমার স্তব।
রচব সুরধুনী-তীরে
আমার সুরের উর্বশীরে,
নিখিল কণ্ঠে দুলবে তুমি গানের কণ্ঠ-হার –
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার!

যেদিন আমি থাকব নাকো, থাকবে আমার গান,
বলবে সবাই, "কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?"
আকাশ-ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রাহারা,
সখার সাথে জাগবে রাতে, চাইবে আকাশে,
আমার গানে পড়বে মনে আমায় আভাসে!

বুকের তলা করবে ব্যথা, বলবে কাঁদিয়া,
"বন্ধু! সে কে তোমার গানের মানসী প্রিয়া?"
হাসবে সবাই, গাইবে গীতি,–
তুমি নয়ন-জলে তিতি
নতুন করে আমার গানে আমার কবিতায়
গহিন নিরালাতে বসে খুঁজবে আপনায়!
রাখতে যেদিন নারবে ধরা তোমায় ধরিয়া,
ওরা সবাই ভুলবে তোমায় দুদিন স্মরিয়া,
আমার গানের অশ্রুজলে
আমার বাণীর পদ্মদলে
দুলবে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা!
রইবে শুধু বাণী, সেদিন রইবে নাকো বীণা!

তৃষ্ণা-'ফোরাত'-কূলে কবে 'সাকিনা'১ -সমা
এক লহমার হলে বধূ, হায় মনোরমা!
মুহূর্ত সে কালের রেখা
আমার গানে রইল লেখা
চিরকালের তরে প্রিয়! মোর সে শুভক্ষণ
মরণ-পারে দিল আমায় অনন্ত জীবন।

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহংকার!
এই তো আমার চোখের জলে,
আমার গানে সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,

নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাকছ ইশারায়!...
চাই না তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই না এ ধুলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে!
    ঊর্ধ্বে তোমার – তুমি দেবী,
    কি হবে মোর সে-রূপ সেবি!
চাই না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুঃখে অভিমানে নয়ন টলমল!

যেমন করে খেলতে তুমি কিশোর বয়সে –
মাটির মেয়ের দিতে বিয়ে মনের হরষে,
    বালু দিয়ে গড়তে গেহ,
    জাগত বুকে মাটির স্নেহ,
ছিল না তো স্বর্গ তখন সূর্য তারা চাঁদ,
তেমনি করে খেলবে আবার পাতবে মায়া-ফাঁদ!

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটিরে,
খুশির রঙে করবে সোনা ধূলি-মুঠিরে।
    আধখানা চাঁদ আকাশ পরে
    উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকি আধখানা হাসবে ধরাতে,
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে!
তুমি আমার বকুল যূথী – মাটির তারা-ফুল
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পারসি দুল!
    কুসমি-রাঙা শাড়িখানি
    চৈতি সাঁঝে পড়বে রানি,
আকাশ-গাঙে জাগবে জোয়ার রঙের রাঙা বান,
তোরণ-দ্বারে বাজবে করুণ বারোয়াঁ মুলতান।

আমার-রচা গানে তোমায় সেই বেলাশেষে
এমনই সুরে চাইবে কেহ পরদেশি এসে!
    রঙিন সাঁঝে ওই আঙিনায়
    চাইবে যারা, তাদের চাওয়ায়
আমার চাওয়া রইবে গোপন! – এ মোর অভিমান,
যাচবে যারা তোমায়, রচি তাদের তরে গান!

নাই বা দিল ধরা আমায় ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ংবর-সভায়!
    তোমার রূপে আমার ভুবন
    আলোয় আলোয় হল মগন,
কাজ কি জেনে কাহার আশায় গাঁথছ ফুল-হার

আমি তোমায় গাঁথছি মালা এ মোর অহংকার!

কৃষ্ণনগর
২৬ চৈত্র, ১৩৩৪

চক্রবাক

উৎসর্গ
বিরাট-প্রাণ, কবি দরদি –
প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীচরণারবিন্দেষু

দেখিয়াছি হিমালয়, করিনি প্রণাম,
দেবতা দেখিনি, দেখিয়াছি স্বর্গধাম।...
সেদিন প্রথম যবে দেখিনু তোমারে,
হে বিরাট মহাপ্রাণ, কেন বারে বারে
মনে হল এত দিনে দেখিনু দেবতা!
চোখ পুরে এল জল, বুক পুরে কথা।
ঠেকিল ললাটে কর আপনি বিস্ময়ে,
নব লোকে দেখা যেন নব পরিচয়ে।

কোথায় যেন দেখিছিনু কবে কোন লোকে,
সে-স্মৃতি দেখিনু তব অশ্রুসিক্ত চোখে।
চলিতে চলিতে পথে দূর পথচারী
আসিলাম তব দ্বারে, বাহু আগুসারি
তুমি নিলে বক্ষে টানি, কহ নাই কথা,
না কহিতে বুঝেছিলে ভিখারির ব্যথা।
মুছায়ে পথের ধূলি অফুরান স্নেহে –
নিন্দা-গ্লানি-কলঙ্কের কাঁটা-ক্ষত দেহে
বুলাইয়ে ব্যথা-হরা স্নিগ্ধ শান্ত কর,
দেখিনু দেবতা আজও আছে ধরা পর!
নূতন করিয়া ভালো বাসিনু মানবে,
যাহারা দিয়াছে ব্যথা তাহাদেরই স্তবে
ভুরিয়া উঠিল বুক, গাহি নব গান।
ভুলি নাই, হে উদার, তব সেই দান!

উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ, চক্রবাক
তব শুভ্র বালুচরে, আবার নির্বাক

উড়িয়া গিয়াছে কবে, আজও তার স্মৃতি

হয়তো জাগিবে মনে শুনি মোর গীতি!

শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই
চর হতে আন-চরে, সেই গান গাই!...

ভালো বেসেছিলে মোরে, মোর কণ্ঠে গান,
সে-গান তোমারই পায়ে তাই দিনু দান!
– ওগো ও চক্রবাকী
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হল যে চক্রবাকের আঁখি!
কোথা কোন লোকে কোন নদী পারে রহিলে গো তারে ভুলে?
হেথা সাথি তব ডেকে ডেকে ফেরে ধরণির কূলে কূলে।
দিবসে ঘুমালে সব ভুলে যার পাখায় বাঁধিয়া পাখা,
চঞ্চুতে যার আজিও তোমার চঞ্চুর চুমা আঁকা,
'রোদ লাগে' বলে যার ডানাতলে লুকাইতে নানা ছলে,
থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে কাঁপিয়া তবু কেন পলে পলে ;
ভাদরের পারা আদরের ধারা যাচিয়া যাহার কাছে
কায়ার পিছনে ছায়াটির মত ফিরিয়াছ পাছে পাছে, –
আজ সে যে হায় কাঁদিয়া তোমায় দিকে দিকে খুঁজে মরে,
ভীরু মোর পাখি! আঁধারে একাকী কোন বালুচরে?

সাড়া দেয় বন, শন শন শন – ওই শোন মোর ডাকে,
তটিনীর জল আঁখি ছলছল ফিরে চায় বাঁকে বাঁকে,
ফিরায়ে আমার প্রতিধ্বনিরে সান্ত্বনা দেয় গিরি,
ও-পারের তীরে জিরি জিরি পাতা ঝুরিতেছে ঝিরি ঝির
বিহগীর হায় ঘুম ভেঙে যায় বিহগ-পক্ষপুটে,
বলে, "বিরহিরে, মোর সুখ-নীড়ে আয় আয় আয় ছুটে?
জুড়াইব ব্যথা কাঁটা বিঁধে যথা সেথা দিব বুক পেতে,
ওই কাঁটা লয়ে বিবাগিনী হয়ে উরে যাব আকাশেতে!"
ঠোঁট-ভরা মধু আসে কুলবধূ, বলে, "আঁধারের পাখি,
নিশীথ নিঝুম চোখে নাই ঘুম, কারে এত ডাকাডাকি?
চলো তরুতলে, এই অঞ্চলে দিব সুখ-শেজ পাতি,
ভুলে কাননে ফুল তুলে মোরা কাটাইব সারা রাতি!"
অসীম আকাশ আছে মোর পাশ তারার দিপালী জ্বালি,
বলে, "পরবাসী! কোথা কাঁদ আসি? হেথ শুরু চোরাবালি?
তোমার কাঁদনে আমার আগুনে নিভে যায় তারা-বাতি,
তুমিও শূন্য আমিও শূন্য, এসো মোরা হব সাথি?"...
মানে না পরান, গেয়ে গেয়ে গান কূলে কূলে ফিরি ডাকি,
কোথা কোন কূলে রহিলে গো ভুলে আমার চক্রবাকী?
চাহি ও-পারের তীরে
কভু না পোহায় বিরহের রাতি এতই দীরঘ কি রে?

না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, বিরহের যবনিকা
পড়ে যায় মাঝে, নিভে যায় সাঁঝে মিলনের মরু-শিখা।
মিলনের কূল ভেঙে ভেঙে যায় বিরহের স্রোত-বেগে,
অধরের হাসি বাসি হয়ে ওঠে নিশিথ-প্রভাতের জেগে?

একা নদীতীরে গহন তিমিরে আমি কাঁদি মনোদুখে,
হয়তো কোথায় বাঁধিয়া কুলায় তুমি ঘুম যাও সুখে।
আমাদের মাঝে বহিছে যে নদী এজীবনে শুকাবে না,
কাটিবে যে নিশি, আসিবে প্রভাত – যতেক অচেনা চেনা
আসিবে সবাই ; আসিবে না তুমি তব চির-চেনা নীড়ে,
এ-পাড়ের ডাক ও-পার ঘুরিয়া এ-পারে আসিবে ফিরে?
হয়তো জাগিয়া দেখিব প্রভাতে, তোমারি আঁখির আগে
তুমি যাচিতেছ নবীন সাথির প্রেম নব অনুরাগে।
জানি গো আমার কাটিবে না আর এই বিরহের নিশি,
খুঁজিবে বৃথাই আঁধারের তোমায় দশদিকে দশ দিশি।

যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সেনদীর ধারে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে তখন তুমি –
খুঁজিবে সাগর-মরু-প্রান্তর গিরি দরি বনভূমি।
তাহারই আশায় রেখে যাই প্রিয়, ঝরা পালকের স্মৃতি –
এই বালুচরে ব্যথিতের স্বরে আমার বিরহ-গীতি!

যদি পথ ভুলে আস এই কূলে কোনদিন রাতে রানি,
প্রিয় ওগো প্রিয়, নিও তুলে নিয়ো ঝরা এ পালকখানি।
তোমারে পড়িছে মনে
  তোমারে পড়িছে মনে
  আজি নীপ-বালিকার ভীরু-শিহরণে,
  যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছলছল মুখে
  কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে –
তোমারে পড়িছে মনে।
হয়তো তেমনই আজি দূর বাতায়নে
  ঝিলিমিলি-তলে
ম্লান   লুলিত অঞ্চলে
  চাহিয়া বসিয়া আছ একা,
বারে বারে মুছে যায় আঁখি-জল লেখা।
বারে বারে নিভে যায় শিয়রের বাতি,
তুমি জাগ, জাগে সাথে বরষার রাতি।
    সিক্ত-পক্ষ পাখি
তোমার চাঁপার ডালে বসিয়া একাকী

হয়তো তেমনই করি ডাকিছে সাথিরে,
তুমি চাহি আছ শুধু দূর শৈল-শিরে।
তোমার আঁখির ঘন নীলাঞ্জন-ছায়া
গগনে গগনে আজ ধরিয়াছে কায়া। ...
আমি হেথা রচি গান নব নীপ-মালা –
স্মরণ-পারের প্রিয়া, একান্তে নিরালা
অকারণে! – জানি আমি জানি
তোমারে পাব না আমি এই গান এই মালাখানি
রহিবে তাদেরই কণ্ঠে– যাহাদেরে কভু
চাহি নাই, কুসুমে কাঁটার মতো জড়ায়ে রহিল যারা তবু।
বহে আজি দিশিহারা শ্রাবণের অশান্ত পবন
তারই মতো ছুটে ফেরে দিকে দিকে উচাটন মন,
খুঁজে যায় মোর গীত-সুর
কোথা কোন বাতায়নে বসি তুমি বিরহ-বিধুর।

তোমার গগনে নেভে বার বারে বিজলির দীপ,
আমার অঙ্গনে হেথা বিকশিয়া ঝরে যায় নীপ।
তোমার গগনে ঝরে ধারা অবিরল,
আমার নয়নে হেথা জল নাই, বুকে ব্যথা করে টলমল।
আমার বেদনা আজি রূপ ধরি শত গীত সুরে
নিখিল বিরহী-কণ্ঠে – বিরহিনী – তব তরে ঝুরে!

এ-পারে ও-পারে মোরা, নাই নাই কূল!
তুমি দাও আঁখি-জল, আমি দিই ফুল।
বাদল-রাতের পাখি
বাদল-রাতের পাখি!
কবে পোহায়েছে বাদলের রাতি, তবে কেন থাকি থাকি
কাঁদিছ আজিও ‘বউ কথা কও’শেফালির বনে একা,
শাওনে যাহারে পেলে না, তারে কি ভাদরে পাইবে দেখা?...
তুমি কাঁদিয়াছ ‘বউ কথা কও’সে-কাঁদনে তব সাথে
ভাঙিয়া পড়েছে আকাশের মেঘ গহিন শাওন-রাতে।
বন্ধু, বরষা-রাতি
কেঁদেছে যে সাথে সে ছিল কেবল বর্ষা-রাতেরই সাথে!
আকাশের জল-ভারাতুর আঁখি আজি হাসি-উজ্জ্বল ;
তেরছ-চাহনি জাদু হানে আজ, ভাবে তনু ঢল ঢল!
কমল-দিঘিতে কমল-মুখীরা অধরে হিঙ্গুল মাখে,
আলুথালু বেশ – ভ্রমরে সোহাগে পর্ণ-আঁচলে ঢাকে।
শিউলি-তলায় কুড়াইতে ফুল আজিকে কিশোরী মেয়ে
অকারণ লাজে চমকিয়া ওঠে আপনার পানে চেয়ে।
শালুকের কুঁড়ি গুঁজিছে খোঁপায় আবেশে বিধুরা বধূ,

মুকুলি পুষ্প কুমারীর ঠোঁটে ভরে পুষ্পল মধু।
আজি আনন্দ-দিনে
পাবে কি বন্ধু বধূরে তোমার, হাসি দেখে লবে চিনে?
সরসীর তীরে আম্রের বনে আজও যবে ওঠ ডাকি
বাতায়নে কেহ বলে কি, "কে তুমি বাদল-রাতের পাখি!
আজও বিনিদ্র জাগে কি সে রাতি তার বন্ধুর লাগি?
যদি সে ঘুমায় – তব গান শুনি চকিতে ওঠে কি জাগি?
ভিন-দেশি পাখি! আজিও স্বপন ভাঙিল না হায় তব,
তাহার আকাশে আজ মেঘ নাই – উঠিয়াছে চাঁদ নব!
ভরেছে শূন্য উপবন তার আজি নব নব ফুলে,
সে কি ফিরে চায় বাজিতেছে হায় বাঁশি যার নদীকূলে?
বাদলা-রাতের পাখি!
উড়ে চলো – যথা আজও ঝরে জল, নাহিকো ফুলের ফাঁকি!
স্তব্ধ-রাতে
থেমে আসে রজনির গীত-কোলাহল,
ওরে মোর সাথি আঁখি-জল,
  এইবার তুই নেমে আয় –
  অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়।

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল ;
কোন গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়,
উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়।
আঁখি-জল, তুই নেমে আয় -
বুক ছেড়ে নয়ন-পাতায়!...

  ওরে সুখবাদী
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তারে আজি?
  আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখবি রে কুয়াশায় ঢাকি?
ভিখারি সাজিলি যদি, কেন তবে দ্বারে
এসে ফিরে যাস নিতি অন্ধকারে?
পথ হতে আন-পথে কেঁদে যাস লয়ে ভিক্ষা-ঝুলি,
প্রাসাদ যাচিস যার তারেই রহিলি শুধু ভুলি?
সকলে জানিবে তোর ব্যথা,
শুধু সে-ই জানিবে না কাঁটা-ভরা ক্ষত তোর কোথা?
  ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী!
যাহারে সকল দিবি, তারে তুই দিলি শুধু বাণী?
সুরের সুরায় মেতে কতটুকু কমিল রে মর্মদাহ তোর?
গানের গহিনে ডুবে কতদিন লুকাইবি এই আঁখি-লোর?

কেবলই গাঁথিলি মালা, কার তরে কেহ নাহি জানে!
অকূলে ভাসায়ে দিস, ভেসে যায় মালা শূন্য-পানে।

সে-ই শুধু জানিল না, যার তরে এত মালা-গাঁথা,
জলে-ভরা আঁখি তোর, ঘুমে-ভরা আঁখি-পাতা।
কে জানে কাটিবে কিনা আজিকার অন্ধ এ নিশীথ,
হয়তো হবে না গাওয়া কাল তোর আধ-গাওয়া গীত,
হয়তো হবে না বলা, বাণীর বুদ্‌বুদে যাহা ফোটে নিশিদিন!
সময় ফুরায়ে যায় – ঘনায়ে আসিল সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন!
সময় ফুরায়ে যায়, চলো এবে, বলি আঁখি তুলি –
ওগো প্রিয়, আমি যাই, এই লহো মোর ভিক্ষা-ঝুলি!
ফিরেছি সকল দ্বারে, শুধু তব ঠাঁই
ভিক্ষা-পাত্র লয়ে করে কভু আসি নাই।

ভরেছে ভিক্ষার ঝুলি মানিকে মণিতে,
ভরে নাই চিত্ত মোর! তাই শূন্য-চিতে
এসেছি বিবাগি আজি, ওগো রাজা-রানি,
চাহিতে আসিনি কিছু! সংকোচে অঞ্চল মুখে দিয়ো নাকো টানি।
জানাতে এসেছি শধু– অন্তর-আসনে
সব ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে – যাহারে গোপনে
চলে গেছি বন-পথে একদা একাকী,
বুক-ভরা কথা লয়ে – জল-ভরা আঁখি।
চাহিনিকো হাত পেতে তারে কোনোদিন,
বিলায়ে দিয়েছি তারে সব, ফিরে পেতে দিইনিকো ঋণ!

ওগো উদাসিনী,
তব সাথে নাহি চলে হাটে বিকিকিনি।
কারও প্রেম ঘরে টানে, কেহ অবহেলে
ভিখারি করিয়া দেয় বহুদূরে ঠেলে!
জানিতে আসিনি আমি, নিমেষের ভুলে
কখনও বসেছ কি না সেই নদী-কূলে,
যার ভাটি-টানে –
ভেসে যায় তরি মোর দূর শূন্যপানে।
চাহি না তো কোন কিছু, তবু কেন রয়ে রয়ে ব্যাথা করে বুক,
সুখ ফিরি করে ফিরি, তবু নাহি সহা যায়
আজি আর এ-দুঃখের সুখ।...

আপনারে দলিয়া, তোমারে দলিনি কোনোদিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ব্যথা দিয়ে গেনু ঋণ।
বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ জাগার সাথি!
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি!
আজ হতে হল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।...

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি
কাঁদিতেছে চাঁদ, 'মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি'!
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায়, তন্দ্রায় ঢুলুঢুল,
ফিরে ফিরে চায়, দু হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল। –

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশাস লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন পাশে জাগিছ স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে
সারা রাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে! –
জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হত যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়ার! – তোমার শাখার পল্লবমর্মর
মনে হত যেন তারই কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারই আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দিঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির ঝির মির মির যেন তারই কুণ্ঠিত বাণী,
তোমায় শাখায় ঝুলানো তারির শাড়ি আঁচলখানি।
– তোমার পাখার হাওয়া
তারই অঙ্গুলি-পরশের মতো নিবিড় আদর-ছাওয়া!
ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি, – তোমারই সুনীল ঝালর দোলে
তেমনই আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি।
হয়তো স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশখানি,
বাতায়নে ঠেকি ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি।
বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন!
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, 'করো বিদায়ের আয়োজন!'
 – আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কী যে সাধ জাগে!
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মন হেন?
জানি – মুখে মুখে হবে না মোদের কোনদিন জানাজানি,

বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপানি!

হয়তো তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নাও তাই করে,
ক্ষতি কী তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে?
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোমতাজে লয়ে কারও প্রেমে রচে যদি তাজ-মল,
    –বলো তাহে কার ক্ষতি?
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী!...
হয়তো তোমার শাখায় কখনও বসেনি আসিয়া শাখী,
তোমার কুঞ্জে পত্রপুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি।
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
জেগেছে নিশীথে জাগেনিকো সাথে খুলি কেহ বাতায়ন।
–সব আগে আমি আসি
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথ, গিয়াছি গো ভালোবাসি!
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর, হোক বা না হোক দেখা।...

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি সারা দিনমান কারও ধ্যান ভাঙিব না।
–নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ। –

শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই আজিকে যাবার আগে –
ওই পল্লব-জাফরি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে – দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি?
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তবপাতা উঠিয়াছে দুলি?
তোমার পাতার হরিত আঁচলে চাঁদনি ঘুমাবে যবে,
মূর্ছিতা হবে সুখের আবেশে, –সে আলোর উৎসবে
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর?
তোমার নিশাস শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে?
খড়খড়ি খুলি চেয়ে রবে দূর অস্ত অলখ-লোকে? –
– অথবা এমনি করি
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন ধেয়ানে সারা দিনমান ভরি?

মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, ঊর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে!
তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে,

কী হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে!...

*　　　*　　　*

ভুল করে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি।
যদি ভুল করে কখনও এ মোর বাতায়ন যায় খুলি,
বন্ধ করিয়া দিয়ো পুন তায়!...তোমার জাফরি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে – মাটিতে পেলে না যাকে!
কর্ণফুলী
ওগো ও কর্ণফুলী,
উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।
যে লোনা জলের সিন্ধু-সিকতে নিতি তব আনাগোনা,
আমার অশ্রু লাগিবে না সখী তার চেয়ে বেশি লোনা!
তুমি শুধু জল করো টলমল ; নাই তব প্রয়োজন
আমার দু-ফোঁটা অশ্রুজলের এ গোপন আবেদন।
যুগ যুগ ধরি বাড়াইয়া বাহু তব দু-ধারের তীর
ধরিতে চাহিয়া পারেনি ধরিতে, তব জল-মঞ্জীর
বাজাইয়া তুমি ওগো গর্বিতা চলিয়াছ নিজ পথে!
কূলের মানুষ ভেসে গেল কত তব এ অকূল স্রোতে!
তব কূলে যারা নিতি রচে নীড় তারাই পেল না কূল,
দিশা কি তাহার পাবে এ অতিথি দুদিনের বুলবুল?
– বুঝি প্রিয় সব বুঝি,
তবু তব চরে চখা কেঁদে মরে চখিরে তাহার খুঁজি!

*　　　*　　　*

তুমি কি পদ্মা, হারানো গোমতী, ভোলে যাওয়া ভাগিরথী –
তুমি কি আমার বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতী?
দেশে দেশে ঘুরে পেয়েছি কি দেখা মিলনের মোহানায়,
স্থলের অশ্রু নিশেষ হইয়া যথায় ফুরায়ে যায়?
ওরে পার্বতী উদাসিনী, বল এ গৃহ-হারারে বল,
এই স্রোত তোর কোন পাহাড়ের হাড়-গলা আঁখি-জল?
বজ্র যাহারে বিঁধিতে পারেনি, উড়াতে পারেনি ঝড়,
ভূমিকম্পে যে টলেনি, করেনি মহাকালেরে যে ডর,
সেই পাহাড়ের পাষাণের তলে ছিল এত অভিমান?
এত কাঁদে তবু শুকায় না তার চোখের জলের বান?
তুই নারী, তুই বুঝিবি না নদী পাষাণ নরের ক্লেশ,
নারী কাঁদে – তার সে-আঁখিজলের একদিন শেষ।
পাষাণ ফাটিয়া যদি কোনোদিন জলের উৎস বহে,
সে জলের ধারা শাশ্বত হয়ে রহে রে চির-বিরহে!

নারীর অশ্রু নয়নের শুধু ; পুরুষের আঁখি-জল
বাহিরায় গলে অন্তর হতে অন্তরতম তল!
আকাশের মতো তোমাদের চোখে সহসা বাদল নেমে
রৌদ্রের তাত ফুটে ওঠে সখী নিমেষে সে মেঘ থেমে!

*   *   *

–ওগো ও কর্ণফুলী!
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন তরুণী কে জানে,
'সাম্পান'-নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে?
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান-ফুল গেল খুলি,
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী ?

যে গিরি গলিয়া তুমি বও নদী, সেথা কি আজিও রহি
কাঁদিছে বন্দী চিত্রকূটের যক্ষ চির-বিরহী?
তব এত জল একি তারই সেই মেঘদূত-গলা বাণী?
তুমি কি গো তার প্রিয়-বিরহের বিধুর স্মরণখানি?
ওই পাহাড়ে কি শরীরে স্মরিয়া ফারেসের ফরহাদ,
আজিও পাথর কাটিয়া করিছে জিন্দেগি বরবাদ?
সারা গিরি হল শিরী-মুখ হায়, পাহাড় গলিল প্রেমে,
গলিল না শিরী! সেই বেদনা কি নদী হয়ে এলে নেমে?
ওই গিরি-শিরে মজনুন কি গো আজিও দিওয়ানা হয়ে
লায়লির লাগি নিশিদিন জাগি ফিরিতেছে রোয়ে রোয়ে?
পাহাড়ের বুক বেয়ে সেই জল বহিতেছ তুমি কি গো? –
দুষ্মন্তের খোঁজ-আসা তুমি শকুন্তলার মৃগ?
মহাশ্বেতা কি বসিয়াছে সেথা পুণ্ডরীকের ধ্যানে? –
তুমি কি চলেছ তাহারই সে প্রেম নিরুদ্দেশের পানে? –
যুগে যুগে আমি হারায়ে প্রিয়ারে ধরণির কূলে কূলে
কাঁদিয়াছি যত, সে অশ্রু কি গো তোমাতে উঠেছে দুলে?

*   *   *

– ওগো চির উদাসিনী!
তুমি শোনো শুধু তোমারই নিজের বক্ষের রিনিরিনি।
তব টানে ভেসে আসিল যে লয়ে ভাঙা 'সাম্পান' তরি,
চাহনি তাহার মুখ-পানে তুমি কখনও করুণা করি।
জোয়ারে সিন্ধু ঠেলে দেয় ফেলে তবু নিতি ভাটি-টানে
ফিরে ফিরে যাও মলিন বয়ানে সেই সিন্ধুরই পানে!
বন্ধু, হৃদয় এমনই অবুঝ কারও সে অধীন নয়!

যারে চায় শুধু তাহারেই চায়– নাহি মনে লাজ ভয়।
বারে বারে যায় তারই দরজায়, বারে বারে ফিরে আসে!
যে আগুনে পুড়ে মরে পতঙ্গ – ঘোরে সে তাহারই পাশে!
তব জলে আমি ডুবে মরি যদি, নহে তব অপরাধ,
তোমার সলিলে মরিব ডুবিয়া, আমারই সে চির-সাধ!
আপনার জ্বালা মিটাতে এসেছি তোমার শীতল তলে,
তোমারে বেদনা হানিতে আসিনি আমার চোখের জলে!
অপরাধ শুধু হৃদয়ের সখী, অপরাধ কারও নয়!
ডুবিতে যে আসে ডুবে সে একাই, তটিনী তেমনই বয়!

*   *   *

সারিয়া এসেছি আমার জীবনে কূলে ছিল যত কাজ,
এসেছি তোমার শীতল নিতলে জুড়াইতে তাই আজ!
ডাকনিকো তুমি, আপনার ডাকে আপনি এসেছি আমি
যে বুকের ডাক শুনেছি শয়নে স্বপনে দিবস-যামি।
হয়তো আমারে লয়ে অন্যের আজও প্রয়োজন আছে,
মোর প্রয়োজন ফুরাইয়া গেছে চিরতরে মোর কাছে!
– সে কবে বাঁচিতে চায়,
জীবনের সব প্রয়োজন যার জীবনে ফুরায়ে যায়!

জীবন ভরিয়া মিটায়েছি শুধু অপরের প্রয়োজন,
সবার খোরাক জোগায়ে নেহারি উপবাসী মোরই মন!
আপনার পানে ফিরে দেখি আজ – চলিয়া গেছে সময়,
যা হারাবার তা হারাইয়া গেছে, তাহা ফিরিবার নয়!
হারায়েছি সব, বাকি আছি আমি, শুধু সেইটুকু লয়ে
বাঁচিতে পারিনা, যত চলি পথে তত উঠি বোঝা হয়ে!

বহিতে পারি না আর এই বোঝা, নামানু সে ভার হেথা;
তোমার জলের লিখনে লিখিনু আমার গোপন ব্যথা!
ভয় নাই প্রিয়, নিমেষে মুছিয়া যাইবে এ জল-লেখা,
তুমি জল – হেথা দাগ কেটে কভু থাকে না কিছুরই রেখা!
আমার ব্যথায় শুকায়ে যাবে না তব জল কাল হতে,
ঘূর্ণাবর্ত জাগিবে না তব অগাধ গভীর স্রোতে।
হয়তো ঈষৎ উঠিবে দুলিয়া, তারপর উদাসিনী,
বহিয়া চলিবে তব পথে তুমি বাজাইয়া কিঙ্কিণি!
শুধু লীলাভরে তেমনই হয়তো ভাঙিয়া চলিবে কূল,
তুমি রবে, শুধু রবে নাকো আর এ গানের বুলবুল!

তুষার-হৃদয় অকরুণা ওগো, বুঝিয়াছি আমি আজি –

দেওলিয়া হয়ে কেন তব তীরে কাঁদে ‘সাম্পান’-মাঝি!
শীতের সিন্ধু
ভুলি নাই পুনঃ তাই আসিয়াছি ফিরে
ওগো বন্ধু, ওগো প্রিয়, তব সেই তীরে!
কূল-হারা কূলে তব নিমেষের লাগি
খেলিতে আসিয়া হায় যে কবি বিবাগি
সকলই হারায়ে গেল তব বালুচরে, –
ঝিনুক কুড়াতে এসে – গেল আঁখি ভরে
তব লোনা জল লয়ে, –তব স্রোত-টানে
ভাসিয়া যে গেল দূর নিরুদ্দেশে পানে!
ফিরে সে এসেছে আজ বহু বর্ষ পরে,
চিনিতে পার কি বন্ধু, মনে তারে পড়ে?

বর্ষার জোয়ারে যারে তব হিন্দোলায়
দোলাইয়া ফেলে দিলে দুরাশা-সীমায়,
ফিরিয়া সে আসিয়াছে তব ভাটি-মুখে,
টানিয়া লবে কি আজ তারে তব বুকে?

খেলিতে আসিনি বন্ধু, এসেছি এবার
দেখিতে তোমার রূপ বিরহ-বিথার।
সেবার আসিয়াছিনু হয়ে কুতূহলী,
বলিতে আসিয়া – দিনু আপনারে বলি

কৃপণের সম আজ আসিয়াছি ফিরে
হারায়েছি মণি যথা সেই সিন্ধু-তীরে!
ফেরে না তা যা হারায় – মণি-হারা ফণী
তবু ফিরে ফিরে আসে! বন্ধু গো, তেমনি
হয়তো এসেছি বৃথা চোর বালুচরে!–
যে চিতা জ্বলিয়া, –যায় নিভে চিরতরে,
পোড়া মানুষের মন সে মহাশ্মাশানে
তবু ঘুরে মরে কেন, –কেন সে কে জানে!
প্রভাতে ঢাকিয়া আসি কবরের তলে
তারি লাগি আধ-রাতে অভিসারে চলে
অবুঝ মানুষ, হায়! – ওগো উদাসীন,
সে বেদনা বুঝবে না তুমি কোনোদিন!

হয়তো হারানো মণি ফিরে তারা পায়,
কিন্তু হায়, যে অভাগা হৃদয় হারায়
হারায়ে সে চিরতরে! এ জনমে তার
দিশা নাহি মিলে, বন্ধু! – তুমি পারাবার,

পারাপার নাহি তব, তোমার অতলে
যা ডোবে তা চিরতরে ডোবে আঁখিজলে!
জানিলে সাঁতার, বন্ধু, হইলে ডুবুরি,
করিতাম কবে তব বক্ষ হতে চুরি
রত্নহার! কিন্তু হায় জিনে শুধু মালা
কী হইবে বাড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা!
বন্ধু, তব রত্নহার মোর তরে নয় –
মালার সহিত যদি না মেলে হৃদয়!

হে উদাসী বন্ধু মোর, চির আত্মভোলা,
আজি নাই বুকে তব বর্ষার হিন্দোলা!
শীতের কুহেলি-ঢাকা বিষণ্ণ বয়ানে
কীসের করুণা মাখা! কূলের সিথানে
এলায়ে শিথিল দেহ আছ একা শুয়ে,
বিশীর্ণ কপোল বালু-উপাধানে থুয়ে!
তোমার কলঙ্কী বঁধু চাঁদ ডুবে যায়
তেমনই উঠিয়া দূর গগন-সীমায়,
ছায়া এসে পড়ে তার তোমার মুকুরে,
কায়াহীন মায়াবীর মায়া বুকে পূরে
ফুলে ফুলে কূলে কূলে কাঁদ অভিমানে,
আছাড়ি তরঙ্গ-বাহু ব্যর্থ শূন্য পানে!
যে কলঙ্কী নিশিদিন ধায় শূন্য পথে –
সে দেখে না, কোথা, কোন বাতায়ন হতে,
কে তারে চাহিয়াছে নিতি! সে খুঁজে বেড়ায়
বুকের প্রিয়ারে ত্যজি পথের প্রিয়ায়!

ভয় নাই বন্ধু ওগো, আসিনি জানিতে
অন্ত তব, পেতে ঠাঁই অন্তহীন চিতে!
চাঁদ না সে চিতা জ্বলে তব উপকূলে –
কে কবে ডুবিয়া হায়, পাইয়াছে তল?
এক ভাগ থল সেথা, তিন ভাগ জল!

এসেছি দেখিতে তারে সেদিন বর্ষায়
খেলিতে দেখেছি যারে উদ্দাম লীলায়
বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গে! সেদিন শ্রাবণে
ছলছল জল-চুড়ি-বলয়-কঙ্কণে
শুনিয়াছি যে-সঙ্গীত, যার তালে তালে
নেচেছে বিজলি মেঘে, শিখী নীপ-ডালে।
যার লোভে অতি দূর অস্তদেশ হতে
ছুটে এসেছিনু এই উদয়ের পথে! –

ওগো মোর লীলা-সাথি অতীত বর্ষার,
আজিকে শীতের রাতে নব অভিসার!
চলে গেছে আজি সেই বরষার মেঘ,
আকাশের চোখে নাই অশ্রুর উদ্‌বেগ,
গরজে না গুর গুর গগনে সে বাজ,
উড়ে গেছে দূর বনে ময়ূরীরা আজ,
রোয়ে রোয়ে বহে নাকো পুবালি বাতাস,
শ্বসে না ঝাউয়ের শাখে সেই দীর্ঘশ্বাস,
নাই সেই চেয়ে-থাকা বাতায়ন খুলি
সেই পথে – মেঘ যথা যায় পথ ভুলি।
না মানিয়া কাজলের ছলনা নিষেধ
চোখ ছেপে জল ঝরা, –কপোলের স্বেদ
মুছিবার ছলে আঁখি-জল মোছা সেই,
নেই বন্ধু, আজি তার স্মৃতিও সে নেই!

থর থর কাঁপে আজ শীতের বাতাস,
সেদিন আশার ছিল যে দীরঘ-শ্বাস –
আজ তাহা নিরাশায় কেঁদে বলে, হায় –
“ওরে মূঢ়, যে চায় সে চিরতরে যায়!
যাহারে রাখিবি তুই অন্তরের তলে
সে যদি হারায় কভু সাগরের জলে
কে তাহারে ফিরে পায়? নাই, ওরে নাই,
অকূলের কূলে তারে খুঁজিস বৃথাই!
যে-ফুল ফোটেনি ওরে তোর উপবনে
পুবালি হাওয়ার শ্বাসে বরষা-কাঁদনে,
সে ফুল ফুটিবে না রে আজ শীত-রাতে
দু ফোঁটা শিশির আর অশ্রুজল-পাতে!”

আমার সান্ত্বনা নাই জানি বন্ধু জানি,
শুনিতে এসেছি তবু – যদি কানাকানি
হয় তব কূলে কূলে আমার সে ডাক!
এ কূলে বিরহ-রাতে কাঁদে চক্রবাক,
ও কূলে শোনে কি তাহা চক্রবাকী তার?
এ বিরহ একি শুধু বিরহ একার?

কুহেলি-গুণ্ঠন টানি শীতের নিশীথে
ঘুমাও একাকী যবে, নিশব্দ সংগীতে
ভরে ওঠে দশ দিক, সে নিশীথে জাগি
ব্যথিয়া ওঠে না বুক কভু কাও লাগি?

গুণ্ঠন খুলিয়া কভু সেই আধরাতে
ফিরিয়া চাহ না তব কূলে কল্পনাতে?
চাঁদ সে তো আকাশের, এই ধরা-কূলে
যে চাহে তোমায় তারে চাহ না কি ভুলে?

তব তীরে অগস্ত্যের সম লয়েতৃষা
বসে আছি, চলে যায় কত দিবা-নিশা!
যাহারে করিতে পারি চুমুকেতে পান
তার পদতলে বসি গাহি শুধু গান!
জানি বন্ধু, এ ধরার মৃৎপাত্রখানি
ভরিতে নারিল যাহা – তারে আমি আনি
ধরিব না এ অধরে! এ মম হিয়ার
বিপুল শূন্যতা তাহে নহে ভরিবার!
আসিয়াছি কূলে আজ, কাল প্রাতে ঝুরে
কূল ছাড়ি চলে যাব দূরে বহুদূরে।

বলো বন্ধু, বলো, জয় বেদনার জয়!
যে-বিরহে কূলে কূলে নাহি পরিচয়,
কেবলই অনন্ত জল অনন্ত বিচ্ছেদ,
হৃদয় কেবলই হানে হৃদয়ে নিষেধ ;
যে-বিরহে গ্রহ-তারা শূন্যে নিশিদিন
ঘুরে মরে ; গৃহবাসী হয়ে উদাসীন –
উল্কা-সম ছুটে যায় অসীমের পথে,
ছোটে নদী দিশাহারা গিরিচূড়া হতে ;
বারে বারে ফোটে ফুল কণ্টক-শাখায়,
বারে বারে ছিঁড়ে যায় তবু না ফুরায়
মালা-গাঁথা যে-বিরহে, যে-বিরহে জাগে
চকোরী আকাশে আর কুমুদী তড়াগে ;
তব বুকে লাগে নিতি জোয়ারের টান,
যে-বিষ পিইয়া কণ্ঠে ফুটে ওঠে গান –
বন্ধু, তার জয় হোক! এই দুঃখ চাহি
হয়তো আসিব পুনঃ তব কূল বাহি।
হেরিব নতুন রূপে তোমারে আবার,
গাহিব নতুন গান। নব অশ্রুহার
গাঁথিব গোপনে বসি। নয়নের ঝারি
বোঝাই করিয়া দিব তব তীরে ডারি।
হয়তো বসন্তে পুনঃ তব তীরে তীরে
ফুটিবে মঞ্জরি নব শুষ্ক তরু-শিরে।
আসিবে নতুন পাখি শুনাইতে গীতি,
আসিবে নতুন পাখি শুনাইতে গীতি,

যেদিন ও বুকে তব শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে ধুধু মরুতল
পুড়িবে একাকী তুমি মরূদ্যান হয়ে
আসবি সেদিন বন্ধু, মম প্রেম লয়ে!
আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো বিদায়!
পথচারী
কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দুধারে দুকূল দুঃখ-সুখের – মাঝে আমি স্রোত-বারি!
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হতে
বিরাম-বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আনপথে।
নিজ বাস হল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণপরে
বাহিরিনু পথে গিরি-পর্বতে – ফিরি নাই আর ঘরে!
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে আসিলাম ছুটে চলে।

জননিরে ভুলি যে পথে পলায় মৃগ-শিশু বাঁশি শুনি,
যে পথে পালায় শশকেরা শুনি ঝরনার ঝুনঝুনি,
পাখি উড়ে যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,
সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিশুরা পলায় আকাশ-যানে, –
সেই পথ ধরে পলাইনু আমি! সেই হতে ছুটে চলি
গিরিদরি মাঠ পল্লির বাট সোজা বাঁকা শত গলি।
– কোন গ্রহ হতে ছিঁড়ি
উল্কার মতো ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি!

আমি ছুটে যাই জানি না কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
রচে নীড়, ভাবে উহাদেরই তরে এসেছি পাহাড় চিরে।
উহাদের বধূ কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,
আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপ-হারী!
উহারা দেখিল কেবলই আমার সলিলের শীতলতা,
দেখে নাই – জ্বলে কত চিতাগ্নি মোর কূলে কূলে কোথা!
–হায়, কত হতভাগী –
আমিই কি জানি – মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি!

বাজিয়াছে মোরা তটে-তটে জানি ঘটে-ঘটে কিঙ্কিণি,
জল-তরঙ্গে বেজেছে বধূর মধুর রিনিকি ঝিনি।
বাজায়াছে বেণু রাখাল-বালক তীর-তরুতলে বসি,
আমার সলিলে হেরিয়াছে মুখ দূর আকাশের শশী।
জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোরে দু-তীরে বিছায়ে স্নেহ,

দিঘি হতে ডাকে পদ্মমুখীরা, ‘থির হও বাঁধি গেহ!’

শুনি না – কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু।
সদাগর-জাদি মণি-মাণিক্যে বোঝাই করিয়া তরি
ভাসে মোর জলে, –‘ছল ছল’ বলে আমি দূরে যাই সরি!
আঁকড়িয়া ধরে দু-তীরে বৃথাই জড়ায়ে তন্তুলতা,
ওরা দেখে নাই আবর্ত মোর, মোর অন্তর-ব্যাথা।
লুকাইয়া আসে গোপনে নিশীথে কূলে মোর অভাগিনী,
আমি বলি চল ছল ছল ছল ওরে বধূ তোরে চিনি!
কূল ছেড়ে আয় রে অভিসারিকা, মরণ-অকূলে ভাসি!
মোর তীরে-তীরে আজও খুঁজে ফিরে তোরে ঘরছাড়া বাঁশি।
সে পড়ে ঝাঁপায়ে জলে,
আমি পথে ধাই – সে কবে হারায় স্মৃতির বালুকা-তলে!
জানি নাকো হায় চলেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,
চলেছি যতই তত সে অথই বাড়ে জল ক্ষণে ক্ষণে।
সম্মুখ-টানা ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই – এই আছে নাই – এই ঘর এই পর!
ওরে চল চল ছল ছল ছল কী হবে ফিরায়ে আঁখি?
তোরই তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরই সে চক্রবাকী!

ওরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যায় কূলের কুলায়-বাসী,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে আমার কাদায়-ছিটানো হাসি।
ওরা চলে যায়, আমি জাগি হায় লয়ে চিতাগ্নি শব,
ব্যথা-আবর্ত মোচড় খাইয়া বুকে করে কলরব!

ওরে বেনোজল, ছল ছল ছল ছুটে চল ছুটে চল!
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল চল পথচারী!
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র-বারি!
মিলন-মোহনায়
হায় হাবা মেয়ে, সব ভুলে গেলি দয়িতের কাছে এসে!
এত অভিমান এত ক্রন্দন সব গেল জলে ভেসে !
কূলে কূলে এত ভুলে ফুলে কাঁদা আছড়ি পিছাড়ি তোর,
সব ফুলে গেলি যেই বুকে তোরে টেনে নিল মনোচোর!
সিন্ধুর বুকে লুকাইলি মুখ এমনই নিবিড় করে,
এমনই করিয়া হারাইলি তুই আপনারে চিরতরে –
যে দিকে তাকাই নাই তুই নাই! তোর বন্ধুর বাহু
গ্রাসিয়াছে তোরে বুকের পাঁজরে – ক্ষুধাতুর কাল রাহু!

বিরহের কূলে অভিমান যার এমন ফেনায়ে উঠে,

মিলনের মুখে সে ফিরে এমনই পদতলে পড়ে লুটে?
এমনই করিয়া ভাঙিয়া পড়ে কি বুক-ভাঙা কান্নায়,
বুকে বুক রেখে নিবিড় বাঁধনে পিষে গুঁড়ো হয়ে যায়?
তোর বন্ধুর আঙুলের ছোঁয়া এমনই কি জাদু জানে,
আবেশে গলিয়া অধর তুলিয়া ধরিলি অধর পানে!
একটি চুমায় মিটে গেল তোর সব সাধ সব তৃষা,
ছিন্ন লতার মতন মুরছি পড়িলি হারায়ে দিশা!
– একটি চুমার লাগি
এতদিন ধরে এত পথ বেয়ে এলি বেয়ে এলি কি রে হতভাগি?

গাঙ-চিল আর সাগর-কপোত মাছ ধরিবার ছলে,
নিলাজি লো, তোর রঙ্গ দেখিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে।
দুধারের চর অবাক হইয়া চেয়ে আছে তোর মুখে,
সবার সামনে লুকাইলি মুখ কেমনে বঁধুর বুকে?
নীলিম আকাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মেঘের গুণ্ঠন ফেলে
বউ-ঝির মতো উঁকি দিয়ে দেখে কুতূহলী-আঁখি মেলে।
‘সাম্পান’-মাঝি খুঁজে ফেরে তোর ভাটিয়ালি গানে কাঁদি,
খুঁজিয়া নাকাল দুধারের খাল – তোর হেরেমের বাঁদি!
হায় ভিখারিনি মেয়ে,
ভুলিলি সবারে, ভুলিলি আপনা দয়িতেরে বুকে পেয়ে!
তোরই মতো নদী আমি নিরবধি কাঁদি রে প্রীতম লাগি,
জন্ম-শিখর বাহিয়া চলেছি তাহারই মিলন মাগি!
যার তরে কাঁদি – ধার করে তারই জোয়ারের লোনা জল
তোর মতো মোর জাগে না রে কভু সাধের কাঁদন-ছল।
আমার অশ্রু একাকী আমার, হয়তো গোপনে রাতে
কাঁদিয়া ভাসাই, ভেসে ভেসে যাই মিলনের মোহানাতে,
আসিয়া সেথায় পুনঃ ফিরে যাই। – তোর মতো সব ভুলে
লুটায়ে পড়ি না – চাহে না যে মোরে তারই রাঙ্গা পদমূলে!
যারে চাই তারে কেবলই এড়াই কেবলই দি তারে ফাঁকি ;
সে যদি ভুলিয়া আঁখি পানে চায় ফিরাইয়া লই আঁখি!
–তার তীরে যবে আসি
অশ্রু-উৎসে পাষাণ চাপিয়া অকারণে শুধু হাসি!
অভিমানে মোর আঁখিজল জমেকরকা-বৃষ্টিসম,
যারে চাই তারে আঘাত হানিয়া ফিরে যায় নির্মম!
একা মোর প্রেম ছুটিবে কেবলই নিচু প্রান্তর বেয়ে,
সে কভু ঊর্ধ্বে আসিবে না উঠে আমার পরশ চেয়ে –
চাহি না তাহারে! বুকে চাপা থাকা আমার বুকের ব্যথা,
যে বুক শূন্য নহে মোরে চাহি – হব নাকো ভার সেথা!
সে যদি না ডাকে কী হবে ডুবিয়া ও-গভীর কালো নীরে,
সে হউক সুখী, আমি রচে যাই স্মৃতি-তাজ তার তীরে!

মোর বেদনার মুখে চাপিয়াছি নিতি যে পাষাণ-ভার!
তা দিয়ে রচিব পাষাণ-দেউল সে পাষাণ-দেবতার!

কত স্রোতধারা হারাইছে কূল তার জলে নিরবধি,
আমি হারালাম বালুচরে তার, গোপন-ফাল্গুনদী!
গানের আড়াল
তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান –
এইটুকু শুধু রবে পরিচয়? আর সব অবসান?
অন্তর-তলে অন্তরতর যে ব্যাথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনোদিন পরিচয়?

হয়তো কেবলই গাহিয়াছি গান, হয়তো কহিনি কথা,
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারই প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রনরনি, –
উপকূলে বসে শুনেছ সে সুর, বোঝ নাই তার মানে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে সুর, দুলেছে দুল হয়ে শুধু কানে?

হায়, ভেবে নাহি পাই –
যে চাঁদ জাগালো সাগরে জোয়ার, সেই চাঁদই শোনে নাই
সাগরের সেই ফুলে ফুলে কাঁদা কূলে কূলে নিশিদিন?
সুরের আড়ালে মূর্ছনা কাঁদে,শোন নাই তাহা বীণ?
আমার গানের মালার সুবাস ছুঁল না হৃদয়ে আসি?
আমার বুকের বাণী হল শুধু তব কণ্ঠের ফাঁসি?

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে –
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে!
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ – প্রভাতেই তুমি জাগি
জানি, তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুষমা লাগি।
যে কাঁটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুল রক্তে ফাটিয়া পড়ি,
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি –
দেখ নাই তারে! – মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি!

ভোলো মোর গান, কী হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়!
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি –
কণ্ঠ পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি!
তুমি মোরে ভুলিয়াছ
তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক! –

সেদিন যে জ্বলেছিল দীপালি-আলোক
তোমার দেউল জুড়ি – ভুল তাহা ভুল!
সেদিন ফুটিয়াছিল ভুল করে ফুল
তোমার অঙ্গনে প্রিয়! সেদিন সন্ধ্যায়
ভুলে পেরেছিলে ফুল নোটন-খোঁপায়!

ভুল করে তুলি ফুল গাঁথি বর-মালা
বেলাশেষে বারে বারে হয়েছ উতলা
হয়তো বা আর কারও লাগি!...আমি ভুলে
নিরুদ্দেশ তরি মোর তব উপকূলে
না চাহিতে বেঁধেছিনু, গেয়েছিনু গান,
নীলাভ তোমার আঁখি হয়েছিল ম্লান
হয়তো বা অকারণে! গোধূলি বেলায়
তোমার ও-আঁখিতলে! হয়তো তোমার
পড়ে মনে, কবে যেন কোন লোকে কার
বধূ ছিলে ; তারই কথা শুধু মনে পড়ে!
–ফিরে যাও অতীতের লোক-লোকান্তরে
এমনই সন্ধ্যায় বসি একাকিনী গেহে!
দুখানি আঁখির দীপ সুগভীর স্নেহে
জ্বালাইয়া থাক জাগি তারই পথ চাহি!
সে যেন আসিছে দূর তারা-লোক বাহি
পারাইয়া অসীমের অনন্ত জিজ্ঞাসা,
সে দেখেছে তব দীপ, ধরণির বাসা!
শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অনন্ত সুন্দরী!
হায়, সেথা আমি কেন বাঁধিলাম তরি,
কেন গাহিলাম গান আপনা পাসারি?
হয়তো সে গান মম তোমার ব্যথায়
বেজেছিল। হয় তো বা লেগেছিল তার পায়
আমার তরির ঢেউ। দিয়াছিল ধুয়ে
চরণ-অলক্ত তব। হয়তো বা ছুঁয়ে
গিয়েছিল কপোলের আকুল কুন্তল
আমার বুকের শ্বাস। ও-মুখ-কমল
উঠেছিল রাঙা হয়ে। পদ্মের কেশর
ছুঁইলে দখিনা বায়, কাঁপে থরথর
যেমন কমল-দল ভঙ্গুর মৃণালে
সলাজ সংকোচে সুখে পল্লব-আড়ালে,
তেমনই ছোঁয়ায় মোর শিহরি শিহরি
উঠেছিল বারে বারে সারা দেহ ভরি!

চেয়েছিলে আঁখি তুলি, ডেকেছিল যেন

প্রিয় নাম ধরে মোর – তুমি জান, কেন!
তরি মম ভেসেছিল যে নয়ন-জলে
কূল ছাড়ি নেমে এলে সেই সে অতলে।
বলিলে,– “অজানা বন্ধু, তুমি কী গো সেই,
জ্বালি দীপ গাঁথি মালা যার আশাতেই
কূলে বসে একাকিনী যুগ যুগ ধরি
নেমে এসো বন্ধু মোর ঘাটে বাঁধ তরি!”
বিস্ময়ে রহিনু চাহি ও-মুখের পানে
কী যেন রহস্য তুমি – কী যেন কে জানে –
কিছুই বুঝিতে নারি! আহ্বানে তোমার
কেন জাগে অভিমান, জোয়ার দুর্বার
আমার আঁখির এই গঙ্গা যমুনায়!–
নিরুদ্দেশ যাত্রী, হায়, আসিলি কোথায়?
একি তোর ধেয়ানের সেই জাদুলোক,
কল্পনার ইন্দ্রপুরী? একি সেই চোখ
ধ্রুবতারাসম যাহা জ্বলে নিরন্তর
ঊর্ধ্বে তোর? সপ্তর্ষির অনন্ত বাসর?
কাব্যের অমরাবতী? একি সে ইন্দিরা,

তোরই সে কবিতা-লক্ষ্মী? –বিরহ-অধীরা
একি সেই মহাশ্বেতা, চন্দ্রপীড়-প্রিয়া?
উন্মাদফরহাদযারে পাহাড় কাটিয়া
সৃজিতে চাহিয়াছিল – একি সেই শিঁরী?
লায়লি এই কি সেই, আসিয়াছে ফিরি
কায়েসেরখোঁজে পুনঃ? কিছু নাহি জানি!
অসীম জিজ্ঞাসা শুধু করে কানাকানি
এপারে ওপারে, হায়!...তুমি তুলি আঁখি
কেবলই চাহিতেছিলে! দিনান্তের পাখি
বনান্তে কাঁদিতেছিল – ‘কথা কও বউ!’
ফাগুন ঝুরিতেছিল ফেলি ফুল-মউ!
কাহারে খুঁজিতেছিলে আমার এ চোখে
অবসান-গোধূলির মলিন আলোকে?
জিজ্ঞাসার, সন্দেহের শত আলো-ছায়া
ও-মুখে সৃজিতেছিল কী যেন কি মায়া!
কেবলই রহস্য হায়, রহস্য কেবল,
পার নাই সীমা নাই অগাধ অতল!
এ যেন স্বপনে-দেখা কবেকার মুখ,
এ যেন কেবলই সুখ কেবলই এ দুখ!
ইহারই স্ফুলিঙ্গ যেন হেরি রূপে রূপে,
এ যেন মন্দার-পুষ্প দেব-অলকায়!

যখন সবারে ভুলি। ধরার বন্ধন
যখন ছিঁড়িতে চাহি, স্বর্গের স্বপন
কেবলই ভুলাতে চায়, এই সে আসিয়া
রূপে রসে গন্ধে গানে কাঁদিয়া হাসিয়া
আঁকড়ি ধরিতে চাহে,–মাটির মমতা!
পরান-পোড়েনি শুধু, জানে নাকো কথা !
বুকে এর ভাষা নেই, চোখে নাই জল,
নির্বাক ইঙ্গিত শুদু শান্ত অচপল!
এ বুঝি গো ভাস্করের পাষাণ-মানসী
সুন্দর, কঠিন, শুভ্র। ভোরের ঊষসী,
দিনের আলোর তাপ সহিতে না জানে।
মাঠের উদাসী সুরে বাঁশরির তানে,
বাণী নাই, শুধু সুর, শুধু আকুলতা!
ভাষাহীন আবেদন দেহ-ভরা কথা।
এ যেন চেনার সাথে অচেনার মিশা, –
যত দেখি তত হায় বাড়ে শুধু তৃষা।
আসিয়া বসিলে কাছে দৃপ্ত মুক্তানন,
মনে হল – আমি দিঘি, তুমি পদ্মবন!
পূর্ণ হইলাম আজি, হয় হোক ভুল,
যত কাঁটা তত ফুল, কোথা এর তুল?
তোমারে ঘিরিয়া রব আমি কালো জল,
তরঙ্গের ঊর্ধ্বে রবে তুমি শতদল,
পুজারির পুষ্পাঞ্জলিসম। নিশিদিন
কাঁদিব ললাট হানি তীরে তৃপ্তিহীন!
তোমার মৃণাল-কাঁটা আমার পরানে
লুকায়ে রাখিব, যেন কেহ নাহি জানে।
...কত কী যে কহিলাম অর্থহীন কথা,
শত যুগ-যুগান্তের অন্তহীন ব্যথা।

শুনিলে সেসব জাগি বসিয়া শিয়রে,
বলিলে, “বন্ধু গো হের দীপ পুড়ে মরে
তিলে তিলে আমাদের সাথে! আর নিশি
নাই বুঝি, দিবা এলে দূরে যাব মিশি!
আমি শুধু নিশীথের।” যখন ধরণি
নীলিমা-মঞ্জুষা খুলি হেরে মুক্তামণি
বিচিত্র নক্ষত্রমালা – চন্দ্র-দীপ জ্বালি,
একাকী পাপিয়া কাঁদে ‘চোখ গেল’খালি,
আমি সেই নিশিথের। – আমি কই কথা,
যবে শুধু ফোটে ফুল, বিশ্ব তন্দ্রাহতা।
হয়তো দিবসে এলে নারিব চিনিতে,

তোমারে করিব হেলা, তব ব্যথা-গীতে
কেবলই পাইবে হাসি সবার সুমুখে,
কাঁদিলে হাসিব আমি সরল কৌতুকে,
মুছাব না আঁখি-জল। বলিব সবায়,
“তুমি শাঙনের মেঘ –যথায় তথায়
কেবলই কাঁদিয়া ফের, কাঁদাই স্বভাব!
আমি তো কেতকী নহি, আমার কি লাভ
ওই শাঙনের জলে? কদম্ব যূথীর
সখারে চাহি না আমি। শ্বেত-করবীর
সখী আমি। হেমন্তের সান্ধ্য-কুহেলিতে
দাঁড়াই দিগন্তে আসি, নিরশ্রু-সংগীতে
ভরে ওঠে দশ দিক! আমি উদাসিনী।
মুসাফির! তোমারে তো আমি নাহি চিনি!”

ডাকিয়া উঠিল পিক দূরে আম্রবনে
মুহুমুহু কুহুকুহু আকুল নিঃস্বনে।
কাঁদিয়া কহিনু আমি, “শুন, সখী শুন,
কাতরে ডাকিছে পাখি কেন পুনঃ পুনঃ!
চলে যাব কোন দূরে, স্বরগের পাখি
তাই বুঝি কেঁদে ওঠে হেন থাকি থাকি।
তোমারই কাজল আঁখি বেড়ায় উড়িয়া,
পাখি নয় – তব আঁখি ওই কোয়েলিয়া!”

হাসিয়া আমার বুকে পড়িলে লুটায়ে,
বলিলে, –“পোড়ারমুখি আম্রবনচ্ছায়ে
দিবানিশি ডাকে, শুনে কান ঝালাপালা!
জানি না তো কুহু-স্বরে বুকে ধরে জ্বালা!
উহার স্বভাব এই, তোমারই মতন
অকারণে গাহে গান, করে জ্বালাতন!
নিশি না পোহাতে বসি বাতায়ন-পাশে
হলুদ-চাঁপার ডালে, কেবলই বাতাসে
উহু উহু উহু করি বেদনা জানায়!
বুঝিতে নারিনু আমি পাখি ও তোমায়!”

নয়নের জল মোর গেল তলাইয়া
বুকের পাষাণ-তলে। উৎসারিত হিয়া
সহসা হারাল ধারা তপ্ত মরু-মাঝে।
আপনারে অভিশাপি ক্ষমাহীন লাজে!
কহিনু, “কে তুমি নারী, এ কি তব খেলা?
অকারণে কেন মোর ডুবাইলে ভেলা,

এ অশ্রু-পাথারে একা দিলে ভাসাইয়া?
দুহাতে আন্দোলি জল কূলে দাঁড়াইয়া,
অকরুণা, হাস আর দাও করতালি!

অদূরে নৌবতে বাজে ইমন-ভূপালি
তোমার তোরণ-দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
– তোমার বিবাহ বুঝি? ওই বাঁশুরিয়া
ডাকিছে বন্ধুরে তব?" যুঝি ঢেউ সনে
শুধানু পরান-পণে।...তুমি আনমনে
বারেক পশ্চাতে চাহি পড়িলে লুটায়ে
স্রোতজলে, সাঁতরিয়া আসি মম পাশে
'আমিও ডুবিব সাথে'বলিয়া তরাসে
জড়ায়ে ধরিলে মোরে বাহুর বন্ধনে!...
হইলাম অচেতন!... কিছু নাই মনে
কেমনে উঠিনু কূলে!... কবে সে কখন
জড়াইয়া ধরেছিলে মালার মতন
নিশীথে পাথার-জলে, – শুধু এইটুকু
সুখ-স্মৃতি ব্যথা সম চির-জাগরূক
রহিল বুকের তলে!... আর কিছু নাই!...
তোমারে খুঁজিয়া ফিরি এ কূলে বৃথাই,
হে চীর রহস্যময়ী!ও কূলে দাঁড়ায়ে
তেমনই হাসিছ তুমি সান্ধ্য-বনচ্ছায়ে
চাহিয়া আমার মুখে! তোমার নয়ন
বলিছে সদাই যেন, 'ডুবিয়া মরণ
এবার হল না, সখা! আজও যায় সাধ
বাঁচিতে ধরার পরে। স্বপনের চাঁদ
হয়তো বা দিবে ধরা জাগ্রত এলোকে,
হয়তো নামিবে তুমি অশ্রু হয়ে চোখে,
আসিবে পথিক-বন্ধু হয়ে প্রিয়তম
বুকের ব্যাথায় মোর – পুষ্পে গন্ধ সম!
অঞ্জলি হইতে নামি তোমার পূজার
জড়াইয়া রব বক্ষে হয়ে কণ্ঠহার!'

নিশীথের বুক-চেরা তব সেই স্বর,
সেই মুখ সেই চোখ করুণা-কাতর
পদ্মা-তীরে-তীরে রাতে আজও খুঁজে ফিরি!
কত নামে ডাকি তোমা, – "মহাশ্বেতা, শিঁরী,
লায়লি, বকৌলি, তাজ, দেবী, নারী, প্রিয়া!"
– সাড়া নাহি মিলে কারও! ফুলিয়া ফুলিয়া
বয়ে যায় মেঘনার তরঙ্গ বিপুল,

কখনও এ-কূল ভাঙে কখনও ও-কূল!
পার হতে নারি এই তরঙ্গের বাধা,
ও যেন ‘এসো না’ বলে পায়ে ধরে-কাঁদা
তোমার নয়ন-স্রোত! ও যেন নিষেধ,
বিধাতার অভিশাপ, অনন্ত বিচ্ছেদ,
স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝে যেন যবনিকা!...
আমাদের ভাগ্যে বুঝি চিররাত্রি লিখা!
নিশীথের চখাচখি, দুইপারে থাকি
দুইজনে দুইজন ফিরি সদা ডাকি!
কোথা তুমি? তুমি কোথা? যেন মনে লাগে,
কত যুগ দেখি নাই! কত জন্ম আগে
তোমারে দেখেছি কোন নদীকূলে গেহে,
জ্বালো দীপ বিষাদিনী ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে!
বারে বারে কাঁপে, আকাশ-দীপিকা
কাঁপে তারারাজি - যেন আঁখি-পাতা তব,–
এইটুকু পড়ে মনে! কবে অভিনব
উঠিলে বিকশি তুমি আমার মাঝে,
দেখি নাই! দেখিব না - কত বিনা কাজে
নিজেরে আড়াল করি রাখিছ সতত
অপ্রকাশ সুগোপন বেদনার মতো।
আমি হেথা কূলে কূলে ফিরি আর কাঁদি,
কুড়ায়ে পাব না কিছু? বুকে যাহা বাঁধি
তোমার পরশ পাব – একটু সান্ত্বনা!
চরণ-অলক্ত-রাঙা দুটি বালুকণা,
একটি নূপুর, ম্লান বেণি-খসা ফুল,
করবীর সোঁদা-ঘষা পরিমল-ধুল,
আধখানি ভাঙা চুড়ি রেশমি কাচের,
দলিত বিশুষ্ক মালা নিশি-প্রভাতের,
তব হাতে লেখা মম প্রিয় ডাক-নাম
লিখিয়া ছিঁড়িয়া-ফেলা আধখানি খাম,
অঙ্গের সুরভি-মাখা ত্যক্ত তপ্ত বাস,
মহুয়ার মদ সম মদির নিশ্বাস
পুরবের পরিস্থান হতে ভেসে-আসা, –
কিছুই পাব না খুঁজি? কেবলই দুরাশা।
কাঁদিবে পরান ঘিরি? নিরুদ্দেশ পানে
কেবলই ভাসিয়া যাব শ্রান্ত ভাটি-টানে?
তুমি বসি রবে ঊর্ধ্বে মহিম-শিখরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ-দেবী? কভু মোর তরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ-দেবী? কভু মোর তরে
নামিবে না প্রিয়া-রূপে ধরার ধুলায়?

লো কৌতুকময়ী! শুধু কৌতুক-লীলায়
খেলিবে আমারে লয়ে? –আর সবই ভুল?
ভুল করে ফুটেছিল আঙিনায় ফুল?
ভুল করে বলেছিলে সুন্দর? অমনি –
ঢেকেছ দুহাতে মুখ ত্বরিতে তখনই!
বুঝি কেহ শুনিয়াছে, দেখিয়াছে কেহ
ভাবিয়া আঁধার কোণে লীলায়িত দেহ
লুকাওনি সুখে লাজে? কোন শাড়িখানি
পরেছিলে বাছি বাছি সে সন্ধ্যায় রানি?
হয়তো ভুলেছ তুমি, আমি ভুলি নাই!
যত ভাবি ভুল তাহা – তত সে জড়াই
সে ভুলে সাপিনিসম বুকে ও গলায়!
বাসি লাগে ফুলমেলা। – ভুলের খেলায়
এবার খোয়াব সব, করিয়াছি পণ।
হোক ভুল, হোক মিথ্যা, হোক এ স্বপন,
–এইবার আপনারে শূন্য রিক্ত করি
দিয়া যাব মরণের আগে! পাত্র ভরি
করে যাব সুন্দরের করে বিষপান!
তোমারে অমর করি করিব প্রয়াণ
মরণের তীর্থযাত্রী!
    ওগো, বন্ধু প্রিয়,
এমনই করিয়া ভুল দিয়া ভুলাইয়ো
বারে বারে জন্মে জন্মে গ্রহে গ্রহান্তরে!
ও-আঁখি-আলোক যেন ভুল করে পড়ে
আমার আঁখির পরে। গোধূলি-লগনে
ভুল করে হই বর, তুমি হও কনে
ক্ষণিকের লীলা লাগি! ক্ষণিকের চমকি
অশ্রুর শ্রাবণ-মেঘে হারাইয়া সখী!...

তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তাই সত্য হোক!
নিশি-শেষে নিভে গেছে দীপালি-আলোক!
সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর
তোমার পরশ লভি হইনু সুন্দর –
– তুমি তাহা জানিলে না!
  ...সত্য হোক প্রিয়া
দীপালি জ্বলিয়াছিল – গিয়াছে নিভিয়া!
হিংসাতুর
হিংসাই শুধু দেখেছ এ চোখে? দেখ নাই আর কিছু?
সম্মুখে শুধু রহিলে তাকায়ে, চেয়ে দেখিলে না পিছু!
সম্মুখ হতে আঘাত হানিয়া চলে গেল যে-পথিক

তার আঘাতেরই ব্যথা বুকে ধরে জাগ আজও অনিমিখ?
তুমি বুঝিলে না, হায়,
কত অভিমানে বুকের বন্ধু ব্যথা হেনে চলে যায়!

আঘাত তাহার মনে আছে শুধু, মনে নাই অভিমান?
তোমারে চাহিয়া কত নিশি জাগি গাহিয়াছে কত গান,
সে জেগেছে একা – তুমি ঘুমায়েছ বেভুল আপন সুখে,
কাঁটার কুঞ্জে কাঁদিয়াছে বসি সে আপন মনোদুখে,
কুসুম-শয়নে শুইয়া আজিকে পড়ে না সেসব মনে,
তুমি তো জান না, কত বিষজ্বালা কণ্ঠক-দংশনে!
তুমি কি বুঝিবে বালা,
যে আঘাত করে বুকের প্রিয়ারে, তার বুকে কত জ্বালা!

ব্যথা যে দিয়াছে – সম্মুখে ভাসে নিষ্ঠুর তার কায়া,
দেখিলে না তব পশ্চাতে তারই অশ্রু-কাতর ছায়া!..
অপরাধ শুধু মনে আছে তার, মনে নাই কিছু আর?
মনে নাই, তুমি দলেছ দুপায়ে কবে কার ফুলহার?
কাঁদয়ে কাঁদিয়া সে রচেছে তার অশ্রুর গড়খাই,
পার হতে তুমি পারিলে না তাহা, সে-ই অপরাধী তাই?
সে-ই ভালো, তুমি চিরসুখী হও, একা সে-ই অপরাধী!
কী হবে জানিয়া, কেন পথে পথে মরুচারী ফেরে কাঁদি!

হয়তো তোমারে করেছে আঘাত, তবুও শুধাই আজি,
আঘাতের পিছে আরও কিছু কি গো ও বুকে ওঠেনি বাজি?
মনে তুমি আজ করিতে পার কি –তব অবহেলা দিয়া
কত যে কঠিন করিয়া তুলেছ তাহার কুসুম-হিয়া?
মানুষ তাহারে করেছ পাষাণ–সেই পাষাণের ঘায়
মুরছায়ে তুমি পড়িতেছ বলে সেই অপরাধী হায়?
তাহারই সে অপরাধ –
যাহার আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে তোমার মনের বাঁধ!

কিন্তু কেন এঅভিযোগ আজি? সে তো গেছে সব ভুলে!
কেন তবে আর রুদ্ধ দুয়ার ঘা দিয়া দিতেছে খুলে?
শুষ্ক যে-মালা আজিও নিরালা যত্নে রেখেছে তুলি
ঝরায়ো না আর নাড়া দিয়ে তার পবিত্র ফুলগুলি!
সেই অপরাধী, সেই অমানুষ, যত পার দাও গালি!
নিভেছে যে-ব্যথা দয়া করে সেথা আগুন দিয়ো না জ্বালি!
‘মানুষ’, ‘মানুষ’শুনে শুনে নিতি কান হল ঝালাপালা!
তোমরা তারেই অমানুষ বল – পায়ে দল যার মালা!
তারই অপরাধ – যে তার প্রেম ও অশ্রুর অপমানে

আঘাত করিয়া টুটায়ে পাষাণ অশ্রু-নিঝর আনে!
কবি অমানুষ – মানিলাম সব! তোমার দুয়ার ধরি
কবি না মানুষ কেঁদেছিল প্রিয় সেদিন নিশীথ ভরি?
দেখেছ ঈর্ষা – পড়ে নাই চোখে সাগরের এত জল?
শুকালে সাগর –দেখিতেছ তার সাহারার মরুতল!
হয়তো কবিই গেয়েছিল গান, সে কি শুধু কথা – সুর
কাঁদিয়াছিল যে - তোমারই মতো সে মানুষ বেদনাতুর!
কবির কবিতা সে শুধু খেয়াল? তুমি বুঝিবে না, রানি,
কত জ্বাল দিলে উনুনের জলে ফোটে বুদ্‌বুদ্‌-বাণী!
তুমি কী বুঝিবে, কত ক্ষত হয়ে বেণুর বুকের হাড়ে
সুর ওঠে হায়, কত ব্যথা কাঁদে সুর-বাঁধা বীণা-তারে!

সেদিন কবিই কেঁদেছিল শুধু? মানুষ কাঁদেনি সাথে?
হিংসাই শুধু দেখেছ, দেখনি অশ্রু নয়ন-পাতে?
আজও সে ফিরিছে হাসিয়া গাহিয়া? –হায়, তুমি বুঝিবে না,
হাসির ফুর্তি উড়ায় যে – তার অশ্রুর কত দেনা!

বর্ষা-বিদায়

ওগো বাদলের পরি!
যাবে কোন দূরে, ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরি!
ওগো ও ক্ষণিকা, পুব-অভিসার ফুরাল কি আজি তব?
পহিল ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন দেশ অভিনব?

তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া-রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু।
কুমারীর ভীরু বেদনা-বিধুর প্রণয়-অশ্রুসম
ঝরিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।
ওগো ও কাজলের মেয়ে,
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে।
কাশফুল সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরির উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে।
ওগো ও জলের দেশের কন্যা! তব ও বিদায়-পথে
কাননে কাননে কদম-কেশর ঝরিছে প্রভাত হতে।
তোমার আদরে মুকুলিতা হয়ে উঠিল যে বল্লরি
তরুর কণ্ঠ জড়াইয়া তারা কাঁদে দিবানিশি ভরি।
‘বউ-কথা-কও’পাখি
উড়ে গেছে কোথা, বাতায়নে বৃথা বউ করে ডাকাডাকি।
চাঁপার গেলাস গিয়াছে ভাঙিয়া, পিয়াসি মধুপ এসে
কাঁদিয়া কখন গিয়াছে উড়িয়া কমল-কুমুদী-দেশে।
তুমি চলে যাবে দূরে,
ভাদরের নদী দুকূল ছাপায়ে কাঁদে ছলছল সুরে!

যাবে যবে দূর হিমগিরিশিরে, ওগো বাদলের পরি,
ব্যথা করে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহারেও স্মরি?
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার, নির্মম শুভ্রতা, –
কে জানে কী ভালো বিধুর ব্যথা – না মধুর পবিত্রতা!
সেথা মহিমার ঊর্ধ্ব শিখরে নাই তরলতা হাসি,
সেথা রজনির রজনিগন্ধা প্রভাতে হয় না বাসি।
সেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা-নূপুর খুলি,
চলিতে চকিতে চমকি উঠ না, কবরী উঠে না দুলি।

সেথা রবে তুমি ধেয়ান-মগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি 'ফটিক-জল'।
সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে
দেখা দিলে রাঙা মৃত্যুর রূপে এতদিনের কি গো রানি?
মিলন-গোধূলি-লগনে শুনালে চির-বিদায়ের বাণী।
  যে ধূলিতে ফুল ঝরায় পবন
  রচিলে সেথায় বাসর-শয়ন,
বারেক কপোলে রাখিয়া কপোল, ললাটে কাঁকন হানি,
দিলে মোর পরে সকরুণ করে কৃষ্ণ কাফন টানি।

নিশি না পোহাতে জাগায়ে বলিলে, 'হল যে বিদায় বেলা।"
তব ইঙ্গিতে ও-পার হইতে এপারে আসিল ভেলা।
  আপনি সাজালে বিদায়ের বেশে
  আঁখি-জল মম মুছাইলে হেসে,
বলিলে, 'অনেক হইয়াছে দেরি, আর জমিবে না খেলা!
সকলের বুকে পেয়েছ আদর, আমি দিনু অবহেলা।'

'চোখ গেল উহু চোখ গেল'বলে কাঁদিয়া উঠিল পাখি,
হাসিয়া বলিলে, 'বন্ধু, সত্যি চোখ গেল ওর নাকি?'
  অকূল অশ্রু-সাগর-বেলায়
  শুধু বালু নিয়ে যে-জন খেলায়,
কী বলিব তারে, বিদায়-ক্ষণেও ভিজিল না যার আঁখি!
শ্বসিয়া উঠিল নিশীথ-সমীর, 'চোখ গেল'কাঁদে পাখি!
দেখিনু চাহিয়া ও-মুখের পানে – নিরশ্রু নিষ্ঠুর!
বুকে চেপে কাঁদি, প্রিয় ওগো প্রিয়, কোথা তুমি কত দূর?
  এত কাছে তুমি গলা জড়াইয়া
  কেন হুহু করে ওঠে তবু হিয়া,
কী যেন কী কীসের অভাব এ বুকে ব্যথা-বিধুর!
চোখ-ভরা জল, বুক-ভরা কথা, কণ্ঠে আসে না সুর।

হেনার মতন বক্ষে পিষিয়া করিনু তোমারে লাল,
ঢলিয়া পড়িলে দলিত কমল জড়ায়ে বাহু-মৃণাল!
  কেঁদে বলি, ‘প্রিয়া, চোখে কই জল?
  হল না তো ম্লান চোখের কাজল!’
চোখের জল নাই – উঠিল রক্ত – সুন্দর কঙ্কাল!
বলিলে, ‘বন্ধু, চোখেরই তো জল, সে কি রহে চিরকাল?’

ছল ছল ছল কেঁদে চলে জল, ভাঁটি-টানে ছুটে তরি,
সাপিনির মতো জড়াইয়া ধরে শশীহীন শর্বরী।
  কূলে কূলে ডাকে কে যেন, ‘পথিক,
  আজও রাঙা হয়ে ওঠেনি তো দিক!
অভিমানী মোর! এখনই ছিঁড়িবে বাঁধন কেমন করি?
চোখে নাই জল – বক্ষের মোর ব্যথা তো যায়নি মরি!’

কেমনে বুঝাই কী যে আমি চাই, চির-জনমের প্রিয়া!
কেমনে বুঝাই – এত হাসি গাই তবু কাঁদে কেন হিয়া!
  আছে তব বুকে করুণার ঠাঁই,
স্বর্গের দেবী – চোখে জল নাই!
কত জীবনের অভিশাপ এ যে, কতবার জনমিয়া –
পারিজাত-মালা ছুঁইতে শুকালে – হারাইলে দেখা দিয়া।

ব্যর্থ মোদের গোধূলি-লগন এই সে জনমে নহে,
বাসর-শয়নে হারায়ে তোমায় পেয়েছি চির-বিরহে!
  কত সে লোকের কত নদনদী
  পারায়ে চলেছি মোরা নিরবধি,
মোদের মাঝারে শত জনমের শত সে জলধি বহে।
বারেবারে ডুবি বারেবারে উঠি জন্ম-মৃত্যু-দহে!

বারে বারে মোরা পাষাণ হইয়া আপনারে থাকি ভুলি,
ক্ষণেকের তরে আসে কবে ঝড়, বন্ধন যায় খুলি।
  সহসা সে কোন সন্ধ্যায়, রানি,
  চকিতে হয় গো চির-জানাজানি!
মনে পড়ে যায় অভিশাপ-বাণী, উড়ে যায় বুলবুলি।
কেঁদে কও, ‘প্রিয়, হেথা নয়, হেথা লাগিয়াছে বহু ধূলি।’

মুছি পথধূলি বুকে লবে তুলি মরণের পারে কবে,
সেই আশে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে!
  কে জানিত হায় মরমের মাঝে
  এমন বিয়ের নহবত বাজে!
নবজীবনের বাসর-দুয়ারে কবে ‘প্রিয়া’‘বধূ’হবে –

সেই সুখে, প্রিয়া, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে!
অপরাধ শুধু মনে থাক
মোর অপরাধ শুধু মনে থাক!
আমি হাসি, তার আগুনে আমারই
অন্তরহোক পুড়ে খাক!
অপরাধ শুধু মনে থাক!

নিশীথের মোর অশ্রুর রেখা
প্রভাতে কপোলে যদি যায় দেখা,
তুমি পড়িয়ো না সে গোপন লেখা
গোপনে সে লেখা মুছে যাক
অপরাধ শুধু মনে থাক!

এ উপগ্রহ কলঙ্ক-ভরা
তবু ঘুরে ঘিরি তোমারই এ ধরা,
লইয়া আপন দুখের পসরা
আপনি সে খাক ঘুরপাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক!

জ্যোৎস্না তাহার তোমার ধরায়
যদি গো এতই বেদনা জাগায়,
তোমার বনের লতায় পাতায়
কালো মেঘে তার আলো ছাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক!

তোমার পাখির ভুলাইতে গান
আমি তো আসিনি, হানিনি তো বাণ,
আমি তো চাহিনি কোনো প্রতিদান,
এসে চলে গেছি নির্বাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক।
কত তারা কাঁদে কত গ্রহে চেয়ে
ছুটে দিশাহারা ব্যোমপথ বেয়ে,
তেমনই একাকী চলি গান গেয়ে
তোমারে দিইনি পিছু-ডাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক!

কত ঝরে ফুল, কত খসে তারা,
কত সে পাষাণে শুকায় ফোয়ারা,
কত নদী হয় আধ-পথে হারা,
তেমনই এ স্মৃতি লোপ পাক।

অপরাধ শুধু মনে থাক!

আঙিনায় তুমি ফুটেছিলে ফুল
এ দূর পবন করেছিল ভুল,
শ্বাস ফেলে চলে যাবে সে আকুল –
তব শাখে পাখি গান গাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক!

প্রিয় মোর প্রিয়, মোরই অপরাধ,
কেন জেগেছিল এত আশা সাধ!
যত ভালোবাসা, তত পরমাদ,
কেন ছুঁইলাম ফুল-শাখ।
অপরাধ শুধু মনে থাক!

আলোয়ার মতো নিভি,পুনঃ জ্বলি,
তুমি এসেছিলে শুধু কুতূহলী,
আলেয়াও কাঁদে কারও পিছে চলি –
এ কাহিনি নব মুছে যাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক!
আড়াল
আমি কি আড়াল করিয়া রেখেছি তব বন্ধুর মুখ?
না জানিয়া আমি না জানি কতই দিয়াছি তোমায় দুখ।
তোমার কাননে দখিনা পবন
এনেছিল ফুল পূজা-আয়োজন,
আমি এনু ঝড় বিধাতার ভুল – ভণ্ডুল করি সব,
আমার অশ্রু-মেঘে ভেসে গেল তব ফুল-উৎসব।

মম উৎপাতে ছিঁড়েছে কি প্রিয়, বক্ষের মণিহার?
আমি কি এসেছি তব মন্দিরে দস্যু ভাঙিয়া দ্বার?
আমি কি তোমার দেবতা-পূজার
ছড়ায়ে ফেলেছি ফুল-সম্ভার?
আমি কি তোমার স্বর্গে এসেছি মর্ত্যের অভিশাপ
আমি কি তোমার চন্দ্রের বুকে কালো কলঙ্ক-ছাপ?

ভুল করে যদি এসে থাকি ঝড়, ছিঁড়িয়া থাকি মুকুল,
আমার বরষা ফুটায়েছে অনেক অধিক ফুল!
পরায়ে কাজল ঘন বেদনার
ডাগর করেছি নয়ন তোমার,
কূলের আশায়, ভাঙিয়া করেছি সাত সাগরের রানি,
সে দিয়াছে মালা, আমি সাজায়েছি নিখিল সুষমা-ছানি।

দস্যুর মতো হয়তো খুলেছি লাজ-অবগুণ্ঠন,
তব তরে আমি দস্যু, করেছি ত্রিভুবন লুণ্ঠন!
তুমি তো জান না, নিখিল বিশ্ব
কার প্রিয়া লাগি আজিকে নিঃস্ব?
কার বনে ফুল ফোটাবার লাগি ঢালিয়াছি এত নীর,
কার রাঙা পায়ে সাগর বাঁধিয়া করিয়াছি মঞ্জীর।

তুমি না চাহিতে আসিয়াছি আমি – সত্য কি এইটুক?
ফুল ফোটা-শেষে ঝরিবার লাগি ছিলে না কি উৎসুক?
নির্মম-প্রিয়-নিষ্ঠুর হাতে
মরিতে চাহনি আঘাতে আঘাতে?
মরিতে চাহনি আঘাতে আঘাতে?
তুমি কি চাহনি কেহ এসে তব ছিঁড়ে দেয় গাঁথা-মালা?

পাষাণের মতো চাপিয়া থাকিনি তোমার উৎস-মুখে,
আমি শুধু এসে মুক্তি দিয়াছি আঘাত হানিয়া বুকে!
তোমার স্রোতেরে মুক্তি দানিয়া
স্রোতমুখে আমি গেলাম ভাসিয়া।
রহিবার যে – সে রয়ে গেল কূলে, সে রচুক সেথা নীড়!
মম অপরাধে তব স্রোত হল পুণ্য তীর্থ-নীর!

রূপের দেশের স্বপন-কুমার স্বপনে আসিয়াছিনু,
বন্দিনী! মম সোনার ছোঁয়ায় তব ঘুম ভাঙাইনু।
দেখ মোরে পাছে ঘুম ভাঙিয়াই,
ঘুম না টুটিতে তাই চলে যাই,
যে আসিল তব জাগরণ-শেষে মালা দাও তারই গলে,
সে থাকুক তব বক্ষে – রহিব আমি অন্তর-তলে।

সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালায়ে যখন দাঁড়াবে আঙিনা-মাঝে,
শুনিয়ো কোথায় কোন তারা-লোকে কার ক্রন্দন বাজে!
আমার তারার মলিন আলোকে
ম্লান হয়ে যাবে দীপশিখা চোখে,
হয়তো অদূর গাহিবে পথিক আমারই রচিত গীত –
যে গান গাইয়া অভিমান তব ভাঙাতাম সাঁঝে নিতি।

গোধূলি-বেলায় ফুটিবে উঠানে সন্ধ্যামণির ফুল,
তুলসী-তলায় করিতে প্রণাম খুলে যাবে বাঁধা চুল।
কুন্তল-মেঘ-ফাঁকে অবিরল
অকারণে চোখে ঝরিবে গো জল,
সারা শর্বরী বাতায়নে বসি নয়ন-প্রদীপ জ্বালি

খুঁজিবে আকাশে কোন তারা কাঁপে তোমারে চাহিয়া খালি।

নিষ্ঠুর আমি – আমি অভিশাপ, ভুলিতে দিব না, তাই
নিশ্বাস মম তোমারে ঘিরিয়া শ্বসিবে সর্বদাই।
তোমারে চাহিয়া রচিনু যে গান
কণ্ঠে কণ্ঠে লভিবে তা প্রাণ,
আমার কণ্ঠে হইবে নীরব, নিখিল-কণ্ঠ-মাঝে
শুনিবে আমারই সেই ক্রন্দন সে গান প্রভাতে সাঁঝে!
নদীপারের মেয়ে
নদীপারের মেয়ে!
ভাসাই আমার গানের কমল তোমার পানে চেয়ে।
আলতা-রাঙা পা দুখানি ছুপিয়ে নদী-জলে
ঘাটে বসে চেয়ে আছ আঁধার অস্তাচলে।
নিরুদ্দেশে ভাসিয়ে-দেওয়া আমার কমলখানি
ছোঁয় কি গিয়ে নিত্য সাঁঝে তোমার চরণ, রানি?

নদীপারের মেয়ে!
গানের গাঙে খুঁজি তোমায় সুরের তরি বেয়ে।
খোঁপায় গুঁজে কনক-চাঁপা, গলায় টগর-মালা,
হেনার গুছি হাতে বেড়াও নদীকূলে বালা।
শুনতে কি পাও আমার তরির তোমায়-চাওয়া গীতি?
ম্লান হয়ে কি যায় ও-চোখে চতুর্দশীর তিথি?

নদীপারের মেয়ে!
আমার ব্যথার মালঞ্চে ফুল ফোটে তোমায়-চেয়ে।
শীতল নীরে নেয়ে ভোরে ফুলের সাজি হাতে,
রাঙা উষার রাঙা সতিন দাঁড়ায় আঙিনাতে।
তোমার মদির শ্বাসে কি মোর গুলের সুবাস মেশে?
আমার বনের কুসুম তুলি পর কি আর কেশে?

নদীপারের মেয়ে!
আমার কমল অভিমানের কাঁটায় আছে ছেয়ে!
তোমার সখায় পূজ কি মোর গানের কমল তুলি?
তুলতে সে-ফুল মৃণাল-কাঁটায় বেঁধে কি অঙ্গুলি?
ফুলের বুকে দোলে কাঁটার অভিমানের মালা,
আমার কাঁটার ঘায়ে বোঝ আমার বুকের জ্বালা?
১৪০০ সাল
(কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের ‘আজি হতে শতবর্ষ পরে’পড়িয়া)

আজি হতে শত বর্ষ আগে

কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদেরে
শত অনুরাগে,
আজি হতে শত বর্ষ আগে!

ধেয়ানি গো, রহস্য-দুলাল!
উতারি ঘোমটাখানি তোমার আঁখির আগে
কবে এল সুদূর আড়াল?
অনাগত আমাদের দখিন-দুয়ারি
বাতায়ন খুলি তুমি, হে গোপন হে স্বপনচারী,
এসেছিলে বসন্তের গন্ধবহ-সাথে,
শত বর্ষ পরে যথা তোমার কবিতাখানি
নেহারিলে বেদনা-উজ্জ্বল আঁখি নীরে,
আনমনা প্রজাপতি নীরব পাখায়
উদাসীন, গেলে ধীরে ফিরে!

আজি মোরা শত বর্ষ পরে
যৌবন-বেদনা-রাঙা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি অনুরাগ-ভরে।
জড়িত জাগর ঘুমে শিথিল শয়নে
শুনিতেছে প্রিয়া মোর তোমার ইঙ্গিতে-গান
সজল নয়নে!
আজও হায়
বারে বারে খুলে যায়
দক্ষিণের রুদ্ধ বাতায়ন,
গুমরি গুমরি কাঁদে উচাটন বসন্ত-পবন
মনে মনে বনে বনে পল্লব-মর্মরে,
কবরীর অশ্রুজল বেণী-খসা ফুল-দল
পড়ে ঝরে ঝরে!
ঝিরিঝিরি কাঁপে কালো নয়ন-পল্লব,
মধুপের মুখ হতে কাড়িয়া মধুপী পিয়ে পরাগ-আসব!
কপোতের চঞ্চুপুটে কপোতীর হারায় কূজন,
পরিয়াছে বনবধূ যৌবন-আরক্তিম কিংশুক-বসন!
রহিয়া রহিয়া আজও ধরণির হিয়া
সমীর-উচ্ছ্বাসে যেন ওঠে নিশ্বসিয়া!

তোমা হতে শত বর্ষ পরে –
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি, হে কবীন্দ্র,
অনুরাগ-ভরে!
আজি এই মদালসা ফাগুন-নিশীথে
তোমার ইঙ্গিতে জাগে তোমার সংগীতে!

চতুরালি, ধরিয়াছি তোমার চাতুরি!
করি চুরি
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে,
কাব্য হয়ে, গান হয়ে, সিক্তকণ্ঠে রঙিলা স্বপনে।
আজিকার যত ফুল – বিহঙ্গের যত গান
যত রক্ত-রাগ
তব অনুরাগ হতে, হে চির-কিশোর কবি,
আনিয়াছে ভাগ!
আজি নব-বসন্তের প্রভাত বেলায়
গান হয়ে মাতিয়াছ আমাদের যৌবন-মেলায়!
আনন্দ-দুলাল ওগো হে চির অমর!
তরুণ তরুণী মোরা জাগিতেছি আজি তব
মাধবী বাসর!
যত গান গাহিয়াছ ফুল-ফোটা রাতে –
সব গুলি তার
একবার – তা-পর আবার
প্রিয়া গাহে, আমি গাহি, আমি গাহি প্রিয়া গাহে সাথে!
গান-শেষে অর্ধরাতে স্বপনেতে শুনি
কাঁদে প্রিয়া, "ওগো কবি ওগো বন্ধু ওগো মোর গুণী –"
স্বপ্ন যায় থামি,
দেখি, বন্ধু আসিয়াছ প্রিয়ার নয়ন-পাতে
অশ্রু হয়ে নামি!

মনে লাগে, শত বর্ষ আগে
তুমি জাগো – তব সাথে আরো কেহ জাগে
দূরে কোন ঝিলিমিলি-তলে
লুলিত অঞ্চলে।
তোমার ইঙ্গিতখানি সংগীতের করুণ পাখায়
উড়ে যেতে যেতে সেই বাতায়নে ক্ষণিক তাকায়,
ছুঁয়ে যায় আঁখি-জল-রেখা,
নুয়ে যায় অলক-কুসুম,
তারপর যায় হারাইয়া, –তুমি একা বসিয়া নিঝ্‌ঝুম!
সে কাহার আঁখি-নীর-শিশির লাগিয়া
মুকুলিকা বাণী তব কোনোটি বা ওঠে মুঞ্জরিয়া,
কোনোটি বা তখনও গুঞ্জরি ফেরে মনে
গোপনে স্বপনে!
সহসা খুলিয়া গেল দ্বার,
আজিকার বসন্ত-প্রভাতখানি দাঁড়াল করিয়া নমস্কার!
শতবর্ষ আগেকার তোমারই সে বাসন্তিকা দূতি
আজি নব নবীনেরে জানায় আকুতি!...

হে কবি-শাহান-শাহ্ ! তোমারে দেখিনি মোরা,
সৃজিয়াছ যে তাজমহল –
শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কালের কপালে ঝলমল –
  বিস্ময়ে-বিমুগ্ধ মোরা তাই শুধু হেরি,

যৌবনেরে অভিশাপি –“কেন তুই শতবর্ষ করিলি রে দেরি?
হায়, মোরা আজ
মোমতাজে দেখিনি, শুধু দেখিতেছি তাজ!”

শত বর্ষ পরে আজি, হে-কবি-সম্রাট!
এসেছে নূতন কবি – করিতেছে তব নান্দীপাঠ!
উদয়াস্ত জুড়ি় আজও তব
কত না বন্দনা-ঋক ধ্বনিয়া উঠিছে নব নব।
তোমারই সে হারা-সুরখানি
নববেণু-কুঞ্জ-ছায়ে বিকশিয়া তোলে নব বাণী।
আজি তব বরে
    শত বেণু-বীনা বাজে আমাদের ঘরে।
  তবুও পুরে না হিয়া ভরে নাকো প্রাণ,
শতবর্ষ সাঁতরিয়া ভেসে আসে স্বপ্নে তব গান।
মনে হয়, কবি,
আজও আছ অস্তপাট আলো করি
আমাদেরই রবি!

আজি হতে শত বর্ষ আগে
যে-অভিবাদন তুমি করেছিলে নবীনেরে
রাঙা অনুরাগে,
সে-অভিবাদনখানি আজি ফিরে চলে
   প্রণামি-কমল হয়ে তব পদতলে!
মনে হয়, আসিয়াছ অপূর্বের রূপে
ওগো পূর্ণ, আমাদেরই মাঝে চুপে চুপে!
আজি এই অপূর্ণের কম্প্র কণ্ঠস্বরে
তোমারই বসন্তগান গাহি তব বসন্ত-বাসরে –
তোমা হতে শত বর্ষ পরে!
চক্রবাক
এপার ওপার জুড়িয়া অন্ধকার
মধ্যে অকূল রহস্য-পারাবার,
তারই এই কূলে নিশি নিশি কাঁদে জাগি
চক্রবাক সে চক্রবাকীর লাগি।
ভুলে যাওয়া কোন জন্মান্তর পারে
কোন সুখ-দিনে এই সে নদীর ধারে

পেয়েছিল তারে সারা দিবসের সাথি,
তারপর এল বিরহের চির-রাতি, –
আজিও তাহার বুকের ব্যথার কাছে,
সেই সে স্মৃতি পালক পড়িয়া আছে!

কেটে গেল দিন, রাত্রি কাটে না আর,
দেখা নাহি যায় অতি দূর ওই পার।
এপারে ওপারে জনম জনম বাধা,
অকূলে চাহিয়া কাঁদিছে কূলের রাধা।
এই বিরহের বিপুল শূন্য ভরি
কাঁদিছে বাঁশরি সুরের ছলনা করি!
আমরা শুনাই সেই বাঁশরির সুর,
কাঁদি – সাথে কাঁদে নিখিল ব্যথা-বিধুর।
কত তেরো নদী সাত সমুদ্র পার
কোন লোকে কোন দেশে গ্রহ-তারকার
সৃজন-দিনের প্রিয়া কাঁদে বন্দিনী,
দশদিশি ঘিরি নিষেধের নিশীথিনী।
এ পারে বৃথাই বিস্মরণের কূলে
খোঁজে সাথি তার, কেবলই সে পথ ভুলে।
কত পায় বুকে কত সে হারায় তবু –
পায়নি যাহারে ভোলেনি তাহারে কভু।

তাহারই লাগিয়া শত সুরে শত গানে
কাব্যে, কথায়, চিত্রে, জড় পাষাণে,
লিখিছে তাহার অমর অশ্রু-লেখা।
নীরন্ধ্র মেঘ বাদলে ডাকিছে কেকা !
আমাদের পটে তাহারই প্রতিচ্ছবি,
সে গান শুনাই – আমরা শিল্পী কবি।
এই বেদনার নিশীথ-তমসা-তীরে
বিরহী চক্রবাক খুঁজে খুঁজে ফিরে
কোথা প্রভাতের সূর্যোদয়ের সাথে
ডাকে সাথি তার মিলনের মোহানাতে।
আমরা শিশির, আমাদের আঁখি-জলে
সেই সে আশার রাঙা রামধনু ঝলে।

কুহেলিকা

তোমরা আমায় দেখতে কি পাও আমার গানের নদী-পারে?
নিত্য কথার কুহেলিকায় আড়াল করি আপনারে।
সবাই যখন মত্ত হেথায় পান করে মোর সুরের সুরা,
সব-চেয়ে মোর আপন যে জন সে-ই কাঁদে গো তৃষ্ণাতুরা।
আমার বাদল-মেঘের জলে ভরল নদী সপ্ত পাথার,

ফটিক-জলের কণ্ঠে কাঁদে তৃপ্তি-হারা সেই হাহাকার!
হায় রে! চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারায় তন্দ্রাহারা বিশ্ব-নিখিল,
কলঙ্ক তার নেয় না গো কেউ, রইল জুড়ে চাঁদেরই দিল!

সন্ধ্যা

সন্ধ্যা
- সাতশো বছর ধরি
পূর্ব-তোরণ-দুয়ারে চাহিয়া জাগিতেছি শর্বরী।
লজ্জায় রাঙা ডুবিল যে রবি আমাদের ভীরুতায়,
সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি যুগে যুগে হায় !
মোদের রুধিরে রাঙাইয়া তুলি মৃত্যুরে নিশিদিন,
শুধিতেছি মোরা পলে পলে ভীরু পিতা-পিতামহ-ঋণ !

লক্ষ্মী ! ওগো মা ভারত-লক্ষ্মী ! বল, কতদিনে, বল, -
খুলিবে প্রাচী-র রুদ্ধ-দুয়ার-মন্দির-অর্গল ?
যে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মাখি ডুবিল সন্ধ্যা-রবি,
সে গ্লানি মুছিতে শত শতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি!
কোটি লাঞ্ছনা-রক্ত-ললাট পুব-মন্দিরদ্বারে
মুছে যায় নিতি ললাট-রক্ত রাঙাতে পূর্বাশারে,
'ওই এল উষা' ফুকারে ভারত হেরি সে রক্তরেখা,
যে আশার বাণী লিখি মা রক্তে, বিধাতা মুছে সে লেখা !

সন্ধ্যা কি কাটিবে না ?
কত সে জনম ধরিয়া শুধিব এক জনমের দেনা ?
কোটি কর ভরি কোটি রাঙা হৃদি-জবা লয়ে করি পূজা,
না দিস আশিস, চণ্ডীর বেশে নেমে আয় দশভুজা !
মোদের পাপের নাহি যদি ক্ষয়, যদি না প্রভাত হয়,
প্রলয়ংকরী বেশে আসি কর ভীরুর ভারত লয় !
অসুরের হাতে লাঞ্ছনা আর হানিসনে শংকরী,
মরিতেই যদি হয় মা, দে বর, দেবতার হাতে মরি !
তরুণ তাপস
রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল !
নাম রে ধুলায়-বর্তমানেরমর্তপানেচল॥
ভবিষ্যতের স্বর্গ লাগি
শূন্যে চেয়ে আছিস জাগি
অতীতকালের রত্ন মাগি
নামলি রসাতল।
অন্ধ মাতাল! শূন্য পাতাল, হাতালি নিষ্ফল॥
ভোল রে চির-পুরাতনের সনাতনের বোল।

তরুণ তাপস! নতুন জগৎ সৃষ্টি করে তোল।
আদিম যুগের পুথির বাণী
আজও কি তুই চলবি মানি ?
কালের বুড়ো টানছে ঘানি
তুই সে বাঁধন খোল।
অভিজাতের পানসে বিলাস–দুখের তাপস ! ভোল॥
আমিগাইতারইগান
আমি গাই তারই গান –
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি অসি খরশান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা। যাহাদের নিশ্বাসে
জীর্ণ পুথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।
যারা ভেঙে চলে অপদেবতার মন্দির আস্তানা,
বকধার্মিক-নীতিবৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদ্দল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।
মিথ্যা মোহের পূজা-মণ্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে
এল নির্মম–মোহমুদ্গর ভাঙনের গদা লয়ে।
বিধি-নিষেধের চিনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে
দু-হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল। গোরস্থানেরে চষে
ছুঁড়ে ফেলে যত শব-কঙ্কাল বসাল ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু-বেলা।

–গাহি তাহাদেরই গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান!...
–সেদিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসাল ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি।
আজও বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারই পথ-পানে।
ফিরিল না প্রাতে যে-জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব জগতের দূরসন্ধানী অসীমের পথচারী,
যার ভয়ে জাগে সদাসতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী !

সাগরগর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্‌বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি পাতাল-যক্ষপুরী,
নাগিনির বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হতে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্রপাণির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি

যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিংকরী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী, –
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি।
গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে –
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে !
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনি উষা ঘুম টুটি ওই হাসে !

জীবন-বন্দনা
গাহি তাহাদের গান –
ধরণির হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণি নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-সংকুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র মরুর সিংহ বিবরের ফণী লয়ে।
এল দুর্জয় গতিবেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
– তারাই গাহিল নব প্রেমগান ধরণি-মেরির জিশু –
যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মতো ঘুরিছে ধরণি শূন্যে অমিত বেগে !

খেয়াল খুশিতে কাটি অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংসসাধন পুন চঞ্চলমতি,
জীবন-আবেগ রুধিতে না পারি যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল-গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মর-কবি – গাহি সেই বেদে-বেদুইনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে !
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাবসম কোনো বাধা মানিল না,
বর্বর বলি যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপমণ্ডূক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারই তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে !

ভোরেরপাখি
ওরে ও ভোরের পাখি!
আমি চলিলাম তোদের কণ্ঠে আমার কণ্ঠ রাখি।
তোদের কিশোর তরুণ গলার সতেজ দৃপ্ত সুরে
বাঁধিলাম বীণা, নিলাম সে সুর আমার কণ্ঠে পুরে।
উপলে নুড়িতে চুড়ে-কিঙ্কিণি বাজায়ে তোদের নদী
যে গান গাহিয়া অকূলে চাহিয়া চলিয়াছে নিরবধি –
তারই সে গতির নূপুর বাঁধিয়া লইলাম মম পায়ে,
এরই তালে মম ছন্দ-হরিণী নাচিবে তমাল-ছায়ে।

যে-গান গাহিলি তোরা,
তারই সুর লয়ে ঝরিবে আমার গানের পাগল-ঝোরা।
তোদের যে-গান শুনিয়া রাতের বনানী জাগিয়া ওঠে,
শিশু অরুণেরে কোলে করে উষা দাঁড়ায় গগন-তটে,
গোঠে আনে ধেনু বাজাইয়া বেণু রাখাল-বালক জাগি,
জল নিতে যায় নব আনন্দে নিশীথের হতভাগি,
শিখিয়া গেলাম তোদের সে গান! তোদের পাখার খুশি –
যাহার আবেগে ছুটে আসে জেগে পুব-আঙিনায় উষী,
যাহার রণনে কুঞ্জে কাননে বিকাশে কুসুম-কুঁড়ি,
পলাইয়া যায় গহন-গুহায় আঁধার নিশীথ-বুড়ি,
সে খুশির ভাগ আমি লইলাম। অমনি পক্ষ মেলি
গাহিব ঊর্ধ্বে, ফুটিবে নিম্নে আবেশে চম্পা বেলি!

তোদের প্রভাতি ভিড়ে
ভিড়িলাম আমি, নিলাম আশ্রয় তোদের ক্ষণিক নীড়ে।

ওরে ও নবীন যুবা!
তোদের প্রভাত-স্তবের সুরে রে বাজে মম দিলরুবা।
তোদের চোখের যে জ্যোতি-দীপ্তি রাঙায় রাতের সীমা,
রবির ললাট হতে মুছে নেয় গোধূলির মলিনিমা,
যে-আলোক লভি দেউলে দেউলে মঙ্গল-দীপ জ্বলে,
অকম্প যার শিখা সন্ধ্যার ম্লান অঞ্চলতলে,
তোদের সে-আলো আমার অশ্রু-কুহেলি-মলিন চোখে
লইলাম পুরি! জাগে ‘সুন্দর’ আমার ধেয়ান-লোকে!

কালবৈশাখী
১

বারেবারে যথা কালবৈশাখী ব্যর্থ হল রে পুব-হাওয়ায়,
দধীচি-হাড়ের বজ্র-বহ্নি বারেবারে যথা নিভিয়া যায়,

কে পাগল সেথা যাস হাঁকি –
‘বৈশাখী কালবৈশাখী!’
হেথা বৈশাখী-জ্বালা আছে শুধু, নাই বৈশাখী-ঝড় হেথায়।
সে জ্বালায় শুধু নিজে পুড়ে মরি, পোড়াতে কারেও পারি নে, হায়॥

২

কালবৈশাখী আসিলে হেথায় ভাঙিয়া পড়িত কোন সকাল
ঘুণ-ধরা বাঁশে ঠেকা দেওয়া ওই সনাতন দাওয়া, ভগ্ন চাল।
এলে হেথা কালবৈশাখী
মরা গাঙে যেত বান ডাকি,
বদ্ধ জাঙাল যাইত ভাঙিয়া, দুলিত এ দেশ টালমাটাল।
শ্মশানের বুকে নাচিত তাথই জীবন-রঙ্গে তাল-বেতাল॥

৩

কালবৈশাখী আসেনি হেথায়, আসিলে মোদের তরু-শিরে
সিন্ধু-শকুন বসিত না আসি ভিড় করে আজ নদীতীরে।
জানি না কবে সে আসিবে ঝড়
ধুলায় লুটাবে শত্রুগড়,
আজিও মোদের কাটেনিকো শীত, আসেনি ফাগুন বন ঘিরে।
আজিও বলির কাঁসর-ঘন্টা বাজিয়া ওঠেনি মন্দিরে॥

৪

জাগেনি রুদ্র, জাগিয়াছে শুধু অন্ধকারের প্রমথ-দল,
ললাট-অগ্নি নিবেছে শিবের ঝরিয়া জটার গঙ্গাজল।
জাগেনি শিবানী – জাগিয়াছে শিবা,
আঁধার সৃষ্টি – আসেনিকো দিবা,
এরই মাঝে হায়, কালবৈশাখী স্বপ্ন দেখিলি কে তোরা বল!
আসে যদি ঝড়, আসুক, কুলোর বাতাস কে দিবি অগ্রে চল॥

নগদকথা
দুন্দুভি তোর বাজল অনেক
অনেক শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর,
মুখস্থ তোর মন্ত্ররোলে
মুখর আজি পূজার আসর, –
কুম্ভকর্ণ দেবতা ঠাকুর
জাগবে কখন সেই ভরসায়
যুদ্ধভূমি ত্যাগ করে সব

ধন্না দিলি দেব-দরজায়।
দেবতা-ঠাকুর স্বর্গবাসী
নাক ডাকিয়া ঘুমান সুখে,
সুখের মালিক শোনে কি – কে
কাঁদছে নীচে গভীর দুখে।
হত্যা দিয়ে রইলি পড়ে
শত্রু-হাতে হত্যা-ভয়ে,
করবি কী তুই ঠুঁটো ঠাকুর
জগন্নাথের আশিস লয়ে।
দোহাই তোদের! রেহাই দে ভাই
উঁচুর ঠাকুর দেবতাদেরে,
শিব চেয়েছিস – শিব দিয়েছেন
তোদের ঘরে ষণ্ড ছেড়ে।
শিবের জটার গঙ্গাদেবী
বয়ে বেড়ান ওদের তরি,
ব্রহ্মা তোদের রম্ভা দিলেন
ওদের দিয়ে সোনার জরি!
পূজার থালা বয়ে বয়ে
যে-হাত তোদের হল ঠুঁটো,
সে-হাত এবার নিচু করে
টান না পায়ের শিকল দুটো!
ফুটো তোর ওই ঢক্কা-নিনাদ
পলিটিক্সের বারোয়ারিতে –
দোহাই থামা! পারিস যদি
পড় নেমে ওই লাল-নদীতে।
শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে
গয়া সবাই পেলি ক্রমে,
একটু দূরেই যমের দুয়ার
সেথাই গিয়ে দেখ না ভ্রমে!
জাগরণ
জেগে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের দ্বারে আসি
ওরে পাগল, আর কতদিন বাজাবি তোর বাঁশি!
ঘুমায় যারা মখমলের ওই কোমল শয়ন পাতি
অনেক আগেই ভোর হয়েছে তাদের দুখের রাতি।
আরাম-সুখের নিদ্রা তাদের; তোর এ জাগার গান
ছোঁবে নাকো প্রাণ রে তাদের, যদিই বা ছোঁয় কান!

নির্ভয়ের ওই সুখের কূলে বাঁধলযারা বাড়ি,
আবার তারা দেবে না রে ভয়ের সাগর পাড়ি।
ভিতর হতে যাদের আগল শক্ত করে আঁটা

‘দ্বার খোলো গো’ বলে তাদের দ্বারে মিথ্যা হাঁটা।
ভোল রে এ পথ ভোল,
শান্তিপুরে শুনবে কে তোর জাগর-ডঙ্কা-রোল!
ব্যাথাতুরের কান্না পাছে শান্তি ভাঙে এসে
তাইতে যারা খাইয়ে ঘুমের আফিম সর্বনেশে
ঘুম পাড়িয়ে রাখছে নিতুই, সে ঘুম-পুরে আসি
নতুন করে বাজা রে তোর নতুন সুরের বাঁশি!
নেশার ঘোরে জানে না হায়, এরা কোথায় পড়ে,
গলায় তাদের চালায় ছুরি কেই বা বুকে চড়ে,
এদের কানে মন্ত্র দে রে, এদের তোরা বোঝা,
এরাই আবার করতে পারে বাঁকা কপাল সোজা।
কর্ষণে যার পাতাল হতে অনুর্বর এই ধরা
ফুল-ফসলের অর্ঘ্য নিয়ে আসে আঁচল-ভরা,
কোন সে দানব হরণ করে সে দেব-পূজার ফুল –
জানিয়ে দে তুই মন্ত্র-ঋষি, ভাঙ রে তাদের ভুল!

বর্বরদের অনুর্বর ওই হৃদয়-মরু চষে
ফল ফলাতে পারে এরাই আবার ঘরে বসে।
বাঘ-ভালুকের বাথান তেড়ে নগর বসায় যারা
রসাতলে পশবে মানুষ-পশুর ভয়ে তারা?
তাদেরই ওই বিতাড়িত বন্যপশু আজি
মানুষ-মুখো হয়েছে রে সভ্যসাজে সাজি।
টান মেরে ফেল মুখোশ তাদের, নখর কন্ত লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু বনের পশু হয়ে!

তারাই দানব অত্যাচারী – যারা মানুষ মারে,
সভ্যবেশী ভণ্ড পশু মারতে ডরাস কারে?
এতদিন যে হাজার পাপের বীজ হয়েছে বোনা
আজ তা কাটার এল সময়, এই সে বাণী শোনা!
নতুন যুগের নতুন নকিব, বাজা নতুন বাঁশি,
স্বর্গ-রানি হবে এবার মাটির মায়ের দাসী!
জীবন
জাগরণের লাগল ছোঁয়াচ মাঠে মাঠে তেপান্তরে,
এমন বাদল ব্যর্থ হবে তন্দ্রাকাতর কাহার ঘরে?
তড়িৎ ত্বরা দেয় ইশারা, বজ্র হেঁকে যায় দরজায়,
জাগে আকাশ, জাগে ধরা-ধরারমানুষকেসেঘুমায়?
মাটির নীচে পায়ের তলায় সেদিন যারা ছিল মরি,
শ্যামল তৃণাঙ্কুরে তারা উঠল বেঁচে নতুন করি;
সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আসবে কখন ফাগুন-হোলি,
বজ্রাঘাতে ফুটল না যে, ফুটবে আনন্দে সে কলি!

যৌবন
- ওরে ও শীর্ণা নদী,
দু-তীরে নিরাশা-বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি?
নব-যৌবনজলতরঙ্গ-জোয়ারে কি দুলিবি না?
নাচিবে জোয়ারে পদ্মা গঙ্গা, তুই রবি চির-ক্ষীণা?
ভরা ভাদরের বরিষন এসে বারে বারে তোর কূলে
জানাবে রে তোরে সজল মিনতি, তুই চাহিবি না ভুলে?
দুই কূলে বাঁধি প্রস্তর-বাঁধ কূল ভাঙিবার ভয়ে
আকাশের পানে চেয়ে রবি তুই শুধু আপনারে লয়ে?
ভেঙে ফেল বাঁধ, আশেপাশে তোর বহে যে জীবন-ঢল
তারে বুকে লয়ে দুলে ওঠ তুই যৌবন-টলমল।
প্রস্তর-ভরা দুই কূল তোর ভেসে যাক বন্যায়,
হোক উর্বর, হাসিয়া উঠুক ফুলে ফলে সুষমায়।
- একবার পথ ভোল,
দূর সিন্ধুর লাগি বুকে জাগুক মরণ-দোল!
যৌবনজলতরঙ্গ
এই যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ?
যে সিন্ধু-জলে ডাকিয়াছে বান – তাহারই তরে এ চন্দ্রোদয়,
বাঁধ বেঁধে থির আছে নালা ডোবা, চাঁদের উদয় তাদের নয়!
যে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়, মাঠে-ঘাটে-বাটে নেচেছে ঢল,
জীর্ণ শাখায় বসিয়া শকুনি শাপ দিক তারে অনর্গল।
সারস মরাল ছুটে আয় তোরা! ভাসিল কুলায় যে-বন্যায়
সেই তরঙ্গ ঝাঁপায়ে দোল রে সর্বনাশের নীল দোলায়!

খর স্রোতজলে কাদা-গোলা বলে গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদ্গব,
গলিত শবের ভাগাড়ের ওরা, ওরা মৃত্যুর করে স্তব।
ওরাই বাহন জরা-মৃত্যুর, দেখিয়া ওদের হিংস্র চোখ –
রে ভোরের পাখি! জীবন-প্রভাতে গাহিবি না নব পুণ্য-শ্লোক?
ওরা নিষেধের প্রহরী পুলিশ, বিধাতার নয় – ওরা বিধির!
ওরাই কাফের, মানুষের ওরা তিলে তিলে শুষে প্রাণ-রুধির!

বল তোরা নবজীবনের ঢল! হোক ঘোলা – তবু এই সলিল
চির-যৌবন দিয়াছে ধরারে, গেরুয়া মাটিরে করেছে নীল!
নিজেদের চারধারে বাঁধ বেঁধে মৃত্যু-বীজাণু যারা জিয়ায়,
তারা কি চিনিবে – মহাসিন্ধুর উদ্দেশে ছোটে স্রোত কোথায়!
স্থাণু গতিহীন পড়ে আছে তারা আপনারে লয়ে বাঁধিয়া চোখ
কোটরের জীব, উহাদের তরে নহে উদীচীর উষা-আলোক।

আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চ্যাঁচায় প্যাঁচারা, ওরা চ্যাঁচাক।

মোরা গাব গান, ওদেরে মারিতে আজও বেঁচে আছে দেদার কাক!
জীবনে যাদের ঘনাল সন্ধ্যা, আজ প্রভাতের শুনে আজান
বিছানায় শুয়ে যদি পাড়ে গালি, দিক গালি – তোরা দিসনে কান।
উহাদের তরে হতেছে কালের গোরস্থানে রে গোর খোদাই,
মোদের প্রাণের রাঙা জলসাতে জরা-জীর্ণের দাওত নাই।
জিঞ্জির-পায়ে দাঁড়ে বসে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল,
আকাশের পাখি! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরি তোল!
তোরা ঊর্ধ্বের – অমৃত-লোকের, ছুড়ুক নীচেরা ধুলাবালি,
চাঁদেরে মলিন করিতে পারে না কেরোসিনি ডিবেকালি ঢালি!
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল,
ওরা দিক কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল – ওরা পশুর দল!

তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিজ পাঁক,
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিশু সহিয়া থাক!
শাখা ভরে আনে ফুল-ফল, সেথা নীড় রচি গাহে পাখিরা গান,
নীচের মানুষ তাই ছোঁড়ে ঢিল, তরুর নহে সে অসম্মান।
কুসুমের শাখা ভাঙে বাঁদরের উৎপাতে, হায়, দেখিয়া তাই –
বাঁদর খুশিতে করে লাফালাফি, মানুষ আমরা লজ্জা পাই!
মাথার ঘায়েতে পাগল উহারা, নিসনে তরুণ ওদের দোষ!
কাল হবে বারজানাজাযাহার, সে-বুড়োর পরে বৃথা এ রোষ!

যে-তরবারির পুণ্যে আবার সত্যেরে তোরা দানিবি তখ্‌ত্,
ছুঁচো মেরে তার খোয়াসনে মান, পুরায়ে এসেছে ওদেরওক্‌ত্ !
যে বন কাটিয়া বসাবি নগর তাহার শাখার দুটো আঁচড়
লাগে যদি গায়, সয়ে যা না ভাই, আছে তো কুঠার হাতের পর!

যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বদ্ধত যে যৌবন –
মানেনি কখনও, আজও মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে-নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি মোদের দান।
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বেরে দিয়াছি কবর মোরা তরুণ –
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি খালি বলিব‘ইন্না.... রাজেউন!’
রীফ – সর্দার
তোমারে আমরা ভুলেছি আজ,
    হে নবযুগের নেপোলিয়ন,
কোন সাগরের কোন সে পার
    নিবু-নিবু আজ তব জীবন।

তোমার পরশে হল মলিন
    কোন সে দ্বীপের দীপালি-রাত,

বন্দিছে পদ সিন্ধুজল,
    ঊর্ধ্বে শ্বসিছে ঝঞ্ঝাবাত।

তব অপমানে, বন্দি-রাজ,
    লজ্জিত সারা নর-সমাজ,
কৃতঘ্নতা ও অবিশ্বাস
    আজি বীরত্বে হানিছে লাজ।

মোরা জানি আর জানি জগৎ
    শত্রু তোমারে করেনি জয়,
পাপ অন্যায় কপট ছল
    হইয়াছে জয়ী, শত্রু নয়!

সম্মুখে রাখি মায়া-মৃগ
    পশ্চাৎ হতে হানে শায়ক –
বীর নহে তারা ঘৃণ্য ব্যাধ
    বর্বর তারা নর-ঘাতক।

হে মরু-কেশরী আফ্রিকার!
    কেশরীর সাথে হয়নি রণ,
তোমারে বন্দি করেছে আজ
    সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।
কামানের চাকা যথা অচল
    রৌপ্যের চাকি ঢালে সেথায়,
এরাই য়ুরোপি বীরের জাত
    শুনে লজ্জাও লজ্জা পায়!

তুমি দেখাইলে, আজও ধরায়
    শুধু খ্রিস্টের রাসভ নাই,
আজও আসে হেথা বীর মানব,
    ইবনে - করিমকামাল -ভাই।

আজও আসে হেথা ইবনে-সৌদ,
    আমানুল্লাহ্ , পহ্লবী ,
আজও আসে হেথাআলতরাশ ,
    আসেসনৌসী – লাখ রবি।

তুমি দেখাইলে, পাহাড়ি গাঁয়
    থাকে নাকো শুধু পাহাড়ি মেষ,
পাহাড়েও হাসে তরুলতা

পাহাড়ের মতো অটল দেশ।

থাকে নাকো সেথা শুধু পাথর,
সেথা থাকে বীর-শ্রেষ্ঠ নর,
সেথা বন্দরে বানিয়া নাই
সেথা বন্দরে নাই বাঁদর!

শির-দার তুমি ছিলে রীফের,
পরনিকো শিরে শরিফি তাজ,
মামুলি সেনার সাথে সমান
করেছ সেনানী, কুচকাওয়াজ!
শুধু বীর নহ, তুমি মানুষ,
শাহি তখ্‌ত্‌ ছিল গিরি-পাষাণ,
রণভূমে ছিলে রণোন্মাদ,
দেশে ছিলে দোস্ত্‌ মেহেরবান।

রীফেতে যেদিন সভ্য ভূত
নাচিতে লাগিল তাথই থই,
আশমান হতে রীফ-বাসীর
শিরে ছড়াইল আগুন-খই,

কচি বাচ্চারে নারীদেরে
মারিল বক্ষে বিঁধে সঙিন,
যুদ্ধে আহত বন্দিরে
খুন করে যার হাত রঙিন,

হয়েছে বন্দি তাহারা যখন –
(ওদের ভাষায় – হে ‘বর্বর’।)
করিয়াছ ক্ষমা তাহাদেরে,
তাহাদের করে রেখেছ কর।

ওগো বীর! বীর বন্দিদের,
করনিকো তুমি অসম্মান,
তাদের নারী ও শিশুদেরে
দিয়েছ ফিরায়ে – হয়নি প্রাণ।

তুমি সভ্যতা-গর্বীদের
মিটাওনি শুধু যুদ্ধ-সাধ,
তাদেরে শিখালে মানবতা,
বীরও সে মানুষ, নহে নিষাদ।

বীরেরে আমরা করি সালাম,
শ্রদ্ধায় চুমিদস্ৎদারাজ,
তোমারে স্মরিয়া কেন যেন
কেবলই অশ্রু ঝরিছে আজ।

তব পতনের কথা করুণ
পড়িতেছে মনে একে একে,
তব মহত্ত্ব তুমি নিজে
মানুষের বুকে গেলে লেখে।

মাসতুতো ভাই চোরে চোরে –
ফ্রান্স স্পেন করি আঁতাত
হয়ে লাঞ্ছিত বারংবার
হায়ওয়ানসাথে মিলাল হাত।

শয়তানি ছলফেরেব-বাজ
ভুলাল দেশদ্রোহীর মন,
অর্থ তাদের করিল জয়
অস্ত্রে যাহারা জিনিল রণ।

স্বদেশবাসীরে কহো ডাকে
অশ্রু-সিক্ত নয়নে, হায় –
‘ভাঙে নাই বাহু, ভেঙেছে মন,
বিদায় বন্ধু, চির-বিদায়!’

বলিলে, ‘স্বদেশ! রীফ-শরিফ!’
পরানের চেয়ে প্রিয় আমার!
তুমি চেয়েছিলে মা আমায়,
সন্তান তব চাহে না আর!
‘মাগো তোরে আমি ভালোবাসি,
ভালোবাসি মা তারও চেয়ে –
মোর চেয়ে প্রিয়রীফ-বাসী
তোর এ পাহাড়ি ছেলেমেয়ে!

‘মাগো আজ তারা বোঝে যদি,
করিতেছি ক্ষতি আমি তাদের,
আমি চলিলাম, দেখিস তুই,
তারা যেন হয়আজাদফের!’

দেশবাসী-তরে, মহাপ্রেমিক,

আপনারে বলি দেলে তুমি,
ধন্য হইল বেড়ি-শিকল
তোমারদস্ত্-পদচুমি!

আজিকে তোমায় বুকে ধরি
ধন্য হইল সাগর-দ্বীপ,
ধন্য হইল কারা-প্রাচীর,
ধন্য হইনু বদ-নসিব।

কাঠ-মোল্লার মউলবির
যুজদানে ইসলাম কয়েদ,
আজও ইসলাম আছে বেঁচে
তোমাদেরই বরে, মোজাদ্দেদ!

বদ-কিসমত শুধু রীফের
নহে বীর, ইসলাম-জাহান
তোমারে স্মরিয়া কাঁদিছে আজ,
নিখিল গাহিছে তোমার গান।
হে শাহানশাহ্ বন্দিদের!
লাঞ্ছিত যুগে যুগাবতার!
তোমার পুণ্যে তীর্থ আজ
হল গো কারার অন্ধকার!

তোমার পুণ্যে ধন্য আজ
মরু-আফ্রিকা মূর-আরব,
ধন্য হইল মুসলমান,
অধীন বিশ্ব করে স্তব।

জানি না আজিকে কোথা তুমি
নয়ি দুনিয়ার মুসাতারিক !
আছে ‘দীন’, নাইসিপা-সালার ,
আছে শাহি তখ্‌ত্, নাই মালিক।

মোরা যে ভুলেছি, ভুলিয়ো বীর,
নাই স্মরণের সে অধিকার,
কাঁদিছেকাফেলাকারবালায়,
কে গাহিবে গান বন্দনার!

আজিকে জীবন-‘ফোরাত’ -তীর
এজিদের সেনা ঘিরিয়া ওই,

শিরে দুর্দিন-রবি প্রখর,
    পদতলে বালু ফোটায় খই।

জয়নালসম মোরা সবাই
    শুইয়া বিমারিখিমারমাঝ,
আপশোশ করি কাঁদি শুধু,
    দুশমন করে লুটতরাজ!
আব্বাস-সম তুমি হে বীর
    গেন্ডুয়া খেলি অরি-শিরে
পঁহুছিলে একা ফোরাত-তীর,
    ভরিলেমশকপ্রাণ-নীরে।

তুমি এলে, সাথে এল না দস্ত্,
    করিল শত্রু বাজু শহিদ,
তব হাত হতেআব-হায়াত
    লুটে নিল ইউরোপ-এজিদ।

কাঁদিতেছি মোরা তাই শুধুই
    দুর্ভাগ্যের তীরে বসি,
আকাশে মোদের ওঠে কেবল
    মোহররমের লাল শশী!

এরই মাঝে কভু হেরি স্বপন –
    ওই বুঝি আসে খুশির ঈদ,
শহিদ হতে তো পারি না কেউ –
    দেখি কে কোথায় হল শহিদ।

ক্ষমিয়ো বন্ধু, তব জাতের
    অক্ষমতার এ অপরাধ,
তোমারে দেখিয়া হাঁকিসালাত ,
    ওগোমগ্‌রেবীঈদের চাঁদ!

এ গ্লানি লজ্জা পরাজয়ের
    নহে বীর, নহে তব তরে!
তিলে তিলে মরে ভীরু য়ুরোপ
    তব সাথে তব কারা-ঘরে।

বন্দি আজিকে নহ তুমি,
    বন্দি – দেশের অবিশ্বাস!
আসিছে ভাঙিয়া কারা-দুয়ার

সর্বগ্রাসীর সর্বনাশ!

বাংলার "আজীজ"

পোহয়নি রাত, আজান তখনও দেয়নিমুয়াজ্জিন ,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর-সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান!
ফজরবেলার নজর ওগো উঠলে মিনার পর,
ঘুম-টুটানো আজান দিলে – 'আল্লাহো আকবর!'
কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা,
লেখার যত ইসলামি জোশ তোমায় দিল দেখা।

খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠল নেচে দু-ধারী তল্‌য়ার!
চমকে সবাই উঠল জেগে, ঝলসে গেল চোখ,
নৌজোয়ানীরখুন-জোশিতেমস্ত্‌ হল সব লোক!
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহশাবক দল,
যাদের প্রাতাপ-দাপে আজি বাংলা টলমল!
এলে নিশান-বরদার বীর, দুশমন পর্দার,
লায়লাচিরে আনলেনাহার , রাতের তারা-হার!

সাম্যবাদী! নর-নারীরে করতে অভেদ-জ্ঞান,
বন্দিনিদের গোরস্থানে রচলে গুলিস্তান!
শীতের জরা দূর হয়েছে ফুটছে বাহার-গুল,
গুলশনে গুল ফুটল যখন – নাই তুমি বুলবুল!
মশালবাহী বিশাল পুরুষ! কোথায় তুমি আজ?
অন্ধকারে হাতড়ে মরে অন্ধ এ-সমাজ।
নাইকোসতুন , পড়ছে খসে ইসলামের আজ ছাদ;
অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর ঘোষবে কে জেহাদ?

যেমনি তুমি হালকা হলে আপনা করি দান,
শুনলে হঠাৎ - আলোর পাখি – কাজ-হারানো গান!
ফুরিয়েছে কাজ, জাকছে তবু হিন্দু-মুসলমান,
সবার 'আজীজ', সবার প্রিয়, আবার গাহো গান!
আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর,
হিন্দু-সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পির!*

সুরেরদুলাল

পাকা ধানের গন্ধ-বিধুর হেমন্তের এই দিন-শেষে,
সুরের দুলাল, আসলে ফিরে দিগ্‌বিজয়ীর বর-বেশে!

আজও মালা হয়নি গাঁথা হয়নি আজও গান-রচন,
কুহেলিকার পর্দা-ঢাকা আজও ফুলের সিংহাসন।
অলস বেলায় হেলাফেলায় ঝিমায় রূপের রংমহল,
হয়নিকো সাজ রূপকুমারীর, নিদ টুটেছে এই কেবল।
আয়োজনের অনেক বাকি – শুননু হঠাৎ খোশখবর,
ওরে অলস, রাখ আয়োজন, সুর-শাজাদা আসল ঘর।
ওঠ রে সাকি, থাক না বাকি ভরতে রে তোর লাল গেলাস,
শূন্য গেলাস ভরব – দিয়ে চোখের পানি মুখের হাস।

দম্ভ ভরে আসল না যে ধ্বজায় বেঁধে ঝড়-তুফান,
যাহার আসার খবর শুনে গর্জাল না তোপ-কামান,
কুসুম দলি উড়িয়ে ধূলি আসল না যে রাজপথে –
আয়োজনের আড়াল তারে করব গো আজ কোনোমতে।
সে এল গো যে-পথ দিয়ে স্বর্গে বহে সুরধুনী,
যে-পথ দিয়ে ফেরে ধেনু মাঠের বেণুর রব শুনি।
যেমন সহজ পথ দিয়ে গো ফসল আসে আঙিনায়,
যেমন বিনা সমারোহে সাঁঝের পাখি যায় কুলায়।
সে এল যে আমন-ধানের নবান্ন উৎসব-দিনে,
হিমেল হাওয়ায় অঘ্রানের এই সুঘ্রাণেরই পথ চিনে।

আনেনি সে হরণ করে রত্ন-মানিক সাত-রাজার
সে এনেছে রূপকুমারীর আঁখির প্রসাদ, কণ্ঠহার।

সুরের সেতু বাঁধল সে গো, ঊর্ধ্বে তাহার শুনি স্তব,
আসছে ভারত-তীর্থ লাগি শ্বেত-দ্বীপের ময়দানব।
পশ্চিমে আজ ডঙ্কা বাজে পুবের দেশের বন্দিদের,
বীণার গানে আমরা জয়ী, লাজ মুছেছি অদৃষ্টের।

কণ্ঠ তোমার জাদু জানে, বন্ধু ওগো দোসর মোর!
আসলে ভেসে গানের ভেলায় বৃন্দাবনের বংশী-চোর।

তোমার গলার বিজয়-মালা বন্ধু একা নয় তোমার,
ওই মালাতে রইল গাঁথা মোদের সবার পুরস্কার।
কখন আঁখির অগোচরে বসলে জুড়ে হৃদয়-মন,
সেই হৃদয়ের লহো প্রীতি, সজল আঁখির জল-লিখন।
নিশীথঅন্ধকারে
(গান)

এ কী বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পারে,
    নিশীথ-অন্ধকারে।

পুরবের রবি ডুবিল গভীর বাদল-অশ্রু-ধারে,
নিশীথ-অন্ধকারে॥
ঘিরিয়াছে দিক ঘন ঘোর মেঘে,
পুবালি বাতাস বহিতেছে বেগে,
বন্দিনি মাতা একাকিনী জেগে কাঁদিতেছে কারাগারে,
শিয়রের দীপ যত সে জ্বালায় নিভে যায় বারে বারে।
নিশীথ-অন্ধকারে॥
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব আজিকে মিনার-চূড়ে,
বহে না শিরাজ-বাগেরনহর , বুলবুল গেছে উড়ে।
ছিল শুধু চাঁদ, গেছে তরবার,
সে চাঁদও আঁধারে ডুবিল এবার,
শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অস্ত-তোরণ-দ্বারে।
উঠিতেছে সুর বিদায়-বিধুর পারাবার-পরপারে।
নিশীথ-অন্ধকারে॥
ছিল না সে রাজা – কেঁপেছে বিশ্ব তবু গো প্রতাপে তার,
শত্রু-দুর্গে বন্দি থাকিয়া খোলেনি সে তরবার।
ছিল এ ভারত তারই পথ চাহি,
বুকে বুকে ছিল তারই বাদশাহি,
ছিল তার তরে ধুলার তখ্‌ত্‌ মানুষের দরবারে।
আজি বরষায় তারই তরবার ঝলসিছে বারে বারে।
নিশীথ-অন্ধকারে॥

শরৎচন্দ্র
(চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত ছন্দ)

নব ঋত্বিক নবযুগের!
নমস্কার! নমস্কার!
আলোকে তোমার পেনু আভাস
নওরোজের নব উষার!
তুমি গো বেদনা-সুন্দরের
দর্‌দ্‌-ই-দিল্‌, নীল মানিক,
তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো
ধ্বনিল সাম বেদনা-ঋক।

হে উদীচী উষা চির-রাতের,
নরলোকের হে নারায়ণ!
মানুষ পারায়ে দেখিলে দিল্‌ –
মন্দিরের দেব-আসন।
শিল্পী ও কবি আজ দেদার
ফুলবনের গাইছে গান,
আশমানি-মউ স্বপনে গো

সাথে তাদের করনি পান।
নিঙারিয়া ধুলা মাটির রস
পিইলে শিব নীল আসব,
দুঃখ কাঁটায় ক্ষত হিয়ার
তুমি তাপস শোনাও স্তব।
স্বর্গভ্রষ্ট প্রাণধারায়
তব জটায় দিলে গো ঠাঁই,
মৃত সাগরের এই সে দেশ
পেয়েছে প্রাণ আজিকে তাই।
পায়ে দলি পাপ সংস্কার
খুলিলে বীর স্বর্গদ্বার,
শুনাইলে বাণী, ‘নহে মানব –
গাহি গো গান মানবতার।
মনুষ্যত্ব পাপী তাপীর
হয় না লয়, রয় গোপন,
প্রেমের জাদু-স্পর্শে সে
লভে অমর নব জীবন!’
নির্মমতায় নর-পশুর
হায় গো যার চোখের জল
বুকে জমে হল হিম-পাষাণ,
হল হৃদয় নীল গরল ;
প্রখর তোমার তপ-প্রভায়
বুকের হিম গিরি-তুষার –
গলিয়া নামিল প্রাণের ঢল,
হল নিখিল মুক্ত-দ্বার।
শুভ্র হল গো পাপ-মলিন
শুচি তোমার সমব্যথায়,
পাঁকের ঊর্ধ্বে ফুটিল ফুল
শঙ্কাহীন নগ্নতায়!

শাস্ত্র-শকুন নীতি-ন্যাকার
রুচি-শিবার হট্টরোল
ভাগাড়ে শ্মশানে উঠিল ঘোর,
কাঁদে সমাজ চর্মলোল!
ঊর্ধ্বে যতই কাদা ছিটায়
হিংসুকের নোংরা কর
সে কাদা আসিয়া পড়ে সদাই
তাদেরই হীন মুখের পর!
চাঁদে কলঙ্ক দেখে যারা
জ্যোৎস্না তার দেখেনি, হায়!

ক্ষমা করিয়াছ তুমি, তাদের
  লজ্জাহীন বিজ্ঞতায়!
আজ যবে সেই পেচক-দল
  শুনি তোমার করে স্তব,
সেই তো তোমার শ্রেষ্ঠ জয়,
  নিন্দুকের শঙ্খ-রব!
ধর্মের নামে যুধিষ্ঠির
  'ইতি গজের' করুক ভান!
সব্যসাচী গো, ধরো ধনুক –
  হানো প্রখর অগ্নিবাণ!
'পথের দাবি'র অসম্মান
  হে দুর্জয়, করো গো ক্ষয়!
দেখাও স্বর্গ তব বিভায়
  এই ধুলার ঊর্ধ্বে নয়!

দেখিছ কঠোর বর্তমান,
  নয় তোমার ভাব-বিলাস,
তুমি মানুষের বেদনা-ঘায়
  পাওনি গো ফুল-সুবাস।
তোমার সৃষ্টি মৃত্যুহীন
  নব ধরার জীবন-বেদ,
করনি মানুষে অবিশ্বাস
  দেখিয়া পাপ পঙ্ক ক্লেদ।
পুষ্পবিলাস নয় তোমার
  পাওনি তাই পুষ্প-হার,
বেদনা-আসনে বসায়ে আজ
  করে নিখিল পূজা তোমার!
অসীম আকাশে বাঁধনি ঘর
  হে ধরণির নীল দুলাল!
তব সাম-গান ধুলামাটির
  রবে অমর নিত্যকাল!
হয়তো আসিবে মহাপ্রলয়
  এ দুনিয়ার দুঃখ-দিন
সব যাবে শুধু রবে তোমার
  অশ্রুজল অন্তহীন।
অথবা যেদিন পূর্ণতায়
  সুন্দরের হবে বিকাশ,
সেদিনও কাঁদিয়া ফিরিবে এই
  তব দুখের দীর্ঘশ্বাস।
মানুষের কবি! যদি মাটির

এই মানুষ বাঁচিয়া রয় –
রবে প্রিয় হয়ে হৃদি-ব্যাথায়,
সর্বলোক গাহিবে জয়!

অন্ধস্বদেশ - দেবতা

ফাঁসির রশ্মি ধরি
আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পলে পলে অনুসরি
মৃত্যু-গহন-যাত্রীদলের লাল পদাঙ্ক-রেখা।
যুগযুগান্ত-নির্জিত-ভালে নীল কলঙ্ক-লেখা!

নীরন্ধ্র মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাতি,
কুহেলি-অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি, –
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরই মাঝে,
সেই পথে ফেলে চরণ – যে পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে!

নির্যাতনের যে যষ্টি দিয়া শত্রু আঘাত হানে
সেই যষ্টিরে দোসর করিয়া অলক্ষ্য পথ-পানে
চলেছে দেবতা – অন্ধ দেবতা – পায়ে পায়ে পলে পলে,
যত ঘিরে আসে পথ-সংকট চলে তত নববলে।
ঢলে পড়ে পথ পরে,
নবীন মৃত্যু-যাত্রী আসিয়া তুলে ধরে বুকে করে!
অন্ধ কারার বন্ধ দুয়ারে যথায় বন্দি জাগে,
যথায় বধ্য-মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,
যথায় পিষ্ট হতেছে আত্মা নিষ্ঠুর মুঠি-তলে,
যথায় অন্ধ গুহায় ফণীর মাথায় মানিক জ্বলে,
যথায় বন্য শ্বাপদের সাথে নখর দন্ত লয়ে
জাগে বিনিদ্র বন্য-তরুণ ক্ষুধার তাড়না সয়ে,
যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাষ্ঠের ফাঁদে, –
সেই পথে চলে অন্ধ দেবতা, পথ চলে আর কাঁদে, –
'ওরে ওঠ ত্বরা করি
তোদের রক্তে-রাঙা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী!'

তিমির রাত্রি, ছুটেছে যাত্রী নিরুদ্দেশের ডাকে,
জানে না কাথায় কোন পথে কোন ঊর্ধ্বে দেবতা হাঁকে।
শুনিয়াছে ডাক এই শুধু জানে! অপনার অনুরাগে
মাতিয়া উঠেছে অলস চরণ, সম্মুখে পথ জাগে!
জাগে পথ, জাগে ঊর্ধ্বে দেবতা, এই দেখিয়াছে শুধু,
কে দেখে সে পথে চোরা বালুচর, পর্বত, মরু ধুধু!

ছুটেছে পথিক, সাথে চলে পথ, অমানিশি চলে সাথে,
পথে পড়ে ঢলে, মৃত্যুর ছলে ধরে দেবতার হাতে।

চলিতেছে পাশাপাশি –
মৃত্যু, তরুণ, অন্ধ দেবতা, নবীন উষার হাসি!
পাথেয়
দরদ দিয়ে দেখল না কেউ যাদের জীবন যাদের হিয়া,
তাদের তরে ঝড়ের রথে আয় রে পাগল দরদিয়া।
শূণ্য তোদের ঝোলা-ঝুলি, তারই তোরা দর্প নিয়ে
দর্পীদের ওই প্রাসাদ-চূড়ে রক্ত-নিশান যা টাঙিয়ে।
মৃত্যু তোদের হাতের মুঠায়, সেই তো তোদের পরশ-মণি,
রবির আলোক ঢের সয়েছি, এবার তোরা আয় রে শনি!
দাড়ি-বিলাপ*
হে আমার দাড়ি!
একাদশ বর্ষ পরে গেলে আজি ছাড়ি
আমারে কাঙাল করি, শূন্য করি বুক!
শূন্য এ চোয়াল আজি শূন্য এ চিবুক!

তোমার বিরহে বন্ধু, তোমার প্রেয়সী
ঝরিছে শ্যামলী গুম্ফ ওষ্ঠকূলে বসি!
কপোল কপাল ঠুকি করে হাহাকার –
‘রে কপটি, রে সেফটি (safety) গিলেট রেজার!’....

একে একে মনে পড়ে অতীতের কথা –
তখনও ফোটেনি মুখে দাড়ির মমতা!
তখনও এ গাল ছিল সাহারার মরু,
বে-পাল মাস্তুল কিংবা বিপল্লব তরু!
স্বজাতির ভীরুতার ইতিহাস স্মরি
বাহিয়া বি-শ্মশ্রু গণ্ড অশ্রু যেত ঝরি।
নারীসম কেশ বেশ, নারিকেলি মুখ,
নারিকেলি হুঁকা খায়! – পুরুষ উৎসুক
নারীর ‘নেচার’ নিতে, হা ভারত মাতা!
নারী-মুণ্ড হল আজি নর বিশ্বত্রাতা!

চলিত কাবুলিওয়ালা গুঁতো-হস্তে পথে
উড়ায়ে দাড়ির ধ্বজা, আফগানিয়া রথে
সুকৃষ্ণ নিশান যেন! অবাক বিস্ময়ে
মহিলা-মহলে নিজ নারী-মুখ লয়ে
রহিতাম চাহি আমি ঘুলঘুলি-ফাঁকে,
বেচারি বাঙালি দাড়ি, কে শুধায় তাকে?
চলিত মটরু মিয়াঁ চামারুর নানা,
মনে হত, এ দাড়িও ধার করে আনা
কাবুলির দেনা-সাথে! বাঙালির দাড়ি

বাঙালির শৌর্য-সাথে গিয়াছে গো ছাড়ি!
দাড়ির দাড়িম্ব বনে ফেরে নাকো আর
নির্মুক্ত হিড়িম্বা সতী, সে যুগ ফেরার!
জামাতারে হেরি শ্বশ্রু লুকান যেমনি!
‘রেজারে’ হেরিয়া শ্মশ্রু লুকাল তেমনি!...

ভোজপুরি দারোয়ান তারও দাড়ি আছে,
চলিতে সে দাড়ি যেন শিখীপুচ্ছ নাচে!
পাঞ্জাবি, বেলুচি, শিখ, বীর রাজপুত,
দরবেশ, মুনি, ঋষি, বাবাজি অদ্ভুত,
বোকেন্দ্র-গন্ধিত ছাগ সেও দাড়ি রাখে,
শিম্পাঞ্জি, গরিলা – হায়, বাদ দিই কাকে!
এমন যে বটবৃক্ষ তারও নামে ঝুরি,
ঝুরি নয় ও যে দাড়ি করিয়াছে চুরি
বনের মানুষ হতে! তাই সে বনস্পতি আজ!
দাড়ি রাখে গুল্মলতা রসুন পেঁয়াজ!
হাটে দাড়ি, মাঠে দাড়ি, দাড়ি চারিধার,
লক্ষ খারে ঝরে যেন দাড়ি-বারিধার!
ঝরে যবে বৃষ্টিধারা নীল নভ বেয়ে
মনে হয় গাড়ি গাড়ি দাড়ি গেছে ছেয়ে
ধরণির চোখে-মুখে, সে সুখ-আবেশে
নব নব পুষ্পে তৃণে ধরা ওঠে হেসে!
মুকুরে হেরিয়া নিত বি-শ্মশ্রু বদন
লজ্জায় মুদিয়া যেত আপনি নয়ন।
হায় রে কাঙালি,
রহিলি তুই-ই হয়ে মাকুন্দা বাঙালি!

এতেক চিন্তিয়া এক ক্ষুর করি ক্রয়
চাঁছিতে লাগিনু গাল সকল সময়।
বহু সাধ্য-সাধনায় বহু বর্ষ পরে
উদিল নবীন দাড়ি! যেন দিগন্তরে
কৃষ্ণ মেঘ দিল দেখা অজন্মার দেশে,
লালিমলি-পার্সেল যেন অঘ্রানের শেষে!
সে দাড়ি-গৌরব বহি সু-উচ্চ মিনারে
দাঁড়াইয়া ঘোষিতাম, ‘এই দাড়িকারে
নিন্দে যারা, তারা ভীরু তারা কাপুরুষ!
হায় রে বেহুঁশ,
নারী তো নরের রূপ পেতে নাহি চায়,
তাদের হয় না দাড়ি, গুম্ফ না গজায়!

দাড়ি রাখি হইয়াছি শ্রীহীন মিয়াঁ!
কিন্তু বন্ধু, তোমরা যে শ্রীমতী অমিয়া
হইতেছ দিনে দিনে!
কেবা নর কেবা নারী কেহ নাহি চিনে!’
কে কাহার কথা শোনে, ওরা করে ‘শেভ’,
আমারে দেখিলে বলে – ‘ওই অজদেব!’
হই অজ-মুণ্ড আমি তবু দক্ষ-রাজা,
দক্ষেরই জামাতা শিব – (খায় খাক গাঁজা!)
দিনে দিনে বাড়ে দাড়ি রেজার-কর্ষণে,
শস্য-শ্যামা ধরা যেন হলের ঘর্ষণে!

*   *   *

একাদশ বর্ষ পরে – হায় রে নিয়তি
কে জানে আমার ভাগ্যে ছিল এ দুর্গতি!
সেদিন কার্জন-হলে দিলীপকুমার
আসিল গাহিতে গান, কে করে শুমার
কত যে আসিল নর কত সে যে নারী!
ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি, কত ধুতি শাড়ি
ছিঁড়িল পশিতে সেথা! চেনা নাহি যায়
কেবা নর কেবা নারী – এক কেশ এক বেশ, হায়!

সে নিখিল নারী-সভা মাঝে
হেরিলাম, আমারই সে জয়ডঙ্কা বাজে
মুখে মুখে দিকে দিকে! আমি কৃষ্ণ-সম
একাকী পুরুষ বিরাজিনু অনুপম।

সম্মুখে বালিকা এক গাহিতে বসিয়া
ভুলি গেল সুর লয় মোরে নিরখিয়া।
বলে, ‘মাগো, ও কী দাড়ি, দেখে ভয় লাগে!
সুর মম ভয়ে সারদার কোল মাগে,
বাহিরিতে চাহে নাকো।
উহারে সম্মুখ হতে সরাইয়া রাখো!’
গর্বে নাড়ি দাড়ি
কহিলাম – ‘গান! তব সাঝে মম আড়ি!’
সরোষে যেমনি যাব বাহিরিতে আমি,
বিস্ময়ে হেরিনু, মম দাড়ি গেছে থামি
বাঁধিয়া যায় গো দাড়ি নিমেষের ভ্রমে?

চিৎকারিল নারীদল নব নব সুরে,

বানর নরের দল হাসিল অদূরে
ঝিঁঝিট-খাম্বাজে কেহ, কেহ মালকোশে,
হিন্দোলে হুংকারে কেহ ওস্তাদি আক্রোশে!
আসিল নারীর স্বামী, স্বামীর শ্যালক,
পলাইতে যত চাহি পিছে লাগে শক!
দেখেছি অনেক ব্রোচ, বহু সেফটিপিন,
হিরিনি নাছোড়বান্দা হেন কোনোদিন।
আমারও স্ত্রীর ব্রোচ কাঁটা বহুবার
বাধিয়াই ছাড়িয়াছে তখনই আবার!

যত পালাইতে চাই তত বাঁধে দাড়ি,
দাড়ি লয়ে পড়ে গেল শেষে কাড়াকাড়ি
পুরুষ নারীর মাঝে! ক্ষুরে ও কাঁচিতে
হাসিতে হল্লাতে গোলে কাশিতে হাঁচিতে
লাগিল ভীষণ দ্বন্দ্ব!.... যখন চেতনা
ফিরিয়া পাইনু গৃহে, হেরি আনমনা
হাসিছে গৃহিণী মম বাতায়নে বসি।
জাগিতে দেখিয়া কহে, 'এতদিনে শশী
হল মেঘ-মুক্ত প্রিয়!' মুকুরে হেরিয়া মুখ কহিলাম আমি,
'আমি কই?' সে কহিল, 'মুকুরেতে স্বামী!'
তর্পণ
(স্বর্গীয় দেশবন্ধুর চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে)

– আজিও তেমনই করি
আষাঢ়ের মেঘ ঘনায়ে এসেছে
ভারত-ভাগ্য ভরি।
আকাশ ভাঙিয়া তেমনই বাদল
ঝরে সারা দিনমান,
দিন না ফুরাতে দিনের সূর্য
মেঘে হল অবসান!
আকাশে খুঁজিছে বিজলি প্রদীপ,
খোঁজে চিতা নদী-কূলে,
কার বয়নের মণি হরায়েছে
হেথা অঞ্চল খুলে।
বজ্রে বজ্রে হাহাকার ওঠে,
খেয়ে বিদ্যুৎ-কশা
স্বর্গে ছুটেছে সিন্ধু –
ঐরাবত দীর্ঘশ্বসা।
ধরায় যে ছিল দেবতা, তাহারে
স্বর্গ করেছে চুরি;

অভিযানে চলে ধরণির সেনা,
অশনিতে বাজে তূরী।
ধরণির শ্বাস ধূমায়িত হল
পুঞ্জিত কালো মেঘে,
চিতাচুল্লিতে শোকের পাবক
নিভে না বাতাস লেগে।
শ্মশানের চিতা যদি নেভে, তবু
জ্বলে স্মরণের চিতা,
এ-পারের প্রাণ-স্নেহরসে হল
ও-পার দীপান্বিতা।

– হতভাগ্যের জাতি,
উৎসব নাই, শ্রাদ্ধ করিয়া
কাটাই দিবস রাতি!
কেবলই বাদল, চোখের বরষা,
যদি বা বাদল থামে –
ওঠে না সূর্য আকাশে ভুলিয়া
রামধনুও না নামে!
ত্রিশ জনে করে প্রায়শ্চিত্ত
ত্রিশ কোটির সে পাপ,
স্বর্গ হইতে বর আনি, আসে
রসাতল হতে শাপ!
হে দেশবন্ধু, হয়তো স্বর্গে
দেবেন্দ্র হয়ে তুমি
জানি না কী চোখে দেখিছ
পাপের ভীরুর ভারতভূমি!
মোদের ভাগ্যে ভাস্কর-সম
উঠেছিলে তুমি তবু,
বাহির আঁধার ঘুচালে,
ঘুচিল মনের তম কি কভু?
সূর্য-আলোকে মনের আঁধার
ঘোচে না, অশনি-ঘাতে
ঘুচাও ঘুচাও জাতের লজ্জা
মরণ-চরণ-পাতে!
অমৃতে বাঁচাতে পারনি এ দেশ,
ওগো মৃত্যুঞ্জয়,
স্বর্গ হইতে পাঠাও এবার
মৃত্যুর বরাভয়!
ক্ষূণ শ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ-বাসরে
কী মন্ত্র উচ্চারি

তোমারে তুষিব, আমরা তো নহি
শ্রাদ্ধের অধিকারী!
শ্রদ্ধা দানিবে শ্রাদ্ধ করিবে
বীর অনাগত তারা
স্বাধীন দেশের প্রভাত-সূর্যে
বন্দিবে তোমা যারা!
না–আসাদিনেরকবিরপ্রতি
জবা-কুসুম-সংকাশ রাঙা অরুণ রবি
তোমরা উঠিছ; না-আসা দিনের তোমরা কবি।
যে-রাঙা প্রভাত দেখিবার আশে আমরা জাগি
তোমরা জাগিছ দলে দলে পাখি তারই-র লাগি।
স্তব-গান গাই আমি তোমাদেরই আসার আশে,
তোমরা উদিবে আমার রচিত নীল আকাশে।
আমি রেখে যাই আমার নমস্কারের স্মৃতি –
আমার বীণায় গাহিয়ো নতুন দিনের গীতি!

প্রলয়শিখা

প্রলয়শিখা
বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ওই
নাচে নটনাথ কাল-ভৈরব তাথই থই।
সে নৃত্যবেগে ললাট-অগ্নি প্রলয়-শিখ
ছড়ায়ে পড়িল হেরো রে আজিকে দিগ্‌বিদিক ।
সহস্র-ফণা বাসুকির সম বহ্নি সে
শ্বসিয়া ফিরিছে, জরজর ধরা সেই বিষে।
নবীন রুদ্র আমাদের তনুমনে জাগে
সে প্রলয়শিখা রক্ত-উদয়ারুণ-রাগে।
ভরারমেয়েরসম ধরা হয়ে অপহৃতা
দৈত্য-আগারে চলিতে কাঁদিয়া মরে বৃথা;
আমরা শুনেছি লাঞ্ছিতার সে পথ-বিলাপ,
সজল আকাশে উঠিয়াছি তাই বত্র-শায়ক ইন্দ্রচাপ
মুক্ত ধরণি হইয়াছে আজি বন্দিবাস,
নহে কো তাহার অধীন তাহার থল-জল-বায়ু নীল আকাশ।
মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেব-অভিশাপ দৈত্যত্রাস,
দশ দিক জুড়ি জ্বলিয়া উঠেছে প্রলয়-বহ্নি সর্বনাশ!
ঊর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা অনির্বান,
জতুগৃহদাহ-অন্তে করিব জ্যোতির স্বর্গে মহাপ্রয়াণ।
নমস্কার
তোমারে নমস্কার –
যাহার উদয়-আশায় জাগিছে রাতের অন্ধকার।

বিহগ-কণ্ঠে জাগে অকারণ পুলক আশায় যার
স্তব্ধ পাখায় লাগে গতিবেগ চপল দুর্নিবার।
ঘুম ভেঙে যায় নয়নসীমায় লাগিয়া যার আভাস
কমলের বুকে অজানিতে জাগে মধুর গন্ধবাস।
জাগে সহস্র শিশির-মুকুরে সহস্র মুখ যার
না-আসা দিনের সূর্যট সে তুমি, তোমারে নমস্কার।
নমো দেবী নমো নম,
ছুটিয়া চলেছ স্রোত-তরঙ্গ লপাহাড়ি হরিণীসম!
অটল পাষাণ অচপল গিরিরাজের চপল মিয়ে
চলেছে তটিনী তটে তটে নট-মল্লারে গান গেয়ে!
কূলে কূলে হাসো পল্লবে ফুলে ফল-ফসলের রানি,
বধির ধরারে শোনাও নিত্য কলকলকল বাণী।
তব কলভাষে খলখল হাসে বোবা ধরণির শিশু,
ওগো পবিত্রা, কূলে কূলে তব কোলে দোলে নব জিশু।
তব স্রোতোবেগে জাগে আনন্দ জাগিছে জীবন নিতি,
চিরপুরাতন পাষাণে বহাও চিরনূতনের গীতি!
জড়েরে জড়ায়ে নাচিছ প্রাণদা, দাও নব প্রাণ তার,
শ্মশানের পাশে ভাগীরথী তুমি, তোমারে নমস্কার।
‘হবেজয়’
আবার কি আঁধি এসেছে হানিতে
ফুলবনে লাঞ্ছনা?
দু-হাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে
মলিন আবর্জনা?
করিয়ো না ভয়, হবে হবে লয়
আপনি এ উৎপাত,
আগুনের দুটো খড়কুটো লয়ে
লুকোবে অকস্মাৎ!
উৎপাতে তার যদি সখা তব
ফুলবনে ফুল ঝরে,
নব-বসন্তে নব ফুলদল
আসিবে কানন ভরে।
অসুন্দরের প্রতীক উহারা,
ফুল-ছেঁড়া শুধু জানে,
আগে যে চলিবে উহারা টানিবে
কেবলই পিছন পানে।
বন্ধু, ওদের উহাই ধর্ম,
তাই বলে তুমি আগে
চলিবে না ভয়ে? ফুটাবে না ফুল
তোমার কুসুম-বাগে?
অভিশাপ-শ্বাস দমকা বাতাস

প্রদীপ নিবায় বলে
আলো না জ্বালায়ে রহিবে বসিয়া
আঁধার আঙিনাতলে?
সূর্যে ঢাকিতে ছুটে যায় নভে
পায়ের তলার ধূলি,
সূর্য কি তাই লুকাবে আকাশে
আপনার পথ ভুলি?
তড়িৎ-প্রদীপ জ্বালাইয়া আস
তোমরা বরষা-ধারা,
তোমাদের জলে সব ধুলো-মাটি
নিমেষে হইবে হারা।
যে অন্তরের দীপ্তিতে তব
হাতের মশাল জ্বলে,
ফুৎকারে তাহা নিভিবে না চলো,
আগে চলো নব বলে!
পথ ভুলাইতে আসিয়াছে যারা
চাহিবে ভুলাতে পথ,
লঙ্ঘিতে হবে উহাদের রচা
মরু, নদী, পর্বত।
পিছনের যারা রহিবে পিছনে,
উহদের চিৎকারে
তুমি কি বন্দি হইয়া রহিবে
আঁধারের কারাগারে?
মাথার ওপরে শত বাজপাখি
তবু পারাবত দল
আলোক-পিয়াসি চঞ্চল-পাখা
লুণ্ঠিছে নভতলে।

বন্ধু গো, তোলো শির!
তোমারে দিয়াছি বৈজয়ন্তী
বিংশ শতাব্দীর।
মোরা যুবাদল, সকল আগল
ভাঙিতে চলেছি ছুটি,
তোমারে দিয়াছি মোদের পতাকা
তুমি পড়িয়ো না লুটি।
চাহি না জানিতে – বাঁচিবে অথবা
মরিবে তুমি এ পথে,
এ পতাকা বয়ে চলিতে হইবে
বিপুল ভবিষ্যতে।
তাজা জীবন্ত যৌবন-অভিযান –

সেনা মোরা আছি,
ভূমিকম্পের সাগরের মতো
সুখে প্রাণ ওঠে নাচি;
চাহ বা না চাহ, মোরা যুবাদল
তোমারে চালাব আগে,
ব্যগ্র-চরণ চলিবে অগ্রে
আমাদের অনুরাগে!
মৃত্যুর হাতে মরে তো সবাই,
সেই শুধু বেঁচে থাকে –
মানুষের লাগি যে চির-বিরাগী,
মানুষ মেরেছে যাকে।

বিধাতার পরিহাস –
রচেছে মানুষ যুগে যুগে তার
অমানুষী ইতিহাস।
সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ তার
করিয়াছে যে মানুষ,
তারেই পাথরে পিষিয়া মেরেছে
মেরেছে বিঁধিয়া ক্রুশ!
যে-হাতে করিয়া এনেছে মানুষ
স্বর্গ-অমৃত-বারি,
সে-হাত কাটিয়া ধরার মানুষ
প্রতিদান দিল তারই!
দেয় ফুল ফল ছায়া সুশীতল –
তরুরে আমরা তাই,
ঢিল ছুঁড়ে মারি, ফুল ছিঁড়ি তার
শেষে শাখা ভেঙে যাই।
সেই অভিমানে ফুটিবে না ফুল?
ফলিবে না তরু-শাখে
সু-রসাল ফল? দিবে না সে ছায়া
যে আঘাত করে তাকে?
চন্দ্রে যাহারা বলে কলঙ্কী
চন্দ্রালোকেই বসি,
করুণার হাসি দেখে তাহাদেরে,
দিই না গলায় রশি!
অসম সাহসে আমরা অসীম
সম্ভাবনার পথে
ছুটিয়া চলেছি, সময় কোথায়
পিছে চাব কোন মতে!
নীচের যাহারা রহিবে নীচেই,

ঊর্ধ্বে ছিটাবে কালি,
আপনার অনুরাগে চলে যাব
আমরা মশাল জ্বালি।
যৌবন-সেনাদল তব সখা,
বন্ধু গো নাহি ভয়,
পোহাবে রাত্রি, গাহিবে যাত্রী
নব আলোকের জয়!
পূজাঅভিনয়
মানুষের পদ-পূত মাটি দিয়া
দেবতা রচিছে পূজারিদল।
সে দেবতা গেল স্বর্গে, মানুষ
রহিল আঁকড়ি মর্ত্যতল।
দেবতারে যারা করেছে সৃজন,
সৃজিতে পারে না আপনারে,
আসে না শক্তি, পায় না আশিস,
ব্যর্থ সে পূজা বারে বারে।
মাটির প্রতিমা মাটিই রহিল,
হায় কারে দিবে শক্তিবর,
দেবতার বর নিতে পারে হাতে
হেথা কোথা সেই শক্তিধর!
বিগ্রহ-চালে হাসে বুড়োশিব,
বলে, ‘দেখো দেখো দশভুজা,
নেংটি পরিয়া নেংটে ইঁদুর –
ভক্তরা এল দিতে পূজা;
গণেশ-ভক্ত ইঁদুরে-বুদ্ধি
হস্তীকর্ণ লম্বোদর,
কার্তিকে মোর সাজায়েছে দেখো,
যেন উহাদের মিয়ের বর!
উহাদের দেব-সেনাপতি পরে
ছেঁড়া কটিবাস আধ-হাতি,
সেনাদল হল চরকাবুড়ি গো,
তরুণেরা হল জোলা তাঁতি!
মাথা কেটে আর অস্ত্র হেনেও
হয় না স্বাধীন আর সকল,
সূতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া
কেল্লা করিবে ওরা দখল!
বলি দেয় ওরা কুমড়ো ছাগল
বড়ো জোর দুটো পোষা মহিষ,
মহিষাসুরেরে বলি দিতে নারে,
বলে, ‘মাগো ওটা তুই বধিস।’

লক্ষ্মীর হাতে অমৃতভাণ্ড,
   লক্ষ্মী ছেলেরা তাহাই চায়,
তাই পূজা করে ওরা বণিকেরে –
   লক্ষ্মীবাহন কালপ্যাঁচায়!
অমৃত চাহিছে, ওরা তো চাহে না
   মোর কণ্ঠের বিষের ভাগ,
ওদেরই মরুতে জঙ্গলে চরে
   তোমার বাহন সিংহ-বাঘ!
দেখিয়া তরাসে পলায় উহারা;
   বাহন দেখিয়া যাদের ভয়,
সিংহবাহিনী! পূজিয়া তোমায়
   তারাই করিবে অসুর জয়?
সেথা তব হাতে টিনের খড়্গ,
   সারা গায়ে মোড়া ঝালতা রাং,
দেখে হাসে আর ঘুমাই শ্মশানে,
   ভক্তের দল জোগায় ভাং।
কোন রূপ তব ধ্যান করে ওরা,
   শুনিবে? শুনিয়া যাও ঘুমোও,
শ্বশুর-বাড়ির ফেরত যেন গো,
   অসুর-বাড়ির ফেরত নও!
বাণী-মেয়ে মোর বোবা হয়ে বসে,
   ভাঙা বীণা কোলে বসিয়া রয়,
কথায় কথায় সেথা সিডিসন,
   কী জানি কখন জেলের ভয়।
নিজেরা বন্দি, তাই দেখো ওরা
   ধরিয়া ও কোন কন্যারে
কলা-বউ করে রেখেছে তাদের
   হীন কামনার কারাগারে!
ভূতো ছেলেগুলো কলেজেতে পড়ে,
   কে জানে ক-ল্যাজ পায় হোথায়,
কেহ শাখামৃগ হইয়াছে উঠি
   আধ্যাত্মিক উঁচু শাখায়!’

এমনই শরৎ সৌরাশ্বিনে
   অকাল-বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল বধিতে রাবণে
   ত্রেতায় স্বয়ং রামাবতার,
আজিও আমরা সে দেবী-পূজার
   অভিনয় করে চলিয়াছি!
লঙ্কা-সায়রী রাবণ ধরিয়া

টুঁটিতে ফাঁসায়ে দেয় কাছি।
দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া
হয়তো কাছিতে পড়ে ঝুলে,
দেবীর আসন তেমনই অটল,
হয়তো ঈষৎ ওঠে দুলে।
কে ঘুচাবে এই পূজা-অভিনয়,
কোথায় দূর্বাদলশ্যাম
ধরণি-কন্যা শস্য-সীতারে
উদ্ধারিবে যে নবীন রাম!

দশমুখো ওই ধনিক রাবণ
দশ দিকে আছে মেলিয়া মুখ,
বিশ হাতে করে লুণ্ঠন তবু
ভরে নাকো ওর ক্ষুধিত বুক।
হয়তো গোকুলে বাড়িছে সে আজ,
উহারে কল্য বধিবে যে,
গোয়ালার গরে খেঁটে-লাঠি-করে
হলধর-রূপী রাম সেজে!
যৌবন
ওরে ও শীর্ণা নদী,
দু-তীরে নিরাশা বালুচর লয়ে জাগিবি কি নিরবধি?
নব-যৌবনজলতরঙ্গ জোয়ারে কি দুলিবি না?
নাচিবে জোয়ারে পদ্মা গঙ্গা, তুই রবি চির-ক্ষীণা?
ভরা-ভাদরের বরিষন এসে বারে বারে তোর কূলে
জানাবে রে তোরে সজল মিনতি, তুই চাহিবি না ভুলে?
দুই কূলে বাঁধি প্রস্তর-বাঁধ কূল ভাঙিবার ভয়ে
আকাশের পানে চেয়ে রবি তুই শুধু আপনারে লয়ে?
ভেঙে ফেল বাঁধ, আশেপাশে তোর বহে যে জীবন-ঢল
তারে বুকে লয়ে দুলে ওঠ তুই যৌবন-টলমল।
প্রস্তর-ভরা দুই কূল তোর ভেসে যাক বন্যায়,
হোক উর্বর, হাসিয়া উঠুক ফুলে ফলে সুষমায়।

একবার পথ ভোল,
দূর সিন্ধুর লাগি তোর বুকে জাগুক মরণ-দোল!
ভাঙ ভাঙ কারা, ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠ নব যৌবনে!
বাঁচিতে চাহিয়া মরুপথে তুই মরিলি হীন মরণে।
সকল দুয়ার খুলে দে রে তোর, ভাসা এ মরু-সাহারা,
দু-কুল প্লাবিয়া আয় আয় ছুটে ভাঙ এ মৃত্যু-কারা।
ভারতী - আরতি
গান

[তিলক-কামোদ ও শুভাবতী – সাদ্রা ও গীতাঙ্গী]

জয় ভারতী শ্বেতশতদলবাসিনী,
বিষ্ণু-শরণ-চরণ আদি বাণী।
কণ্ঠ-লীলা বাজিছে বীণা
বিশ্ব ঘুরে গাহে সে সুরে
জয় জয় বীণাপাণি॥
শুনি সে সুর অন্ধ নভে
উদিল গ্রহ তারকা সবে,
মাতিল আলো-মহোৎসবে মা
বিশ্বরানি॥
আদি সৃজন-দিনে অন্ধ ভুবনে
তোমার জ্যোতি আলো দিল মা নয়নে।
জ্ঞান-প্রদায়িনী হৃদয়ে আলো দিলে,
ধেয়ান-সুন্দর করিলে সব নিখিলে।
ঊরো মা ঊরো আঁধার-পুরে আলো দানি॥
বহ্নিশিখা
মেলি
শতদিকে শতলেলিহান রসনা
জাগো
বহ্নিশিখা স্বাহা দিগ্-বসনা!
জাগো
রুদ্রের ললাটের রক্ত-অনল,
জাগো
বজ্র-জ্বালা বিদ্যুৎ-ঝলমল!
জাগো
মহেন্দ্র-তপোভঙ্গের অভিশাপ,
জাগো
অনঙ্গ-দাহন নয়নের তাপ।
জাগো
ভাগীরথী-কূলে-কূলে চুল্লি-শ্মশান,
জাগো
অস্ত-গোধূলি-বেলা দিবা-অবসান!

জাগো
উদয়প্রাতের ঊষা রক্তশিখা,
জাগো
সূর্যের টিপ পরি জয়ন্তিকা!
জাগো
ক্রোধাগ্নি অবমানিতের বক্ষে,

জাগো
শোকাগ্নি নিরশ্রু রাঙা চক্ষে!
জাগো
নিশ্চুপ সয়ে-থাকা ধূমায়িত রোষ,
জাগো
বাণী-মূক কণ্ঠে অশনি-নির্ঘোষ!
জাগো
খান্ডব-দাহন ভীমা দাহিকা,
মরু
বিদ্রুপ-হাসি জাগো হে মরীচিকা।
জাগো
বাড়ব-অনল জ্বলে, বনে দাবানল,
জাগো
অগ্নি-সিন্ধু-মন্থন হলাহল!
জাগো
বহ্নিরুপী তরু-শুষ্ক-জ্বালা,
জাগো
তরলিত অগ্নি গো সুরা-পেয়ালা।
জাগো
প্রতিশোধরূপে উৎপীড়িত বুকে,

নামো স্বর্গে অভিশাপ উল্কা-মুখে!
এসো
ধূমকেতু-ঝাঁটা হাতে ধূমাবতী,
এসো
ভস্মের টিপ পরি অশ্রুমতী,
জাগো
আলো হয়ে রবি-শশী-তারকা-চাঁদে,
এসো
অনুরাগ-রাঙা হয়ে নয়ন-ফাঁদে।

জাগো
কন্টকে জ্বালা হয়ে, নাগ-মুখে বিষ,
এসো
আলেয়ার আলো হয়ে, নিশি-ডাক শিস্।
এসো
ক্ষুধা হয়ে নিরন্ন রিক্ত ঘরে,
লুটো
লক্ষ্মীর ভান্ডার হাহাস্বরে
জাগো

ভীমা-ভয়ংকরী উন্মাদিনী,
রাঙা
দীপক আগুন সুরে বীণাবাদিনী!
খেয়ালি
আয় রে পাগল আপন-বিভোল খুশির খেয়ালি
হাতে নিয়ে রবাব-বেণু রঙিন পেয়ালি!
ভোজপুরিদের প্রমত্ততায়
মাতুক ওরা রাজার সভায়
আঙিনাতে জ্বালরে তোরা অরুণ-দেয়ালি
স্বপনলোকের পথিক তোরা ধরার হেঁয়ালি।
রঙিনখাতা
রেঙে উঠুক রঙিন খাতা
নতুন হাতের নতুন লেখায়
মুখর হউক নিথর কানন
নিত্য নূতন কুহু-কেকায়।
নিটোল আকাশ টোল খেয়ে যাক
হাজার পাখির গানের দোলে,
লেখার কুসুম ফুটে উঠুক
খাতার পাতার কোলে কোলে।
হাজার দেশের গানের পাখির
হাজার রাঙা পালক ঝরে
রচে তুলুক অমর ঝাঁপি,
দুলুক বীণাপাণির করে।
বৈতালিক
অসুরের খল-কোলাহলে এসো সুরের বৈতালিক!
বেতালের যতি-ভঙ্গে তোমার নৃত্য ছন্দ দিক।

অকুণ্ঠিত ও-কণ্ঠে তোমার আনো উদাত্ত বাণী,
সুরের সভায় রাত্রিপারের উষসীরে আনো টানি।
তোমার কণ্ঠ বিহগ-কণ্ঠে ছড়াক দিগ্‌বিদিক॥

তন্দ্রা-অলস নয়নে বুলাও জাগর-সুরের স্পর্শ,
গত নিশীথের মুকুলে ফোটাও বিকশিত-প্রাণ হর্ষ!
মৃতের নয়নে দাও দাও তব চপল আঁখি নিমিখ॥
চাষারগান
আমাদের
জমির মাটি ঘরের বেটি, সমান রে ভাই।
কে রাবণ
করে হরণ দেখব রে তাই॥
আমাদের

ঘরের বেটির কেশের মুঠি ধরে নে যায় সাগরপারে,
দিয়ে হাত
মাথায় শুধু ঘরে বসে রইব না রে।
যে লাঙল
ফলা দিয়ে শস্য ফলাই মরুর বুকে,
আছে সে
লাঙল আজও রুখব তাতেই রাজার সেপাই॥
পাঁচনির
আশীর্বাদে মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ,
সে পাঁচন
আছে আজও ভাঙব তাতেই ওদের গলদ।
যে-জলে
ভাসছি মোরা চল সে-জলে ওদের ভাসাই॥
পাথুরে
পাহাড় কেটে নিঙাড়ি নীরস ধরা,
আনি রে
ঝরনাধারা এ নিখিল শীতল করা।
আজি সে
গাঁইতি শাবল কোথায় গেল, হাতে কি নাই॥
খেতেছে
ফসল নিতুই ডিঙিয়ে বেড়ার কাঁটা,
এবারের
পুজোয় নতুন বলি দে সে-সব পাঁঠা।
দেখিবি
আসবে ফিরে শক্তিময়ী আবার হেথাই॥
মণীন্দ্র-প্রয়াণ*
দানবীর, এতদিনে নিঃশেষে
করিলে নিজেরে দান।
মৃত্যুরে দিলে অঞ্জলি ভরি
তোমার অমৃত প্রাণ।
অমৃতলোকের যাত্রী তোমরা
পথ ভুলে আস, তাই
তোমাদের ছুঁয়ে অমর মৃত্যু
আজিও সে মরে নাই।

স্বর্গলোকের ইঙ্গিত – আস
ছল করে ধরাতল,
তোমাদেরে চাহি ফোটে ধরণিতে
ধেয়ানের শতদল।
রৌদ্র-মলিন নয়নে বুলাও

স্বপনলোকের মায়া,
তৃষিত আর্ত ধরায় ঘনাও
সজল মেঘের ছায়া।

ইন্দ্রকান্তমণি ছিলে তুমি
শ্যাম ধরণির বুকে,
সুন্দরতর লোকের আভাস
এনেছিলে চোখে-মুখে।
ঐশ্বর্যের বুকে বসে বলে –
-ছিলে শিব বৈরাগী,
বিভব রতন ইঙ্গিত শুধু
ত্যাগের মহিমা লাগি।

ইন্দ্র, কুবের, লক্ষ্মী, আশিস
ঢেলেছিল যত শিরে,
দু-হাত ভরিয়া ক্ষুধিত মানবে
দিলে তাহা ফিরে ফিরে।
যে ঐশ্বর্য লয়ে এসেছিলে,
তাহারই গর্ব লয়ে
করেছ প্রয়াণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ,
উঁচু শিরে নির্ভয়ে!
তব দান-ভারে টলমল ধরা
চাহে বিহ্বল-আঁখি,
অঞ্জলি পুরি দিয়া মহাদান,
চক্ষেরে দিলে ফাঁকি।
নব-ভারতেরহলদিঘাট
বালাশোর – বুড়িবালামের তীর –
নব-ভারতের হলদিঘাট,
উদয়-গোধূলি-রঙে রাঙা হয়ে
উঠেছিল যথা অস্তপাট।

আ-নীল গগন-গম্বুজ-ছোঁয়া
কাঁপিয়া উঠিল নীল অচল,
অস্তরবিরে ঝুঁটি ধরে আনে
মধ্য গগনে কোন পাগল!
আপন বুকের রক্তঝলকে
পাংশু রবিরে করে লোহিত,
বিমনানে বিমানে বাজে দুন্দুভি,
থরথর কাঁপে স্বর্গ-ভিত।
দেবকী মাতার বুকের পাথর

নড়িল কারায় অকস্মাৎ
বিনা মেঘে হল দৈত্যপুরীর
প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত।
নাচে ভৈরব, শিবানী, প্রমথ
জুড়িয়া শ্মশান মৃত্যুনাট, -
বালাশোর – বুড়িবালামের তীর –
নব ভারতের হলদিঘাট।
অভিমন্যুর দেখেছিস রণ?
যদি দেখিসনি, দেখিবি আয়,
আধা-পৃথিবীর রাজার হাজার
সৈনিকে চারি তরুণ হটায়।
ভাবী ভারতের না-চাহিতে আসা
নবীন প্রতাপ, নেপোলিয়ন,
ওই 'যতীন্দ্র' রণোন্মত্ত –
শনির সহিত অশনি-রণ।
দুই বাহু আর পশ্চাতে তার
রুষিছে তিনটি বালক শের,
'চিত্তপ্রিয়', 'মনোরঞ্জন',
'নীরেন' – ত্রিশূল ভৈরবের!
বাঙালির রণ দেখে যা রে তোরা
রাজপুত, শিখ, মারাঠি, জাঠ!
বালাশোর – বুড়িবালামের তীর –
নব-ভারতের হলদিঘাট।

চার হাতিয়ারে – দেখে যা কেমনে
বধিতে হয় রে চার হাজার,
মহাকাল করে কেমনে নাকাল
নিতাই গোরার লালবাজার!
অস্ত্রের রণ দেখেছিস তোরা,
দেখ নিরস্ত্র প্রাণের রণ;
প্রাণ যদি থাকে – কেমনে সাহসী
করে সহস্র প্রাণ হরণ!
হিংস-বুদ্ধ-মহিমা দেখিবি
আয় অহিংস-বুদ্ধগণ
হেসে যারা প্রাণ নিতে জানে, প্রাণ
দিতে পারে তারা হেসে কেমন!
অধীন ভারত করিল প্রথম
স্বাধীন-ভারত মন্ত্রপাঠ,
বালাশোর – বুড়িবালামের তীর –
নব-ভারতের হলদিঘাট।

সে মহিমা হেরি ঝুঁকিয়া পড়েছে
অসীম আকাশ, স্বর্গদ্বার,
ভারতের পূজা-অঞ্জলি যেন
দেয় শিরে খাড়া নীল পাহাড়!
গগনচুম্বী গিরিশের হতে
ইঙ্গিত দিল বীরের দল,
‘মোরা স্বর্গের পাইয়াছি পথ –
তোরা যাবি যদি, এ পথে চল!
স্বর্গ-সোপানে রাখিনু চিহ্ন
মোদের বুকের রক্ত-ছাপ,
ওই সে রক্ত-সোপানে আরোহি
মোছ রে পরাধীনতার পাপ!
তোরা ছুটে আয় অগণিত সেনা,
খুলে দিনু দুর্গের কবাট!’
বালাশোর – বুড়িবালামের তীর –
নব-ভারতের হলদিঘাট।
যতীনদাস
আসিল শরৎ সৌরাশ্বিন
দেবদেবী যবে ঘুমায়ে রয়
পাষাণ-স্বর্গ হিমালয়-চূড়ে
শুভ্র মৌলি তুষারময়।
ধরার অশ্রু – সাত সাগরের
লোনা জল উঠি রাত্রিদিন
ধোঁয়াইয়া ওঠে স্বর্গের পানে,
অভিমানে জমে হয় তুহিন।
পাষাণ স্বর্গ, পাষাণ দেবতা,
কোথা দুর্গতিনাশিনী মা,
বলির রক্তে রাঙিয়া উঠেছে
যুগে যুগে দশ দিক-সীমা।
খড়ের মাটির দুর্গা গড়িয়া
দুর্গে বন্দি পূজারিদল
করে অভিনয়! দেবী-বিগ্রহ
জড় গতিহীন চির-অচল।
দেবতা ঘুমান, ঘুমায় মানুষ,
এরই মাঝে নিজ তপোবলে
জোর করে নেয় দেবতার বর
দৈত্য-দানব দলে দলে।
মোরা পূজা করি, পূজা শেষে চাই
পায়ের পদ্ম শুভ-আশিস,

ওরা চেয়ে নেয় কালীর খড়্গ,
বিষ্ণুর গদা, শিবের বিষ।
তপস্যা নাই, ঢাকঢোল পিটে
দেবতা জাগাতে করি পূজা,
দশপ্রহরণধারিণী এল না
দশশো বছরে দশভুজা।....
এমনই শরৎ সৌরাশ্বিনে
অকাল-বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল লঙ্কেশ্বরে
বধিতে ত্রেতায় রাম-অবতার,
আজিও আমরা সে দেবীপূজার
অভিনয় করে চলিয়াছি,
লঙ্কা-সায়রি রাবণ মোদেরে
ধরিয়া গলায় দেয় কাছি!
দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া
হয়তো কাছিতে পড়ে ঝুলে,
দেবীর আসন তেমনই অটল,
শুধু নিমেষের তরে দুলে।
বলি দিয়া মোরা পূজেছি দেবীরে
নব-ভারতের পূজারিদল
গিয়াছিনু ভুলি – দেবীরে জাগাতে
দিতে হল আঁখি-নীলোৎপল।
মহিষ-অসুর-মর্দিনী মা গো,
জাগো এইবার, খড়্গ ধরো।
দিয়াছি ‘যতীন’ অঞ্জলি নব –
ভারতের আঁখি-ইন্দিবর।

টুটে তপস্যা, ওঠে জাগি ওই
পূজারত অভিনব ভারত,
ভারত-সিন্ধু গর্জি উঠিল
নিযুত শঙ্খ মন্ত্রবৎ।
‘উলু উলু’ বোলে পুরনারী, দোলে
হিম-কৈলাস টালমাটাল,
কারাগারে টুটে অর্গল, ওঠে
রাঙিয়া আশার পূর্বভাল।
ছুটে বিমুক্ত-পিঞ্জর, পায়ে
লুটে শৃঙ্খল ছিন্ন ওই,
নাচে ভৈরব, ভৈরবী নাচে
ছিন্নমস্তা তাথই থই।
আকাশে আকাশে বৃংহিত – নাদ

করে কোটি মেঘ ঐরাবত,
সাগর শুষিয়া ছিটাইছে বারি,
ও কী ফুল হানে পুষ্পরথ।
এ কী এ শ্মশান-উল্লাস নাচে
ধূর্জটি-শিরে ভাগীরথী,
অকূল তিমিরে সহসা ভাতিল
নব-উদিচীর নব জ্যোতি।
বিস্ময়ে আঁখি মেলিয়া চাহিনু,
দেখা যায় শুধু দেবীচরণ,
মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল শিব
যে চরণ-তলে মাগে মরণ!
ভৈরব নাচে ঊর্ধ্বে, নিম্নে
খণ্ডিত শির মহিষাসুর,
দুলিছে রক্ত-সিক্ত খড়্গ,
কাঁপিছে তরাসে অসুর-পুর।
চিৎকারি ওঠে উল্লাসে
নব-ভারতের নব-পূজারিদল,
'চাই না মা তোর শুভদ আশিস,
চাই শুধু ওই চরণতল –
যে চরণে তোর বাহন সিংহ,
মহিষ-অসুর মথিয়া যাস।
যদি বর দিস, দিয়ে যা বরদা,
দিয়ে যা শক্তি দৈত্য-ত্রাস' ।
শুধু দেখা যায় দেবীর রক্ত –
চরণ, খড়্গ, মহিষাসুর, -
ওকে ও চরণ-নিম্নে ঘুমায়
সমর-শয়নে বিজয়ী শূর?
কে যতী-ইন্দ্র তরুণ তাপস
দিয়া গেলে তুমি এ কী এ দান?
শবে শবে গেলে প্রাণ সঞ্চারি –
কেশব, বিলায়ে তোমার প্রাণ!
তিলে তিলে ক্ষয় করি আপনারে
তিলোত্তমারে সৃজিলে, হায়!
সুন্দ ও উপসুন্দ অসুর
বিনাশিতে তব তপ-প্রভায়!
হাতে ছিল তব চক্র ও গদা,
গ্রহণ করনি হেলায়, বীর!
বুকে ছিল প্রাণ, তাই দিয়ে রণ
জিনে গেলে প্রাণহীন জাতির।
তোমার হাতের শ্বেত-শতদল,

শুভ্র মহাপ্রাণ তোমার,
দিয়া গেলে তব জাতিরে আশিস,
তোমার হাতের নমস্কার!

লইবে কে বীর উন্নত-শির
দেবতার দান সে শতদল,
টলিয়া উঠেছে বিস্ময়ে ত্রাসে
বিন্ধ্য হইতে হিম-অচল।
নামিয়া আসিল এতদিনে বুঝি
হিমগিরি হতে পাষাণী মা,
কে জানে কাঘার রক্তে রাঙিয়া
উঠিতেছে দশদিক-সীমা!
দেখালে মায়ের রক্তচরণ,
কে দেখাবি দেবীমূর্তি মা-র,
ভারত চাহিয়া আছে তার পানে,
কে করিবে প্রতি-নমস্কার!
বিংশশতাব্দী
হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
নব-চেতনায় জাগো, জাগো, ওঠো বীর!

নব ধ্যান নব ধারণায় জাগো
নব প্রাণ নব প্রেরণায় জাগো,
সকল কালের উচ্চে তোলো গো শির,
সর্ব-বন্ধ-মুক্ত জাগো গে বীর!

নূতন কণ্ঠে গাহো নূতনের জয়,
আমরা ছাড়ায়ে উঠেছি সর্বভয়!
সর্বকালের সব মোহ টুটি
বালারুণ-সম উঠিয়াছি ফুটি,
আজিকে সর্ব-পরাধীনতার লয়,
নতুন জগতে আমরা সর্বময়!

আমরা ভেঙেছি রাজার সিংহাসন,
করিয়াছি নরে আমরা গো নারায়ণ।
পায়ের তলার মানুষে টানিয়া
বসায়েছি দেব-বেদিতে আনিয়া,
টুটায়েছি সব দেশের সব বাঁধন
নিখিল মানব-জাতি এক-দেহ-মন।

পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে,

য়ুরোপ, রাশিয়া, আরব, মিশর, চীনে,
আমরা আজিকে এক-প্রাণ এক-দেহ,
এক বাণী – ‘কারো অধীন রবে না কেহ!’
চলি একে একে দৈত্য-প্রাসাদ জিনে।
পারি নাই যাহা, পারিব দু-এক দিনে।
কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম-নেশা,
ধ্বংস করেছি ধর্মযাজকী পেশা!
    ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ,
    ভাঙিয়া গির্জা গাহি সংগীত –
এক মানবের একই রক্ত মেশা।
কে শুনিবে আর ভজনালয়ের হ্রেষা!

আদিম সৃষ্টি-দিবস হইতে ক্রমে
প্রাচীরের পর প্রাচীর উঠেছে জমে।
    সে প্রাচীর মোরা ভাঙিয়া চলেছি,
    যতই চলেছি ততই দলেছি,
জ্বালায়ে চলেছি পুঞ্জিভূত সে ভ্রমে।
শ্রমণের চেয়ে পূজ্য ভেবেছি শ্রমে।

সংস্কারের জগদ্দল পাষাণ
তুলিয়া বিশ্বে আমরা করেচি ত্রাণ।
    সর্ব আচার-বিচার-পঙ্ক হতে
    তুলিয়া জগতে এনেছি মুক্ত স্রোতে।
অচলায়তনের বাতায়ন খুলি – প্রাণ
এনেছি, গেয়েছি নব-আলোকের গান।

নচিকেতা-সম আমরা মৃত্যুপুরী
বারে বারে যাই বারে বারে আসি ঘুরি।
    মৃত্যুরে মোরে মুখোমুখি দেখিয়াছি,
    মোদের জীবনে মরণ আছে গো বাঁচি।
স্বর্গ এনেছি মর্ত্যে করিয়া চুরি;
চাহিছে মর্ত্য দেবতা বাদলে ঝুরি।
সার্থক হল আজিকে ভৃগু-সাধন,
আমরা করেছি সৃজন নব-ভুবন।
    এক আদমের মোরা সন্তান,
    নাহি দেশ কাল ধর্মাভিমান,
নাহি ব্যবধান, উচ্চ, নীচ, সুজন;
নিখিলের মাঝে আমরা এক জীবন!

আমরা সহিয়া সকল অত্যাচার

অত্যাচারের করিতেছি সংহার।
    ধ্বংসের আগে এই পৃথিবীরে
    হাসাইতে মোরা আসিয়াছি ফিরে,
শেষের আশিস আমরা নিয়ন্তার;
খুলিতে এসেছি সকল বন্ধ দ্বার।

আমরা বাহিনী বিংশ শতাব্দীর
মন্থন-শেষ-অমৃত জলধির
    কল্কি-দেবের আগে-চলা দূত,
    কভু ঝড়, কভু মলয়-মারুত,
কভু ভয়, কভু ভরসা লক্ষ্মীশ্রীর।
জীবন-মরণ পায়ে বাজে মঞ্জীর!
আমরা বাহিনী বিংশ শতাব্দীর।
শূদ্রেরমাঝেজাগিছেরুদ্র
শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র
ব্যথা-অনিদ্র দেবতা।
শুনি নির্জিত কোটি দীন-মুখে
বজ্র-ঘোষ বারতা।
এ কী মহা দীন রূপ ধরি ফের
পথে পথে ভাঙা কুটিরে,
সবারে অন্ন বিলায়ে আপনি
মাগিছ ভিক্ষা-মুঠিরে॥
কৃষক হইয়া কর্ষিছ ভূমি
জলে ভিজে রোদে পুড়িয়া,
পরবাসে তুলি হরের লক্ষ্মী
আঁধারে মরিছ ঝুরিয়া।
শ্রমিক হইয়া খুঁড়িতেছ মাটি,
হীরক মানিক আহরি
রাজার ভাঁড়ার করিছ পূর্ণ
নিজে নিরন্ন বিহরি।
আপনার গায়ে লাগাইয়া ধূলি
নির্মল রাখ ধরণি,
সকলের বোঝা বহিবার লাগি
মুটে কুলি হলে আপনি।
সকলের তরে রচিয়া প্রাসাদ,
নগর বসায়ে কাননে,
রাজমিস্ত্রির রূপে ফের সাঁঝে
চুন-বালি মাখা আননে।
কুটিরে তোমার জলে না প্রদীপ,
কাঁদে নিরন্ন পরিজন,

সকলের তরে রচি শুচি-বাস
নিজে হলে তাঁতি বিবসন।
আপনি হইয়া অশুচি মেথর
রাখিতেছ শুচি ভুবনে,
না হতে প্রভাত রাজপথ-ধূলি
মার্জনা কর গোপনে!
সকল রুচি ও শুচিতা তেয়াগি
আবিলতা কাঁধে বহিয়া,
ফিরিছ দেবতা হাড়ি ডোম হয়ে
সকলের ঘৃণা সহিয়া।
দ্বারবান হয়ে রক্ষিছ দ্বার,
সেব পদ হয়ে সেবাদাস,
দেবতা হইয়া মানুষের সেবা
করিতেছ তুমি বারো মাস।
ভেবেছিলে বুঝি, ছলের ঠাকুর,
মর্ত্যের অধিবাসী সব
তোমারে চিনিয়া এই রূপে রূপে
পূজিয়া করিবে পরাভব।
যত সেবা দাও, তত করে ঘৃণা,
দেখিতে দেখিতে চারি কাল।
হইল অন্ত, ধূর্জটি তাই
খেপিয়ে উঠেছে জটাজাল?
ছিলে শূদ্রের শ্মশানে-মশানে
রুদ্ররূপী হে মহাকাল,
খুলিয়া পড়েছে রাজার পুরীতে
নাগ-বন্ধন বাঘছাল!

যমের বাহন মহিষ, তোমার
বাহন বৃষভ লইয়া
প্রমথের দল ছিল এতদিন
শান্ত কৃষক হইয়া;
তব ইঙ্গিতে খেপিয়া উঠেছে
আজি কি সকলে নিখিলে?
তোমার ললাট-অগ্নি দিয়া কি
রাজার শাস্তি লিখিলে?

নমো নমো নমঃ শূদ্ররূপী হে
রুদ্র ভীষণ ভৈরব!
পূর্ণ করো গো পাপ ধরণির,
মহাপ্রলয়ের উৎসব।

সৃষ্টির কথা তুমি জান, দেব!
এ ভীষণ পাপ-ধরাতে
পারি না বাঁচিতে; এর চেয়ে ঢের
ভালো তব হাতে মরাতে।

রক্ত-তিলক

শত্রু-রক্তে রক্ত-তিলক পরিবে কারা?
ভিড় লাগিয়াছে – ছুটে দিকে দিকে সর্বহারা।
বিহগী মাতার পক্ষপুটের আড়াল ছিঁড়ে
শূন্যে উড়েছে আলোক-পিয়াসি শাবক কি রে!
নীড়ের বাঁধন বাঁধিয়া রাখিতে পারে না আর,
গগনে গগনে শুনেছে কাহার হুহুংকার!
কাঁদিতেছে বসি জনক-জননী শূন্য নীড়ে,
চঞ্চল-পাখা চলেছে শাবক অজানা তীরে।

সপ্ত-সারথি-রবির অশ্ব বল্গা-হারা
পশ্চিমে ঢলি পড়িছে; যথায় সন্ধ্যাতারা
ম্লান মুখে কাঁদে হৃত-গৌরব ভারত-সম,
ফিরাবে রবিরে – আজি প্রতিজ্ঞা দারুণতম।

দেখাইছে পথ বজ্র জ্বালিয়া অনল-শিখা,
বিজয়-শঙ্খ বাজায় স্বর্গে জয়ন্তিকা।
পশ্চিম হতে আনিবে পূর্বে রবির চাকা,
বিধুনিত করে বিপুল শূন্যে চপল পাখা।
কণ্ঠে ধ্বনিছে মারণ-মন্ত্র শত্রুজয়ী,
পার্শ্বে নাচিছে দানব-দলনী শক্তিময়ী।
রিক্ত-ললাট চলেছে মৃত্যু-তোরণ-দ্বারে,
রাঙাবে ললাট শত্রু-রক্তে মরণ-পারে।

শত্রুরক্তে-চর্চিতভালে তিলকরেখা,
পরাধীনতার অমা-যামিনীতে চন্দ্রলেখা।
সাত্ত্বিক ঋষি বৃথা হোমানলে আহুতি ঢালে,
যত মরে তত বাঁচে গো দৈত্য সর্বকালে।

দধীচির হাড়ে লাগিয়াছে ঘুণ অনেক আগে,
বজ্রে কেবলই সৃষ্টি-কাঁদন-শব্দ জাগে!
ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেব বীর্যহারা,
তেমনই কাঁদিছে দৈত্য-প্রহরী বিশ্ব-কারা।
শ্মশান আগুলি জাগে একা শিব নির্নিমিখ,
আঁধার শ্মশান, শবে শবে ছেয়ে দিগ্‌বিদিক।
কোথা কাপালিক, ভীমা ভৈরবী-চক্র কই,

নাচাও শ্মশানে পাগলা মহেশ তাথই থই!
মহাতান্ত্রিক! রক্ততিলক পরাও ভালে,
কী হবে লইয়া জ্ঞান-যোগী-ঋষি ফেরুর পালে!
শবে ছেয়ে দেশ, শব-সাধনার মন্ত্র দাও,
তামসী নিশায়, জামসিক বীর, পথ দেখাও!
কাটুক রাত্রি, আসুক আলোক, হবে তখন
নতুন করিয়া নতুন স্বর্গ-সৃষ্টি-পণ।
তামসী নিশার ওরে শ্মশানের শিবার দল!
শব লয়ে তোর কাটিল জনম; বল কী ফল
ঝিমায়ে ঝিমায়ে ভবিষ্যতের হেরি স্বপন?
আজ যদি নাহি বাঁচিলি, বাঁচিবি বল কখন?
আজ যদি বাঁচি, কী ফল আমার স্বর্গে কাল?
আজের মর্ত্য সেই সে স্বর্গ সর্বকাল!

আহত মায়ের রক্ত মাখিয়া লভি জনম
পুণ্যের লোভে হবি বকধার্মিক পরম?
রক্তের ঋণ শুধিব রক্তে, মন্ত্র হোক!
হস যদি জয়ী, পূজিবে রে তোরে সর্বলোক।
না দেয় দেবতা আশিস, না দিক, ভয় কী তোর?
কী হবে পূজিয়া পাষাণ-দেবতা পুণ্য-চোর?
জন্মেছি মোরা পাপ-যুগে এই পাপ-দেশে,
করিবি ক্ষালন এ মহাপাপেরে ভালোবেসে?

আঁধার-কৃষ্ণ-মহিষ-অসুর বধিতে কৃষ্ণ খড়্গ ধরো,
শবের-শ্মশানে হয়তো উদিবে সেদিন শুভ্র গৌরী-হর!

নির্ঝর

অভিমানী
টুকরো মেঘে ঢাকা সে
ছোট্ট নেহাত তারার মতন সাঁঝবেলাকার আকাশে
সে ছিল ভাই ইরান দেশের পার্বতী এক মেয়ে।
রেখেছিল পাহাড়তলির কুটিরখানি ছেয়ে
ফুল-মুলুকের ফুলরানি তার এক ফোঁটা ওই রূপে;
সুদূর হাওয়া পথিক হাওয়া ওই সে পথে যেতে চুপে-চুপে
চমকে কেন থমকে যেত, শ্বাস ফেলত, তাকে দেখে দেখে
যাবার বেলায় বনের বুকে তার কামনার কাঁপন যেত রেখে।

দুলে দুলে ডাকত তারে বনের লতা-পাতা,
‘তোর তরে ভাই এই আমাদের সারাটি বুক পাতা,

আয় সজনি আয়!’
কইত সে, ‘সই! এমনি তো বেশ দিন-রজনি যায়,
তোদের বুক যে বড্ড কোমল, তোরা এখন কচি,
কাজ কী ভাই, এ কঠিন আমার সেথায় শয়ন রচি?’
বলেই চোখের জলকণাটির লাজে
মানিনী সে বন-বিহগী পালিয়ে যেত গহন বনের মাঝে।
কাঁদন-ভরা বিদ্রোহী সে-মেয়ের চপল চলায়,
শুকনো পাতা মরমরিয়ে কাঁদত পায়ের তলায়।
দোল-ঢিলা তার সোহাগ-বেণির জরিন ফিতার লোভে
হরিণগুলি ছুটত পাছে কি আগে তায় ছোঁবে।
আচমকা তার নয়না পানে চেয়ে সুদূর হতে
ভিরমি খেত হরিণ-বালা মূর্ছা যেত পথে।
বনের মেয়ে বনের সনে এমনি করে থাকে
একলাটি হায়, জানত না কেউ তাকে।
দিন-দুনিয়ায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না তার,
তবু কিন্তু ভাবত সে, ‘ভাই,
আর কী আমার চাই?
বনের হরিণ, তরুলতা এই তো সব আমার,
আকাশ, আলো, নিঝর, নদী, পাহাড়তলির বন,
এই তো আমার সবই ভালো সবাই আপন জন!
নাই বা দিল কেউ এসে গো একাকিনী আমার ব্যথায় সান্ত্বনা!’
বলেই কেন ঠোঁট ফুলাত; হায় অভাগি জানত না
পলে পলে আপনাকে সে দিচ্ছে ফাঁকি কতই –
অথই মনের থই মেলে না বুজতে সে চায় যতই।
দুষ্টু একটি দেবতা তখন ফুল-ধনুটি হাতে
বধূর বুকে পড়ত লুটি হেসে হেসে ফুল-কুঁড়িদের ছাতে।
বুঝত না তার কী ছিল না, কেন পিষছে বুকের তলা,
ভাবত আমার কাকে যেন অনেক কিছু বলার আছে
এখনও তার হয়নি কিছুই বলা।
এমনি করে ভার হল গো ক্রমেই বালার একাকিনী জীবন-পথে চলা।

কুঁড়ির বুকে প্রথম এবার কাঁদল সুরভি,
জাগল ব্যথা-অরুণ, যেন বেলা-শেষের করুণ পুরবি।
একটুখানি বুকটি তাহার অনেকখানি ভালোবাসার গন্ধ-বেদনাতে
টনটনিয়ে উঠল, ওগো, স্বস্তি নাই আর কোথাও দিনে রাতে।
কস্তুরী সে হরিণ-বালা উন্মনা আজ উদাস হয়ে ফিরে
নাম-হারা ক্ষীণ নিঝর-তীরে-তীরে।
বুঝল না হায়, কী তার ক্ষুধা, বুক যেন চায় কী,
সে বুঝি বা অনেক দূরের সুদূর পারের বাঁশির সুরের ঝি।
এমনি করে কাটে বেলা –

শুধু কেন হঠাৎ কখন যায় ভুলে সে খেলা,
চেয়ে থাকে অনেক দূরে, চোখ ভরে যায় জলে,
কে যেন তার দূরের পথিক বিদায়-বেলায় ‘আসি তবে’ বলে
গেছে চলে ওই অজানা অনেক দূরের পথে
আকাশ-পারে চড়ে কুসুম-রথে।
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমিও পথ জানে না তার,
কতই সে পথ সুদূর ওগো কতই সে যে সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদীর পার।
আজ সে ভাবে মনে,
(ভাবতে ভাবতে চমকে কেন ওঠে ক্ষণে ক্ষণে) –
পারিনিকো বাসতে অনেক ভালো সেবার তারে,
অভিমানে তাই সে চলে গেছে সুদূর পারে।
এবার এলে ছায়ার মতন ফিরব সাথে সাথে,
খুবই ভালো বড্ড ভালো বাসব তারে –
ভাবতে সে আর পারে নাকো
চমকে দেখে ছুটছে নিযুত পাগল-ঝোরা যুগল নয়ন-পাতে।
দিনের পরে দিন চলে যায়
এমনি করেই সুখে-দুঃখে, হায়!
এক দিন না সাঁঝবেলাতে ঝরনা-ধারে ঘর না গিয়ে সে –
কিশমিশ আর আঙুর খেতে ধন্না দিয়েছে।
গাচ্ছিল গান ঘুরিয়ে নয়ান সুরমা-টানা ডাগর-পানা,
শুনছিল গান ঘাসের বুকে এলিয়ে পড়ে বনের যত হরিণ-ছানা।
বীণ ছাপিয়ে উঠছিল মিড় নিবিড় গমকে –
আজ যেন সে আনবে ডেকে গানের সুরে সুদূরতমকে।
সুর-উদাসী ঘূর্ণি বায়ু নাচছিল তায় ঘিরে ঘিরে,
বুলবুলি সব ঘায়েল হয়েছিল সুরের তীরে।
সেদিন পথিক দেখলে তারে হঠাৎ সেই সে সাঁঝে,
বললে, ‘আমার চেনা কুসুম কেমন করে ফুটল ওগো
নামহারা এই সুদূর বনের মাঝে?’

অভিমানে অশ্রু এসে কণ্ঠ গেল চেপে,
রুধতে গিয়ে সে জল আরও নয়ন-জলে উঠল দু-চোখ ছেপে!
আজকে আবার পড়ল তাহার মনে
সেবার অকারণে
কেন দিয়েছিল আমায় অনাদরের বেদন
এই সে মেয়ে, সবার চেয়ে আপন আমার যে-জন।

সইতে সে গো পারেনিকো আমার ভালোবাসা,
তাই সেবারে মধ্যদিনেই শুকিয়েছিল আমার সকল আশা।
আজও কী হায় তবে
ভালোবেসে অবহেলা অনাদরেই সইতে শুধু হবে?

জাঁতা দিয়ে কে যেন তায় বিপুলভাবে পিষলে কলজে-তল,
দারুণ অভিমানে সে তাই বললে ‘ও মন, আবার দূরে আরও দূরে চল।’

আরেকটি দিন উষায়
বনের মেয়ে বাহির হল সেজে সবুজ ভূষায়।
আঙুর পাকার লাবণ্য আর ডালিম ফুলের লাল
রাঙিয়ে দিলে মৌনা মেয়ের দুইটি ঠোঁট আর গাল।
মউল ফুলের মন-মাতানো বাসে
শিশির-ভেজা খসখস আর ঘাসে
যৌবনে তার ঘনিয়ে দিল কেমন বেদনা সে।
সেদিন নিশি-ভোর
পথহারা সেই পথিক বেশে এল মনোচোর।
চোখভরা তার অভিমানের ঘোর।
অনেক দিনের অনেক কথাই উতল বাতাস লেগে।
হৃদ-পদ্মায় চড়ার মতন উঠল জেগে জেগে।
তাই সে আবার উঠল গেয়ে দূরে যাবার গান,
গভীর ব্যথায় বনের মেয়ের উঠল কেঁদে প্রাণ।
বললে, ‘প্রিয়তম,
ক্ষমো আমায় ক্ষমো!’
‘তোমায় আমি ভালোবাসি’ – এই কথাটি তবু
কনোমতেই কভু
বলতে নারে হতভাগি, বুক ফেটে যায় দুখে।
কইতে-নারার প্রাণ-পোড়ানি কণ্ঠ শুধু রুখে।
মূক হল গো মৌন ব্যথায় মুখর বনের বালা,
কাজের জ্বালা জ্বালিয়ে দিল অনেক আশার গাঁথা কুসুম-মালা।

আজ সকালে ফুল দেখে তার কেন
বুকের তলা মোচড়ে ওঠে যেন!
এক নিমিষের ভুলের তলে ফুলমালা আজ শূলের মতো বাজে।
মনে পড়ে, কখন সে এক ভুলে যাওয়া সাঁঝে
পথিক-প্রিয় চেয়েছিল তাহার হাতের মালা;
এতই কি রে পোড়া লাজের জ্বালা?
অভাগিনি পারেনিকো রাখতে সেদিন প্রিয়ের চাওয়ার মান!
অমনি তাহার দয়িত-হিয়ায় জাগল অভিমান –
হঠাৎ হল ছাড়াছাড়ি –
ভালোবাসা রইল চাপা বুকের তলায়, অভিমানটি নিয়ে শুধু
জীবন-ভরে চলল আড়াআড়ি।

আগুন-পাথার পেরিয়ে পথিক যখন অনেক দূরে
কাঁদল ব্যথার সুরে

বনের মেয়ের ভালোবাসা নামল তখন বাঁধনহারা শ্রাবণধারার মতো,
অ-বেলা হায় সময় তখন গত!
সকাল-সাঁঝে নিতুই এমনি করে
ভাবত এবার পথিক-বঁধু আসবে বুঝি ঘরে।
পথ-চাওয়া তার শেষ হল না, পথের হল শেষ,
হঠাৎ সেদিন লাগল বুকে যমের ছোঁয়ার রেশ।
সব হারিয়ে হতভাগি পাড়ি দিল, ‘সব-পেয়েছি’র দেশে
তৃপ্তি-হারা তৃষ্ণা-আতুর মলিন হাসি হেসে।
হায় রে ভালোবাসা!
এমনি সর্বনাশা
ভালোবাসার চেয়ে শেষে অভিমানই হয়ে ওঠে বড়ো,
ছাড়াছাড়ির বেলা দোঁহে দুইজনারই আঘাতগুলোই বুকে করে জড়ো!
এমনি তারা বোকা,
ভাবে নাকো এই বেদনাই সুখ হয়ে তার মনের খাতায় রইবে লেখা-জোকা।
জীবন-পথে ক্লান্ত পথিক ঘরের পানে চেয়ে
অনেক দিনের পরে এল বনের পানে ধেয়ে।
পড়ল সেদিন অভিমানের মস্ত দেয়াল ভেঙে,
দেখল আহা, উঠেছে কি লাল লালে লাল ব্যথায় হিয়া রেঙে!
নিজের উপর নিজের নিদয় নির্মমতার শাপে
কলজেতে সব ছিন্ন শিরা,
মর্ম-জোড়া ঘা শুধু আর বাঁধন-ছেঁড়ার গিরা,
আজ নিরাশায় মুহুর্মুহু বক্ষ শুধু কাঁপে!
ছুটে এল হাহা করে তাই,
আজ যে গো তার অ-পাওয়াকে বুকে পাওয়াই চাই।
ছুটে এল মানিনী সেই চপল বালার আঁধার কুটির-কোণে –
হায়, অভাগি গিয়েছিল চলে তখন যমের নিমন্ত্রণে!
ইরান দেশের ওপারে সে কোকাফমুল্লুকে
নাসপাতি আর খোর্মা-খেজুর কুঞ্জে ঘুরল সে।
হায়, সে কোথাও নাই,
ঝরনাধারের কুটিরে তার ফিরে এল তাই।

আলবোরজেরনীচে
বাঁধ-দেওয়া সে ক্ষীণ ঝরনার নীল শেওলা ছিঁচে।
বাঁধ মানে না, চোখ ছেপে জল ঝরে,
অভাগি আজ ফুটে আছে গোলাপ হয়ে ঘরে।
বনের মেয়ে কইতে নেরে বুকের চাপা ব্যথা,
রক্ত-রঙিন গোলাপ হয়ে ফুটে আছে সেথা।
আর ওই পাতা সবুজ –
ও বুঝি তার নতুন-পাওয়া মুক্তি-পুলক অবুঝ!
ভাগ্যহত পথিক-যুবার শেষের নিশাস উঠল বাতাস ছিঁড়ে,

সে সুর আজও বাজে যেন সাঁঝের উদাস পুরবিটির মিড়ে।
নেইকো কোনো ইতিহাসে লেখা,
এই যে দুটি চির-অভিমানী
ওগো কোথায় আবার হবে এদের দেখা।

বাঁশিরব্যথা
(রুমী)

শোন দেখি মন বাঁশের বাঁশির বুক ব্যেপে কী উঠছে সুর,
সুর তো নয় ও, কাঁদছে যে রে বাঁশরি বিচ্ছেদ-বিধুর॥
  কোন অসীমের মায়াতে
  সসীম তার এই কায়াতে,
এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরে গুমরে তায়,
হায়রে, সে যে সুদূর আমার অচিন-প্রিয়ায় চুমতে চায়।
  প্রিয়ায় পাবার ইচ্ছে যে,
  উড়ছে সুরের বিচ্ছেদে।

আশায়
(হাফেজ)

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ, সবুজ দূর্বা যেমন জুঁই-কুড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেমনি বিভোর থাক রে প্রিয়ার আশায়;
তার অলকের একটু সুবাস পশবে তোর এ নাসায়।
বরষ-শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।

সুন্দরী

সুন্দরী গো সুন্দরী!
ঘরটি তোমার কোন-দোরি?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

কোন সে পথের বাঁকটিতে
কলসি নিয়ে কাঁখটিতে,
থমকে যাও আর চমকে চাও
দুলিয়ে বাহু কুন্দরি?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

কুঞ্জি কই সে কুঞ্জরী –
যার হিয়াটি চঞ্চলে
আকুল তোমার অঞ্চলে?
সাতনরি আর পাঁচনরি হার
কোন পথে যায় গুঞ্জরি?

সুন্দরী গো সুন্দরী!

কোন মন ওঠে মুঞ্জরি –
কেশের তোমার সৌরভে,
পরশ পাওয়ার গৌরবে?
তূণ ভরি ভ্রু-র গুণ ধরি
করছ শিকার কোন পরি?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

কোথায় সে বাও কোন তরি?
উত্তরীয় সঞ্চারি
করছে হওয়ার মন চুরি,
অপ্সরি আর হুরপরি
চলছে তরির গুণ ধরি,
সুন্দরী গো সুন্দরী!
শাড়ির পাড়ে কোন জরি?
কর্ণে দোদুল দুল দুলে,
গাল দেখে পারুল ভুলে,
চুমচে ছলে বুলবুলে গো
মুখ ভুলে ফুলপুঞ্জরি।
সুন্দরী গো সুন্দরী!

ভার কেন আজ মন তোরই?
কিন্নরী ও হুরপরি
তুল্য তোমার কোন গোরী?
কোন জনে দেয় মন-বেদন এ –
খায় কাঁচা খুন ঘুণ ধরি?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

করল সে কে মন চুরি?
মনটি তোমার উন্মনা,
মন-চোরা সে কোন জনা?
আপশোশ উঁহু! আর নেই আঁশু!
উঠছে আঁখে খুন ভরি!
আর কেঁদো না সুন্দরী!
      সুন্দরী গো সুন্দরী
      ঘর তোমার ভাই কোন দোরি?
মুক্তি
    রানিগঞ্জের অর্জুনপটির বাঁকে
    যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে

রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বউ কলস কাঁখে –
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হতে তিনটে রাস্তা এসে
ত্রিবেণির ত্রিধারার মতো গেছে একেই মিশে।
তেমাথার সেই ‘দেখাশুনা’ স্থলে
বিরাট একটা নিম্ব গাছের তলে,
জটওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধত সেথা,
গাঁজার ধুঁয়ায় পথের লোকের আঁতে হত ব্যাথা।
বাবাজিদের ‘ধুনি’ দেওয়ার তাপে –
না সে তপের প্রতাপে –
গাছে মোটেই ছিল নাকো পাতা,
উলঙ্গ এক প্রেত সে যেন কঙ্কালসার তুলেছিল মাথা।
ভুলে যাওয়ার সে কোন নিশিভোর,
‘আজান’ যখন শহুরেদের ভাঙলে ঘুমের ঘোর,
অবাক হয়ে দেখলে সবাই চেয়ে,
শুকনো নিমের গাছটা গেছে ফলে-ফুলে ছেয়ে!
বাবাজিরাও তল্পি বেঁধে রাতেই
সটকেছেন সব; বোধ হয় পড়েছিলেন বেজায় কাতেই।

অত ভোরেও হোথা
হট্টগোলের লাগল একটা বিষম জনতা।
কিন্তু দেখে লাগল সবার তাক,
একোন মহাব্যাধিগ্রস্ত অবধূত নির্বাক?
সে কী ভীষণ মূর্তি!
ঈষৎ তার এক চাহনিতে থেমে গেল গোলমাল সব স্ফূর্তি।
জট-পাকানো বিপুল জটা,
মেদিনী-চুম্বিত শ্মশ্রু, গুম্ফগুলো কটা,
সে এক যেন জটিলতার সৃষ্টি –
অনায়াসে সইতে পারে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি।
পা দুটো তার বেজায় খাটো – বিঘত খানিক মোটে,
দন্ত-প্রাচীর লঙ্ঘি অধর ছুঁতেই পায় না ঠোঁটে,
চক্ষু ডাগর, নাকটা বেজায় খাঁদা,
মস্ত দুটো লোহার শিকল দিয়ে
হাত দুটো তার সব সময়ই বাঁধা,
ভাষাটা তার এতই বাধো-বাধো,
কইলে কথা বোঝাই যায় না আদৌ।
ও পথ বেয়ে যেতে
দুষ্টু ছেলে যা-তা দেয় খেতে,
ফকিরও সে এমনই সোজা নেবেই তা মুখ পেতে
বিষ হোক চাই অমৃত হোক।

দেখে অবাক লোক!
শহরে সে কতই কানাঘুষি, -
কেউ বলে, ‘চাঁদ তল্পি বাঁধো, তুমি শুধুই ভুসি।‘
কেউ বলে, ‘ভাই, কাজ কী বকাবকির?
হতেও পারে জবরদস্ত ফকির!’
এই রকম নানান কথা বলে যার যা খুশি!
মৌন ফকির হাসে মুচকি হাসি।

*   *   *

দেখতে দেখতে এমনি করে
নিম গাছটার দুবার পাতা গেল ঝরে।
ফকির তেমনি থাকে, -
হঠাৎ সেদিন সেই পথেরই বাঁকে
নিশি – ভোরেই
বোঝাই গোরুর গাড়ি হেঁকে যাচ্ছিল খুব জোরেই
খোট্টা গাড়োয়ান
ভৈরবীতে গেয়ে গজল-গান।
‘হোহো’ করে হঠাৎ ফকির উঠল বিষম হেসে।
গাড়ি-সুদ্ধ দামড়া বলদ চমকে উঠে এসে
পড়ল হঠাৎ ফকিরেরই ঘাড়ে,
চাকা দুটো চলে গেল একেবারে বুকের হাড়ে,
মড়মড়িয়ে উঠল পাঁজর যত! –
গাড়োয়ান তো বুদ্ধিহত
খ্যাপার মতো ছুটোছুটি করছে থতমত!
পুলিশ ছিল কাছেই
গাড়োয়ানেরে ধরে বাঁধলে ওই নিম্ব গাছেই।
লাগল হুড়োহুড়ি –
তেমন ভোরেও লোক জমল সারাটা পথ জুড়ি।
রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বদ্ধ দুটি হাত
থুয়ে ফকির পড়ছে শুধু কোরানের আয়াত,
হয়নি মুখে আদৌ ব্যাথার কোমল কিরণ-পাত,
স্নিগ্ধ দীপ্তি সে কোন জ্যোতির আলোয়
ফেললে ছেয়ে বাইরের সব কুৎসিত আর কালোয়,
সে কোন দেশের আনন্দ-গীত বাজল তারই কানে,
সেই-ই জানে, -
শিশুর মতো উঠল হেসে চেয়ে শূন্য পানে।
ধ্যানমগ্ন ফকির হঠাৎ চমকে উঠে চায়,
কুণ্ঠিত সে গাড়িওয়ালা গাছে বাঁধা, হায়!
প্রহার-ক্ষতে রক্ত বয়ে যায়!

আকুল কণ্ঠে উঠল ফকির কেঁদে, -
ও গো, আমার মুক্তিদাতায় কে রেখেছে বেঁধে?
এ কোন জনার ফন্দি, -
বাঁধন যে মোর খুলে দিলে তায় করেছে বন্দি?
ভোরের সারা আকাশ-আলো ব্যেপে
উঠল কেঁপে কেঁপে
দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত-নিষ্যন্দী!
চিরবদ্ধ হাতের শিকল অমনি গেল খুলে,
ঝুলি হতে দশটি টাকা তুলে
লাল-পাগড়ির হাতে গুঁজে বললে, ‘শুনো ভাই,
কোনো দোষ এর নাই,
নির্দোষ এ অবোধ গাড়োয়ান,
এ মলে যে মরবে সাথে তিনটি ছোট্ট জান!’
নিমের ডালে হাজার পাখি উঠল গেয়ে গান!
পায়ে ধরে কেঁদে পুলিশ কয়,
‘এও কখনও হয়?
ও গো সাধু, অর্থ-লালসায়
আমি শুধু হব কি আজ বঞ্চিত দয়ায়?
তা হবে না কভু,
পরশমণির বিনিময়ে পাথর নেব প্রভু?’
বুক বেয়ে তার ঝরে অশ্রুনীর –
দু-হাত ধরে তুলে তায় ফকির
বলে, ‘বাবা, মোছ এ অশ্রুলোর,
মুক্তি হবে তোর।
ওই যে মুদ্রাগুলি
গাড়োয়ানে দে তুলি!’ –
নিম্ব গাছের সকল পাতা
ঝরঝরিয়ে পড়ল ঝরে – আর হল না কথা।

চিঠি

বিনু!
তোমায় আমায় ফুল পাতিয়েছিনু,
মনে কি তা পড়ে? –
যেদিন সাঁঝে নতুন দেখা বোশেখ মাসের ঝড়ে
আমবাগানের একটি গাছের তলায়
দুইটি প্রাণই দুলেছিল হিন্দোলেরই দোলায়?
তুমি তখন পা দিয়েছ তরুণ কৈশোরে!
দোয়েল-কোয়েল-ঘায়েল-করা করুণ ওই স্বরে
জিজ্ঞাসিলে আবছায়াতে আমায় দেখে – ‘কে?’
সে স্বরে মোর অশ্রুজল চক্ষু ছেপে যে!
বলতে গিয়ে কাঁপল আমার আওয়াজ, - ‘বিনু, আমি!’

চমকে তুমি লাল করে গাল পথেই গেলে থামি।
    আঁখির ঘন কালো পল্লবে
চটুল তোমার চাউনি চোখের হঠাৎ নিবল যে!
    পানের পিকে-রাঙা হিঙুল বরন
    আকুল অধর আলতা-রাঙা চরণ,
শিউরে শিউরে উঠল কেঁপে অভিমানের ব্যথায়,
বরষ পরে এমন করে আজ যে দেখা হেথায়!
    নলিন-নয়ান হয়ে মলিন সজল
    মুছলে তোমার চোখের কালো কাজল!

*   *   *

তারপর ঘেরে ঝড়ঝঞ্ঝা বৃষ্টি করকায়
অভিমান আর সংকোচেরই নিদয় 'বোরকা'য়
উড়িয়ে দিল; কেউ জানিনি কখন দুজনে
অনেক আগের মতোই আবার আকুল কূজনে
    উঠেছিনু মেতে!
তারপর হায়, ফিরে এনু আবার ঘরে রেতে,
আম বাগানের পাশের খেতে বদল করে মালা, -
    ফের বিদায়ের পালা!
দুজনারই শুধু ফুলের মালার চুম্বনে
ছাড়াছাড়ি হল কেয়ার সেই নিঝুম বনে।

হয়নি তো আর দেখা,
    আজও আশায় বসেই আছি একা
সেই মালাটির শুকনো ফুলের বুকনোগুলি ধরে
    আমার বুকের পরে।

এ তিন বরষ বিনা কাজের সেবায় খেটে যে
কেউ জানে না, বিনু, আমার কেমন কেটেছে!
আজও তেমনি কান্না-ধোয়া সজল যে জ্যোৎস্না,
    তেমনি ফুটেছে হেনা-হাসনা, -
তুমিই শুধু নাই!
সিন্ধুপারের মৌন-সজল ইন্দুকিরণ তাই
    তোমার চলে যাওয়ার দেশে যেতে
অভিসারের গোপন কথা এনেছে এ রেতে!
সেবার এবার শেষ হয়েছে, আজ যে কাজের ছুটি,
তাইতে, বিনু, হেসে কেঁদে খাচ্ছি লুটোপুটি!
অচিন দেশে আগের স্মৃতি নাই বা যদি জাগে,
    তাইতো বিনু চিঠি দিনু আগে।

এখন শুধু একটি কথা প্রিয়,
বিচ্ছেদেরও বেদন দিয়ো – বুকেও তুলে নিয়ো।
ব্যথায়-ভরা ছাড়াছাড়ি মিলন হবে নিতি,
সেথায় মোদের এমনি করে, প্রিয়তম! – ইতি।

প্রিয়ারদেওয়াশরাব*

কোঁকড়া অলক মূর্ছেছিল ঘাম-ভেজা লাল গাল ছুঁয়ে,
কাঁপছিল, সে যায় যেন বায় ঝাউ-এর কচি ডাল নুয়ে।
কম্পিত তার আকুল অধর-পিষ্ট ক্লেশে সামলে নে
শরাব-ভরা সোরাই হাতে গভীর রাতে নামলে সে।
দরদ-ভিজা মিহিন সুরে গাইল গজল আপশোশের,
চোখ দুটি নীর-সিক্ত যেন ফাগুন-বুকে ছাপ পোষের!
কোন বেদনার কন্টকে গো বুকের বসন দীর্ণতার,
ছিন্ন-তারের সেতার-সম কণ্ঠে বাণী খিন্নতার!
এলিয়ে দেয়ে আমার পাশে ব্যথায় বিবশ ম্লান তনু
কইল ক্লেশে, ‘কান্ত আমার আমার চেয়েও ক্লান্ত, উঃ!’
শঙ্কা-আকুল মুখটি শেষে কানের কাছে চুমিয়ে সে
জিজ্ঞাসিল, ‘আজ কি তবে শ্রান্ত আশেক ঘুমিয়েছে?’
ঘুমিয়ে সে কে রইতে পারে কান্তা এসে ডাক দিলে,
নিঝুম ঘুমে ঘুমন্তেরও মুখ ফোটে যে – বাক মিলে!
কম্পিত বাম হাতটি থুয়ে স্পন্দিত মোর বুকটিতে
শরাব নিয়ে আরেক হাতে কইল চুমুক এক দিতে।
বেহেশতি সে শরাব, না তা আঙুর-গলা রস ছিল,
জিজ্ঞাসি নাই – কানে শুধু মিনতি তার পশছিল।
এমনি বেশে মুক্ত কেশে এমনি নিশুত রাত্তিরে
শরাব নিয়ে এসে প্রিয়া রাখলে বুকে হাত ধীরে;
প্রেমের এমন বেদিল কাফের কে আছে গো বিশ্বে সে
শরাব সোরাই এক নিশেষে পান করে না নিঃশেষে?
ওগো কাজি, কামখা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে?
ভাঙতে পারে পিয়ার ঈষৎ চাওয়া লাখো তৌবাকে!

গরিবেরব্যথা

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি,
পরনে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি, –
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি,
খিদের জ্বালায় ক্ষুণ্ণ, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি,
অযতনে বাছাদের হায়, গা গিয়েছে ফেটে,
খুদ-ঘাঁটা তাও জোটে নাকো সারাটি দিন খেটে, –
এদের ফেলে ওগো ধনী, ওগো দেশের রাজা,
কেমন করে রোচে মুখে মণ্ডা-মিঠাই-খাজা?
ক্ষুধায় কাতর যখন এরা দেখে তোমায় খেতে,
সে কী নীরব যাচ্ঞা করুণ ফোটে নয়নেতে!

তা দেখে ছিঃ, অকাতরে কেমনে গেলো অন্ন?
দাঁড়িয়ে পাশে ভুখা শিশু ধূলিধূসর বর্ণ।
রাখছ যে চাল মরাই বেঁধে, চারটি তারই পেলে,
আ-লোনা মাড়-ভাত খেয়ে যে বাঁচে এসব ছেলে।
পোশাক তোমার তর-বেতরের, নেইকো এদের তেনা,
যে কাপড়ে মোছ জুতো, এদের তাও মেলে না।
প্যাঁটরা-ভরা কাপড় তোমার, এরা মরে শীতে,
সারাটি রাত মায়ে-পোয়ে শুয়ে ছাঁচ-গলিতে।
তোমরা ছেলের চুমো খেয়ে হাস কতই সুখে,
এদের মা-রা কাঁদেই শুধু ধরে এদের বুকে।
ছেলের শখের কাকাতুয়া, তারও সোনার দাঁড়,
এরা যে মা পায় না গো হায় একটি চুমুক মাড়।
তোমাদের সব খোকাখুকির খেলনার অন্ত নাই,
খেলনা তো মা ফেলনা – এদের মায়ের মুখে ছাই –
তেলও দেয়নি একটু মাথায়, চুল হল তাই কটা;
এই বয়সে কচি শিশুর বাঁধল মাথায় জটা!
টোটো করে রোদে ঘুরে বর্ণ হল কালি,
অকারণে মারে ধরে লোকে দেয় আর গালি।
একটুকুতেই তোমাদের সব ছেলে কেঁদে খুন;
বুক ফাটলেও কষ্টে তারা মুখটি করে চুন,
এই অভাগা ছেলেরা মা দাঁড়িয়ে রয় একটেরে;
কে বোঝে ওই চাউনি সজল কী ব্যথা চাপছে রে!
তোমাদের মা খোকার একটু গাটি গরম হলে,
দশ ডাক্তার দেখে এসে; এরা জ্বরে মলে
দেয় না মা কেউ একটি চুমুক জলও এদের মুখে,
হাড়-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে!
আনার আঙুর খায় না গো মা রুগ্‌ন তোমার ছেলে;
এরা ভাবে, রাজ্যি পেলুম মিছরি একটু পেলে।
তোমাদের মা খোকাখুকি ঘুমায় দোলায় দুলে,
এদের ছেলের ঘুম পেলে মা ঘুমায় তেঁতুল-তলে
একলাটি গে’ মাটির বুকে বাহুয় থুয়ে মাথা;
পাষাণ-বুকও ফাটবে তোমার দেখ যদি মা তা!
দুঃখ এদের দেউ বোঝে না, ঘেন্না সবাই করে,
ভাবে, এসব বালাই কেন পথেই ঘুরে মরে?
ওগো, বড়ো মুদ্দই যে পোড়া পেটের দায়,
দুশমনেরও শাস্তি যেন হয় না হেন, হায়!
এত দুখেও খোদার নাকি মঙ্গলেচ্ছা আছে,
এইটুকু যা সান্ত্বনা মা, এ গরিবদের কাছে।
তুমিকিগিয়াছভুলে
তুমি কি গিয়াছ ভুলে? –

তোমার চরণ-স্মরণ-চিহ্ন আজও মোর নদীকূলে
মুছিল না প্রিয়, মুছিল না তার বুকে যে লিখিলে লেখা!
মাঝে বহে স্রোত, দু-কূল জুড়িয়া চরণ-স্মরণ-রেখা।
বন্যার ঢল, জোয়ার, উজান আসে যায় ফিরে ফিরে,
ও চরণ-লেখা মুছিল না মোর বালুচরে নদীতীরে!
ঊর্ধ্বে ধূসর সান্ধ্য আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রের লেখা,
নিম্নে আমার শুনো বালুচরে তোমার চরণ-রেখা।

কূলে আসি একা বসি,
তব মুখ-মদ-গন্ধের ফুলবন ওঠে নিশ্বসি।
কূলে একা বসি ঢেউ গণি আর চাহি ওপারের তীরে –
প্রভাতে যে পাখি উড়িল সে সাঁঝে ফিরিল না আর নীড়ে।
এই বালুচর শূন্য ধূসর আমার এ মরুভূমি
কেন এ শূন্যে চরণ-চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলে তুমি?
হেরিনু, আকাশে ওঠেনিকো চাঁদ – শূন্য আকাশ কাঁদে,
ও বিরাট বুক ভরিয়া তোলে কি ওইটুকু ক্ষীণ চাঁদে?

চলে-যাওয়া দিনগুলি
মনের মানিক-মঞ্জুষা হতে খুলে দেখি, রাখি তুলি।
কতবার আসি ফিরে যাই বেয়ে তোমার দেশের নদী,
কত বধূ আসে জল নিতে সেথা তুমি সেথা আস যদি।
তোমার কলসি-হিল্লোল যদি মোর নায়ে এসে লাগে
দুটি চেনা চোখ সন্ধ্যা-দীপের মতো যদি সেথা জাগে!....
কতদিন সাঁঝে হইয়াছে মনে, তোমারে বা দেখিয়াছে,
তরণিতে কার চেনা বাঁশি শুনে আসিয়াছ কাছাকাছি।
আঁচল ভরিয়া জলে-ভেজা রাঙা হিজলের ফুলগুলি
কুড়াতে তোমার ঘোমটা খসেছে, এলোখোঁপা গেছে খুলি!

সর্পিল বাঁকা বেণি,
ওর সাথে ছিল মোর আঙুলের কতই না চেনাচেনি!
ওই সে বেণির বিনুনিতে মোর বাঁধা পড়েছিল হিয়া,
কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছে আমার আঙুল দিয়া! –
দাঁড়ায়েছ আসি, সোনাগোধূলিতে আকাশ গিয়াছে ভরে,
পিছনের কালো-বেণিতে সন্ধ্যা বাঁধা পড়ে কেঁদে মরে!
বাঁশিতে কাঁদিয়া ফিরিয়া এসেছি তরণি বাহিয়া দূরে,
আমার নিশাসে নাহি নেভে যেন প্রদীপ তোমার পুরে।....
ছল করে যবে জল নিতে যাও – নদী-তরঙ্গে হায়!
তরঙ্গ কি গো দুলে ওঠে মনে, কলসি ভাসিয়া যায়?
নয়নের নীরে তুমি ডোব, ডোবে কলসি নদীর জলে?
অথবা কাঁখের কলসিই শুধু ডুবাতে শিখেছ ছলে?

যত চাই সব ভুলি,
আঁধার ভরিয়া ডাকে আগুনের তব ঝাউগাছগুলি।
তব অঙ্গুলি-ইঙ্গিত যেন ওদের শীর্ণ শাখা,
হাহাকার করে আকাশে চাহিয়া, বাতাসে ঝাপটে পাখা!
ভুলিবার কথা ভুলে যাই, হায় বন্দিনি মোর পাখি,
পিঞ্জর-পাশে আসি যাই ফিরে, আকাশে থাকিয়া ডাকি!

ফিরে আসি একা নীড়ে,
ক্লান্ত পক্ষ বসে বসে ভাবি ভাঙা মোর তরু-শিরে।
দশ দিক ভরে কলরব করে অচেনারা ছুটে আসে,
তুমি নাই তাই ঘিরিয়া সবাই বসে মোর আশে-পাশে।
না চাহিতে কেহ পাখায় আমার বাঁধে অসহায় পাখা,
তৃষিত অধরে নিয়ে যায় ভরে বেদনার বিষ মাখা।

আজ আমি অপরাধী,
অভিমান-জ্বালা নিবারিত নিতি অপরাধ করি – কাঁদি!
যে আসে এ বুকে তাহারই হৃদয়ে তোমার হৃদয় খুঁজি,
খুঁজিতে খুঁজিতে হারায়ে ফেলেছি মোর হৃদয়ের পুঁজি।
শূন্য আকাশে ওঠেনাকো চাঁদ, উল্কারা আসে ছুটে,
আগুনের তৃষা মিটাই তাদের অগ্নি-অধর-পুটে!

তুমি যাও নাই ভুলে?
মম পথ পানে চাহ কি আজিও সন্ধ্যা-প্রদীপ তুলে?
নিবাও নিবাও ও সন্ধ্যা-দীপ, চাহিয়ো না মোর পথে,
মরণের রথে উঠেছে, উঠিত যে তব সোনার রথে।
কুসুমের মালা দু-দিনে শুকায়, থাক অতীতের স্মৃতি –
শুকাবে না যাহা – আমার গাঁথা এ কাঁটার কথার গীতি!
জীবনেযাহারাবাঁচিলনা
জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা
মৃত্যুর পরে রবি বেঁচে
বেহেশ্‌তে গিয়ে বাদশার হালে,
আছিস দিব্যি মনে এঁচে!
হাসি আর শুনি! – ওরে দুর্বল,
পৃথিবীতে যারা বাঁচিল না,
এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে –
নিজেরে করিল বঞ্চনা,
কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে?
ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুরপরি?
পরির ভোগের শরীরই ওদের!

দেখি শুনি আর হেসে মরি!
জুতো গুঁতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে
আরামসে যার কাটিল দিন,
পৃষ্ঠ যাদের বারোয়ারি ঢাক
যে চাহে বাজায় তাধিন ধিন,
আপনারা সয়ে অপমান যারা
করে অপমান মানবতার,
অমূল্য প্রাণ বহিয়াই মল,
মণি-মাণিক্য পিঠে গাধার!
তারা যদি মরে বেহেশ্‌তে যায়,
সে বেহেশ্‌ত তবে মজার ঠাঁই,
এই সব পশু রহিবে যথা, সে
চিড়িয়াখানার তুলনা নাই!
খোদারে নিত্য অপমান করে
করিছে খোদার অসম্মান,
আমি বলি – ওই গোরের ঢিবির
ঊর্ধ্বে তাদের নাহি স্থান!
বেহেশ্‌তে কেহ যায় না এদের,
এরা মরে হয় মামদো ভূত!
এইসব গোরু ছাগলে সেবিবে
হুরিপরি আর স্বর্গদূত?
এই পৃথিবীর মানুষের মুখে
উঠিল না যার জীবনে জয়,
ফেরেশ্‌তা তার দামামা বাজাবে,
ভাবিতেও ছিছি লজ্জা হয়!
মেড়াতেওযারা চড়িতে ডরায়,
দেখিল কেবল ঘোড়ার ডিম,
বোররাকেতারা হইবে সওয়ার, -
ছুটোইবে ঘোড়া! ততঃকিম!

সকলের নীচে পিছে থেকে, মুখে
পড়িল যাদের চুনকালি,
তাদেরই তরে কি করে প্রতীক্ষা
বেহেশ্‌ত শত দীপ জ্বালি?
জীবনে যাহারা চির-উপবাসী, -
চুপসিয়া গেল না খেয়ে পেট,
উহাদের গ্রাস কেড়ে খায় সবে,
ওরা সয় মাথা করিয়া হেঁট,
বেহে্‌শতে যাবে মাদল বাজায়ে
কুঁড়ের বাদশা এরাই সব?

খাইবে পোলাও কার্মা কাবাব!
আয় কে শুনিবি কথা আজব!
পৃথিবীতে পিঠে সয়ে গেল সব
বেহেশ্‌তে পেটে সহিলে হয়!
অত খেয়ে শেষে বাঁচিবে তো ওরা?
ফেসে যাবে পেট সুনিশ্চয়!

হাসিছ বন্ধু? হাসো হাসো আরও
এর চেয়ে বেশি হাসি আছে,
যখন দেখিবে বেহেশ্‌ত বলে
ওদেরে কোথায় আনিয়াছে!
শহরের বাসি আবর্জনা ও
ময়লা, চড়িয়া ‘ধাপামেলে’
ভাবে, চলিয়াছে দার্জিলিঙ্গে –
হাওয়া বদলাতে চড়ে রেলে!
বদলায় হাওয়া রেলেও তা চড়ে,
তার পরে দেখে চোখ খুলে
স্তূপ করে সব ধাপার মাঠেতে
আগুন দিয়াছে মুখে তুলে!

ডুবুরি নামায়ে পেটেতে যাদের
খুঁজিয়া মেলে না ‘ক’ অক্ষর,
তারাই কি পাবে খোদারদিদার,
পুছিবে‘মাআরফতি’খবর!
পশু জগতেরে সভ্য করিয়া
নিজেরা আজিকে বুনো মহিষ,
বুকেতে নাহিকো জোশ তেজরিশ,
মুখেতে কেবল বুলন্দরীশ,
তারাই করিবে বেহেশ্‌তে গিয়ে
হুরপরিদের সাথে প্রণয়!
হুরি ভুলাবার মতোই চেহারা,
গাছে গাছে ভূত আঁতকে রয়!
দেহে মনে নাই যৌবন-তেজ
ঘুণ-ধরা বাঁশ হাড্ডিসার,
এইসব জরাজীর্ণেরা হবে
বেহেশ্‌ত-হুরির দখলিকার!
নেংটি পরিয়া পরম আরামে
যাহারা দিব্য দিন কাটায়,
জিজ্ঞাসে যারা পায়জামা দেখে –
‘কী করিয়া বাবা পর ইহায়?

পরিয়া ইহারে করেছ সেলাই
অথবা সেলাই করে পর?’
এরাই পরিবে বাদশাহি সাজ
বেহেশ্‌তে গিয়ে নবতর?
বন্ধু, একটা মজার গল্প
শুনিবে? এক যে ছিল বুনো!
পুণ্য করিতে করিতে একদা
তুলিল পটল হয়ে ঝুনো!
জগতের কোনো মানুষের কোনো
মঙ্গল কভু করেনি সে,
কেবলই খোদায় ডাকিত সে বনে
বুনো পশুদের দলে মিশে।
শিখেনিকো কভু সভ্যতা কোনো,
আদব-কায়দা কোনো দেশের,
বেহেশ্‌তে যাবে ভরসায় শুধু
ভুলিয়া পুণ্য করিল ঢের!
মরিল যখন, গেল বেহেশ্‌তে;
দলে দলে এল হুরপরি,
এল ফেরেশ্‌তা, বস্তা বস্তা
এল ডাঁসা ডাঁসা অপ্সরি।
রং-বেরঙের সাজপরা সব, –
বুকে বুকে রাঙা রামধনু;
চলিতে চলকি পড়িছে কাঁকাল
যৌবন-থরথর তনু।
সারা গায়ে যেন ফুটিয়া রয়েছে
চম্পা-চামেলি-জুঁই বাগান,
নয়নে সুরমা, ঠোঁটে তাম্বুল,
মুখ নয় যেন আতর-দান!
যেন আধ-পাকা আঙ্গুর, করে
টলমল মরি রূপ সবার,
পান খেলে – দেখা যায়, গলা দিয়ে
গলে গো যখন পিচ তাহার।
দলে দলে আসে দলমল করে
তরুণী হরিণী করিণী দল,
পান সাজে, খায়, ফাঁকে ফাঁকে মারে
চোখা-চোখা তির চোখে কেবল!
বুনো বেচারার ঝুনো মনও যেন
ডাঁসায়ে উঠিল এক ঠেলায়,
হ্যাঁকচ-প্যাঁকচ করে মন তার
চায় আর শুধু শ্বাস ফেলায়!

পড়িল ফাঁপরে, কেমন করিয়া
করিবে আলাপ সাথে এদের!
চাহিতেই ওরা হাসিয়া লুটায়,
হাসিলে কী জানি করিবে ফের!
উসখুস করে, চুলকায় দেহ,
তাই তো কী বলে কয় কথা,
ক্রমে তাতিয়া উঠিতেছে মন
আর কত সয় নীরবতা!
ফস করে বুনো আগাইয়া গিয়া
বসিল যেখানে পরিরা সব
হাসে আর শুধু চোখ মারে, সাজে
পান, আর করে গল্পগুজব।
পানের বাটাতে হঠাৎ হেঁচকা
টান মেরে বলে, 'বোন রে বোন
আমারে দিস তো পানের বাটাটা,
মুইও দুটো পান খাই এখন।'
যত হুরিপরি অপ্সরিদল –
বেয়াদবি দেখে চটিয়া লাল!
বলে, 'বে-তমিজ! কে পাঠাল তোরে,
জুতা মেরে তোর তুলিব খাল!
না শিখে আদব এলি বেহেশ্‌তে
কোন বন হতে রেমনহুশ?
এই কি প্রণয়-নিবেদন রীতি
জংলি বাঁদরঅলম্বুশ!
বলেই চালাল চটাপট জুতি;
বুনো কেঁদে কয়, 'মাওই মাও,
আর বেহেশ্‌তে আসিব না আমি
চাহিব না পান, ছাড়িয়া দাও!'
আসিল বেহেশ্‌ত-ইনচার্জ ছুটে,
বলে পরিদেরে, 'করিলে কী?
ও যে বেহেশ্‌তি!' পরিদল বলে,
'ওই জংলিটা? ছিছি ছিছি!
এখনই উহারে পাঠাও আবার
পৃথিবীতে, সেথা সভ্য হোক,
তারপর যেন ফিরে আসে এই
হুরিপরিদের স্বর্গলোক!'
সকল পুণ্য তপস্যা তার
হইল বিফল, আসিল ফের
নামিয়া ধুলার পৃথিবীতে, হায়,
দেখিয়াদোজখেহাসে কাফের!

বন্ধু, তেমনই স্বর্গ-ফেরতা
ভারতীয় মোরা জংলি ছাগ,
পৃথিবীরই নহি যোগ্য, কেমনে
চাহিতে যাই ও বেহেশ্‌ত বাগ!
পিষিয়া যাদেরে চরণের তলে
‘দেউ’ ‘জিন’ করে মাতামাতি,
দৈত্য পায়ের পুণ্যে তারাই
স্বর্গে যাবে কি রাতারাতি?
চার হাত মাটি খুঁড়িয়া কবরে
পুঁতিলে হবে না শাস্তি এর,
পৃথিবী হইতে রসাতল পানে
ধরে দিক ছুড়ে কেউ এদের!

আগাইয়া চলে নিত্য নূতন
সম্ভাবনার পথে জগৎ
ধুঁকে ধুঁকে চলে এরা ধরে সেই
বাবা আদমের আদিম পথ!
প্রাসাদের শিরে শূল চড়াইয়া
প্রতীচী বজ্রে দেখায় ভয়,
বিদ্যুৎ ওদের গৃহ-কিংকরী
নখ-দর্পণে বিশ্ব বয়।
তাদের জ্ঞানের আরশিতে দেখে
গ্রহ শশী তারা – বিশ্বরূপ,
মণ্ডুক মোরা চিনিয়াছি শুধু
গণ্ডুষ-জলবদ্ধ-কূপ! –
গ্রহ গ্রহান্তে উড়িবার ওরা
রচিতেছে পাখা, হেরে স্বপন,
গোরুর গাড়িতে চড়িয়া আমরা
চলেছি পিছনে কোটি যোজন।
পৃথিবী ফাড়িয়া সাগর সেঁচিয়া
আহরে মুক্তা-মণি ওরা,
ঊর্ধ্বে চাহিয়া আছি হাত তুলে
বলহীন মাজা-ভাঙা মোরা।
মোরা মুসলিম, ভারতীয় মোরা
এই সান্ত্বনা নিয়ে আছি
মরে বেহেশ্‌তে যাইববেশক
জুতো খেয়ে হেথা থাকি বাঁচি!
অতীতের কোন বাপ-দাদা কবে
করেছিল কোন যুদ্ধ জয়,
মার খাই আর তাহারইফখর

করি হরদম জগৎময়।
তাকাইয়া আছি মূঢ় ক্লীবদল
মেহেদিআসিবে কবে কখন,
মোদের বদলে লড়িবে সে-ই যে,
আমরা ঘুমায়ে দেখি স্বপন!
যত গুঁতো খাই, বলি, 'আরও আরও,
দাদা রে আমার বড়োই সুখ!
মেরে নাও দাদা দুটো দিন আরও
আসিছে মেহেদি আগন্তুক!'
মেহেদি আসুক না আসুক, তবে
আমরা হয়েছি মেহেদি-লাল
মার খেয়ে খেয়ে খুন ঝরে ঝরে –
করেছে শত্রু হাসির হাল!
বিংশ শতাব্দীতে আছি বেঁচে
আমরা আদিম বন-মানুষ,
ঘরের বউঝি-সম ভয়ে মরি
দেখি পরদেশি পর-পুরুষ!
ওরে যৌবন-রাজার সেনানী
নয়া জমানার নওজোয়ান,
বন-মানুষের গুহা হতে তোরা
নতুন প্রাণের বন্যা আন!
যত পুরাতন সনাতন জরা –
জীর্ণেরে ভাঙ, ভাঙ রে আজ!
আমরা সৃজিব আমাদের মতো
করে আমাদের নব-সমাজ।
বুড়োদের মতো করে তো বুড়োরা
বাঁচিয়াছে, মোরা সাধিনি বাদ,
খাইয়া দাইয়া খোদার খাসিরা
এনেছে মুক্তি-ষাঁড়ের নাদ।
আমাদের পথে আজ যদি ওই
পুরানো পাথর-নুড়িরা সব
দাঁড়ায় আসিয়া, তবু কি দু-হাত
জুড়িয়া করিব তাদের স্তব?
ভাঙ ভাঙ কারা, রে বন্ধহারা
নব-জীবনের বন্যা-ঢল!
ওদেরে স্বর্গে পাঠায়ে, বাজা রে
মর্তে মোদের জয় মাদল!
চিরযৌবনা এই ধরণির
গন্ধ বর্ণ রূপ ও রস
আছে যতদিন, চাহি না স্বর্গ!

চাই ধন, মান, ভাগ্য, যশ!
জগতের খাস-দরবারে চাই –
শ্রেষ্ঠ আসন, শ্রেষ্ঠ মান,
হাতের কাছে যে রয়েছে অমৃত
তাই প্রাণ ভরে করিব পান।
দীওয়ান–ই–হাফিজ
গজল ১

হাঁ, এয়সাকি , শরাব ভর্ লাও বোলাও পেয়ালী চালাও হর্দম্!
প্রথম প্রেম-পথ সহজ-সুন্দর, শেষের দিক তা-র ঢালাও-কর্দম!

কসমতার ভাই ভোরের বায় ভায় অলক-গুচ্ছের যে-বাস কান্তার,
বহুত দিল্ খুন করলে কুন্তল কপোল-চুম্বী চপল ফাঁদদার।

যদিই ক-ন তোর সাগ্নিক ওই পিরমুসল্লায়কর শরাব-রঙ্গিন,
পথেই রথ যার অচিন নয় তার কোথায় পথ-ঘাট খারাবসঙ্গিন

আরাম সুখ মোরহারামবিলকুল পথেরমঞ্জিলপিয়ার মুল্কের,
নকিবহরদম হাঁকায়হাম্দম্ - পথিক! দূরপথ গাঁঠারি তুল্ ফের!

অন্ধকার রাত, ঊর্মি-সংঘাত, ঘূর্ণাবর্তও তুমুল গর্জে,
বেলায় বাস যার বুঝবে ছাই তার পথের ক্লেশ মোর সমুন্দর যে!

তামাম মোর কাম শুধুই বদনাম, নিজের দোষ ভাই নিজের দোষ সে,
গোপন দূর ছাই রয় কি নাম তার রাজ-সভায় যার চর্চা জোর-সে।

প্রসাদ চাস? বাস, গাফিল হোসনেহাফিজহরদম হাজির-মজলিস!
এ সবতপ্ঞ্চটঝক্কি-ঝঞ্ঝট ছোড়্ দে, তারপর পিয়ার খোঁজ নিস।

গজল ২

হে মোর সুন্দর! চাঁদের চাঁদমুখ তোমাররৌশনরূপ মেখেই,
রূপের জৌলুস তোমার টোলদার চিবুক-গন্ডের কূপ থেকেই।

ওষ্ঠে প্রাণ! হায়, দেখতে চাও তায় গোল-বদন ওই ঘোমটা-হীন,
জানাওফরমানজ্বলবে আর না নিববে জান্টার মোমটা ক্ষীণ!

তোমার কেশপাশ আমার দিল্ বাস – জমবে জোট সেই এক জা-গায়, -
আরজএই ক্ষীণ মিটবে কোন দিন? আর না বিচ্ছেদ -দেকলাগায়!

নার্গিস-অক্ষি! হরলে সব সুখ তোমার নয়নার অত্যাচার
মস্ত্ চাউনির হস্তে তাই কই যাক সতীত্বও হত্যা ছার!

খুলবে এইবার নয়ন-পাত তারবদ-নসিবমোর নিঁদ-আতুর,
আজ যেপ্যারিরউজ্‌লিস্মিরতি-য়আনলে নির্ঝর ক্ষীণ আঁসুর!

পাঠিয়ো ভোর বায় ফুল্ল ফুল তুল তোমার গণ্ডের ফুল-তোড়া!
যদিই পাই তায় তোমারবোঁস্তারখোশবুদাখাকধুল থোড়া!

ছন্দসূত্র :–
এয় ফরোগে মাহে হোসন আজ রূয়ে রোখ্‌শা নে শুমা
আবরূয়ে খূবি আজ চা- হো জনখদা নে শুমা।

ছন্দসূত্র :–
"আলাইয়্যা আইয়োহাস্ সাকি আদির্ কা-সা ওয়ানা বিল্‌হা!"
হাঁ, এয়্ সাকি শরাব ভর্ লাও বোলাও পেয়ালী চালাও হরদম্।"
দে খবর দিল্-দার পিয়ায় সই বক্ষে আজ মোর জোর ব্যথা,
মাথার দিব্যি রইল সই লো, জরুর কস তায় মোর কথা!

জামশেদেরদর্-বারের সাকি! বাড়ুক পরমাই মদ্য-পিয়ো!
তোমার হস্তে এ-মদের ভাঁড় মোর পুরল নাই ভাই যদ্যপিও!

'য়্যাজদ্'মুল্‌কের বাসিন্দায় সব বলবে, বন্ধু ভোর-সমীর!
ভরুক ময়দান লুটাক পায়-পায় অকৃতজ্ঞের খণ্ড শির!

"বহুত দূর পথ বহুত বিচ্ছেদ স্মৃতির ভুল হায় হয়নি তায়,
তাদের বাদশার গোলাম আজকেও তাদেরখোশনামকয় সদাই।"

চলতে মোর পথ সামলো প্যারি, আঁচর, খাক আর খুন হতে;
তোমারএশ্‌কেরনিরাশ খুন-দিল্লোহুয়পথ এ পূর্ণ যে!

এয়্ শাহানশ্‌হ!ওয়াস্তেআল্লার শক্তি দাও এই, অহর্নিশ্-
আশমানের ন্যায় চুম্বি অমনি তোমার খাস রং-মহল শীষ!

আশিস চায় এই 'হাফিজ' হরদম, কও'আমিন'সব খুব মনে –
"লাল শিরীনঠোঁট পিয়ার রোজ পাই, ভরাই লাখ লাখ চুম্বনে!"
গজল ৩

হাত হতে মোর হৃদয় যায় দোহাই বাঁচাও হৃদয়-বান!

আপশোশ! আমার গোপন সব ফসকে যে দেয় নিদয় প্রাণ।

দশ দিনের এই দুন্‌য়া ভাই, স্বপ্ন-কুহক কল্পলোক;
করতে ভালোই বন্ধুদের, বন্ধু, তোমার লক্ষ্য হোক!

বও অনুখূল বায়, এ নাও ভগ্ন, মনেও শ্রান্তি, হায়!
হয় তো দু-বার দেখব ফের সেই হারা মোর প্রাণ-প্রিয়ায়।

শরাব-সভায় কুঞ্জে আজ বুলবুলি বাঃ বোল বিলায় –
লাও প্রভাতের মদের ভাঁড়, মস্তানাসব জলদি আয়!

হাজার লাখ হে মহান-প্রাণ, সালাম সালাম ধন্যবাদ!
দরবেশএ দীন একটি দিন প্রসাদ চায়, নাই অন্য সাধ।

'দুই দুনিয়ারআরাম'সব ব্যাখ্যা ভাই এই এক কথায়, -
দোস্তে মধুর স্নিগ্ধ ভাষ, শত্রু যে – দাও বক্ষ তায়।

সুনাম সুযশ লাভের পথ করলেহারাম , হে দুর্বোধ!
মন্দ বোধ হয় কু-নাম আজ? বদলে দাও, বাস এ দূর পথ।
জমশেদের এই মদের গ্লাস সিকান্দারেরআয়নাভাই;
দারারদেশের সকল হাল ওই হের বাঃ, ভায় না তায়?

শির ঝোঁকা, নয় মোমের ন্যায় জ্বালবে – সে কি শরম কম? –
ওই পিয়া যার – পরশ ঘায় কঠিন শিলা ও নরম মোম।

বন্ধু দে সব বৈতালিক গায় যদি এই ফারসি-গীত
সন্ন্যাসী পির ভাব-মোহিত নাচবে; এ-গান সার-নিহিত।

ওই খাঁটি মদ – সুফির দল পাপের মা কয়? – আ দুত্তোর!
আইবুড়ো সব ছুকরিদের ঠোঁট-চুমোরও মধুরতর!

হাতখালি? বাস, আয়াস কর আয়েস করার, শেখসুখেও;
পরশ-পাথর মত্ততার'কারুন'বানায় ভিক্ষুকেও।

পর্‌মায়ু দেয় মুমূর্ষুরেফারেসদেশের দিল্‌-পিয়ায়,
এয় সাকি, এই খোশখবর জ্ঞান-বুড়োদের বলবি ভাই!

খাম্‌খা হাফিজ দেয়নি গা-য় শরাব-রঙিন কুর্তি এই,
আলখেলাপাকগায় হে শেখ! লাচার, সব এই ফুর্তিতেই!
গজল ৪

মোর
পাত্র মদ্য-রোশনায়ে কর রৌশন এয়্ সাকি!
গাও
বান্দা , “মোদের পুরবে সব আশ দুন্‌য়া নয় ফাঁকি!”
মদ-
পাত্রে মোর আজ বিম্বিত ছবি প্রিয়ার চাঁদ মুখের,
শোন
বঞ্চিত যত হরদমই মদ-টানার স্বাদ সুখের!
ঝাউ
ছিপছিপে তন-নাঙ্গীদে‘নাজ নখরা’সব ফুরোয়,
ক্ষীণ
দেবদারু-তনু মরালী পিয়ার যেই হয় অভ্যুদয়।
সে যে
মৃত্যুঞ্জয়ী শাশ্বত চির-জাগ্রত প্রেম যার;
অবি-
নশ্বর মম নাম তাই দোলে কাল-বুকে হেম-হার।
মোর
“দিল্‌রুবা”পিয়ার আঁখিয়ার বড়ো মিঠি দিঠি আধ-ঘোর,
তাই
চাউনির ওরই হাতে সঁপা মোর বাসনারবাগ-ডোর।
রোজ
কিয়ামতেভাই, জিতবে না, - আহা, দুঃখে গাল খুঁটি!
মোর
হারাম মদকে ভণ্ড শেখেরহালালদাল-রুটি।
কভু
বন্ধুদের সে ফুলবাগে যদি যাও দখিন হাওয়া;
মোর
কান্তারও কাছে এই কথাটুকু জরুর চাই যাওয়া;
বলো
প্রিয়তম! স্মৃতি জোর করে ছি ছি ভোলা কি কখনও যায়?
ওগো
আপনি সেদিনও আসিবে, আর না দেখিবে স্বপ্ন তায়!
ওই
পাতলা ছুঁড়িরই প্রেম দাগ বুকে‘লালা’ –ফুল-সম চিন্;
মম
জালে ধরা দেবে মিলন-বিহগ – বাকি আর কতদিন?
ওই
সব্‌জাদরিয়া আশমানের, আর চাঁদের নৌকা সেই,
সব

ডুব গিয়া ভায়া‘কওয়াম হাজি’র মাল এ মদ গ্লাসেই!
ফেল
অশ্রুবিন্দু – শস্য-কণিকা হাফিজ কাঁদ রে কাঁদ,
ওরে
মিলন-পক্ষী হয়তো লক্ষ করবে তা হলে ফাঁদ!

ছন্দসূত্র :–
সা   কি ব-নুরে বা-দা বর্-অফ্ রোজে জা-ম্ এমা
মোর পাত্র মদ্য–রোশনায়ে কর রৌশন এয় সা – কি !
গজল ৫

কোথায় সুবোধ সংযমী, তার তুল্ এ-মাতাল অপাত্রে ছাই!
তাদের ফথ আর আমার এ-পথ বহুত বহুত তফাত যে ভাই!

ধরম শরম? চুলোয় সে যাক! প্রেম-শিরাজির প্রেমিক এ-জন,
নীতির নীরস ঠোঁট চেপে শোনরবাব -বীণের ঝিঁঝিট-বেদন?

মসজিদে গে শিখনু পরাফেরেববাজিরকুর্তি কালো;
ভাই রে, আমারআতশ -পূজা শরাব-শিরীর স্ফূর্তি ভালো।

মিলন-চুমুর শিরীন স্মৃতি আবছায়া তাও হয় না মনে!
হায় কোথা সেই জাদুর মায়া, মান করে জল নয়না-কোণে?

দোস্তের অরূপ রূপ-দরিয়ায় দুশমনে ছাই পায় না রতন,
রবির শিখায় স্তিমিত প্রদীপ জ্বালতে সে ছাই খাম্‌খা যতন!

সেবেরমতন স-টোল চিবুক-কূপটি প্রিয়ার রাস্তাতে না?
আশেক পথিক, সামলে চলিস! আস্তে! পড়েই যাস তাতে বা!

সুরমা আঁখির অঞ্জন আমার, পিতম, তোমার চরণ-রেণু,
এই মদিনা-মক্কা, হেথাই বাজবে আমার মরণ-বেণু!

আশ্ কোরো না বন্ধু আমার, হাফিজহতে চুম-ভরা ঘুম,
শান্তি কী চিজ? আরাম কোথায়? কলজেতে মোর জ্বলছে আগুন।
গজল ৬

যদিই কান্তাশিরাজসজ্‌নি ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের,
সমরখন্দ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল গালের তিল্‌টের!

লে আও সাকি, শরাব শেষটুক! কোথাও নাই ভাই, বেহেশতেও সে,

নহর , 'রোকনা-আবাদ' -তীর আর এমন ঈদগাহ, এদেশ সেও সে।

বাঁচাও বন্ধু! নিলাজ চঞ্চল চটুল চুলবুল প্রিয়ার মুখচোখ,
তুর্কি সৈন্যের 'লুটের খাঞ্চা'র মতোই বিলকুল লুটলে সুখ-লোক!

অপূর্ণই মোর এশ্‌ক্-গুলবাগ তাতেই মশগুল ভোমর চঞ্চল,
হুর যে চায় না স-টোল লাল গাল, হরিণ চোখ, মুখ কোমল ঢলঢল।

আগেই জানতাম, ব্যাকুল-দিন-দিন আকুল-যৌবন হাসিন'ইউসফ' –
প্রেমের টান তার নাশবে হরবে 'জুলায়খা'র সব নারীর গৌরব।

চলুকসেহলিরশরাব-সংগীত, কালের কুঞ্জি নাই তলাশ তার,
না-হক কসরত গ্রন্থি খুলবার রহস্যের এই রশি ফাঁসটার!

নীতির গীত শোন পিতম চঞ্চল! শান্ত সুন্দর তারই ঠিক প্রাণ,
জ্ঞানের বৃদ্ধের নীতির বশ যে, সৎ কোথায় যার প্রাণ-অধিক জ্ঞান।

মন্দ কও? আহ্‌ তাতেই জান্তর্‌ ! আবার গাল দাও হে মোর লক্ষ্মী;
গাল তো নয় ও, মিষ্টি শরবত ঢালছে পান্নার শিরীন ঠোঁটটি!

গজল-গীত নয়, মুক্তো গাঁথছিস, হাফিজ আয়, ফের মধুর তান ধর!
তারার লাখ হার ছুড়বে বারবার অধীর আশমান শুনলে গান তোর।

ছন্দসূত্র :–
আগন আঁ তুর কে শিরাজি বদসত আ-রদ দিলে মারা।
যদিই কান্তা শিরাজ সজ্‌নি ফেরত দেয় মোর চোরাই দিল্‌ ফের।
গজল ৭

ত্যজি
মসজিদ কাল মুর্শিদ মম আস্তানা নিল মদশালা,
নেবে
কোন পথ এবে পথ-রথ ওগো সুহৃদ সখী পথ-বালা!

আমি
মুসাফির যত শারাবির ওইখারাবিরপথমঞ্জিলে,
সখী
মাফ চাই, বিধি এই রায় ভালে লিখেছিল আমি জন্মিলে।

'কাবা
শরিফের' পানে করি ফের মুখ কোন বলে আমি কও সখী,

পির
শারাবের পথ-মদরত যবে, আন-পথে যাবে শিষ্য কি?

জ্ঞান
বোঝে যদি কেন বাঁধি হৃদি পিয়া-কুন্তল-ফাঁদে সেধে সেধে,
যত
জ্ঞানী পির ওই জিঞ্জির লাগি দিওয়ানা হবে গো কেঁদে কেঁদে।

মম
ঠোঁটে ওগো বধূ‘আয়েত’ -মধু যে ঢালে তব ও-মুখ ‘কোরআনে’,
তাই
সুধা আরসীধুফেটে পড়ে শুধু কবিতাতে আর মোর গানে।

মম
অগ্নি-বর্ষী ‘আহা’-শ্বাস আর একা-রাতে-জাগা কাতরানি,
তব
মর্মর-মোড়া মর্মে কি দিল ব্যথা আঁকি কোনো রাত-রানি!

মন-
ময়ূরীর লাগি ‘বিরহ’-ভুজগী ফেঁসেছিল ভালো কেশ-জালে,
কেন
খুলে দিয়ে বেণি ‘বিচ্ছেদ’-ফণী ছেড়ে দিলে প্রিয়া শেষ-কালে!

তব
এলোচুলে বায়ু গেল বুলে মম আলো নিভে গেল আঁধিয়ারে,
ওই
কালোকেশে আমি ভালোবেসে শেষে দেশে দেশে ফিরি কাঁদিয়া রে!

মোর
বুক-ফাটা ‘উহু’-চিৎকার-বাণ চক্কর মারে নভ চিরে,
দেখো
হুশিয়ার মম প্রিয়তম, তির-বাজপাখি উড়ে তব শিরে!

মোর
জ্ঞানী পির আজ খারাবির পথে, এসো মোর সাথি পথ-বালা,
ওই
হাফিজের মতো আমাদেরও পথ প্রেম-শিরাজিরই মদশালা।

গজল ৮

বুক-ব্যথানো বেণুর বেদন বাজিয়েছিল কাল রাতে
বনশিওয়ালা – আল্লাতালা রাখুন তারে আহ্লাদে!

করলে আমায় ক্লান্ত এতই তার সে মুরজ মুরঝা সুর –
বোধ হল মোর বিশ্ব-নিখিল কেবল কান্না-বেদনাতুর!

পার্শ্বে ছিল ছুকরি সাকি ঠোঁট-কূপে যার‘আব-হায়াত’
মুখ আলো আর কেশ কালো যার খেলায় সদাই দিন ও রাত।

বিহ্বল আমার তৃষ্ণা দেখে পাত্রে আরও ঢালল মদ,
মদ-মদালস কইনু আমি চুম্বি সাকির পুণ্য পদ –

“মুক্তি দিলে আমার ‘অহম’-দুঃখ থেকে আজ তুমি,
মদ ঢেলে যেই করলে অধর কাচ-পেয়ালার নাচ-ভূমি।

আল্লা তোমায় আগলে রাখুন আলাই-বালাই আপনি নে,
সাকি! তোমার সর্বলোকে কল্যাণ হোক সব দিনে।”

হাফিজ যখন আপন-হারা কোথায় বা তোর‘কায়কাউস’,
কায়কোবাদেরকুল-মুলুক? এক তিল বরাবরতখত্‌তাউস।
গজল ৯

জাগো সাকি হামদরদি, জাম-বাটিতে দাও শরাব,
চুলোয় যাক এই দুঃখ-ব্যথা, ধুলোয় ঢাকুক সব অভাব!

ভর পিয়ালা হস্তে দে দোস্ত, মস্ত হয়ে বুঁদ সেই নেশায়
দিই ফেলে এই শির হতে ওই সুনীল আকাশ-গাঁঠরিটায়!

ভয় কী সখি? করবে নিন্দা শাস্ত্র-শকুন বন্ধুরা?
বদনামে মোর পরোয়া থোড়াই! চালাও পানসি, দাও সুরা।

নেশার দারু জরুরি ভাই, খোদ-দেমাকির নাশতে জাত,
ঢালো শরাব, আত্ম ভোলাও, চেতন আমার হোক নিপাত!

দহন-দারুণ দিল্‌ ছেপে মোর উঠছে যে শ্বাস বহ্নি-শিস,
কতই কাঁচা শুষ্ক হৃদয় পুড়ছে তাতে অহর্নিশ!

সব অজানা জানার মাঝে প্রেম-দেওয়ানা ফিরনু ভাই,
দুনিয়া জুড়ে দেখনু ঢুঁড়ে দিল্‌-দরদি বন্ধু নাই।

তারই তরে জান কাঁদে মোর, সেই জানি মোর দিল্‌-আরাম,
করল যে মোর এই জীবনের সকল সোয়াদ-সুখ হারাম!

গুলবাগে আর দেবদারুকে দেখতে কারুর রয় না সাধ,
দেখলে প্রিয়ার সরল ছাঁদ আর চাঁদনি-সফেদ বদন-চাঁদ!

মাটির ভাঁটির রস ছিল যা, সব পিয়েছিস, কীসের দুখ?
খাও পিয়ো আর স্ফূর্তি চালাও, চালাও – মউজে দিন কাটুক।

দিবানিশি পাস যে ব্যথা, ওরে হাফিজ, দু-দিন থাম!
আসবে প্রিয়া দিল্‌-জানিয়া, পূর্ণ হবে মনস্কাম!

নতুন চাঁদ

নতুন চাঁদ
দেখেছি তৃতীয় আশমানে   চিদাকাশে
চির-পথ-চাওয়া মোর নতুন   চাঁদ হাসে।
দেহ ও মনের রোজা আমার
‘এফতার’করে গেরেফতার
করিব, তৃষিত বক্ষে মোর   ওই চাঁদে,
সহিতে পারি না বিরহ ওর,   মন কাঁদে!
 জুড়াব এবার জুড়াব গো,
 খুশির পায়রা উড়াব গো
নামিবে ও চাঁদ মোর হৃদয়-আশমানে,
মত্ত হইব আনন্দের রসপানে।
বদলাবেতকদিরআমার,
ঘুচিবে সর্ব অন্ধকার,
পরিব ললাটে, চুমু দেব,   বাঁধব তায়
আল্লাহ্‌ নামের রজ্জুতে   দিল্‌-কোঠায়।
সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্জিনেরাডাকিবে ফের,
পরমোৎসব হবে সেদিন   ময়দানে
সাত আশমান দোল খাবে   জয়-গানে
 এক আল্লার জয়-গানে,
 মহামিলনের জয়-গানে
 ‘শান্তি’ ‘শান্তি’ জয়-গানে!

একঘরে হেথা দশ প্রাচীর,
হিংসা-ক্লৈব্য-বদ্ধ নীড়
ভেঙে যাবে, মন রেঙে যাবে এক রঙে।

এক আকাশের তলে রব   এক সঙে।
চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ!
অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
বাঁধিবে সকলে এক সাথে   গলে গলে
মিলিয়া চলিব তাঁর পথে   দলে দলে।
রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
রবে না লোভ, রবে না ক্ষোভ অহংকার,
প্রলয়-পয়োধি এক নায়ে হইব পার।
একের লীলা এ, দু-জন নাই
তাঁহারই সৃষ্টি সবাই ভাই,
কত নামে ডাকি – সর্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনি নাকো, নিজেরে তাই নাহি চিনি।
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান
সকলের মাঠে শস্য দেয় ফুল ফোটায়,
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা করুণা পায়।
প্রলয়ের রূপ ধরে যবে
তাঁর ক্রোধ নেমে আসে ভবে,
সব ধর্মের সব মানব মরে তখন,
থাকে না হিন্দু-মুসলমানের আস্ফালন!
এককে মানিলে রহে না দুই,
এসো সবে সেই এককে ছুঁই,
এক সে স্রষ্টা সব কিছুর সব জাতির।
আসিছে তাহারই চন্দ্রালোক এক বাতির!
মরিছে যাহারা – তাহারা নয়,
আসিছে – যাহারা বাঁচিয়া রয়,
নিত্য অভেদ উদার-প্রাণ   নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
আশমানে চাঁদ দেয় আজান   নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
মৃত্যুকে তারা করে না ভয়   নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
তাহারা বুদ্ধি-বদ্ধ নয়   নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
কাপুরুষ তার্কিক যারা
কেবল বিচার করে তারা,
অগ্রে চলে না ক্লীব ভীরু, ভয় দেখায়,
যারা আগে চলে, পিছে তাদের টানিতে চায়!
প্রাণ-প্রবাহের শত্রু সব,
ধূর্ত যুক্তি-শৃগাল-রব
দুই কূলে করে, তবু চলে নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
মহাবন্যার তরঙ্গসম সম্মুখে দলে দলে
তবু চলে নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!

জাগাবে জোয়ার নতুন চাঁদ
এদেরই বক্ষে ; ভাঙিবে বাঁধ
জরায় জীর্ণ মড়া ঘাটের   বিলাসীদের
মানিবে না এরা হট্টগোল   মণ্ডূকের
সত্য বলিতে নিত্য ভয়
যুক্তি-গর্তে লুকায়ে রয়
ইহারা তাদের দলের নয় – নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
এরা জীবন্ত মুক্ত-ভয় নৌজোয়ান!
ভীরু ইঁদুরের কিচি-মিচি
শোনে নাকো এরা মিছামিছি,
এরা শুধু বলে, ‘চল্ আগে   নৌজোয়ান!’
অসম্ভবের অভিযানে এরা চলে,
না চলেই ভীরু ভয়ে লুকায় অঞ্চলে!
এরা অকারণ দুর্নিবার প্রাণের ঢেউ,
তবু ছুটে চলে যদিও দেখেনি সাগর কেউ।

জানে পারাবার, জানে অসীম,
এরাই শক্তি মহামহিম,
এরা উদ্দাম যৌবন-বেগ দুরন্ত
মুক্তপক্ষ নির্ভয় এরা উড়ন্ত।
নাই ইহাদের অবিশ্বাস
যা আনে জগতে সর্বনাশ।
প্রতি নিশ্বাসে এরা কহে – ‘মোরা অমর!’
তনুমনে নাই সন্দেহের বিসর্গ অনুস্বর।
হাতের লাট্টু এদের প্রাণ
গুলতির গুলি এদের প্রাণ
বেপরোয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে দিকে দিকে,
এদের বুদ্ধি চিকমিকায় না ঘেরা চিকে!
তিন্তিড়ি গাছে জোনাকি-দল
চাঁদের নিন্দা করে কেবল,
পুচ্ছের আলো উচ্ছের ঝোপে জ্বালায়ে কয় –
‘মোরা আলো দেব, চন্দ্রের দেশে ভীষণ ভয়!’
পাহাড়ে চড়িয়া নীচে পড়ে – নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
অজগর খোঁজে গহ্বরে – নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
চড়িয়া সিংহে ধরে কেশর – নৌজোয়ান!
বাহন তাহার তুফান ঝড় – নৌজোয়ান!
শির পেতে বলে – ‘বজ্র আয়!’
দৈত্য-চর্ম-পাদুকা পায়,
অগ্নি-গিরিরে ধরে নাড়ায় – নৌজোয়ান!
দলে দলে তারা খুঁজে বেড়ায়

ভূকম্পের ঘর কোথায় –
    নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
বিলাস এদের দারিদ্র্য,
গতি ইহাদের বিচিত্র,
দেখেনিকো জ্ঞান-বিলাসীরা এদের পথ,
শুনিলেও কাঁপে বলি-যূপের ছাগের বৎ!
এরাই দেখিবে নতুন চাঁদ জ্যোতিষ্মান,
ইহাদের নাই দেহ ও মন, কেবল প্রাণ!
    নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!

এদেরেই পথ দেখাতে ওই
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না-খই
আকাশ-খোলায় ফুটিছে! ভীরুরা যাসনে কেউ,
যাদের পিছনে লেগেছে বুদ্ধি ভয়ের ফেউ!
মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে ওই পথে
লঙ্ঘিতে হবে কত সমুদ্র পর্বতে।
বিলাসীরা থাকো চুপ করে
রূপ দেখে খেয়ো টুপ করে
যাত্রী অরুণ-তীর্থের পথে নৌজোয়ান!
পথ দেখায় যে, সে শুধু কয় – 'জীবন দান
  জীবন দান, নৌজোয়ান!'
জীবনে না করে নিষ্ঠীবন,
মৃত্যুর বুকে সঞ্চরণ
করে যারা, তারা নবযুগের নৌজোয়ান!
তাহাদের পথে এসো না কেউ ভীরু, আল্লার না-ফরমান।
ওরা দুর্জয় ভয়-হারা
ওদের ভ্রান্ত কয় কারা?
এই মর্ত্যের ভোগের গর্তে যারা মরে?
অমৃত আনিতে যায় – তারে অনাদর করে?
এক আল্লার সৃষ্টিতে
এক আল্লার দৃষ্টিতে
দেখিবে সবারে দুনিয়াতে নৌজোয়ান!
তলোয়ার তার বক্ষে লুকানো
নববধূ সম শয্যাতে –
    নৌজোয়ান!
    নৌজোয়ান!
চির-জনমের প্রিয়া
আরও কতদিন বাকি?
বক্ষে পাওয়ার আগে বুঝি, হায়, নিভে যায় মোর আঁখি!
অনন্তলোকে অনন্তরূপে কেঁদেছি তোমার লাগি

সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজও আকাশে রয়েছে জাগি।
চির-জনমের প্রিয়া মোর! চেয়ে দেখো নীলাকাশে
ভ্রমরের মতো ঝাঁক বেঁধে কোটি গ্রহ-তারা ছুটে আসে
তোমার শ্রীমুখ-কমলের পানে! ওরা যে ভুলিতে নারে
আজিও খুঁজিয়া ফিরিছে তোমায় অসীম অন্ধকারে!
বারে বারে মোর জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, প্রিয়া।
নেভেনি আমার নয়ন, তোমারে দেখিবার আশা নিয়া।
আমি মরিয়াছি, মরেনি নয়ন ; দেখো প্রিয়তমা চাহি
তব নাম লয়ে ওরা কাঁদে আজও – ওদের নিদ্রা নাহি।
ওরা তারা নয়, অভিশপ্ত এ বিরহীর ওরা আঁখি,
মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয়হারা পাখি!
আঁখির আমার ভাগ্য ভালো গো, পেয়েছিল আঁখি-জল,
তাই আজও তারা অমর হইয়া ভরে আছে নভোতল!
বাহু দিয়া মোর কণ্ঠ যদি গো জড়াইতে কোনদিন,
আঁখির মতন এই দেহ মোর হইত মৃত্যুহীন!
তোমার অধর নিঙাড়িয়া মধু পান করিতাম যদি,
আমার কাব্যে, সংগীতে, সুরে বহিত অমৃত-নদী!

*　　　*　　　*

ফুল কেন এত ভালো লাগে তব, কারণ জান কি তার?
ওরা যে আমার কোটি জনমের ছিন্ন অশ্রুহার!
যত লোকে আমি তোমার বিরহে ফেলেছি অশ্রুজল,
ফুল হয়ে সেই অশ্রু – ছুঁইতে চাহে তব পদতল!
অশ্রুতে মোর গভীর গোপন অভিমান ছিল হায়,
তাই অভিমানে তোমারে ছুঁইয়া ফুল শুকাইয়া যায়!
ঝরা ফুল লয়ে বক্ষে জড়ায়ে ধরেছ কি কোনোদিন?
এত সুন্দর, তবু কেন ফুল এমন ব্যথা-মলিন?
তব মুখ পানে চেয়ে থাকে ফুল মোর অশ্রুর মতো;
তোমারে হেরিয়া উহাদের গত জনমের স্মৃতি যত
জেগে ওঠে প্রাণে! তাই অভিমানে ঝরে সে সন্ধ্যাবেলা,
ভুলিতে পারে না, যুগে যুগে তুমি হানিয়াছ যত হেলা!

*　　　*　　　*

পূর্ণিমা চাঁদ দেখেছ? দেখেছ তার বুকে কালো দাগ!
ওর বুকে ক্ষত-চিহ্ন এঁকেছে, জান, কার অনুরাগ?
কোটি জনমের অপূর্ণ মোর সাধ-আশা জমে জমে
চাঁদ হয়ে হায় ভাসিয়া বেড়ায় নিরাশার মহাব্যোমে!
কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে তার তোমার স্মৃতির ছায়া,
এত জ্যোৎস্নায় ঢাকিতে পারেনি তোমার মধু মায়া!
কোন সে অতীতে মহাসিন্ধুর মন্থন শেষে, প্রিয়া,

বেদনা-সাগরে চাঁদ হয়ে উঠে তোমারে বক্ষে নিয়া!
পালাইতে ছিনু সুদূর শূন্যে! নিঠুর বিধাতা পথে
তোমারে ছিনিয়া লয়ে গেল হায় আমার বক্ষ হতে!
তুমি চলে গেলে, বুকে রয়ে গেল তব অঙ্গের ছাপ,
শূন্য বক্ষে শূন্যে ঘুরি গো, চাঁদ নয় অভিশাপ!

* * *

প্রাণহীন দেহ আকাশে ফেলিয়া ধরণিতে আসি ফিরে,
তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই গোমতী পদ্মা যমুনা তীরে!
চিনি যবে হায় গোধূলিবেলায় শুভ লগ্নের ক্ষণে,
বাঁশি না বাজিতে লগ্ন ফুরায়, আঁধার ঘনায় বনে!
তুমি চলো যাও ভবনের বধূ, আমি যাই বনপথে,
মোর জীবনের মরা ফুল তুলে দিই মরণের রথে!

* * *

শ্রাবণ-নিশীথে ঝড়ের কাঁদন শুনেছ কি কোনোদিন?
কার অশান্ত অসহ রোদন আজও শ্রান্তহীন
দিগ্‌দিগন্তে দস্যুর মতো হানা দিয়ে ফেরে হায়!
ভবনে ভবনে কার বুক থেকে কাহারে ছিনিতে চায়? –
এমনই সেদিন উঠেছিল ঝড় মহাপ্রলয়ের বেশে
যেদিন আমারে পথে ফেলে গেলে চলিয়া নিরুদ্দেশে!
প্রবল হস্তে নাড়া দিয়া আমি অসীম শূন্য নভে
কৃষ্ণ মেঘের ঢেউ তুলেছিনু ; গর্জিয়া ভীম রবে
বিশ্বের ঘুম ভেঙে দিয়েছিনু! যেখানে যে ছিল সুখে
যেখানে প্রিয় ও প্রিয়া ছিল – সেথা বজ্র হেনেছি বুকে!
ঝড়ের বাতাসে আমার নিশাসে নড়িল না মহাকাল,
মোর ধূমায়িত অশ্রু-বাষ্প রচিল জলদ-জাল।
অঝোর ধারায় ঝরিনু ধরায় খুঁজিলাম বনভূমি
ফুরাইল আয়ু, থির হল বায়ু, সাড়া দিলে নাকো তুমি!
আমার ক্ষুধিত সেই প্রেম আজও বিজলি-প্রদীপ জ্বেলে
অন্ধ আকাশ হাতড়িয়া ফেরে ঝঞ্ঝার পাখা মেলে!
তুমি বেঁচে গেছ, অতীতের স্মৃতি ভুলিয়াছ একেবারে,
নইলে ভুলিয়া ভয় – ছুটে যেতে মরণের অভিসারে!

* * *

শান্ত হইনু প্রলয়ের ঝড়, মলয়-সমীর রূপে
যেখানে দেখেছি ফুল সেইখানে ছুটে গেছি চুপে চুপে।
পৃথিবীতে যত ফুটিয়াছে ফুল সকল ফুলের মুখে
তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি – না পেয়ে উগ্র দুখে
ঝরায়েছি ফুল ধরার ধুলায়! জরা ফুল-রেণু মেখে

উদাসীন হাওয়া ফিরিয়াছি পথে তব প্রিয় নাম ডেকে!
সদ্য-স্নাতা এল কুন্তল শুকাইতে যবে তুমি
সেই এলোকেশ বক্ষে জড়ায়ে গোপনে যেতাম চুমি!
তোমার কেশের সুরভি লইয়া দিয়াছি ফুলের বুকে
আঁচল ছুঁইয়া মূর্ছিত হয়ে পড়েছি পরম সুখে!
তোমার মুখের মদির সুরভি পিইয়া নেশায় মাতি
মহুয়া বকুল বনে কাটায়েছি চৈতি চাঁদিনি রাতি।
তব হাত দুটি লতায়ে রহিত পুষ্পিতা লতা সম
কত সাধ যেত যদি গো জড়াত ও লতা কণ্ঠে মম!
তব কঙ্কণ চুড়ি লয়ে আমি খেলেছি, দেখনি তুমি,
চলিতে মাথার কাঁটা পড়ে যেত, আমি তুলিতাম চুমি!
চোরের মতন চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল!–
সে সব অতীত জনমের কথা – আজ মনে হয় ভুল!

*   *   *

আজ মুখপানে চেয়ে দেখি, তব মুখে সেই মধু আছে,
আজও বিরহের ছায়া দোলে তব চোখের কোলের কাছে!
ডাগর নয়নে আজও পড়ে সেই সাগর জলের ছায়া,
তনুর অণুতে অণুতে আজিও সেই অপরূপ মায়া!
আজও মোর পানে চাহ যবে, বুকে ঘন শিহরন জাগে,
আমার হৃদয়ে কোটি শতদল ফুটে ওঠে অনুরাগে
আজও যবে চাও, আমার ভুবনে ওঠে রোদনের বাণী,
কানাকানি করে চাঁদে ও তারাতে –'জানি গো তোমারে জানি!'
রুধিরে আমার নূপুর বাজে গো, কহে – 'প্রিয়া, চিনি, চিনি'!
একদিন ছিলে প্রেমের গোলোকে মোর প্রেম-গরবিনি।
ছিল একদিন – আমার সোহাগে গলিয়া যমুনা হতে
নিবেদিত নীল পদ্মের মতো ভাসিতে প্রেমের স্রোতে!
ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছ আজ এই পৃথিবীর ঘাটে,
আমি পুষ্প-বিহীন শূন্যবৃন্ত কাঁটা লয়ে দিন কাটে!

*   *   *

মনে করো, যেন সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা।
তুমি রয়ে গেলে এপারে, ভাসিল ওপারে আমার ভেলা!
সেই নদীজলে পড়ে গেলে তুমি ফুলের মতন ঝরে,
কেঁদে বলেছিলে যাবার বেলায় – 'মনে কি পড়িবে মোরে,
জনমিবে যবে আর কি আঁকিবে হৃদয়ে আমার ছবি।'
আমি বলেছিনু, 'উত্তর দেবে আর জনমের কবি!'
সেই বিরহীর প্রতিশ্রুতি গো আসিয়াছি কবি হয়ে,
ছবি আঁকি তব আমার বুকের রক্ত ও আয়ু লয়ে!
ঝাঁকে ঝাঁকে মোর কথার কপোত দিকে দিকে যায় ছুটে

হংস-দূতীর মতো মোর লিপি ধরিয়া চঞ্চুপুটে!
হারায়ে গিয়াছে শূন্যে তাহারা ফিরিয়া আসেনি আর,
তাই সুরে সুরে বিধূনিত করি অসীম অন্ধকার!
ভবনে ভবনে সেই সুর প্রতি কণ্ঠ জড়ায়ে কহে–
'যাহারে খুঁজিয়া কাঁদি নিশিদিন, জান সে কোথায় রহে?'
তারা মরে, ফুল ঝরে সেই সুরে, তুমি শুধু কাঁদিলে না
আমার সুরের পালক কুড়ায়ে কবরীতে বাঁধিলে না!
আমার সুরের ইন্দ্রাণী ওগো! ব্যথার সাগর-তলে–
দেখেছি কিকত না-বলা কথার মুক্তা মানিক জ্বলে?
তোমার কণ্ঠে মালা হয়ে তারা মুক্তি লভিতে চায়
গত জনমের অস্থি আমার নিদারুণ বেদনায়
মুক্তা হয়েছে; অঞ্জলি দিতে তাই গাঁথি গানে গানে
চরণে দলিয়া ফেলে দিয়ো পথে যদি তা বেদনা হানে।
মনে করো, দুঃস্বপ্নের মতো আমি এসেছিনু রাতে
বহুবার গেছ ভুলিয়া এবারও ভুলিয়া যাইয়ো প্রাতে
কহিলাম যত কথা প্রিয়তমা মনে কোরো সব মায়া,
সাহারা মরুর বুকে পড়ে না গো শীতল মেঘের ছায়া!
মরুভূর তৃষা মিটাইবে তুমি কোথা পাবে এত জল?
বাঁচিয়া থাকুক আমার রৌদ্রদগ্ধ আকাশতল!
আমার কবিতা তুমি
প্রিয়া-রূপ ধরে এতদিনে এলে আমার কবিতা তুমি,
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি!
জুড়াল গো তার শত জনমের রৌদ্রদগ্ধ-কায়া–
এতদিনে পেল তার স্বপনের স্নিগ্ধ মেঘের ছায়া!
চেয়ে দেখো প্রিয়া, তোমার পরশ পেয়ে
গোলাপ দ্রাক্ষাকুঞ্জে মরুর বক্ষ গিয়াছে ছেয়ে!

গভীর নিশীথে, হে মোর মানসী, আমার কল্পলোকে
কবিতার রূপে চুপে চুপে তুমি বিরহ-করুণ চোখে
চাহিয়া থাকিতে মোর মুখ পানে ; আসিয়া হিয়ার মাঝে
বলিতে যেন গো – 'হে মোর বিরহী, কোথায় বেদনা বাজে?'
আমি ভাবিতাম, আকাশের চাঁদ বুকে বুঝি এল নেমে
মোর বেদনায় বুকে বুক রাখি কাঁদিতে গভীর প্রেমে!
তব চাঁদ-মুখপানে চেয়ে আজ চমকিয়া উঠি আমি,
আমি চিনিয়াছি, সে চাঁদ এসেছে প্রিয়া-রূপ ধরে নামি!

যত রস-ধারা নেমেছে আমার কবিতার সুরে গানে
তাহার উৎস কোথায়, হে প্রিয়া, তব শ্রীঅঙ্গ জানে।
তাই আজ তব যে অঙ্গে যবে আমার নয়ন পড়ে,
থির হয়ে যায় দৃষ্টি সেথাই, আঁখি-পাতা নাহি নড়ে!

তোমার তনুর অণু-পরমাণু চির-চেনা মোর, রানি!
তুমি চেন নাকো ওরা চেনে বলে, ‘বন্ধু তোমারে জানি।’
অনন্ত শ্রীকান্তি লাবণি রূপ পড়ে ঝরে ঝরে
তোমার অঙ্গ বাহি, প্রিয়তমা, বিশ্ব ভুবন-পরে!
মন্ত্র-মুগ্ধ সাপের মতন তোমার অঙ্গ পানে
তাই চেয়ে থাকি অপলক-আঁখি, লজ্জারে নাহি মানে!

তুমি যবে চল, যবে কথা বল, মুখ পানে চাও হেসে
মূর্তি ধরিয়া ওঠে যেন সেথা আমার ছন্দ ভেসে।
মনে মনে বলি, তুমি যে আমার ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো চঞ্চলা, আমার জীবনে তুমি দুরন্ত গতি!
আমার রুদ্র নৃত্যে জেগেছে কঙ্কালে নব প্রাণ,
ছন্দিতা ওগো, আমি জানি, তাহা তব অঙ্গের দান!
নাচ যবে তুমি আমার বক্ষে, রুধির নাচিয়া ওঠে
সেই নাচ মোর কবিতায় গানে ছন্দ হইয়া ফোটে।
মনে পড়ে যবে তোমার ডাগর সজল-কাজল আঁখি,
সে চোখের চাওয়া আমার গানের সুর দিয়ে বেঁধে রাখি।
প্রেম-ঢলঢল তোমার বিরহ-ছলছল মুখ হেরি
ভাবের ইন্দ্রধনু ওঠে মোর সপ্ত আকাশ ঘেরি।
আমার লেখার রেখায় রেখায় ইন্দ্রধনুর মায়া,
উহারা জানে না, এই রং তব তনুর প্রতিচ্ছায়া!
আমার লেখায় কী যেন গভীর রহস্য খোঁজে সবে
ভাবে, এ কবির প্রিয়তমা বুঝি আকাশ-কুসুম হবে!
উহারা জানে না, তুমি অসহায় কাঁদ পৃথিবীর পথে,
উহারা জানে না রহস্যময়ী তুমি মোর লেখা হতে।
আমিই ধরিতে পারি না তোমারে, উহারা ধরিতে চায়,
সাগরের স্মৃতি খুঁজে ওরা মরুভূর বালুকায়!
তোমার অধরে আঁখি পড়ে যবে, অধীর তৃষ্ণা জাগে,
মোর কবিতায় রস হয়ে সেই তৃষ্ণার রং লাগে।
জাগে মদালস-অনুরাগ-ঘন নব যৌবন-নেশা
এই পৃথিবীরে মনে হয় যেন শিরাজি আঙুর-পেশা!
সুর হয়ে ওঠে সুরা যেন, আমি মদিরা-মত্ত হয়ে
যৌবন-বেগে তরুণেরে ডাকি খর তরবারি লয়ে।
জরাগ্রস্ত জাতিরে শুনাই নব জীবনের গান,
সেই যৌবন-উন্মদ বেগ, হে প্রিয়া তোমার দান।
হে চির-কিশোরী, চির-যৌবনা! তোমার রূপের ধ্যানে
জাগে সুন্দর রূপের তৃষ্ণা নিত্য আমার প্রাণে।
আপনার রূপে আপনি মুগ্ধা দেখিতে পাও না তুমি
কত ফুল ফুটে ওঠে গো তোমার চরণ-মাধুরী চুমি!
কুড়ায়ে সে ফুল গাঁথি আমি মালা কাব্যে-ছন্দে-গানে,

মালা দেখে সবে, জানে না মালার ফুল ফোটে কোনখানে!

হে প্রিয়া, তোমার চির-সুন্দর রূপ বারে বারে মোরে
অসুন্দরের পথ হতে টানি আনিয়াছে হাত ধরে।
ভিড় করে যবে ঘিরিত আমারে অসুন্দরের দল,
সহসা ঊর্ধ্বে ফুটিয়া উঠিত তব মুখ-শতদল।
মনে হত, যেন তুমি অনন্ত শ্বেত শতদল-মাঝে,
মোর প্রতীক্ষা করিতেছ প্রিয়া চির-বিরহিণী সাজে।
সেই মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি পৃথিবীর দেশে দেশে,
শ্রান্ত স্বপনে হৃদয়ে-গগনে ও মুখ উঠিত ভেসে!
যেই ধরিয়াছি মনে হত হায়, অমনই ভাঙিত ঘুম,
স্মৃতি রেখে যেত আমার আকাশে তব রূপ-কুঙ্কুম!
দেখি নাই, তবু কহিতাম গানে ‘সাড়া দাও, সাড়া দাও,
যারা আসে পথে, তারা তুমি নহ, ওদের সরায়ে নাও!’
ভেবেছিনু, বুঝি পৃথিবীতে আর তব দেখা মিলিল না,
তুমি থাক বুঝি সুদূর গগনে হয়ে কবি-কল্পনা।
সহসা একদা প্রভাতে যখন পাখিরা ছেড়েছে নীড়,
হারানো প্রিয়ারে খুঁজেছি আকাশে অরুণ-চন্দ্রাপীড়,
আমি পৃথিবীতে খুঁজিতেছিনু গো আমার প্রিয়ারে গানে,
থমকি দাঁড়ানু, চমকি উঠিনু কাহার বীণার তানে!
বেণু আর বীণা এক সাথে বাজে কাহার কণ্ঠ-তটে,
কার ছবি যেন কাঁদিয়া উঠিল লুকানো হৃদয়-পটে।
হেরিনু আকাশে তরুণ সূর্য থির হয়ে যেন আছে,
কে যেন কী কথা কয়ে গেল হেসে আমার কানের কাছে।
আমার বুকের জমাট তুষার-সাগর সহসা গলে
আছাড়িয়া যেন পড়িতে চাহিল তোমার চরণ-তলে।
ওগো মেঘ-মায়া, বুঝিয়াছিলে কি তুমি?
দারুণ তৃষায় তব পানে ছিল চেয়ে কোনো মরুভূমি?
তুমি চলে গেলে ছায়ার মতন, আমি ভাবিলাম মায়া,
কল্প-লোকের প্রিয়া আসে না গো ধরণিতে ধরি কায়া!

ভেবেছিনু, আর জীবনে হবে না দেখা –
সহসা শ্রাবণ-মেঘ এল যেন হইয়া ব্রজের কেকা!
যমুনার তীরে বাজিয়া উঠিল আবার বিরহী বেণু,
আঁধার কদম-কুঞ্জে হেরিনু রাধার চরণ-রেণু।
যোগ-সমাধিতে মগ্ন আছিনু, ভগ্ন হইল ধ্যান,
আমার শূন্য আকাশে আসিল স্বর্ণ-জ্যোতির বান।
চির-চেনা তব মুখখানি সেই জ্যোতিতে উঠিল ভাসি
ইঙ্গিতে যেন কহিলে, ‘বিরহী প্রিয়তম, ভালোবাসি!’
আমি ডাকিলাম, ‘এসো এসো তবে কাছে।’

কাঁদিয়া কহিলে, 'হেরো গ্রহ তারা এখনও জাগিয়া আছে,
উহারা নিভুক, ঘুমাক পৃথিবী, ঘুমাক রবি ও শশী,
সেদিন আমারে পাবে গো, লাজের গুণ্ঠন যাবে খসি।
কেবল দুজন করিব কূজন, রহিবে না কোনো ভয়,
মোদের ভুবনে রহিবে কেবল প্রেম আর প্রেমময়।'

'আমি কী করিব?' কহিলাম আঁখি-নীরে
কহিলে 'কাঁদিবে মোর নাম লয়ে বিরহ-যমুনাতীরে!
যমুনা শুকায়ে গিয়াছে প্রেমের গোকুলে এ ধরাতলে,
আবার সৃজন করো সে যমুনা তোমার অশ্রুজলে।
তোমার আমার কাঁদন গলিয়া হইবে যমুনা জল
সেই যমুনায় সিনান করিতে আসিবে গোপিনীদল,
ওরা প্রেম পাবে, পাইবে শান্তি, পাবে তৃষ্ণার মধু,
তোমারে দিলাম চির-উপবাস, পরম বিরহ, বঁধু!'
'এ কী অভিশাপ দিলে তুমি' বলে যেমনই উঠি গো কাঁদি,
হেরি কাঁদিতেছ পাগলিনি মোর হাত দুটি বুকে বাঁধি!
আজ মোর গানে কবিতায়, সুরে তুমি ছাড়া নাই কেউ,
সেই অভিশাপ যমুনায় বুঝি তুলেছে বিপুল ঢেউ!
সবার তৃষ্ণা মিটাইতে আমি যমুনা হইয়া ঝরি,
জানে না পৃথিবী, কোন নিদারুণ তৃষ্ণা লইয়া মরি!
বড়ো জ্বালা বুকে, বলো বলো প্রিয়া – না-ই পাইলাম কাছে,
এই বিরহের পারে তব প্রেম আছে আজও জেগে আছে!
যদি অভিমান জাগে মোর বুকে না বুঝে তোমার খেলা,
দূরে থাক বলে ভাবি যদি তারে অনাদর অবহেলা –
কেঁদে কেঁদে রাতে যদি মোর হাতে লেখনী যায় গো থামি,
বিরহ হইয়া বুকে এসে মোর কহিয়ো – 'এই তো আমি।'
নিরুক্ত
আর কতদিন রবে নিরুক্ত তোমার মনের কথা?
কথা কও প্রিয়া, সহিতে নারি এ নিদারুণ নীরবতা।
কেবলই আড়াল টানিতে চাহ গো তোমার আমার মাঝে
সে কি লজ্জায়? তবে কেন তাহা অবহেলা সম বাজে?
হেরো গো আমার তৃষিত আকাশ তব অধরের কাছে
যে কথা শোনার তরে শত যুগ আনত হইয়া আছে,
বলো বলো প্রিয়া, সে কথা বলিবে কবে?
সে কথা শুনিয়া মাতিয়া উঠিবে আকাশ মহোৎসবে!
যে কথা কারেও বলনি জীবনে আমারেও নাহি বল,
যে কথার ভারে অসহ ব্যথায় টলিতেছে টলমল,
তোমার অধর-পল্লব ফাঁকে সেই নিরুক্ত বাণী –
ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিবে কোন শুভক্ষণে, রানি?
না-বলা তোমার সে কথা শোনার লাগি

শত সে জনম কত গ্রহ তারা আড়ি পেতে আছে জাগি!
সে কথা না শুনে তিথি গুনে গুনে চাঁদ হয়ে যায় ক্ষয়,
শুনিবে আশায় লয় হয়ে চাঁদ আবার জনম লয়!
আমার মনের আঁধার বনের মৌনা শকুন্তলা,
কোন লজ্জায় কোন শঙ্কায়, যায় না সে কথা বলা?
তুমি না কহিলে কথা
মনে হয়, তুমি পুষ্পবিহীন কুণ্ঠিতা বনলতা!
সে কথা কহিতে পার না বলিয়া বেদনায় অনুরাগে
তব অঙ্গের প্রতি পল্লবে ঘন শিহরন জাগে।
তোমার তনুর শিরায় শিরায় সে কথা কাঁদিয়ে ফিরে,
না-বলা সে কথা ঝরে ঝরে পড়ে তোমার অশ্রু-নীরে!
হে আমার চির-লজ্জিত বধূ, হেরো গো বাসরঘরে
প্রতীক্ষারত নিশি জেগে আছি সে কথা শোনার তরে।
হাত ধরে মোর রাত কেটে যায়, চরণ ধরিয়া সাধি,
অভিমানে কভু চলে যাই দূরে, কভু কাছে এসে কাঁদি।
তোমার বুকের পিঞ্জরে কাঁদে যে কথার কুহু-কেকা,
অধর-দুয়ার খুলিয়া কি তারা বাহিরে দেবে না দেখা?
আমার ভুবনে যত ফুল ফোটে রেখে তব রাঙা পায়
ফাগুনের হাওয়া উত্তর নাহি পেয়ে কেঁদে চলে যায়।
হে প্রিয় মোর নয়নের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে আসে,
ঘুম আসে না গো, বসে থাকি রাতে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।
বুঝি বলিতে পার না লাজে
মোর ভালোবাসা ভালো লাগে নাকো বেদনার মতো বাজে!
কহো সেই কথা কহো,
কেন বেদনার বোঝা বহ তুমি কেন আপনারে দহ?
আমি জানি মোর নিয়তির লেখা, – তবু সেই কথা বলো
‘ভিখারি, ভিক্ষা পেয়েছ, তোমার যাবার সময় হল!’

মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিয়া ভিখারি দৃষ্টি-প্রসাদ পায়,
উৎপাত-সম তবু আসে, তারে ক্ষমা করো করুণায়!
কেন অপমান সহি নেমে আসি বিরহ যমুনাতীরে।
– রাগ করিয়ো না, হয়তো চিনিতে পারনি এ ভিখারিরে!
কী চেয়েছিনু, হয়তো বুঝিতে পারনিকো তুমি হায়,
তোমারে চাহিতে আসিনি, আমারে দিতে এসেছিনু পায়!
আমি বলেছিনু, ‘আমারে ভিক্ষা লইয়া বাঁচাও মোরে,
তুমি তা জান না, কত কাল আছি ভিক্ষা-পাত্র ধরে।’
আমি বলেছিনু, ‘ধরায় যখন চলিবে যে পথ দিয়া,
চরণ রেখো গো, সেই পথে আমি বুক পেতে দেব প্রিয়া!
তোমার চরণে দেখেছি যে বেদ-গানের নূপুর-পরা,
কত কাঁটা কত ধূলি ও পঙ্কে পৃথিবীর পথ ভরা

তাই শিবসম, হে শক্তি মম, তব পথে পড়ে থাকি,
তাই সাধ যায় গঙ্গার মতো জটায় লুকায়ে রাখি!’
চির-পবিত্রা অমৃতময়ী, বলো কোন অভিমানে
তোমার পরম-সুন্দরে ফেলি যাও শ্মশানের পানে?
আপন মায়ায় পরম শ্রীমতী চেন নাকো আপনারে,
কহিলে না কথা, নামায়ে আমার প্রেম-যমুনার পারে।
আমি যা জানি না, তুমি তাহা জান ভালো,
তুমি না কহিলে কথা, নিভে যায় বৃন্দাবনের আলো!
বক্ষ হইতে চরণ টানিয়া লইলে, ভিক্ষু শিব
মহারুদ্রের রূপে সংহার করিবে এ ত্রিদিব।
রহিবে না আর প্রিয়-ঘন মোর নওলকিশোর রূপ,
মহাভারতের কুরুক্ষত্রে দেখিবে শ্মশান-স্তূপ!
হে নিরুক্তা, সেদিন হয়তো শূন্য পরম ব্যোমে
শুনাতে চাহিবে তোমার না-বলা কথা তব প্রিয়তমে।
আসিবে কি তুমি বেণুকা হইয়া সেদিন অধরে মম?
এই বিরহের প্রলয়ের পারে
কোন অনাগত আরেক দ্বাপরে
লজ্জা ভুলিয়া কণ্ঠ জড়ায়ে কহিবে কি – ‘প্রিয়তম!’
সে যে আমি
ওগো দুরন্ত সুন্দর মোর! কার পরে রাগ করি
তারার মুক্তা-মালিকা ছিঁড়িয়া ছড়ালে গগন ভরি?
কারে তুমি ভালোবাস প্রিয়তম? কার নাহি পেয়ে দেখা
চাঁদের কপোলে মাখাইয়া দিলে কালো কলঙ্ক-লেখা?
কার অনুরাগ নাহি পেয়ে তুমি লাল হয়ে ওঠ রাগে?
প্রভাত-সূর্যে, সৃষ্টিতে সেই রাগের বহ্নি লাগে।
কাহার বিরহ-জ্বালায় জ্বালাও বিশ্ব, পরম স্বামী?
সে কি আমি? সে কি আমি?

বনে উপবনে কুঞ্জে ফোটাও চামেলি চম্পা হেনা,
ওগো সুন্দর, ফুল ফুটাইয়া মালা কেন গাঁথিলে না?
শ্রাবণ-গগনে মেঘরূপে ওঠে তব রোদনের ঢেউ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া ক্ষীণ হল তনু, ভালোবাসিল না কেউ?
ওগো অভিমানী! বলো, কেন কোন নির্দয় অভিমানে
সৃষ্টিতে দিয়া জীবন, আবার টানিছ মৃত্যু-টানে?
গড়িয়া নিমেষে ভেঙে ফেল রূপ, যেন ভালো নাহি লাগে
রূপের এ খেলা। কোন অপরূপা স্মৃতিতে তোমার জাগে।
তাহারই লাগিয়া জাগিয়া রয়েছ উদাসীন দিবাযামী,
সে কি আমি? সে কি আমি?
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে বসালে ভূতের মেলা,
ভূত নিয়ে এ কী অদ্ভুত খেলা, কে হানিয়াছে হেলা?

মাধবীলতার কাঁকন পরায়ে সহকার-তরুশাখে
রুদ্র ঝড়ের রূপে এসে তুমি কেন ছিঁড়ে ফেল তাকে?
তোমার প্রেমের রাখি কে নিল না, কে সেই গরবিনি?
আজও সৃষ্টির পিত্রালয়ে কি কাঁদে সেই বিরহিণী?
তাই কি যেখানে মিলন, সেখানে নিত্য বিরহ আনো?
আপন প্রিয়ারে পেলে না বলিয়া সবার প্রিয়ারে টানো?
কার কামনার সৃষ্টিতে তব রূপ চঞ্চলকামী?
সে কি আমি? সে কি আমি?

কাহারে ভুলাতে ঝর অনন্ত পরম-শ্রীর রূপে,
তোমারই গুণের কথা কি ভ্রমর ফুলে কয় চুপে চুপে?
মুহু মুহু উহু উহু করে ওঠ কুহুর কণ্ঠস্বরে
তোমারই কাছে কি শিখিয়া পাপিয়া পিয়া পিয়া রব করে?
পদ্মপাতার থালায় তোমার নিবেদিত ফুলগুলি
ঝরে ঝরে পড়ে অশ্রুসায়রে, কহ লইল না তুলি!
যাহার লাগিয়া ফুলের বক্ষে সঞ্চিত কর মধু,
সকলে সে মধু লইল, নিল না তোমারই মালিনীবধূ?
যে অপরূপারে খোঁজ অনন্তকাল রূপে রূপে নামি –
সে কি আমি? সে কি আমি?
সংহারে খোঁজ, সৃষ্টিতে খোঁজ, খোঁজ নিত্য স্থিতিতে,
যাহারে খুঁজিছ পরম বিরহে, খুঁজিছ পরম প্রীতিতে,
যে অপরূপা পূর্ণা হইয়া আজিও এল না বাহিরে
পাইয়া যাহারে বলিছ, এ নয়, হেথা নয় সে তো নাহি রে।
সেই কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা তব চির-সঙ্গিনী বালিকা
অনন্ত প্রেমরূপে অনন্ত ভুবনে গাঁথিছে মালিকা।
ভীরু সে কিশোরী তব অন্তরে অন্তরতম কোণে
হারাবার ভয়ে তোমারে, লুকায়ে রহে সদা নিরজনে।
সকলেরে দেখ, আপনারে শুধু দেখ না পরম উদাসীন,
দেখিলে, দেখিতে যেখানে তুমি, সেইখানে সে যে আছে লীন!
যত কাঁদে, তত বুকে বাঁধে তোমারেই অন্তর্যামী!
সে কি আমি? সে কি আমি?

ওগো প্রিয়তম! যত ধরি আমি দু-হাতে তোমারে জড়ায়ে
আমারে খুঁজিতে আমারেই তত সৃষ্টিতে দাও ছড়ায়ে।
আমারে যতই প্রকাশিতে চাহ বাহিরে ভুবনে আনিয়া,
তত লুকাইতে চাহি ; আজিও যে আমি অপূর্ণা জানিয়া।
হে মোর পরম মনোহর ! তব প্রিয়া বলে দিতে পরিচয়,
ক্ষমা করো, যদি অপূর্ণা এই বালিকার মনে জাগে ভয়!
আমার কলহ মান-অভিমান তোমার সহিত গোপনে,
জাগ্রত দিনে আজও লাজ লাগে, তাই মিলি আমি স্বপনে।

ওগো ও পরম নিলাজ, পরম নিরাবরণ, হে চঞ্চল,
আমারে ধরিতে, টানিয়া চলেছ সৃষ্টিতে মোর অঞ্চল।
আমারে কাঁদাতে সকলের সাথে দেখাও মিলন-অভিনয়,
বাহিরে এনো না, কাঁদিব বক্ষে, রেখো এ মিনতি প্রেমময়।
যদি ভালো তুমি বাস অপরেরে, হে পর-পুরুষ সুন্দর,
আমি আছি, আমি রব চিরকাল জুড়িয়া তোমার অন্তর।
আমি যে তোমার শক্তি হে প্রিয়, প্রকাশ বহির্জগতে,
আমারে না পেয়ে দুঃখের রূপে কাঁদিছে স্বর্গে-মরতে।
কলঙ্ক দিয়া আমার ধর্মে কলঙ্কী নাম নিলে হে,
দুই হয়ে তব রটে অপযশ, একাকী তো বেশ ছিলে হে।
তব সুন্দর-ছায়া মায়া রচে, মায়াতীত হয়ে তাহাতে–
কেন আসক্ত হলে তুমি, তারে জড়ায়ে ধরিলে বাঁ হাতে?
রূপ নাই, তবু রূপের তৃষ্ণা কেন তব বুকে জাগে,
এত রূপ রসে ঝরিয়া পড়িছ বলো কার অনুরাগে?
খেলা-শেষে মহাপ্রলয়ের বেলা আমার দুয়ারে থামি
জানাবে পরম-পতি আমারে কি –
আমি, প্রিয়, সে যে আমি!

অভেদম্

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ!
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলই রচিছে মায়া!
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কীরূপে সতত রত অনন্ত কাজে।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল-সন্ধ্যা বেলা।
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে ‘পরম-আমি’রে শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে ‘আমি’ ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি – আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।

একাকী হইয়া একা-একা খেলি, চুপ করে বসে থাকি।
ভালো নাহি লাগে, কেন সাধ জাগে খেলুড়িরে কাছে ডাকি!
সৃষ্টির ঘুড়ি উড়াই শূন্যে, আনন্দে প্রাণ নাচে,
দেখি সে লাটাই লুটায়ে পড়েছে কখন পায়ের কাছে।
বীজ রূপে রই – নিজ রূপ কই? খুঁজিতে সহসা দেখি
সেই বীজ-আমি মহাতরু হয়ে ছড়ায়ে পড়েছি – এ কী!
শাখাপ্রশাখায় পল্লবে-ফুলে ফলে-মূলে কত রূপে
কখন আমারে বিকশিত করি খেলিতেছি চুপে চুপে!
কত সে বিহগ-বিহগী আসিয়া বেঁধেছে আমাতে নীড়,

ঊর্ধ্বে নিম্নে কত অনন্ত আলো আঁধারের ভিড়।
অনন্ত দিকে অনন্ত শাখা, অনন্ত রূপ ধরি
উদ্ভিদ জড় জীব হয়ে আমি ফিরিতেছি সঞ্চরি।

চির-আনমনা উদাসীন, তাই নিজ সৃষ্টিরই মাঝে
হেরি কত শত ছন্দপতন অপূর্ণতা বিরাজে।
চমকি উঠিয়া সংহার করি আপনার সেই ভুল,
সেই ভুল দিয়া নতুন করিয়া ফুটাই সৃষ্টি-ফুল।
মৃত্যু কেমন লাগে মোর কাছে, শোনো সে বাণী অভয়,
আঁখির পলক পড়িলে যেমন ক্ষণিক সৃষ্টি-লয়,
একটি পলক আঁধারে হেরিয়া আবার সৃষ্টি হেরি,
মৃত্যুর পরে জীবন আসিতে ততটুকু হয় দেরি!
মৃত্যুর ভয় ভীত যারা, হয় তাদেরই নরকভোগ,
অমৃতে সেই ডুবে আছে, যার নিত্য আত্ম-যোগ!
মোরই আনন্দ সৃষ্টি করিছে স্ত্রী ও পুত্র আদি,
কেবলই মিলন লাগে নাকো ভালো, বিরহ রচিয়া কাঁদি।

কেবল শান্তি শ্রান্তি আনিলে নিজে অশান্তি আনি,
ভুলিয়া স্বরূপ ঠুলি পরে টানি শত কর্মের ঘানি।
রুদ্রের রূপে সংহার করি, প্রেমময় রূপে কাঁদি,
যারে 'তুমি' বল, সেই 'আমি' খুঁজি নিজের অন্ত আদি।
সংসারে আসি সং সেজে আমি – শত প্রিয়জন লয়ে,
আপনারে ভোগ করিতে জন্মি বিপুল তৃষ্ণা হয়ে।
যত ভোগ করি তত আপনার তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়
অমৃত-মধু মদ হয়ে উঠে তৃষ্ণায় পিয়ালায়!
বন্ধু! কেমনে মিটিবে তৃষ্ণা পূর্ণেরে নাহি পেলে,
আমি যে নিজেই অপূর্ণরূপে এসেছি পূর্ণে ফেলে!
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার – এই তিন রূপই যাঁর লীলা,
সেই সাগরের আমি যে ঊর্মি, বিরহিণী ঊর্মিলা!

দুখ শোক ব্যাধি নিজে লই সাধি, – কখনও অত্যাচারী-
অসুর সাজিয়া কেড়ে খাই – পুন দেবতা সাজিয়া মারি!
বিদ্বেষ নাই, আসক্তিহীন শুধু সে খেলার ঝোঁকে
অসাম্য করি সৃজন – আবার সংহার করি ওকে।
খেলিতে খেলিতে সহসা চকিতে দেখি আপনারই কায়া
শ্রী ও সামঞ্জস্যবিহীন এ কী কুৎসিত ছায়া!
সেই কুৎসিত শ্রীহীন অসুরে তখনই বধিতে চাই,
মোর বিদ্রোহ সাম্য-সৃষ্টি – নাই সেথা ভেদ নাই।
নাই সেথা যশ তৃষ্ণার লোভ, নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়, নাই সেথা কোনো ভেদ,

নাই অহিংসা-হিংসা, সেখানে কেবল পরম সাম,
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই, ‘অভেদম্’ তার নাম।
অভয়-সুন্দর
কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণিতে –
হে পরম সুন্দরের পূজারি! হবে তাহা বিনাশিতে।
তব প্রোজ্জ্বল প্রাণের বহ্নিশিখায় দহিতে তারে
যৌবন ঐশ্বর্য-শক্তি লয়ে আসে বারে বারে।
যৌবনের এ ধর্ম বন্ধু, সংহার করি জরা
অজর অমর করিয়া রাখে এ প্রাচীনা বসুন্ধরা।
যৌবনের সে ধর্ম হারায়ে বিধর্মী তরুণেরা –
হেরিতেছি আজ ভারতে – রয়েছে জরার শকুনে ঘেরা।

যুগে যুগে জরাগ্রস্ত যযাতি তারই পুত্রের কাছে
আপন বিলাস ভোগের লাগিয়া যৌবন তার যাচে।
যৌবনে করি বাহন তাহার জরা চলে রাজপথে
হাসিছে বৃদ্ধ যুবক সাজিয়া যৌব-শক্তি-রথে।
জ্ঞান-বৃদ্ধের দন্তবিহীন বৈদান্তিক হাসি
দেখিছ তোমরা পরমানন্দে – আমি আঁখিজলে ভাসি
মহাশক্তির প্রসাদ পাইয়া চিনিলে না হায় তারে
শিবের স্কন্ধে শব চড়াইয়া ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে।

এই কি তরুণ? অরুণে ঢাকিবে বৃদ্ধের ছেঁড়া কাঁথা
এই তরুণের বুকে কি পরম-শক্তি-আসন পাতা?
ধূর্ত বুদ্ধিজীবীর কাছে কি শক্তি মানিবে হার?
ক্ষুদ্র রুধিবে ভোলানাথ শিব মহারুদ্রের দ্বার?
ঐরাবতেরে চালায় মাহুত শুধু বুদ্ধির ছলে –
হে তরুণ, তুমি জান কি হস্তী-মূর্খ কাহারে বলে?
অপরিমাণ শক্তি লইয়া ভাবিছ শক্তিহীন –
জরারে সেবিয়া লভিতেছ জরা, হইতেছ আয়ুক্ষীণ।

পেয়ে ভগবদ্-শক্তি যাহারা চিনিতে পারে না তারে
তাহাদের গতি চিরদিন ওই তমসার কারাগারে।
কোন লোভে, কোন মোহে তোমাদের এই নিম্নগ গতি?
চাকুরির মায়া হরিল কি তব এই ভগবদ্-জ্যোতি?
সংসারে আজও প্রবেশ করনি, তবু সংসার - মায়া
গ্রাস করিয়াছে তোমার শক্তি তোমার বিপুল কায়া।
শক্তি ভিক্ষা করিবে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা!
চেন কি – সূর্য-জ্যোতিরে লইয়া উনুন করেছে যারা?

চাকুরি করিয়া পিতামাতাদের সুখী করিতে কি চাহ?

তাই হইয়াছে নুড়ো-মুখ যত বুড়োর তলপিবাহ?
চাকর হইয়া বংশের তুমি করিবে মুখোজ্জ্বল?
অন্তরে পেয়ে অমৃত, অন্ধ, মাগিতেছ হলাহল!
হউক সে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট কি মন্ত্রী কমিশনার –
স্বর্ণের গলাবন্ধ পরুক – সারমেয় নাম তার!
দাস হইবার সাধনা যাহার নহে সে তরুণ নহে –
যৌবন শুধু খোলস তাহার – ভিতরে জরারে বহে।
নাকের বদলে নরুন-চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই –
আজাদ-মুক্ত-স্বাধীনচিত্ত যুবাদের গান গাই।
হোক সে পথের ভিখারি, সুবিধা-শিকারি নহে যে যুবা
তারই জয়গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা।
তাহারই চরণধূলিরে পরম প্রসাদ বলিয়া মানি
শক্তিসাধক তাহারেই আমি বন্দি যুক্ত-পাণি।
মহা-ভিক্ষু তাহাদেরই লাগি তপস্যা করি আজও
তাহাদেরই লাগি হাঁকি নিশিদিন – 'বাজো রে শিঙ্গা বাজো!'

সমাধির গিরিগহ্বরে বসি তাহাদেরই পথ চাহি –
তাহাদেরই আভাস পেলে মনে হয় পাইলাম বাদশাহি!
মোর সমাধির পাশে এলে কেউ, ঢেউ ওঠে মোর বুকে –
'মোর চির-চাওয়া বন্ধু এলে কি' বলে চাহি তার মুখে।
জ্যোতি আছে হায় গতি নাই হেরি তার মুখ পানে চেয়ে –
কবরে'সবর'করিয়া আমার দিন যায় গান গেয়ে!
কারে চাই আমি কী যে চাই হায় বুঝে না উহারা কেহ।
দেহ দিতে চায় দেশের লাগিয়া, মন টানে তার গেহ।

কোথা গৃহহারা, স্নেহহারা ওরে ছন্নছাড়ার দল –
যাদের কাঁদনে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে টলমল।
পিছনে চাওয়ার নাহি যার কেউ, নাই পিতামাতা জ্ঞাতি
তারা তো আসে না জ্বালাইতে মোর আঁধার কবরে বাতি!
আঁধারে থাকিয়া, বন্ধু, দিব্যদৃষ্টি গিয়াছে খুলে
আমি দেখিয়াছি তোমাদের বুকে ভয়ের যে ছায়া দুলে।
তোমরা ভাবিছ – আমি বাহিরিলে তোমরা ছুটিবে পিছে –
আপনাতে নাই বিশ্বাস যার – তাহার ভরসা মিছে!

আমি যদি মরি সমুখ-সমরে – তবু যারা টলিবে না –
যুঝিবে আত্মশক্তির বলে তারাই অমর সেনা।
সেই সেনাদল সৃষ্টি যেদিন হইবে – সেদিন ভোরে
মোমের প্রদীপ নহে গো – অরুণ সূর্য দেখিব গোরে!
প্রতীক্ষারত শান্ত অটল ধৈর্য লইয়া আমি
সেই যে পরম ক্ষণের লাগিয়া জেগে আছি দিবা-যামী।

ভয়কে যাহারা ভুলিয়াছে – সেই অভয় তরুণ দল
আসিবে যেদিন – হাঁকিব সেদিন – ‘সময় হয়েছে, চল!’

আমি গেলে যারা আমার পতাকা ধরিবে বিপুল বলে –
সেই সে অগ্রপথিকের দল এসো এসো পথতলে!
সেদিন মৌন সমাধিমগ্ন ইসরাফিলের বাঁশি
বাজিয়া উঠিবে – টুটিবে দেশের তমসা সর্বনাশী!

অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি

চরণারবিন্দে লহো অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি,
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির।
অশীতি-বার্ষিকী তব জনম-উৎসবে
আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম।
হে কবিসম্রাট, ওগো সৃষ্টির বিস্ময়,
হয়তো হইনি আজও করুণাবঞ্চিত!
সঞ্চিত যে আছে আজও স্মৃতির দেউলে
তব স্নেহ করুণা তোমার, মহাকবি!
ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতুসম
রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা,
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ! বক্ষে ধরি তুমি
ললাট চুমিয়া মোর দানিলে আশিস!
দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি!
হে সুন্দর, বহ্নিদগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে ‘বসন্তের’ পুষ্পিত মালিকা!
একা তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি,
তোমারই বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু!
আগুনের ফুলকি হল ফাগুনের ফুল,
অগ্নি-বীণা হল ব্রজকিশোরের বেণু।
শিব-শিরে শশিলেখা হল ধূমকেতু,
দাহ তার ঝরিলো গো অশ্রু-গঙ্গা হয়ে।

বিশ্ব-কাব্যলোকে কবি, তব মহাদান
কত যে বিপুল, কত যে অপরিমাণ
বিচার করিতে আমি যাব না তাহার,
মৃৎভাণ্ড মাপিবে কি সাগরের জল?
যতদিন রবে রবি, রবে সৌরলোক,
হে সুন্দর, ততদিন তব রশ্মিলেখা
দিব্যজ্যোতিঃ পুষ্প গ্রহ-তারকার মতো
অসীম গগনে রবে নিত্য সমুজ্জ্বল!

ছন্দায়িত হবে ছন্দে সৃষ্টি যতদিন,
ছন্দ-ভারতীর পায়ে বাণীর নূপুর
ঝংকারিবে যতদিন বৃষ্টিধারাসম
ততদিন মধুচ্ছন্দা করি, ছন্দ তব
লীলায়িত হবে মধুমতী-স্রোত সম।
বিহগের কণ্ঠে গীত রবে যতদিন,
যতদিন রবে সুর দখিনা পবনে,
হিল্লোলিত সিন্ধুজলে ঝরনা-তটিনীতে,
বহিবে বিরহী-বুকে রোদন-প্রবাহ –
ততদিন তব গান তব সুর কবি
মর্মরিবে মরমির মরমে মরমে!
মৌনা যদি কোনোদিন হয় বীণাপাণি
তব বীণা কবি কভু হবে না নীরব।
যেমন ছড়ান রশ্মি সূর্য-নারায়ণ
সেই রশ্মি রূপ নেয় শত শত রঙে
পল্লবে ও ফুলে ফলে জলে স্থলে ব্যোমে,
তেমনই দেখেছি আমি বিমুগ্ধ নয়নে
অপরূপ রাগ-রেখা তোমার লেখায়, –
মুরছিত হইয়াছে আবেশে এ তনু।

দেখেছি তোমারে যবে হইয়াছে মনে
তুমি চিরসুন্দরের পরম বিলাস!
মানুষ এ পৃথিবীতে অন্তরে বাহিরে
কত সে উদার কত নির্মল মধুর
কত প্রিয়-ঘন প্রেমরসসিক্ত তনু
কত সে সুন্দর হতে পারে সর্বরূপে
তাই প্রকাশের তরে পরম সুন্দর
বিগ্রহ তোমার গড়েছিল ওগো কবি!
যখনই কবিতা তব পড়িয়াছি আমি
তার আস্বাদনে যেন হয়ে গেছি লয়,
রস পান করে আমি হয়ে গেছি রস,
বলিতে পারি না তাই সে রস কেমন।
তোমারে দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি আমি
বক্ষে তব চির-রূপ-রসবিলাসীরে!
হারায়ে ফেলেছি সেথা সত্তা আপনার
কাঁদিয়াছি রূপমুগ্ধা রাধিকার মতো।
হে কবি, আজিও শুনি সে চির-কিশোর
তোমার বেণুতে গাহে যৌবনের গান।
সেথা তুমি কবি নও, ঋষি নহ তুমি,
সেথা তুমি মোর প্রিয় পরম সুন্দর!

শুনি আজও কত শত পাথরের ঢেলা
তোমারে নিষ্ঠুর বলে, বলে – প্রেম নাই।
মেঘের হুংকার শুধু শুনিল তাহারা,
দেখিল না রসধারা, দেখিল বিদ্যুৎ!
এ বিশ্বে অনন্ত রস ঝরে অনুক্ষণ
কত জন পাইয়াছে সে রসের স্বাদ?
সেই রসে তরুলতা হয় ফুলময়,
পাথরের নুড়ি বলে, পৃথিবী নীরস।
হে প্রেম-সুন্দর মম, আমি নাহি জানি
কে কত পেয়েছে তব প্রেম-রসধারা।
আমি জানি, তব প্রেম আমার আগুন
নিভায়ে, দিয়াছে সেথা কান্তি অপরূপ।
মনে পড়ে? বলেছিলে হেসে একদিন,
‘তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি!
যে জ্যোতি করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হলে পুচ্ছ-কেতু?’
হাসিয়া কহিলে পরে, ‘এই যশ-খ্যাতি
মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন।
এ মজা না পেলে মন ম্যাজম্যাজ করে
মধুর ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান?’

যে বহ্নিতরঙ্গ উঠেছিল মোর মাঝে
তোমার পরশে তাহা হল চন্দ্র-জ্যোতি।
মনে হল তুমি সেই নওলকিশোর
ঐশ্বর্য কাড়িয়া যিনি দেন শুধু রস।
যাঁহার বেণুর সুরে আঁখির পলকে
প্রেমে বিগলিত হয় স্বর্ণ-বৃন্দাবন!

হে রসশেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর নব জন্মকথা!
আনন্দসুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নিগিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা!
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি!
দ্রষ্টা তুমি দেখিতেছ আমাতে যে জ্যোতি
সে জ্যোতি হয়েছে লীন কৃষ্ণঘনরূপে!
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্বাদে!

আজ আমি ভুলে গেছি আমি ছিনু কবি,
ফুটেছি কমল হয়ে তব করে রবি!
প্রস্ফুটিত সে কমল তব জন্মদিনে
সমর্পিনু শ্রীচরণে, লহো কৃপা করি
জানি না জীবনে মোর এই শুভদিন
আবার আসিবে ফিরে কবে কোন লোকে!
আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না
তার আগে ঝরে যেন যাই শতদল!
কিশোর রবি
হে চিরকিশোর কবি রবীন্দ্র, কোন রসলোক হতে
আনন্দ-বেণু হাতে লয়ে এলে খেলিতে ধূলির পথে?
কোন সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি করে
বিলাইয়া দিলে রস-তৃষাতুরা পৃথিবীর ঘরে ঘরে।
কত যে কথায় কাহিনিতে গানে সুরে কবিতায় তব
সেই আনন্দ-গোলোকের ধেনু রূপ নিল অভিনব।
ভুলাইলে জরা, ভুলালে মৃত্যু, অসুন্দরের ভয়
শিখালে পরম সুন্দর চিরকিশোর সে প্রেমময়।
নিত্য কিশোর আত্মার তুমি অন্ধ বিবর হতে
হে অভয়দাতা টানিয়া আনিলে দিব্য আলোর পথে।

তোমার এ রস পান করিবার অধিকার পেল যারা
তারাই কিশোর, তোমাতে দেখেছে নিত্য কিশোরে তারা
ওগো ও পরম কিশোরের সখা, জানি তুমি দিতে পার
নিত্য অভয়, অনন্ত শ্রী, দিব্য শক্তি আরও।
কোথা সে কৃপণ বিধাতার মধু-রসভাণ্ডার আছে
তুমি জান তাহা, তাহার গোপন চাবি আছে তব কাছে।
ওগো ও পরম শক্তিমানের জ্যোতির্দীপ্ত রবি
সেই বিধাতার ভাণ্ডার লুটে দিয়ে যাও হেথা সবই।
যারা জড়, যারা নুড়ির মতন নিত্য রসপ্রবাহে
ডুবিয়া থেকেও পাইল না রস, তারা তব কৃপা চাহে।
এই ক্ষুধাতুর, উপবাসী চির-নিপীড়িত জনগণে
ক্লৈব্য-ভীতির গুহা হতে আনো আনন্দ-নন্দনে।
ঊর্ধ্বের যারা তাহারা পাইল তোমার পরম দান
নিম্নের যারা, তাদের এবার করো গো পরিত্রাণ।
মরে আছে যারা তারা আজ তব অমৃত নাহি পায়
তোমার রুদ্র আঘাতে এদের ঘুম যেন টুটে যায়।
শুধু বেণু আর বীণা লয়ে তুমি আস নাই ধরা পরে
দেখেছি শঙ্খ চক্র বিষাণ বজ্র তোমার করে।

ওগো ও পরম রুদ্র কিশোর! তোমার যাবার আগে
নির্জিত নিদ্রিত এ ভারত যেন গো বহ্নিরাগে
রঞ্জিত হয়ে ওঠে! অসুরের ভীতি যেন চলে যায়।
ওগো সংহার-সুন্দর, পরো প্রলয়-নূপুর পায়!
তোমার যে মহাশক্তি কেবল জ্ঞান-বিলাসীর ঘরে
অনন্ত রূপে রসে আনন্দে নিত্য পড়িছে ঝরে,
গৃহহীন অগণন ভিক্ষুক ক্ষুধাতুর তব দ্বারে
ভিক্ষা চাহিছে, দয়া করো দয়া করো বলি বারে বারে।
বিলাসীর তরে দিয়াছ অনেক, হে কিশোর-সুন্দর,
এবার পঙ্গু-অঙ্গে পরশ করুক তোমার কর।
জানি জানি তব দক্ষিণ করে অনন্ত শ্রী আছে,
দক্ষিণা দাও বলে তাই ওরা এসেছে তোমার কাছে।

হে রবি, তোমারে নারায়ণরূপে এ ভারত পূজা করে,
যাইবার আগে, জাগাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।
দৈত্য-মুক্ত ব্রজের রাখাল কিশোরেরা ভয়হীন,
খেলুক সর্ব-অভাবমুক্ত হয়ে ব্রজে নিশিদিন।
হউক শান্তিনিকেতন এই অশান্তিময় ধরা,
চিরতরে দূর হোক তব বরে নিরাশা-ক্লৈব্য-জরা।
কেন জাগাইলি তোরা
কেন ডাক দিলি আমারে অকালে কেন জাগাইলি তোরা?
এখনও অরুণ হয়নি উদয়, তিমিররাত্রি ঘোরা!
　　　কেন জাগাইলি তোরা?
যে আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া পড়েছিনু ঘুমাইয়া
বনস্পতি হইয়া সে বীজ পড়েনি কি ছড়াইয়া–
দিগদিগন্তে প্রসারিয়া শাখা? বাঁধেনি সেথায় নীড়,
প্রাণ-চঞ্চল বিহগের দল করেনি সেথায় ভিড়?
যেখানে ছিল রে যত বন্ধন যত বাধা ভয় ভীতি
সেখানে তোদেরে লইয়া যে আমি আঘাত হেনেছি নিতি।
ভাঙিতে পারিনি, খুলিতে পারিনি দুয়ার, তবুও জানি–
সেই জড়ত্ব-ভরা কারাগারে ভীষণ আঘাত হানি–
ভিত্তি তাহার টলায়ে দিয়েছি, – আশা ছিল মোর মনে
অনাগত তোরা ভাঙিবি তাহারে সে কোন শুভক্ষণে॥

মহা সমাধির দিকহারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু
আমারে খুঁজিতে সহসা সে কোন শক্তিরে পরশিনু –
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ –
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাঁদ –
তারই মাঝে কেন ঢাক-ঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে
ভাঙাইলি ঘুম? চাঁদ যে এখনও ওঠেনি নীল আকাশে।

ওরে তোরা থাম! শক্তি কাহারও নহে রে ইচ্ছাধীন –
রাত না পোহাতে চিৎকার করি আনিবি কি তোরা দিন?
এতদিন মার খেয়েছিস তোরা – তবুও আছিস বেঁচে,
মারের যাতনা ভুলিবি কি তায় ঢাক-ঢোল নিয়ে নেচে?

সূর্য-উদয় দেখেছিস কেউ – শান্ত প্রভাত বেলা?
উদার নীরব উদয় তাহার – নাই মাতামাতি খেলা;
তত শান্ত সে – যত সে তাহার বিপুল অভ্যুদয়,
তত সে পরম মৌনী যত সে পেয়েছে পরম অভয়!
দিকহারা ওই আকাশের পানে দেখ দেখ তোরা চেয়ে,
কেমন শান্ত ধ্রুব হয়ে আছে কোটি গ্রহ তারা পেয়ে।
ওই আকাশের প্রসাদে যে তোরা পাস বৃষ্টির জল
ওই আকাশেই ওঠে ধ্রুবতারা ভাস্কর নির্মল।
ওই আকাশেই ঝড় ওঠে – তবু শান্ত সে চিরদিন–
ওই আকাশের বুক চিরে আসে – বজ্র কুণ্ঠাহীন!
ওই আকাশেইতকবিরওঠে – মহা আজানের ধ্বনি
ওই আকাশের পারে বাজে চির অভয়ের খঞ্জনি।
জানি ওরে মোর প্রিয়তম সখা বন্ধু তরুণ দল
তোদেরই ডাকে যে আসন আমার টলিতেছে টলমল!
তোদেরই ডাকে যে নামিছে পরম শক্তি, পরম জ্যোতি,
পরমামৃতে পূর্ণ হইবে মহাশূন্যের ক্ষতি।
‘মাহে রমজান’এসেছে যখন, আসিবে‘শবে কদর’,
নামিবে তাঁহাররহমতএই ধূলির ধরার পর।
এই উপবাসী আত্মা – এই যে উপবাসী জনগণ,
চিরকাল রোজা রাখিবে না – আসে শুভ‘এফতার’ক্ষণ!

আমি দেখিয়াছি – আসিছে তোদের উৎসব-ঈদ-চাঁদ, –
ওরে উপবাসী ডাক তাঁরে ডাক, তাঁর নাম লয়ে কাঁদ।
আমি নয় ওরে আমি নয় – ‘তিনি’ যদি চান ওরে তবে
সূর্য উঠিবে, আমার সহিত সবার প্রভাত হবে।
দুর্বার যৌবন
ওরে অশান্ত দুর্বার যৌবন!
পরাল কে তোরে জ্ঞানের মুখোশ সংযম-আবরণ?
ভিতরের ভীতি ঢাকিতে রে যত নীতি-বিলাসীরা ছলে
উদ্ধত যৌবন-শক্তিরে সংযত হতে বলে।
ভাবে, ভাঙনের গদা লয়ে যদি যৌবন মাতে রণে,
গুড়ুক টানিতে পারিবে না বসে সোনার সিংহাসনে!
ওরে দুরন্ত! উড়ন্ত তোর পাখা কে বাঁধিল বল?
দীপ্ত জ্যোতির্শিখায় ঢাকিল শীর্ণ জরাঞ্চল?
ওরে নির্ভীক! ভিখ-মাগা যত পঙ্গুর দলে ভিড়ে –

আঁধার নিঙাড়ি আলো আনিত যে – সে রহিল বাঁধা নীড়ে!
যাহাদের মেরুদণ্ডে লেগেছে মেরুর হিমেল হাওয়া,
যাহাদের প্রাণ শক্তিবিহীন কঠিন তুহিনে ছাওয়া
তাদের হুকুমে প্রাণের বিপুল বন্যা রাখিলি রুখে?
মরুর সিংহ মার খায় সার্কাসি পিঞ্জরে ঢুকে।

সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংহারে করে ভয়,
যুগে যুগে সংহারের আঘাতে তাদের হয়েছে লয়।
কাঠ না পুড়ায়ে আগুন জ্বালাবে বলে কোন অজ্ঞান?
বনস্পতির ছায়া পাবে বীজ নাহি দিলে তার প্রাণ!
তলোয়ার রেখে খাপে এরা, ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে
রণজয়ী হবে দম্ভবিহীন বৈদান্তিকী ছলে!
প্রাণ-প্রবাহের প্রবল-বন্যা বেগে খরস্রোতা নদী
ভেঙেছে দু-কূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি।
জলধির মহা-তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদীস্রোতে,
সে কি দেখে, তার স্রোতে কি ডুবিল, কে মরিল তার পথে?
মানে না বারণ, ভরা যৌবন-শক্তিপ্রবাহ ধায়
আনন্দ তার মরণ-ছন্দে কূলে কূলে উথলায়।
জানে না সে ঘর আত্মীয় পর, চলাই ধর্ম তার
দেখে না তাহার প্রাণতরঙ্গে ডুবিল তরণি কার।
বণিকের দুটো জাহাজ ডুবিবে, তা বলে সিন্ধু-ঢেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে – শুনিয়াছ কভু কেউ।
ঐরাবত কি চলিবে না, পথে পিপীলিকা মরে বলে?
ঘর পোড়ে বলে প্রবল বহ্নিশিখা উঠিবে না জ্বলে?
অঙ্ক কষে না, হিসাব করে না, বেহিসাবি যৌবন,
ভাঙা চাল দেখে নামিবে না কি রে শ্রাবণের বর্ষণ?
যৌবন কেনা-বেচা হবে কি রে বানিয়ার নিক্তিতে?
মুক্ত-আত্মা আজাদে ভোলাবে প্যাক্টের চুক্তিতে?
তরুভেঙে পড়ে তাই বলে ঝড় আসবে না বৈশাখী!
ভীরু মেষ-শিশু ভয় পায় বলে রবে না ঈগল পাখি?

জ্ঞান ও শান্তি সংযম – বহু ঊর্ধ্বের কথা দাদা,
কহে নির্মল শান্তির কথা যার সারা গায়ে কাদা!
যে মহাশান্তি উদার-মুক্ত আকাশের তলে রহে,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মত্ত জীবেরা আজ তারই কথা কহে।
অনন্ত দিক আকাশ যাহার সীমা খুঁজে নাহি পায়
এমন মুক্ত মানব দেখিলে শান্ত কহিয়ো তায়;
ওঠে তরঙ্গ অতি প্রবল যে বিরাট সাগরজলে
সেই উদ্‌বেল শক্তিরে তার অসংযমী কে বলে?
ডোবায় খানায় কূপে ঢেউ নাই, শান্ত তারাই বুঝি?

সংযমী বলেপ্রতারক মোরা শুধু জড়তারে পূজি।

জাগো দুর্মদ যৌবন! এসো, তুফান যেমন আসে,
সুমুখে যা পাবে দলে চলে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।
বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণখোলা হাসি,
স্বাধীনতা পরে হবে – আগে গাও ‘তাজা ব-তাজা’র বাঁশি।
বসিয়াছে যৌবন-রাজপাটে শ্রীহীন অকাল জরা,
মৃত্যুর বহু পূর্বে এ-জাতি হয়ে আছে যেন মরা!
খোলো অর্গল পাষাণের, খুশি বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড়ো অকারণে, ওঠো দূর গিরিচূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে!
ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বদ্ধ সংস্কার
মরিচা ধরিয়া পড়ে আছ সব আলিরজুলফিকার!
জাগো উন্মদ আনন্দে দুর্মদ তরুণেরা সবে,
নাই-বা স্বাধীন হল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে।
আর কতদিন?
আমার দিলের নিদ-মহলায় আর কতদিন, সাকি,
শারাব পিয়ায়ে, জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম আসিবে নাকি?
অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দা-পানে,
গ্রহতারা মোরসেহেলিরানিশি জাগে তার সন্ধানে।
চাঁদেরচেরাগক্ষয় হয়ে এল ভোরের দর-দালানে,
পাতার জাফরি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলিস্তানে।
রবাবের সুরে অভাব তাহার বৃথাই ভুলিতে চাই,
মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে‘আশনাই’।
শিরাজি পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগেআন্দেশা।

আমি ছিনু পথ - ভিখারিনি, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফিরখানা ভুলায়ে আনিলে কোন এই মঞ্জিলে?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপতসবির,
‘তসবি’তেজপি যত তাঁর নাম তত ঝরে আঁখি-নীর!
‘তশবিহি’রূপ এই যদি তাঁর, ‘তনজিহি’কীবা হয়,
নামে যাঁর এত মধু ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময়।
কোটি তারকার কীলক-রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে
মনে হয় তার স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে উঠে কুতুহলে।
ঘুম-নাহি-আসা নিঝঝুম নিশি-পবনের নিশ্বাসে
ফিরদৌস-আলা হতে যেন লাল ফুলের সুরভি আসে।

চামেলি জুঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে।

শিস দেয় দধিয়াল বুলবুলি, চমকিয়া উঠি আমি,
ইঙ্গিতে বুঝি কামিনী-কুঞ্জে ডাকিলেন মোর স্বামী।
নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রুজলে,
তসবির তাঁর জড়াইয়া ধরি বক্ষের অঞ্চলে!
সাকি গো! শারাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন,
'আল-ওদুদের'পিয়ালারদৌরচলুক বিরাম-হীন।
গেল জাতি কুল শরম ভরম যদি এসে এই পথে
চালাও শিরাজি, যেন নাহি জাগি আর এবে-খুদীহতে
দূর গিরি হতে কে ডাকে, ওকি মোরকোহ-ই-তুর-ধারী?
আমারই মতো কি ওরই ডাকে মুসা হল মরু-পথচারী?
উহারই পরম রূপ দেখে ইশা হল না কি সংসারী?
মদিনা-মোহন আহমদ ওরই লাগি কি চির-ভিখারি?
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হল যাহার কাবা দেউলে,
কত রূপবতী যুবতি যাহার লাগি কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকি, মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরেরকওসরবলে আমারে জহর দিলি?
জান সাকি, কাল মাটির পৃথিবী এসেছিল মোর কাছে,
আমি শুধালাম, মোর প্রিয়তম, সে কি পৃথিবীতে আছে?
'খাক'বলিল, না, জানি না তো আমি,'আব'বুঝি তাহা জানে
জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বঁধু কোনখানে?
আমার বুকের তসবির দেখে জল করে টলমল,
জল বলে, আমি এরই লাগি কাঁদি গলিয়া হয়েছি জল।
আগুন হয়তো তেজ দিয়া এরে বক্ষে রেখেছে ঘিরে,
সূর্যের ঘরে প্রবেশিনু আমি তেজ-আবরণ ছিঁড়ে।
হেরিনু সূর্য সাত-ঘোড়া নিয়ে সাত আশমানে ছুটে,
সহসা বঁধুর তসবির হেরে আমার বক্ষ-পুটে।
বলিল, কোথায় দেখেছ ইহারে, হইয়াছে পরিচয়?
ইহারই প্রেমের আগুনে জ্বলিয়া তনু হল মোর ক্ষয়।
যুগযুগান্ত গেল কত তবু মিটিল না এই জ্বালা।
ইহারই প্রেমের জ্বালা মোর বুকে জ্বলে হয়ে তেজোমালা।

যেতে যেতে পথে দেখিনু বাতাস দীরঘ নিশাস ফেলি
খুঁজিতেছে কারে আকাশ জুড়িয়া নীল অঞ্চল মেলি।
মোর বুকে দেখে তসবির এল ছুটিয়া ঝড়ের বেগে,
বলে – অনন্ত কাল ছুটে ফিরি দিকে দিকে এরই লেগে।
খুঁজিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে পাইনি ইহার দিশা,
তুমি কোথা পেলে আমার প্রিয়ের এই তসবির-শিশা?

হাসিয়া উঠিনু ব্যোম-পথে, সেথা কেবল শব্দ ওঠে
অলখ-বাণীর পারাবারে যেন শত শতদল ফোটে।
আমি কহিলাম, দেখেছ ইহারে হে অলক্ষ্য বাণী?
বাণীর সাগর কত অনন্ত হল যেন কানাকানি!
‘নাহি জানি নাহি জানি’ বলে ওঠে অনন্ত ক্রন্দন,
বলে, হে বন্ধু, জানিলে টুটিত বাণীর এ বন্ধন।–
জ্যোতির মোতির মালা গলে দিয়া সহসা স্বর্ণরথে
কে যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলাল অলখ-পথে।

‘ও কি জৈতুনিরওগন, ওরই পারে জলপাই-বনে
আমার পরম-একাকী বন্ধু খেলে কি গো নিরজনে?’
শুধানু তাহারে ; নিষ্ঠুর মোর দিল নাকো উত্তর?
জাগিয়া দেখিনু, অঙ্গ আবেশে কাঁপিতেছে থরথর!...

জোহরা-সেতারাউঠেছে কি পুবে? জেগে উঠেছে কি পাখি?
সুরার সুরাহি ভেঙে ফেলো সাকি, আর নিশি নাই বাকি।
আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুরবোররাক
ওই শোনো পুব-তোরণে তাহার রঙিন নীরব ডাক!
ওঠ রে চাষি

চাষি রে! তোর মুখে হাসি কই?
তোর
গো-রাখা রাখালের হাতে বাঁশের বাঁশি কই?
তোর
খালের ঘাটে পাট পচে ভাই পাহাড়-প্রমাণ হয়ে,
তোর
মাঠের ধানে সোনা রং-এর বান যেন যায় বয়ে,

সে পাট ওঠে কোন লাটে?

সে ধান ওঠে কোন হাটে?

উঠানে তোর শূন্য মরাই মরার মতন পড়ে–

স্বামীহারা কন্যা যেন কাঁদছে বাপের ঘরে।
তোর
গাঁয়ের মাঠে রবি-ফসলছবির মতন লাগে,
তোর
ছাওয়াল কেন খাওয়ার বেলা নুন লঙ্কা মাগে?
তোর

তরকারিতেও সরকারি কোন ট্যাক্স বুঝি বসে!
তোর
ইক্ষু এত মিষ্টি কি হয় চক্ষুজলের রসে?
তোর
গাইগুলোকে নিঙড়ে কারা দুধ খেয়েছে ভাই?
তোর
দুধের ভাঁড়ে ভাতের মাড়ের ফেন – হায়, তাও নাই!

তোর
ছোটো খোকার জুড়িয়েছে জ্বর ঘুমিয়ে গোরস্তানে,
সে
দিদির আঁচল ধরে বুঝি গোরের পানে টানে।

বিকার-ঘোরে দিদি তাহার ডাকছে ছোটো ভায়ে,

দুধের বদল ঝিনুক দিয়ে আমানি দেয় মায়ে।

কবর দিয়েসবরকরে লাঙল নিয়ে কাঁধে,

মাঠের কাদাপথে যেতে আব্বা তাহার কাঁদে।

চারদিকে তার মাঠ-ভরা ধান আকাশ-ভরা খুশি,

লাল হয়েছে দিগন্ত আজ চাষার রক্ত শুষি!

মাঠে মাঠে ধান থই থই, পণ্যে ভরা হাট,

ঘাটে ঘাটে নৌকা-বোঝাই তারই মাঠের পাট।

কে খায় এই মাঠের ফসল, কোন সে পঙ্গপাল?

আনন্দের এই হাটে কেন তাহার হাড়ির হাল?

কেন তাহার ঘরের খোকা গোরের বুকে যায়?

গোঠে গোঠে চরে ধেনু, দুধ নাহি সে পায়!

ওরে চাষা! বাঁচার আশা গেছে অনেক আগে

গোরের পাশের ঘরে কাঁদা আজও ভালো লাগে?

জাগে না কি শুকনো হাড়ে বজ্র-জ্বালা তোর?

চোখ বুজে তুই দেখবি রে আর, করবে চুরি চোর?

বাঁশের লাঠি পাঁচনি তোর, তাও কি হাতে নাই?

না থাক তোর দেহে রক্ত, হাড় কটা তোর চাই।
তোর
হাঁড়ির ভাতে দিনে রাতে যে দস্যু দেয় হাত,
তোর
রক্ত শুষে হল বণিক, হল ধনীর জাত

তাদের হাড়ে ঘুণ ধরাবে তোদেরই এই হাড়
তোর
পাঁজরার ওই হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার।

তোরই মাঠে পানি দিতে আল্লাজি দেন মেঘ,

তোরই গাছে ফুল ফোটাতে দেন বাতাসের বেগ,

তোরই ফসল ফলাতে ভাই চন্দ্র সূর্য উঠে,

আল্লার সেই দান আজি কি দানব খাবে লুটে?

তেমনি আকাশ ফর্সা আছে, ভরসা শুধু নাই,

তেমনি খোদাররহমঝরে, আমরা নাহি পাই।

হাত তুলে তুই চা দেখি ভাই, অমনি পাবি বল,

তোর ধানে তোর ভরবে খামার নড়বে খোদার কল!
মোবারকবাদ
মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এসো গুল-মজলিশে
ঝরিবার আগে হেসে চলে যাব – তোমাদের সাথে মিশে।
মোরা কীটে-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত–
সাজাইতে ওই মাটির দুনিয়া ফিরদৌসের মতো।
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিয়ো, বেহেশ্‌ত এনো দুনিয়ার মহফিলে।

মুসলিম হয়ে আল্লারে মোরা করিনিকো বিশ্বাস,
ইমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানি নিশ্বাস!
ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনও বৃহতের অনুরাগ!

শহিদি-দর্জাচাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামি, জাবর কেটেছি গোলামখানায় বসি।
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা করো ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁয়া জীবনে না লাগে।
গোলামের চেয়ে শহিদি-দর্জা অনেক ঊর্ধ্বে জেনো;
চাপরাশির ওই তকমার চেয়ে তলোয়ারে বড়ো মেনো!
আল্লার কাছে কখনও চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিয়ো না নিচু!
এক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও বান্দা হবে না, বলো,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল!
আল্লারে বলো, 'দুনিয়ায় যারা বড়ো, তার মতো করো,
কাহাকেও হাত ধরিতে দিয়ো না, তুমি শুধু হাত ধরো।'
এক আল্লারে ছাড়া পৃথিবীতে কোরো না কারেও ভয়
দেখিবে – অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ংকর সে নয়!
আল্লারে ভালোবাসিলে তিনিও ভালোবাসিবেন, দেখো!
দেখিবে সবাই তোমারে চাহিছে আল্লারে ধরে থেকো!

খোদার বাগিচা এই দুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল,
একমাত্র সে আল্লাহ্ এই বাগিচার বুলবুল!
গোলামের ফুলদানিতে যদি এ মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লার কৃপা-বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয়!
যে ছেলেমেয়ে এই দুনিয়ায় আজাদমুক্ত রহে,
তাহাদেরই শুধু এক আল্লার বান্দা ও বাঁদি কহে!
তারাই আনিবে জগতে আবার নতুন ঈদের চাঁদ,
তারাই ঘুচাবে দুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব ও অবসাদ!
শুধু আরশের আতরদানিতে যাহাদের হয় ঠাঁই,
তোমাদের এই মহফিলে আমি সেই মুকুলেরে চাই!

সেই মুকুলেরা এসো মহফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বাংলায় তোমরা আনিয়ো মুক্তিরআরফাত।
কৃষকের ঈদ
বেলাল! বেলাল!হেলালউঠেছে পশ্চিমে আশমানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন মরুর গোরস্তানে!
হেরোঈদ্‌গাহেচলিছে কৃষক যেন প্রেত-কঙ্কাল
কশাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গোরুর পাল?

রোজাএফতারকরেছে কৃষক অশ্রু-সলিলে হায়,
বেলাল! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায়!
থালা ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে হেরো চলিয়াছে ঈদ্‌গাহে,
তির-খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির, লুটাতে খোদার রাহে।

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড়?
আশমান-জোড়া কাল কাফনের আবরণ যেন টুটে
এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে, মৃত শিশুর অধর-পুটে।
কৃষকের ঈদ! ঈদ্‌গাহে চলেজানাজাপড়িতে তার,
যততকবিরশোনে, বুকে তার তত উঠে হাহাকার!
মরিয়াছে খোকা, কন্যা মরিছে, মৃত্যু-বন্যা আসে
এজিদের সেনা ঘুরিছে মক্কা-মসজিদে আশেপাশে।
কোথায় ইমাম? কোন সেখোৎবাপড়িবে আজিকে ঈদে?
চারিদিকে তব মুর্দার লাশ, তারই মাঝে চোখে বিঁধে
জরির পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা,
এই ঈদ্‌গাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা?
নিঙাড়ি কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখনও দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বলো বুকে।
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখি! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি?
ফল বহিয়াছ, পাওনিকো রস, হায় রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝরনায় ডুবে রস পায় নাকো নুড়ি!

আল্লা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্বশক্তিমান?
শক্তি পেল না জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান!
ইমান! ইমান! বলো রাতদিন, ইমান কি এত সোজা?
ইমানদারহইয়া কি কেহ বহে শয়তানি বোঝা?
শোনো মিথ্যুক! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ইমান,
শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আশমান!
আল্লার নাম লইয়াছ শুধু, বোঝোনিকো আল্লারে।
নিজ যে অন্ধ সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে?
নিজে যে স্বাধীন হইল না সে স্বাধীনতা দেবে কাকে?
মধু দেবে সে কি মানুষ, যাহার মধু নাই মৌচাকে?

কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে-জমজম শক্তি-উৎস বাহিরায় অনিবার?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তিহীন

হয়েছে ইমাম, তাহারই খোৎবা শুনিতেছি নিশিদিন!
দীন কাঙালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাকিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুন ঈদ?
ছিনিয়া আনিবে আশমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনও হবে না বাসি!
সমাধির মাঝে গণিতেছি দিন, আসিবেন তিনি কবে?
রোজা এফতার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে।

শিখা

যৌবনের রাগ-রক্ত লেলিহান শিখা
জ্বলিয়া উঠিবে কবে ভারতে আবার
জড়তার ধূমপুঞ্জ বিদারণ করি
উদ্ভাসিয়া তমসার তিমির-শর্বরী?
কোথা সে অনাগত সাগ্নিক পুরোধা
নির্বাপিত-প্রায় এই যজ্ঞ হোমানলে
উচ্চারিয়া বেদমন্ত্র দানিবে আহুতি,
নব নব প্রাণের সমিধ কে জোগাবে সেথা?

  হায় রে ভারত, হায় যৌবন তাহার
  দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার!
  জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদ্গাব
  দেখায়ে গলিত-মাংস চাকুরির মোহ
  যৌবনের টিকা-পরা তরুণের দলে
  আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে।
  যৌবনে বাহন করি পঙ্গু জরা আজি
  হইয়াছে ভারতে জনগণপতি!

যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি
বাঁধিয়া দিয়াছে হায়! – রাজনীতি ইহা!
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু-হাতে
নয়ন ঢাকিয়া! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না?

  যৌবনের আবরণে ভারতে কি তবে
  ফিরিতেছে দলে দলে বৃদ্ধ-প্রাণ জরা?
  নহিলে এ সিন্ধবাদ কেমন করিয়া
  ফিরিতেছে যৌবনের স্কন্ধে চড়ি আজও?

অতীতের অর্থ ভূত, সেই অদ-ভুত
অতীত কি বর্তমানে এখনও শাসিবে?

এই ভূতগ্রস্ত জাতি জানি না কেমনে
স্বাধীন হইবে কভু, পাইবে স্বরাজ!
রে তরুণ, তোমারে হেরিয়া আমি কাঁদি!
অসম্ভবের পথে অভিযান যার
সুদূর ভবিষ্যতে দুর্মদ দুর্বার
সে আজি অতীতে পানে মেলিয়া নয়ন
কেবলই পিছনে চলে, নেতার আদেশে।
তলোয়ার হইয়াছে লাঙলের ফলা!

তোমাদেরই মাঝে আছে নেতা তোমাদের,
তোমাদেরই বুকে জাগে নিত্য ভগবান,
ভয়হীন, দ্বিধাহীন, মৃত্যুহীন তিনি!
তোমারে আধার করি সেই মহাশক্তি
প্রকাশিতে চান নিত্য, চাহো আঁখি খুলি
আপনার মাঝে দেখো আপন স্বরূপ!

অতীতের দাসত্ব ভোলো! বৃদ্ধ সাবধানী
হইতে পারে না কভু তোমাদের নেতা।
তোমাদেরই মাঝে আছে বীর সব্যসাচী
আমি শুনিয়াছি বন্ধু সেই ঐশীবাণী
ঊর্ধ্ব হতে রুদ্র মোর নিত্য কহে হাঁকি,
শোনাতে এ কথা, এই তাঁহার আদেশ।

তোমাদের প্রাণের এ অনির্বাণ-শিখা
যৌবনের হোমকুণ্ড-পাশে বৃদ্ধ বসি,
আগুন পোহাবে, বন্ধু, এ দৃশ্য দেখিতে
যেন নাহি বাঁচি আর। সমাধি হইতে
আর যেন নাহি উঠি প্রলয়ের আগে!
আজাদ
কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ্ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে‘আরিফ’ , কোথা সেইমাম, কোথা সে শক্তিধর?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভুবন থরথর!
কে পিয়েছে সেতৌহিদ-সুধা পরমামৃত হায়?
যাহারে হেরিয়া পরান পরম শান্তিতে ডুবে যায়।
আছে সে কোরান-মজিদ আজিও পরম শক্তিভরা,
ওরে দুর্ভাগা, এক কণা তার পেয়েছিস কেউ তোরা?
সেই যে নামাজ রোজা আছে আজও, আজও সে কলমা আছে,
আজও উথলায় আব-জমজম কাবা শরিফের কাছে।
নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কলমা পড়িয়া সবে

কেন হতেছিস দলে দলে তোরাকতলগাহেতেজবেহ?
সব আছে, তবু শবের মতন ভাগাড়ে পড়িয়া কেন?
ভেবেছ কি কেউকৌমেরপির, নেতা; কেন হয় হেন?
আজিও তেমনই জামায়েত হয় ঈদ্গাহে মসজিদে,
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢুলে আসে নিদে!
যেন দলে দলে কলের পুতুল, শক্তি শৌর্যহীন,
নাহিকো ইমাম, বলিতে হইবে – ইহারা মুসলেমিন!
পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এ জাতি? কোন সে ভয়ে
তিলে তিলে মরে, মানুষের মতো মরিতে পারে না তবু?
আল্লাহ্ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু!
খুঁজিয়া দেখিনু, মুসলিম নাই, কেবল কাফেরে ভরা,-
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতিজরা।
অজ্ঞান-অন্ধকার যাহারে রেখেছে আবৃত করি,
নিত্য সূর্য জ্বলে, তবু যার পোহাল না বিভাবরী!
আল্লাহ্ আর তাহার মাঝারে কোনো আবরণ নাই,
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই – দেখেছ তাহারে ভাই?
আল্লার সাথে নিত্য-যুক্ত পরম শক্তিধর,
এই মুসলিম-কবরস্তানে পেয়েছ তার খবর?
চায় নাকো যশ, চায় নাকো মান, নিত্য নিরভিমান,
নিরহংকার আসক্তিহীন – সত্য যাহার প্রাণ;
জমায় না যে বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন,
আশমান যার ছত্র ধরেছে, পাদুকা যার জমিন;
দিনে আর রাতে চেরাগ যাহার চন্দ্র সূর্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম – প্রেমের অশ্রুধারা?
যার পানে চায় – সেই যেন পায় তখনই অমৃত বারি,
যাহারে ডাকে – সে অমনি তাহার সাথে চলে সব ছাড়ি?
অনন্ত জনগণ মাঝে পারে শক্তি সঞ্চারিতে,
যারে স্পর্শ করে সে অমনি ভরে ওঠে অমৃতে।
সেই সে পূর্ণ মুসলমান, সে পূর্ণ শক্তিধর,
'উম্মি'হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর!
যে দিকে তাকাই দেখি যে কেবলই অন্ধ বদ্ধ জীব,
ভোগোন্মত্ত, পঙ্গু, খঞ্জ, আতুর, বদ-নসিব।
কাগজে লিখিয়া, সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শ্মশ্রু ছিঁড়ে,
আছে কেউ নেতা, লবে ইহাদের অমৃত-সাগরতীরে
আসে অনন্ত শক্তি নিয়ত যে মূল-শক্তি হতে
সেখান হইতে শক্তি আনিয়া ভাসাতে শক্তি-স্রোতে–
কোন তপস্বী করিছে সাধনা? বন্ধু, বৃথা এ শ্রম,
নিজে যার ভ্রম ভাঙেনি সেই কি ভাঙাবে জাতির ভ্রম?
দোজখেরপথে, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে সারা জাতি,

শূন্য দু-হাত, ‘পাইয়াছি’ বলে তবু করে মাতামাতি!

সেদিন এমনই মাতালের সাথে পথে মোর হল দেখা,
শুধানু, ‘কী পেলে?’ সে বলে, দেখো না, কপালে রয়েছে লেখা?
কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
বাদশাহ হতে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমাদারি!
দলে দলে আসে, কারও বুকে, কারও পেটে, কারও হাতে লেখা,
আজাদির চিন্ – অর্থাৎ কিনা চাকুরির মসিলেখা!
কাঁদিয়া কহিনু, – ওরে বে-নসিব, হতভাগ্যের দল,
মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল?
অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনিকো দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবি, ভুলিলি সে সব আজ?
হায় গণ-নেতা ভোটের ভিখারি নিজের স্বার্থ তরে
জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরিদ করে।
সারা জাতি সারারাতি জেগে আছে যাহাদের পানে চেয়ে,
যে তরুণ দল আসিছে বাহিরে জ্ঞানের মানিক পেয়ে –
তাহাদের ধরে গোলাম করিয়া ভরিতেছ কার ঝুলি?
চা-বাগানের আড়কাঠি যেন চালান করিছ কুলি!
উহারা তরুণ, জানে না উহারা, কেন লভিল এ জ্ঞান,
তপস্যা করি জাগাবে উহারাভারত-গোরস্তান!
ওদের আলোকে আলোকিত হবে অন্ধকার এ দেশ,
ওদেরই শৌর্যে ত্যাগে মহিমায় ঘুচিবে দীনের ক্লেশ।
তুমি চাকরির কশাইখানায় ঘুরিছ তাদেরে লয়ে,
তুমি কি জান না, ওখানে যে যায় – সে যায়জবেহ্‌হয়ে?
দেখিতেছ না কি শিক্ষিত এই বাঙালির দুর্দশা,
মানুষ যে হত, চাকরি করিয়া হয়েছে সে আজ মশা।
ভিক্ষা করিয়া মরুক উহারা, ক্ষুধা তৃষ্ণায় জ্বলে –
সমবেত হোক ধ্বংস-নেশায় মুক্ত আকাশতলে।
আগুন যে বুকে আছে – তাতে আরও দুখ-ঘৃতাহুতি দাও,
বিপুল শক্তি লয়ে ওরা হোকজালিম-পানে উধাও
যে ইস্পাতে তরবারি হয়, আঁশ-বটি করো তারে!
অন্ধ, খঞ্জ, জরাগ্রস্ত নিজেরা অন্ধকারে
ঘুরিয়া মরিছ, তাই কি চাহিছ সবাই অন্ধ হোক?
কৌম জাতির প্রাণ বেচে তুমি হইতেছ বড়োলোক।...

আজাদ-আত্মা! আজাদ-আত্মা! সাড়া দাও, দাও সাড়া!
এই গোলামির জিঞ্জির ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া!
হে চির-অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজও?

ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্ধবাদের বাহন সাজ!
জরারে পৃষ্ঠে বহিয়া বহিয়া জীবন যাবে কি তব,
জীবন ভরিয়া রোজা রাখি ঈদ আনিবে না অভিনব?
ঘরে ঘরে তব লাঞ্ছিতামাতা ভগ্নীরা চেয়ে আছে,
ওদের লজ্জা-বারণ শক্তি আছে তোমাদেরই কাছে।
ঘরে ঘরে মরে কচি ছেলেমেয়ে দুধ নাহি পেয়ে হায়,
তোমরা তাদেরে বাঁচাবে না আজ বিলাইয়া আপনায়?
আজ মুখ ফুটে দল বেঁধে বলো, বলো ধনীদের কাছে,
ওদের বিত্তে এই দরিদ্র দীনের হিস্‌সা আছে!
ক্ষুধার অন্নে নাই অধিকার ; সঞ্চিত যার রয়,
সেই সম্পদে ক্ষুধিতের অধিকার আছে নিশ্চয়।
মানুষেরে দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোরবান তার –
তাহাদেরই আজ আসিয়াছে ডাক – বেহেশ্‌ত-পার হতে,
আনন্দ লুট হবে দুনিয়ায় মহা-ধ্বংসের পথে –
প্রস্তুত হও – আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে –
আল্লাহ্ থেকেআবে-কওসরনবীন বার্তা বয়ে।
অন্তরে আর বাহিরে নিত্য আজাদমুক্ত যারা,–
নব-জেহাদের নির্ভীক দুর্বার সেনা হবে তারা,
আমাদেরই আনানিয়ামতপেয়ে খাবে আর দেবে গালি,
জেহাদের রণেনওশাসাজিয়া মোরা দিব হাততালি!
বলিব বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা, পেয়েছ কি কওসর?
বেহেশ্‌তে হবে তকবির ধ্বনি, আল্লাহু আকবর!
জিন্নাৎহতে দেখিব মোদের গোরস্তানের পর
প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর।
ঈদের চাঁদ
  সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
  চাষা মজুর ও বিড়িওয়ালা;
  মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
  দিল হুকুম আল্লাতালা!
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়িওয়ালা, দেখো কারা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেব ঈদ্গাহে!
আনিয়াছে নবযুগের বারতা নতুন ঈদের চাঁদ,
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ।
মৃত্যু মোদের ইমাম সারথি, নাই মরণের ভয়;
মৃত্যুর সাথে দোস্তি হয়েছে – অভিনব পরিচয়।
যেইসরাফিলপ্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেনকেয়ামতে–
তাঁরই ললাটের চাঁদ আসিয়াছে, আলো দেখাইতে পথে।
মৃত্যু মোদের অগ্রনায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
ফিরদৌসেরদরজা খুলিব আমরা হয়ে শহিদ।

আমাদের ঘিরে চলে বাংলার সেনারা নৌজোয়ান,
জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রিশ্চান কি মুসলমান।
নির্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরামজলুমভাই –
জুলুমেরজিন্দানেজনগণে আজাদ করিতে চাই!
এক আল্লার সৃষ্ট সবাই, এক সেই বিচারক,
তাঁর সে লীলার বিচার করিবে কোন ধার্মিক বক?
বকিতে দিব না বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি
এই ভেদ-জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটি।
মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধনরত্ন জমানো আছে,
ঈদ আসিয়াছে, জাকাতআদায় করিব তাদের কাছে।
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব এই জুলুম?
যক্ষের মতো লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইয়া যারা
খোদার সৃষ্ট কাঙালে জাকাত দেয় না, মরিবে তারা।
ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আল্লার অভিশাপ,
অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ।
তাঁরই ইচ্ছায় – ব্যাঙ্কের দিকে চেয়ো না – উর্ধ্বে চাহো,
ধরার ললাটে ঘনায় ঘোলাটে প্রলয়ের বারিবাহ!
আল্লার ঋণ শোধ করো, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ ;
আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখো আকাশে ঈদের চাঁদ!
তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কী রূপ ধরেছে, দেখো,
চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ! দেখে মনে রেখো!
প্রজারাই রোজ রোজা রাখিয়াছে, আজীবন উপবাসী,
তাহাদেরই তরে এইরহমত , ঈদের চাঁদের হাসি।
শুধু প্রজাদের জমায়েত হবে আজিকার ঈদ্গাহে,
কাহার সাধ্য, কোন ভোগী রাক্ষস সেথা যেতে চাহে?
ভেবো না ভিক্ষা চাহি মোরা, নহে শিক্ষা এ আল্লার,
মোরা প্রতিষ্ঠা করিতে এসেছি আল্লার অধিকার!
এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের ভয়ে,
আবারখালেদএসেছে আকাশে বাঁকা তলোয়ার লয়ে!
কঙ্কালে আজ ঝলকে বজ্র, পাষাণের জাগরণ,
লাশে উল্লাস জেগেছে রুদ্র উদ্ধত যৌবন!
দারিদ্র্য-কারবালা-প্রান্তরে মরিয়াছি নিরবধি,
একটুকু কৃপা করনি, লইয়া টাকার ফোরাত নদী।
কত আসগর মরিয়াছে, জান, এই বাপ মা-র বুকে?
সকিনা মরেছে, তোমরা দখিনা বাতাস খেয়েছ সুখে!
শহিদ হয়েছে হোসেন, কাসেম, আসগর, আব্বাস,
মানুষ হইয়া আসিয়াছি মোরা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস!
তোমরাও ফিরে এসেছ এজিদ সাথে লয়ে প্রেত-সেনা,
সেবারে ফিরিয়া গিয়াছিলে, জেনো, আজ আর ফিরিবে না।

এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোনো ভেদ,
তাঁর দান কৃপা কল্যাণে কেহ হবে নানা-উম্মেদ !
ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো বাক্সের চাবি!
আমাদের নহে, আল্লার দেওয়া ইহা মানুষের দাবি!
বাঁচিবে না আর বেশিদিন রাক্ষস লোভী বর্বর,
টলেছে খোদার আসন টলেছে, আল্লাহু-আকবর!
সাত আশমান বিদারি আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ।
জালিমেমারিয়া করিবেন মজলুমের প্রাপ্য শোধ।
চাঁদিনি রাতে
কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্‌বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'সাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হল গো পুতলায় বুকে নিয়া।
নীলিম-প্রিয়ার নীলাগুল-রুখনাজুকনেকাবেঢাকা
দেখা যায় ওই নতুন চাঁদের কালোতে আবছা আঁকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রানি,
'লায়লা'-সেহেলি দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি।
নীহার-নেটের ঝাপসা মশারি, যেন 'বর্ডার' তারই
দিক্-চক্রের ছায়া-ঘন ওই সবুজ তরুর সারি।

সাতাশ-তারার ফুল-তোড় হাতে আকাশে নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
'উঁহু উঁহু' করি কাঁচা ঘুম হতে জেগে ওঠে নীলা হুরি,
লুকায়ে দেখে তা 'চোখ গেল' বলে হাসিছে পাপিয়া ছুঁড়ি।
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে, বুঝি বধূর নিশ্বাস লাগে।

উল্কা-জ্বালার সন্ধানী আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কাল-পুরুষ' সে জাগি বিনিদ্র করে ফেরে পায়চারি।
সেহেলিরা রাতে পালায়ে এসেছে উপবনে কোন আশে,
'হেথা হোথা ছোটে, পিকের কণ্ঠে ফিক ফিক করে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে, সখী!
নবমী চাঁদের 'সংসারে' ও কে গো চাঁদিনি-শিরাজি ঢালি
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে, 'তহুরা পিয়ো লো আলি!'
কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকি
চাঁদের সংসারে কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি!

মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালায় মিড়,
ফর্‌হাদ-শিরীলায়লি-মজনু মগজে করেছে ভিড়!

ছুটিতেছে গাড়ি, ছায়াবাজি-সম কত কথা ওঠে মনে,
দিশাহারা-সম ছোটে খ্যাপা মন জলে থলে নভে বনে!
এলোকেশে মোর জড়ায়ে চরণ কোন বিরহিণী কাঁদে,
যত প্রিয়-হারা আমারে কেন গো বাহু-বন্ধনে বাঁধে!
নিখিল বিরহী ফরিয়াদ করে আমার বুকের মাঝে,
আকাশে-বাতাসে তাদেরই মিলন তাদেরই বিরহ বাজে।

আনমনা সাকি, শূন্য আমার হৃদয়-পেয়ালা কোণে
কলঙ্ক-ফুল আনমনে সখী লিখো মুছো ক্ষণে ক্ষণে।

মরু-ভাস্‌কর

প্রথম সর্গ
অবতরণিকা
জেগে ওঠ তুই রে ভোরের পাখি
নিশি-প্রভাতের কবি!
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল আরব-রবি।
ওরে ওঠ তুই, নূতন করিয়া
বেঁধে তোল তোর বীণ!
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে
আজানমুয়াজ্জিন।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,
ওই শোন শোন‘সালাতের’ধ্বনি
‘খায়রুমমিনান্নৌম !’
রবি-শশী-গ্রহ-তারা ঝলমল
গগনাঙ্গনতলে
সাগর ঊর্মি-মঞ্জীর পায়ে
ধরা নেচে নেচে চলে।
তটিনী-মেখলা নটিনি ধরার
নাচের ঘূর্ণি লাগে
গগনে গগনে পাবকে পবনে
শস্যে কুসুম-বাগে।
সে আজান শুনি থমকি দাঁড়ায়
বিশ্ব-নাচের সভা,
নিখিল-মর্ম ছাপিয়া উঠিল
অরুণ জ্যোতির জবা।
দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া উঠিল
জাগর পাখির গানে,

ভূলোক দ্যুলোক প্লাবিয়া গেল রে
আকুল আলোর বানে!
আরব ছাপিয়া উঠিল আবার
ব্যোমপথে ‘দীন’‘দীন’,
কাবার মিনারে আবার আসিল
নবীন মুয়াজ্জিন!
ওরে ওঠ তোরা, পশ্চিমে ওই
লোহিত সাগর জল
রঙে রঙে হল লোহিততর রে
লালে-লাল ঝলমল।
রঙ্গে ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে
ইরানি দরিয়া ছুটে,
পূর্ব-সীমায়,– সালাম জানায়
আরব-চরণে লুটে।
দখিনে ভারত-সাগরে বাজিছে
শঙ্খ, আরতি ধ্বনি,
উদিল আরবে নূতন সূর্য–
মানব-মুকুট-মণি।
উত্তরে চির-উদাসিনী মরু,
বালুকা-উত্তরীয়
উড়ায়ে নাচিয়া নাচিয়া গাহিছে–
‘জাগো রে, অমৃত পিয়ো!’
লু হাওয়া বাজায় সারেঙ্গি বীণ
খেজুর পাতার তারে,
বালুর আবির ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে
স্বর্গে গগন-পারে।
খুশিতে বেদানা-ডালিম ডাঁসায়ে
ফাটিয়া পড়িছে ভুঁয়ে,
ঝরে রসধারানারঙ্গিশেউ
আপেল আঙুর চুঁয়ে।
আরবি ঘোড়ারা রাশ নাহি মানে
আশমানে যাবে উঠি,
মরুর তরণি উটেরা আজিকে
সোজা পিঠে চলে ছুটি।
বয়ে যায় ঢল ধরে নাকো জল
আজি‘জমজম’কূপে,
‘সাহারা’ আজিকে উথলিয়া ওঠে
অতীত সাগর রূপে
পুরাতন রবি উঠিল না আর
সেদিন লজ্জা পেয়ে,

নবীন রবির আলোকে সেদিন
বিশ্ব উঠিল ছেয়ে।
চক্ষে সুরমা বক্ষে‘খোর্মা’
বেদুইন কিশোরীরা
বিনিকিস্মতেবিলাল সেদিন
অধর চিনির শিরা!
‘ঈদ’ উৎসব আসিল রে যেন
দুর্ভিক্ষের দিনে,
যত ‘দুশমনি’ ছিল যথা নিল
‘দোসতি’ আসিয়া জিনে।

নহে আরবের, নহে এশিয়ার,–
বিশ্বে সে একদিন,
ধূলির ধরার জ্যোতিতে হল গো
বেহেশ্‌ত জ্যোতিহীন!
ধরার পঙ্কে ফুটিল গো আজ
কোটিদল কোকনদ,
গুঞ্জরি ওঠে বিশ্ব-মধুপ–
‘আসিল মোহাম্মদ!’
অভিনব নাম শুনিল রে
ধরা সেদিন – ‘মোহাম্মদ!’
এতদিন পরে এল ধরার
‘প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ!’
চাহিয়া রহিল সবিস্ময়
ইহুদি আর ইশাই সব,
আসিল কি ফিরে এতদিনে
সেইমসিহ্‌মহামানব?
‘তওরাত’’ইঞ্জিল’ভরি
শুনিল যাঁর আগমনি,
‘ইশা’ ‘মুসা’ আর ‘দাউদ’ যাঁর
শুনেছিল পা-র ধ্বনি,
সেই সুন্দর দুলাল আজ
আসিল কি নীরব পায়?
যেমন নীরবে আসে তপন
পূর্ণ চাঁদ পুব-সীমায়।

এমনই করিয়া ওঠেরবি
ওঠে রে চাঁদ, ধরা তখন
এমনই করিয়া ঘুমায়ে রয়
রবি শশী হেরে স্বপন।

আলোকে আলোকে ছায় দিশি
নব অরুণ ভাঙে রে ঘুম,
তন্দ্রালু সব আঁখি-পাতায়
বন্ধুপ্রায় বুলায় চুম।

তেমনই মহিমা সেই বিভায়
আসিল আজ আলোর দূত,
ঝরনার সুরে পাখিরা গায়,
আতর গায় বয় মারুত।

শুষ্ক সাহারা এত সে যুগ
হেরেছে রে যার স্বপন,
বেহেশ্‌ত হতে নামিল ওই
সেই সুধার প্রস্রবণ।

খোর্মা খেজুরে মরু-কানন
ফলবতী হলুদ-রং
মরুর শিয়রে বাজে রে ওই
জলধারার মেঘ-মৃদং!
শোনেনি বিশ্ব কভু যে নাম –
'মোহাম্মদ' শুনে সে আজ
সেই সে নাম অবিশ্রাম
একী মধুর, একী আওয়াজ!

আঁধার বিশ্বে যবে প্রথম
হইল রে সূর্যোদয়
চেয়েছিল বুঝি সকল লোক
এই সে রূপ সবিস্ময়!

এমনই করিয়া নবারুণের
করিল কি নামকরণ,
সে আলোক-শিশু এমনই রে
হরি আঁধার হরিল মন!

এমনই সুখে রে সেই সেদিন
বিহগ সব গাহিল গান,
শাখায় প্রথম ফুটিল ফুল,
হল নিখিল শ্যামায়মান।

গুলে গুলে শাড়ি গুলবাহার
পরি সেদিন ধরণি মা
আঁধার সূতিকাবাস ত্যজি
হেরে প্রথম দিক্‌সীমা।

ফুলবন লুটি, খোশখবর
দিয়ে বেড়ায় চপল বায়,
‘ওরে নদ নদী ওরে নিঝর
ছাড়ি পাহাড় ছুটিয়া আয়।

সাগর! শঙ্খ বাজা রে তোর,
আসিল ওই জ্যোতিষ্মান,
একী আনন্দ একী রে সুখ
এল আলোর একী এ বান!’

ফুলের গন্ধ, পাখির গান
স্পর্শসুখ ভোর হাওয়ার,
জানিল বিশ্ব সেই সেদিন,
সেই প্রথম ; আজ আবার
আঁধার নিখিলে এল আবার
আদি প্রাতের সে সম্পদ
নূতন সূর্য উদিল ওই –
মোহাম্মদ ! মোহাম্মদ !
অনাগত
বিশ্ব তখনও ছিল গো স্বপ্নে, বিশ্বের বনমালী
আপনাতে ছিল আপনি মগন। তখনও বিশ্ব-ডালি
ভরিয়া ওঠেনি শস্যে কুসুমে ; তখনও গগন-থালা
পূর্ণ করেনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার মালা।
আপন জ্যোতির সুধায় বিভোর আপনি জ্যোতির্ময়
একাকী আছিল – ছিল এ নিখিল শূন্যে শূন্যে লয়।
অপ্রকাশ সে মহিমার মাঝে জাগেনি প্রকাশ-ব্যথা,
ছিল নাকো সুখ দুখ আনন্দে সৃষ্টির আকুলতা।
ছিল না বাগান, ছিল বনমালী! – সহসা জাগিল সাধ,
আপনারে লয়ে খেলিতে বিধির, আপনি সাধিতে বাদ।
অটল মহিমা-গিরি-গুহা-ত্যজি– কে বুঝিবে তাঁর লীলা–
বাহিরিয়া এল সৃষ্টি প্রকাশ নির্ঝর গতিশীলা।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের সৃজিয়া সে লীলা রাজ,
ভাবিল সৃজিবে পুতুলখেলার মানুষ সৃষ্ট-মাঝ।
চলিতে লাগিল কত ভাঙাগড়া সে মহাশিশুর মনে,
মানুষ হইবে রসিক ভ্রমর, সৃষ্টির ফুলবনে।

আদিম মানব ‘আদমে’ সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, ‘যাও, করো খেলা ওই ধরার আঙনে গিয়া!’
সৃজিয়া মানব-আত্মা তাহার দানিলমানবদেহে,
কাঁদিতে লাগিল মানব-আত্মা পশিয়া মাটির গেহে।
বলে, ‘প্রভু, আমি রহিতে নারি এ ধূলি-পঙ্কিল ঘরে,
অন্ধকার এ কারাঘরে একা রহিব কেমন করে!’
আদমের মাঝে বারেবারে যায় বারেবারে ফিরে আসে
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলেন প্রভু, ‘ভয় নাই, দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে – জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারই সম।
আমা হতে ছিল প্রিয়তর যাহা আমার আলোর আলো
– মোহাম্মদ সে, দিনু তাঁহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো!’

মানব-আত্মা পশিয়া এবার আদমের দেহমাঝে
হেরিল তথায় অতুল বিভায় মহাজ্যোতি এক রাজে।
আত্মার আলো ঘুচাতে পারেনি যে মহা অন্ধকার
তারে আলোময় করিয়াছে আসি এ কোন জ্যোতি-পাথার।
বন্দনা করি সে মহাজ্যোতিরে আদম খোদারে কয়,
‘অপরূপ জ্যোতি-প্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমময়!
কেবা এ পুরুষ, কেন এ উদিল আমার ললাট-তীরে,
ধন্য করিলে কেন এ মধুর বোঝা দিয়ে মোর শিরে?’
কহিলেন খোদা, ‘এই সে জ্যোতির পূণ্যে আঁধার ধরা
আলোয় আলোয় হবে আলোময়, সকল কলুষ-হরা
এই সে আলোর দীপ্তি ভাতিবে বিশ্ব নিখিল ভরি
এ জ্যোতি-বিভায় হইবে প্রভাত পাপীদের শর্বরী।
আমার হাবিব – বন্ধু এ প্রিয় ; মানব-ত্রাণের লাগি
ইহারে দিলাম তোমাতে – হইতে মানব-দুঃখ-ভাগী।
মোহাম্মদ এ, সুন্দর এ, নিখিল প্রশংসিত,
ইহার কণ্ঠে আমার বাণী ও আদেশ হইবে গীত।’
সিজদাকরিয়া খোদারে আদম সম্ভ্রম-নত কয়,
‘ধূলির ধরায় যাইতে আমার নাহি আর কোনো ভয়।
আমার মাঝারে জ্বালাইয়া দিলে অনির্বাণ যে দীপ,
পরাইয়া দিলে আমার ললাটে যে মহাজ্যোতির টিপ,
ধরার সকল ভয়েরে ইহারই পূণ্যে করিব জয়,
আমার বংশে জন্মিবে তব বন্ধু মহিমময়!
মোর সাথে হল ধন্য পৃথিবী!’ – মোহাম্মদের নাম
লইয়া পড়িল, ‘সাল্লাল্লাহুআলায়াহিসাল্লাম!’
ধরায় আসিল আদিম মানব-পিতা আদমের সাথ
‘খোদার প্রেরিত’, ‘শেষ বাণী-বাহী’ কাঁদাইয়া জান্নাত।

*　　*　　*　　*

শত শতাব্দী যুগযুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে নাহি-আসা স্রোতের প্রায়
চলে গেল 'হাওয়া', 'আদম', 'শিশ্' ও'নূহ'নবি –
জ্বলিয়া নিভিল কত রবি!
চলে গেল 'ইশা', 'মুসা' ও 'দাউদ', ইব্রাহিম'
ফিরদৌসের দূরসাকিম।
গেল'সুলেমান', গেল'ইউনুস', গেল'ইউসুফ'রূপকুমার
হাসিয়া জীবন-নদীর পার।
গেল 'ইসাহাক', 'ইয়াকুব', গেল 'জবীহুল্লাহ্ ইসমাইল'
খোদার আদেশ করি হাসিল।
এসেছিল যারা খোদার বাণীর দধিয়ালতুতীপাপিয়া পিক
বুলবুল শ্যামা ; ভরিয়া দিক
যাদের কণ্ঠে উঠিয়াছিল গো মহান বিভুর মহিমা গান
উড়ে গেল তারা দূর বিমান!
ঊর্ধ্বে জাগিয়া রহিলেন'ইশা'অমর, মর্ত্যে 'খাজাখিজির'
- দুই ধ্রুবতারা দুই সে তীর -
ঘোষিতে যেন গো এপারে-ওপারে তাহারই আসার খোশখবর-
যাহার আশায় এ-চরাচর
আছে তপস্যারত চিরদিন; ঘুরিছে পৃথিবী যার আশে
সৌরলোকের চারিপাশে।
আদিম-ললাটে ভাতিল যে আলো উষায় পুরব-গগন-প্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আলোক, আঁধার, জীবন, মৃত্যু, গ্রহ, তারা তারে খুঁজিছে হায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, 'জিন' পরি, হুর পাগলপ্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খোঁজে অপ্সর, কিন্নর, খোঁজে গন্ধর্ব ও ফেরেশতায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে রক্ষ যক্ষ পাতালে, খোঁজে মুনি ঋষি ধেয়ানে তায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আপনার মাঝে খোঁজে ধরা তারে সাগরে, কাননে মরু-সীমায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে তাহারে সুখে, আনন্দে, নব সৃষ্টির ঘন ব্যথায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়,
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ-ছেদন নবি কোথায়!
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়,

বজ্র-ঘোষ বাণী কোথায়!
শাস্ত্র-আচার-জগদল-শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ, বিদ্রোহী কোথায়!
খুঁজিছে দুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত ক্ষত ব্যথায়,
কমল-বিহারী তুমি কোথায়!
আদি ও অন্ত যুগযুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়,
চিরসুন্দর, তুমি কোথায়!
বিশ্ব-প্রণব-ওংকার-ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায় –
তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!

*   *   *   *

ধেয়ান-স্তব্ধ বিশ্ব চমকি মেলে আঁখি –
আরবের মরু আজিকে পাগল হল নাকি?
খুঁজিছে যাহারে কোটি গ্রহ তারা চাঁদ তপন
মরু-মরীচিকা হেরিল কি আজ তার স্বপন?
পেল নাকো খুঁজে সকল দিশির দিশারি যার,
মরুর তপ্ত বালুতে পড়িল চরণ তাঁর!
রৌদ্র-দগ্ধ চির-তাপসিনী তনু-কঠিন
এরই তপস্যা করি কি আরব যাপিল দিন?
বালুকা-ধূসর কেশ এলাইয়া তপ্ত ভাল
তপ্ত আকাশ-তটে ঠেকাইয়া এত সে কাল
ইহার লাগি কি ছিল হতভাগি জাগিয়া রে,
বিশ্ব-মথন অমৃত ধন মাগিয়া রে!

*   *   *   *

দশদিক ছাপি ওঠে আবাহন, ‘ধন্য ধন্যমুত্তালিব!’
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্যআবদুল্লাহ্খোশ-নসিব,
ঔরসে যাঁর লভিল জনম বিশ্ব-ভূমান মহামানব,
ধেয়ানে যাহারে ধরিতে না পারি নিখিল ভুবন করে স্তব।
ধন্য গো তুমি ‘আমিনা’ জননী কেমনে জঠরে ধরিলে তায়
যোগী মুনি ঋষি পয়গম্বর গেয়ানে যাহার সীমা না পায়!
ধন্য ধরণি-কেন্দ্র মক্কা নগরী, কাবার পুণ্যে গো
বক্ষে ধরিলে তাঁহারে, যে-জন ধরেনি; অসীম শূন্যে গো
যাঁহারে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি ঘুরিতেছে নিঃসীম নভে
ধরার কেন্দ্রে আসিবে সে-জন, এও কি গো কভু সম্ভবে!
বিন্দুর রূপে আসিল সিন্ধু, শিশু-রূপ ধরি এল বিরাট!
অসম্ভবের সম্ভাবনায় রাঙিল এশিয়া অস্তপাট!
পূর্বে সূর্য ওঠে চিরদিন, পশ্চিমে আজ উঠিল ওই,
স্বর্গের ফুল ফুটিল সেথায় যে-মরুতে ফোটে বালুকা-খই!
নিখিল-শরণ চরণের লাগি তুই কি আরব এত সে দিন

তপস্যা করি করিলি নিজেরে যেন সে বিরাট-চরণ-চিন!
ধন্য মক্কা, ধন্য আরব, ধন্য এশিয়া পুণ্য দেশ,
তোমাতে আসিল প্রথম নবি গো তোমাতে আসিল নবির শেষ!
অভ্যুদয়
আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে?
পাতা ঝরে যায় কাননে, যখন ফাগুন-আবেশ লাগে
তরু ও লতার তনুতে তনুতে, কেন কে বলিতে পারে?
সুর বাঁধিবার আগে কেন গুণী ব্যথা হানে বীণা-তারে?
টানিয়া টানিয়া না বাঁধিলে তারে ছিঁড়িয়া যাবার মতো
ফোটে না কি বাণী, না করিলে তারে সদা অঙ্গুলি ক্ষত?
সূর্য ওঠার যবে দেরি নাই, বিহগেরা প্রায় জাগে,
তখন কি চোখে অধিক করিয়া তন্দ্রার ঝিম লাগে?
কেন গো কে জানে, নতুন চন্দ্র উদয়ের আগে হেন
অমাবস্যার আঁধার ঘনায়, গ্রাসিবে বিশ্ব যেন!
পুণ্যের শুভ আলোক পড়িবে যবে শতধারে ফুটে
তার আগে কেন বসুমতী পাপ-পঙ্কিল হয়ে উঠে?
ফুল ফসলের মেলা বসাবার বর্ষা নামার আগে,
কালো হয়ে কেন আসে মেঘ, কেন বজ্রের ধাঁধা লাগে?
এই কি নিয়ম? এই কি নিয়তি? নিখিল-জননী জানে,
সৃষ্টির আগে এই সে অসহ প্রসব-ব্যথার মানে!

এমনই আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরিয়াছিল সেদিন,
উদয়-রবির পানে চেয়েছিল জগৎ তমসা-লীন।
পাপ অনাচার দ্বেষ হিংসার আশী-বিষ-ফণা তলে
ধরণির আশা যেন ক্ষীণজ্যোতি মানিকের মতো জ্বলে!
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে ভল্লুকে রণ; নখর-দন্ত-ক্ষত
কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভীরু বালিকার সম!
শূন্য-অঙ্কে ক্লেদে ও পঙ্কে পাপে কুৎসিততম
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ-ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু!
অত্যাচারিত উৎপীড়িতের জমে উঠে আঁখিজল
সাগর হইয়া গ্রাসিল ধরার যেন তিন ভাগ থল!
ধরণি ভগ্ন তরণির প্রায় শূন্য-পাথরতলে
হাবুডুবু খায় বুঝি ডুবে যায়, যত চলে তত টলে।
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকা – এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ!

এই অনাচার মিথ্যা পাপের নিপীড়ন-উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন'জজিরাতুল আরবে।'

পাপের বাজারে করিত বেসাতি সমান পুরুষ নারী,
পাপের ভাঁটিতে চলিত গো যেন পিপীলিকা সারি সারি।
বালক বালিকা যুবা ও বৃদ্ধে ছিল নাকো ভেদাভেদ,
চলিত ভীষণ ব্যাভিচার-লীলা নির্লাজ নির্বেদ!
নারী ছিল সেথা ভোগ-উৎসবে জ্বালিতে কামনা-বাতি,
ছিল না বিরাম সে বাতি জ্বলিত সমান দিবস-রাতি।
জন্মিলে মেয়ে পিতা তারে লয়ে ফেলিত অন্ধকূপে
হত্যা করিত, কিংবা মারিত আছাড়ি পাষাণস্তূপে!
হায় রে, যাহারা স্বর্গেমর্ত্যে বাঁধে মিলনের সেতু
বন্যা-ঢল সে কন্যারা ছিল যেন লজ্জারই সেতু!
সুন্দরে লয়ে অসুন্দরের এই লীলা তাণ্ডব
চলিতেছিল, এ দেহ ছিল শুধু শকুন-খাদ্য শব!
দেহ-সরসীর পাঁকের ঊর্ধ্বে সলিল সুনির্মল
ত্যজিয়া তাহারে মেতেছিল পাঁকে বন্য-বরাহ দল!
চরণে দলিত কর্দমে যারে গড়িয়া তুলিল নর
ভাবিত তাহারে সৃষ্টিকর্তা, সেই পরমেশ্বর!

আল্লার ঘর কাবায় করিত হল্লা পিশাচ ভূত,
শিরনি খাইত সেথা তিন শত ষাট সে প্রেতের পুত!
শয়তান ছিল বাদশাহ সেথা, অগণিত পাপ-সেনা,
বিনি সুদে সেথা হতে চলিত গো ব্যভিচার লেনা-দেনা!
সে পাপ-গন্ধে ছিঁড়িয়া যাইত যেন ধরণির স্নায়ু,
ভূমিকম্পে সে মোচড় খাইত যেন শেষ তার আয়ু!
এমনই আঁধার গ্রাসিয়াছে যবে পৃথ্বী নিবিড়তম–
ঊর্ধ্বে উঠিল সংগীত, ‘হল আসার সময় মম!’
ঘন তমসার সূতিকা-আগারে জনমিল নব শশী,
নব আলোকের আভাসে ধরণি উঠিল গো উচ্ছ্বসি।
ছুটিয়া আসিল গ্রহ-তারাদল আকাশ-আঙিনা মাঝে,
মেঘের আঁচলে জড়াইয়া শিশুচাঁদেরে পুলক লাজে
দাঁড়াল বিশ্ব-জননী যেন রে ; পাইয়া সুসংবাদ
চকোর-চকোরী ভিড় করে এল নিতে সুধার প্রসাদ!

ধরণির নীল আঁখি-যুগ যেন সায়রে শালুক সুঁদি
চাঁদেরে না হেরে ভাসিত গো জলে ছিল এতদিন মুদি,
ফুটিল রে তারা অরুণ-আভায় আজ এতদিন পরে,
দুটি চোখে যেন প্রাণের সকল ব্যথা নিবেদন করে!
পুলকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ওঠে দুলিয়া দুলিয়া কাবা,
বিশ্ব-বীণায় বাজে আগমনি, ‘মারহবা! মারহবা!!’
স্বপ্ন
প্রভাত-রবির স্বপ্ন হেরে গো যেমন নিশীথ একা

গর্ভে ধরিয়া নতুন দিনের নতুন অরুণ-লেখা।
তেমনই হেরিছে স্বপ্ন আমিনা – যেদিন নিশীথ শেষে
স্বর্গের রবি উদিবে জননী আমিনার কোলে এসে।
যেন গো তাহার নিরালা আঁধার সূতিকা-আগার হতে
বাহিরিল এক অপরূপ জ্যোতি, সে বিপুল জ্যোতি-স্রোতে
দেখা গেল দূর বোসরা নগরী দূর সিরিয়ার মাঝে।
ইরান-অধীপনওশেরোয়াঁরপ্রাসাদের চূড়া লাজে
গুঁড়া হয়ে গেল ভাঙিয়া পড়িয়া। অগ্নিপূজা দেউল
বিরাণহইয়া গেল গো ইরান নিভে গিয়ে বিলকুল।
জগতের যত রাজার আসন উলটিয়া গেল পড়ি,
মূর্তিপূজার প্রতিমা ঠাকুর ভেঙে গেল গড়াগড়ি!
নব নব গ্রহ তারকায় যেন গগন ফেলিল ছেয়ে,
স্বর্গ হইতে দেবদূত সব মর্ত্যে আসিল ধেয়ে।
সেবিতে যেন গো আমিনায় তাঁর সূতিকা-আগার ভরি,
দলে দলে এল বেহেশ্‌ত হইতে বেহশ্‌তি হুরপরি।
যত পশু-পাখি মানুষের মতো কহিল গো যেন কথা,
রোম-সম্রাট-কর হতে ক্রস খসিয়া পড়িল হোথা,
হেঁটমুখ হয়ে ঝুলিতে লাগিল পূজার মূর্তি যত,
হেরিলেন জ্যোতি-মণ্ডিত দেহ অপরূপ রূপ কত!
টুটিতে স্বপ্ন হেরিলেন মাতা, ফুটিতে আলোর ফুল
আর দেরি নাই, আগমনি গায় গুলবাগে বুলবুল।
কী এক জ্যোতির্শিখার ঝলকে মাতা ভয়ে বিস্ময়ে
মুদিলেন আঁখি। জাগিলেন যবে পূর্ব-চেতনা লয়ে,
হেরিলেন চাঁদ পড়িয়াছে খসি যেন রে তাঁহার কোলে,
ললাটে শিশুর শত সূর্যের মিহির লহর তোলে!
শিশুর কণ্ঠে অজানা ভাষায় কোন অপরূপ বাণী
ধ্বনিয়া উঠিল, সে স্বরে যেন রে কাঁপিল নিখিল প্রাণী।
ব্যথিত জগৎ শুনেছে ব্যথায় যার চরণের ধ্বনি,
এতদিনে আজ বাজাল রে তার বাঁশুরিয়া আগমনি!
নিখিল ব্যথিত অন্তরে এর আসার খবর রটে
ইহারই স্বপন জাগেরে নিখিল-চিত্ত-আকাশপটে।
সারা বিশ্বের উৎপীড়িতের রোদনের ধ্বনি ধরি
ধরণির পথে অভিসার এল ছিল দিবা শর্বরী।
সাগর শুকায়ে হল মরুভূমি এরই তপস্যা লাগি,
মরু-যোগী হল খর্জুরতরু ইহারই আশায় জাগি।
লুকায়ে ছিল যে ফল্গুর ধারা মরু-বালুকার তলে
মরু-উদ্যানে বাহিরিয়া এল আজি ঝরনার ছলে।
খর্জুর-বনে এলাইয়া কেশ সিনানি সিন্ধুজলে
রিক্তাভরণা আরব বিশ্ব-দুলালে ধরিল কোলে!
‘ফারাণের’ পর্বত-চূড়াপানে ভাববাদী বিশ্বের

কর-সংকেতে দিল ইঙ্গিত ইহাই আগমনের।
সেদিন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সুখে হসিল বিশ্বত্রাতা,
‘সুয়োরানি’ হল আজিকে যেন রে বসুমতী ‘দুয়ো’ মাতা
‘মারহাবা
সৈয়দে মক্কি মদনিআল-আরবি!’
গাহিতে
নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হল বিশ্বকবি।
আসিল
বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব,
পশিল
অন্ধ গুহায় ওই পুনরায় রক্ষ দানব।
ভাসিল
বন্যাধারায়‘দজলা’‘ফোরাত’কন্যা মরুর,
সাহারায়
নৌবতেরই বাজনা বাজে মেঘ-ডমরুর।
বেদুইন
তাম্বু ছিঁড়ে বর্শা ছুঁড়ে অশ্ব ছেড়ে
খেলিছে
গেণ্ডুয়া-খেল, রক্ত ছিটায় বক্ষ ফেড়ে!
আরবের
কুব্জা বঁধু উট ছেড়ে পথ সব্জা-খেতি
খুঁজিছে
আজকে ঈদে খোর্মা আঙুর খেজুর-মেতি।
খর্জুর
কন্টকে আজ বন্ধ খুলি যুক্ত বেণির
ঢালিছে
মুক্ত-কেশী আরবি-নিঝর কলসি পানির!
জরিদার
নাগরা পায়ে গাগরা কাঁখে ঘাগরা ঘিরা
বেদুইন
বউরা নাচে মৌ-টুসকির মৌমাছিরা।
শরমে
নৌজোয়ানীরা নুইয়ে ছিল ডালিম-শাখা,
আজি তার
রস ধরে না, তাম্বুলী ঠোঁট হিঙ্গুল মাখা
করে আজ
খুনসুড়ি ওই শুকনো কাঁটার খেজুর-তরু,
খেজুরের
গুলতি খেয়ে ‘উঃ’ ডাকে ‘লু’ হাওয়ায় মরু!
আখরোট

বাদাম যত আরবি-বউ-এর পড়ছে পায়ে,
বলে, ‘এই
নীরস খোসা ছাড়াও কোমল হাতের ঘায়ে!’
আরবের
উঠতি বয়েস ফুল-কিশোরী ডালিম-ভাঙা
বিলিয়ে
রং কপোলের আপেল-কানন করছে রাঙা।
ছুটিতে
দুম্বাসম স্থূল শ্রোণিভার হয় গো বাধা,
দশনে
পেস্তা কাটি পথ-বঁধুরে দেয় সে আধা!
অধরের
কামরাঙা-ফল নিঙড়ে মরুর তপ্ত মুখে,
উড়ুনি
দেয় জড়ায়ে পাগলা হাওয়ার উতল বুকে।

না-জানা
আনন্দে গো‘আরাস্তা’আজ আরব-ভূমি,
অ-চেনা
বিহগ গাহে ফোটে কুসুম বে-মরশুমি,
আরবের
তীর্থ লাগি ভিড় করে সব বেহেশ্‌ত বুঝি,
এসেছে
ধরার ধুলায় বিলিয়ে দিতে সুখের পুঁজি।
‘রবিউল
আউওল’চাঁদ শুক্লা নবমীর তিথিতে
খেয়ানের
অতিথ্‌ এল সেই প্রভাতে এই ক্ষিতিতে।
মসীহের
পঞ্চশত সপ্ততি এক বর্ষপরে
সোমবার
জ্যেষ্ঠ প্রথম – ধরার মানব-ত্রাণের তরে
আসিলেন
বন্ধু খোদার মহান উদার শ্রেষ্ঠ নবি,
‘মারহাবা
সৈয়দ মক্কি মদনি আল-আরবি।’
আলো-আঁধারি
বাদলের নিশি অবসানে মেঘ-আবরণ অপসারি
ওঠে যে সূর্য – প্রদীপ্ততর রূপ তার মনোহারী।
সিক্তশাখায় মেঘ-বাদলের ফাঁকে

'বউ কথা কও' পাপিয়া যখন ডাকে–
সে গান শোনায় মধুরতর গো সজল জলদচারী!
বর্ষায়-ধোয়া ফুলের সুষমা বর্ণিতে নাহি পারি!

কান্নার চোখ-ভরা জল নিয়ে আসে শিশু অভিমানী,
হাসির বিজলি চমকি লুকায় তার কাছে লাজ মানি।
কয়লার কালি মাখি যবে হিরা ওঠে,
সে রূপ যেন গো বেশি করে চোখে ফোটে!
নীল নভো ঠোঁটে এক ফালি হাসি দ্বিতীয়ার চাঁদখানি
পূর্ণশশীর চেয়ে ভালো লাগে – কেন কেহ নাহি জানি!

পথের সকল ধুলো কাদা মাখি যে শিশু ফেরে গো ঘরে,
সে কি গো পাইতে বেশি ভালোবাসা যত্ন জননী করে?
মুছাবেন মাতা অঞ্চল দিয়া বলে
শিশুর নয়নে অকারণে বারি ঝলে?
ধরার আঁচলে পাথরের সাথে সোনা বাঁধা এক থরে,
বিষে নীল হয়ে আসে মণি – সে কি অধিক মূল্য তরে?

ডুবে এক-গলা নয়নের জলে তবে কি কমল ফোটে?
মৃণাল-কাঁটার বেদনায় কি ও শতদল হয়ে ওঠে?
শত সুষমায় ফোটাবে বলিয়া কিরে
মেঘ এত জল ঢালে কুসুমের শিরে?
দগ্ধ লোহায় না বিঁধিলে সুর ফোটে না কি বেণু-ঠোঁটে?
তত সুগন্ধ ওঠে চন্দনে যত ঘষে শিলাতটে!

মুছাতে এল যে উৎপীড়িত এ নিখিলের আঁখিজল,
সে এল গো মাখি শুভ্র তনুতে বিষাদের পরিমল!
অথবা সে চির-সুখ-দুখ-বৈরাগী
আসিল হইয়া নিখিল-বেদনা-ভাগী!
জানে বনমাতা, গন্ধে ও রূপে মাতাবে যে বনতল
সে ফুল-শিশুর শয়ন কেন গো কণ্টক-অঞ্চল!

শুনে হাসি পায় এত শোকে হায়! বিশ্বের পিতা যার
'হাবিব' বন্ধু, হারায়ে পিতায় সে এল ধরা মাঝার!
খোদার লীলা সে চির-রহস্যময় –
বন্ধুর পথ এত বন্ধুর হয়!
আবির্ভাবের পূর্বে পিতৃহীন হয়ে – বার বার
ঘোষিল সে যেন, আমি ভাই সাথি পিতাহীন সবাকার!
আলোকের শিশুএল গো জড়ায়ে আঁধার-উত্তরীয়
জানাতে যেন গো 'বিষ-জর্জর, এবার অমৃত পিয়ো!'

তৃষ্ণাতুরের পিপাসা করিতে দূর
হৃদয় নিঙাড়ি রক্ত দেয় আঙুর!
শোক-ছলছল ধরায় কেমনে হাসি অমিয়
আসিবে সবার সকল ব্যথার ব্যথী বন্ধু ও প্রিয়!

পূর্ণশশীরে হেরিয়া যখন সাগরে জোয়ার লাগে,
উথলায় জল তত কলকল যত আনন্দ জাগে!
তেমনই পূর্ণশশীরে বক্ষে ধরি
'আমিনার' চোখে শুধু জল ওঠে ভরি!
সুখের শোকের গঙ্গা-যমুনা বিষাদে ও অনুরাগে
বয়ে চলে, যেন 'দজ্‌লা' 'ফোরাত'বসরা-কুসুম-বাগে!

কাঁদিছেআমিনা, হাসিছেন খোদা,'ওরে ও অবুঝ মেয়ে,
ডুবিয়াছে চাঁদ উঠিয়াছে রবি বক্ষে দেখনা চেয়ে,
ভবনের স্নেহ কাড়িয়া কঠোর করে
ভুবনের প্রীতি আনিয়া দিয়াছি ওরে!
ঘর সে কি ধরে বিশ্ব যাহার আলোকে উঠিবে ছেয়ে?
নিখিল যাহার আত্মীয় – ভুলে রবে সে স্বজন পেয়ে?

নীড় নহে তার – যে পাখি উদার অম্বরে গাবে গান,
কেবা তার পিতা কেবা তার মাতা, সকলই তার সমান!
নাহি দুখ সুখ আত্মীয়, নাই গেহ,
একের মাঝারে সে যে গো সর্বদেহ,
এ নহে তোমার কুটির-প্রদীপ ভোরে যার অবসান,
রবি এ – জনমি পূর্ব-অচলে ঘোরে সারা আশমান!'

সে বাণী যেন গো শুনিয়াআমিনা-জননীরহে অটল,
ক্ষণেক রাঙিয়া স্তব্ধ রহে গো যেমন পূর্বাচল!
কহিল জননী আপনার মনে মনে, -
'আমার দুলালে দিলাম সর্বজনে!'
থির হয়ে গেল পড়িতে পড়িতে কপোলে অশ্রুজল।
উদিল চিত্তে রাঙা রামধনু, টুটিল শোক-বাদল!
'দাদা'
সব-কনিষ্ঠ পুত্র সে প্রিয়আবদুল্লারশোকে,
সেদিন নিশীথে ঘুম নাকোমুত্তালিবেরচোখে!
পঁচিশ বছর ছিল যে পুত্র আঁখির পুতলা হয়ে,
বৃদ্ধ পিতারে রাখিয়া মৃত্যু তারেই গেল কি লয়ে!
হয়ে আঁখিজল ঝরে অবিরল পঁচিশ-বছরি স্মৃতি,
সে স্মৃতির ব্যথা যতদিন যায় তত বাড়ে হায় নিতি!
বাহিরে ও ঘরে বক্ষে নয়নে অশ্রুতে তারে খোঁজে

সহসা বিধবা আমিনারে হেরি সভয়ে চক্ষু বোজে!
ওরে ও অভাগি, কে দিল ও বুকে ছড়ায়ে সাহারা-মরু?
অসহায় লতা গড়াগড়ি যায় হারায়ে সহায়-তরু!
আঙনে বেড়ায় ও যেন রে হায় শোকের শুভ্রশিখা,
রজনিগন্ধা বিধবা মেয়েরে লয়ে কাঁদে কাননিকা!
মন্থরগতি বেদনা-ভারতী আমিনা আঙনে চলে,
হেরিতে সহসা মুত্তালিবের আঁধার চিত্ততলে
ঈষৎ আলোর জোনাকি চমকি যায় যেন ক্ষণে ক্ষণে,
আবদুল্লার স্মৃতি রহিয়াছে ওই আমিনার সনে।
আসিবে সুদিন আসিবে আবার, পুত্রে যে ছিল প্রাণ
পুত্র হইতে পৌত্রে আসিয়া হবে যে অধিষ্ঠান।
দিন গোনে মনে মনে আর কয়, 'বাকি আর কত দিন,
লইয়া অ-দেখা পিতার স্মৃতিরে আসিবি পিতৃহীন!'

মুত্তালিবের আঁধার চিত্তে জ্বলেছে সহসা বাতি,
সেদিন আসিবে যেন শেষ হলে আজিকার এই রাতি!
চোখে ঘুম নাই শূন্যে বৃথাই নয়ন ঘুরিয়া মরে,–
নিশি-শেষে যেন অতন্দ্র চোখে তন্দ্রা আসিল ভরে!
কত জাগে আর লয়ে হাহাকার, আঁধারের গলা ধরি
আর কতদিন কাঁদিবে গো, চোখে অশ্রু গিয়াছে মরি!
আয় ঘুম হায়, হয়তো এবার স্বপনে হেরিব তারে,
বিরাম-বিহীন জাগি নিশিদিন খুঁজিয়া পাইনি যারে!
হেরিল মুত্তালিব অপরূপ স্বপ্ন তন্দ্রা-ঘোরে,–
অভূতপূর্ব আওয়াজ যেন গো বাজিছে আকাশ ভরে!
ফেরেশতা সব যেন গগনের নীল শামিয়ানা-তলে
জমায়েত হয়েতকবীরহাঁকে, সে আওয়াজ জলে থলে
উঠিল রণিয়া।'সাফা''মারওয়ান'গিরি-যুগ সে আওয়াজে
কাঁপিতে লাগিল, উঠিলআরাব, 'আসিল সে ধরা মাঝে!'
কে আসিল ? সে কী আমিনার ঘরে? ছুটিতে ছুটিতে যেন
আসিল যে ঘরে আমিনা! ওকি ও, গৃহের ঊর্ধ্বে কেন
এত সাদা মেঘ ছায়া করে আছে? শত স্বর্গের পাখি
বসিতেছে ওই গেহ-পরি যেন চাঁদের জোছনা মাখি!
ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিছে কী যেন গ্রহ তারাদল আসি
আকাশ জুড়িয়া নৌবত বাজে ভুবন ভরিয়া বাঁশি!...
টুটিল তন্দ্রা মুত্তালিবের অপরূপ বিস্ময়ে –
ছুটিল যথায় আমিনা – হেরিল নিশি আসে শেষ হয়ে।
আমিনার শ্বেত ললাটে ঝলিত যে দিব্য জ্যোতি-শিখা,
কোলে সে এসেছে – হাতে চাঁদ তার ভালে সূর্যের টিকা!
সে রূপ হেরিয়া মুর্ছিত হয়ে পড়ল মুত্তালিব,
একী রূপ ওরে একী আনন্দ একী এ খোশনসিব!

চেতনা লভিয়া পাগলের প্রায় কভু হাসে কভু কাঁদে,
যত মনে পড়ে পুত্রে, পৌত্রে তত বুকে লয়ে বাঁধে!
পৌত্রে ধরিয়া বক্ষে তখনই আসিলেন কাবা-ঘরে,
বেদি পরে রাখি শিশুরে করেন প্রার্থনা শিশু তরে।
‘আরশে’ থাকিয়া হাসিলেন খোদা – নিখিলের শুভ মাগি
আসিল যে মহামানব – যাচিছে কল্যাণ তারই লাগি!
ছিলকোরেশেরসর্দার যত সে প্রাতে কাবায় বসি
যোগ দিল সেই‘মুনাজাতে’সবে আনন্দে উচ্ছ্বসি।

সাতদিন যবে বয়স শিশুর – আরবের প্রথামতো
আসিল‘আকিকা’উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যত!
উৎসব শেষে শুধাল সকলে শিশুর কী নাম হবে,
কোন সে নামের কাঁকন পরায়ে পলাতকে বাঁচি লবে।
কহিল মুত্তালিব বুকে চাপি নিখিলের সম্পদ,–
“নয়নাভিরাম! এ শিশুর নাম রাখিনু ‘মোহাম্মদ’!”
চমকে উঠিল কোরেশির দল শুনি অভিনব নাম,
কহিল, ‘এ নাম আরবে আমরা প্রথম এ শুনিলাম।
বনি-হাশেমেরগোষ্ঠীতে হেন নাম কভু শুনি নাই,
গোষ্ঠী-ছাড়া এ নাম কেন তুমি রাখিলে, শুনিতে চাই!’
আঁখিজল মুছি চুমিয়া শিশুরে কহিলেন পিতামহ –
“এর প্রশংসা রণিয়া উঠুক এ বিশ্বে অহরহ,
তাই এরে কহি ‘মোহাম্মদ’ যে চির-প্রশংসমান,
জানি না এ নাম কেন এল মুখে সহসা মথিয়া প্রাণ।”
নাম শুনি কহে আমিনা –‘স্বপ্নে হেরিয়াছি কাল রাতে
‘আহ্‌মদ’ নাম রাখি যেন ওর!’ ‘জননী, ক্ষতি কি তাতে’
হাসিয়া কহিল পিতামহ, ‘এই যুগল নামের ফাঁদে,
বাঁধিয়া রাখিনু কুটিরে মোদের তোমার সোনার চাঁদে!’
একটি বোঁটায় ফুটিল গো যেন দুটি সে নামের ফুল,
একটি সে নদী মাঝে বয়ে যায়, দুইধারে দুই কূল!
পরভৃত
পালিত বলিয়া অপর পাখির নীড়ে
পিকের কণ্ঠে এত গান ফোটে কি রে?
মেঘ-শিশু ছাড়ি সাগর-মাতার নীড়
উড়ে যায় হায় দূর হিমাদ্রি-শির,
তাই কি সে নামি বর্ষাধারার রূপে
ফুলের ফসল ফলায় মাটির স্তূপে?
জননী গিরির কোল ফেলে নির্ঝর
পলাইয়া যায় দূর বন-প্রান্তর,
তাই কি সে শেষে হয়ে নদী স্রোতধারা –
শস্য ছড়ায়ে সিন্ধুতে হয় হারা?

বিহগ-জননী স্নেহের পক্ষপুটে
ধরিয়া রাখে না, যেতে দেয় নভে ছুটে
বিহগ-শিশুরে, মুক্ত-কণ্ঠে তাই
সে কি গাহে গান বিমানে সর্বদাই?
বেণু-বন কাটি লয়ে যায় শাখা গুণী,
তাই কি গো তাতে বাঁশরির ধ্বনি শুনি?

উদয়-অচল ধরিয়া রাখে না বলি
তরুণ অরুণ রবি হয়ে ওঠে জ্বলি!
আড়াল করিয়া রাখে না তামসী নিশা,
তাই মোরা পাই পূর্ণশশীর দিশা।
আকাশ-জননী শূন্য বলিয়া – তার
কোলে এত ভিড় গ্রহ চাঁদ তারকার।
তেমনই আমিনা-জননী শিশুরে লয়ে
‘হালিমা’রকোলে ছেড়ে ছিল নির্ভয়ে!
মা-র বুক ত্যজি আসিল ধাত্রীবুকে,
গিরি-শির ছাড়ি এল নদী গুহামুখে!
কেমনে নির্ঝর এল প্রান্তরে বহি
অভিনবতর সে কাহিনি এবে কহি।

আরবের যত ‘খাদানি’ ঘরে বহুকাল হতে ছিল রেওয়াজ
নবজাত শিশু পালন করিতে জননী সমাজে পাইত লাজ;
ধাত্রীর করে অর্পিত মাতা জনমিলে শিশু অমনি তায়,
মরু-পল্লিতে স্বগৃহে পালন করিত শিশুরে ধাত্রীমায়।
মরু প্রান্তর বাহি ধাত্রীরা ছুটিয়া আসিত প্রতি বছর,
ভাগ্যবান কে জনমিল শিশু বড়ো বড়ো ঘরে – নিতে খবর।
দূর মরুপারে নিজ পল্লিতে শিশুরে লইয়া তারে তথায়
করিত পালন সন্তানসম যত্নে – পুরস্কার-আশায়।
ঊর্ধ্বে উদার গগন বিথার নিম্নে মহান গিরি অটল,
পদতলে তার পার্বতী মেয়ে নির্ঝরিণীর শ্যামাঞ্চল।
সেই ঝরনার নুড়ি ও পাথরকুড়ায়ে কুড়ায়ে দুই সেই তীর
রচিয়াছে মরু-দগ্ধ আরবি শ্যামল পল্লি শান্ত নীড়।
সেথায় ছিল না নগরের কল-কোলাহল কালি ধূলি-স্তূপ,
ঝরনার জলে ধোয়া তনুখানি পল্লির চির-শ্যামলী রূপ।
সে আকাশতলে সেই প্রান্তরে – সেই ঝরনার পিইয়া জল,
লভিত শিশুরা অটুট স্বাস্থ্য, ঋজুদেহ, তাজা প্রাণ-চপল।
খেলা-সাথি ছিল মেষ-শিশু আর বেদুইন শিশু দুঃসাহস,
মরু-গিরি-দরি চপল শিশুর চরণের তলে ছিল গো বশ।
মরু-সিংহেরে করিত না ভয় এইসব শিশু তিরন্দাজ,
কেশর ধরিয়া পৃষ্ঠে চড়িয়া ছুটাত তাহারে মরুর মাঝ।

আরবি ঘোড়ায় হইয়া সওয়ার বল্লম লয়ে করিত রণ,
মাগিত সন্ধি খেজুর শাখার হাত উঠাইয়া মরু-কানন।
নাশপাতি সেব আনার বেদানা নজরানা দিত ফুল ফলের,
সোজা পিঠ কুঁজো করিয়াছে উট সালাম করিতে যেন তাদের!
‘লু’ হাওয়ায় ছুটে পালাত গো মরু ইহাদেরই ভয়ে দিক ছেয়ে,
রক্ত-বমন করিত অস্ত-সূর্য এরই তির খেয়ে!

আরবের যত গানের কবিরা‘কুলসুম’‘ইমরুল কায়েস’
এই বেদুইন-গোষ্ঠীতে তারা জন্মিয়াছিল এই সে দেশ!
গাহিত হেথাই আলোর পাখি ও গানের কবিতা যত সে গান,
নগরে কেবল ছিল বাণিজ্য, পল্লিতে ছিল ছড়ানো প্রাণ।
আরবের প্রাণ আরবের গান, ভাষা আর বাণী এই হেথাই,
বেদুইনদের সাথে মুসাফির বেশে ফিরিত গো সর্বদাই।
বাজাইয়া বেণু চরাইয়া মেষ উদাসী রাখাল গোঠে মাঠে,
আরবি ভাষারে লীলাসাথি করে রেখেছিল পল্লির বাটে...।

যে বছর হল মক্কা নগরে মোহাম্মদের অভ্যুদয়,
দুর্ভিক্ষের অনল সেদিন ছড়ায়ে আরব-জঠরময়।
ঊর্ধ্বে আকাশ অগ্নি-কটাহ, নিম্নে ক্ষুধার ঘোর অনল,
রৌদ্র শুষ্ক হইল নির্ঝর, তরুলতা শাখা ফুল-কমল।
মক্কা নগরে ছুটিয়া আসিল বেদুইন যত ক্ষুধা-আতুর,
ছাড়ি প্রান্তর, পল্লির বাট খর্জুর-বন দূর মরুর।
বেদুইনদের গোষ্ঠীর মাঝে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী ‘বনি সায়াদ’,
সেই গোষ্ঠীর ‘হালিমা’ জননী – দুর্ভিক্ষেতে গণি প্রমাদ
আসিল মক্কা, যদি পায় হতে কোনো সে শিশুর ধাত্রী-মা;
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, ‘আমিনা-কোল জুড়ি’ চাঁদ পূর্ণিমা,
কোনো সে ধাত্রী লয় নাই এই শিশুরে হেরিয়া পিতৃহীন –
ভাবিল – কে দেবে পুরস্কার এর পালিবে যে ওরে রাত্রিদিন?
শিশুরে হেরিয়া হালিমার চোখে অকারণে কেন ধরে না জল,
বক্ষ ভরিয়া এল স্নেহ-সুধা – শুষ্ক মরুতে বহিল ঢল।
আরবি ভাষার ধাত্রীমা ছিল এই সে গোষ্ঠী ‘বনি সায়াদ’,
এই গোষ্ঠীতে রাখিতে শিশুরে সব সে শরিফ করিত সাধ।
এই গোষ্ঠীর মাঝে থাকি শিশু লভিল ভাষার যে সম্পদ,
ভাবিত নিরক্ষর নবিঘরে সকলে‘আলেম’মোহাম্মদ।
শিশুরে লইয়া হালিমা জননী চলিল মরুর পল্লি দূর,
ছায়া করে চলে সাথে সাথে তার ঊর্ধ্বে আকাশে মেঘ মেদুর।
নতুন করিয়া আমিনা-জননী কাঁদিলেন হেরি শূন্য কোল,
অদূরে‘দলিজে’মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন-রোল!
পলাইয়া গেল চপল শশক-শিশু শুনি দূর ঝরনা-গান,
বনমৃগ-শিশু পলাল মা ছাড়ি শুনি বাঁশরির সুদূর তান।

বিশ্ব যাঁহার ঘর, সে কি রয় ঘরের কারায় বন্দি গো?
ঘর করে পর অপরের সাথে সেই বিবাগির সন্ধি গো!
শিশু-ফুল হরি নিল বনমালী ফুলশাখা হতে ভোরবেলায়,
লতা কাঁদে, ফুল হেসে বলে, 'আমি মালা হব মা গো গুণী-গলায়!'
আসিল হালিমা কুটিরে আপন সুদূর শ্যামল প্রান্তরে,
সাথে এল গান শুনাতে শুনাতে বুলবুল পথ-প্রান্তরে।
পাহাড়তলির শ্যাম প্রান্তর হল আরও আরও শ্যামায়মান,
ঊর্ধ্বে কাজল মেঘ-ঘন-ছায়া, সানুদেশে শ্যামা দোয়েল গান!

তরুণ অরুণ আসিল আকাশে ত্যজিয়া উদয়-গিরির কোল,
ওরে কবি, তোর কণ্ঠে ফুটুক নতুন দিনের নতুন বোল!
দ্বিতীয় সর্গ
শৈশবলীলা
খেলে গো
ফুল্লশিশু ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়
পড়ে গো
উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়।

সে বেড়ায়,   হীরক নড়ে,

আলো তার   ঠিকরে পড়ে!
ঘোরে সে
মুক্ত মাঠে পল্লিবাটে ধরার শশী,
সে বেড়ায় –
শুষ্ক মরুর শুক্লা তিথি চতুর্দশী।

অদূরে
স্তব্ধগিরি মৌনী অটল তপস্বী-প্রায়,
পায়ে তার
পুষ্প-তনু কন্যা যেন উপত্যকায়।

শিরে তার   উদার আকাশ,

ব্যজনী   দুলায় বাতাস।
বয়ে যায়
গন্ধ শিলায় ঝরনা নহর লহর লীলায়,
যেতে সে
খোশবুপানি ছিটায় কূলের ফুলমহলায়!
পাখি সব
শিস দিয়ে যায় কিশমিশেরই বল্লরিতে,

আকাশ আর
বনদেবীতে মন বিনিময় নীল হরিতে।
মাঝে তার
ফুল্লশিশু বেড়ায় খেলে ফুল-ভুলানো,
বুকে তার
সোনার তাবিজ নিখিল আলোক দোল-দোলানো।
কভু সে
দুম্বাচরায় সাধ করে হয় মেষের রাখাল,
কভু তার
দৃষ্টি হারায় দূর সাহারায়, যায় কেটেকাল।
অচপল
মৌনী পাহাড় মন হরে তার, রয় বসে সে,
খেলাতে
মন বসে না যায় হারিয়ে নিরুদ্দেশে।

অসীম এই বিশাল ভুবন

ওগো তার স্রষ্টা কেমন!
কে সে জন
করল সৃজন বিচিত্র এই চিত্রশালা?
মেষেরা
যায় হারিয়ে, মুগ্ধ শিশু রয় নিরালা।
কভু সে
বংশী বাজায়, উট-শিশুরা সঙ্গে নাচে,
ভুলে নাচ
বেড়ায় খুঁজে কে যেন তায় ডাকছে কাছে।
সহসা
আনমনা হয় সঙ্গীজনের সংগীতে সে,
চোখে তার
কার অপরূপ বেড়ায় রূপের ভঙ্গি ভেসে।
সাথি সব
ভয় পেয়ে যায় চক্ষুতে তার এ কোন জ্যোতি!
ও আঁখি
নীল সুঁদিফুল সুন্দরেরে দেয় আরতি।
ও যেন
নয় গো শিশু, পথভোলা এক ফেরেশতা কোন
ও যেন
আপন হওয়ার ছল করে যায়, নয়কো আপন।

হালিমা

ভয়-চকিতা রয় চেয়ে গো শিশুর পানে,
ও যেন
পূর্ণ জ্ঞানী, সকল কিছুর অর্থ জানে।
কে জানে
কাহার সাথে কয় সে কথা দূর নিরালায়,
কে জানে
কাহার খোঁজে যায় পালিয়ে বনের সীমায়।

কভু সে শিশুর মতো,

কভু সে ধেয়ান-রত।

একী গো
পাগল তবে, কিংবা ভূতে ধরল এরে,
এনে হায়
পরের ছেলে পড়ল কী কু-গ্রহের ফেরে!
স্বামী তার
বলল ভেবে, “শোন হালিমা, কাল সকালে
দিয়ে আয়
যাদের ছেলে তাদেরকাছে, নয় কপালে
আছে সে
বদনামি ঢের, নাই এ গ্রামে ভূতের ওঝা,
কাবাতে
‘লাত মানাতের’কৃপায় এ ভূত হবেই সোজা!”

হালিমা
অশ্রু মুছে মোহাম্মদে আনল আবার
হারানো
মাতৃক্রোড়ে, বললে, ‘লহো পুত্র সোনার!’

আমিনার
বক্ষ বেয়ে অশ্রু ঝরে আকুল স্নেহে,
ওরে মোর
সোনার দুলাল আজ ফিরেছে আঁধার গেহে!
এল আজ
মুত্তালিবের চোখের মণি, শান্তি শোকের,
এল আজ
সফর করে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের!
পারায়ে
কৃষ্ণা তিথি শুক্লা তিথির আসল অতিথ,

কত সে
দিনের পরে আঁধার ঘরে উঠল রে গীত!
প্রত্যাবর্তন
সেবার দূষিত ছিল বড়ো বায়ু মক্কাপুরীর,
নিশ্বাসে ছিল বিষের আমেজ হাওয়ায়সুরীর।
কহিলেন দাদা মুত্তালিব, 'গো হালিমা শুনো,
মরু-প্রান্তরে লয়ে যাও মোর চাঁদেরে পুন!
আবার যেদিন ডাকিব, আনিবে ফিরায়ে এরে,
মাঝে মাঝে এনে দেখাইয়া যেয়ো মোর চাঁদেরে!'
আমিনার চোখে ফুরাল শুক্ল চাঁদের তিথি,
আবার আসিল ভবনে অতীত-আঁধার ভীতি।
স্বপনে চলিয়া গেল যেন চাঁদ স্বপনে এসে,
দ্বিতীয়ার চাঁদ লুকাল আকাশে ক্ষণেক ভেসে।
অঙ্গ ভরিয়া অশ্রু-চুমায় চলিল ফিরে
সোনার শিশু গো – নীড় ত্যজি পুন অজানা তীরে।
হালিমার বুকে খুশি ধরে নাকো, নীলাঞ্চলে
হারানো মানিক পুন পেল তার ভাগ্যবলে!
চলে অলক্ষ্যে সাথে বেহেশ্‌ত-ফেরেশতারা!
মক্কার মণি পুন মরুপথে হইল হারা।
হালিমার দুই কন্যা 'আনিসা' 'হাফিজা' ছুটি
চুমিল খুশিতে মোহাম্মদের নয়ন দুটি!
'আবদুল্লাহ্' হালিমা-দুলাল মানের ভরে
রহিল দাঁড়ায়ে অদূরে, নয়নে সলিল ঝরে।
সে যখন ছিল ঘুমায়ে, তাহার জননী কখন
নিয়ে গেল কোথা মোহাম্মদেরে ; ভাঙিতে স্বপন
খুঁজিল কত না সাথিরে তাহার কানন গিরি!
রোদন করুণ প্রতিধ্বনিতে এসেছে ফিরি!
শয়নে স্বপনে ওই মুখ তার স্মৃতির মাঝে
উঠিয়াছে ভাসি, হেরেছে তাহারে সকল কাজে।
নড়িয়া উঠেছে খেজুরের পাতা বাতাসে যবে
সে ভেবেছে তারে ডাকিতেছে সাথী নূপুর-রবে।
শিস দিত যবে বুলবুলি বসি আনার-শাখে,
মনে হত তার, বন্ধু বংশী বাজায়ে ডাকে।
দুম্বা মেষের শিশুরা করুণ নয়ন তুলি
চাহিয়া থাকিত, খুঁজিত কাহারে সকল ভুলি।
মেষ-চারণের মাঠে তরুতলে বসিয়া একা
পাঠায়েছে তার হারানো সখারে সলিল-লেখা।
ফিরিয়া আসিল লুকোচুরি খেলে যদি সে চপল,
ওর সাথে আড়ি – বল মায়ে ওরে নিয়ে যেতে বল।
হালিমার স্বামী হারিস শিশুরে লইল কাড়ি,

আনন্দ তার পুনরায় যেন ফিরিল বাড়ি।
মোহাম্মদ সে আবদুল্লার কণ্ঠ ধরি
বলে, 'আমি কত কেঁদেছি দোস্ত তোমারে স্মরি।'
ছুটিল আবার দুটিতে পাহাড়ি চারণ-মাঠে,
বংশী বাজায়ে দুম্বা চরায়ে সময় কাটে!
রাখালের রাজা আসিল ফিরিয়া রাখাল-দলে,
আবার লহর-লীলায় পাহাড়ি নহর চলে।
'শাককুস সাদর'
হৃদয়-উন্মোচন
এমনি করিয়া চরাইয়া মেষ, বংশী বাজায়ে গাহিয়া গান,
খেলে শিশু নবি রাখালের রাজা মরুর সচল মরূদ্যান।
চন্দ্র তারার ঝাড় লণ্ঠন ঝুলানো গগন চাঁদোয়া-তল,
নিম্নে তাহার ধরণির চাঁদ খেলিয়া বেড়ায় চল-চপল।
ঘন কুঞ্চিত কালো কেশদাম কলঙ্ক শুধু এই চাঁদের,
ঘুমালে এ চাঁদ কৃষ্ণা তিথি গো, জাগিলে শুক্লা তিথি গো ফের।
চাঁদ কি আকাশে বংশী বাজায়, গ্রহ তারকারা শুনি সে রব
চরিয়া বেড়ায় মুক্ত আকাশে মেষ বৃষ রাশি রূপে গো সব?
খেলিতে খেলিতে আনমনা চাঁদ হারাইয়া যায় দূর মেঘে
অন্ধকারের অঞ্চলতলে, আনমনে পুন ওঠে জেগে।
খেলিতে খেলিতে সেদিন কোথায় হারাল বালক মোহাম্মদ
খুঁজিয়া বেড়ায় খেলার সাথিরা প্রান্তর বন গিরি ও নদ।
কোথাও সে নাই! খুঁজি সব ঠাঁই ফিরিয়া আসিল বালক দল,
হালিমারে বলে, 'আমাদের রাজা হারাইয়া গেছে, দেখিবি চল!'
কাঁদিয়া ছুটিল হালিমা, খুঁজিল প্রান্তর গিরি মরু কানন,
রবিরে হারায়ে নিশীথিনী মাতা এমনই করিয়া খোঁজে গগন!
এমনই করিয়া সিন্ধু-জননী হারামণি তার খুঁজিয়া যায় –
কোটি তরঙ্গে ভাঙিয়া পড়িয়া ধূলির ধরায় বালুবেলায়।
কত নাম ধরেডাকিল হালিমা, 'ওরে জাদুমণি, সোনা মানিক!
ফিরে আয়, আয়, ও চাঁদ-মুখের হাসিতে আবার প্লাবিয়া দিক।
পেটে ধরি নাই, ধরেছি তো বুকে, চোখে ধরা মোর মণি যে তুই
মোর বনভূমে আসিসনি ফুল, এসেছিলি পাখি এ বনভুঁই!'
সহসা অদূরে চিরচেনা স্বরে শুনিরে ও কার মধুর ডাক,
ওকে ও মধুচ্ছন্দা গায়ন-কণ্ঠে উহার ওকী ও বাক?
ও যেন শান্ত মরু-তপস্বী, ধেয়ানে উঠিছে কণ্ঠে শ্লোক,
শিশু-ভাস্কর – উহারই আশায় জাগিয়া উঠিছে সর্বলোক।
হালিমা বক্ষে জড়ায়ে ধরিতে ভাঙিল যেন গো চমক তার,
যেন অনন্ত জিজ্ঞাসা লয়ে খুলিল কমল-আঁখি বিথার।
'একী এ কোথায় আসিয়াছি আমি' – জিজ্ঞাসে শিশু সবিস্ময়,
চুম্বিয়া মুখ হালিমা জননী, 'তোর মার বুকে' কাঁদিয়া কয়।
'ওরে ও পাগল, কী স্বপন-ঘোরে ছিলি নিমগ্ন বল রে বল।

ওরে পথভোলা, কোন বেহেশ্‌ত-পথ ভুলে এলি করিয়া ছল?
দেহ লয়ে আমি খুঁজেছি ধরণি, মনে খুঁজিয়াছি শত সে লোক,
এমনই করিয়া, পলাতকা ওরে, এড়াতে হয় কি মায়ের চোখ?'
এবার বালক মায়ের কণ্ঠজড়াইয়া বলে, 'জননী গো,
কী জানি কে যেন নিতি মোরে ডাকে যেন সোনার মায়ামৃগ!
আজও সে ডাকিতে এড়ায়ে সবারে এসেছিনু ছুটি এ-মরুপথ,
ছুটিতে ছুটিতে হারাইনু দিশা, ভুলিনু আমারে, মোর জগৎ।
এই তরুতলে আসিতে আমার নয়ন ছাইয়া আসিল ঘুম,
হেরিনু স্বপনে – কে যেন আসিয়া নয়নে আমার বুলায় চুম।
আলোর অঙ্গ, আলোকের পাখা, জ্যোতির্দীপ্ত তনু তাহার,
কহিল সে, 'আমি খুলিতে এসেছি তোমার হৃদয়-স্বর্গদ্বার।
খোদার হাবিব – জ্যোতির অংশ ধরার ধূলির পাপ-ছোঁয়ায়
হয়েছ মলিন, খোদার আদেশে শুচি করে যাব পুন তোমায়।
ঐশী বাণীর আমিই বাহক,আমি ফেরেশতা জিব্রাইল,
বেহেশ্‌ত হতে আনিয়ছি পানি, ধুয়ে যাব তনু মন ও দিল্‌!'
এই বলি মোরে কহিল সালাম, সঙ্গিনী তার হুরির দল
গাহিতে লাগিল অপরূপ গান, ছিটাইল শিরে সুরভি জল।
তারপর মোরে শোয়াইল ক্রোড়ে, বক্ষ চিরিয়া মোর হৃদয়
করিল বাহির! হল না আমার কোনো যন্ত্রণা কোনো সে ভয়!
বাহির করিয়া হৃদয় আমার রাখিল সোনার রেকাবিতে,
ফেলে দিল, ছিল যে কালো রক্ত হৃদয়ে [জমাট] মোর চিতে।
ধুইল হৃদয় পবিত্র'আব-জমজম'দিয়েজিব্রাইল,
বলিল, 'আবার হল পবিত্র জ্যোতির্মহান তোমার দিল্‌।
এই মায়াবিনী ধরার স্পর্শে লেগে ছিল যাহা গ্লানি-কলুষ
যে কলুষ লেগে ধরার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না এই মানুষ,
পূত জমজম-পানি দিয়া তাহা ধুইয়া গেলাম – তাঁর আদেশ,
তুমি বেহেশতি, তোমাতে ধরার রহিল না আর ম্লানিমা-লেশ!'
সেলাই করিয়া দিল পুন মোর বক্ষে রাখিয়া ধৌত দিল্‌,
সালাম করিয়া ঊর্ধ্বে বিলীন হইল আলোক-জিব্রাইল!'
বুঝিতে পারে না অর্থ ইহার – হালিমা কাঁদিয়া বুক ভাসায়,
বলে 'কত শত জিন পরি আছে ওই পর্বতে ওই গুহায়,
আর তোরে আমি আসিতে দিব না মেষ-চারণের এই মাঠে
কোনদিন তোরে ভুলাইয়া তারা লয়ে যাবে দূর মরু-বাটে।'
ছুটিয়া আসিল পড়শি আবালবৃদ্ধবনিতা ছেলেমেয়ে,
বলে, 'আসেবের'আসর হয়েছে উহার উপরে, দেখ চেয়ে!
অমন সোনার ছেলে, ওকি আর মানুষ, ও যে গো পথভোলা
কোকাফ্‌মুলুকপরিস্থানের পরিজাদা কোনো রূপওলা!'
বিস্ময়াকুল নয়নে চাহিয়া খানিক কহিল মোহাম্মদ হাসি,
'আম্মা গো ওরা কী বলিছে সব? আমি যে তোরেই ভালোবাসি!
তুমি আম্মা ও আমি আহ্‌মদ, পায়নি তো মোরে জিন পরি,

এসেছিল সেতো জিব্রাইল সে ফেরেশতা! মাগো, হেসে মরি!
এই তো তোমার কোলে আছি বসে, দিওয়ানা কি আমি? তুই মা বল!
আমারে পায়নি পরিতে, ওদেরে পাইয়াছে ভূতে তাই এ ছল!’
হালিমা জড়ায়ে বক্ষে বালকে বলে, ‘বাবা তুমি বলেছ ঠিক!’
মনের শঙ্কা যায় নাকো তবু, বাহিরে দস্যু ঘরে মানিক।
মনে পরে তার, সেদিনও ইহার জননী আমিনা এই কথাই
বলেছিল, ‘কই খোকার আমার কোথাও তেমন আভাসও নাই!
দেখিছ না ওর চোখ মুখ কত তেজ-প্রদীপ্ত, তাই লোকে
যা-তা বলে! আমি মানি না এসব, যদি দেখি ইহা নিজ চোখে!’
জননীর মন অন্তর্যামী, সে তো করিবে না কখনও ভুল,
দেখেনি তো এরা দুনিয়ায় কভু ফুটিবে এমন বেহেশ্‌ত-গুল!
বারে বারে চায় বালকের চোখে – ও যেন অতল সাগরজল,
কত সে রত্ন মণিমাণিক্য পাওয়া যায় যেন খুঁজিলে তল।
বক্ষে চাপিয়া চুমিয়া ললাট বলে, ‘যদি হস বাদশা তুই
মনে পড়িবে এ হালিমা মায়েরে? পড়িবে মনে এ পল্লি ভুঁই?’
‘মা গো মনে রবে।’ হাসিয়া বালক কহিল কণ্ঠে জড়ায়ে মা-র ;
ভবিষ্যতের দফতরে লেখা রহিল সে কথা, ও বাণী যেন গো খোদ খোদার!
সর্বহারা
সকলের তরে এসেছে যে-জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাঁই নাই ঘরে।
নিখিল ব্যথিত জনের বেদনা বুঝিবে সে,
তাই তারে লীলা-রসিক পাঠাল দীন বেশে!
আশ্রয়হারা সম্বলহীন জনগণে –
সে দেখিবে চির-আপন করিয়া কায়মনে –
বেদনার পর বেদনা হানিয়া তাই তারে
ভিখারি সাজায়ে পাঠাল বিশ্ব-দরবারে!
আসিল আকুল অন্ধকারের বুকে হেথাই।
আলোর স্বপন হেরিবে, আলোর দিশারি, তাই
নিখিল পিতৃহীনের বেদনা নিজ করে
মুছাবে বলিয়া – নিখিলের পিতা ধরা পরে
পাঠাইল তার বন্ধুরে করি পিতৃহীন,
দীনের বন্ধু আসিল সাজিয়া দীনাতিদীন।
পিতৃহীন সে শিশু পুনরায় মাতারে তার
হারাইল আজ! শোক-নদী হল শোক পাথার!

* * *

হালিমার কোলে গত হয়ে গেল পাঁচ বছর
শশীকলা সম বাড়িতে লাগিল শশী-সোদর।
সহসা সেদিন শ্যাম প্রান্তরে নিষ্পলক
চাহিয়া অদূরে কী মেঘের ছায়া হেরি বালক

উতলা হইল ফিরিবার লাগি জননী-ক্রোড় ;
গগন বিহারী বিহগের চোখে নীড়ের ঘোর!
কত গ্রহ তারা কত মেঘ ডাকে নীলাকাশে,
বিহরি খানিক চপল বিহগ ফিরে আসে
আপনার নীড়ে! ভুলিতে পারে না মা-র পাখা,
আকাশের চেয়ে তপ্ততর সে স্নেহমাখা!...
কাঁদিতে লাগিল মরুপল্লির মাঠ ও বাট,
ভাঙিয়া গেল গো খেজুর বনের রাখালি নাট।
পাহাড়তলিতে দুম্বা শিশুরা চাহিয়া রয়,
তাহাদের চোখে আজ পাহাড়ের ঝরনা বয়।
হলিমার ঘরে আলো নিভে গেল দমকা বায়,
পুত্র কন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্ছা যায়।
তবু তারে ছেড়ে দিতে হল! ভাঙি মেঘের বাঁধ
পলাইয়া গেল রাঙা পঞ্চমী তিথির চাঁদ!
আমিনার কোলে ফিরে এল আমিনার রতন
বৃদ্ধ মুত্তালিবের যষ্ঠি – যখের ধন!
স্কন্ধে তুলিয়া বালকে বৃদ্ধ এল কাবায়,
বেদিতে রাখিয়া বালকে খোদার আশিস চায়।
সাতবার তারে করাইল কাবা প্রদক্ষিণ
প্রার্থনা করে, ‘রক্ষ পিতা এ পিতৃহীন!’
আমিনা সাদরে হালিমায় কয়, ‘কী দিব ধন
আমার রতনে করিয়াছ কত শত যতন,
মনের মতন দিব যে অর্থ নাহি উপায়,
তবু বলো মোর যা আছে ঢালিব তোমার পায়।
আমি ধরেছিনু গর্ভে – তুমি যে ধরি বুকে
করেছ পালন – মোরা সহোদরা সেই সুখে।’
হালিমার চোখে বয়ে যায় জমজম পানি,–
মোহাম্মদেরে ধরে কাঁদে নাহি সরে বাণী।
কাঁদিয়া কহিল মোহাম্মদেরে, ‘জাদু আমার,
তুই দে আমায় আমার প্রাপ্য পুরস্কার!
আমিনা-বহিন জানে না তো তোরে কেমন সে
রাখিয়াছি বুকে দুখ দিয়ে না সে ভালোবেসে!’
ছুটিয়া আসিল বালক ফেলিয়া মায়ের কোল,
কণ্ঠ জড়ায়ে হালিমারে বলে মধুর বোল।
চুমু দিয়ে কয়, ‘মা গো, এই লহ পুরস্কার।’
হালিম মুছিয়া আঁখি, কয়, ‘কিছু চাহি না আর!
সব পাইয়াছি আমিনা, ইহার অধিক বোন,
পারিবে আমারে দিতে জহরত মানিক কোন।’
জননীর কোল জুড়াল আবার নব সুখে,
চোখের অশ্রু শিশু হয়ে আজ দুলে বুকে!...

পুন রবিয়ল আউওল চাঁদ এল ফিরে,
এবার চাঁদের ললাট আসিল মেঘে ঘিরে।
কনক-কান্তি বালক খেলায় আঙিনায়,
আমিনার মনে স্বামী-স্মৃতি নিতি কাঁদিয়া যায়।
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিল সেই সে চান্দ্র মাস
আবদুল্লাহ গেল পরবাসে ফেলিয়া শ্বাস,
আর ফিরিল না – মদিনায় নিল চিরবিরাম!
আমিনার চোখে‘সোবেহ্‌সাদেক’হইল‘শাম’!
মদিনার মাটি লুকায়ে রেখেছে স্বামীরে তার,
যাবে সে খুঁজিতে যদি বা চকিতে পায়‘দিদার’।
যে কবরতলে আছে সে লুকায়ে, সেই কবর
জিয়ারতকরি পুছিবে স্বামীরে তার খবর।
মৃত্যু-নদীর উজান ঠেলিয়া কেহ কি আর
ফিরিতে পারে না ওপার হইতে পুনর্বার?
দেখিবে ডুবিয়া – নাই যদি ফিরে, ভয় কী তায়?
হয়তো একূলে হারায়ে ওকূলে প্রিয়রে পায়!
আহ্‌মদে লয়ে আমিনা-মা চলে মদিনাধাম,
জানে না, সে চলে লভিতে স্বামীর সাথে বিরাম।
জানে না সে চলে জীবনপথের শেষ সীমায়,
ওপার হইতে চিরসাথি তারে ডাকিছে ‘আয়!’
কত শত পথ-মঞ্জিল মরু পারায়ে সে
দাঁড়াল স্বামীর গোরের শিয়রে আজ এসে!
বুঝিতে পারে না বালক, কেন যে জননী হায়
কবর ধরিয়া লুটায় আহত কপোতী প্রায়!
বালকে বক্ষে জড়াইয়া বলে, ‘ওঠো স্বামী,
তোমার অ-দেখা মানিকে এনেছি দিতে আমি!’
মা-র দেখাদেখি কাঁদিল বালক, চুমিল গোর,
বলে – ‘মা গো তোর চেয়ে ছিল ভালো পিতা কি মোর?
তোমার মতন ভালোবাসিত সে? তবে কেন
না ধরিয়া কোলে মাটিতে লুকায়ে রয় হেন?’
কী বলিবে মাতা! ক্রন্দনরত বালকে তার
বক্ষে ধরিয়া চুম্বে কবর বারংবার!
মাখিয়া স্বামীর কবরের ধূলি সকল গায়
মক্কার পথে আবার আমিনা ফিরিয়া যায়।
ফিরে যেতে মন সরে না ছাড়িয়া গোরস্থান,
তবু যেতে হবে – এ বালক এ যে স্বামীর দান!
মরুপথে বাজে উটচালকের বংশী সুর,
মনে হয় যেন সেই ডাকে তারে ব্যথা-বিধুর!
মনে মনে বলে – ‘অন্তর্যামী! শুনেছি ডাক,
তুমি ডাকিয়াছ – ছিঁড়ে যাব বন্ধন বেবাক।’

কিছুদূর আসি পথমঞ্জিলে আমিনা কয় –
‘বুকে বড়ো ব্যথা, আহ্‌মদ, বুঝি হল সময়
তোরে একলাটি ফেলিয়া যাবার! চাঁদ আমার,
কাঁদিসনে তুই, রহিল যেরহমতখোদার!’
বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়ি ঢলি,
ফিরদৌসেরপথে মা আমিনা গেল চলি’!
বজ্র-আহত গিরি-চূড়া সম কাঁপি খানিক
মা-র মুখে চাহি রহিল বালক নির্নিমিখ!
পূর্ণিমা চাঁদে গ্রাসে রাহু এই জানে লোকে,
গরাসিল রাহু আজ ষষ্ঠীর চন্দ্রকে!

* * *

বাজ-পড়া তালতরুসম একা বৃন্তহীন
দাঁড়ায়ে বৃদ্ধ মুত্তালিব
আকাশ-ললাটে ললাট রাখিয়া নিশি ও দিন
দেখায় তাহার বদ-নসিব।
আবদুল্লাহ্‌ গিয়াছিল, আমিনা আজ
মোহাম্মদেরে দিয়া জামিন!
দরদ-মুলুকে বাদশাহ শিরে বেদনা আজ
উন্নত শির বীর প্রাচীন,
ফরিয়াদ করে আকাশে তুলিয়া নাঙ্গা শির,
‘ওরে বালক কেন এলি হেথায়,
নাহি পল্লব-ছায়া পোড়া তরু মরুর তার
কী দিয়া আতপ নিবারি হায়!
খাক হয়ে গেছে মরু-উদ্যান, বালুর উপরে বালুর স্তূপ
রচেছে সেখানে কবর গাহ্‌
গুল নাই, কেন পোড়াইতে পাখা এলি মধুপ,
শোকপুরী – আমি শাহানশাহ!
নাহি পল্লব-শাখা নাই একা তালতরু,
উড়ে এলি সেথা বুলবুলি!
ঊর্ধ্বে তপ্ত আকাশ নিম্নে খর মরু
‘বিয়াবানে’এলি গুল ভুলি।’
যত কাঁদে তত বুকে বাঁধে আরও, কে রে কপট
মায়াবী খেলিছে খেলা এমন,
প্রাচীন বটের সারা তনু ঘিরি, জটিল জট
আঁকড়িয়া আছে পোড়া কানন।
ব্যাধ-ভয়াতুর শিশু-পাখিসম তবু বালক
জড়াইয়া পিতামহেরে তার,
জননীর চলে-যাওয়া পথে চাহে নিষ্পলক
ডাগর নয়ন ব্যথা বিথার।

যে ডাল ধরে সে সেই ডাল ভাঙে, অ-সহায়
তবু আর ডাল ধরে আবার,
তৃণটিও ধরে আঁকড়ি স্রোতে যে ভাসিয়া যায়
আশা মনে – যদি পায় কিনার।
শোকে ঘুণধরা জীর্ণ সে শাখা, তাই ধরি
রহিল বালক প্রাণপণে,
জানে না, এ ডালও ভাঙিয়া পড়িবে শিরোপরি
আবার ঘোর প্রভঞ্জনে।
পাখা মেলে এল শোকের বিপুল ‘সি-মোরগ’
কালো হল ধরা সেই ছায়ায়,
দু-বছর পরে – পিতামহ চলি গেল স্বরগ
ছিঁড়ি বন্ধন মোহমায়ায়।
ওড়ে কালো মেঘ মক্কার শিরে শকুনিপ্রায়
ছিন্ন জটায়ু-পাখা যেন,
আট বছরের বালকের বাহু শক্তি তায়
বাঁধিয়া রাখিবে নাই হেন।
আরবের বীর মক্কার শির মুত্তালিব
কোরায়শি সর্দার মহান,
আখেরি নবির না-আসা বাণীর দূত নকিব
করিল গো আজ মহাপ্রয়াণ।
মুকুটবিহীন মক্কার বাদশাহ আজি
ফেলে গেল ধূলি সিংহাসন,
মক্কার ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন আজি,
মাতমকরিছে শত্রুগণ।
ডাকিয়া পুত্র আবুতালেবেরে মুত্তালিব
দিয়াছিল সঁপি আহমদে,
জ্যেষ্ঠতাতের কোলে এল সব-হারা ‘হাবিব’,
দিঘির কমল এল নদে।
মূলহারা ফুল স্রোতে ভেসে যায় নির্বিকার
নাহি আর সুখ-দুঃখ লেশ,
শুধু জানে তারে ভাসিতে হইবে বারংবার
এমনই অকূলে নিরুদ্দেশ!
রহস্য-লীলারসিক খোদার অন্ত নাই,
কী জানি সাধিতে কোন সে কাজ
বন্ধুরে বন্ধুর পথে – বেদনা নাই
ফুলেরে ফোটায় কাঁটার মাঝ।
নির্বেদ সে কি, নাহি গো দুঃখ ব্যথা কি তার?
সৃষ্টি কি তার শুধু খেয়াল?
শুধু ভাঙাগড়া পুতুলখেলা কি নির্বিকার
খেলে মহাশিশু চির সে কাল?

জগতেরে আলো দানিবে যে – কেন অন্ধকার
তার চারপাশে ঘিরিয়া রয়?
সব শোকে দিবে শান্তি যে – শৈশব তাহার
কেন এত শোক দুঃখময়?
কেহ তা জানে না, জানিবে না কেহ, সদুত্তর
পাইবে না কেহ কোনো সেদিন,
শুধু রহস্য, জিজ্ঞাসা শুধু, চির-আড়াল
বিস্ময় আদি অন্তহীন!
মাতৃগর্ভে শিশু যবে হল পিতৃহীন,
পাইল না কভু পিতৃক্রোড়,
ষষ্ঠবরষে হারাল মাতায়, স্নেহ-বিহীন
জীবনে কেবলই ঘাত কঠোর!
পুন অষ্ঠম বরষে হারাল পিতামহে
সবহারা শিশু নিরাশ্রয়
পড়িল অকূল তরঙ্গাকুল ব্যথা-দহে,
দশদিশি যেন মৃত্যুময়!
খেলে যে বেড়াবে ধুলা-কাদা লয়ে স্নেহনীড়ে,
ব্যথার উপরে পেয়ে ব্যথা
বালক-বয়সে হল সে ধেয়ানি মরুতীরে –
অতল অসীম নীরবতা
ছাইল আজিকে জীবন তাহার, একা বসি
ভাবে, এ জীবন মৃত্যু হায়
কেন অকারণ? কেন কেঁদে ফেরে ক্রন্দসী
এই আনন্দময় ধরায়?
পলাতক শিশু ঘরে নাহি রয়, নিষ্কারণ
ঘুরিয়া বেড়ায় পথে পথে
খুঁজিয়া বেড়ায় মরু-কান্তার খেজুর বন
অন্ধগুহায় পর্বতে,
সকল দিশার দিশারির দেখা পাবে বুঝি,
হবে সমাধান সমস্যার,
'আব-হায়াতের'মৃত্যু-অমৃত পাবে খুঁজি –
খুঁজে পায়নি যা সেকান্দার।
এমনই করিয়া বেদনার পরে পেয়ে বেদন
অল্প বয়সে শেষ নবি
ভাবে তারই কথা এই রহস্য যার সৃজন
আঁধার যাহার – যার রবি!

তৃতীয় সর্গ

কৈশোর

বিশ্ব-মনের সোনার স্বপনে কিশোর তনু বেড়ায় ওই
তন্দ্রা ঘোরে অন্ধ আঁখি নিখিল খোঁজে কই সে কই।

বাজিয়ে বাঁশি চড়ায় উট,
নিরুদ্দেশে দেয় সে ছুট,
‘হেরার’গুহায় লুকিয়ে ভাবে – এ আমি তো আমি নই!
অতল জলে বিম্বসম ফুটেই কেন বিলীন হই।
রূপ ধরে ওই বেড়ায় খেলে দাহন-বিহীন অগ্নিশিখ
পথিক ভোলে পথ-চলা তার, দাঁড়িয়ে দেখে নির্নিমিখ।
সাগর অতল ডাগর চোখ
ভোলায় আকাশ অলখ লোক,
যায় যে পথে – ফিনকি রূপের ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌বিদিক,
আরব-সাগর-মন্থন-ধন আরব দুলাল নীল মানিক।
পালিয়ে বেড়ায় পলাতকা রাখতে নারে আপন জন,
কারুর পানে চায় না ফিরে কে জানে তার কোথায় মন।
আদর করে সবাই চায়,
সে চলে যায় চপল পায়,
কে যেন তার বন্ধু আছে ডাকছে তারে অনুক্ষণ,
তার সে ডাকের ইঙ্গিত ওই সাগর মরু পাহাড় বন।
মক্কাপুরীর রত্নমালায় মধ্যমণি এই কিশোর,
পিক পাপিয়া অনেক আছে –দূরবিহারী এ চকোর।
কী মায়া যে এ জানে,
অজানিতে মন টানে,
সবার চোখে নিথর নিশা, উহার চোখে প্রভাত ঘোর।
ফটিক জলের ঊষর দেশে সে এসেছে বাদল-মৌর।
এমনি করে দ্বাদশ বরষ একার জীবন যায় কাটি,
আবুতালেববলল, “এবার করব সোনা এই মাটি!
আহ্‌মদ তোর দৌলতে!
এবার যাব দূর পথে
বাণিজ্যে‘শাম’‘মোকাদ্দসে’, তুই যেন বাপ রোস খাঁটি,
দেখিস তুই এ তোর পিতাম-পিতার পূত এই ঘাঁটি।”
‘চাচা, তোমার সঙ্গে যাব’, বলল কিশোর শেষ নবি,
চক্ষে তাহার উঠল জ্বলে ভবিষ্যতের কোন ছবি।
কে যেন দূর পথের পার
ডাকছে তারে বারংবার,
সন্ধানে তার পার হবে সে এই সাহারা এই গোবি,
আকাশ তারে ডাক দিয়েছে আর কি বাঁধা রয় রবি?
বুঝায় যত আবুতালেব, “মানিক, সে যে অনেক দূর!
দজলাফোরাতপার হতে হয়, লঙ্ঘিতে হয় পাহাড়তূর।
মরুর ভীষন ‘লু’ হাওয়া,
যায় না সেথা জল পাওয়া,
কত সে পথ যাব মোরা, ঘুরতে হবে অনেক ঘুর!”
কিশোর চোখে ভেসে ওঠে কোকাফমুলুকপরির পুর।

লঙ্ঘি সবার নিষেধ-বাধা চাচার সাথে কিশোর যায়
বাণিজ্যে দূর দেশে প্রথম উটের পিঠে – মরুর নায়।
দেখবি রে আয় বিশ্বজন,
রত্ন খোঁজে যায় রতন!
ধুলায় করে সোনামানিক যেজন ঈষৎ পা-র ছোঁয়ায়,
আনতে সোনা সে যায় রে ওই সোনার রেণু ছিটিয়ে পায়!
দেখবি কে আয়, দরিয়া চলেনহরথেকে আনতে জল,
আনতে পাথর চলল পাহাড় ঝরনা-পথে সচঞ্চল।
ফুলের খোঁজে কানন যায়,
নতুন খেলা দেখবি আয়!
বেহেশ্‌ত-দ্বারীরেজওয়ানচায় কোথায় পাবে মিষ্ট ফল!
সূর্য চলে আলোর খোঁজে, মানিক খোঁজে সাগর-তল!
দেখবি কে আয়, আজ আমাদের নওল কিশোর সওদাগর
শুক্লা দ্বাদশ তিথির চাঁদের কিরণ ঝলে মুখের পর
আয় মহাজন ভাগ্যবান,
এই সদাগর এই দোকান
আর পাবিনে, আর পাবিনে এমন বিকিকিনির দর!
আয়গুনাগার, এবার সেরা সওদাগরের চরণ ধর!
আয় গুনাগার, লাভ লোকসান খতিয়ে নে তোর এই বেলা,
আসবে না আর এমন বণিক, বসবে না আর এই মেলা!
ফিরদৌসের এই বণিক
মাটির দরে দেয় মানিক!
জহর নিয়ে জহরত দেয়, নও-বণিকের নও-খেলা।
আয় গুনাগার, ক্ষতির হিসাব চুকিয়ে নে তোর এই বেলা।
গুনাগারীর জীবন-খাতায় শূন্য যাদের লাভের ঘর,
এই বেলা আয় – ভুলিয়ে নে সব, কিশোর বয়েস সওদাগর।
আন রে জাহাজ, আন রে উট,
বিশ্ব হাতে আজ মানিক লুট!
অর্থ খুঁজে ব্যর্থ যে জন, এর কাছে খোঁজ তার খবর।
শূন্য ঝুলি দেউলিয়া আয়, পুণ্যে ঝুলি বোঝাই কর!
আপনপ্রেয় শ্রেয় যা সব মৃত্যুরে তা দান করে
অপরিমাণ জীবন-পুঁজি সে এনেছে অন্তরে,
তাই দিবে সে বিলিয়ে আজ
সকলজনে বিশ্বমাঝ!
আয় দেনাদার, বিনা সুদে ঋণ দেবে এ প্রাণ ভরে,
ঋণ-দায়ে যে পালিয়ে বেড়ায়, শোধ দেবে এ, আন ধরে!...
পক্ষিরাজে পাল্লা দিয়ে মরুর পথে ছুটছে উট
চরণ তার আজ বারণ-হারা, রুখতে নারে বলগা-মুঠ।
পৃষ্ঠে তাহার এ কোনজন,
চলতে শুধু চায় চরণ

‘হজজ্’‘রমল্’ছন্দ-দোলে দুলিয়ে তনু সে দেয় ছুট।
উট নয় সে, ফিরদৌসেরবোররাক – নয় নয় এ ঝুট!
চলতে পথে মনে ভাবে যতেক আরব বণিক দল –
ঊষর মরুর ধূসর রোদেও কেমনে তনু রয় শীতল!
মেঘ চাইতে পায় পানি,
এ কোন মায়ার আমদানি!
খুঁড়তে মরু ঠাণ্ডা পানি উথলে আসে অনর্গল।
উড়ছে সাথে সফেদ কপোত ঝাঁক বেঁধে ওই গগনতল।
বুঝতে নারে, ভাবে এসব খোদার খেলা, নাই মানে!
মরুর রবি নিষ্প্রভ কি হল এবার, কে জানে!
ছিটায় না সে আগুন-খই,
সে ‘লু’ হাওয়ায় ঘূর্ণি কই,
থাকত না তো এমন ডাঁসা আঙুর মরুর উদ্যানে।
জাদুকরের জাদু এসব – মরুর পথে সবখানে।
পৌঁছাল শেষ দূরবোসরায়তালিব, আরব সওদাগর
নগরবাসী আসল ছুটে, দেখবে জিনিস নতুনতর।
বণিকদলে ও কোনজন –
চক্ষে নিবিড় নীলাঞ্জন,
এই বয়সে কে এল ওই শূন্য করে কোন সে ঘর!
কার আঁচলের মানিক লুটায় মরুর ধুলায় পথের পর।
অপরূপ এক রূপের কিশোর এসেছে ‘শাম’, উঠল রোল,
মুখর যেমন হয় গো বিহগ আসলে রবি গগন-কোল।
পালিয়ে হুরিস্থান সুদূর
এসেছে এ কিশোর হুর,
নওরোজের আজ বসল মেলা, রূপের বাজার ডামাডোল!
আকাশ জুড়ে সজল মেঘের কাজল নিশান দেয় গো দোল।
রূপ দেখেছে অনেক তারা, এ রূপ যেন অলৌকিক,
এ রূপ-মায়া ঘনিয়ে আসে নয়ন ছেড়ে মনের দিক!
আসল পুরোহিতের দল,
দৃষ্টি তাদের অচঞ্চল
‘মোহন’ ধ্যানে দেখলে যারে, রূপ ধরে কি সেই মানিক
আসল মানব-ত্রাণের তরে কিশোর ছেলে এই বণিক?
কবুতরায় কূজনগীতি গাইছে কবুতরের ঝাঁক,
দুম্বা-শিশু মা ভুলে তার উহার মুখে চায় অ-বাক।
গগন-বিথার কাজল মেঘ,
ফুল-ফোটানো পবন-বেগ,
মনের বনেশহদঝরে আপনি ফেটে মধুর চাক,
মুঞ্জরিল পুষ্পে পাতায় মলিন লতা তরুর শাখ।
সেথায় ছিলইশাই-পুরুত‘বোহায়রা’নাম, ধ্যান-মগন,
ইশাই-দেউল মাঝে বসে উথলে ওঠে নয়ন মন!

বসল ধ্যানে পুনর্বার,
আগমনি আজকে কার।
দেখলে ধ্যানে – সকল নবি ঈশা, মুসা, দাউদ, যন,
আসার খবর কইল যাহার আজ এসেছে সেই রতন!
দেখল – তারে বিলিয়ে ছায়া কাজল নীরদ ফিরছে সাথ,
লুটিয়ে পড়ে মূর্তিপূজার দেউল টুটে, ‘লাত মানাত’।
অগ্নি পূজার দেউল সব
যায় নিভে গো, করে স্তব,
তরুর ছায়া সরে আসে বাঁচাতে গো রোদের তাত।
জন্তু জড় কইছে‘সালাত’, নতুন‘দীনের’‘তেলেসমাত’।
সে এসেছে বণিক বেশে এই সিরিয়ার এই নগর,
ধ্যান ফেলে সে আসল ছুটে, যথায় আরব-সওদাগর।
উদ্দেশ যার পায় না মন
হাতের কাছে আজ সে জন,
‘বোহায়রা’ চায় পলক-হারা, লুটাতে চায় ধুলার পর।
গগন ফেলে ধরায় এল আজকে ধ্যানের চাঁদ অ-ধর।
কিশোর নবিরদস্তচুমি ‘বোহায়রা’ কয়, “এই তো সেই –
শেষের নবি – বিশ্ব নিখিল ঘুরছে যাঁহার উদ্দেশেই।
আল্লার এই শেষ‘রসুল’,
পাপের ধরায় পুণ্যফুল,
দীন-দুনিয়ার সর্দার এই, ইহার আদি অন্ত নেই।
আল্লার এ রহমত রূপ, নিখিল খুঁজে পায় না যেই।”
বোহায়রা কয়, ‘আমার মাঠ রইলদাত্ততআজ সবার।’
মুগ্ধ-চিতে শুনল তালিব সকল কথা বোহায়রার।
হাসল শুনেকোরেশগণ,
বলল, ‘ফজুলওর বচন!’
শুধায় তবু, ‘কেমন করে তুমিই পেলে খবর তার?’
বোহায়রা কয় হেসে, ‘যেমন দীপের নীচেই অন্ধকার।
দেখছি আমি ক-দিন থেকেই ধ্যানের চোখে অসম্ভব
অনেক কিছু – পাহাড় নদী কাহার যেন করে স্তব,
প্রতি তরু পাষাণ জড়
এই কিশোরের চরণ পর
পড়েছে ঝুঁকে অধোমুখেসিজদাকরার লাগি সব।
সেদিন হতে শুনছি কেবল নতুনতর‘সালাত’-রব।
‘দেখেছি এর পিঠের পরেনবুয়তেরমোহর সিল,
চক্ষে ইহার পলক-বিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল।
নবি ছাড়া কারেও গড়
করে নাকো পাষাণ জড়!
‘নজুম’সব বলছে সবাই, আসবে সে জন এ মঞ্জিল
এই সে মাসে, আমার ধ্যানে তাদের গোনায় আছে মিল।

রুমীয়গণ দেখলে এরে হয়তো প্রাণে করবে বধ,
দিনের আলোয় আর এনো না, আবুতালিব, এ সম্পদ।
এই যে কিশোর সুলক্ষণ –
দেখলে ইহার শত্রুগণ –
ফেলবে চিনে, মারবে প্রাণে, খোদারকালামকরবে রদ!'
তালিব শুনে কাঁপল ভয়ে, হাসল শুনে মোহাম্মদ।
এমন সময় আসল সেথা সপ্ত রোমান অস্ত্র-কর,
বোহায়রা কয়, 'কাহার খোঁজে এসেছ এই যাজক-ঘর?'
বলল তারা, 'খুঁজছি তায়
শেষের নবির আসন চায়
যে জন – তারে, বেরিয়েছে সে এই মাসে এই পথের পর!'
বোহায়রা কয়, 'বণিক এরা, ইহারা নয়, নবির চর!'
ফিরেগেল রোমান ইহুদ, বোহায়রা কয়, 'আজ রাতে
পাঠিয়ে দাও এ কিশোর কুমার তোমার স্বদেশ মক্কাতে!'
কিশোর নবি সওদাগর
চলল ফিরে আবার ঘর,
বেলাল, আবুবকরচলে সঙ্গী হয়ে সেই সাথে।
জীবন-পথের চির-সাথি সাথি হল আজ প্রাতে।
সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ
আঁধার ধরণি চকিতে দেখিল স্বপ্নে রবি,
মক্কায় পুন ফিরিয়া আসিল কিশোর নবি।
ছাগ মেষ লয়ে চলিল কিশোর আবার মাঠে,
দূর নিরালায় পাহাড়তলির একলা বাটে।
কী মনে পড়িত চলিতে চলিতে বিজন পুরে,
কে যেন তাহারে কেবলই ডাকিছে অনেক দূরে।
আশমানি তার তাম্বু টাঙানো মাথার পরে,
গ্রহ রবি শশী দুলিতেছে আলো স্তরে স্তরে।
ভুলে গিয়ে পথ, ভুলি আপনায়, বিশ্ব ভুলি
বসিত কিশোর আসন করিয়া পথের ধূলি।
থমকি দাঁড়াত গগনে সূর্য, ধেয়ান-রত,
কিশোরে হেরিতে নমিত পাহাড় শ্রদ্ধানত।
সাগরের শিশু মেঘেরা আসিত দানিতে ছায়া,
সহসা বাজিল রণ-দুন্দুভি আরবদেশে,
'ফেজার' যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।
মরুর মাতাল মাতিল রৌদ্র-শারাব পিয়া,
যে গৃহযুদ্ধে আরব হইল মরু সাহারা,
আত্মবিনাশী সে রণে নামিল পুন তাহারা।
এ মহারণের জন্ম প্রথম'ওকাজ'মেলায়,
মাতিত যেখানে সকল আরব পাপের খেলায়।
সকল প্রধান গোত্র মিলিত হেথায় আসি,

একে অন্যের পাত্রে ছিটাতে কাদার রাশি।
কবির লড়াই চলিত সেখানে কুৎসা গালির,
মদের অধিক ছুটিত বন্যা কাদা ও কালির।
এই গালাগালি লইয়া বাধিল যুদ্ধ প্রথম,
দেখিতে দেখিতে লাগিল ‘ফেজার’ দুপুরেমাতম।
নবির গোত্র ‘বনি হাশেমী’রা সে ভীম রণে
হইল লিপ্ত তাদের মিত্র-গোত্র সনে।
তরুণ নবিও চলিল সে রণে যোদ্ধৃসাজে,
যুদ্ধে যাইতে পরানে দারুণ বেদনা বাজে।
ভায়ে ভায়ে এই হানাহানি হেরি পরান কাঁদে,
নাহি কি গো কেহ – এদের সোনার রাখিতে বাঁধে?
সকল গোষ্ঠী সর্দারে ডাকি বোঝায় কত,
আপনার দেহ করিস তোরা রে আপনি ক্ষত!
মৃত্যু-মদের মাতাল না শোনে নবির বাণী,
পাঁচটি বছর চলিল ভীষণ সে হানাহানি।
সদা নিরন্ন আতুর দুঃখী দরিদ্রেরে
সেবিত যে তারে ফেলিলে গো খোদা এ কোন ফেরে!
যুদ্ধভূমিতে গিয়া নবি হায় যুদ্ধ ভুলি
আহত সেনারে সেবিত আদরে বক্ষে তুলি।
দেখিতে দেখিতে তরুণ নবির সাধনা সেবায়
শত্রু মিত্র সকলে গলিল অজানা মায়ায়।
সন্ধি হইল যুযুৎসু সব গোত্র দলে
মোহাম্মদের মানিল সালিশ মিলি সকলে।
বসিল সালিশ ‘ইবনে জদ্আন’ গৃহে মক্কায়,
মধ্যে মধ্যমণি আহমদ শোভা সে সভায়!
‘হাশেম’, ‘জোহরা’ গোত্রের যত সেরা সর্দার
শরিক হইল শুভক্ষণে সে সালিশি সভার।
মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজি,
সত্যের নামে চলিবে না আরফেরেববাজি!
আল্লার নামে শপথ করিল হাজির সবে
সন্ধির সব শর্ত এবার কায়েম রবে।
একটি পশম ভেজাবার মতো সমুদ্র জল
রবে যতদিন, ততদিন রবে শর্ত অটল!
ফেলি হাতিয়ার হাতে হাত রেখে মিলি ভাই ভাই
এই সে শর্তে হল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সবাই।
(১) আমরা আরবে অশান্তি দূর করার লাগি
সকল দুঃখ করিব বরণ বেদনাভাগী।
(২) বিদেশির মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ যা কিছু
রক্ষিব, শির তাহাদের কভু হবে না নিচু।
৩) অকুণ্ঠ চিত্তে দরিদ্র আর অসহায়েরে

রক্ষিব মোরা পড়িলে তাহারা বিপদ ফেরে।
(৪) করিব দমন অত্যাচারীর অত্যাচারে,
দুর্বল আর হবে না পীড়িত তাদের দ্বারে।
দুর্বল দেশ, দুর্বল আজ স্বদেশবাসী,
আমরা নাশিব এ-উৎপীড়ন সর্বনাশী!
দু-চারি বছর সন্ধির এই শর্ত মতো
আরবের মরু হল না কলহ-ঝটিকাহত।
রক্তের তৃষ্ণা ব্যাঘ্র কদিন ভুলিয়া রবে,
মাতিল আরব বারে বারে তাই ঘোরআহবে।
ভোলেনি আরবে শুধু একজন একথা কভু,
মোহাম্মদ সে সত্যাগ্রহী দীনের প্রভু!
বহুকাল পরে পেয়ে পয়গম্বরী নবুয়ত
এই প্রতিজ্ঞা ভোলেনি সত্যব্রতী হজরত।
ভীষণ'বদর'সংগ্রামে হয়ে যুদ্ধ-জয়ী
বজ্র-ঘোষ কণ্ঠে কহেন, 'মিথ্যাময়ী
নহে নহে মোর প্রতিজ্ঞা-বাণী, শোনরে সবে,
যুদ্ধে-বন্দি শত্রুরা আজ মুক্ত হবে!
শত্রু-পক্ষ কেহ যদি আজ হাসিয়া বলে,
প্রতিজ্ঞা করি ভোলাও এমনই মিথ্যা ছলে!
কেহ নাহি দেয় – আমি দিব সাড়া তাহার ডাকে,
সত্যের তরে এই 'ইসলাম' কহিব তাকে!
অসহায় আর উৎপীড়িতের বন্ধু হয়ে
বাঁচাতে এসেছে 'ইসলাম' নিজে পীড়ন সয়ে!'
ন্যায়েরে বসাবে সিংহ-আসনে লক্ষ্য তাহার ;
মুসলিম সেই, এই ন্যায়-নীতি ধেয়ান যাহার!
এমনই করিয়া ভবিষ্যতের সহস্রদল
মেলিতে লাগিল পাপড়ি তাহার আলোর কমল।
অনাগত তার আলোক-আভাস গগনে লেগে
উঠিতে লাগিল নতুন দিনের সূর্য জেগে।
আকাশের পর-কোণা রেঙে ওঠে সেই পুলকে,
দ্যুলোকের রবি আলো দিতে আসে এই ভূলোকে।
স্তব করে আর কাঁদে ধরণির সন্তানগণ,
ব্যথা-বিমথন এসো এসো ওগো অনাথ-শরণ!
চতুর্থ সর্গ
শাদি মোবারক
[গজল-গান]

মোদের নবি আল-আরবি
সাজল নওশার নওল সাজে ;
সে রূপ হেরি নীল নভেরই কোলে রবি লুকায় লাজে॥

আরাস্তাআজ জমিন আশমান
হুরপরি সব গাহে গান,
পূর্ণ চাঁদের চাঁদোয়া দোলে, কাবাতে নৌবত বাজে॥
কয় ‘শাদি মোবারক বাদি’
আউলিয়া আরআম্বিয়ার,
ফেরেশতা সব সওদা খুশির বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে॥
গ্রহ তারা গতিহারা
চায় গগনের ঝরোকায়,
খোদার আরশ দেখছে ঝুঁকে বিশ্ব-বধূর হৃদয়-রাজে॥
আয়রে শাপী দুঃখী তাপী
আয় হবি কেবরাতী,
শাফায়তেরশিরীনশিরনি পাবি না আর পাবি না যে॥
বিপুল বিত্ত-শালিনী‘খদিজা’ছিল আরবের চিত্ত-রানি,
রূপ আর গুণে পূজিত তাহায় মুগ্ধ আরব অরর্ঘ্য দানি।
স্তুতি গাহি তার যশ মহিমার হার মেনে যেত কবির ভাষা,
শুভ ভাগ্যের সায়র-সলিলে সে ছিল সোনার কমল ভাসা!
শুদ্ধাচারিণী সতী সাধ্বী সে ছিল আজন্ম, তাই সকলে
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি-ভরা নামে ডাকিত তাহারে ‘তাহেরা’ বলে।
হজরতের আর খদিজার ছিল একই গোষ্ঠী বংশ-শাখা,
আরব-পূজ্য যশোমণ্ডিত ত্যাগ-সুন্দর গরিমা-মাখা।
বীর‘আবুহানা’বিবি খদিজার আছিল প্রথম জীবন-সাথি,
মৃত্যু আসিয়া হরিল তাহারে, খদিজার প্রাণে নামিল রাতি।
বিধবার বেশে রহি কতকাল বরিল খদিজা‘আতীক’বীরে,
জীবনের পারে সে-ও গেল চলি, আসিল শোকের তিমির ঘিরে।
সে শোকের স্মৃতি শিশুদের বুকে চাপি ভুলে রয় বুকের ব্যথা,
দ্বি-বিংশতি গো বৎসর গেল কাটি জীবনের, কেমন কোথা।
এমন সময় এল আহমদ তরুণ অরুণ ভাগ্যাকাশে,
পাণ্ডুর নভ ভরিল আবার আলো-ঝলমল ফুল্ল হাসে।
পঁচিশ বছরি যুবক তখন নবি আহমদ রূপের খনি,
সারা আরবের হৃদয়-দুলাল কোরেশ-কুলের নয়ন-মণি।
‘সাদিক’ – সত্যবাদী বলে তারা ডাকিত নবিরে ভক্তিভরে,
যুবক নবিরে ‘আমিন’ বলিয়া ডাকিত এখন আদর করে।
বিশ্বাস আর সাধুতায় তাঁর মক্কাবাসীরা গেল গো ভুলি
মোহাম্মদের আর সব নাম ; কায়েম হইল ‘আমিন’ বুলি।
‘আমিন’‘তাহেরা’সাধু ও সাধ্বী, ইঙ্গিতে ওগো খোদারই যেন
আরববাসীরা না জানিয়া এই নাম দিয়েছিল তাদেরে হেন!
মহান খোদারই ইঙ্গিতে যেন ‘সাধু’ ও সাধ্বী’ মিলিল আসি,
শক্তি আসিয়া সিদ্ধির রূপে সাধনার হাত ধরিল হাসি।
গিরি-ঝরনার স্রোতোবেগে আসি যোগ দিল যেন নহর-পানি,
ঊষর মরুর ধূসর বক্ষে বান ডেকে গেল উদার বাণী!

মরুর আকাশে ঘনাল যে ছায়া, বক্ষ ছাইল যেশীতলতা,
সুজলা সুফলা ধরা যুগে যুগে হেরেছে স্বপ্নে ইহারই কথা।
খদিজা
সদাগর-জাদি বিবি খদিজার সোনার তরি
ফেরে দেশে দেশে মণি-মাণিক্য বোঝাই করি।
সচ্ছলতার বান ডেকে যায় বাহিরে ঘরে,
তবু কেন সব শুনো-শুনো লাগে কাহার তরে।
কী যে অভাব রিক্ততা কোন চিত্ততলে
মরু-ভিখারিনি কী যেন ভিক্ষা মাগিয়া চলে!

'সাদিক'সত্যব্রতী আহমদ জানিত সবে
'আমিন' শুদ্ধাচারী সাধু যে গো হইল কবে।
'তাহেরা' শুদ্ধাচারিণী সাধ্বী আরব দেশে
সে-ই ছিল, এল প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণ বেশে।
কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী অরুন সাধু সে তারে
দেখিবে বলিয়া দ্বার খুলি রয় হৃদয়-দ্বারে।
হেথা ঘর ছাড়ি গিরি-শিরে ফেরে অরুণ যুবা,
সহসা তাহারে নাম ধরে ডাকে কে দিল্‌রুবা?
খোঁজে গিরি-গুহা মরু-প্রান্তর যে আলো-শিখা,
পাবে না কি তার দিশা, এই ছিল ললাটে লিখা?
জন্ম-ধেয়ানী বসি একদিন ধেয়ান মধুর
অসীম আলোক-পারাবারে ফেরে স্বপ্ন আতুর –
আহ্বানে কার ভাঙিল ধেয়ান, স্বপ্ন টুটে,
চিত্ত-কাননে আলোর মুকুল মুদিল ফুটে।
নিশিদিন শোনে যে দিলরুবার মঞ্জু-গীতি
অন্তর-তলে, আজ কি গো এল সেই অতিথি?
মেলিতে নয়ন টুটিল স্বপন! নহে সে নহে,
তাহেরা খদিজা পাঠায়েছে তার বার্তাবহে!

কুর্নিশ করি কহিল বান্দা, 'মোদের রানি
দরশ-পিয়াসি তোমার, এনেছি তাহারই বাণী।
বিবি খদিজার প্রাসাদে তোমার চরণ-ধূলি
পড়িবে কখন, সেই আশে আছে দুয়ার খুলি।
বিশালহেজাজআরব যাহার প্রসাদ যাচে,
যাচিতে প্রসাদ সে পাঠাল দূত তোমার কাছে!'
অন্তর-লোক-বিহারী তরুণ বুঝিতে নারে,
তবু আনমনে এল দূত সাথে খদিজা-দ্বারে।

সম্ভ্রম-নতা কহিল খদিজা সালাম করি,
'হে পিতৃব্য-পুত্র! কত সে দিবস ধরি

তোমার সত্যনিষ্ঠা, তোমার মহিমা বিপুল,
তব চরিত্র কলঙ্কহীন শশী সমতুল,
তোমার শুদ্ধ আচার, চিত্ত মহানুভব –
হেরিয়া তোমারে অর্ঘ্য দিয়াছি নিত্য নব!
এই হেজাজের সকলের সাথে গোপনে আমি,
আমিন, তোমারে শ্রদ্ধা দিয়াছি দিবস-যামী!
বিপুল আমার বিত্ত বিপুল যশ গৌরব,
নিষ্প্রভ আজি করেছে তাহারে তোমার বিভব।
বিশ্বাসী কেহ নাই পাশে, তাই বিত্ত মম
হইয়াছে ভার, দংশন করে কাঁটার সম
মম বাণিজ্য-সম্ভার, মোর বিভব যত –
তুমি লও ভার, আমিন, ইহার ! চিত্তগত
সন্দেহ মোর দূর হোক! আমি শান্তমুখ
ভুলে রব মোর গত জীবনের সকল দুখ!
তোমার পরশে তব গুণে মম বিভব-রাজি
সোনা হয়ে যাবে, সহস্র-দলে ফুটিবে আজি!
তুমি ছাড়া এই সম্পদ মোর হেজাজ দেশে
রবে না দু-দিন, স্রোতে অসহায় যাইবে ভেসে!
আরবে তুমিই বিশ্বাসী একা, কাহারে আর
নাহি দিতে পারি নিশ্চিন্তে এ বিপুল ভার!’

তরুণ উদাসী বসিয়া বসিয়া ভাবে কী যেন –
‘ওগো খোদা, কেন কর পরীক্ষা আমারে হেন!
আমার চিত্তে সকল বিত্ত তুমি যে প্রভু,
তুমি ছাড়া মোর কোনো সে বাসনা নাহি তো কভু!’
মরীচিকা-মাঝে ভ্রান্ত-পথ সে মৃগের মতো
ভীরু চোখ দুটি তুলি কহে যুবা শ্রদ্ধানত, –
‘পিতৃতুল্য পিতৃব্য এ মাথার পরে
রয়েছেন আজও, তাঁরে জিজ্ঞাসি তোমার ঘরে
আসিব আবার, কহিব তখন যা হয় আসি!’
লইল বিদায় ; খদিজা হাসিল মলিন হাসি!

তরুণ তাপস চলিয়া গেল গো যে পথ বাহি
সকল ভুলিয়া খদিজা রহে গো সে পথ চাহি।
বেলা-শেষে কেন অস্ত-আকাশ বধূর প্রায়
বিবাহেররঙে রাঙা হয়ে ওঠে, কোন মায়ায়!
‘জুলেখার’মতো অনুরাগ জাগে হৃদয়ে কেন,
মনে মনে ভাবে, এই সে তরুণ‘য়ুসোফ’যেন!
দেখেনি য়ুসোফে, তবু মনে হয় ইহার চেয়ে
সুন্দরতর ছিল না সে কভু। বেহেশ্‌ত বেয়ে

সুন্দরতম ফেরেশতা আজ এসেছে নামি
এল জীবনের গোধূলি-লগনে জীবন-স্বামী!
ফোটেনি যে আজও সে মুকুলি মনে শতেক আশা,
শোনে কি গো কেহ ঝরার আগের ফুলের ভাষা!
চিরযৌবনা বাসনার কভু মৃত্যু নাহি,
মনের রাজ্যে অক্ষয় তার শাহানশাহি।
উদয়-বেলায় মন ছিল তার জলদে ঢাকা,
হেরেনি প্রেমের রবির কিরণ সোনায় মাখা।
আসিল জীবন-মধ্যাহ্নে যে – সে নহে রবি,
দিন চলি গেছে – হেরিল না দিনমণির ছবি।
বেলা বয়ে যায় – সেই অবেলায় মেঘ-আবরণ!
বিদারিয়া এল সোনার রবি কি ভুবন-মোহন!

আছে আছে বেলা, বেলা-শেষের সে অনেক দেরি,
পুরবিতে নয় – শ্রী রাগে এখনও বাজিছে ভেরি!
ওরে আছে বেলা, ভাঙেনিকো মেলা, ইহারই মাঝে!
প্রাণের সওদা করে নে, বরে নে হৃদয়-রাজে!
ফেরেনি রে নীড়ে এখনও বিদায়-বেলায় পাখি,
নাহিকো’ কাজল, আজও আছে জলভরা এ আঁখি।
শুকায়েছে ফুল, শুকায়েছে মালা, – নয়ন-জলে
রাজাধিরাজের হবে অভিষেক হৃদয়তলে।
হোক হোক অপরাহ্ন এ বেলা হৃদ-গগনে
এই তো প্রথম উদিল সূর্য শুভ-লগনে।
হোক অবেলায় – তবু এ প্রেমের প্রথম প্রভাত,
পহিল প্রেমের উদয়-উষার রাঙা সওগাত।
নূতন বসনে নূতন ভূষণে সাজিয়া তারে,
নব-আনন্দে বরিয়া লইবে হৃদয়-দ্বারে।

আবু তালিবের কাছে আসি কহে তরুণ নবি
তাহেরা খদিজা কয়েছিল যাহা যাহা – সে সবই।
বৃদ্ধ তালিব শুনিয়া পরম ভাগ্য মানি
খোদারে স্মরিয়া ভেজিলশোকরজুড়িয়া পানি।
সুবৃহৎ ছিল পরিবার তাঁর পোষ্য বহু,
চিন্তায় তারই পানি হয়ে যেত দেহের লোহু।
দুর্ভিক্ষের হাহাকার ওঠে আবার জুড়ি,
যাহা কিছু ছিল সঞ্চিত যার গেল গো উড়ি।
হেন দুর্দিনে আসিল যেন গো গায়েবি ধ্বনি,
না চাহিতে এল শুভ ভাগ্যের আমন্ত্রণী।
সৌভাগ্যের এদাওতকেহ ফিরায় কি গো,
আপনি আসিয়া ধরা দিল আজ সোনার মৃগ।

আনমনে চলে তরুণ 'আমিন' সেই সে পথে,
যে-পথে দৃষ্টি পাতিয়া খদিজা কখন হতে
বসি আছে একা ; জাফরির ফাঁকে নয়ন-পাখি
উড়ে যেতে চায়, – কারে যেন হায় আনিবে ডাকি।
ধন্য যে আজহেজোজেরমাঝে ভাগ্যবতী –
ওই আসে ওই তরুণ অরুণ মৃদুল-গতি।
'মোতাকারিব'আর'হজজ্''রমল্'ছন্দ যত
লুটাইয়া পড়ে যেন গো তাহার চরণাহত।
বাতায়নে বসি খদিজার বুকে বেদনা বাজে,
না জানি কত না কন্টক ও-পথ মাঝে!
কঙ্করময় অকরুণ পথে চলিতে পায়ে
কত যেন লাগে, সে বাঁচে হৃদয় দিলে বিছায়ে!
আসিল তরুণ, কহিল সকল স্বপন সম,
দৃষ্টি নাহি কো কোথা ফোটে ফল গোপনতম
কোন সে কাননে আলোকে তাহারই! আপন মনে
খোঁজে সে কাহারে আকুল আঁধারে অজানা জনে।
খদিজা তার বাণিজ্য-ভার 'আমিনে' দিয়া
কহিল,'সকলই দিলাম তোমারে সমর্পিয়া।'
নীরবে লইল সে ভার 'আমিন' স্বপ্নচারী, –
পুলকে খদিজা রুধিতে পারে না নয়ন-বারি।

লীলা-রসিক সে খোদার খেলা গো বুঝিতে পারে না এ চরাচর,
হাবিবখোদার সাজিল আবার তাঁরই ইঙ্গিতে সওদাগর!
'কাফেলা'লইয়া চলে আবার
'শাম''এয়্মন্'মরুভূমি-পার,
'হোবাশা''জোরশ'কত পরদেশে ঘুরিল তরুণ বণিকবর,
সব পুণ্যের ভাণ্ডারী ফেরে পণ্য লইয়া দর বদর!

রোজ কিয়ামতে পাপ-সিন্ধুর নাইয়া হবে যে নবি রসুল,
হল বাণিজ্য-কাণ্ডারি সে গো, লীলা-বাতুলের মধুর ভুল!
বিদেশে ঘুরিয়া ফেরে স্বদেশ
পুন যায় দূর দেশের শেষ,
সোনার ছোঁয়ায় পণ্য-তরুর শাখে শাখে ফোটে মণির ফুল।
উপকূলে খোঁজে রতন – যাহারে খুঁজিছে রত্নাকর অকূল।
অনুরাগ-রাঙা খদিজার হিয়া ধৈরজ যেন মানে না আর,
ভার হয়ে ওঠে, তরুণ বণিক বয়ে আনে যত রতন-ভার।
প্রতিভা জ্ঞানের নাহি সীমা –
একী চরিত্র-মাধুরিমা,
একী এ উদয়-অরুণিমা আজি ঝলকি ওঠে গো দিগ্‌বিথার!

পল্লবে ফুলে উঠিল গো দুলে শুষ্ক মাধবী-লতা আবার

কী হবে এ ছার মণিসম্ভার বিপুল করিয়া নিরবধি,
পরানে তৃষ্ণা অমৃতের ক্ষুধা মিটিল না এ জীবনে যদি।
উদাসীন যুবা ফিরে না চায়,
কোন বিরহিণী খোঁজে গো তায়,
সিন্ধুর তাতে কী বা আসে যায় যদি তারে নাহি চায় নদী,
আপনাতে সে যে পূর্ণ আপনি – বিরাট বিপুল মহোদধি।
মনের দেশের ও যেন নহে গো, বনের দেশের চির-তাপস,
মন নিয়ে খেলা ও যেন বোঝে না, ও চাহে না সম্মান ও যশ।
নয়নে তাহার অতল ধ্যান
রহস্য-মাখা বিধু বয়ান,
ধরার অতীত ও যেন গো কেহ, ধরা নারে ওরে করিতে বশ।
ও যেন আলোর মুক্তির দূত, সৃজন-দিনের আদি-হরষ।
যত মনে হয় ধরার নহে ও, মায়াপুরীর ও রূপকুমার,
তত খদিজার মন কেন ধায় উহারই পানে গো দুর্নিবার।
যে কেহ হোক সে, নাহিকো ভয়,
খদিজা তাহারে করিবে জয়,
নহে তপস্যা একা পুরুষের – নব-তপস্যা প্রেমের তার।
হয় তারে জয় করিবে, নতুবা লভিবে অমৃত মরণ-পার।

ছিল খদিজার আত্মার আত্মীয় সহচরী 'নাফিসা' নাম,
কহিল তাহারে অন্তর-ব্যথা, হরেছে কে তার সুখ আরাম!
অনুরাগ-ভরে বেপথু মন
হুহু করে কেন সকল খন,
'সখী লো, জহর পিইয়া মরিব, না পুরিলে মোর মনস্কাম।
সে বিনে আমার এই দুনিয়ার সব আনন্দ সুখ হারাম।

কে রেখেছে সখী শহদ্-শিরীন হেন মধুনাম – মোহাম্মদ!
হেজাজের নয় – ও শুধু আমার চির-জনমের প্রেমাস্পদ!
সব ব্যবধান যায় ঘুচে
বয়সের লেখা যায় মুছে,
যত দেখি তত মনে হয় সখী, আমি উপনদী সে যেন নদ,
বন্দি করিতে তাহারে, নিয়ে যা শাদি-মোবারক-বাদি-সনদ।
দুতি হয়ে চলে নাফিসা একেলা প্রবোধ দানিয়া খদিজারে,
বলে, হেজাজের রানি যারে চায় বুলন্দ-নসিব বলি তারে।
প্রসাদ যাহার যাচে আরব,
করে গুণগান – রচে স্তব,
যাচিয়া সে যাহারে চাহে বরি নিতে, হানিতে সে হেলা কভু পারে?
বিরাট সাগরে পায় কি ঝরনা? মহানদী মেশে পারাবারে!

যৌবন? সে তো ক্ষণিক স্বপন, ছুঁইতে স্বপন টুটিয়া যায়,
প্রেম সেথা চির মেঘ-আবৃত, তনু সেথা ভোলে তনু-মায়ায়।
নাহি শতদল শুধু মৃণাল –
কামনা-সায়র টাল-মাটাল,
সেথা উদ্দাম মত্ত বাসনা ফুলবনে ফেরে করীর প্রায়,
সুন্দর চাহে ফুলের সুরভি, অরসিকে শুধু সুষমা চায়।

যুবা আহমদ মগ্ন ধেয়ানে, নাফিসা আসিয়া ভাঙিল ধ্যান,
কহিল, 'আমিন! আজিও কুমার-জীবন যাপিছ হয়ে পাষাণ,
কোন দুখে বলো, তাপস-প্রায়
কোনো কিছু যেন চাহ না, হায়!
হেজাজ-গগনে তুমি যেহেলাল, তুমি কেন থাক চিন্তাম্লান?

রুচির শুভ্র হাসি হেসে বলে তরুণ ধেয়ানী মহিমময়,
'বিবাহের মোর সম্বল নাই, বিবাহ আমার লক্ষ্য নয়!'
কহিল নাফিসা, 'হে সুন্দর!
যাচে যদি কেহ তোমারে বর,
গুণে গৌরবে তুলনা যাহার নাই, গাহে যার হেজাজ জয়,
সেই মহীয়সী নারী যদি যাচে, তুমি হবে তার? দাও অভয়!'
ধ্যানের মানস-নেত্রে হেরিল তরুণ ধেয়ানী ভবিষ্যৎ –
কল্যাণী এক নারী দীপ জ্বালি গহন তিমিরে দেখায় পথ।
চারিধারে অরি – বন্ধুহীন
যুঝিছে একাকী যেন আমিন,
সে নারী আসিয়া বর্ম হইয়া দাঁড়াল সুমুখে, ধরিল রথ!
সাধনা-ঊর্ধ্বে সে এল সহসা শক্তিরূপিণী – সিদ্ধিবৎ!

এমনই চোখের চেনাচেনি নিতি, মানস-চক্ষে দেখেনি তায়,
দেখেনি তাহার অন্তরে কবে ফুটিয়াছে প্রেম শত বিভায়।
প্রেম-লোক সে যে জ্যোতির্মতী
চির-যৌবনা চির-সতী!
তবু নাফিসারে কহিল আমিন, 'কোন ললনা সে, বাস কোথায়?'
নাফিসা হাসিয়া কহিল, 'খদিজা, হেজাজ লুটায় যাহার পায়!'

হজরত কন, 'বামন হইয়া কেমনে বাড়াব চন্দ্রে হাত!'
নাফিসা কহিল 'অসম্ভব যা, সে আসে এমনই অকস্মাৎ!'
খদিজা শুনিল খোশখবর,
পরানে খুশির বহে নহর।
আবুতালিবের কাছে এল নিয়ে খদিজার দূত সে সওগাত!
চাঁদ যেন হাতে পাইল শুনিয়া আখেরে নবির খুল্লতাত।

তালিবের মনে খুশির বন্যা টইটম্বুর সর্বদাই,
আরবের রানি তাহিরা খদিজা বধূমাতা হবে, আর কী চাই।
‘আমার ইবনে আসাদ’ বীর
খদিজার পিতৃব্য ধীর
শুভ বিবাহেরপয়গামতারে পাঠাল – দেশের রেওয়াজ তাই।
দিন ও তারিখ হল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বেয়াই।

খদিজার ঘরে জ্বলিল দীপালি, নহবতে বাজে সুর মধুর,
খদিজারমন সদা উচাটন বেপথু সলাজ প্রেম-বিধুর!
প্রণয়-সূর্য হল প্রকাশ,
ঝলমল করে হৃদি-আকাশ,
তরুণ ধ্যানীর ধ্যান ভেঙে যায়, ব্যথা-টনটন চিত্তপুর,
মরু-উদ্যান এল কোথা হতে বন্ধুর পথে যেতে সুদূর!

তরুণ নবির রবির আলোক চুরি করে এল এ কোন চাঁদ,
স্বর্গের দূত ধরিতে কি সে গো পেতেছে ধরায় নয়ন-ফাঁদ!
মানবীর প্রেম এই যদি
টলমল করে মন-নদী,
না জানি কেমন প্রেম তার করে সৃজন যে-জন নিরবধি!
নদী হেরি মন এমন, না জানি কী হয় হেরিলে সে জলধি!
সম্প্রদান
বাজিল বেহেশতে বীণ আসিল সে শুভদিন
মুক্তি-নাট-নটবর সাজে বর-বেশে
সুন্দর সুন্দরতর হল আজ ধরা পর
সন্ধ্যারানি বধূবেশে নামিল গো হেসে।
হায় কে দেখেছে কবে দুই চাঁদ এক নভে,
সেহেলি সখীরা সবে মূক বাণীহারা,
কাহারে ছাড়িয়া কারে দেখিবে, বুঝিতে নারে,
স্তব্ধ অচপল-গতি তাই আঁখিতারা।

শাদিরমহফিলমাঝে বসিয়ানওশারসাজে
নবিবর, আত্মীয় কুটুম্ব ঘিরি তারে,
চারিদিকে তারাদল, মাঝে চাঁদ ঝলমল,
হুরপরি লুকায় তা হেরি দিকপারে।
তালিব উঠিয়া কহে ‘লগ্ন যায় আর নহে,
বন্ধুগণ শুভকার্য হোক সমাপন!’
আনন্দের সে সভায় সকলে দানিল সায়
মজলিশে বসিল আসি কন্যাপক্ষগণ।

হেজাজি আচারমতো রেসম রেওয়াজ যত

হলে শেষ – খদিজার পিতৃব্য আসাদ
আহমদের কর ধরি দিল সমর্পণ করি
কন্যারে – সভায় ওঠে মোবারকবাদ!

কহিল আসাদ বীর করে মুছি অশ্রু-নীর,
‘হে সাদিক, হে আমিন, হেজাজের মণি,
পিতৃহীনা খদিজায় দিলাম তোমার পায়,
তোমারে জামাতা পেয়ে ভাগ্য বলে গণি।
হে নয়ন-অভিরাম! সার্থক তোমার নাম
রয় যেন চিরদিন পবিত্র হেজাজে,
চির-প্রেমাস্পদ হয়ে এ বধূ-রতনে লয়ে
আদর্শ দম্পতি হও আরবের মাঝে।’
‘তাই হোক, তাই হোক’ কহিল সভার লোক;
বর-বেশ-নবি সবে করিল সালাম।
নহবতে বাঁশি বাজে, হেথায় অন্দর মাঝে
নৃত্যগীত-স্রোত বয়ে চলে অবিরাম।
হুরিপরি নাচে গায় বেহেশ্‌তের জলসায়
আরশআরাস্তাহল! – খোদার হবিব
হবিবায় পেল আজি, ভেরি তূরী ওঠে বাজি,
খুশির খবর বিশ্বে শোনায় নকিব।
বয়সের বন্ধনে কে বাঁধিবে যৌবনে,
য়ুসোফ বুঝিয়াছিল দেখে জুলেখায়,
চল্লিশ বছর তার বয়স হইল পার
তবু তারে দেখে জোহরা আকাশে পলায়।
সে কাহিনি নব-রূপে রূপ ধরি এল চুপে,
গোধূলি-বেলার রূপ দেখিবি কে আয়,
উদয়-উষাও আজ পলায় পাইয়া লাজ,
উঠিয়া ঈদের চাঁদ আবার লুকায়।

চল্লিশ বসন্ত দিন আছে এ মালায় লীন,
শুকায়নি আজও বঁধু পরেনিকো বলে,
প্রেমের শিশিরজলে ভিজায়ে অন্তরতলে
রেখেছিল জিয়াইয়ে – দিল আজি গলে।
উদয়-গোধূলি সাথে বিদায়-গোধূলি মাতে
হাতে হাত জড়াইয়া দাঁড়াইল নভে,
রবি শশী মনোদুখে ধরা দিল রাহুমুখে,
এত রূপ অপরূপ কে দেখেছে কবে।
নও কাবা
হিয়ায় মিলিল হিয়া,
নদীস্রোত হল খরতর আরও পেয়ে উপনদী-প্রিয়া।

স্রোতোবেগে আর রুধিতে পারে না, ছুটে অসীমের পানে,
ভরে দুই কূল অসীম-পিয়াসি কুলু কুলু কুলু গানে।
কোথা সে সাগর কত দূর পথ, কোন দিকে হবে যেতে,
জানে না কিছুই, তবু ছুটে যায় অজানার দিশা পেতে।
কত মরু-পথ গিরি-পর্বত মাঝে কত দরি বন,
বাধা নিষেধের সব ব্যবধান লঙ্ঘিয়া অনুখন
তবু ছুটে চলে, শুনিয়াছে সে যে দূর সিন্ধুর ডাক,
রক্তে তাহারই প্রতিধ্বনি সে আজও শোনে নির্বাক।
সকল ভাবনা হয়ে গেছে দূর, অনন্ত অবকাশ
ধ্যানের অমৃতে উঠিছে ভরিয়া। দিবস বরষ মাস
কোথা দিয়া যায়, উদ্দেশ নাই! শুধু অনন্ত-পুর
শুনিতেছে দূর আহ্বান-বাণী অনাগত বন্ধুর।
পথে যেতে যেতে চমকিয়া চায়, কে যেন পথের পাশে
ডাকনাম ধরে ডেকে গেল তারে, হাতছানি দিয়া হাসে।
তারই সন্ধানে ঊষর মরুর ধূসর বুকে সে ফেরে,
সে বুঝি লুকায়ে গিরি-গহ্বরে ওই দূর একটেরে!
কোথাও না পেয়ে তরুণ ধেয়ানী হারায় ধেয়ান-লোকে,
এ কী এ বেদনা-আর্ত মুরতি ফোটে গো সহসা চোখে।
যে দোস্ত লাগি ফেরে সে বিবাগি, খোঁজে সে যে সুন্দরে,
সে কোথাও নাই, বিরাট বেদনা দাঁড়ায়ে বিশ্ব পরে।
অনন্ত দুখ-শোক-তাপ ব্যথা, অসীম অশ্রুজল –
অকূল সে জলে একাকী সে দোলে বেদনা-নীলোৎপল।
বিপুল দুখের অক্ষয় বট দাঁড়ায়ে বিশ্ব ছেয়ে,
বেদনা ব্যথার কোটি কোটি ঝুরি নেমেছে অঙ্গ বেয়ে।
শুধু ক্রন্দন, ক্রন্দন শুধু একটানা অবিরাম
রণিয়া উঠিছে ব্যাপিয়া বিশ্ব, নিখিল বেদনাধাম।

পড়ে যায় মাঝে কালো যবনিকা, সহসা আঁখির আগে
অসুন্দরের কুৎসিত লীলা ব্যভিচার শত জাগে।
উদ্যত-ফণা কুটিল হিংসা দ্বেষ হানাহানি শত
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষেরে দংশি মারিতেছে অবিরত।
পাপে অসূয়ায় পঙ্কিল ফাঁকে ডুবে আছে চরাচর,
দিশারি তাদের শয়তান, তার অনুচর নারী নর।
দেখিতে পারে না এ-দৃশ্য আর, নিমিষে টুটে সে ধ্যান,
দুঃখ-পাপের লোকালয়ে পানে ছুটে আসে ব্যথা-ম্লান।

হেরে প্রান্তরে কুটিরের দ্বারে কাঁদে অনাথিনি একা,
কাল তার স্বামী গিয়াছে চলিয়া, জীবনে হবে না দেখা!
অদূরে পুত্র-শোকাতুরা মাতা পুত্রের নাম ধরি
ডাকে আর কাঁদে – বঞ্চিত স্নেহ আঁখিজল পড়ে ঝরি।

পথে যেতে যেতে খঞ্জ অন্ধ ভিখারিরা অসহায়
ক্ষুধার তাড়নে পড়ে মুমূর্ষু, ভরে মন করুণায়।
পিতৃমাতৃহীন শিশুদল চায় পথিকের পানে,
তাহারা তাদের পিতা ও মাতার সন্ধান বুঝি জানে।
তরুণ তাপস চলিতে পারে না, বেদনার উচ্ছ্বাস
ফুলে ফুলে ওঠে অন্তর-কূলে, বন্ধ হয় বা শ্বাস!
ঊর্ধ্বে আলোর অনন্ত-লীলা, নিম্নে ধরণি পরে
এমন করিয়া দুঃখ-গ্লানির কেন গো বরষা ঝরে।
ক্লান্ত চরণে চলিতে চলিতে হেরে পথে ধনী যুবা
নগ্ন মাতাল টলে আর চলে, পাশে তার দিলরুবা
দিলরুবা নয় – প্রতিবেশিনী ও কুমারী চেনা সে মেয়ে,
অর্থের বিনিময়ে ও মাতাল এনেছে তাহারে চেয়ে!
সহসা হেরিল –বর্বর এক পিতা তার ক্রোড়ে লয়ে
চলিছে সদ্যোজাত কন্যারে বধিতে সমাজ-ভয়ে!
কন্যা হওয়া যে'লাত মানাতের'অভিশাপ, তাই তারে
বধিতে চলেছে – অভাগি জননী কাঁদিছে পথের ধারে।
হেরিল অদূরে ভীম হানাহানি পশুতে পশুতে রণ
নারী লয়ে এক – বিজয়ীরে বীর বলিছে সর্বজন!
চলিতে চলিতে হেরে দূরে এক বাজার বসেছে ভারী,
ছাগ উট সাথে বিক্রয় লাগি বসে অপরূপা নারী।
মালিক তাহার হাঁকিতেছে দাম, বলির পশুর সম
শত বন্ধন-জর্জর নারী কাঁপে মূক অক্ষম।
তাহারই পার্শ্বে পশু-ধনী এক তাহার গোলামে ধরি
হানিছে চাবুক –কুক্কুরে বুঝি মারে না তেমন করি!
সহসা শুনিল অনাহত বাণী ঊর্ধ্বে গগন-পারে –
'হে ত্রাণ-কর্তা, জাগো জাগো, দূর করো এই বেদনারে!'
চমকিয়া ওঠে নবির চিত্ত, শিহরন জাগে প্রাণে,
মনে লাগে যেন ইহাদের সে-ই মুক্তির দিশা জানে।

স্বপ্ন-আতুর যুবক ধেয়ানী আনমনে পথ চলে,
চলিতে চলিতে কখন সন্ধ্যা ঘনায় আকাশতলে।
ধরার ঊর্ধ্বে অসীম গগন, কোটি কোটি গ্রহ-তারা
সে গগন ভরি ঢালে আনন্দে নিশিদিন জ্যোতিধারা।
তাহাদের মাঝে নাহি তো বিরোধ, প্রেমের আকর্ষণে
ভালোবেসে নিজ নিজ পথে চলে, মাতে না প্রলয়-রণে।
এই আলো – এই আনন্দ – এই সহজ সরল পথ
এই প্রেম, এই কল্যাণ তাজি – রচে এরা পর্বত
শত ব্যবধান–নদীপ্রান্তর ঘরে ঘরে মনে মনে,
অকল্যাণের ভূত শয়তান পূজা করে জনে জনে!
তপঃপ্রভাবে সাধনার জোরে অসুন্দর এ ধরা

করিতে হইবে সুন্দরতম, রবে না এ শোক জরা।
রবে না হেথায় পাপের এ ক্লেদ, এ গ্লানি মুছিতে হবে,
পতিতা পৃথ্বী পাবে ঠাঁই পুন আলোর মহোৎসবে।
আঁধার ইহার কক্ষে আবার জ্বলিবে শুভ্র আলো,
হে মানব, জাগো ! মেঘময় পথে বজ্র-মশাল জ্বালো।
আছে পথ, আছে দুঃখের শেষ, আমি শুনেছি সে বাণী,
বিশ্ব-সুষমা-সভায় এ-ধরা হাসিবে অতীত-গ্লানি!
দেখেছি বেদনা-সুন্দরে আমি তোমাদের ম্লান মুখে,
ঘুচিবে-বিষাদ – আসিবে শান্তি প্রেম-প্রশান্ত বুকে।
  হেথায় খদিজা একা –
কাঁদে বিরহিণী, উদাসীন তার স্বামীর নাহিকো দেখা!
পলাতকা ওরে বাঁধিবে কেমনে, কোথায় তেমন ফাঁসি,
কার কথা ভাবি চমকিয়া ওঠে হেরে ভালোবাসাবাসি!
বক্ষে তাহারে পুরিয়া রাখিলে নিশাসে উড়িয়া যায়,
নয়নে রাখিলে আঁখি-বারি হয়ে গলে পড়ে সে যে, হায়!
বাহুতে বাঁধিলে ঘুম-ঘোরে সে যে ছিঁড়ে বন্ধন-ডোর,
বক্ষের মণি-হার করে রাখে, চুরি করে নেয় চোর!

কেন এ বিবাগি, কার অনুরাগী সকল সুখেরে দলে
রৌদ্র-তপ্ত কঙ্করভরা মরুপথে যায় চলে।
আপনার মনে সে কাহার সনে নিশিদিন কথা কয়,
বসিলে ধেয়ানে চাহিতে পারে না, রবি সে জ্যোতির্ময়!
আদর করিয়া পাগল বলিলে শিশুর মতো সে হাসে,
একী রহস্য, এত অবহেলা, তবু যেন ভালোবাসে।

  একদা ইহারই মাঝে –
প্রেমিকে তাঁহার লাগালেন খোদা তাঁর প্রিয়তম কাজে।
আদি উপাসনা-মন্দির কাবা – যাহারে ইব্রাহিম
নির্মল কোন প্রভাতে পূজিতে খোদারে মহামহিম, –
সেই কাবাঘরে ছিল না প্রাচীর, ভেঙেছিল তারে কাল,
চারিদিক ঘিরি জমেছিল তার মূর্তি ও জঞ্জাল।
বর্ষার জল ঢুকি সেই ঘরে করিত পঙ্কময়,
পবিত্র কাবা রক্ষিতে যত কোরেশ সহৃদয়
চারিদিকে তার রচিল প্রাচীর, তাও কিছুকাল পরে
বর্ষার স্রোতে ভেসে গেল। ওঠে আল্লার ঘর ভরে
ধূলি-জঞ্জালে. মিলিয়া তখন ভক্ত কোরেশ সবে
ভাবিতে লাগিল কী উপায়ে এর রক্ষা সাধন হবে।
পূজা মন্দিরে রবে নাকো ছাদ, এই বিশ্বাসে তারা
ছাদহীন করে রেখেছিল কাবা, ঝরিবে আশিস-ধারা
ঊর্ধ্ব হইতে। ভূত প্রেত যত দেবতারা নামি রাতে

লইবে সে পূজা, ফিরে যাবে যদি বাধা পায় তারা ছাতে!
লঙ্ঘি কাবার ভগ্নপ্রাচীর এরই মাঝে এক চোর
মূর্তি-পূজারি ভক্তের মনে হানিল ব্যথা কঠোর।
মূর্তির গায়ে ছিল অমূল্য যা কিছু অলংকার
মণি-মাণিক্য, – হরিল সকল! অভাবিত অনাচার!
কাবার সুমুখে ছিল এক কূপ, ভক্ত পূজারি দল
পূজা-সামগ্রী দেব-উদ্দেশে সেই কূপে অবিরল
ফেলিতে লাগিল, সেই সব বলি, ফুল পাতা ক্রমে পচে
কাবা-মন্দিরে বিকট-গন্ধ নরক তুলিলা রচে।
হেরিল একদা ভক্ত সে এক – সে কূপ-গাত্র বেয়ে
উঠিয়া আসিছে অজগর এক সর্পিল বেগে ধেয়ে।
ক্রমে নাগরাজ কূপ-গুহা ছাড়ি কাবায় পাতিল হানা,
ভক্ত পূজারি ভয়ে সেথা হতে উঠাইল আস্তানা।
পূজা দিতে আর কেহ নাহি আসে, ভীষণ সর্প-ভীতি,
কত শত করে মানত তাহারা ভূত উদ্দেশে নিতি।
একদিন এক ঈগল পক্ষী সহসা সে অজগরে
ছোঁ মারিয়া লয়ে গেল তারে দূর পর্বত কন্দরে।
আবার চলিল নব-উদ্যমে মূর্তিপূজার ঘটা।
ভক্তদলের মনে এল এই বিশ্বাস আলো-ছটা;
কাবা-মন্দির সংস্কারের মানত করেছে বলে
অজগরে লয়ে গেলেন ঠাকুর ঈগল পাখির ছলে!

সকল গোত্র-সর্দার আসি মিলিল সে এক ঠাঁই,
যা দিয়া গড়িবে কায়েম করিয়া কাবারে, হেজাজে নাই
তেমন কিছুই। শুনিল তাহারা একদিন লোকমুখে –
গ্রিক-বাণিজ্য-পোত এক গেছে ভাঙিয়া ‘জেদ্দা’-বুকে;
ঝটিকা-তাড়িত ভগ্ন সে তরি আছে বিক্রয় লাগি।
সর্দার সব এ খবর পেয়ে উঠিল আবার জাগি।
আনিলঅলিদভগ্ন পোতের তক্তা সকল কিনে,
কাবা মন্দির গড়িয়া তুলিল সবে মিলে কিছুদিনে।

নির্মিত যবে হল মন্দির সকলের সাধনায়,
একতা তাদের টুটাইয়া দিল কোন এক অজানায়।
আছিল‘হাজর আস্‌ওয়াদ্’নামে প্রস্তর কাবার দ্বারে,
কাবার বোধন-দিনে হজরত ইব্রাহিম সে তারে
রাখিয়াছিলেন চিহ্ন-স্বরূপ সেকালের প্রথামতো,
সেই হতে সেই প্রস্তর সবে চুমিত শ্রদ্ধানত।
কেহ কেহ বলে, আদিম মানব ‘আদম’ স্বর্গ হতে
আনিয়াছিলেন ওই প্রস্তর ধূলির ধরণি-পথে।
সেই পবিত্র প্রস্তর তুলি যে-গোত্র কাবা-দ্বারে

রক্ষিবে – সারা হেজাজ শ্রেষ্ঠ গোত্র বলিবে তারে।
এই ধারণায় সকল গোত্রে বাধিল কলহ ঘোর,
প্রতি গোষ্ঠী সে বলে, ‘ও-পাথরে একা অধিকার মোর।’
সে কলহ ক্রমে হইতে লাগিল ভীম হতে ভীমতর ;
আবার ভীষণ যুদ্ধ সূচনা, কাঁপে দেশ থরথর!
রক্ত-পূর্ণ পাত্রে হস্ত ডুবাইয়া তারা সবে
করিল মরণ-প্রতিজ্ঞা তারা – মাতিবে ভীম আহবে!
দামামা নাকাড়া ডিমি ডিমি বাজে, হাঁকিল নকিব তূরী,
পক্ষ মেলিয়া‘মালিকুল মউত’আঁটিল কটিতে ছুরি।

ছিল হেজাজের প্রবীণতম সেজইফ ‘আবু উমাইয়া’,
যুযুৎসু সব গোত্রে অনেক কহিলেন সমঝাইয়া –
‘যে শুভব্রতের করিলে সাধনা, অশুভ কলহ-রণে
নাশিয়ো না তারে সিদ্ধিলাভের মহান শুভক্ষণে।
শুভ্রশ্মশ্রু এই বৃদ্ধের শোনো উপদেশ-বাণী,
সংবরো এই আত্মবিনাশী হীন রণ হানাহানি।
কাবা-মন্দিরে সর্বপ্রথম প্রবেশিবে আজ যেই
এই কলহের শুভ মীমাংসা করুক একাকী সেই!’
শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধের এই কল্যাণ-বাণী শুনি,
বিরত হইল কলহে তাহারা, বলে, ‘মারহাবা’গুণী!
অপলক চোখে নিরুদ্ধ শ্বাসে চাহিয়া রহিল সবে,
না জানি সে কোন অজানিত জন পশিবে কাবায় কবে –

সহসা আসিল তরুণ মোহাম্মদ কাবা-মন্দিরে
সর্বপ্রথম উপাসনা লাগি পশে আনমনে ধীরে।
সকল গোষ্ঠী সর্দার ওঠে আনন্দে চিৎকারি –
‘সম্মত এরে মানিতে সালিশ – আমিন এ ব্রতচারী!’
হেজাল-দুলাল সত্যব্রতী বিশ্বাসী আহমদ
ছিল সকলের নয়নের মণি গৌরব-সম্পদ।
শুনিয়া সকল, কহিল তরুণ সাধক, ‘আমার বিধি
মান যদি সব বীর সর্দার – স্ব-গোত্র প্রতিনিধি
করো নির্বাচন, তারপরে সব প্রতিনিধি মিলে
পবিত্র এই প্রস্তর নিয়ে চলো কাবা-মঞ্জিলে।
আমার উত্তরীয় দিয়া এরে বাঁধিয়া তাহার পর
এক সাথে এরে রাখিব কাবায়।’ কহে সব ‘সুন্দর!
সুন্দর এই মীমাংসা তব, আমিন, হেজাজে ধন্য!
তুমি রাখো এই পাথর একাই, ছুঁইবে না কেহ অন্য!’
রাখিলেন হজরত পবিত্র প্রস্তর কাবা-ঘরে,
থামিল ভীষণ অনাগত রণ খোদার আশিস-বরে।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল রব হেজাজের সবখানে,
এসেছে সাদিক আমিন মোহাম্মদ আরবস্তানে।

জব্বুর তওরাত ইঞ্জিল যাহার আসার বাণী
ঘোষিল যুগ-যুগান্ত পূর্বে, বেহেশ্‌ত হইতে টানি
আনিল পীড়িতা মূক ধরণির তপস্যা আজি তারে,
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ, অবতার এল দ্বারে!
সকল কালের সকল গ্রন্থ, কেতাব, যোগী ও ধ্যানী,
মুনি, ঋষি, আউলিয়া, আম্বিয়া, দরবেশ মহাজ্ঞানী
প্রচারিল যার আসার খবর – আজি মন্থন-শেষ
বেদনা-সিন্ধু ভেদিয়া আসিল সেই নবি অমৃতেশ!
হেরিল প্রাচীনা ধরণি আবার উদয় অভ্যুদয়
সব-শেষ ত্রাণকর্তা আসিল, ভয় নাই, গাহো জয়।
যে সিদ্দিক ও আমিনে খুঁজেছে বাইবেল আর ইশা
তওরাত দিল বারে বারে সেই মোহাম্মদের দিশা,
পাপিয়া-কণ্ঠ দাউদ গাহিল যার অনাগত গীতি,
যে ‘মহামর্দে’ অথর্ব-বেদ-গান খুঁজিয়াছে নিতি,
সে অতিথি এল, কতকাল ওরে – আজি কতকাল পরে
ধেয়ানের মণি নয়নে আসিল! বিশ্ব উঠিল ভরে,–
আলোকে, পুলকে, ফুলে ফলে, রূপে রসে, বর্ণ ও গন্ধে,
গ্রহতারা-লোক পতিতা ধরায় আজি পূজা করে, বন্দে!
সাম্যবাদী
  আদি উপাসনালয় –
উঠিল আবার নূতন করিয়া – ভূত প্রেত সমুদয়
তিন শত ষাট বিগ্রহ আর মূর্তি নূতন করি
বসিল সোনার বেদিতে রে হায় আল্লার ঘর ভরি।
সহিতে না পারি এ দৃশ্য, এই স্রষ্টার অপমান,
ধেয়ানে মুক্তি পথ খোঁজে নবি, কাঁদিয়া ওঠে পরান।
খদিজারে কন – ‘আল্লাতালার কসম, কাবার ওই
‘লাৎ’ ‘ওজ্জা’র করিব না পূজা, জানি না আল্লা বই।
নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া
কোন নির্বোধ পূজিবে তাহারে হায় স্রষ্টা বলিয়া।’
সাধ্বী পতিব্রতা খদিজাও কহেন স্বামীর সনে –
‘দূর করো ওই লাত্‌ মানাতেরে পূজে যাহা সব-জনে!
তব শুভ বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ময়ের দিশা
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।’
ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল – মোহাম্মদ আমিন
করে নাকো পূজা কাবার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন।

মরু-ভাস্কর

প্রথম সর্গ

অবতরণিকা

জেগে ওঠ তুই রে ভোরের পাখি
নিশি-প্রভাতের কবি!
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল আরব-রবি।
ওরে ওঠ তুই, নূতন করিয়া
বেঁধে তোল তোর বীণ!
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে
আজানমুয়াজ্জিন।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,
ওই শোন শোন‘সালাতের’ধ্বনি
‘খায়রুমমিনান্নৌম !’
রবি-শশী-গ্রহ-তারা ঝলমল
গগনাঙ্গনতলে
সাগর ঊর্মি-মঞ্জীর পায়ে
ধরা নেচে নেচে চলে।
তটিনী-মেখলা নটিনি ধরার
নাচের ঘূর্ণি লাগে
গগনে গগনে পাবকে পবনে
শস্যে কুসুম-বাগে।
সে আজান শুনি থমকি দাঁড়ায়
বিশ্ব-নাচের সভা,
নিখিল-মর্ম ছাপিয়া উঠিল
অরুণ জ্যোতির জবা।
দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া উঠিল
জাগর পাখির গানে,
ভূলোক দ্যুলোক প্লাবিয়া গেল রে
আকুল আলোর বানে!
আরব ছাপিয়া উঠিল আবার
ব্যোমপথে ‘দীন’‘দীন’,
কাবার মিনারে আবার আসিল
নবীন মুয়াজ্জিন!
ওরে ওঠ তোরা, পশ্চিমে ওই
লোহিত সাগর জল
রঙে রঙে হল লোহিততর রে
লালে-লাল ঝলমল।
রঙ্গে ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে

ইরানি দরিয়া ছুটে,
পূর্ব-সীমায়,– সালাম জানায়
আরব-চরণে লুটে।
দখিনে ভারত-সাগরে বাজিছে
শঙ্খ, আরতি ধ্বনি,
উদিল আরবে নূতন সূর্য–
মানব-মুকুট-মণি।
উত্তরে চির-উদাসিনী মরু,
বালুকা-উত্তরীয়
উড়ায়ে নাচিয়া নাচিয়া গাহিছে–
‘জাগো রে, অমৃত পিয়ো!’
লু হাওয়া বাজায় সারেঙ্গি বীণ
খেজুর পাতার তারে,
বালুর আবির ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে
স্বর্গে গগন-পারে।
খুশিতে বেদানা-ডালিম ডাঁসায়ে
ফাটিয়া পড়িছে ভুঁয়ে,
ঝরে রসধারানারঙ্গিশেউ
আপেল আঙুর চুঁয়ে।
আরবি ঘোড়ারা রাশ নাহি মানে
আশমানে যাবে উঠি,
মরুর তরণি উটেরা আজিকে
সোজা পিঠে চলে ছুটি।
বয়ে যায় ঢল ধরে নাকো জল
আজি‘জমজম’কূপে,
‘সাহারা’ আজিকে উথলিয়া ওঠে
অতীত সাগর রূপে
পুরাতন রবি উঠিল না আর
সেদিন লজ্জা পেয়ে,
নবীন রবির আলোকে সেদিন
বিশ্ব উঠিল ছেয়ে।
চক্ষে সুরমা বক্ষে‘খোর্মা’
বেদুইন কিশোরীরা
বিনিকিস্মতেবিলাল সেদিন
অধর চিনির শিরা!
‘ঈদ’ উৎসব আসিল রে যেন
দুর্ভিক্ষের দিনে,
যত ‘দুশমনি’ ছিল যথা নিল
‘দোসতি’ আসিয়া জিনে।

নহে আরবের, নহে এশিয়ার,–
বিশ্বে সে একদিন,
ধূলির ধরার জ্যোতিতে হল গো
বেহেশ্‌ত জ্যোতিহীন!
ধরার পঙ্কে ফুটিল গো আজ
কোটিদল কোকনদ,
গুঞ্জরি ওঠে বিশ্ব-মধুপ–
‘আসিল মোহাম্মদ!’
অভিনব নাম শুনিল রে
ধরা সেদিন – ‘মোহাম্মদ!’
এতদিন পরে এল ধরার
‘প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ!’
চাহিয়া রহিল সবিস্ময়
ইহুদি আর ইশাই সব,
আসিল কি ফিরে এতদিনে
সেইমসিহ্‌মহামানব?
‘তওরাত’’ইঞ্জিল’ভরি
শুনিল যাঁর আগমনি,
‘ইশা’ ‘মুসা’ আর ‘দাউদ’ যাঁর
শুনেছিল পা-র ধ্বনি,
সেই সুন্দর দুলাল আজ
আসিল কি নীরব পায়?
যেমন নীরবে আসে তপন
পূর্ণ চাঁদ পুব-সীমায়।

এমনই করিয়া ওঠেরবি
ওঠে রে চাঁদ, ধরা তখন
এমনই করিয়া ঘুমায়ে রয়
রবি শশী হেরে স্বপন।

আলোকে আলোকে ছায় দিশি
নব অরুণ ভাঙে রে ঘুম,
তন্দ্রালু সব আঁখি-পাতায়
বন্ধুপ্রায় বুলায় চুম।

তেমনই মহিমা সেই বিভায়
আসিল আজ আলোর দূত,
ঝরনার সুরে পাখিরা গায়,
আতর গায় বয় মারুত।

শুষ্ক সাহারা এত সে যুগ
হেরেছে রে যার স্বপন,
বেহেশ্‌ত হতে নামিল ওই
সেই সুধার প্রস্রবণ।

খোর্মা খেজুরে মরু-কানন
ফলবতী হলুদ-রং
মরুর শিয়রে বাজে রে ওই
জলধারার মেঘ-মৃদং!
শোনেনি বিশ্ব কভু যে নাম –
‘মোহাম্মদ’ শুনে সে আজ
সেই সে নাম অবিশ্রাম
একী মধুর, একী আওয়াজ!

আঁধার বিশ্বে যবে প্রথম
হইল রে সূর্যোদয়
চেয়েছিল বুঝি সকল লোক
এই সে রূপ সবিস্ময়!

এমনই করিয়া নবারুণের
করিল কি নামকরণ,
সে আলোক-শিশু এমনই রে
হরি আঁধার হরিল মন!

এমনই সুখে রে সেই সেদিন
বিহগ সব গাহিল গান,
শাখায় প্রথম ফুটিল ফুল,
হল নিখিল শ্যামায়মান।

গুলে গুলে শাড়ি গুলবাহার
পরি সেদিন ধরণি মা
আঁধার সূতিকাবাস ত্যজি
হেরে প্রথম দিক্‌সীমা।

ফুলবন লুটি, খোশখবর
দিয়ে বেড়ায় চপল বায়,
‘ওরে নদ নদী ওরে নিঝর
ছাড়ি পাহাড় ছুটিয়া আয়।

সাগর! শঙ্খ বাজা রে তোর,

আসিল ওই জ্যোতিষ্মান,
একী আনন্দ একী রে সুখ
এল আলোর একী এ বান!’

ফুলের গন্ধ, পাখির গান
স্পর্শসুখ ভোর হাওয়ার,
জানিল বিশ্ব সেই সেদিন,
সেই প্রথম ; আজ আবার
আঁধার নিখিলে এল আবার
আদি প্রাতের সে সম্পদ
নূতন সূর্য উদিল ওই –
মোহাম্মদ ! মোহাম্মদ !
অনাগত
বিশ্ব তখনও ছিল গো স্বপ্নে, বিশ্বের বনমালী
আপনাতে ছিল আপনি মগন। তখনও বিশ্ব-ডালি
ভরিয়া ওঠেনি শস্যে কুসুমে ; তখনও গগন-থালা
পূর্ণ করেনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার মালা।
আপন জ্যোতির সুধায় বিভোর আপনি জ্যোতির্ময়
একাকী আছিল – ছিল এ নিখিল শূন্যে শূন্যে লয়।
অপ্রকাশ সে মহিমার মাঝে জাগেনি প্রকাশ-ব্যথা,
ছিল নাকো সুখ দুখ আনন্দে সৃষ্টির আকুলতা।
ছিল না বাগান, ছিল বনমালী! – সহসা জাগিল সাধ,
আপনারে লয়ে খেলিতে বিধির, আপনি সাধিতে বাদ।
অটল মহিমা-গিরি-গুহা-ত্যজি– কে বুঝিবে তাঁর লীলা–
বাহিরিয়া এল সৃষ্টি প্রকাশ নির্ঝর গতিশীলা।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের সৃজিয়া সে লীলা রাজ,
ভাবিল সৃজিবে পুতুলখেলার মানুষ সৃষ্ট-মাঝ।
চলিতে লাগিল কত ভাঙাগড়া সে মহাশিশুর মনে,
মানুষ হইবে রসিক ভ্রমর, সৃষ্টির ফুলবনে।
আদিম মানব ‘আদমে’ সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, ‘যাও, করো খেলা ওই ধরার আঙনে গিয়া!’
সৃজিয়া মানব-আত্মা তাহার দানিলমানবদেহে,
কাঁদিতে লাগিল মানব-আত্মা পশিয়া মাটির গেহে।
বলে, ‘প্রভু, আমি রহিতে নারি এ ধূলি-পঙ্কিল ঘরে,
অন্ধকার এ কারাঘরে একা রহিব কেমন করে!’
আদমের মাঝে বারেবারে যায় বারেবারে ফিরে আসে
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলেন প্রভু, ‘ভয় নাই, দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে – জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারই সম।
আমা হতে ছিল প্রিয়তর যাহা আমার আলোর আলো

– মোহাম্মদ সে, দিনু তাঁহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো!’

মানব-আত্মা পশিয়া এবার আদমের দেহমাঝে
হেরিল তথায় অতুল বিভায় মহাজ্যোতি এক রাজে।
আত্মার আলো ঘুচাতে পারেনি যে মহা অন্ধকার
তারে আলোময় করিয়াছে আসি এ কোন জ্যোতি-পাথার।
বন্দনা করি সে মহাজ্যোতিরে আদম খোদারে কয়,
‘অপরূপ জ্যোতি-প্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমময়!
কেবা এ পুরুষ, কেন এ উদিল আমার ললাট-তীরে,
ধন্য করিলে কেন এ মধুর বোঝা দিয়ে মোর শিরে?’
কহিলেন খোদা, ‘এই সে জ্যোতির পূণ্যে আঁধার ধরা
আলোয় আলোয় হবে আলোময়, সকল কলুষ-হরা
এই সে আলোর দীপ্তি ভাতিবে বিশ্ব নিখিল ভরি
এ জ্যোতি-বিভায় হইবে প্রভাত পাপীদের শর্বরী।
আমার হাবিব – বন্ধু এ প্রিয় ; মানব-ত্রাণের লাগি
ইহারে দিলাম তোমাতে – হইতে মানব-দুঃখ-ভাগী।
মোহাম্মদ এ, সুন্দর এ, নিখিল প্রশংসিত,
ইহার কণ্ঠে আমার বাণী ও আদেশ হইবে গীত।’
সিজদাকরিয়া খোদারে আদম সম্ভ্রম-নত কয়,
‘ধূলির ধরায় যাইতে আমার নাহি আর কোনো ভয়।
আমার মাঝারে জ্বালাইয়া দিলে অনির্বাণ যে দীপ,
পরাইয়া দিলে আমার ললাটে যে মহাজ্যোতির টিপ,
ধরার সকল ভয়েরে ইহারই পূণ্যে করিব জয়,
আমার বংশে জন্মিবে তব বন্ধু মহিমময়!
মোর সাথে হল ধন্য পৃথিবী!’ – মোহাম্মদের নাম
লইয়া পড়িল, ‘সাল্লাল্লাহুআলায়াহিসাল্লাম!’
ধরায় আসিল আদিম মানব-পিতা আদমের সাথ
‘খোদার প্রেরিত’, ‘শেষ বাণী-বাহী’ কাঁদাইয়া জান্নাত।

* * * *

শত শতাব্দী যুগযুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে নাহি-আসা স্রোতের প্রায়
চলে গেল ‘হাওয়া’, ‘আদম’, ‘শিশ্’ ও‘নূহ’নবি –
জ্বলিয়া নিভিল কত রবি!
চলে গেল ‘ইশা’, ‘মুসা’ ও ‘দাউদ’, ইব্রাহিম’
ফিরদৌসের দূরসাকিম।
গেল‘সুলেমান’, গেল‘ইউনুস’, গেল‘ইউসুফ’রূপকুমার
হাসিয়া জীবন-নদীর পার।
গেল ‘ইসাহাক’, ‘ইয়াকুব’, গেল ‘জবীহুল্লাহ্ ইসমাইল’
খোদার আদেশ করি হাসিল।

এসেছিল যারা খোদার বাণীর দধিয়ালতুতীপাপিয়া পিক
বুলবুল শ্যামা ; ভরিয়া দিক
যাদের কণ্ঠে উঠিয়াছিল গো মহান বিভুর মহিমা গান
উড়ে গেল তারা দূর বিমান!
ঊর্ধ্বে জাগিয়া রহিলেন‘ইশা’অমর, মর্ত্যে ‘খাজাখিজির’
- দুই ধ্রুবতারা দুই সে তীর -
ঘোষিতে যেন গো এপারে-ওপারে তাহারই আসার খোশখবর-
যাহার আশায় এ-চরাচর
আছে তপস্যারত চিরদিন; ঘুরিছে পৃথিবী যার আশে
সৌরলোকের চারিপাশে।
আদিম-ললাটে ভাতিল যে আলো উষায় পুরব-গগন-প্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আলোক, আঁধার, জীবন, মৃত্যু, গ্রহ, তারা তারে খুঁজিছে হায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, ‘জিন’ পরি, হুর পাগলপ্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খোঁজে অপ্সর, কিন্নর, খোঁজে গন্ধর্ব ও ফেরেশতায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে রক্ষ যক্ষ পাতালে, খোঁজে মুনি ঋষি ধেয়ানে তায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আপনার মাঝে খোঁজে ধরা তারে সাগরে, কাননে মরু-সীমায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে তাহারে সুখে, আনন্দে, নব সৃষ্টির ঘন ব্যথায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়,
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ-ছেদন নবি কোথায়!
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়,
বজ্র-ঘোষ বাণী কোথায়!
শাস্ত্র-আচার-জগদল-শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ, বিদ্রোহী কোথায়!
খুঁজিছে দুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত ক্ষত ব্যথায়,
কমল-বিহারী তুমি কোথায়!
আদি ও অন্ত যুগযুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়,
চিরসুন্দর, তুমি কোথায়!
বিশ্ব-প্রণব-ওংকার-ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায় –
তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!

*　　*　　*　　*

ধেয়ান-স্তব্ধ বিশ্ব চমকি মেলে আঁখি –
আরবের মরু আজিকে পাগল হল নাকি?
খুঁজিছে যাহারে কোটি গ্রহ তারা চাঁদ তপন
মরু-মরীচিকা হেরিল কি আজ তার স্বপন?
পেল নাকো খুঁজে সকল দিশির দিশারি যার,
মরুর তপ্ত বালুতে পড়িল চরণ তাঁর!
রৌদ্র-দগ্ধ চির-তাপসিনী তনু-কঠিন
এরই তপস্যা করি কি আরব যাপিল দিন?
বালুকা-ধূসর কেশ এলাইয়া তপ্ত ভাল
তপ্ত আকাশ-তটে ঠেকাইয়া এত সে কাল
ইহার লাগি কি ছিল হতভাগি জাগিয়া রে,
বিশ্ব-মথন অমৃত ধন মাগিয়া রে!

*   *   *   *

দশদিক ছাপি ওঠে আবাহন, ‘ধন্য ধন্যমুত্তালিব!’
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্যআবদুল্লাহ্খোশ-নসিব,
ঔরসে যাঁর লভিল জনম বিশ্ব-ভূমান মহামানব,
ধেয়ানে যাহারে ধরিতে না পারি নিখিল ভুবন করে স্তব।
ধন্য গো তুমি ‘আমিনা’ জননী কেমনে জঠরে ধরিলে তায়
যোগী মুনি ঋষি পয়গম্বর গেয়ানে যাহার সীমা না পায়!
ধন্য ধরণি-কেন্দ্র মক্কা নগরী, কাবার পুণ্যে গো
বক্ষে ধরিলে তাঁহারে, যে-জন ধরেনি; অসীম শূন্যে গো
যাঁহারে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি ঘুরিতেছে নিঃসীম নভে
ধরার কেন্দ্রে আসিবে সে-জন, এও কি গো কভু সম্ভবে!
বিন্দুর রূপে আসিল সিন্ধু, শিশু-রূপ ধরি এল বিরাট!
অসম্ভবের সম্ভাবনায় রাঙিল এশিয়া অস্তপাট!
পূর্বে সূর্য ওঠে চিরদিন, পশ্চিমে আজ উঠিল ওই,
স্বর্গের ফুল ফুটিল সেথায় যে-মরুতে ফোটে বালুকা-খই!
নিখিল-শরণ চরণের লাগি তুই কি আরব এত সে দিন
তপস্যা করি করিলি নিজেরে যেন সে বিরাট-চরণ-চিন!
ধন্য মক্কা, ধন্য আরব, ধন্য এশিয়া পুণ্য দেশ,
তোমাতে আসিল প্রথম নবি গো তোমাতে আসিল নবির শেষ!
অভ্যুদয়
আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে?
পাতা ঝরে যায় কাননে, যখন ফাগুন-আবেশ লাগে
তরু ও লতার তনুতে তনুতে, কেন কে বলিতে পারে?
সুর বাঁধিবার আগে কেন গুণী ব্যথা হানে বীণা-তারে?
টানিয়া টানিয়া না বাঁধিলে তারে ছিঁড়িয়া যাবার মতো
ফোটে না কি বাণী, না করিলে তারে সদা অঙ্গুলি ক্ষত?
সূর্য ওঠার যবে দেরি নাই, বিহগেরা প্রায় জাগে,

তখন কি চোখে অধিক করিয়া তন্দ্রার ঝিম লাগে?
কেন গো কে জানে, নতুন চন্দ্র উদয়ের আগে হেন
অমাবস্যার আঁধার ঘনায়, গ্রাসিবে বিশ্ব যেন!
পুণ্যের শুভ আলোক পড়িবে যবে শতধারে ফুটে
তার আগে কেন বসুমতী পাপ-পঙ্কিল হয়ে উঠে?
ফুল ফসলের মেলা বসাবার বর্ষা নামার আগে,
কালো হয়ে কেন আসে মেঘ, কেন বজ্রের ধাঁধা লাগে?
এই কি নিয়ম? এই কি নিয়তি? নিখিল-জননী জানে,
সৃষ্টির আগে এই সে অসহ প্রসব-ব্যথার মানে!

এমনই আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরিয়াছিল সেদিন,
উদয়-রবির পানে চেয়েছিল জগৎ তমসা-লীন।
পাপ অনাচার দ্বেষ হিংসার আশী-বিষ-ফণা তলে
ধরণির আশা যেন ক্ষীণজ্যোতি মানিকের মতো জ্বলে!
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে ভল্লুকে রণ; নখর-দন্ত-ক্ষত
কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভীরু বালিকার সম!
শূন্য-অঙ্কে ক্লেদে ও পঙ্কে পাপে কুৎসিততম
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ-ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু!
অত্যাচারিত উৎপীড়িতের জমে উঠে আঁখিজল
সাগর হইয়া গ্রাসিল ধরার যেন তিন ভাগ থল!
ধরণি ভগ্ন তরণির প্রায় শূন্য-পাথরতলে
হাবুডুবু খায় বুঝি ডুবে যায়, যত চলে তত টলে।
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকা – এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ!

এই অনাচার মিথ্যা পাপের নিপীড়ন-উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন‘জজিরাতুল আরবে।’
পাপের বাজারে করিত বেসাতি সমান পুরুষ নারী,
পাপের ভাঁটিতে চলিত গো যেন পিপীলিকা সারি সারি।
বালক বালিকা যুবা ও বৃদ্ধে ছিল নাকো ভেদাভেদ,
চলিত ভীষণ ব্যাভিচার-লীলা নির্লাজ নির্বেদ!
নারী ছিল সেথা ভোগ-উৎসবে জ্বালিতে কামনা-বাতি,
ছিল না বিরাম সে বাতি জ্বলিত সমান দিবস-রাতি।
জন্মিলে মেয়ে পিতা তারে লয়ে ফেলিত অন্ধকূপে
হত্যা করিত, কিংবা মারিত আছাড়ি পাষাণস্তূপে!
হায় রে, যাহারা স্বর্গেমর্ত্যে বাঁধে মিলনের সেতু
বন্যা-ঢল সে কন্যারা ছিল যেন লজ্জারই সেতু!
সুন্দরে লয়ে অসুন্দরের এই লীলা তাণ্ডব

চলিতেছিল, এ দেহ ছিল শুধু শকুন-খাদ্য শব!
দেহ-সরসীর পাঁকের ঊর্ধ্বে সলিল সুনির্মল
ত্যজিয়া তাহারে মেতেছিল পাঁকে বন্য-বরাহ দল!
চরণে দলিত কর্দমে যারে গড়িয়া তুলিল নর
ভাবিত তাহারে সৃষ্টিকর্তা, সেই পরমেশ্বর!

আল্লার ঘর কাবায় করিত হল্লা পিশাচ ভূত,
শিরনি খাইত সেথা তিন শত ষাট সে প্রেতের পুত!
শয়তান ছিল বাদশাহ সেথা, অগণিত পাপ-সেনা,
বিনি সুদে সেথা হতে চলিত গো ব্যভিচার লেনা-দেনা!
সে পাপ-গন্ধে ছিঁড়িয়া যাইত যেন ধরণির স্নায়ু,
ভূমিকম্পে সে মোচড় খাইত যেন শেষ তার আয়ু!
এমনই আঁধার গ্রাসিয়াছে যবে পৃথ্বী নিবিড়তম–
ঊর্ধ্বে উঠিল সংগীত, ‘হল আসার সময় মম!’
ঘন তমসার সূতিকা-আগারে জনমিল নব শশী,
নব আলোকের আভাসে ধরণি উঠিল গো উচ্ছ্বসি।
ছুটিয়া আসিল গ্রহ-তারাদল আকাশ-আঙিনা মাঝে,
মেঘের আঁচলে জড়াইয়া শিশুচাঁদেরে পুলক লাজে
দাঁড়াল বিশ্ব-জননী যেন রে ; পাইয়া সুসংবাদ
চকোর-চকোরী ভিড় করে এল নিতে সুধার প্রসাদ!

ধরণির নীল আঁখি-যুগ যেন সায়রে শালুক সুঁদি
চাঁদেরে না হেরে ভাসিত গো জলে ছিল এতদিন মুদি,
ফুটিল রে তারা অরুণ-আভায় আজ এতদিন পরে,
দুটি চোখে যেন প্রাণের সকল ব্যথা নিবেদন করে!
পুলকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ওঠে দুলিয়া দুলিয়া কাবা,
বিশ্ব-বীণায় বাজে আগমনি, ‘মারহবা! মারহবা!!’
স্বপ্ন
প্রভাত-রবির স্বপ্ন হেরে গো যেমন নিশীথ একা
গর্ভে ধরিয়া নতুন দিনের নতুন অরুণ-লেখা।
তেমনই হেরিছে স্বপ্ন আমিনা – যেদিন নিশীথ শেষে
স্বর্গের রবি উদিবে জননী আমিনার কোলে এসে।
যেন গো তাহার নিরালা আঁধার সূতিকা-আগার হতে
বাহিরিল এক অপরূপ জ্যোতি, সে বিপুল জ্যোতি-স্রোতে
দেখা গেল দূর বোসরা নগরী দূর সিরিয়ার মাঝে।
ইরান-অধীপনওশেরোয়াঁরপ্রাসাদের চূড়া লাজে
গুঁড়া হয়ে গেল ভাঙিয়া পড়িয়া। অগ্নিপূজা দেউল
বিরাণহইয়া গেল গো ইরান নিভে গিয়ে বিলকুল।
জগতের যত রাজার আসন উলটিয়া গেল পড়ি,
মূর্তিপূজার প্রতিমা ঠাকুর ভেঙে গেল গড়াগড়ি!

নব নব গ্রহ তারকায় যেন গগন ফেলিল ছেয়ে,
স্বর্গ হইতে দেবদূত সব মর্ত্যে আসিল ধেয়ে।
সেবিতে যেন গো আমিনায় তাঁর সূতিকা-আগার ভরি,
দলে দলে এল বেহেশ্‌ত হইতে বেহশ্‌তি হুরপরি।
যত পশু-পাখি মানুষের মতো কহিল গো যেন কথা,
রোম-সম্রাট-কর হতে ক্রস খসিয়া পড়িল হোথা,
হেঁটমুখ হয়ে ঝুলিতে লাগিল পূজার মূর্তি যত,
হেরিলেন জ্যোতি-মণ্ডিত দেহ অপরূপ রূপ কত!
টুটিতে স্বপ্ন হেরিলেন মাতা, ফুটিতে আলোর ফুল
আর দেরি নাই, আগমনি গায় গুলবাগে বুলবুল।
কী এক জ্যোতির্শিখার ঝলকে মাতা ভয়ে বিস্ময়ে
মুদিলেন আঁখি। জাগিলেন যবে পূর্ব-চেতনা লয়ে,
হেরিলেন চাঁদ পড়িয়াছে খসি যেন রে তাঁহার কোলে,
ললাটে শিশুর শত সূর্যের মিহির লহর তোলে!
শিশুর কণ্ঠে অজানা ভাষায় কোন অপরূপ বাণী
ধ্বনিয়া উঠিল, সে স্বরে যেন রে কাঁপিল নিখিল প্রাণী।
ব্যথিত জগৎ শুনেছে ব্যথায় যার চরণের ধ্বনি,
এতদিনে আজ বাজাল রে তার বাঁশুরিয়া আগমনি!
নিখিল ব্যথিত অন্তরে এর আসার খবর রটে
ইহারই স্বপন জাগেরে নিখিল-চিত্ত-আকাশপটে।
সারা বিশ্বের উৎপীড়িতের রোদনের ধ্বনি ধরি
ধরণির পথে অভিসার এল ছিল দিবা শর্বরী।
সাগর শুকায়ে হল মরুভূমি এরই তপস্যা লাগি,
মরু-যোগী হল খর্জুরতরু ইহারই আশায় জাগি।
লুকায়ে ছিল যে ফল্গুর ধারা মরু-বালুকার তলে
মরু-উদ্যানে বাহিরিয়া এল আজি ঝরনার ছলে।
খর্জুর-বনে এলাইয়া কেশ সিনানি সিন্ধুজলে
রিক্তাভরণা আরব বিশ্ব-দুলালে ধরিল কোলে!
‘ফারাণের’ পর্বত-চূড়াপানে ভাববাদী বিশ্বের
কর-সংকেতে দিল ইঙ্গিত ইহাই আগমনের।
সেদিন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সুখে হসিল বিশ্বত্রাতা,
‘সুয়োরানি’ হল আজিকে যেন রে বসুমতী ‘দুয়ো’ মাতা
‘মারহাবা
সৈয়দে মক্কি মদনিআল-আরবি!’
গাহিতে
নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হল বিশ্বকবি।
আসিল
বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব,
পশিল
অন্ধ গুহায় ওই পুনরায় রক্ষ দানব।

ভাসিল
বন্যাধারায়‘দজলা’‘ফোরাত’কন্যা মরুর,
সাহারায়
নৌবতেরই বাজনা বাজে মেঘ-ডমরুর।
বেদুইন
তাম্বু ছিঁড়ে বর্শা ছুঁড়ে অশ্ব ছেড়ে
খেলিছে
গেণ্ডুয়া-খেল, রক্ত ছিটায় বক্ষ ফেড়ে!
আরবের
কুজ্জা বঁধু উট ছেড়ে পথ সব্‌জা-খেতি
খুঁজিছে
আজকে ঈদে খোর্মা আঙুর খেজুর-মেতি।
খর্জুর
কন্টকে আজ বন্ধ খুলি যুক্ত বেণির
ঢালিছে
মুক্ত-কেশী আরবি-নিঝর কলসি পানির!
জরিদার
নাগরা পায়ে গাগরা কাঁখে ঘাগরা ঘিরা
বেদুইন
বউরা নাচে মৌ-টুসকির মৌমাছিরা।
শরমে
নৌজোয়ানীরা নুইয়ে ছিল ডালিম-শাখা,
আজি তার
রস ধরে না, তাম্বুলী ঠোঁট হিঙ্গুল মাখা
করে আজ
খুনসুড়ি ওই শুকনো কাঁটার খেজুর-তরু,
খেজুরের
গুলতি খেয়ে ‘উঃ’ ডাকে ‘লু’ হাওয়ায় মরু!
আখরোট
বাদাম যত আরবি-বউ-এর পড়ছে পায়ে,
বলে, ‘এই
নীরস খোসা ছাড়াও কোমল হাতের ঘায়ে!’
আরবের
উঠতি বয়েস ফুল-কিশোরী ডালিম-ভাঙা
বিলিয়ে
রং কপোলের আপেল-কানন করছে রাঙা।
ছুটিতে
দুস্বাসম স্থূল শ্রোণিভার হয় গো বাধা,
দশনে
পেস্তা কাটি পথ-বঁধুরে দেয় সে আধা!

অধরের
কামরাঙা-ফল নিঙড়ে মরুর তপ্ত মুখে,
উড়ুনি
দেয় জড়ায়ে পাগলা হাওয়ার উতল বুকে।

না-জানা
আনন্দে গো‘আরাস্তা’আজ আরব-ভূমি,
অ-চেনা
বিহগ গাহে ফোটে কুসুম বে-মরশুমি,
আরবের
তীর্থ লাগি ভিড় করে সব বেহেশ্‌ত বুঝি,
এসেছে
ধরার ধুলায় বিলিয়ে দিতে সুখের পুঁজি।
‘রবিউল
আউওল’চাঁদ শুক্লা নবমীর তিথিতে
ধেয়ানের
অতিথ্‌ এল সেই প্রভাতে এই ক্ষিতিতে।
মসীহের
পঞ্চশত সপ্ততি এক বর্ষপরে
সোমবার
জ্যেষ্ঠ প্রথম – ধরার মানব-ত্রাণের তরে
আসিলেন
বন্ধু খোদার মহান উদার শ্রেষ্ঠ নবি,
‘মারহাবা
সৈয়দ মক্কি মদনি আল-আরবি।’
আলো-আঁধারি
বাদলের নিশি অবসানে মেঘ-আবরণ অপসারি
ওঠে যে সূর্য – প্রদীপ্ততর রূপ তার মনোহারী।
সিক্তশাখায় মেঘ-বাদলের ফাঁকে
‘বউ কথা কও’ পাপিয়া যখন ডাকে–
সে গান শোনায় মধুরতর গো সজল জলদচারী!
বর্ষায়-ধোয়া ফুলের সুষমা বর্ণিতে নাহি পারি!

কান্নার চোখ-ভরা জল নিয়ে আসে শিশু অভিমানী,
হাসির বিজলি চমকি লুকায় তার কাছে লাজ মানি।
কয়লার কালি মাখি যবে হিরা ওঠে,
সে রূপ যেন গো বেশি করে চোখে ফোটে!
নীল নভো ঠোঁটে এক ফালি হাসি দ্বিতীয়ার চাঁদখানি
পূর্ণশশীর চেয়ে ভালো লাগে – কেন কেহ নাহি জানি!

পথের সকল ধুলো কাদা মাখি যে শিশু ফেরে গো ঘরে,
সে কি গো পাইতে বেশি ভালোবাসা যত্ন জননী করে?
মুছাবেন মাতা অঞ্চল দিয়া বলে
শিশুর নয়নে অকারণে বারি ঝলে?
ধরার আঁচলে পাথরের সাথে সোনা বাঁধা এক থরে,
বিষে নীল হয়ে আসে মণি – সে কি অধিক মূল্য তরে?

ডুবে এক-গলা নয়নের জলে তবে কি কমল ফোটে?
মৃণাল-কাঁটার বেদনায় কি ও শতদল হয়ে ওঠে?
শত সুষমায় ফোটাবে বলিয়া কিরে
মেঘ এত জল ঢালে কুসুমের শিরে?
দগ্ধ লোহায় না বিঁধিলে সুর ফোটে না কি বেণু-ঠোঁটে?
তত সুগন্ধ ওঠে চন্দনে যত ঘষে শিলাতটে!

মুছাতে এল যে উৎপীড়িত এ নিখিলের আঁখিজল,
সে এল গো মাখি শুভ্র তনুতে বিষাদের পরিমল!
অথবা সে চির-সুখ-দুখ-বৈরাগী
আসিল হইয়া নিখিল-বেদনা-ভাগী!
জানে বনমাতা, গন্ধে ও রূপে মাতাবে যে বনতল
সে ফুল-শিশুর শয়ন কেন গো কণ্টক-অঞ্চল!

শুনে হাসি পায় এত শোকে হায়! বিশ্বের পিতা যার
‘হাবিব’ বন্ধু, হারায়ে পিতায় সে এল ধরা মাঝার!
খোদার লীলা সে চির-রহস্যময় –
বন্ধুর পথ এত বন্ধুর হয়!
আবির্ভাবের পূর্বে পিতৃহীন হয়ে – বার বার
ঘোষিল সে যেন, আমি ভাই সাথি পিতাহীন সবাকার!
আলোকের শিশুএল গো জড়ায়ে আঁধার-উত্তরীয়
জানাতে যেন গো ‘বিষ-জর্জর, এবার অমৃত পিয়ো!’
তৃষ্ণাতুরের পিপাসা করিতে দূর
হৃদয় নিঙাড়ি রক্ত দেয় আঙুর!
শোক-ছলছল ধরায় কেমনে হাসি অমিয়
আসিবে সবার সকল ব্যথার ব্যথী বন্ধু ও প্রিয়!

পূর্ণশশীরে হেরিয়া যখন সাগরে জোয়ার লাগে,
উথলায় জল তত কলকল যত আনন্দ জাগে!
তেমনই পূর্ণশশীরে বক্ষে ধরি
‘আমিনার’ চোখে শুধু জল ওঠে ভরি!
সুখের শোকের গঙ্গা-যমুনা বিষাদে ও অনুরাগে
বয়ে চলে, যেন ‘দজ্‌লা’ ‘ফোরাত’বসরা-কুসুম-বাগে!

কাঁদিছে আমিনা, হাসিছেন খোদা,'ওরে ও অবুঝ মেয়ে,
ডুবিয়াছে চাঁদ উঠিয়াছে রবি বক্ষে দেখনা চেয়ে,
ভবনের স্নেহ কাড়িয়া কঠোর করে
ভুবনের প্রীতি আনিয়া দিয়াছি ওরে!
ঘর সে কি ধরে বিশ্ব যাহার আলোকে উঠিবে ছেয়ে?
নিখিল যাহার আত্মীয় – ভুলে রবে সে স্বজন পেয়ে?

নীড় নহে তার – যে পাখি উদার অম্বরে গাবে গান,
কেবা তার পিতা কেবা তার মাতা, সকলই তার সমান!
নাহি দুখ সুখ আত্মীয়, নাই গেহ,
একের মাঝারে সে যে গো সর্বদেহ,
এ নহে তোমার কুটির-প্রদীপ ভোরে যার অবসান,
রবি এ – জনমি পূর্ব-অচলে ঘোরে সারা আশমান!'

সে বাণী যেন গো শুনিয়া আমিনা-জননী রহে অটল,
ক্ষণেক রাঙিয়া স্তব্ধ রহে গো যেমন পূর্বাচল!
কহিল জননী আপনার মনে মনে, -
'আমার দুলালে দিলাম সর্বজনে!'
থির হয়ে গেল পড়িতে পড়িতে কপোলে অশ্রুজল।
উদিল চিত্তে রাঙা রামধনু, টুটিল শোক-বাদল!
'দাদা'
সব-কনিষ্ঠ পুত্র সে প্রিয় আবদুল্লার শোকে,
সেদিন নিশীথে ঘুম নাকো মুত্তালিবের চোখে!
পঁচিশ বছর ছিল যে পুত্র আঁখির পুতলা হয়ে,
বৃদ্ধ পিতারে রাখিয়া মৃত্যু তারেই গেল কি লয়ে!
হয়ে আঁখিজল ঝরে অবিরল পঁচিশ-বছরি স্মৃতি,
সে স্মৃতির ব্যথা যতদিন যায় তত বাড়ে হায় নিতি!
বাহিরে ও ঘরে বক্ষে নয়নে অশ্রুতে তারে খোঁজে
সহসা বিধবা আমিনারে হেরি সভয়ে চক্ষু বোজে!
ওরে ও অভাগি, কে দিল ও বুকে ছড়ায়ে সাহারা-মরু?
অসহায় লতা গড়াগড়ি যায় হারায়ে সহায়-তরু!
আগুনে বেড়ায় ও যেন রে হায় শোকের শুভ্রশিখা,
রজনিগন্ধা বিধবা মেয়েরে লয়ে কাঁদে কাননিকা!
মন্থরগতি বেদনা-ভারতী আমিনা আঙনে চলে,
হেরিতে সহসা মুত্তালিবের আঁধার চিত্ততলে
ঈষৎ আলোর জোনাকি চমকি যায় যেন ক্ষণে ক্ষণে,
আবদুল্লার স্মৃতি রহিয়াছে ওই আমিনার সনে।
আসিবে সুদিন আসিবে আবার, পুত্রে যে ছিল প্রাণ
পুত্র হইতে পৌত্রে আসিয়া হবে যে অধিষ্ঠান।

দিন গোনে মনে মনে আর কয়, ‘বাকি আর কত দিন,
লইয়া অ-দেখা পিতার স্মৃতিরে আসিবি পিতৃহীন!’

মুত্তালিবের আঁধার চিত্তে জ্বলেছে সহসা বাতি,
সেদিন আসিবে যেন শেষ হলে আজিকার এই রাতি!
চোখে ঘুম নাই শূন্যে বৃথাই নয়ন ঘুরিয়া মরে,–
নিশি-শেষে যেন অতন্দ্র চোখে তন্দ্রা আসিল ভরে!
কত জাগে আর লয়ে হাহাকার, আঁধারের গলা ধরি
আর কতদিন কাঁদিবে গো, চোখে অশ্রু গিয়াছে মরি!
আয় ঘুম হায়, হয়তো এবার স্বপনে হেরিব তারে,
বিরাম-বিহীন জাগি নিশিদিন খুঁজিয়া পাইনি যারে!
হেরিল মুত্তালিব অপরূপ স্বপ্ন তন্দ্রা-ঘোরে,–
অভূতপূর্ব আওয়াজ যেন গো বাজিছে আকাশ ভরে!
ফেরেশতা সব যেন গগনের নীল শামিয়ানা-তলে
জমায়েত হয়েতকবীরহাঁকে, সে আওয়াজ জলে থলে
উঠিল রণিয়া।‘সাফা’‘মারওয়ান’গিরি-যুগ সে আওয়াজে
কাঁপিতে লাগিল, উঠিলআরাব, ‘আসিল সে ধরা মাঝে!’
কে আসিল ? সে কী আমিনার ঘরে? ছুটিতে ছুটিতে যেন
আসিল যে ঘরে আমিনা! ওকি ও, গৃহের ঊর্ধ্বে কেন
এত সাদা মেঘ ছায়া করে আছে? শত স্বর্গের পাখি
বসিতেছে ওই গেহ-পরি যেন চাঁদের জোছনা মাখি!
ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিছে কী যেন গ্রহ তারাদল আসি
আকাশ জুড়িয়া নৌবত বাজে ভুবন ভরিয়া বাঁশি!...
টুটিল তন্দ্রা মুত্তালিবের অপরূপ বিস্ময়ে –
ছুটিল যথায় আমিনা – হেরিল নিশি আসে শেষ হয়ে।
আমিনার শ্বেত ললাটে ঝলিত যে দিব্য জ্যোতি-শিখা,
কোলে সে এসেছে – হাতে চাঁদ তার ভালে সূর্যের টিকা!
সে রূপ হেরিয়া মুর্ছিত হয়ে পড়ল মুত্তালিব,
একী রূপ ওরে একী আনন্দ একী এ খোশনসিব!
চেতনা লভিয়া পাগলের প্রায় কভু হাসে কভু কাঁদে,
যত মনে পড়ে পুত্রে, পৌত্রে তত বুকে লয়ে বাঁধে!
পৌত্রে ধরিয়া বক্ষে তখনই আসিলেন কাবা-ঘরে,
বেদি পরে রাখি শিশুরে করেন প্রার্থনা শিশু তরে।
‘আরশে’ থাকিয়া হাসিলেন খোদা – নিখিলের শুভ মাগি
আসিল যে মহামানব – যাচিছে কল্যাণ তারই লাগি!
ছিলকোরেশেরসর্দার যত সে প্রাতে কাবায় বসি
যোগ দিল সেই‘মুনাজাতে’সবে আনন্দে উচ্ছ্বসি।

সাতদিন যবে বয়স শিশুর – আরবের প্রথামতো
আসিল‘আকিকা’উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যত!

উৎসব শেষে শুধাল সকলে শিশুর কী নাম হবে,
কোন সে নামের কাঁকন পরায়ে পলাতকে বাঁচি লবে।
কহিল মুত্তালিব বুকে চাপি নিখিলের সম্পদ,–
“নয়নাভিরাম! এ শিশুর নাম রাখিনু ‘মোহাম্মদ’!”
চমকে উঠিল কোরেশির দল শুনি অভিনব নাম,
কহিল, ‘এ নাম আরবে আমরা প্রথম এ শুনিলাম।
বনি-হাশেমেরগোষ্ঠীতে হেন নাম কভু শুনি নাই,
গোষ্ঠী-ছাড়া এ নাম কেন তুমি রাখিলে, শুনিতে চাই!’
আঁখিজল মুছি চুমিয়া শিশুরে কহিলেন পিতামহ –
“এর প্রশংসা রণিয়া উঠুক এ বিশ্বে অহরহ,
তাই এরে কহি ‘মোহাম্মদ’ যে চির-প্রশংসমান,
জানি না এ নাম কেন এল মুখে সহসা মথিয়া প্রাণ।”
নাম শুনি কহে আমিনা –‘স্বপ্নে হেরিয়াছি কাল রাতে
‘আহ্‌মদ’ নাম রাখি যেন ওর!’ ‘জননী, ক্ষতি কি তাতে’
হাসিয়া কহিল পিতামহ, ‘এই যুগল নামের ফাঁদে,
বাঁধিয়া রাখিনু কুটিরে মোদের তোমার সোনার চাঁদে!’
একটি বোঁটায় ফুটিল গো যেন দুটি সে নামের ফুল,
একটি সে নদী মাঝে বয়ে যায়, দুইধারে দুই কূল!
পরভৃত
পালিত বলিয়া অপর পাখির নীড়ে
পিকের কণ্ঠে এত গান ফোটে কি রে?
মেঘ-শিশু ছাড়ি সাগর-মাতার নীড়
উড়ে যায় হায় দূর হিমাদ্রি-শির,
তাই কি সে নামি বর্ষাধারার রূপে
ফুলের ফসল ফলায় মাটির স্তূপে?
জননী গিরির কোল ফেলে নির্ঝর
পলাইয়া যায় দূর বন-প্রান্তর,
তাই কি সে শেষে হয়ে নদী স্রোতধারা –
শস্য ছড়ায়ে সিন্ধুতে হয় হারা?
বিহগ-জননী স্নেহের পক্ষপুটে
ধরিয়া রাখে না, যেতে দেয় নভে ছুটে
বিহগ-শিশুরে, মুক্ত-কণ্ঠে তাই
সে কি গাহে গান বিমানে সর্বদাই?
বেণু-বন কাটি লয়ে যায় শাখা গুণী,
তাই কি গো তাতে বাঁশরির ধ্বনি শুনি?

উদয়-অচল ধরিয়া রাখে না বলি
তরুণ অরুণ রবি হয়ে ওঠে জ্বলি!
আড়াল করিয়া রাখে না তামসী নিশা,
তাই মোরা পাই পূর্ণশশীর দিশা।

আকাশ-জননী শূন্য বলিয়া – তার
কোলে এত ভিড় গ্রহ চাঁদ তারকার।
তেমনই আমিনা-জননী শিশুরে লয়ে
‘হালিমা’রকোলে ছেড়ে ছিল নির্ভয়ে!
মা-র বুক ত্যজি আসিল ধাত্রীবুকে,
গিরি-শির ছাড়ি এল নদী গুহামুখে!
কেমনে নির্ঝর এল প্রান্তরে বহি
অভিনবতর সে কাহিনি এবে কহি।

আরবের যত ‘খাদানি’ ঘরে বহুকাল হতে ছিল রেওয়াজ
নবজাত শিশু পালন করিতে জননী সমাজে পাইত লাজ;
ধাত্রীর করে অর্পিত মাতা জনমিলে শিশু অমনি তায়,
মরু-পল্লিতে স্বগৃহে পালন করিত শিশুরে ধাত্রীমায়।
মরু প্রান্তর বাহি ধাত্রীরা ছুটিয়া আসিত প্রতি বছর,
ভাগ্যবান কে জনমিল শিশু বড়ো বড়ো ঘরে – নিতে খবর।
দূর মরুপারে নিজ পল্লিতে শিশুরে লইয়া তারে তথায়
করিত পালন সন্তানসম যত্নে – পুরস্কার-আশায়।
ঊর্ধ্বে উদার গগন বিথার নিম্নে মহান গিরি অটল,
পদতলে তার পার্বতী মেয়ে নির্ঝরিণীর শ্যামাঞ্চল।
সেই ঝরনার নুড়ি ও পাথরকুড়ায়ে কুড়ায়ে দুই সেই তীর
রচিয়াছে মরু-দগ্ধ আরবি শ্যামল পল্লি শান্ত নীড়।
সেথায় ছিল না নগরের কল-কোলাহল কালি ধূলি-স্তূপ,
ঝরনার জলে ধোয়া তনুখানি পল্লির চির-শ্যামলী রূপ।
সে আকাশতলে সেই প্রান্তরে – সেই ঝরনার পিইয়া জল,
লভিত শিশুরা অটুট স্বাস্থ্য, ঋজুদেহ, তাজা প্রাণ-চপল।
খেলা-সাথি ছিল মেষ-শিশু আর বেদুইন শিশু দুঃসাহস,
মরু-গিরি-দরি চপল শিশুর চরণের তলে ছিল গো বশ।
মরু-সিংহেরে করিত না ভয় এইসব শিশু তিরন্দাজ,
কেশর ধরিয়া পৃষ্ঠে চড়িয়া ছুটাত তাহারে মরুর মাঝ।
আরবি ঘোড়ায় হইয়া সওয়ার বল্লম লয়ে করিত রণ,
মাগিত সন্ধি খেজুর শাখার হাত উঠাইয়া মরু-কানন।
নাশপাতি সেব আনার বেদানা নজরানা দিত ফুল ফলের,
সোজা পিঠ কুঁজো করিয়াছে উট সালাম করিতে যেন তাদের!
‘লু’ হাওয়ায় ছুটে পালাত গো মরু ইহাদেরই ভয়ে দিক ছেয়ে,
রক্ত-বমন করিত অস্ত-সূর্য এরই তির খেয়ে!

আরবের যত গানের কবিরা‘কুলসুম’‘ইমরুল কায়েস’
এই বেদুইন-গোষ্ঠীতে তারা জন্মিয়াছিল এই সে দেশ!
গাহিত হেথাই আলোর পাখি ও গানের কবিতা যত সে গান,
নগরে কেবল ছিল বাণিজ্য, পল্লিতে ছিল ছড়ানো প্রাণ।

আরবের প্রাণ আরবের গান, ভাষা আর বাণী এই হেথাই,
বেদুইনদের সাথে মুসাফির বেশে ফিরিত গো সর্বদাই।
বাজাইয়া বেণু চরাইয়া মেষ উদাসী রাখাল গোঠে মাঠে,
আরবি ভাষারে লীলাসাথি করে রেখেছিল পল্লির বাটে...।

যে বছর হল মক্কা নগরে মোহাম্মদের অভ্যুদয়,
দুর্ভিক্ষের অনল সেদিন ছড়ায়ে আরব-জঠরময়।
ঊর্ধ্বে আকাশ অগ্নি-কটাহ, নিম্নে ক্ষুধার ঘোর অনল,
রৌদ্র শুষ্ক হইল নিঝর, তরুলতা শাখা ফুল-কমল।
মক্কা নগরে ছুটিয়া আসিল বেদুইন যত ক্ষুধা-আতুর,
ছাড়ি প্রান্তর, পল্লির বাট খর্জুর-বন দূর মরুর।
বেদুইনদের গোষ্ঠীর মাঝে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী ‘বনি সায়াদ’,
সেই গোষ্ঠীর ‘হালিমা’ জননী – দুর্ভিক্ষেতে গণি প্রমাদ
আসিল মক্কা, যদি পায় হতে কোনো সে শিশুর ধাত্রী-মা;
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, ‘আমিনা-কোল জুড়ি’ চাঁদ পূর্ণিমা,
কোনো সে ধাত্রী লয় নাই এই শিশুরে হেরিয়া পিতৃহীন –
ভাবিল – কে দেবে পুরস্কার এর পালিবে যে ওরে রাত্রিদিন?
শিশুরে হেরিয়া হালিমার চোখে অকারণে কেন ধরে না জল,
বক্ষ ভরিয়া এল স্নেহ-সুধা – শুষ্ক মরুতে বহিল ঢল।
আরবি ভাষার ধাত্রীমা ছিল এই সে গোষ্ঠী ‘বনি সায়াদ’,
এই গোষ্ঠীতে রাখিতে শিশুরে সব সে শরিফ করিত সাধ।
এই গোষ্ঠীর মাঝে থাকি শিশু লভিল ভাষার যে সম্পদ,
ভাবিত নিরক্ষর নবিঘরে সকলে‘আলেম’মোহাম্মদ।
শিশুরে লইয়া হালিমা জননী চলিল মরুর পল্লি দূর,
ছায়া করে চলে সাথে সাথে তার ঊর্ধ্বে আকাশে মেঘ মেদুর।
নতুন করিয়া আমিনা-জননী কাঁদিলেন হেরি শূন্য কোল,
অদূরে‘দলিজে’মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন-রোল!
পলাইয়া গেল চপল শশক-শিশু শুনি দূর ঝরনা-গান,
বনমৃগ-শিশু পলাল মা ছাড়ি শুনি বাঁশরির সুদূর তান।
বিশ্ব যাঁহার ঘর, সে কি রয় ঘরের কারায় বন্দি গো?
ঘর করে পর অপরের সাথে সেই বিবাগির সন্ধি গো!
শিশু-ফুল হরি নিল বনমালী ফুলশাখা হতে ভোরবেলায়,
লতা কাঁদে, ফুল হেসে বলে, ‘আমি মালা হব মা গো গুণী-গলায়!’
আসিল হালিমা কুটিরে আপন সুদূর শ্যামল প্রান্তরে,
সাথে এল গান শুনাতে শুনাতে বুলবুল পথ-প্রান্তরে।
পাহাড়তলির শ্যাম প্রান্তর হল আরও আরও শ্যামায়মান,
ঊর্ধ্বে কাজল মেঘ-ঘন-ছায়া, সানুদেশে শ্যামা দোয়েল গান!

তরুণ অরুণ আসিল আকাশে ত্যজিয়া উদয়-গিরির কোল,
ওরে কবি, তোর কণ্ঠে ফুটুক নতুন দিনের নতুন বোল!

দ্বিতীয় সর্গ
শৈশবলীলা
খেলে গো
ফুল্লশিশু ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়
পড়ে গো
উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়।

সে বেড়ায়,   হীরক নড়ে,

আলো তার   ঠিকরে পড়ে!
ঘোরে সে
মুক্ত মাঠে পল্লিবাটে ধরার শশী,
সে বেড়ায় –
শুষ্ক মরুর শুক্লা তিথি চতুর্দশী।

অদূরে
স্তব্ধগিরি মৌনী অটল তপস্বী-প্রায়,
পায়ে তার
পুষ্প-তনু কন্যা যেন উপত্যকায়।

শিরে তার   উদার আকাশ,

ব্যজনী   দুলায় বাতাস।
বয়ে যায়
গন্ধ শিলায় ঝরনা নহর লহর লীলায়,
যেতে সে
খোশবুপানি ছিটায় কূলের ফুলমহলায়!
পাখি সব
শিস দিয়ে যায় কিশমিশেরই বল্লরিতে,
আকাশ আর
বনদেবীতে মন বিনিময় নীল হরিতে।
মাঝে তার
ফুল্লশিশু বেড়ায় খেলে ফুল-ভুলানো,
বুকে তার
সোনার তাবিজ নিখিল আলোক দোল-দোলানো।
কভু সে
দুম্বাচরায় সাধ করে হয় মেষের রাখাল,
কভু তার
দৃষ্টি হারায় দূর সাহারায়, যায় কেটেকাল।
অচপল

মৌনী পাহাড় মন হরে তার, রয় বসে সে,
খেলাতে
মন বসে না যায় হারিয়ে নিরুদ্দেশে।

অসীম এই   বিশাল ভুবন

ওগো তার   স্রষ্টা কেমন!
কে সে জন
করল সৃজন বিচিত্র এই চিত্রশালা?
মেষেরা
যায় হারিয়ে, মুগ্ধ শিশু রয় নিরালা।
কভু সে
বংশী বাজায়, উট-শিশুরা সঙ্গে নাচে,
ভুলে নাচ
বেড়ায় খুঁজে কে যেন তায় ডাকছে কাছে।
সহসা
আনমনা হয় সঙ্গীজনের সংগীতে সে,
চোখে তার
কার অপরূপ বেড়ায় রূপের ভঙ্গি ভেসে।
সাথি সব
ভয় পেয়ে যায় চক্ষুতে তার এ কোন জ্যোতি!
ও আঁখি
নীল সুঁদিফুল সুন্দরেরে দেয় আরতি।
ও যেন
নয় গো শিশু, পথভোলা এক ফেরেশতা কোন
ও যেন
আপন হওয়ার ছল করে যায়, নয়কো আপন।

হালিমা
ভয়-চকিতা রয় চেয়ে গো শিশুর পানে,
ও যেন
পূর্ণ জ্ঞানী, সকল কিছুর অর্থ জানে।
কে জানে
কাহার সাথে কয় সে কথা দূর নিরালায়,
কে জানে
কাহার খোঁজে যায় পালিয়ে বনের সীমায়।

কভু সে   শিশুর মতো,

কভু সে   ধেয়ান-রত।

একী গো
পাগল তবে, কিংবা ভূতে ধরল এরে,
এনে হায়
পরের ছেলে পড়ল কী কু-গ্রহের ফেরে!
স্বামী তার
বলল ভেবে, “শোন হালিমা, কাল সকালে
দিয়ে আয়
যাদের ছেলে তাদেরকাছে, নয় কপালে
আছে সে
বদনামি ঢের, নাই এ গ্রামে ভূতের ওঝা,
কাবাতে
‘লাত মানাতের’কৃপায় এ ভূত হবেই সোজা!”

হালিমা
অশ্রু মুছে মোহাম্মদে আনল আবার
হারানো
মাতৃক্রোড়ে, বললে, ‘লহো পুত্র সোনার!’

আমিনার
বক্ষ বেয়ে অশ্রু ঝরে আকুল স্নেহে,
ওরে মোর
সোনার দুলাল আজ ফিরেছে আঁধার গেহে!
এল আজ
মুত্তালিবের চোখের মণি, শান্তি শোকের,
এল আজ
সফর করে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের!
পারায়ে
কৃষ্ণা তিথি শুক্লা তিথির আসল অতিথ,
কত সে
দিনের পরে আঁধার ঘরে উঠল রে গীত!
প্রত্যাবর্তন
সেবার দূষিত ছিল বড়ো বায়ু মক্কাপুরীর,
নিশ্বাসে ছিল বিষের আমেজ হাওয়ায়সুরীর।
কহিলেন দাদা মুত্তালিব, ‘গো হালিমা শুনো,
মরু-প্রান্তরে লয়ে যাও মোর চাঁদেরে পুন!
আবার যেদিন ডাকিব, আনিবে ফিরায়ে এরে,
মাঝে মাঝে এনে দেখাইয়া যেয়ো মোর চাঁদেরে!’
আমিনার চোখে ফুরাল শুক্ল চাঁদের তিথি,
আবার আসিল ভবনে অতীত-আঁধার ভীতি।

স্বপনে চলিয়া গেল যেন চাঁদ স্বপনে এসে,
দ্বিতীয়ার চাঁদ লুকাল আকাশে ক্ষণেক ভেসে।
অঙ্গ ভরিয়া অশ্রু-চুমায় চলিল ফিরে
সোনার শিশু গো – নীড় ত্যজি পুন অজানা তীরে।
হালিমার বুকে খুশি ধরে নাকো, নীলাঞ্চলে
হারানো মানিক পুন পেল তার ভাগ্যবলে!
চলে অলক্ষ্যে সাথে বেহেশ্‌ত-ফেরেশতারা!
মক্কার মণি পুন মরুপথে হইল হারা।
হালিমার দুই কন্যা ‘আনিসা’ ‘হাফিজা’ ছুটি
চুমিল খুশিতে মোহাম্মদের নয়ন দুটি!
‘আবদুল্লাহ্’ হালিমা-দুলাল মানের ভরে
রহিল দাঁড়ায়ে অদূরে, নয়নে সলিল ঝরে।
সে যখন ছিল ঘুমায়ে, তাহার জননী কখন
নিয়ে গেল কোথা মোহাম্মদেরে ; ভাঙিতে স্বপন
খুঁজিল কত না সাথিরে তাহার কানন গিরি!
রোদন করুণ প্রতিধ্বনিতে এসেছে ফিরি!
শয়নে স্বপনে ওই মুখ তার স্মৃতির মাঝে
উঠিয়াছে ভাসি, হেরেছে তাহারে সকল কাজে।
নড়িয়া উঠেছে খেজুরের পাতা বাতাসে যবে
সে ভেবেছে তারে ডাকিতেছে সাথী নূপুর-রবে।
শিস দিত যবে বুলবুলি বসি আনার-শাখে,
মনে হত তার, বন্ধু বংশী বাজায়ে ডাকে।
দুম্বা মেষের শিশুরা করুণ নয়ন তুলি
চাহিয়া থাকিত, খুঁজিত কাহারে সকল ভুলি।
মেষ-চারণের মাঠে তরুতলে বসিয়া একা
পাঠায়েছে তার হারানো সখারে সলিল-লেখা।
ফিরিয়া আসিল লুকোচুরি খেলে যদি সে চপল,
ওর সাথে আড়ি – বল মায়ে ওরে নিয়ে যেতে বল।
হালিমার স্বামী হারিস শিশুরে লইল কাড়ি,
আনন্দ তার পুনরায় যেন ফিরিল বাড়ি।
মোহাম্মদ সে আবদুল্লার কণ্ঠ ধরি
বলে, ‘আমি কত কেঁদেছি দোস্ত তোমারে স্মরি।’
ছুটিল আবার দুটিতে পাহাড়ি চারণ-মাঠে,
বংশী বাজায়ে দুম্বা চরায়ে সময় কাটে!
রাখালের রাজা আসিল ফিরিয়া রাখাল-দলে,
আবার লহর-লীলায় পাহাড়ি নহর চলে।
‘শাককুস সাদর’
হৃদয়-উন্মোচন
এমনি করিয়া চরাইয়া মেষ, বংশী বাজায়ে গাহিয়া গান,
খেলে শিশু নবি রাখালের রাজা মরুর সচল মরূদ্যান।

চন্দ্র তারার ঝাড় লণ্ঠন ঝুলানো গগন চাঁদোয়া-তল,
নিম্নে তাহার ধরণির চাঁদ খেলিয়া বেড়ায় চল-চপল।
ঘন কুঞ্চিত কালো কেশদাম কলঙ্ক শুধু এই চাঁদের,
ঘুমালে এ চাঁদ কৃষ্ণা তিথি গো, জাগিলে শুক্লা তিথি গো ফের।
চাঁদ কি আকাশে বংশী বাজায়, গ্রহ তারকারা শুনি সে রব
চরিয়া বেড়ায় মুক্ত আকাশে মেষ বৃষ রাশি রূপে গো সব?
খেলিতে খেলিতে আনমনা চাঁদ হারাইয়া যায় দূর মেঘে
অন্ধকারের অঞ্চলতলে, আনমনে পুন ওঠে জেগে।
খেলিতে খেলিতে সেদিন কোথায় হারাল বালক মোহাম্মদ
খুঁজিয়া বেড়ায় খেলার সাথিরা প্রান্তর বন গিরি ও নদ।
কোথাও সে নাই! খুঁজি সব ঠাঁই ফিরিয়া আসিল বালক দল,
হালিমারে বলে, 'আমাদের রাজা হারাইয়া গেছে, দেখিবি চল!'
কাঁদিয়া ছুটিল হালিমা, খুঁজিল প্রান্তর গিরি মরু কানন,
রবিরে হারায়ে নিশীথিনী মাতা এমনই করিয়া খোঁজে গগন!
এমনই করিয়া সিন্ধু-জননী হারামণি তার খুঁজিয়া যায় –
কোটি তরঙ্গে ভাঙিয়া পড়িয়া ধূলির ধরায় বালুবেলায়।
কত নাম ধরেডাকিল হালিমা, 'ওরে জাদুমণি, সোনা মানিক!
ফিরে আয়, আয়, ও চাঁদ-মুখের হাসিতে আবার প্লাবিয়া দিক।
পেটে ধরি নাই, ধরেছি তো বুকে, চোখে ধরা মোর মণি যে তুই
মোর বনভূমে আসিসনি ফুল, এসেছিলি পাখি এ বনভুঁই!'
সহসা অদূরে চিরচেনা স্বরে শুনিরে ও কার মধুর ডাক,
ওকে ও মধুচ্ছন্দা গায়ন-কণ্ঠে উহার ওকী ও বাক?
ও যেন শান্ত মরু-তপস্বী, ধেয়ানে উঠিছে কণ্ঠে শ্লোক,
শিশু-ভাস্কর – উহারই আশায় জাগিয়া উঠিছে সর্বলোক।
হালিমা বক্ষে জড়ায়ে ধরিতে ভাঙিল যেন গো চমক তার,
যেন অনন্ত জিজ্ঞাসা লয়ে খুলিল কমল-আঁখি বিথার।
'একী এ কোথায় আসিয়াছি আমি' – জিজ্ঞাসে শিশু সবিস্ময়,
চুম্বিয়া মুখ হালিমা জননী, 'তোর মার বুকে' কাঁদিয়া কয়।
'ওরে ও পাগল, কী স্বপন-ঘোরে ছিলি নিমগ্ন বল রে বল।
ওরে পথভোলা, কোন বেহেশ্‌ত-পথ ভুলে এলি করিয়া ছল?
দেহ লয়ে আমি খুঁজেছি ধরণি, মনে খুঁজিয়াছি শত সে লোক,
এমনই করিয়া, পলাতকা ওরে, এড়াতে হয় কি মায়ের চোখ?'
এবার বালক মায়ের কণ্ঠজড়াইয়া বলে, 'জননী গো,
কী জানি কে যেন নিতি মোরে ডাকে যেন সোনার মায়ামৃগ!
আজও সে ডাকিতে এড়ায়ে সবারে এসেছিনু ছুটি এ-মরুপথ,
ছুটিতে ছুটিতে হারাইনু দিশা, ভুলিনু আমারে, মোর জগৎ।
এই তরুতলে আসিতে আমার নয়ন ছাইয়া আসিল ঘুম,
হেরিনু স্বপনে – কে যেন আসিয়া নয়নে আমার বুলায় চুম।
আলোর অঙ্গ, আলোকের পাখা, জ্যোতির্দীপ্ত তনু তাহার,
কহিল সে, 'আমি খুলিতে এসেছি তোমার হৃদয়-স্বর্গদ্বার।

খোদার হাবিব – জ্যোতির অংশ ধরার ধূলির পাপ-ছোঁয়ায়
হয়েছ মলিন, খোদার আদেশে শুচি করে যাব পুন তোমায়।
ঐশী বাণীর আমিই বাহক,আমি ফেরেশতা জিব্রাইল,
বেহেশ্‌ত হতে আনিয়ছি পানি, ধুয়ে যাব তনু মন ও দিল্‌!'
এই বলি মোরে কহিল সালাম, সঙ্গিনী তার হুরির দল
গাহিতে লাগিল অপরূপ গান, ছিটাইল শিরে সুরভি জল।
তারপর মোরে শোয়াইল ক্রোড়ে, বক্ষ চিরিয়া মোর হৃদয়
করিল বাহির! হল না আমার কোনো যন্ত্রণা কোনো সে ভয়!
বাহির করিয়া হৃদয় আমার রাখিল সোনার রেকাবিতে,
ফেলে দিল, ছিল যে কালো রক্ত হৃদয়ে [জমাট] মোর চিতে।
ধুইল হৃদয় পবিত্র'আব-জমজম'দিয়েজিব্রাইল,
বলিল, 'আবার হল পবিত্র জ্যোতির্মহান তোমার দিল্‌।
এই মায়াবিনী ধরার স্পর্শে লেগে ছিল যাহা গ্লানি-কলুষ
যে কলুষ লেগে ধরার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না এই মানুষ,
পূত জমজম-পানি দিয়া তাহা ধুইয়া গেলাম – তাঁর আদেশ,
তুমি বেহেশতি, তোমাতে ধরার রহিল না আর ম্লানিমা-লেশ!'
সেলাই করিয়া দিল পুন মোর বক্ষে রাখিয়া ধৌত দিল্‌,
সালাম করিয়া ঊর্ধ্বে বিলীন হইল আলোক-জিব্রাইল!'
বুঝিতে পারে না অর্থ ইহার – হালিমা কাঁদিয়া বুক ভাসায়,
বলে 'কত শত জিন পরি আছে ওই পর্বতে ওই গুহায়,
আর তোরে আমি আসিতে দিব না মেষ-চারণের এই মাঠে
কোনদিন তোরে ভুলাইয়া তারা লয়ে যাবে দূর মরু-বাটে।'
ছুটিয়া আসিল পড়শি আবালবৃদ্ধবনিতা ছেলেমেয়ে,
বলে, 'আসেবের'আসর হয়েছে উহার উপরে, দেখ চেয়ে!
অমন সোনার ছেলে, ওকি আর মানুষ, ও যে গো পথভোলা
কোকাফ্‌মুলুকপরিস্থানের পরিজাদা কোনো রূপওলা!'
বিস্ময়াকুল নয়নে চাহিয়া খানিক কহিল মোহাম্মদ হাসি,
'আম্মা গো ওরা কী বলিছে সব? আমি যে তোরেই ভালোবাসি!
তুমি আম্মা ও আমি আহ্‌মদ, পায়নি তো মোরে জিন পরি,
এসেছিল সেতো জিব্রাইল সে ফেরেশতা! মাগো, হেসে মরি!
এই তো তোমার কোলে আছি বসে, দিওয়ানা কি আমি? তুই মা বল!
আমারে পায়নি পরিতে, ওদেরে পাইয়াছে ভূতে তাই এ ছল!'
হালিমা জড়ায়ে বক্ষে বালকে বলে, 'বাবা তুমি বলেছ ঠিক!'
মনের শঙ্কা যায় নাকো তবু, বাহিরে দস্যু ঘরে মানিক।
মনে পরে তার, সেদিনও ইহার জননী আমিনা এই কথাই
বলেছিল, 'কই খোকার আমার কোথাও তেমন আভাসও নাই!
দেখিছ না ওর চোখ মুখ কত তেজ-প্রদীপ্ত, তাই লোকে
যা-তা বলে! আমি মানি না এসব, যদি দেখি ইহা নিজ চোখে!'
জননীর মন অন্তর্যামী, সে তো করিবে না কখনও ভুল,
দেখেনি তো এরা দুনিয়ায় কভু ফুটিবে এমন বেহেশ্‌ত-গুল!

বারে বারে চায় বালকের চোখে – ও যেন অতল সাগরজল,
কত সে রত্ন মণিমাণিক্য পাওয়া যায় যেন খুঁজিলে তল।
বক্ষে চাপিয়া চুমিয়া ললাট বলে, ‘যদি হস বাদশা তুই
মনে পড়িবে এ হালিমা মায়েরে? পড়িবে মনে এ পল্লি ভুঁই?’
‘মা গো মনে রবে।’ হাসিয়া বালক কহিল কণ্ঠে জড়ায়ে মা-র ;
ভবিষ্যতের দফতরে লেখা রহিল সে কথা, ও বাণী যেন গো খোদ খোদার!
সর্বহারা
সকলের তরে এসেছে যে-জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাঁই নাই ঘরে।
নিখিল ব্যথিত জনের বেদনা বুঝিবে সে,
তাই তারে লীলা-রসিক পাঠাল দীন বেশে!
আশ্রয়হারা সম্বলহীন জনগণে –
সে দেখিবে চির-আপন করিয়া কায়মনে –
বেদনার পর বেদনা হানিয়া তাই তারে
ভিখারি সাজায়ে পাঠাল বিশ্ব-দরবারে!
আসিল আকুল অন্ধকারের বুকে হেথাই।
আলোর স্বপন হেরিবে, আলোর দিশারি, তাই
নিখিল পিতৃহীনের বেদনা নিজ করে
মুছাবে বলিয়া – নিখিলের পিতা ধরা পরে
পাঠাইল তার বন্ধুরে করি পিতৃহীন,
দীনের বন্ধু আসিল সাজিয়া দীনাতিদীন।
পিতৃহীন সে শিশু পুনরায় মাতারে তার
হারাইল আজ! শোক-নদী হল শোক পাথার!

* * *

হালিমার কোলে গত হয়ে গেল পাঁচ বছর
শশীকলা সম বাড়িতে লাগিল শশী-সোদর।
সহসা সেদিন শ্যাম প্রান্তরে নিষ্পলক
চাহিয়া অদূরে কী মেঘের ছায়া হেরি বালক
উতলা হইল ফিরিবার লাগি জননী-ক্রোড় ;
গগন বিহারী বিহগের চোখে নীড়ের ঘোর!
কত গ্রহ তারা কত মেঘ ডাকে নীলাকাশে,
বিহরি খানিক চপল বিহগ ফিরে আসে
আপনার নীড়ে! ভুলিতে পারে না মা-র পাখা,
আকাশের চেয়ে তপ্ততর সে স্নেহমাখা!...
কাঁদিতে লাগিল মরুপল্লির মাঠ ও বাট,
ভাঙিয়া গেল গো খেজুর বনের রাখালি নাট।
পাহাড়তলিতে দুম্বা শিশুরা চাহিয়া রয়,
তাহাদের চোখে আজ পাহাড়ের ঝরনা বয়।
হলিমার ঘরে আলো নিভে গেল দমকা বায়,

পুত্র কন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্ছা যায়।
তবু তারে ছেড়ে দিতে হল! ভাঙি মেঘের বাঁধ
পলাইয়া গেল রাঙা পঞ্চমী তিথির চাঁদ!
আমিনার কোলে ফিরে এল আমিনার রতন
বৃদ্ধ মুত্তালিবের যষ্ঠি – যখের ধন!
স্কন্ধে তুলিয়া বালকে বৃদ্ধ এল কাবায়,
বেদিতে রাখিয়া বালকে খোদার আশিস চায়।
সাতবার তারে করাইল কাবা প্রদক্ষিণ
প্রার্থনা করে, ‘রক্ষ পিতা এ পিতৃহীন!’
আমিনা সাদরে হালিমায় কয়, ‘কী দিব ধন
আমার রতনে করিয়াছ কত শত যতন,
মনের মতন দিব যে অর্থ নাহি উপায়,
তবু বলো মোর যা আছে ঢালিব তোমার পায়।
আমি ধরেছিনু গর্ভে – তুমি যে ধরি বুকে
করেছ পালন – মোরা সহোদরা সেই সুখে।’
হালিমার চোখে বয়ে যায় জমজম পানি,–
মোহাম্মদেরে ধরে কাঁদে নাহি সরে বাণী।
কাঁদিয়া কহিল মোহাম্মদেরে, ‘জাদু আমার,
তুই দে আমায় আমার প্রাপ্য পুরস্কার!
আমিনা-বহিন জানে না তো তোরে কেমন সে
রাখিয়াছি বুকে দুখ দিয়ে না সে ভালোবেসে!’
ছুটিয়া আসিল বালক ফেলিয়া মায়ের কোল,
কণ্ঠ জড়ায়ে হালিমারে বলে মধুর বোল।
চুমু দিয়ে কয়, ‘মা গো, এই লহ পুরস্কার।’
হালিম মুছিয়া আঁখি, কয়, ‘কিছু চাহি না আর!
সব পাইয়াছি আমিনা, ইহার অধিক বোন,
পারিবে আমারে দিতে জহরত মানিক কোন।’
জননীর কোল জুড়াল আবার নব সুখে,
চোখের অশ্রু শিশু হয়ে আজ দুলে বুকে!...
পুন রবিয়ল আউওল চাঁদ এল ফিরে,
এবার চাঁদের ললাট আসিল মেঘে ঘিরে।
কনক-কান্তি বালক খেলায় আঙিনায়,
আমিনার মনে স্বামী-স্মৃতি নিতি কাঁদিয়া যায়।
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিল সেই সে চান্দ্র মাস
আবদুল্লাহ গেল পরবাসে ফেলিয়া শ্বাস,
আর ফিরিল না – মদিনায় নিল চিরবিরাম!
আমিনার চোখে‘সোবেহ্‌সাদেক’হইল‘শাম’!
মদিনার মাটি লুকায়ে রেখেছে স্বামীরে তার,
যাবে সে খুঁজিতে যদি বা চকিতে পায়‘দিদার’।
যে কবরতলে আছে সে লুকায়ে, সেই কবর

জিয়ারতকরি পুছিবে স্বামীরে তার খবর।
মৃত্যু-নদীর উজান ঠেলিয়া কেহ কি আর
ফিরিতে পারে না ওপার হইতে পুনর্বার?
দেখিবে ডুবিয়া – নাই যদি ফিরে, ভয় কী তায়?
হয়তো একূলে হারায়ে ওকূলে প্রিয়রে পায়!
আহ্মদে লয়ে আমিনা-মা চলে মদিনাধাম,
জানে না, সে চলে লভিতে স্বামীর সাথে বিরাম।
জানে না সে চলে জীবনপথের শেষ সীমায়,
ওপার হইতে চিরসাথি তারে ডাকিছে 'আয়!'
কত শত পথ-মঞ্জিল মরু পারায়ে সে
দাঁড়াল স্বামীর গোরের শিয়রে আজ এসে!
বুঝিতে পারে না বালক, কেন যে জননী হায়
কবর ধরিয়া লুটায় আহত কপোতী প্রায়!
বালকে বক্ষে জড়াইয়া বলে, 'ওঠো স্বামী,
তোমার অ-দেখা মানিকে এনেছি দিতে আমি!'
মা-র দেখাদেখি কাঁদিল বালক, চুমিল গোর,
বলে – 'মা গো তোর চেয়ে ছিল ভালো পিতা কি মোর?
তোমার মতন ভালোবাসিত সে? তবে কেন
না ধরিয়া কোলে মাটিতে লুকায়ে রয় হেন?'
কী বলিবে মাতা! ক্রন্দনরত বালকে তার
বক্ষে ধরিয়া চুম্বে কবর বারংবার!
মাখিয়া স্বামীর কবরের ধূলি সকল গায়
মক্কার পথে আবার আমিনা ফিরিয়া যায়।
ফিরে যেতে মন সরে না ছাড়িয়া গোরস্থান,
তবু যেতে হবে – এ বালক এ যে স্বামীর দান!
মরুপথে বাজে উটচালকের বংশী সুর,
মনে হয় যেন সেই ডাকে তারে ব্যথা-বিধুর!
মনে মনে বলে – 'অন্তর্যামী! শুনেছি ডাক,
তুমি ডাকিয়াছ – ছিঁড়ে যাব বন্ধন বেবাক।'
কিছুদূর আসি পথমঞ্জিলে আমিনা কয় –
'বুকে বড়ো ব্যথা, আহ্মদ, বুঝি হল সময়
তোরে একলাটি ফেলিয়া যাবার! চাঁদ আমার,
কাঁদিসনে তুই, রহিল যেরহমতখোদার!'
বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়ি ঢলি,
ফিরদৌসেরপথে মা আমিনা গেল চলি'!
বজ্র-আহত গিরি-চূড়া সম কাঁপি খানিক
মা-র মুখে চাহি রহিল বালক নির্নিমিখ!
পূর্ণিমা চাঁদে গ্রাসে রাহু এই জানে লোকে,
গরাসিল রাহু আজ ষষ্ঠীর চন্দ্রকে!

*   *   *

বাজ-পড়া তালতরুসম একা বৃন্তহীন
 দাঁড়ায়ে বৃদ্ধ মুত্তালিব
আকাশ-ললাটে ললাট রাখিয়া নিশি ও দিন
 দেখায় তাহার বদ-নসিব।
আবদুল্লাহ্ গিয়াছিল, আমিনা আজ
 মোহাম্মদেরে দিয়া জামিন!
দরদ-মুলুকে বাদশাহ শিরে বেদনা আজ
 উন্নত শির বীর প্রাচীন,
ফরিয়াদ করে আকাশে তুলিয়া নাঙ্গা শির,
 ‘ওরে বালক কেন এলি হেথায়,
নাহি পল্লব-ছায়া পোড়া তরু মরুর তার
 কী দিয়া আতপ নিবারি হায়!
খাক হয়ে গেছে মরু-উদ্যান, বালুর উপরে বালুর স্তূপ
 রচেছে সেখানে কবর গাহ্
গুল নাই, কেন পোড়াইতে পাখা এলি মধুপ,
 শোকপুরী – আমি শাহানশাহ!
নাহি পল্লব-শাখা নাই একা তালতরু,
 উড়ে এলি সেথা বুলবুলি!
ঊর্ধ্বে তপ্ত আকাশ নিম্নে খর মরু
 ‘বিয়াবানে’এলি গুল ভুলি।’
যত কাঁদে তত বুকে বাঁধে আরও, কে রে কপট
 মায়াবী খেলিছে খেলা এমন,
প্রাচীন বটের সারা তনু ঘিরি, জটিল জট
 আঁকড়িয়া আছে পোড়া কানন।
ব্যাধ-ভয়াতুর শিশু-পাখিসম তবু বালক
 জড়াইয়া পিতামহেরে তার,
জননীর চলে-যাওয়া পথে চাহে নিষ্পলক
 ডাগর নয়ন ব্যথা বিথার।
যে ডাল ধরে সে সেই ডাল ভাঙে, অ-সহায়
 তবু আর ডাল ধরে আবার,
তৃণটিও ধরে আঁকড়ি স্রোতে যে ভাসিয়া যায়
 আশা মনে – যদি পায় কিনার।
শোকে ঘুণধরা জীর্ণ সে শাখা, তাই ধরি
 রহিল বালক প্রাণপণে,
জানে না, এ ডালও ভাঙিয়া পড়িবে শিরোপরি
 আবার ঘোর প্রভঞ্জনে।
পাখা মেলে এল শোকের বিপুল ‘সি-মোরগ’
 কালো হল ধরা সেই ছায়ায়,
দু-বছর পরে – পিতামহ চলি গেল স্বরগ

ছিঁড়ি বন্ধন মোহমায়ায়।
ওড়ে কালো মেঘ মক্কার শিরে শকুনিপ্রায়
ছিন্ন জটায়ু-পাখা যেন,
আট বছরের বালকের বাহু শক্তি তায়
বাঁধিয়া রাখিবে নাই হেন।
আরবের বীর মক্কার শির মুত্তালিব
কোরায়শি সর্দার মহান,
আখেরি নবির না-আসা বাণীর দূত নকিব
করিল গো আজ মহাপ্রয়াণ।
মুকুটবিহীন মক্কার বাদশাহ আজি
ফেলে গেল ধূলি সিংহাসন,
মক্কার ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন আজি,
মাতমকরিছে শত্রুগণ।
ডাকিয়া পুত্র আবুতালেবেরে মুত্তালিব
দিয়াছিল সঁপি আহমদে,
জ্যেষ্ঠতাতের কোলে এল সব-হারা ‘হাবিব’,
দিঘির কমল এল নদে।
মূলহারা ফুল স্রোতে ভেসে যায় নির্বিকার
নাহি আর সুখ-দুঃখ লেশ,
শুধু জানে তারে ভাসিতে হইবে বারংবার
এমনই অকূলে নিরুদ্দেশ!
রহস্য-লীলারসিক খোদার অন্ত নাই,
কী জানি সাধিতে কোন সে কাজ
বন্ধুরে বন্ধুর পথে – বেদনা নাই
ফুলেরে ফোটায় কাঁটার মাঝ।
নির্বেদ সে কি, নাহি গো দুঃখ ব্যথা কি তার?
সৃষ্টি কি তার শুধু খেয়াল?
শুধু ভাঙাগড়া পুতুলখেলা কি নির্বিকার
খেলে মহাশিশু চির সে কাল?
জগতেরে আলো দানিবে যে – কেন অন্ধকার
তার চারপাশে ঘিরিয়া রয়?
সব শোকে দিবে শান্তি যে – শৈশব তাহার
কেন এত শোক দুঃখময়?
কেহ তা জানে না, জানিবে না কেহ, সদুত্তর
পাইবে না কেহ কোনো সেদিন,
শুধু রহস্য, জিজ্ঞাসা শুধু, চির-আড়াল
বিস্ময় আদি অন্তহীন!
মাতৃগর্ভে শিশু যবে হল পিতৃহীন,
পাইল না কভু পিতৃক্রোড়,
ষষ্ঠবরষে হারাল মাতায়, স্নেহ-বিহীন

জীবনে কেবলই ঘাত কঠোর!
পুন অষ্ঠম বরষে হারাল পিতামহে
সবহারা শিশু নিরাশ্রয়
পড়িল অকূল তরঙ্গাকুল ব্যথা-দহে,
দশদিশি যেন মৃত্যুময়!
খেলে যে বেড়াবে ধুলা-কাদা লয়ে স্নেহনীড়ে,
ব্যথার উপরে পেয়ে ব্যথা
বালক-বয়সে হল সে ধেয়ানি মরুতীরে –
অতল অসীম নীরবতা
ছাইল আজিকে জীবন তাহার, একা বসি
ভাবে, এ জীবন মৃত্যু হায়
কেন অকারণ? কেন কেঁদে ফেরে ক্রন্দসী
এই আনন্দময় ধরায়?
পলাতক শিশু ঘরে নাহি রয়, নিষ্কারণ
ঘুরিয়া বেড়ায় পথে পথে
খুঁজিয়া বেড়ায় মরু-কান্তার খেজুর বন
অন্ধগুহায় পর্বতে,
সকল দিশার দিশারির দেখা পাবে বুঝি,
হবে সমাধান সমস্যার,
‘আব-হায়াতের’মৃত্যু-অমৃত পাবে খুঁজি –
খুঁজে পায়নি যা সেকান্দার।
এমনই করিয়া বেদনার পরে পেয়ে বেদন
অল্প বয়সে শেষ নবি
ভাবে তারই কথা এই রহস্য যার সৃজন
আঁধার যাহার – যার রবি!
তৃতীয় সর্গ
কৈশোর
বিশ্ব-মনের সোনার স্বপনে কিশোর তনু বেড়ায় ওই
তন্দ্রা ঘোরে অন্ধ আঁখি নিখিল খোঁজে কই সে কই।
বাজিয়ে বাঁশি চড়ায় উট,
নিরুদ্দেশে দেয় সে ছুট,
‘হেরার’গুহায় লুকিয়ে ভাবে – এ আমি তো আমি নই!
অতল জলে বিম্বসম ফুটেই কেন বিলীন হই।
রূপ ধরে ওই বেড়ায় খেলে দাহন-বিহীন অগ্নিশিখ
পথিক ভোলে পথ-চলা তার, দাঁড়িয়ে দেখে নির্নিমিখ।
সাগর অতল ডাগর চোখ
ভোলায় আকাশ অলখ লোক,
যায় যে পথে – ফিনকি রূপের ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌বিদিক,
আরব-সাগর-মন্থন-ধন আরব দুলাল নীল মানিক।
পালিয়ে বেড়ায় পলাতকা রাখতে নারে আপন জন,

কারুর পানে চায় না ফিরে কে জানে তার কোথায় মন।
আদর করে সবাই চায়,
সে চলে যায় চপল পায়,
কে যেন তার বন্ধু আছে ডাকছে তারে অনুক্ষণ,
তার সে ডাকের ইঙ্গিত ওই সাগর মরু পাহাড় বন।
মক্কাপুরীর রত্নমালায় মধ্যমণি এই কিশোর,
পিক পাপিয়া অনেক আছে –দূরবিহারী এ চকোর।
কী মায়া যে এ জানে,
অজানিতে মন টানে,
সবার চোখে নিথর নিশা, উহার চোখে প্রভাত ঘোর।
ফটিক জলের ঊষর দেশে সে এসেছে বাদল-মৌর।
এমনি করে দ্বাদশ বরষ একার জীবন যায় কাটি,
আবুতালেববলল, "এবার করব সোনা এই মাটি!
আহ্‌মদ তোর দৌলতে!
এবার যাব দূর পথে
বাণিজ্যে'শাম''মোকাদ্দসে', তুই যেন বাপ রোস খাঁটি,
দেখিস তুই এ তোর পিতাম-পিতার পূত এই ঘাঁটি।"
'চাচা, তোমার সঙ্গে যাব', বলল কিশোর শেষ নবি,
চক্ষে তাহার উঠল জ্বলে ভবিষ্যতের কোন ছবি।
কে যেন দূর পথের পার
ডাকছে তারে বারংবার,
সন্ধানে তার পার হবে সে এই সাহারা এই গোবি,
আকাশ তারে ডাক দিয়েছে আর কি বাঁধা রয় রবি?
বুঝায় যত আবুতালেব, "মানিক, সে যে অনেক দূর!
দজলাফোরাতপার হতে হয়, লজ্ঘিতে হয় পাহাড়তূর।
মরুর ভীষন 'লু' হাওয়া,
যায় না সেথা জল পাওয়া,
কত সে পথ যাব মোরা, ঘুরতে হবে অনেক ঘুর!"
কিশোর চোখে ভেসে ওঠে কোকাফমুলুকপরির পুর।
লজ্ঘি সবার নিষেধ-বাধা চাচার সাথে কিশোর যায়
বাণিজ্যে দূর দেশে প্রথম উটের পিঠে – মরুর নায়।
দেখবি রে আয় বিশ্বজন,
রত্ন খোঁজে যায় রতন!
ধুলায় করে সোনামানিক যেজন ঈষৎ পা-র ছোঁয়ায়,
আনতে সোনা সে যায় রে ওই সোনার রেণু ছিটিয়ে পায়!
দেখবি কে আয়, দরিয়া চলেনহরথেকে আনতে জল,
আনতে পাথর চলল পাহাড় ঝরনা-পথে সচঞ্চল।
ফুলের খোঁজে কানন যায়,
নতুন খেলা দেখবি আয়!
বেহেশ্‌ত-দ্বারীরেজওয়ানচায় কোথায় পাবে মিষ্ট ফল!

সূর্য চলে আলোর খোঁজে, মানিক খোঁজে সাগর-তল!
দেখবি কে আয়, আজ আমাদের নওল কিশোর সওদাগর
শুক্লা দ্বাদশ তিথির চাঁদের কিরণ ঝলে মুখের পর
আয় মহাজন ভাগ্যবান,
এই সদাগর এই দোকান
আর পাবিনে, আর পাবিনে এমন বিকিকিনির দর!
আয়গুনাগার, এবার সেরা সওদাগরের চরণ ধর!
আয় গুনাগার, লাভ লোকসান খতিয়ে নে তোর এই বেলা,
আসবে না আর এমন বণিক, বসবে না আর এই মেলা!
ফিরদৌসের এই বণিক
মাটির দরে দেয় মানিক!
জহর নিয়ে জহরত দেয়, নও-বণিকের নও-খেলা।
আয় গুনাগার, ক্ষতির হিসাব চুকিয়ে নে তোর এই বেলা।
গুনাগারীর জীবন-খাতায় শূন্য যাদের লাভের ঘর,
এই বেলা আয় – ভুলিয়ে নে সব, কিশোর বয়েস সওদাগর।
আন রে জাহাজ, আন রে উট,
বিশ হাতে আজ মানিক লুট!
অর্থ খুঁজে ব্যর্থ যে জন, এর কাছে খোঁজ তার খবর।
শূন্য ঝুলি দেউলিয়া আয়, পুণ্যে ঝুলি বোঝাই কর!
আপনপ্রেয় শ্রেয় যা সব মৃত্যুরে তা দান করে
অপরিমাণ জীবন-পুঁজি সে এনেছে অন্তরে,
তাই দিবে সে বিলিয়ে আজ
সকলজনে বিশ্বমাঝ!
আয় দেনাদার, বিনা সুদে ঋণ দেবে এ প্রাণ ভরে,
ঋণ-দায়ে যে পালিয়ে বেড়ায়, শোধ দেবে এ, আন ধরে!...
পঙ্খিরাজে পাল্লা দিয়ে মরুর পথে ছুটছে উট
চরণ তার আজ বারণ-হারা, রুখতে নারে বলগা-মুঠ।
পৃষ্ঠে তাহার এ কোনজন,
চলতে শুধু চায় চরণ
'হজজ্''রমল্'ছন্দ-দোলে দুলিয়ে তনু সে দেয় ছুট।
উট নয় সে, ফিরদৌসেরবোররাক – নয় নয় এ ঝুট!
চলতে পথে মনে ভাবে যতেক আরব বণিক দল –
ঊষর মরুর ধূসর রোদেও কেমনে তনু রয় শীতল!
মেঘ চাইতে পায় পানি,
এ কোন মায়ার আমদানি!
খুঁড়তে মরু ঠাণ্ডা পানি উথলে আসে অনর্গল।
উড়ছে সাথে সফেদ কপোত ঝাঁক বেঁধে ওই গগনতল।
বুঝতে নারে, ভাবে এসব খোদার খেলা, নাই মানে!
মরুর রবি নিষ্প্রভ কি হল এবার, কে জানে!
ছিটায় না সে আগুন-খই,

সে ‘লু’ হাওয়ায় ঘূর্ণি কই,
থাকত না তো এমন ডাঁসা আঙুর মরুর উদ্যানে।
জাদুকরের জাদু এসব – মরুর পথে সবখানে।
পৌঁছাল শেষ দূরবোসরায়তালিব, আরব সওদাগর
নগরবাসী আসল ছুটে, দেখবে জিনিস নতুনতর।
বণিকদলে ও কোনজন –
চক্ষে নিবিড় নীলাঞ্জন,
এই বয়সে কে এল ওই শূন্য করে কোন সে ঘর!
কার আঁচলের মানিক লুটায় মরুর ধুলায় পথের পর।
অপরূপ এক রূপের কিশোর এসেছে ‘শাম’, উঠল রোল,
মুখর যেমন হয় গো বিহগ আসলে রবি গগন-কোল।
পালিয়ে হুরিস্থান সুদূর
এসেছে এ কিশোর হুর,
নওরোজের আজ বসল মেলা, রূপের বাজার ডামাডোল!
আকাশ জুড়ে সজল মেঘের কাজল নিশান দেয় গো দোল।
রূপ দেখেছে অনেক তারা, এ রূপ যেন অলৌকিক,
এ রূপ-মায়া ঘনিয়ে আসে নয়ন ছেড়ে মনের দিক!
আসল পুরোহিতের দল,
দৃষ্টি তাদের অচঞ্চল
‘মোহন’ ধ্যানে দেখলে যারে, রূপ ধরে কি সেই মানিক
আসল মানব-ত্রাণের তরে কিশোর ছেলে এই বণিক?
কবুতরায় কূজনগীতি গাইছে কবুতরের ঝাঁক,
দুম্বা-শিশু মা ভুলে তার উহার মুখে চায় অ-বাক।
গগন-বিথার কাজল মেঘ,
ফুল-ফোটানো পবন-বেগ,
মনের বনেশহদঝরে আপনি ফেটে মধুর চাক,
মুঞ্জরিল পুষ্পে পাতায় মলিন লতা তরুর শাখ।
সেথায় ছিলইশাই-পুরুত‘বোহায়রা’নাম, ধ্যান-মগন,
ইশাই-দেউল মাঝে বসে উথলে ওঠে নয়ন মন!
বসল ধ্যানে পুনর্বার,
আগমনি আজকে কার।
দেখলে ধ্যানে – সকল নবি ঈশা, মুসা, দাউদ, যন,
আসার খবর কইল যাহার আজ এসেছে সেই রতন!
দেখল – তারে বিলিয়ে ছায়া কাজল নীরদ ফিরছে সাথ,
লুটিয়ে পড়ে মূর্তিপূজার দেউল টুটে, ‘লাত মানাত’।
অগ্নি পূজার দেউল সব
যায় নিভে গো, করে স্তব,
তরুর ছায়া সরে আসে বাঁচাতে গো রোদের তাত।
জন্তু জড় কইছে‘সালাত’, নতুন‘দীনের’‘তেলেসমাত’।
সে এসেছে বণিক বেশে এই সিরিয়ার এই নগর,

ধ্যান ফেলে সে আসল ছুটে, যথায় আরব-সওদাগর।
উদ্দেশ যার পায় না মন
হাতের কাছে আজ সে জন,
‘বোহায়রা’ চায় পলক-হারা, লুটাতে চায় ধুলার পর।
গগন ফেলে ধরায় এল আজকে ধ্যানের চাঁদ অ-ধর।
কিশোর নবিরদস্তচুমি ‘বোহায়রা’ কয়, “এই তো সেই –
শেষের নবি – বিশ্ব নিখিল ঘুরছে যাঁহার উদ্দেশেই।
আল্লার এই শেষ‘রসুল’,
পাপের ধরায় পুণ্যফুল,
দীন-দুনিয়ার সর্দার এই, ইহার আদি অন্ত নেই।
আল্লার এ রহমত রূপ, নিখিল খুঁজে পায় না যেই।”
বোহায়রা কয়, ‘আমার মাঠ রইলদাওতআজ সবার।’
মুগ্ধ-চিতে শুনল তালিব সকল কথা বোহায়রার।
হাসল শুনেকোরেশগণ,
বলল, ‘ফজুলওর বচন!’
শুধায় তবু, ‘কেমন করে তুমিই পেলে খবর তার?’
বোহায়রা কয় হেসে, ‘যেমন দীপের নীচেই অন্ধকার।
দেখছি আমি ক-দিন থেকেই ধ্যানের চোখে অসম্ভব
অনেক কিছু – পাহাড় নদী কাহার যেন করে স্তব,
প্রতি তরু পাষাণ জড়
এই কিশোরের চরণ পর
পড়েছে ঝুঁকে অধোমুখেসিজদাকরার লাগি সব।
সেদিন হতে শুনছি কেবল নতুনতর‘সালাত’-রব।
‘দেখেছি এর পিঠের পরেনবুয়তেরমোহর সিল,
চক্ষে ইহার পলক-বিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল।
নবি ছাড়া কারেও গড়
করে নাকো পাষাণ জড়!
‘নজ্জুম’সব বলছে সবাই, আসবে সে জন এ মঞ্জিল
এই সে মাসে, আমার ধ্যানে তাদের গোনায় আছে মিল।
রুমীয়গণ দেখলে এরে হয়তো প্রাণে করবে বধ,
দিনের আলোয় আর এনো না, আবুতালিব, এ সম্পদ।
এই যে কিশোর সুলক্ষণ –
দেখলে ইহার শত্রুগণ –
ফেলবে চিনে, মারবে প্রাণে, খোদারকালামকরবে রদ!’
তালিব শুনে কাঁপল ভয়ে, হাসল শুনে মোহাম্মদ।
এমন সময় আসল সেথা সপ্ত রোমান অস্ত্র-কর,
বোহায়রা কয়, ‘কাহার খোঁজে এসেছ এই যাজক-ঘর?’
বলল তারা, ‘খুঁজছি তায়
শেষের নবির আসন চায়
যে জন – তারে, বেরিয়েছে সে এই মাসে এই পথের পর!’

বোহায়রা কয়, ‘বণিক এরা, ইহারা নয়, নবির চর!’
ফিরেগেল রোমান ইহুদ, বোহায়রা কয়, ‘আজ রাতে
পাঠিয়ে দাও এ কিশোর কুমার তোমার স্বদেশ মক্কাতে!’
কিশোর নবি সওদাগর
চলল ফিরে আবার ঘর,
বেলাল, আবুবকরচলে সঙ্গী হয়ে সেই সাথে।
জীবন-পথের চির-সাথি সাথি হল আজ প্রাতে।
সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ
আঁধার ধরণি চকিতে দেখিল স্বপ্নে রবি,
মক্কায় পুন ফিরিয়া আসিল কিশোর নবি।
ছাগ মেষ লয়ে চলিল কিশোর আবার মাঠে,
দূর নিরালায় পাহাড়তলির একলা বাটে।
কী মনে পড়িত চলিতে চলিতে বিজন পুরে,
কে যেন তাহারে কেবলই ডাকিছে অনেক দূরে।
আশমানি তার তাম্বু টাঙানো মাথার পরে,
গ্রহ রবি শশী দুলিতেছে আলো স্তরে স্তরে।
ভুলে গিয়ে পথ, ভুলি আপনায়, বিশ্ব ভুলি
বসিত কিশোর আসন করিয়া পথের ধূলি।
থমকি দাঁড়াত গগনে সূর্য, ধেয়ান-রত,
কিশোরে হেরিতে নমিত পাহাড় শ্রদ্ধানত।
সাগরের শিশু মেঘেরা আসিত দানিতে ছায়া,
সহসা বাজিল রণ-দুন্দুভি আরবদেশে,
‘ফেজার’ যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।
মরুর মাতাল মাতিল রৌদ্র-শারাব পিয়া,
যে গৃহযুদ্ধে আরব হইল মরু সাহারা,
আত্মবিনাশী সে রণে নামিল পুন তাহারা।
এ মহারণের জন্ম প্রথম‘ওকাজ’মেলায়,
মাতিত যেখানে সকল আরব পাপের খেলায়।
সকল প্রধান গোত্র মিলিত হেথায় আসি,
একে অন্যের পাত্রে ছিটাতে কাদার রাশি।
কবির লড়াই চলিত সেখানে কুৎসা গালির,
মদের অধিক ছুটিত বন্যা কাদা ও কালির।
এই গালাগালি লইয়া বাধিল যুদ্ধ প্রথম,
দেখিতে দেখিতে লাগিল ‘ফেজার’ দুপুরেমাতম।
নবির গোত্র ‘বনি হাশেমী’রা সে ভীম রণে
হইল লিপ্ত তাদের মিত্র-গোত্র সনে।
তরুণ নবিও চলিল সে রণে যোদ্ধৃসাজে,
যুদ্ধে যাইতে পরানে দারুণ বেদনা বাজে।
ভায়ে ভায়ে এই হানাহানি হেরি পরান কাঁদে,
নাহি কি গো কেহ – এদের সোনার রাখিতে বাঁধে?

সকল গোষ্ঠী সর্দারে ডাকি বোঝায় কত,
আপনার দেহ করিস তোরা রে আপনি ক্ষত!
মৃত্যু-মদের মাতাল না শোনে নবির বাণী,
পাঁচটি বছর চলিল ভীষণ সে হানাহানি।
সদা নিরন্ন আতুর দুঃখী দরিদ্রেরে
সেবিত যে তারে ফেলিলে গো খোদা এ কোন ফেরে!
যুদ্ধভূমিতে গিয়া নবি হায় যুদ্ধ ভুলি
আহত সেনারে সেবিত আদরে বক্ষে তুলি।
দেখিতে দেখিতে তরুণ নবির সাধনা সেবায়
শত্রু মিত্র সকলে গলিল অজানা মায়ায়।
সন্ধি হইল যুযুৎসু সব গোত্র দলে
মোহাম্মদের মানিল সালিশ মিলি সকলে।
বসিল সালিশ ‘ইবনে জদ্‌আন’ গৃহে মক্কায়,
মধ্যে মধ্যমণি আহমদ শোভা সে সভায়!
‘হাশেম’, ‘জোহরা’ গোত্রের যত সেরা সর্দার
শরিক হইল শুভক্ষণে সে সালিশি সভার।
মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজি,
সত্যের নামে চলিবে না আরফেরেববাজি!
আল্লার নামে শপথ করিল হাজির সবে
সন্ধির সব শর্ত এবার কায়েম রবে।
একটি পশম ভেজাবার মতো সমুদ্র জল
রবে যতদিন, ততদিন রবে শর্ত অটল!
ফেলি হাতিয়ার হাতে হাত রেখে মিলি ভাই ভাই
এই সে শর্তে হল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সবাই।
(১) আমরা আরবে অশান্তি দূর করার লাগি
সকল দুঃখ করিব বরণ বেদনাভাগী।
(২) বিদেশির মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ যা কিছু
রক্ষিব, শির তাহাদের কভু হবে না নিচু।
৩) অকুণ্ঠ চিত্তে দরিদ্র আর অসহায়েরে
রক্ষিব মোরা পড়িলে তাহারা বিপদ ফেরে।
(৪) করিব দমন অত্যাচারীর অত্যাচারে,
দুর্বল আর হবে না পীড়িত তাদের দ্বারে।
দুর্বল দেশ, দুর্বল আজ স্বদেশবাসী,
আমরা নাশিব এ-উৎপীড়ন সর্বনাশী!
দু-চারি বছর সন্ধির এই শর্ত মতো
আরবের মরু হল না কলহ-ঝটিকাহত।
রক্তের তৃষ্ণা ব্যাঘ্র কদিন ভুলিয়া রবে,
মাতিল আরব বারে বারে তাই ঘোরআহবে।
ভোলেনি আরবে শুধু একজন একথা কভু,
মোহাম্মদ সে সত্যাগ্রহী দীনের প্রভু!

বহুকাল পরে পেয়ে পয়গম্বরী নবুয়ত
এই প্রতিজ্ঞা ভোলেনি সত্যব্রতী হজরত।
ভীষণ‘বদর’সংগ্রামে হয়ে যুদ্ধ-জয়ী
বজ্র-ঘোষ কণ্ঠে কহেন, ‘মিথ্যাময়ী
নহে নহে মোর প্রতিজ্ঞা-বাণী, শোনরে সবে,
যুদ্ধে-বন্দি শত্রুরা আজ মুক্ত হবে!
শত্রু-পক্ষ কেহ যদি আজ হাসিয়া বলে,
প্রতিজ্ঞা করি ভোলাও এমনই মিথ্যা ছলে!
কেহ নাহি দেয় – আমি দিব সাড়া তাহার ডাকে,
সত্যের তরে এই ‘ইসলাম’ কহিব তাকে!
অসহায় আর উৎপীড়িতের বন্ধু হয়ে
বাঁচাতে এসেছে ‘ইসলাম’ নিজে পীড়ন সয়ে!’
ন্যায়েরে বসাবে সিংহ-আসনে লক্ষ্য তাহার ;
মুসলিম সেই, এই ন্যায়-নীতি ধেয়ান যাহার!
এমনই করিয়া ভবিষ্যতের সহস্রদল
মেলিতে লাগিল পাপড়ি তাহার আলোর কমল।
অনাগত তার আলোক-আভাস গগনে লেগে
উঠিতে লাগিল নতুন দিনের সূর্য জেগে।
আকাশের পর-কোণা রেঙে ওঠে সেই পুলকে,
দ্যুলোকের রবি আলো দিতে আসে এই ভূলোকে।
স্তব করে আর কাঁদে ধরণির সন্তানগণ,
ব্যথা-বিমথন এসো এসো ওগো অনাথ-শরণ!
চতুর্থ সর্গ
শাদি মোবারক
[গজল-গান]

মোদের নবি আল-আরবি
  সাজল নওশার নওল সাজে ;
সে রূপ হেরি নীল নভেরই কোলে রবি লুকায় লাজে॥
আরাস্তাআজ জমিন আশমান
  হুরপরি সব গাহে গান,
পূর্ণ চাঁদের চাঁদোয়া দোলে, কাবাতে নৌবত বাজে॥
কয় ‘শাদি মোবারক বাদি’
  আউলিয়া আরআম্বিয়ার,
ফেরেশতা সব সওদা খুশির বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে॥
গ্রহ তারা গতিহারা
  চায় গগনের ঝরোকায়,
খোদার আরশ দেখছে ঝুঁকে বিশ্ব-বধূর হৃদয়-রাজে॥
আয়রে শাপী দুঃখী তাপী
  আয় হবি কেবরাতী,

শাফায়তেরশিরীনশিরনি পাবি না আর পাবি না যে॥
বিপুল বিত্ত-শালিনী‘খদিজা’ছিল আরবের চিত্ত-রানি,
রূপ আর গুণে পূজিত তাহায় মুগ্ধ আরব অরর্ঘ্য দানি।
স্তুতি গাহি তার যশ মহিমার হার মেনে যেত কবির ভাষা,
শুভ ভাগ্যের সায়র-সলিলে সে ছিল সোনার কমল ভাসা!
শুদ্ধাচারিণী সতী সাধ্বী সে ছিল আজন্ম, তাই সকলে
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি-ভরা নামে ডাকিত তাহারে ‘তাহেরা’ বলে।
হজরতের আর খদিজার ছিল একই গোষ্ঠী বংশ-শাখা,
আরব-পূজ্য যশোমণ্ডিত ত্যাগ-সুন্দর গরিমা-মাখা।
বীর‘আবুহানা’বিবি খদিজার আছিল প্রথম জীবন-সাথি,
মৃত্যু আসিয়া হরিল তাহারে, খদিজার প্রাণে নামিল রাতি।
বিধবার বেশে রহি কতকাল বরিল খদিজা‘আতীক’বীরে,
জীবনের পারে সে-ও গেল চলি, আসিল শোকের তিমির ঘিরে।
সে শোকের স্মৃতি শিশুদের বুকে চাপি ভুলে রয় বুকের ব্যথা,
দ্বি-বিংশতি গো বৎসর গেল কাটি জীবনের, কেমন কোথা।
এমন সময় এল আহমদ তরুণ অরুণ ভাগ্যাকাশে,
পাণ্ডুর নভ ভরিল আবার আলো-ঝলমল ফুল্ল হাসে।
পঁচিশ বছরি যুবক তখন নবি আহমদ রূপের খনি,
সারা আরবের হৃদয়-দুলাল কোরেশ-কুলের নয়ন-মণি।
‘সাদিক’ – সত্যবাদী বলে তারা ডাকিত নবিরে ভক্তিভরে,
যুবক নবিরে ‘আমিন’ বলিয়া ডাকিত এখন আদর করে।
বিশ্বাস আর সাধুতায় তাঁর মক্কাবাসীরা গেল গো ভুলি
মোহাম্মদের আর সব নাম ; কায়েম হইল ‘আমিন’ বুলি।
‘আমিন’‘তাহেরা’সাধু ও সাধ্বী, ইঙ্গিতে ওগো খোদারই যেন
আরববাসীরা না জানিয়া এই নাম দিয়েছিল তাদেরে হেন!
মহান খোদারই ইঙ্গিতে যেন ‘সাধু’ ও সাধ্বী’ মিলিল আসি,
শক্তি আসিয়া সিদ্ধির রূপে সাধনার হাত ধরিল হাসি।
গিরি-ঝরনার স্রোতোবেগে আসি যোগ দিল যেন নহর-পানি,
ঊষর মরুর ধূসর বক্ষে বান ডেকে গেল উদার বাণী!
মরুর আকাশে ঘনাল যে ছায়া, বক্ষ ছাইল যেশীতলতা,
সুজলা সুফলা ধরা যুগে যুগে হেরেছে স্বপ্নে ইহারই কথা।
খদিজা
সদাগর-জাদি বিবি খদিজার সোনার তরি
ফেরে দেশে দেশে মণি-মাণিক্য বোঝাই করি।
সচ্ছলতার বান ডেকে যায় বাহিরে ঘরে,
তবু কেন সব শুনো-শুনো লাগে কাহার তরে।
কী যে অভাব রিক্ততা কোন চিত্ততলে
মরু-ভিখারিনি কী যেন ভিক্ষা মাগিয়া চলে!

‘সাদিক’সত্যব্রতী আহমদ জানিত সবে

'আমিন' শুদ্ধাচারী সাধু যে গো হইল কবে।
'তাহেরা' শুদ্ধাচারিণী সাধ্বী আরব দেশে
সে-ই ছিল, এল প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণ বেশে।
কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী অরুন সাধু সে তারে
দেখিবে বলিয়া দ্বার খুলি রয় হৃদয়-দ্বারে।
হেথা ঘর ছাড়ি গিরি-শিরে ফেরে অরুণ যুবা,
সহসা তাহারে নাম ধরে ডাকে কে দিল্‌রুবা?
খোঁজে গিরি-গুহা মরু-প্রান্তর যে আলো-শিখা,
পাবে না কি তার দিশা, এই ছিল ললাটে লিখা?
জন্ম-ধেয়ানী বসি একদিন ধেয়ান মধুর
অসীম আলোক-পারাবারে ফেরে স্বপ্ন আতুর –
আহ্বানে কার ভাঙিল ধেয়ান, স্বপ্ন টুটে,
চিত্ত-কাননে আলোর মুকুল মুদিল ফুটে।
নিশিদিন শোনে যে দিলরুবার মঞ্জু-গীতি
অন্তর-তলে, আজ কি গো এল সেই অতিথি?
মেলিতে নয়ন টুটিল স্বপন! নহে সে নহে,
তাহেরা খদিজা পাঠায়েছে তার বার্তাবহে!

কুর্নিশ করি কহিল বান্দা, 'মোদের রানি
দরশ-পিয়াসি তোমার, এনেছি তাহারই বাণী।
বিবি খদিজার প্রাসাদে তোমার চরণ-ধূলি
পড়িবে কখন, সেই আশে আছে দুয়ার খুলি।
বিশালহেজাজআরব যাহার প্রসাদ যাচে,
যাচিতে প্রসাদ সে পাঠাল দূত তোমার কাছে!'
অন্তর-লোক-বিহারী তরুণ বুঝিতে নারে,
তবু আনমনে এল দূত সাথে খদিজা-দ্বারে।

সম্ভ্রম-নতা কহিল খদিজা সালাম করি,
'হে পিতৃব্য-পুত্র! কত সে দিবস ধরি
তোমার সত্যনিষ্ঠা, তোমার মহিমা বিপুল,
তব চরিত্র কলঙ্কহীন শশী সমতুল,
তোমার শুদ্ধ আচার, চিত্ত মহানুভব –
হেরিয়া তোমারে অর্ঘ্য দিয়াছি নিত্য নব!
এই হেজাজের সকলের সাথে গোপনে আমি,
আমিন, তোমারে শ্রদ্ধা দিয়াছি দিবস-যামী!
বিপুল আমার বিত্ত বিপুল যশ গৌরব,
নিষ্প্রভ আজি করেছে তাহারে তোমার বিভব।
বিশ্বাসী কেহ নাই পাশে, তাই বিত্ত মম
হইয়াছে ভার, দংশন করে কাঁটার সম
মম বাণিজ্য-সম্ভার, মোর বিভব যত –

তুমি লও ভার, আমিন, ইহার ! চিত্তগত
সন্দেহ মোর দূর হোক! আমি শান্তমুখ
ভুলে রব মোর গত জীবনের সকল দুখ!
তোমার পরশে তব গুণে মম বিভব-রাজি
সোনা হয়ে যাবে, সহস্র-দলে ফুটিবে আজি!
তুমি ছাড়া এই সম্পদ মোর হেজাজ দেশে
রবে না দু-দিন, স্রোতে অসহায় যাইবে ভেসে!
আরবে তুমিই বিশ্বাসী একা, কাহারে আর
নাহি দিতে পারি নিশ্চিন্তে এ বিপুল ভার!’

তরুণ উদাসী বসিয়া বসিয়া ভাবে কী যেন –
‘ওগো খোদা, কেন কর পরীক্ষা আমারে হেন!
আমার চিত্তে সকল বিত্ত তুমি যে প্রভু,
তুমি ছাড়া মোর কোনো সে বাসনা নাহি তো কভু!’
মরীচিকা-মাঝে ভ্রান্ত-পথ সে মৃগের মতো
ভীরু চোখ দুটি তুলি কহে যুবা শ্রদ্ধানত, –
‘পিতৃতুল্য পিতৃব্য এ মাথার পরে
রয়েছেন আজও, তাঁরে জিজ্ঞাসি তোমার ঘরে
আসিব আবার, কহিব তখন যা হয় আসি!’
লইল বিদায় ; খদিজা হাসিল মলিন হাসি!

তরুণ তাপস চলিয়া গেল গো যে পথ বাহি
সকল ভুলিয়া খদিজা রহে গো সে পথ চাহি।
বেলা-শেষে কেন অস্ত-আকাশ বধূর প্রায়
বিবাহেররঙে রাঙা হয়ে ওঠে, কোন মায়ায়!
‘জুলেখার’মতো অনুরাগ জাগে হৃদয়ে কেন,
মনে মনে ভাবে, এই সে তরুণ‘য়ুসোফ’যেন!
দেখেনি য়ুসোফে, তবু মনে হয় ইহার চেয়ে
সুন্দরতর ছিল না সে কভু। বেহেশ্‌ত বেয়ে
সুন্দরতম ফেরেশতা আজ এসেছে নামি
এল জীবনের গোধূলি-লগনে জীবন-স্বামী!
ফোটেনি যে আজও সে মুকুলি মনে শতেক আশা,
শোনে কি গো কেহ ঝরার আগের ফুলের ভাষা!
চিরযৌবনা বাসনার কভু মৃত্যু নাহি,
মনের রাজ্যে অক্ষয় তার শাহানশাহি।
উদয়-বেলায় মন ছিল তার জলদে ঢাকা,
হেরেনি প্রেমের রবির কিরণ সোনায় মাখা।
আসিল জীবন-মধ্যাহ্নে যে – সে নহে রবি,
দিন চলি গেছে – হেরিল না দিনমণির ছবি।
বেলা বয়ে যায় – সেই অবেলায় মেঘ-আবরণ!

বিদারিয়া এল সোনার রবি কি ভুবন-মোহন!

আছে আছে বেলা, বেলা-শেষের সে অনেক দেরি,
পুরবিতে নয় – শ্রী রাগে এখনও বাজিছে ভেরি!
ওরে আছে বেলা, ভাঙেনিকো মেলা, ইহারই মাঝে!
প্রাণের সওদা করে নে, বরে নে হৃদয়-রাজে!
ফেরেনি রে নীড়ে এখনও বিদায়-বেলায় পাখি,
নাহিকো’ কাজল, আজও আছে জলভরা এ আঁখি।
শুকায়েছে ফুল, শুকায়েছে মালা, – নয়ন-জলে
রাজাধিরাজের হবে অভিষেক হৃদয়তলে।
হোক হোক অপরাহ্ন এ বেলা হৃদ-গগনে
এই তো প্রথম উদিল সূর্য শুভ-লগনে।
হোক অবেলায় – তবু এ প্রেমের প্রথম প্রভাত,
পহিল প্রেমের উদয়-উষার রাঙা সওগাত।
নূতন বসনে নূতন ভূষণে সাজিয়া তারে,
নব-আনন্দে বরিয়া লইবে হৃদয়-দ্বারে।

আবু তালিবের কাছে আসি কহে তরুণ নবি
তাহেরা খদিজা কয়েছিল যাহা যাহা – সে সবই।
বৃদ্ধ তালিব শুনিয়া পরম ভাগ্য মানি
খোদারে স্মরিয়া ভেজিলশোকরজুড়িয়া পানি।
সুবৃহৎ ছিল পরিবার তাঁর পোষ্য বহু,
চিন্তায় তারই পানি হয়ে যেত দেহের লোহু।
দুর্ভিক্ষের হাহাকার ওঠে আবার জুড়ি,
যাহা কিছু ছিল সঞ্চিত যার গেল গো উড়ি।
হেন দুর্দিনে আসিল যেন গো গায়েবি ধ্বনি,
না চাহিতে এল শুভ ভাগ্যের আমন্ত্রণী।
সৌভাগ্যের এদাওতকেহ ফিরায় কি গো,
আপনি আসিয়া ধরা দিল আজ সোনার মৃগ।

আনমনে চলে তরুণ ‘আমিন’ সেই সে পথে,
যে-পথে দৃষ্টি পাতিয়া খদিজা কখন হতে
বসি আছে একা ; জাফরির ফাঁকে নয়ন-পাখি
উড়ে যেতে চায়, – কারে যেন হায় আনিবে ডাকি।
ধন্য যে আজহেজাজেরমাঝে ভাগ্যবতী –
ওই আসে ওই তরুণ অরুণ মৃদুল-গতি।
‘মোতাকারিব’আর‘হজজ্’‘রমল্’ছন্দ যত
লুটাইয়া পড়ে যেন গো তাহার চরণাহত।
বাতায়নে বসি খদিজার বুকে বেদনা বাজে,
না জানি কত না কন্টক ও-পথ মাঝে!

কঙ্করময় অকরুণ পথে চলিতে পায়ে
কত যেন লাগে, সে বাঁচে হৃদয় দিলে বিছায়ে!
আসিল তরুণ, কহিল সকল স্বপন সম,
দৃষ্টি নাহি কো কোথা ফোটে ফল গোপনতম
কোন সে কাননে আলোকে তাহারই! আপন মনে
খোঁজে সে কাহারে আকুল আঁধারে অজানা জনে।
খদিজা তার বাণিজ্য-ভার ‘আমিনে’ দিয়া
কহিল,‘সকলই দিলাম তোমারে সমর্পিয়া।’
নীরবে লইল সে ভার ‘আমিন’ স্বপ্নচারী, –
পুলকে খদিজা রুধিতে পারে না নয়ন-বারি।

লীলা-রসিক সে খোদার খেলা গো বুঝিতে পারে না এ চরাচর,
হাবিবখোদার সাজিল আবার তাঁরই ইঙ্গিতে সওদাগর!
‘কাফেলা’লইয়া চলে আবার
‘শাম’‘এয়্‌মন্‌’মরুভূমি-পার,
‘হোবাশা’‘জোরশ’কত পরদেশে ঘুরিল তরুণ বণিকবর,
সব পুণ্যের ভাণ্ডারী ফেরে পণ্য লইয়া দর বদর!

রোজ কিয়ামতে পাপ-সিন্ধুর নাইয়া হবে যে নবি রসুল,
হল বাণিজ্য-কাণ্ডারি সে গো, লীলা-বাতুলের মধুর ভুল!
বিদেশে ঘুরিয়া ফেরে স্বদেশ
পুন যায় দূর দেশের শেষ,
সোনার ছোঁয়ায় পণ্য-তরুর শাখে শাখে ফোটে মণির ফুল।
উপকূলে খোঁজে রতন – যাহারে খুঁজিছে রত্নাকর অকূল।
অনুরাগ-রাঙা খদিজার হিয়া ধৈরজ যেন মানে না আর,
ভার হয়ে ওঠে, তরুণ বণিক বয়ে আনে যত রতন-ভার।
প্রতিভা জ্ঞানের নাহি সীমা –
একী চরিত্র-মাধুরিমা,
একী এ উদয়-অরুণিমা আজি ঝলকি ওঠে গো দিগ্‌বিথার!
পল্লবে ফুলে উঠিল গো দুলে শুষ্ক মাধবী-লতা আবার

কী হবে এ ছার মণিসম্ভার বিপুল করিয়া নিরবধি,
পরানে তৃষ্ণা অমৃতের ক্ষুধা মিটিল না এ জীবনে যদি।
উদাসীন যুবা ফিরে না চায়,
কোন বিরহিণী খোঁজে গো তায়,
সিন্ধুর তাতে কী বা আসে যায় যদি তারে নাহি চায় নদী,
আপনাতে সে যে পূর্ণ আপনি – বিরাট বিপুল মহোদধি।
মনের দেশের ও যেন নহে গো, বনের দেশের চির-তাপস,
মন নিয়ে খেলা ও যেন বোঝে না, ও চাহে না সম্মান ও যশ।
নয়নে তাহার অতল ধ্যান

রহস্য-মাখা বিধু বয়ান,
ধরার অতীত ও যেন গো কেহ, ধরা নারে ওরে করিতে বশ।
ও যেন আলোর মুক্তির দূত, সৃজন-দিনের আদি-হরষ।
যত মনে হয় ধরার নহে ও, মায়াপুরীর ও রূপকুমার,
তত খদিজার মন কেন ধায় উহারই পানে গো দুর্নিবার।
যে কেহ হোক সে, নাহিকো ভয়,
খদিজা তাহারে করিবে জয়,
নহে তপস্যা একা পুরুষের – নব-তপস্যা প্রেমের তার।
হয় তারে জয় করিবে, নতুবা লভিবে অমৃত মরণ-পার।

ছিল খদিজার আত্মার আত্মীয় সহচরী 'নাফিসা' নাম,
কহিল তাহারে অন্তর-ব্যথা, হরেছে কে তার সুখ আরাম!
অনুরাগ-ভরে বেপথু মন
হুহু করে কেন সকল খন,
'সখী লো, জহর পিইয়া মরিব, না পুরিলে মোর মনস্কাম।
সে বিনে আমার এই দুনিয়ার সব আনন্দ সুখ হারাম।

কে রেখেছে সখীশহদ্-শিরীনহেন মধুনাম – মোহাম্মদ!
হেজাজের নয় – ও শুধু আমার চির-জনমের প্রেমাস্পদ!
সব ব্যবধান যায় ঘুচে
বয়সের লেখা যায় মুছে,
যত দেখি তত মনে হয় সখী, আমি উপনদী সে যেন নদ,
বন্দি করিতে তাহারে, নিয়ে যা শাদি-মোবারক-বাদি-সনদ।
দুতি হয়ে চলে নাফিসা একেলা প্রবোধ দানিয়া খদিজারে,
বলে, হেজাজের রানি যারে চায় বুলন্দ-নসিব বলি তারে।
প্রসাদ যাহার যাচে আরব,
করে গুণগান – রচে স্তব,
যাচিয়া সে যাহারে চাহে বরি নিতে, হানিতে সে হেলা কভু পারে?
বিরাট সাগরে পায় কি ঝরনা? মহানদী মেশে পারাবারে!

যৌবন? সে তো ক্ষণিক স্বপন, ছুঁইতে স্বপন টুটিয়া যায়,
প্রেম সেথা চির মেঘ-আবৃত, তনু সেথা ভোলে তনু-মায়ায়।
নাহি শতদল শুধু মৃণাল –
কামনা-সায়র টাল-মাটাল,
সেথা উদ্দাম মত্ত বাসনা ফুলবনে ফেরে করীর প্রায়,
সুন্দর চাহে ফুলের সুরভি, অরসিকে শুধু সুষমা চায়।

যুবা আহমদ মগ্ন ধেয়ানে, নাফিসা আসিয়া ভাঙিল ধ্যান,
কহিল, 'আমিন! আজিও কুমার-জীবন যাপিছ হয়ে পাষাণ,
কোন দুখে বলো, তাপস-প্রায়

কোনো কিছু যেন চাহ না, হায়!
হেজাজ-গগনে তুমি যেহেলাল, তুমি কেন থাক চিন্তাম্লান?

রুচির শুভ্র হাসি হেসে বলে তরুণ ধেয়ানী মহিমময়,
‘বিবাহের মোর সম্বল নাই, বিবাহ আমার লক্ষ্য নয়!’
কহিল নাফিসা, ‘হে সুন্দর!
যাচে যদি কেহ তোমারে বর,
গুণে গৌরবে তুলনা যাহার নাই, গাহে যার হেজাজ জয়,
সেই মহীয়সী নারী যদি যাচে, তুমি হবে তার? দাও অভয়!’
ধ্যানের মানস-নেত্রে হেরিল তরুণ ধেয়ানী ভবিষ্যৎ –
কল্যাণী এক নারী দীপ জ্বালি গহন তিমিরে দেখায় পথ।
চারিধারে অরি – বন্ধুহীন
যুঝিছে একাকী যেন আমিন,
সে নারী আসিয়া বর্ম হইয়া দাঁড়াল সুমুখে, ধরিল রথ!
সাধনা-উর্ধ্বে সে এল সহসা শক্তিরূপিণী – সিদ্ধিবৎ!

এমনই চোখের চেনাচেনি নিতি, মানস-চক্ষে দেখেনি তায়,
দেখেনি তাহার অন্তরে কবে ফুটিয়াছে প্রেম শত বিভায়।
প্রেম-লোক সে যে জ্যোতির্মতী
চির-যৌবনা চির-সতী!
তবু নাফিসারে কহিল আমিন, ‘কোন ললনা সে, বাস কোথায়?’
নাফিসা হাসিয়া কহিল, ‘খদিজা, হেজাজ লুটায় যাহার পায়!’

হজরত কন, ‘বামন হইয়া কেমনে বাড়াব চন্দ্রে হাত!’
নাফিসা কহিল ‘অসম্ভব যা, সে আসে এমনই অকস্মাৎ!’
খদিজা শুনিল খোশখবর,
পরানে খুশির বহে নহর।
আবুতালিবের কাছে এল নিয়ে খদিজার দূত সে সওগাত!
চাঁদ যেন হাতে পাইল শুনিয়া আখেরে নবির খুল্লতাত।
তালিবের মনে খুশির বন্যা টইটম্বুর সর্বদাই,
আরবের রানি তাহিরা খদিজা বধূমাতা হবে, আর কী চাই।
‘আমার ইবনে আসাদ’ বীর
খদিজার পিতৃব্য ধীর
শুভ বিবাহেরপয়গামতারে পাঠাল – দেশের রেওয়াজ তাই।
দিন ও তারিখ হল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বেয়াই।

খদিজার ঘরে জ্বলিল দীপালি, নহবতে বাজে সুর মধুর,
খদিজারমন সদা উচাটন বেপথু সলাজ প্রেম-বিধুর!
প্রণয়-সূর্য হল প্রকাশ,
ঝলমল করে হৃদি-আকাশ,

তরুণ ধ্যানীর ধ্যান ভেঙে যায়, ব্যথা-টনটন চিত্তপুর,
মরু-উদ্যান এল কোথা হতে বন্ধুর পথে যেতে সুদূর!

তরুণ নবির রবির আলোক চুরি করে এল এ কোন চাঁদ,
স্বর্গের দূত ধরিতে কি সে গো পেতেছে ধরায় নয়ন-ফাঁদ!
মানবীর প্রেম এই যদি
টলমল করে মন-নদী,
না জানি কেমন প্রেম তার করে সৃজন যে-জন নিরবধি!
নদী হেরি মন এমন, না জানি কী হয় হেরিলে সে জলধি!
সম্প্রদান
বাজিল বেহেশতে বীণ আসিল সে শুভদিন
মুক্তি-নাট-নটবর সাজে বর-বেশে
সুন্দর সুন্দরতর হল আজ ধরা পর
সন্ধ্যারানি বধূবেশে নামিল গো হেসে।
হায় কে দেখেছে কবে দুই চাঁদ এক নভে,
সেহেলি সখীরা সবে মূক বাণীহারা,
কাহারে ছাড়িয়া কারে দেখিবে, বুঝিতে নারে,
স্তব্ধ অচপল-গতি তাই আঁখিতারা।

শাদিরমহফিলমাঝে বসিয়ানওশারসাজে
নবিবর, আত্মীয় কুটুম্ব ঘিরি তারে,
চারিদিকে তারাদল, মাঝে চাঁদ ঝলমল,
হুরপরি লুকায় তা হেরি দিকপারে।
তালিব উঠিয়া কহে ‘লগ্ন যায় আর নহে,
বন্ধুগণ শুভকার্য হোক সমাপন!’
আনন্দের সে সভায় সকলে দানিল সায়
মজলিশে বসিল আসি কন্যাপক্ষগণ।

হেজাজি আচারমতো রেসম রেওয়াজ যত
হলে শেষ – খদিজার পিতৃব্য আসাদ
আহমদের কর ধরি দিল সমর্পণ করি
কন্যারে – সভায় ওঠে মোবারকবাদ!

কহিল আসাদ বীর করে মুছি অশ্রু-নীর,
‘হে সাদিক, হে আমিন, হেজাজের মণি,
পিতৃহীনা খদিজায় দিলাম তোমার পায়,
তোমারে জামাতা পেয়ে ভাগ্য বলে গণি।
হে নয়ন-অভিরাম! সার্থক তোমার নাম
রয় যেন চিরদিন পবিত্র হেজাজে,
চির-প্রেমাস্পদ হয়ে এ বধূ-রতনে লয়ে

আদর্শ দম্পতি হও আরবের মাঝে।’
‘তাই হোক, তাই হোক’ কহিল সভার লোক;
বর-বেশ-নবি সবে করিল সালাম।
নহবতে বাঁশি বাজে, হেথায় অন্দর মাঝে
নৃত্যগীত-স্রোত বয়ে চলে অবিরাম।
হুরিপরি নাচে গায় বেহেশ্‌তের জলসায়
আরশআরাস্তাহল! – খোদার হবিব
হবিবায় পেল আজি, ভেরি তূরী ওঠে বাজি,
খুশির খবর বিশ্বে শোনায় নকিব।
বয়সের বন্ধনে কে বাঁধিবে যৌবনে,
য়ুসোফ বুঝিয়াছিল দেখে জুলেখায়,
চল্লিশ বছর তার বয়স হইল পার
তবু তারে দেখে জোহরা আকাশে পলায়।
সে কাহিনি নব-রূপে রূপ ধরি এল চুপে,
গোধূলি-বেলার রূপ দেখিবি কে আয়,
উদয়-উষাও আজ পলায় পাইয়া লাজ,
উঠিয়া ঈদের চাঁদ আবার লুকায়।

চল্লিশ বসন্ত দিন আছে এ মালায় লীন,
শুকায়নি আজও বঁধু পরেনিকো বলে,
প্রেমের শিশিরজলে ভিজায়ে অন্তরতলে
রেখেছিল জিয়াইয়ে – দিল আজি গলে।
উদয়-গোধূলি সাথে বিদায়-গোধূলি মাতে
হাতে হাত জড়াইয়া দাঁড়াইল নভে,
রবি শশী মনোদুখে ধরা দিল রাহুমুখে,
এত রূপ অপরূপ কে দেখেছে কবে।
নও কাবা
হিয়ায় মিলিল হিয়া,
নদীস্রোত হল খরতর আরও পেয়ে উপনদী-প্রিয়া।
স্রোতোবেগে আর রুধিতে পারে না, ছুটে অসীমের পানে,
ভরে দুই কূল অসীম-পিয়াসি কুলু কুলু কুলু গানে।
কোথা সে সাগর কত দূর পথ, কোন দিকে হবে যেতে,
জানে না কিছুই, তবু ছুটে যায় অজানার দিশা পেতে।
কত মরু-পথ গিরি-পর্বত মাঝে কত দরি বন,
বাধা নিষেধের সব ব্যবধান লঙ্ঘিয়া অনুখন
তবু ছুটে চলে, শুনিয়াছে সে যে দূর সিন্ধুর ডাক,
রক্তে তাহারই প্রতিধ্বনি সে আজও শোনে নির্বাক।
সকল ভাবনা হয়ে গেছে দূর, অনন্ত অবকাশ
ধ্যানের অমৃতে উঠিছে ভরিয়া। দিবস বরষ মাস
কোথা দিয়া যায়, উদ্দেশ নাই! শুধু অনন্ত-পুর

শুনিতেছে দূর আহ্বান-বাণী অনাগত বন্ধুর।
পথে যেতে যেতে চমকিয়া চায়, কে যেন পথের পাশে
ডাকনাম ধরে ডেকে গেল তারে, হাতছানি দিয়া হাসে।
তারই সন্ধানে ঊষর মরুর ধূসর বুকে সে ফেরে,
সে বুঝি লুকায়ে গিরি-গহ্বরে ওই দূর একটেরে!
কোথাও না পেয়ে তরুণ ধেয়ানী হারায় ধেয়ান-লোকে,
এ কী এ বেদনা-আর্ত মুরতি ফোটে গো সহসা চোখে।
যে দোস্ত লাগি ফেরে সে বিবাগি, খোঁজে সে যে সুন্দরে,
সে কোথাও নাই, বিরাট বেদনা দাঁড়ায়ে বিশ্ব পরে।
অনন্ত দুখ-শোক-তাপ ব্যথা, অসীম অশ্রুজল –
অকূল সে জলে একাকী সে দোলে বেদনা-নীলোৎপল।
বিপুল দুখের অক্ষয় বট দাঁড়ায়ে বিশ্ব ছেয়ে,
বেদনা ব্যথার কোটি কোটি ঝুরি নেমেছে অঙ্গ বেয়ে।
শুধু ক্রন্দন, ক্রন্দন শুধু একটানা অবিরাম
রণিয়া উঠিছে ব্যাপিয়া বিশ্ব, নিখিল বেদনাধাম।

পড়ে যায় মাঝে কালো যবনিকা, সহসা আঁখির আগে
অসুন্দরের কুৎসিত লীলা ব্যভিচার শত জাগে।
উদ্যত-ফণা কুটিল হিংসা দ্বেষ হানাহানি শত
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষেরে দংশি মারিতেছে অবিরত।
পাপে অসূয়ায় পঙ্কিল ফাঁকে ডুবে আছে চরাচর,
দিশারি তাদের শয়তান, তার অনুচর নারী নর।
দেখিতে পারে না এ-দৃশ্য আর, নিমিষে টুটে সে ধ্যান,
দুঃখ-পাপের লোকালয়ে পানে ছুটে আসে ব্যথা-ম্লান।

হেরে প্রান্তরে কুটিরের দ্বারে কাঁদে অনাথিনি একা,
কাল তার স্বামী গিয়াছে চলিয়া, জীবনে হবে না দেখা!
অদূরে পুত্র-শোকাতুরা মাতা পুত্রের নাম ধরি
ডাকে আর কাঁদে – বঞ্চিত স্নেহ আঁখিজল পড়ে ঝরি।
পথে যেতে যেতে খঞ্জ অন্ধ ভিখারিরা অসহায়
ক্ষুধার তাড়নে পড়ে মুমূর্ষু, ভরে মন করুণায়।
পিতৃমাতৃহীন শিশুদল চায় পথিকের পানে,
তাহারা তাদের পিতা ও মাতার সন্ধান বুঝি জানে।
তরুণ তাপস চলিতে পারে না, বেদনার উচ্ছ্বাস
ফুলে ফুলে ওঠে অন্তর-কূলে, বন্ধ হয় বা শ্বাস!
ঊর্ধ্বে আলোর অনন্ত-লীলা, নিম্নে ধরণি পরে
এমন করিয়া দুঃখ-গ্লানির কেন গো বরষা ঝরে।
ক্লান্ত চরণে চলিতে চলিতে হেরে পথে ধনী যুবা
নগ্ন মাতাল টলে আর চলে, পাশে তার দিলরুবা
দিলরুবা নয় – প্রতিবেশিনী ও কুমারী চেনা সে মেয়ে,

অর্থের বিনিময়ে ও মাতাল এনেছে তাহারে চেয়ে!
সহসা হেরিল –বর্বর এক পিতা তার ক্রোড়ে লয়ে
চলিছে সদ্যোজাত কন্যারে বধিতে সমাজ-ভয়ে!
কন্যা হওয়া যে‘লাত মানাতের’অভিশাপ, তাই তারে
বধিতে চলেছে – অভাগি জননী কাঁদিছে পথের ধারে।
হেরিল অদূরে ভীম হানাহানি পশুতে পশুতে রণ
নারী লয়ে এক – বিজয়ীরে বীর বলিছে সর্বজন!
চলিতে চলিতে হেরে দূরে এক বাজার বসেছে ভারী,
ছাগ উট সাথে বিক্রয় লাগি বসে অপরূপা নারী।
মালিক তাহার হাঁকিতেছে দাম, বলির পশুর সম
শত বন্ধন-জর্জর নারী কাঁপে মূক অক্ষম।
তাহারই পার্শ্বে পশু-ধনী এক তাহার গোলামে ধরি
হানিছে চাবুক –কুক্কুরে বুঝি মারে না তেমন করি!
সহসা শুনিল অনাহত বাণী ঊর্ধ্বে গগন-পারে –
‘হে ত্রাণ-কর্তা, জাগো জাগো, দূর করো এই বেদনারে!’
চমকিয়া ওঠে নবির চিত্ত, শিহরন জাগে প্রাণে,
মনে লাগে যেন ইহাদের সে-ই মুক্তির দিশা জানে।

স্বপ্ন-আতুর যুবক ধেয়ানী আনমনে পথ চলে,
চলিতে চলিতে কখন সন্ধ্যা ঘনায় আকাশতলে।
ধরার ঊর্ধ্বে অসীম গগন, কোটি কোটি গ্রহ-তারা
সে গগন ভরি ঢালে আনন্দে নিশিদিন জ্যোতিধারা।
তাহাদের মাঝে নাহি তো বিরোধ, প্রেমের আকর্ষণে
ভালোবেসে নিজ নিজ পথে চলে, মাতে না প্রলয়-রণে।
এই আলো – এই আনন্দ – এই সহজ সরল পথ
এই প্রেম, এই কল্যাণ তাজি – রচে এরা পর্বত
শত ব্যবধান–নদীপ্রান্তর ঘরে ঘরে মনে মনে,
অকল্যাণের ভূত শয়তান পূজা করে জনে জনে!
তপঃপ্রভাবে সাধনার জোরে অসুন্দর এ ধরা
করিতে হইবে সুন্দরতম, রবে না এ শোক জরা।
রবে না হেথায় পাপের এ ক্লেদ, এ গ্লানি মুছিতে হবে,
পতিতা পৃথ্বী পাবে ঠাঁই পুন আলোর মহোৎসবে।
আঁধার ইহার কক্ষে আবার জ্বলিবে শুভ্র আলো,
হে মানব, জাগো ! মেঘময় পথে বজ্র-মশাল জ্বালো।
আছে পথ, আছে দুঃখের শেষ, আমি শুনেছি সে বাণী,
বিশ্ব-সুষমা-সভায় এ-ধরা হাসিবে অতীত-গ্লানি!
দেখেছি বেদনা-সুন্দরে আমি তোমাদের ম্লান মুখে,
ঘুচিবে-বিষাদ – আসিবে শান্তি প্রেম-প্রশান্ত বুকে।
  হেথায় খদিজা একা –
কাঁদে বিরহিণী, উদাসীন তার স্বামীর নাহিকো দেখা!

পলাতকা ওরে বাঁধিবে কেমনে, কোথায় তেমন ফাঁসি,
কার কথা ভাবি চমকিয়া ওঠে হেরে ভালোবাসাবাসি!
বক্ষে তাহারে পুরিয়া রাখিলে নিশাসে উড়িয়া যায়,
নয়নে রাখিলে আঁখি-বারি হয়ে গলে পড়ে সে যে, হায়!
বাহুতে বাঁধিলে ঘুম-ঘোরে সে যে ছিঁড়ে বন্ধন-ডোর,
বক্ষের মণি-হার করে রাখে, চুরি করে নেয় চোর!

কেন এ বিবাগি, কার অনুরাগী সকল সুখেরে দলে
রৌদ্র-তপ্ত কঙ্করভরা মরুপথে যায় চলে।
আপনার মনে সে কাহার সনে নিশিদিন কথা কয়,
বসিলে ধেয়ানে চাহিতে পারে না, রবি সে জ্যোতির্ময়!
আদর করিয়া পাগল বলিলে শিশুর মতো সে হাসে,
একী রহস্য, এত অবহেলা, তবু যেন ভালোবাসে।

একদা ইহারই মাঝে –
প্রেমিকে তাঁহার লাগালেন খোদা তাঁর প্রিয়তম কাজে।
আদি উপাসনা-মন্দির কাবা – যাহারে ইব্রাহিম
নির্মল কোন প্রভাতে পূজিতে খোদারে মহামহিম, –
সেই কাবাঘরে ছিল না প্রাচীর, ভেঙেছিল তারে কাল,
চারিদিক ঘিরি জমেছিল তার মূর্তি ও জঞ্জাল।
বর্ষার জল ঢুকি সেই ঘরে করিত পঙ্কময়,
পবিত্র কাবা রক্ষিতে যত কোরেশ সহৃদয়
চারিদিকে তার রচিল প্রাচীর, তাও কিছুকাল পরে
বর্ষার স্রোতে ভেসে গেল। ওঠে আল্লার ঘর ভরে
ধূলি-জঞ্জালে. মিলিয়া তখন ভক্ত কোরেশ সবে
ভাবিতে লাগিল কী উপায়ে এর রক্ষা সাধন হবে।
পূজা মন্দিরে রবে নাকো ছাদ, এই বিশ্বাসে তারা
ছাদহীন করে রেখেছিল কাবা, ঝরিবে আশিস-ধারা
ঊর্ধ্ব হইতে। ভূত প্রেত যত দেবতারা নামি রাতে
লইবে সে পূজা, ফিরে যাবে যদি বাধা পায় তারা ছাতে!
লঙ্ঘি কাবার ভগ্নপ্রাচীর এরই মাঝে এক চোর
মূর্তি-পূজারি ভক্তের মনে হানিল ব্যথা কঠোর।
মূর্তির গায়ে ছিল অমূল্য যা কিছু অলংকার
মণি-মাণিক্য, – হরিল সকল! অভাবিত অনাচার!
কাবার সুমুখে ছিল এক কূপ, ভক্ত পূজারি দল
পূজা-সামগ্রী দেব-উদ্দেশে সেই কূপে অবিরল
ফেলিতে লাগিল, সেই সব বলি, ফুল পাতা ক্রমে পচে
কাবা-মন্দিরে বিকট-গন্ধ নরক তুলিলা রচে।
হেরিল একদা ভক্ত সে এক – সে কূপ-গাত্র বেয়ে
উঠিয়া আসিছে অজগর এক সর্পিল বেগে ধেয়ে।

ক্রমে নাগরাজ কূপ-গুহা ছাড়ি কাবায় পাতিল হানা,
ভক্ত পূজারি ভয়ে সেথা হতে উঠাইল আস্তানা।
পূজা দিতে আর কেহ নাহি আসে, ভীষণ সর্প-ভীতি,
কত শত করে মানত তাহারা ভূত উদ্দেশে নিতি।
একদিন এক ঈগল পক্ষী সহসা সে অজগরে
ছোঁ মারিয়া লয়ে গেল তারে দূর পর্বত কন্দরে।
আবার চলিল নব-উদ্যমে মূর্তিপূজার ঘটা।
ভক্তদলের মনে এল এই বিশ্বাস আলো-ছটা;
কাবা-মন্দির সংস্কারের মানত করেছে বলে
অজগরে লয়ে গেলেন ঠাকুর ঈগল পাখির ছলে!

সকল গোত্র-সর্দার আসি মিলিল সে এক ঠাঁই,
যা দিয়া গড়িবে কায়েম করিয়া কাবারে, হেজাজে নাই
তেমন কিছুই। শুনিল তাহারা একদিন লোকমুখে –
গ্রিক-বাণিজ্য-পোত এক গেছে ভাঙিয়া 'জেদ্দা'-বুকে;
ঝটিকা-তাড়িত ভগ্ন সে তরি আছে বিক্রয় লাগি।
সর্দার সব এ খবর পেয়ে উঠিল আবার জাগি।
আনিলঅলিদভগ্ন পোতের তক্তা সকল কিনে,
কাবা মন্দির গড়িয়া তুলিল সবে মিলে কিছুদিনে।

নির্মিত যবে হল মন্দির সকলের সাধনায়,
একতা তাদের টুটাইয়া দিল কোন এক অজানায়।
আছিল'হাজর আস্‌ওয়াদ্'নামে প্রস্তর কাবার দ্বারে,
কাবার বোধন-দিনে হজরত ইব্রাহিম সে তারে
রাখিয়াছিলেন চিহ্ন-স্বরূপ সেকালের প্রথামতো,
সেই হতে সেই প্রস্তর সবে চুমিত শ্রদ্ধানত।
কেহ কেহ বলে, আদিম মানব 'আদম' স্বর্গ হতে
আনিয়াছিলেন ওই প্রস্তর ধূলির ধরণি-পথে।
সেই পবিত্র প্রস্তর তুলি যে-গোত্র কাবা-দ্বারে
রক্ষিবে – সারা হেজাজ শ্রেষ্ঠ গোত্র বলিবে তারে।
এই ধারণায় সকল গোত্রে বাধিল কলহ ঘোর,
প্রতি গোষ্ঠী সে বলে, 'ও-পাথরে একা অধিকার মোর।'
সে কলহ ক্রমে হইতে লাগিল ভীম হতে ভীমতর ;
আবার ভীষণ যুদ্ধ সূচনা, কাঁপে দেশ থরথর!
রক্ত-পূর্ণ পাত্রে হস্ত ডুবাইয়া তারা সবে
করিল মরণ-প্রতিজ্ঞা তারা – মাতিবে ভীম আহবে!
দামামা নাকাড়া ডিমি ডিমি বাজে, হাঁকিল নকিব তূরী,
পক্ষ মেলিয়া'মালিকুল মউত'আঁটিল কটিতে ছুরি।

ছিল হেজাজের প্রবীণতম সেজইফ 'আবু উমাইয়া',

যুযুৎসু সব গোত্রে অনেক কহিলেন সমঝাইয়া –
‘যে শুভব্রতের করিলে সাধনা, অশুভ কলহ-রণে
নাশিয়ো না তারে সিদ্ধিলাভের মহান শুভক্ষণে।
শুভ্রশ্মশ্রু এই বৃদ্ধের শোনো উপদেশ-বাণী,
সংবরো এই আত্মবিনাশী হীন রণ হানাহানি।
কাবা-মন্দিরে সর্বপ্রথম প্রবেশিবে আজ যেই
এই কলহের শুভ মীমাংসা করুক একাকী সেই!’
শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধের এই কল্যাণ-বাণী শুনি,
বিরত হইল কলহে তাহারা, বলে, ‘মারহাবা’গুণী!
অপলক চোখে নিরুদ্ধ শ্বাসে চাহিয়া রহিল সবে,
না জানি সে কোন অজানিত জন পশিবে কাবায় কবে –

সহসা আসিল তরুণ মোহাম্মদ কাবা-মন্দিরে
সর্বপ্রথম উপাসনা লাগি পশে আনমনে ধীরে।
সকল গোষ্ঠী সর্দার ওঠে আনন্দে চিৎকারি –
‘সম্মত এরে মানিতে সালিশ – আমিন এ ব্রতচারী!’
হেজোল-দুলাল সত্যব্রতী বিশ্বাসী আহমদ
ছিল সকলের নয়নের মণি গৌরব-সম্পদ।
শুনিয়া সকল, কহিল তরুণ সাধক, ‘আমার বিধি
মান যদি সব বীর সর্দার – স্ব-গোত্র প্রতিনিধি
করো নির্বাচন, তারপরে সব প্রতিনিধি মিলে
পবিত্র এই প্রস্তর নিয়ে চলো কাবা-মঞ্জিলে।
আমার উত্তরীয় দিয়া এরে বাঁধিয়া তাহার পর
এক সাথে এরে রাখিব কাবায়।’ কহে সব ‘সুন্দর!
সুন্দর এই মীমাংসা তব, আমিন, হেজাজে ধন্য!
তুমি রাখো এই পাথর একাই, ছুঁইবে না কেহ অন্য!’
রাখিলেন হজরত পবিত্র প্রস্তর কাবা-ঘরে,
থামিল ভীষণ অনাগত রণ খোদার আশিস-বরে।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল রব হেজাজের সবখানে,
এসেছে সাদিক আমিন মোহাম্মদ আরবস্তানে।

জব্বুর তওরাত ইঞ্জিল যাহার আসার বাণী
ঘোষিল যুগ-যুগান্ত পূর্বে, বেহেশ্‌ত হইতে টানি
আনিল পীড়িতা মূক ধরণির তপস্যা আজি তারে,
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ, অবতার এল দ্বারে!
সকল কালের সকল গ্রন্থ, কেতাব, যোগী ও ধ্যানী,
মুনি, ঋষি, আউলিয়া, আম্বিয়া, দরবেশ মহাজ্ঞানী
প্রচারিল যার আসার খবর – আজি মন্থন-শেষ
বেদনা-সিন্ধু ভেদিয়া আসিল সেই নবি অমৃতেশ!

হেরিল প্রাচীনা ধরণি আবার উদয় অভ্যুদয়
সব-শেষ ত্রাণকর্তা আসিল, ভয় নাই, গাহো জয়।
যে সিদ্দিক ও আমিনে খুঁজেছে বাইবেল আর ইশা
তওরাত দিল বারে বারে সেই মোহাম্মদের দিশা,
পাপিয়া-কণ্ঠ দাউদ গাহিল যার অনাগত গীতি,
যে 'মহামর্দে' অথর্ব-বেদ-গান খুঁজিয়াছে নিতি,
সে অতিথি এল, কতকাল ওরে – আজি কতকাল পরে
ধেয়ানের মণি নয়নে আসিল! বিশ্ব উঠিল ভরে,–
আলোকে, পুলকে, ফুলে ফলে, রূপে রসে, বর্ণ ও গন্ধে,
গ্রহতারা-লোক পতিতা ধরায় আজি পূজা করে, বন্দে!
সাম্যবাদী
  আদি উপাসনালয় –
উঠিল আবার নূতন করিয়া – ভূত প্রেত সমুদয়
তিন শত ষাট বিগ্রহ আর মূর্তি নূতন করি
বসিল সোনার বেদিতে রে হায় আল্লার ঘর ভরি।
সহিতে না পারি এ দৃশ্য, এই স্রষ্টার অপমান,
ধেয়ানে মুক্তি পথ খোঁজে নবি, কাঁদিয়া ওঠে পরান।
খদিজারে কন – 'আল্লাতালার কসম, কাবার ওই
'লাৎ' 'ওজ্জা'র করিব না পূজা, জানি না আল্লা বই।
নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া
কোন নির্বোধ পূজিবে তাহারে হায় স্রষ্টা বলিয়া।'
সাধ্বী পতিব্রতা খদিজাও কহেন স্বামীর সনে –
'দূর করো ওই লাত্ মানাতেরে পূজে যাহা সব-জনে!
তব শুভ বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ময়ের দিশা
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।'
ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল – মোহাম্মদ আমিন
করে নাকো পূজা কাবার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন।

ঝড়

উঠিয়াছে ঝড়
উঠিয়াছে ঝড়, কড় কড় কড় ঈশানে নাকাড়া বাজিছে তার,
ওরে ভীরু, ওঠ, এখনই টুটিবে ধমকে তাহার রুদ্ধ দ্বার!
কৃষ্ণ মেঘের নিশান তাহার দোলে পশ্চিম-তোরণে ওই,
ভ্রুকুটি- ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে নাচে নদনদী তাথই থই।
তরবারি তার হানিছে ঝিলিক সর্পিল বিদ্যুল্লেখায়,
হানিবে আঘাত তোর স্বপ্নের শিশমহলের দরোয়াজায় ;
কাঁদিবে পূর্ব পুবালি হাওয়ায়, ফোটাবে কদম জুঁই কুসুম ;
বৃষ্টিধারায় ঝরিবে অশ্রু, ঘনালে প্রলয় রবে নিঝুম?

যে দেশে সূর্য ডোবে – সেই দেশে হইল নবীন সূর্যোদয়,
উদয়-অচলে টলমল করে অস্ত-রবির আঁধার ভয়!
যুগ যুগ ধরি, তপস্যা দিয়ে করেছি মহিরে মহামহান,
ফুটায়েছি ফুল কর্ষিয়া মরু, ধূলির ঊর্ধ্বে গেয়েছি গান।
আজি সেই ফুলে-ফসল-মেলায় অধিকার নাই আমাদেরই,
আমাদের ধ্যান-সুন্দর ধরা আমাদের নয় আজি হেরি!
গীত-শেষে নীড়ে ফিরিবার বেলা হেরি নীড়ে বাসা বাঁধে শকুন,
মাংস-লোলুপ ফিরিতেছে ব্যাধ স্কন্ধে রক্ত-ধনুর্গুণ!
নীড়ে ফিরিবার পথ নাই তোর, নিম্নে নিষাদ, ঊর্ধ্বে বাজ,
তোর সে অতীত মহিমা আজিকে তোরে সব চেয়ে হানিছে লাজ!

উঠিয়াছে ঝড় – ঝড় উঠিয়াছে প্রলয়-রণের আমন্ত্রণ,
'আদাওতি'রএদাওতেকে যাবি মৃত্যুতে প্রাণ করিয়া পণ?
ঝড়ে যা উড়িবে, পুড়িবে আগুনে, উড়ুক পুড়ুক সে সম্বল,
মৃত্যু যেখানে ধ্রুব তোর সেথা মৃত্যুরে হেসে বরিবি চল!
অপরিমাণ এ জীবনে করিবি জীবিতের মতো ব্যয় যদি,
ঊর্ধ্বে থাকুক ঝড়ের আশিস, চরণে মরণ-অম্বুধি!

বিধাতার দান এই পবিত্র দেহের করিবি অসম্মান?
শকুন-শিবার খাদ্য হইবি, ফিরায়ে দিবি না খোদার দান?
এ-জীবন ফুল-অঞ্জলি সম নজরানা দিবি মৃত্যুরে, –
জীবিতের মতো ভুঞ্জি জীবন ব্যয় করে যা তা প্রাণ পুরে!
চরণে দলেছি বিপুলা পৃথ্বী কোটি গ্রহ তারা ধরি শিরে,
মোদের তীর্থ লাগি রবি শশী নিশিদিন আসে ফিরে ফিরে।
নিঃসীম নভ ছত্র ধরিয়া, বন্দনা-গান গাহে বিহগ,
বর্ষায় ঝরে রহমত-পানি-প্রতীক্ষমাণ সাত স্বরগ।
অপরিমাণ এ দানেরে কেমনে করিবি, রে ভীরু অস্বীকার?
মৃত্যুর মারফতে শোধ দিব বিধির এ মহাদানের ধার।
রোগ-পাণ্ডুর দেহ নয় – দিব সুন্দর তনু কোরবানি,
রোগ ও জরারে দিব না এ দেহ, জীবন-ফুলের ফুলদানি।
তাজা এ স্বাস্থ্য সুন্দর দেহ মৃত্যুরে দিবি অর্ঘ্যদান,
অতিথিরে দিবি কীটে-খাওয়া ফুল? লতা ছিঁড়ে তাজা কুসুম আন!

আসিয়াছে ঝড়, ঘরের ভিতরতাজিমকরিয়া অতিথে ডাক,
বন্ধুর পথে এসেছে বন্ধু, হাসিয়া দস্তেদস্তরাখ।
যৌবন-মদ পূর্ণ করিয়া জীবনের মৃৎপাত্র ভর,
তাই নিয়ে সব বেহুঁশ হইয়া ঝঞ্ঝার সাথে পাঞ্জা ধর।

ঝঞ্ঝার বেগ রুধিতে নারিবে পড়-পড় ওই গৃহ রে তোর,
খুঁটি ধরে তার কেন বৃথা আর থাকিস বসিয়া, ভাঙ এ দোর!

রবির চুল্লি নিভিয়া গিয়াছে, ধূম্রায়মান নীল গগন,
ঝঞ্ঝা এসেছে ঝাপটিয়া পাখা, ধেয়ে আয় তুই ক্ষীণ পবন!

শাখ-ই-নবাত
['শাখ-ই-নবাত' বুলবুল-ই-শিরাজ কবি হাফিজের মানসীপ্রিয়া ছিলেন।]

শাখ-ই-নবাতশাখ-ই-নবাত! মিষ্টি রসাল 'ইক্ষু-শাখা'।
বুলবুলিরে গান শেখাল তোমার আঁখি সুরমা-মাখা।
বুলবুল-ই-শিরাজ হল গো হাফিজ গেয়ে তোমার স্তুতি,
আদর করে 'শাখ-ই-নবাত' নাম দিল তাই তোমারতুতি।
তার আদরের নাম নিয়ে আজ তুমি নিখিল-গরবিনি,
তোমার কবির চেয়ে তোমায় কবির গানে অধিক চিনি।
মধুর চেয়ে মধুরতর হল তোমার বঁধুর গীতি,
তোমার রস-সুধা পিয়ে, তাহার সে-গান তোমার স্মৃতি।
তোমার কবির – তোমার তুতির ঠোঁট ভিজালেশহদদিয়ে,
নিখিল হিয়া সরস হল তোমার শিরিন সে রস পিয়ে।
কল্পনারই রঙিন পাখায় ইরান দেশে উড়ে চলি,
অনেক শত বছর পিছের আঁকাবাঁকা অনেক গলি –
তোমার সাথে প্রথম দেখা কবির যেদিন গোধূলিতে,
আঙুর-খেতে গান ধরেছে, কুলায়-ভোলা বুলবুলিতে।
দাঁড়িয়েছিলে একাকিনী'রোকনাবাদের নহর'তীরে,
রঙিন ছিল আকাশ যেন কুসুম-ভরা ডালিম-শাখা
তোমার চোখের কোনায় ছিল আকাশ-ছানা কাজল আঁকা।
সন্ধ্যা ছিল বন্দি তোমার খোঁপায়, বেণির বন্ধনীতে ;
তরুণ হিয়ার শরম ছিল জমাট বেঁধে বুকের ভিতে!
সোনার কিরণ পড়েছিল তোমার দেহের দেউল চূড়ে,
ডাঁসা আঙুর ভেবে এল মউ-পিয়াসি ভ্রমর উড়ে।
তিল হয়ে সে রইল বসে তোমার গালের গুলদানিতে,
লহর বয়ে গেল সুখে রোকনাবাদের নীল পানিতে।
চাঁদ তখনও লুকিয়ে ছিল তোমার চিবুক গালের টোলে,
অস্তরবির লাগল গো রং শূন্য তোমার সিঁথির কোলে।
ওপারেতে একলা তুমি নহর-তীরে লহর তোলো,
এপারেতে বাজল বাঁশি, 'এসেছি গো নয়ন খোলো!'

… … …

তুললে নয়ন এপার পানে – মেলল কি দল নার্গিস তার?
দুটি কালো কাজল আখর – আকাশ ভুবন রঙিন বিথার!
কালো দুটি চোখের তারা, দুটি আখর, নয়কো বেশি ;
হয়তো 'প্রিয়া', কিংবা 'বঁধু' – তারও অধিক মেশামেশি!
কী জানি কী ছিল লেখা – তরুণ ইরান-কবিই জানে,

সাধা বাঁশি বেসুর বোলে সেদিন প্রথম কবির কানে।
কবির সুখের দিনের রবি অস্ত গেল সেদিন হতে,
ঘিরল চাঁদের স্বপন-মায়া মনের বনের কুঞ্জপথে।
হয়তো তুমি শোননি আর বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনি,
স্বপন-সম বিদায় তাহার স্বপন-সম আগমনি।
রোকনাবাদের নহর নীরের সকল লহর কবির বুকে,
ঢেউ তোলে গো সেদিন হতে রাত্রি দিবা গভীর দুখে।
সেই যে দুটি কাজল হরফ দুটি কালো আঁখির পাতে,
তাই নিয়ে সে গান রচে তার ; সুরের নেশায় বিশ্ব মাতে!
অরুণ আঁখি তন্বী সাকি পাত্র এবং শারাব ভুলে,
চেয়ে থাকে কবির মুখে করুণ তাহার নয়ন তুলে।
শারাব হাতে সাকির কোলে শিরাজ কবির রঙিন নেশা
যায় গো টুটে ক্ষণে ক্ষণে – মদ মনে হয় অশ্রু মেশা।
অধর-কোণে হাসির ফালি ঈদের পহিল চাঁদের মতো –
উঠেই ডুবে যায় নিমেষে, সুর যেন তার হৃদয়-ক্ষত।
এপার ঘুরে কবির সে গান ফুলের বাসে দখিন হাওয়ায়
কেঁদে ফিরেছিল কি গো তোমার কানন-কুঞ্জ ছায়ায়?
যার তরে সে গান রচিল, তারই শোনা রইল বাকি?
শুনল শুধু নিমেষ-সুখের শারাব-সাথি বে-দিল্ সাকি?

শাখ-ই-নবাত! শাখ-ই-নবাত! পায়নি তুতি তোমার শাখা,
উধাও হল তাইতে গো তার উদাস বাণী হতাশ-মাখা।
অনেক সাকির আঁখির লেখা, অনেক শারাব পাত্র-ভরা,
অনেক লালা নার্গিস গুল বুলবুলিস্তান গোলাব-ঝোরা
ব্যর্থ হল, মিটল না গো শিরাজ কবির বুকের তৃষা,
হয়তো আখের শাখায় ছিল সুধার সাথে বিষও মিশা!
নইলে এ গান গাইত কে আর, বইত না এ সুরধুনী;
তোমার হয়ে আমরা নিখিল বিরহীরা সে গান শুনি।
আঙুর-লতায় গোটা আঙুর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবারি,
শিরাজ-কবির সাকির শারাব রঙিন হল তাই নিঙাড়ি।
তোমায় আড়াল করার ছলে সাকির লাগি যে গান রচে,
তাতেই তোমায় পড়ায় মনে, শুনে সাকি অশ্রু মোছে!
তোমার চেয়ে মোদের অনেক নসিব ভালো, হায় ইরানি!
শুনলে নাকো তোমায় নিয়ে রচা তোমার কবির বাণী।
তোমার কবির রচা গানে মোদের প্রিয়ার মান ভাঙাতে
তোমার কথা পড়ে মনে, অশ্রু ঘনায় নয়ন-পাতে!

ঘুমায় হাফিজ‘হাফেজিয়া’য়, ঘুমাও তুমি নহর-পারে,
দিওয়ানার সে দিওয়ান-গীতি একলা জাগে কবর-ধারে।
তেমনি আজও আঙুর-খেতে গেয়ে বেড়ায় বুলবুলিরা,

তুতির ঠোঁটে মিষ্টি ঠেকে তেমনি আজও চিনির সিরা।
তেমনি আজও জাগে সাকি পাত্র হাতে পানশালাতে –
তেমনি করে সুরমা-লেখা লেখে ডাগর নয়ন-পাতে।
তেমনি যখন গুলজার হয় শারাব-খানা, ‘মুশায়েরা’,
মনে পড়ে রোকনাবাদের কুটির তোমার পাহাড়-ঘেরা।
গোধূলি সে লগ্ন আসে, সন্ধ্যা আসে ডালিম-ফুলি,
ইরান মুলুকবিরানঠেকে, নাই সেই গান, সেই বুলবুলি।
হাফেজিয়ায় কাঁদন ওঠে আজও যেন সন্ধ্যা প্রভাত –
‘কোথায় আমার গোপন প্রিয়া কোথায় কোথায় শাখ-ই-নবাত!’
দন্তে কেটে খেজুর-মেতি আপেল-শাখায় অঙ্গ রেখে
হয়তো আজও দাঁড়াও এসেপেশোয়াজেনীল আকাশ মেখে,
শারাব-খানায় গজল শোনো তোমার কবির বন্দনা-গান;
তেমনি করে সূর্য ডোবে, নহর- নীরে বহে তুফান।
অথবা তা শোন না গো, শুনিবে না কোনো কালেই;
জীবনে যে এল না তা কোনো লোকের কোথাও সে নাই!

অসীম যেন জিজ্ঞাসা ওই ইরান-মরুর মরীচিকা,
জ্বালনি কি শিরাজ-কবির লোকে তোমার প্রদীপ-শিখা?
বিদায় সেদিন নিল কবি শূন্য শারাব পাত্র করে,
নিঙড়ে অধর দাওনি সুধা তৃষিত কবির তৃষ্ণা হরে!
পাঁচশো বছর খুঁজেছে গো, তেমনি আজও খুঁজে ফিরে
কবির গীতি তেমনি তোমায় রোকনাবাদের নহর-তীরে!

কর্থ্যভাষা
কর্থ্যভাষা কইতে নারি শুর্দ্ধ কথা ভিন্ন।
নেড়ায় আমি নিম্ন বলি (কারণ) ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন॥
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে মোর্স্বামী।
বানকে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি॥
চাষায় আমি চশ্‌শ বলি, আশায় বলি অশ্ব।
কোটকে বলি কোষ্ঠ, আর নাসায় বলি নস্য॥
শশারে কই শিষ্য আমি, ভাষারে কই ভীষ্ম।
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসিরে মাহিষ্য॥
পুকুরকে কই প্রুষ্করিণী, কুকুরকে কই ক্রুক্কু।
বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে গুড়ুক্কু॥
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, তাই আড়ালকে অণ্ডাল।
শালারে কই শলাকা, আর কালায় বলি কঙ্কাল॥
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু, আর দাদাকে কই দদ্রু।
বামারে কই বম্বু, আর কাদারে কই কদ্রু॥
আরও অনেক বাত্রা জানি, বুঝলে ভায়া মিন্টু।
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছিনে আর কিন্তু॥

আঁধারে
অমানিশায় আসে আঁধার তেপান্তরের মাঠে;
স্তব্ধ ভয়ে পথিক ভাবে,– কেমনে রাত কাটে!
ওই যে ডাকে হুতোম-পেঁচা, বাতাস করে শাঁ শাঁ!
মেঘে ঢাকা অচিন মুলুক; কোথায় রে কার বাসা?
গা ছুঁয়ে যায় কালিয়ে শীতে শূন্য পথের জু জু–
আঁধার ঘোরে জীবন-খেলার নূতন পালা রুজু।

ঘোষণা
হাতে হাত দিয়ে আগে চলো, হাতে
নাই থাক হাতিয়ার!
জমায়েত হও, আপনি আসিবে
শক্তিজুলফিকার॥

আনো
আলিরশৌর্য, হোসেনের ত্যাগ,

ওমরেরমতো কর্মানুরাগ,

খালেদেরমতো সব অসাম্য

ভেঙে করো একাকার॥

ইসলামে নাই ছোটো বড়ো আর
আশরাফআতরাফ;
এই ভেদ-জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
করোমিসমারসাফ!

চাকর সৃজিতে চাকরি করিতে
ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে;
মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন,
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন,
এ-জুলুম সহেনিকো ইসলাম –
সহিবে না আজও আর॥

গান
আমার বিফল পূজাঞ্জলি
অশ্রু-স্রোতে যায় যে ভেসে।
তোমার আরাধিকার পূজা
হে বিরহী, লও হে এসে।

খোঁজে তোমায় চন্দ্র তপন,
পূজে তোমায় বিশ্বভুবন,
আমার যে নাথ ক্ষণিক জীবন
    মিটবে কি সাধ ভালোবেসে॥
না-দেখা মোর বন্ধু ওগো,
    কোথায় বাঁশি বাজাও একা,
প্রাণ বোঝে তা অনুভবে
    নয়ন কেন পায় না দেখা!

সিন্ধু যেমন বিপুল টানে
তটিনীরে টেনে আনে,
তেমনি করে তোমার পানে
    আমায় ডাকো নিরুদ্দেশে॥

বন্ধন
অনন্তকাল এ-অনন্তলোকে
  মন-ভোলানোরে তার খুঁজে ফিরে মন।
দক্ষিণা-বায় চায় ফুল-কোরকে ;
  পাখি চায় শাখী, লতা-পাতা-ঘেরা বন।
  বিশ্বের কামনা এ – এক হবে দুই ;
  নূতনে নূতনতর দেখিবে নিতুই॥
তোমারে গাওয়াত গান যার বিরহ
  এড়িয়ে চলার ছলে যাচিয়াছ যায়,
এল সেই সুদূরের মদির-মোহ
  এল সেই বন্ধন জড়াতে গলায়।
  মালা যে পরিতে জানে, কণ্ঠে তাহার
  হয় না গলার ফাঁসি চারু-ফুলহার॥
জলময়, নদী তবু নহে জলাশয়,
  কূলে কূলে বন্ধন তবু গাহে গান ;
বুকে তরণির বোঝা কিছু যেন নয়–
  সিন্ধুর সন্ধানী চঞ্চল-প্রাণ।
  দুই পাশে থাক তব বন্ধন-পাশ,
  সমুখে জাগিয়া থাক সাগর-বিলাস॥
বিরহের চখাচখি রচে তারা নীড়,
  প্রাতে শোনে নির্মল বিমানের ডাক ;
সেই ডাকে ভোলে নীড়, ভোলে নদীতীর,
  সন্ধ্যায় গাহে : ‘এই বন্ধন থাক’!
  আকাশের তারা থাক কল্পলোকে,
  মাটির প্রদীপ থাক জাগর-চোখে॥
সালাম অস্ত-‘রবি’

কাব্য-গীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, দ্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী
মহাকবি রবি অস্ত গিয়াছে! বীণা, বেণুকা ও বাণী
নীরব হইল। ধূলির ধরণি জানি না সে কত দিন
রস-যমুনার পরশ পাবে না। প্রকৃতি বাণীহীন
মৌন বিষাদে কাঁদিবে ভুবনে ভবনে ও বনে একা ;
রেখায় রেখায় রূপ দিবে আর কাহার ছন্দ-লেখা?
অপ্রাকৃত মদনে মাধবী চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়া
রূপায়িত রসায়িত করিবে কে লেখনী, তুলিকা নিয়া?

ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খৈয়াম, হাফিজ ও রুমি
আরবেরইমরুল-কায়েসযে ছিলে এক সাথে তুমি!
সকল দেশের সকল কালের সকল কবিরে ভাঙি
তাঁহাদের রূপে রসে রাঙাইয়া, বুঝি কত যুগ জাগি
তোমারে রচিল রসিক বিধাতা, অপরূপ সে বিলাস,
তব রূপে গুণে ছিল যে পরম সুন্দরের আভাস!

এক সে রবির আলোকে তিমির-ভীত এ ভারতবাসী
ভুলেছিল পরাধীনতা-পীড়ন দুঃখ-দৈন্যরাশি।
যেন ঊর্দ্ধের বরাভয় তুমি আল্লার রহমত,
নিত্য দিয়াছ মৃত এ জাতিরে অমৃত শরবত।
সকল দেশের সকল জাতির সকল লোকের তুমি
অর্ঘ্য আনিয়া ধন্য করিলে ভারত-বঙ্গভুমি॥

তোমার মরুতে তোমার আলোকে ছায়া-তরু ফুল-লতা
জন্মিয়া চির-স্নিগ্ধ করিয়া রেখেছিল শত ব্যথা।
অন্তরে আর পাই না যে আলো মানস-গগন-কবি,
বাহিরের রবি হেরিয়া জাগে যে অন্তরে তব ছবি।
গোলাপ ঝরেছে, গোলাবি আতর কাঁদিয়া ফিরিছে, হায়!
আতরে কাতর করে আরও প্রাণ ফলেরে দেখিতে চায়।
ফুলের, পাখির, চাঁদ-সুরুজের নাহিকো যেমন জাতি,
সকলে তাদেরে ভালোবাসে, ছিল তেমনি তোমার খ্যাতি।
রস-লোক হতে রস দেয় যারা বৃষ্টিধারার প্রায়
তাদের নাহিকো ধর্ম ও জাতি, সকলের ঘরে যায়।
অবারিত দ্বার রস-শিল্পীর, হেরেমেও অনায়াসে
যায় তার সুর কবিতা ও ছবি আনন্দে অবকাশে।

ছিল যে তোমার অবারিত দ্বার সকল জাতির গেহে,
তোমারে ভাবিত আকাশের চাঁদ, চাহিত গভীর স্নেহে!
ফুল হারাইয়া আঁচলে রুমালে তোমার সুরভি মাখে
বক্ষে নয়নে বুলায়ে আতর, কেঁদে ঝরাফুল ডাকে।

আপন জীবন নিঙাড়ি যে জন তৃষাতুর জনগণে
দেয় প্রেম-রস, অভয়-শক্তি বসি দূর নির্জনে,
মানুষ তাহারই তরে কাঁদে, কাঁদে তারই তরে আল্লাহ্,
বেহেশ্‌ত হতে ফেরেশতা কহে তাহারেই বাদশাহ!

শত রূপে রঙে লীলা-নিকেতন আল্লার দুনিয়াকে
রাঙায় যাহারা, আল্লার কৃপা সদা তাঁরে ঘিরে থাকে।
তুমি যেন সেই খোদার রহম এসেছিলে রূপ ধরে,
আরশেরছায়া দেখাইয়া ছিলে রূপের আরশি ভরে।

কালামঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও!
ঊর্ধ্বে থাকি এ পাষাণ জাতিরে রসে গলাইয়া দাও॥
অপরূপ সে দুরন্ত

ভাব-বিলাসী অপরূপ সে দুরন্ত,

বাঁধন-হারা মন সদা তার উড়ন্ত!
সে
ঘুরে বেড়ায় নীল আকাশে।

চাঁদের সাথে মুচকি হাসে,

গুঞ্জরে সে মউ-মক্ষীর গুঞ্জনে,
সে
ফুলের সাথে ফোটে, ঝরে পরাগ হয়ে অঙ্গনে।

তার চোখের পলক ভোরের তারায় ঝলে,

ধুমকেতু তার ফুলঝুরি, সে উল্কা হয়ে চলে।

অপরূপ সে দুরন্ত,

মন সদা তার উড়ন্ত।

সে
প্রথম-ফোটা গোলাপ-কুঁড়ির সনে–

হিঙুল হয়ে ওঠে লাজে হঠাৎ অকারণে।

ধরা তারে ধরতে নারে ঘরের প্রদীপ দিয়ে,
সে
শিশির হয়ে কাঁদে, খেলে পাখির পালক নিয়ে।

সে ঝড়ের সাথে হাসে

সে সাগর-স্রোতে ভাসে,
সে
উদাস মনে বসে থাকে জংলা পথের পাশে।

অপরূপ সে দুরন্ত,

মন সদা তার উড়ন্ত!

সে
বৃষ্টিধারার সাথে পড়ে গলে,

অস্ত-রবির আড়াল টেনে লুকায় গগন-তলে।

দীপ্ত রবির মুকুরে সে আপন ছায়া দেখে,
সে
পথে যেতে যায় যেন কি মায়ার মোহ এঁকে।

ঝরা তারার তির হানে সে নিশুত রাতের নভে,

ঘুমন্তরে জাগিয়ে সে দেয় বিপুল বজ্র-রবে।

অপরূপ সে দুরন্ত,

মন সদা তার উড়ন্ত!

সে
রঙিন প্রজাপতি
কভু
ফুলের দিকে মতি

কভু ভুলের দিকে গতি
তার
রুধির-ধারা নদীর স্রোতের মতো

দেহের কূলে বদ্ধ তবু মুক্তঅবিরত।

রূপকে বলে সঙ্গিনী সে, প্রেমকে বলে প্রিয়া,

রূপ ঘুমালে ঊর্ধ্বে ওঠে আত্মাতে প্রেম নিয়া।

অপরূপ সে দুরন্ত,

মন সদা তার উড়ন্ত।
মরণকে সে ভয় করে না, জ্ঞানীর সভায় ভয়,–

ভাবের সাথে ভাব করে সে অভাব করে জয়।
তার
তরল হাসি সরল ভাবে মুগ্ধ সবার মন,

মন ভরে না জ্ঞানীর, করে অর্থ অন্বেষণ।

চোখ আছে যার, তারই চোখের পাতা টিপে ধরে,

হাতিশালায় যায় না, যায় ফুল ফোটে যে-ঘরে।

তার পথের পথিক সাথি,

তার বন্ধু নীরব রাতি,

খ্যাতির খাতায় চায় না চাঁদা, চাঁদের সাথে খেলে,
সে
কথা কহে, মুক্ত-পাখা পাখির দেখা পেলে।

অপরূপ সে দুরন্ত,

মন সদা তার উড়ন্ত!

তারে
জ্ঞান-বিলাসী ডাকে না, তায় গাঁয়ের চাষি ডাকে,

তৃষার জলের পাত্র-সম জড়িয়ে ধরে তাকে।

সে রয় না আন্দোলনে,
যেথা

আনন্দ হয় আন্দোলিত যায় সে গোপন বনে।
সে
চাঁদের আলো, বর্ষা-মেঘের জল,

আপনার খুশিতে ঝরে আপনি সে চঞ্চল।
সে
চায় না ফুলের মালা, সে ফুলের মধু চায়,

সে চায় না তাহার নাম,

দান দিয়ে সে পালিয়ে বেড়ায়

চায় না তাহার দাম।

অপরূপ সে দুরন্ত,

মন সদা তার উড়ন্ত!

কেউ যদি তায় ভালো বলে, আলোর বুকে হয় সে লয়,

বলে, 'ওগো সুন্দর মোর, তোমায় বলে, আমায় নয়!'

ছন্দ তাহার স্বচ্ছন্দ, দ্বন্দ্ব মাঝে রয় না সে,

যে বড়ো তাঁর সুনাম নিয়ে ক্ষুদ্র কথা কয় না সে।
তার
মন্দ শোনার নাইকো সময়,

রসের সাথে নিত্য প্রলয়,
তারে
নিন্দা দিলে চন্দন দেয়

সে নন্দন-জাদুকর,

সুন্দর সে, তাই দেখে না কাহারেও সে অসুন্দর।
তারে
লোভ দেখিয়ে যায় না ধরা,

আপনাকে যে দিতে চায়–

প্রেম-ভিক্ষু দুরন্ত সে লুটিয়ে পড়ে তাহার পায়।

পূর্ণের সে প্রতিচ্ছায়া, অপরূপ সে দুরন্ত,

মন কাঁদে মোর তারই তরে, মন সদা যার উড়ন্ত!

আগা মুরগি লে কে ভাগা
[সুর : 'একদা তুমি প্রিয়ে আমারই এ তরুমূলে']

একদা তুমি আগা দৌড়ে কে ভাগা মুরগি লেকে।
তোমারে ফেলনু চিনে ওই আননে জমকালো চাপ দাড়ি দেখে॥
কালো জাম খাচ্ছিলে যে সেইদিন সেই গাছে চড়ে
কালো জাম মনে করে ফেললে খেয়ে ভোমরা ধরে।
'চুঁ করো আওর চাঁ করো ছোড়ে গা নেই,
সব কুছ কালা কালা খা জায়ে গা' – বললে হেঁকে॥
ভুলো আর টেমি জিমি চেনে যে ওই ঝাঁকড় চুলে,
তোমারে দেখলে পরে তারস্বরে আসে তেড়ে ল্যাজুড় তুলে।

ও-পাড়ার হীরু তোমায় দেখেই পালায় পগার-পারে,
'রুপিয়া লে আও,' বলে ধরলে তাহার ছাগলটারে।
দেখিয়াই মটরু মিয়াঁর মুরগি লুকায় ঝোপের আড়ে,
তাই কি ছেলেমেয়ে মুরগি-চোরা বলে ডাকে॥

হিন্দি গান
॥ ১॥

আজ বন-উপবন-মে
চঞ্চল মেরে মন-মে
মোহন মুরলীধারী কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম।
সুনো মোহন নূপুর গুঁজত হ্যায়,
বাজে মুরলী বোলে রাধা নাম॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥
বোলে বাঁশরি আও শ্যাম-পিয়ারি–
ঢুঁড়ত হ্যায় শ্যাম-বিহারী,
বনবালা সব চঞ্চল
ওড়াওয়ে অঞ্চল
কোয়েল সখী গাওয়ে সাথ গুণধাম॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥

ফুলকলি ভোলে ঘুংঘট খোলে
পিয়াকি মিলনকি প্রেমকি বোলি বোলে,

পবন পিয়া লেকে সুন্দর সৌরভ
হাঁসত যমুনা সখী দিবস-যাম॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥

॥ ২॥
খেলত বায়ু ফুল-বনমে আও প্রাণ-পিয়া।
আও মনমে প্রেম-সাথি আজ রজনি
 গাও প্রাণ-প্রিয়া॥
মন-বনমে প্রেম মিলি
ভোলত হ্যায় ফুল-কলি,
বোলত হ্যায় পিয়া পিয়া।
 বাজে মুরলিয়া॥

মন্দিরমে রাজত হ্যায় পিয়া তব মুরতি,
প্রেম-পূজা লেও পিয়া, আও প্রেম-সাথি,
 চাঁদ হাসে তারা সাথে
 আও পিয়া প্রেম-রাথে,
সুন্দর হ্যায় প্রেম-রাতি, আও মোহনিয়া।
 আও প্রাণ-পিয়া॥
॥ ৩॥
চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন
 তুম ব্যনে বনওয়ারি।
ছিন লিয়ে হ্যায় গদা পদম সব
 মিল করকে ব্রজনারী॥
চার ভুজা আব দো বানায়ে,
ছোড়কে বৈকুন্ঠ ব্রিজ-মে আয়ে,
রাস রচায়ে ব্রিজ-কে মোহন
 ব্যন গয়ে মুরলীধারী॥

সত্যভামা-কো ছোড়কে আয়ে,
রাধা-প্যারি সাথ-মে লায়ে,
বৈতরণি-কো ছোড়কে ব্যন গয়ে
 যমুনাকে তটচারী॥

॥ ৪॥
তুম প্রেমকে ঘনশ্যাম
 ম্যায় প্রেম কি শ্যাম প্যারি।
প্রেম কা গান তুমহরে দান
 ম্যায় হুঁ প্রেম-ভিখারি॥
হৃদয় বিচমে যমুনা-তীর

তুমহরি মুরলী বাজে ধীর,
নয়ন-নীর কী বহত যমুনা
 প্রেমকে মাতোয়ারি॥
যুগ যুগ হোয়ে তুমহরি লীলা মেরে হৃদয়-বনমে।
তুমহরে মোহন মন্দির পিয়া মোহত মেরে মনমে।

প্রেম-নদী-নীর নিত বহি যায়,
তুমহরে চরণ কো কাঁহু না পায়,
রোয়ে শ্যাম-প্যারি সাথে ব্রজনারী
 আও মুরলীধারী॥

॥ ৫॥
ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক ঝোরে,
 দেখো সখী চম্পা লচকে।
বাদরা গরজে দামিনী দমকে॥

আও ব্রজ-কি কুঙারি ওঢ়ে নীল শাড়ি,
নীল কমল-কলিকে পহনে ঝুমকে॥
হাররে ধান কি লও মে হো বালি,
 ওড়নি রাঙাও শতরঙ্গি আলি,
 ঝুলা ঝুলো ডালি ডালি,
আও প্রেম-কুঙারি মন ভাও,
প্যারে প্যারে সুর-মে শাওনি সুনাও!

রিমঝিম রিমঝিম পড়ত কোয়ারে,
সুন পিয়া পিয়া কহে মুরলী পুকারে,
 ওহি বোলি-সে হিরদয় খটকে॥
॥ ৬॥
ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা মে কিশোরী কিশোর।
দেখে দোউ এক এক-কে মুখকো চন্দ্রমা-চকোর–
য্যায়সা চন্দ্রমা চকোর হোকে প্রেম-নেশা বিভোর॥

মেঘ-মৃদং বাজে ওহি ঝুলনাকে ছন্দ্-মে,
রিমঝিম বাদরবরষে আনন্দ্-মে,
দেখনে যুগল শ্রীমুখ-চন্দ-কো
 গগন ঘেরি আয়ে ঘনঘটা-ঘোর॥

নব নীর বরষণে কো চাতকী চায়,
ওয়সে গোপী ঘনশ্যাম দেখ তৃষ্ণা মিটায়;
সব দেবদেবী বন্দনা-গীত গায়–

ঝরে বরষা-মে ত্রিভুবন-কি আনন্দাশ্রু-লোর॥

॥ ৭॥
প্রেমনগর-কা ঠিকানা কর-লে
প্রেমনগর-কা ঠিকানা।
ছোড় কারিয়ে দো-দিন-কা ঘর
ওহি রাহ-মে জানা॥
দুনিয়া দওলত হ্যায় সব মায়া,
সুখ-দুখ হ্যায় দো জগৎ কা কায়া,
দুখ-কো তু গলে লাগা লে–
আগে না পসতানা॥

আতি হ্যায় যব রাত আঁধারি–
ছোড় তুম মায়া বন্ধন ভারি,
প্রেম-নগর কি কর তৈয়ারি
আয়া হ্যায় পরোয়ানা॥

॥ ৮॥
সোওত জগত আঁঠু জান রাহত প্রভু
মন-মে তুমহারে ধ্যান।
রাত-আঁধেরি-সে চাঁদ সমান প্রভু
উজ্জ্বল কর মেরা প্রাণ॥

এক সুর বোলে ঝিওর সারে রাত–
এ্যায়সে হি জপ তুহু তেরা নাম, হে নাথ!
রুম রুম মে রম রহো মেরে
এক তুমহারা গান॥
গয়ি বন্ধু কুটুম স্বজন–
ত্যজ দিনু ম্যায় তুমহারে কারণ,
তুম হো মেরে প্রাণ-আধারণ–
দাসী তুমহারি জ্ঞান॥
অপরূপ রাস

একী পরম বিলাস!

একী অপরূপ রাস!
একী
অপ্রাকৃত কাম-ঘন যৌবন

রস-   উন্মদ উল্লাস!

একী
পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!

একী
জড়াজড়ি গড়াগড়ি ছড়াছড়ি ফুল,
একী
প্রগাঢ় আলিঙ্গন; গেল জাতি কুল!
হেথা
ধরম শরম নাই,

যাহা সাধ করি তাই,

অঙ্গে অঙ্গে একী তৃষ্ণা-পিয়াস!
একী
পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!
হেথা
বর ও বধূর নিত্য মধুর শুভ-দৃষ্টি,

হেথা নিতি ফুল-শয্যা;
হেথা
দিন নাই, রাত নাই, নাই জ্ঞান লজ্জা;
হেথা
কথায় কথায় করে দেয়-লতিকায়

প্রেম-ঘন আদর-বৃষ্টি;
একী
মধুমঞ্জরী – মধুর মধুর

শুধু প্রিয় আর প্রিয়-সম্ভাষ!
একী
পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!

একী
না-দেখা না-শোনা অপরূপ রূপ।
একী
না-দেখা কুসুম না-দেখা মধুপ!
একী
শান্ত মৌন-ঘন উজ্জ্বল রসের প্রকাশ!
একী
পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!

একী
উদার আনন্দ প্রমত্ত ছন্দ

নৃত্যায়িত একী কায়া!

এই আলো, এই ছায়া, একী লীলা, একী মায়া!
এই
পরম জ্যোতিঃ এই মনোরম রতি-অভিলাষ
একী
পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!

কভু হীরক-শুভ্র কভু নীল অঞ্জন,

কভু সে কষিত হিরণ্য দামিনী-বরণ;
সব
আবরণ খুলে যায়,

আভরণ ভুলে যায়;
একী
মহিমায় মাধুরীতে মাখামাখি গো–

মহাভাব-বিহ্বল স্বরূপ প্রকাশ!
একী
পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!

একী
ব্রহ্মল রমণে সমাহিত উৎসব-মগ্ন!
একী
উমা দেবী হ্লাদিনী অমৃতের লগ্ন!
একী
প্রেম-মাধুরী-মাখা রস-লেখা-চর্চিত

মদনোন্মাদ মহাকাশ!
একী
পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!
আবিরাবীর্মএধি
হউক আবির্ভূত তোমাদের সাধনায়
যুগ-যুগ-সম্ভব জনগণ যারে চায়!

শত ‘মধুকৈটভ’, ‘মুর’ ও ‘কংস’
সুন্দর সৃষ্টিরে করিতেছে ধ্বংস;
আনন্দ-নন্দ-লোক নিরানন্দে
কাঁদি কাঁদি মুরারিরে ডাকে আর বন্দে।
তোমাদের একাগ্র তপস্যা-বলে আজ
গোলকের নারায়ণে টেনে আনে ধরা মাঝ!
আবির্ভাবের বাণী শুনুক এ ত্রিভুবন,
জাগিয়া উঠুক পুনঃ নিপীড়িত জনগণ!
কবির প্রশস্তি
আল্লাহু-আকবর! আল্লাহু-আকবর!
আল্লার কাছ থেকে এল আজ রহমত, কওসর।
আল্লার যারা আশ্রিত, আজ তাদেরই হইল জয়,
ইহা আল্লার ইচ্ছার জয়, আমাদের জয় নয়!

আজিকার জয়, জানিয়ো, পূর্ণজয়ের প্রথম ধাপ,
আজও আমাদের মাঝে আছে কত বন্ধন অভিশাপ,
কত ভেদজ্ঞান কলহ ঈর্ষা লোভ ও অহংকার–
সব দূর করে দেবে পবিত্র নামের মহিমা তাঁর।

তোমরাই হবে নূতন পথিক তাঁর তীর্থের পথে।
তোমাদেরই পদ-চিহ্ন ধরিয়া না-দেখা আকাশ হতে
আসিতেছে নবযুগের যাত্রী তরুণ নৌজোয়ান,
আর দেরি নাই, দেখে যাবে পৃথিবীর দুখ অবসান।
ক্ষুধিত ব্যাঘ্র
ক্ষুধিত অগ্নিময় ব্যাঘ্র আসিয়া
হত্যা করিল তামসী নিশীথিনীরে।
পৃথিবীর অরণ্য বিদীর্ণ করি
সঞ্চারি ফেরে ডেভিলের রুধিরে রুধিরে॥
দৈত্য-দানবের চর্বি খেয়ে চিৎকার করে বাঘ : আয় কে মরবি?
ছিন্ন কর সপ্ত আকাশে চিবাইল হিম গিরিরে॥

চামড়া কামড়ায়ে অবিদ্যা, কাম ও রতির,
সপ্ত পাতালে ছুটে যায় হয়ে উগ্র অধীর।
থাবা মেরে মাটি ফেলে দিল পাথারের তীরে॥

চার-চিল নখর-চঞ্চুতে মাংস ছিঁড়ে খায়,
এ মারি কীসে মারি ব্যাঘ্র চেঁচায়!
অভেদ ও অভিন্ন, অসাম্যে ল্যাজের আছাড়ে
ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র ফেলে দিল কাছাড়ে।
বাপ কী নাচা রে।

কাছা ও কোঁচা খুলে গেল বিদ্বেষ ও হিংসায়
একী খিঁচাখিঁচি রে॥
ক্ষমা করো হজরত!!
তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা করো হজরত॥
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু
এই ধরণির ধন সম্ভার
সকলের তাহে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে, ধরণিতে সবে সমান পুত্রবৎ॥
ক্ষমা করো হজরত॥
তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন-ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনোকো পর-মত॥
ক্ষমা করো হজরত!!
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী,
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশ্ত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত॥
ক্ষমা করো হজরত॥
সাম্পানের গান
(পূর্ববঙ্গের ভাটিয়াল সুরে)

ওরে মাঝি ভাই!
ওরে সাম্পানওয়ালা ভাই!
তুই কি দুখ পাইয়া কূল হারাইলি অকূল দরিয়ায়॥
তোর ঘরের রশি ছিঁইড়া রে গেল ঘাটের কড়ি নাই,
তুই মাঝ দরিয়ায় ভাইসা চলিস সাম্পান ভাসাই।
ও ভাই দরিয়ায় আয়ে জোয়ার ভাটিরে
তোর ওই চক্ষের পানি চাই॥

তোর চোখের জল ভাই ছাপাইতে চাস নদীর জলে আইসা,
শেষে নদীই আইল চক্ষে রে তোর তুই চলিলি ভাইসা,
ও তুই কলস দেইখা নামলি জলে রে
এখন ডুইবা দেখিস কলস নাই॥

তুই কূলে যাহার কূল না পেলি তারে অগাধ জলে
কেন খুঁইজা মরিস ওরে পাগল সাম্পান বাওয়ার ছলে,
ও ভাই দুই ধারে এর চোরাবালু রে
তোর হেথায় মনের মানুষ নাই॥

২
কী হইব লালবাওটাতুইল্যা সাম্পানের উপর।
তোর বাওটায় যত লাগব হাওয়া রে
ও ভাই ঘর হইব তোর ততই পর॥
তোর কী দুঃখ ভাই ছাড়াইতে চাস বাওটারে রাঙাইয়া,
এবার পরান ভইর্‌যা কাঁইদ্যা নে ভাই অগাধ জলে আইয়া,
ও ভাই তোর কাঁদনে উইঠা আসুক রে
ওই নদীর থনে বালুর চর॥

তুই কীসের আশায় দিবিরে ভাই কূলের পানে পাড়ি ;
তোরদিয়াসেথা না জ্বলে ভাই আঁধার দে ঘরবাড়ি ;
তুই জীবন কূলে পেলি না তায় রে
এবার মরণ জলে তালাশ কর॥

৩
তোমায় কূলে তুইলা বন্ধু আমি নামছি জলে।
আমি কাঁটা হইয়া রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে॥
আমি তোমায় ফুল দিয়াছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হইলাম বিবাগি।
আমি বুকের তলায় রাখছি তোমায় গো
  পইর্‌যা শুকাইছি না গলে॥
যে দেশে তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ থনে আইসা
আমার দুখের সাম্পান ছাইড়া দিছি চলতেছে সে ভাইসা,
এখন যে দেশে নাই তুমি বন্ধু গো
  আমি সেই দেশে যাই চলে।
  আমি সেই দেশে যাই চলে॥